LIBRARY
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
BHADAINI, VARANASI-1
No. 2/197
Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

2/194

PRESENTED

LIBRARY
No...... 2/194
Shri Shri Ma An amayee Ashram
BANARAS

PRESENTED

by Sri Monomohon Datta
(Varanasi)

LIBRARY 2/197
No.....8780
Shri Shri Ma Anandamayae Ashram
BANARAS.

LIBRARY
No....2/197..
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

ওঁ তৎসৎ

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রণীতম্

শ্রীমদ্ভাগবতম্

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ

পূজ্যপাদ
শ্রীধরস্বামি-কৃতয়া ভাগবতভাবার্থদীপিকয়া টীকয়া
সমেতম্

শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য-
প্রভুপাদ শ্রীল-রাধাবিনোদ-গোস্বামি-
প্রবর্ত্তিতান্বয়ানুবাদৈঃ শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীসমাখ্য তাৎপর্য্যানুবাদৈশ্চ
সমলঙ্কৃত্য

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎকৃষ্ণচন্দ্রস্মৃতিতীর্থেন
সম্পাদিতম্।

হরিহর লাইব্রেরী
২৯নং বিধান সরণী
কলিকাতা—৬

ঃ প্রকাশক ও যুগ্ম সম্পাদক ঃ
শ্রীনেপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বি, এ
হরিহর লাইব্রেরী
২৯নং বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র :—
হরিহর লাইব্রেরী : ২৯, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬
মহেশ লাইব্রেরী : ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা-১২

নবপরিকল্পনায় ৩য় স্কন্ধ পুনর্মুদ্রণ, মহালয়া, ১৩৭১

[কেন্দ্রীয় সরকারের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আঞ্চলিক ভাষার প্রসারকল্পে প্রদত্ত সরকারী অর্থানুকুল্যে সুলভ মূল্যে প্রচারিত]

সরকার নির্ধারিত মূল্য—
সাধারণ বাঁধাই টাকা
রেক্সিন বাঁধাই শোভন সংস্করণ 35 টাকা

[প্রকাশক কর্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

১১৯নং তারক প্রমাণিক রোড, পরাণ প্রেস হইতে শ্রীপরানচন্দ্র ঘোষ, ১৩৮।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, রূপনন্দা প্রেস হইতে শ্রীপ্রণবগোপাল গোস্বামী ও ২৯, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, শ্রীকমলা প্রেস হইতে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

LIBRARY
No........ 2/197
Shri Shri Ma [illegible] yee Ashram
BANARAS.

শ্রীমদ্ভাগবতম্

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

—ঃ*ঃ—

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশুক উবাচ।

এবমেতৎ পুরা পৃষ্টো মৈত্রেয়ো ভগবান্ কিল।
ক্ষত্রা বনং প্রবিষ্টেন ত্যক্ত্বা স্বগৃহমৃদ্ধিমৎ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—[শ্রীশুক উবাচ।] পুরা (পূর্ব্বস্মিন্ কালে) ঋদ্ধিমৎ (সর্ব্বসম্পৎপূর্ণং) স্বগৃহং (নিজভবনং) ত্যক্ত্বা বনং প্রবিষ্টেন (বনং গতেন,) ক্ষত্রা (বিদুরেণ) ভগবান্ মৈত্রেয়ঃ (মৈত্রেয়নামকো মহামুনিঃ) এবমেতৎ কিল (ভবজ্জিজ্ঞাসিতানুরূপমেব) পৃষ্টঃ (প্রশ্নাস্পদীকৃতঃ) ॥ ১

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—(হে মহারাজ !) পূর্ব্বে বিদুর সর্ব্বসম্পত্তিপূর্ণ নিজ বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিয়া মহামুনি মৈত্রেয়কে এই সকল কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ১

শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা।

তৃতীয়ে তু ত্রয়স্ত্রিংশদধ্যায়ৈঃ সর্গবর্ণনম্। ঈশেচ্ছয়া গুণক্ষোভাৎ সর্গো ব্রহ্মাণ্ডসম্ভবঃ ॥
তত্র তু প্রথমেঽধ্যায়ে বন্ধূন্ হিত্বা গতায়ুষঃ। নির্গতস্যোদ্ধবেনাদৌ সংবাদঃ ক্ষত্তুরুচ্যতে ॥
ভগবদ্ব্রহ্মসম্প্রোক্তং সংক্ষিপ্তং বর্ণিতং পুরা। প্রাহ ভাগবতং শেষপ্রোক্তং বিস্তরতঃ পুনঃ ॥

দ্বেধা হি শ্রীমদ্ভাগবতসম্প্রদায়প্রবৃত্তিঃ। একতঃ সংক্ষেপতঃ শ্রীনারায়ণাদ্ব্রহ্মনারদাদিদ্বারেণ। অন্যতস্তু বিস্তরতঃ শেষাৎ সনৎকুমারসাংখ্যায়নাদিদ্বারেণ। তত্র দ্বিতীয়স্কন্ধে শ্রীনারায়ণব্রহ্মসংবাদেন সংক্ষেপতঃ "অহমেবাস" মিত্যাদি-চতুঃশ্লোক্যা শ্রীভাগবতং নিরূপিতং, তদেব ব্রহ্মনারদসংবাদেন দশলক্ষণতয়া কিঞ্চিদ্বিস্তরেণোক্তম্। তদেব শেষোক্তমিতি বিস্তরতো বক্তুং তৃতীয়াদ্যারম্ভঃ। তত্র তৃতীয়ে প্রথমং ক্ষত্তৃ-মৈত্রেয়সঙ্গমশ্চতুর্ভিরধ্যায়ৈঃ। ততোঽষ্টভিঃ সবিসর্গঃ সর্গপ্রপঞ্চঃ। ততো বিসর্গপ্রস্তাবেন সপ্তভির্ব্বরাহাবতারঃ। তত একেন বিসর্গসমাহারঃ। তৎপ্রসঙ্গেন চতুর্ভিঃ কপিলাবতারঃ। ততো নবভিঃ কপিলাখ্যানমিতি ত্রয়স্ত্রিংশ-দধ্যায়ৈস্তৃতীয়স্কন্ধপ্রবৃত্তিঃ। তত্র দ্বিতীয়ান্তে—"পরিমাণঞ্চ কালস্য কল্পলক্ষণবিগ্রহম্। যথা পুরস্তাদ্ব্যাখ্যাস্যে পাদ্মং কল্পমথো শৃণু ॥" ইতি প্রতিজ্ঞাতমর্থং বিস্তরেণ নিরূপয়িতুমিতিহাসং প্রস্তৌতি ভগবান্ শুকঃ এবমিতি দ্বাভ্যাম্। ঋদ্ধিমৎ সর্ব্বসম্পত্তিসম্পূর্ণম্ ॥ ১

যদ্বা অয়ং মন্ত্রকৃদ্বো ভগবানখিলেশ্বরঃ।
পৌরবেন্দ্রগৃহং হিত্বা প্রবিবেশাত্মসাৎকৃতম্ ॥ ২ ॥

শ্রীরাজোবাচ।

কুত্র ক্ষত্তুর্ভগবতা মৈত্রেয়েণাস সঙ্গমঃ।
কদা বা সহ সংবাদ এতদ্বর্ণয় নঃ প্রভো ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ ;—অয়ং (বুদ্ধিস্থঃ). অখিলেশ্বরঃ (সর্ব্বনিয়ন্তা) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) বঃ (যুষ্মাকং পাণ্ডবানামিতি যাবৎ) মন্ত্রকৃৎ (দূতস্বরূপঃ সন্) পৌরবেন্দ্রগৃহং (পৌরবেন্দ্রস্য দুর্য্যোধনস্য গৃহং) হিত্বা (পরিত্যজ্য) আত্মসাৎকৃতং (স্বকীয়ত্বেনাভিমতং) যদ্বৈ (“বৈ” ইতি প্রসিদ্ধৌ, তথাচ প্রসিদ্ধং যদ্ গৃহং) প্রবিবেশ (জগাম) ॥ ২

মূলানুবাদ।—সেই সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনের গৃহ ত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদিগের দৌত্য করিবার জন্য নিজগৃহজ্ঞানে যে সুপ্রসিদ্ধ গৃহে [বিনা আহ্বানে] প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥ ১

শ্রীধরটীকা ;—কিঞ্চাতিশ্লাঘ্যং ত্যাগানর্হমিত্যাহ। যদ্বৈ প্রসিদ্ধং গৃহং বঃ পাণ্ডবানাং মন্ত্রকৃৎ দৌত্যকর্ত্তা সন্ অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ। বুদ্ধিসন্নিধানাদয়মিতি নির্দ্দেশঃ। পৌরবেন্দ্রঃ দুর্য্যোধনস্তস্য গৃহং হিত্বা অনাহূত এব প্রবিবেশ। তত্র হেতুঃ—আত্মসাৎকৃতম্ আত্মীয়ত্বেন গৃহীতম্ ॥ ২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—দ্বিতীয়স্কন্ধের অষ্টমাধ্যায়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের নিকট অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে দুই তিনটী প্রশ্নের উত্তর দিয়াই শ্রীশুকদেব ভাবিলেন—পূর্ব্বে মহামতি বিদুর, ভগবান্ মৈত্রেয়ের নিকট যে সকল বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সম্প্রতি এই মহারাজ পরীক্ষিতও আমার নিকট সেই সকল বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অতএব আমি পৃথগ্ভাবে ইহার উত্তর না দিয়া মৈত্রেয়-বিদুর-সংবাদ বর্ণনা করিলেই ত ইহার সকল প্রশ্নের উত্তর হইতে পারে। এইরূপ স্থির করিয়া শ্রীশুকদেব তৃতীয়স্কন্ধে সেই প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছেন।

কেহ কোন প্রশ্ন করিলে যদি “পূর্ব্বেও এক মহাপুরুষ এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং অন্য মহাপুরুষ তাহার এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন” এইরূপ দৃষ্টান্ত সহকারে প্রশ্নের উত্তর করা যায়, তবে উত্তরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং প্রশ্নকর্ত্তাও সেই উত্তরে বিশেষ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন। এই অভিপ্রায়েই শ্রীশুকদেব ঐরূপ প্রস্তাবক্রমে উত্তর দিতে বসিয়াছেন। যখন দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণ উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির বশে নানারূপ অধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিল, অকারণে পাণ্ডবদিগকে নির্য্যাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইল, ধর্ম্মপ্রাণ বিদুর আর তখন গৃহে থাকিতে পারিলেন না। যে গৃহে ধন, জন, ভোগ ঐশ্বর্য্যাদি কোন সম্পদেরই অভাব ছিল না, এমন কি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত যে গৃহে আত্মগৃহজ্ঞানে দূতরূপে প্রবেশ করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই, এমন সর্ব্বসম্পৎশালী গৃহও তখন বিদুরের পক্ষে পরিত্যাজ্য হইয়াছিল, কারণ তিনি অধর্ম্মের ছায়াস্পর্শ করিতেও চিরদিন কুণ্ঠা বোধ করিতেন। গৃহে থাকিলে দুরাচার দুর্য্যোধনাদির কত বিষময় ব্যবহার যে অনুভব করিতে হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। অতএব তিনি গৃহত্যাগ করিয়া বনে গিয়াছিলেন এবং সেখানে মৈত্রেয় মুনির সাক্ষাৎ পাইয়া নানারূপ ধর্ম্মতত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ॥ ১।২

অন্বয়ঃ।—শ্রীরাজা (পরীক্ষিৎ) উবাচ (উক্তবান্।) প্রভো (শুকদেব !) ভগবতা মৈত্রেয়েণ সহ ক্ষত্তুঃ (বিদুরস্য) কুত্র (কস্মিন্ স্থানে) সঙ্গমঃ (মিলনং) কদা বা (কস্মিন্ সময়ে বা)

নহ্যল্পার্থোদয়স্তস্য বিদুরস্যামলাত্মনঃ।
তস্মিন্ বরীয়সি প্রশ্নঃ সাধুবাদোপবৃংহিতঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীসূত উবাচ।

স এবমৃষিবর্য্যোঽয়ং পৃষ্টো রাজ্ঞা পরীক্ষিতা।
প্রত্যাহ তং সুবহুবিৎ প্রীতাত্মা শ্রূয়তামিতি ॥ ৫ ॥

সংবাদঃ (কথোপকথনম্) আস (বভূব) এতৎ (মৎপৃষ্টং সর্ব্বং) নঃ (অস্মাকং সমীপে) বর্ণয় (কথয়) ॥ ৩

মূলানুবাদ।—রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন,—হে প্রভো! ভগবান্ মৈত্রেয়ের সহিত কোথায় বিদুরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং কখনই বা কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন।

শ্রীধরটীকা।—কুত্র ক্ষত্তুর্মৈত্রেয়েণ সঙ্গম আস বভূব ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—বরীয়সি (শ্রেষ্ঠে) তস্মিন্ (মৈত্রেয়ে) অমলাত্মনঃ (নির্ম্মলচিত্তস্য) তস্য বিদুরস্য প্রশ্নঃ সাধুবাদোপবৃংহিতঃ (সাধোর্মৈত্রেয়স্য, বাদেন উত্তরেণ, উপবৃংহিতঃ সংবর্দ্ধিতঃ) [তথাচ স প্রশ্নঃ] অল্পার্থোদয়ঃ (অল্পস্য তুচ্ছস্য অর্থস্য বিষয়স্য উদয়ঃ অবতারণং যস্মাৎ সঃ, তুচ্ছবিষয়োপস্থাপক ইত্যর্থঃ) নহি (ভবিতুম্ অর্হতীতি শেষঃ) ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ।—মহামুনি মৈত্রেয়ের নিকট সদাশয় বিদুর যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, মৈত্রেয় উত্তরদানে তাহা গৌরবিত করিয়াছিলেন, [উপেক্ষা করেন নাই] (সুতরাং) সেইরূপ প্রশ্নে কখনও তুচ্ছ বিষয়ের অবতারণা করেন নাই ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—শ্রীসূত উবাচ—সুবহুবিৎ (বহুবিষয়ে সম্যগভিজ্ঞঃ) ঋষিবর্য্যঃ (মুনিশ্রেষ্ঠঃ) সঃ (শুকদেবঃ) রাজ্ঞা পরীক্ষিতা (প্রসিদ্ধেন) এবং পৃষ্টঃ (পূর্ব্বোক্তরূপেণ জিজ্ঞাসিতঃ সন্) তং প্রতি (পরীক্ষিতং প্রতি) প্রীতাত্মা (সন্তুষ্টঃ সন্) শ্রূয়তামিতি আহ (কথিতবান্) ॥ ৫

মূলানুবাদ।—সূত কহিলেন,—রাজা পরীক্ষিতের ঐরূপ প্রশ্নে বহুদর্শী মুনিশ্রেষ্ঠ শুকদেব আনন্দচিত্তে বলিলেন—শ্রবণ করুন ॥ ৫

শ্রীধরটীকা।—বরীয়সি শ্রেষ্ঠে অল্পস্যার্থস্যোদয়ো যস্মাৎ, তথাভূতো ন ভবতি। সাধুবাদেন সতামনুমোদনেন উপবৃংহিতঃ সংবর্দ্ধিতঃ। যদ্বা—সাধোর্মৈত্রেয়স্য বাদেনোত্তরেণ শ্লাঘিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪।৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—সুবিজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও কোনরূপ তুচ্ছ বিষয়ের প্রশ্ন করিতে সাহসী হয় না। যদি কেহ নিজ বুদ্ধিদোষে কদাচিৎ তাহা করে, তবে তাহা উত্তরের অযোগ্য বিবেচনায় উপেক্ষিত হয়। কিন্তু বিদুরের প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় মৈত্রেয়মুনি তাহা উপেক্ষা করেন নাই, যথাযথ উত্তর দিয়াছিলেন; সুতরাং সে সকল প্রশ্নের মধ্যে অবশ্যই বিশেষ গুরুত্ব ছিল এবং সেই গৌরবিত প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রাজ্ঞ মৈত্রেয়ে মুখেও অনেক উপাদেয় বিষয়ই অবতারিত হইয়া থাকিবে। অতএব "বিদুর কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে মৈত্রেয়ের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া কিরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় আমার নিকট বর্ণন করুন",—রাজা পরীক্ষিতের এইরূপ প্রার্থনায় আনন্দিত হইয়া সর্ব্বতত্ত্বদর্শী মুনিশ্রেষ্ঠ শুকদেব যে ভাবে মৈত্রেয়-বিদুর সংবাদ বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাই আবার শৌনকাদি ঋষিগণের নিকটে সূতমুখে কথিত হইতেছে ॥ ৪।৫

শ্রীশুক উবাচ ।

যদা তু রাজা স্বসুতানসাধূন্ পুষ্ণন্নধর্ম্মেণ বিনষ্টদৃষ্টিঃ ।
ভ্রাতুর্য্যবিষ্ঠস্য সুতান্ বিবন্ধূন্ প্রবেশ্য লাক্ষাভবনে দদাহ ॥ ৬ ॥
যদা সভায়াং কুরুদেবদেব্যাঃ কেশাভিমর্ষং সুতকর্ম্ম গর্হ্যম্ ।
ন বারয়ামাস নৃপঃ স্নুষায়াঃ স্বাস্রৈর্হরন্ত্যাঃ কুচকুঙ্কুমানি ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ ;—[শ্রীশুক উবাচ ।] অধর্ম্মেণ (পাপেন) বিনষ্ট দৃষ্টিঃ (দৃষ্টিঃ চক্ষুরিন্দ্রিয়ং জ্ঞানঞ্চ, তে দ্বিবিধে দৃষ্টী বিনষ্টে যস্য সঃ,) রাজা (ধৃতরাষ্ট্রঃ) অসাধূন্ (দুর্ব্বৃত্তান্) স্বসুতান্ (দুর্য্যোধনাদীন্) পুষ্ণন্ (তন্মতানুবর্ত্তনং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ) যদা তু (যস্মিন্ সময়ে) যবিষ্ঠস্য (কনিষ্ঠস্য) ভ্রাতুঃ (পাণ্ডোঃ) বিবন্ধূন্ (পিতৃহীনান্) সুতান্ (যুধিষ্ঠিরাদীন্) লাক্ষাভবনে (জতুগৃহে) প্রবেশ্য (প্রবিষ্টান্ কৃত্বা) দদাহ (গৃহং ভস্মীকৃতবানিত্যর্থঃ) [তদা ক্ষত্তা "অয়াৎ" ইত্যেতস্মাদেকাদশশ্লোকস্থক্রিয়য়া অন্বয়ঃ] ॥ ৬

শ্রীমূলানুবাদ ;—শ্রীশুকদেব কহিলেন—পাপের ফলে যিনি দৃষ্টি ও বিবেকশক্তিহীন, সেই রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন নিজ পুত্রগণের ইষ্টসিদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে জতুগৃহে প্রবেশ করাইয়া তাহা দগ্ধ করিয়াছিলেন। [তখন বিদুর গৃহত্যাগ করিয়া বনে গিয়াছিলেন] ॥ ৬

শ্রীধরটীকা ;—ত্যাগানর্হস্যাপি গৃহস্য ত্যাগে হেতুত্বেন কৌরবাপরাধানাহ যদেত্যাদি—দশভিঃ। এতেষাঞ্চ স তদা ক্ষত্তা অয়াদিত্যেকাদশে ক্রিয়াসম্বন্ধঃ। যবিষ্ঠস্য কনিষ্ঠস্য পাণ্ডোঃ, বিবন্ধূন্ পিতৃহীনান্ ॥ ৬

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ;—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বিদুরের গৃহ সকল প্রকার সুখ সম্পদে পরিপূর্ণ, সুতরাং গুরুতর কারণ ব্যতিরেকে তাহা পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া সম্ভব নহে। অতএব কৌরবদিগের যে সকল দুর্ব্ব্যবহার তাঁহার গৃহত্যাগের কারণ, তাহাই শ্রীশুকদেব এক্ষণে বর্ণনা করিতেছেন ;—রাজা ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্তরীণ পাপের ফলে অন্ধ হইয়াছেন, আবার ইহকালেও নিজপুত্রগণের ঐকান্তিক স্বার্থপ্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া শৈশবে পিতৃহীন পরমস্নেহের পাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে কপটভাবে হত্যা করিবার জন্য ব্যস্ত। সুতরাং তিনি অন্তরে বাহিরে সর্ব্বপ্রকারে দৃষ্টিহীন। পুত্রস্নেহে অন্ধ হইয়া তিনি পাণ্ডবদিগকে ধ্বংস করিবার মানসে জতুদ্বারা ("গালা"কে জতু বলে) গৃহনির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে পাণ্ডবগণের বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং সুযোগমত অগ্নিসংযোগ করিয়া ঐ গৃহ দগ্ধ করান হয়। ঐ নৃশংস ব্যাপারে পাণ্ডবগণ নিতান্ত সৌভাগ্যবলে যদিও রক্ষা পান, কিন্তু তৎকালে সাধারণের তাহা অবিদিত ছিল। সকলেই তখন মনে করিয়াছিল যে, পাণ্ডবেরা জতুগৃহের সঙ্গে সঙ্গে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। এই জন্যই মূলে "দদাহ" ক্রিয়াপদ দেওয়া হইয়াছে, অথবা "দদাহ" ক্রিয়ার কর্ম্ম "লাক্ষাগৃহ" এইরূপ দ্বিতীয়ান্ত পদ উহ্য আছে। তাৎপর্য্য এই যে, পাণ্ডবদিগকে জতুগৃহে প্রবেশ করাইয়া ঐ গৃহ দগ্ধ করিয়াছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল গৃহদাহে অবশ্যই পাণ্ডবগণও নিহত হইবে। এই তাৎপর্য্যেই মূলের "দদাহ" ক্রিয়াপদটী সুসঙ্গত হয় ॥ ৬

অন্বয়ঃ ।—যদা নৃপঃ (ধৃতরাষ্ট্রঃ) সভায়াং (বহুজনসমক্ষমিতি যাবৎ) স্বাস্রৈঃ (দুঃখজনিতস্বকীয়নয়নজলৈঃ) কুচকুঙ্কুমানি (কুচয়োঃ স্তনয়োঃ কুঙ্কুমানি অঙ্গলেপনদ্রব্যবিশেষানি) হরন্ত্যাঃ (ক্ষালয়ন্ত্যাঃ) স্নুষায়াঃ (পুত্রবধূস্বরূপায়াঃ "ভ্রাতুষ্পুত্রেণ পুত্রতা" ইতি ধর্ম্মশাস্ত্রে ভ্রাতুষ্পুত্রেঽপি পুত্রত্বানুশাসনাৎ তৎপত্ন্যা অপি পুত্রবধূরূপত্বং বোধ্যং) কুরুদেবদেব্যাঃ (কুরুদেবস্য যুধিষ্ঠিরস্য দেব্যাঃ মহিষ্যাঃ দ্রৌপদ্যা ইতি যাবৎ)

দ্যূতে ত্বধর্ম্মেণ জিতস্য সাধোঃ সত্যাবলম্বস্য বনাগতস্য।
ন যাচতোঽদাৎ সময়েন দায়ং তমোজুষাণো যদজাতশত্রোঃ ॥ ৮ ॥

কেশাভিমর্ষং (কেশাকর্ষণরূপং) গর্হ্যং (নিন্দনীয়ং) সুতকর্ম্ম (সুতস্য দুঃশাসনস্য কার্য্যং) ন বারয়ামাস (ন নিষিদ্ধবান্) ॥ ৭

মূলানুবাদ।—যুধিষ্ঠিরের মহিষী দ্রৌপদী ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূস্বরূপা, সভামধ্যে দুঃশাসন তাঁহার কেশাকর্ষণ করিতেছে, অশ্রুজলে তিনি বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছেন, (এ সকল প্রত্যক্ষ করিয়াও) যখন ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের (দুঃশাসনের) ঐরূপ গর্হিত আচরণে বাধা দিলেন না ॥ ৭

শ্রীধরটীকা।—কুরুদেবস্য যুধিষ্ঠিরস্য দেব্যা দ্রৌপদ্যাঃ। আত্মনঃ স্নুষায়াঃ স্বীয়ৈরস্রৈরশ্রুভিঃ স্বকুচকুঙ্কুমানি রিপুস্ত্রীণাং বা তদ্ভর্ত্তৃবধেন হরন্ত্যাঃ ॥ ৭

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী—যেখানেই স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার হয় সেখানেই যে তাহার সর্ব্বনাশ,ইহা রামায়ণে সীতার প্রতি রাবণের ব্যবহার ও শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থে ভগবতীর প্রতি শুম্ভ নিশুম্ভাদির ব্যবহার ও তাহাদের পরিণাম লক্ষ্য করিলেই সম্যক্ অবগত হওয়া যায়। স্ত্রীলোক অপরাধ করিলেও ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং নীতিশাস্ত্রে তাহাদের প্রতি অপেক্ষাকৃত লঘুদণ্ডের ব্যবস্থা আছে ; অথচ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদী কোনও অপরাধ করেন নাই, দুঃশাসন প্রভৃতি শুধু উদ্ধত প্রবৃত্তির বশে প্রকাশ্য সভায় তাঁহার কেশাকর্ষণাদি করিয়া অপমানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। দ্রৌপদী কাঁদিয়া বুক ভাসাইতেছেন, আর ধৃতরাষ্ট্র শ্বশুর হইয়াও তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন, পুত্রের অন্যায় আচরণে পিতা হইয়াও তিনি বাধা দিলেন না। সুতরাং ইহারও পরিণামে যে সর্ব্বনাশ হইবে, মহামতি বিদুর তাহা বেশ বুঝিয়াছিলেন, তাই মনোদুঃখে তিনি গৃহ ত্যাগ করিয়া বনে গিয়াছিলেন ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—দ্যূতে (অক্ষক্রীড়ায়াং) অধর্ম্মেণ তু (কপটাচারেণৈব, তু এবার্থে,) জিতস্য (পরাজয়ং প্রাপিতস্য) সাধোঃ (সদাশয়স্য) সত্যাবলম্বস্য (সত্যপরায়ণস্য) [অতএব] বনং গতস্য [পুনর্যথাকালং সমাগত্য] যাচতঃ (প্রার্থনাং কুর্ব্বতঃ) অজাতশত্রোঃ (যুধিষ্ঠিরস্য) দায়ম্ (অংশং) যৎ (যদা) তমোজুষাণঃ (তমঃ মোহং জুষাণ ইতি আর্ষং, জুষমাণ ইতি বোধ্যম্, আশ্রয়ন্ ইতি তদর্থঃ তথাচ মোহগ্রস্তঃ সন্) সময়েন (পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারেণ) ন অদাৎ (ন অর্পিতবান্) ॥ ৮

মূলানুবাদ।—সদাশয় যুধিষ্ঠির অজাতশত্রু ছিলেন অর্থাৎ কাহারও প্রতি তিনি শত্রুতা আচরণ করিতেন না। অক্ষক্রীড়ায় (পাশাখেলায়) যদিও তিনি দুর্য্যোধনাদির নিকট অন্যায়রূপে পরাজিত হ'ন, তথাপি সত্যরক্ষাই তাঁহার চিরদিনের ব্রত ছিল বলিয়া তদনুসারে তিনি বনে গিয়াছিলেন। (পরে প্রতিজ্ঞার সময় অতীত হইলে ফিরিয়া আসিয়া) পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে নিজ প্রাপ্য অংশ প্রার্থনা করিলেও ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত মোহের বশবর্ত্তী হইয়া যখন তাহা ছাড়িয়া দিলেন না ॥ ৮

শ্রীধরটীকা।—সত্যাবলম্বস্য সত্যাশ্রয়স্য বনাৎ প্রত্যাগতস্য সময়েন পূর্ব্বকৃতেন দায়ং ভাগং যাচমানস্য যৎ যদা ন অদাৎ ন দদৌ। তমঃ মোহং জুষমাণঃ ॥ ৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী—বাস্তবিক যাঁহারা সজ্জন, কখন কাহারও প্রতি যাঁহারা শত্রুতা আচরণ করেন না, মিথ্যা কপটতার গন্ধলেশ পর্য্যন্ত যাঁহাদের অন্তরে স্থান পায় না, এইরূপ সাধুপুরুষ জগতে অতি বিরল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ঐরূপ সাধুপুরুষ ছিলেন, সুতরাং কৌরবগণ পাশাখেলায় তাঁহাকে অতি

যদা চ পার্থপ্রহিতঃ সভায়াং জগদ্গুরুর্যানি জগাদ কৃষ্ণঃ ।
ন তানি পুংসামমৃতায়নানি রাজোরু মেনে ক্ষতপুণ্যলেশঃ ॥ ৯ ॥
যদোপহূতো ভবনং প্রবিষ্টো মন্ত্রায় পৃষ্টঃ কিল পূর্ব্বজেন ।
অথাহ তন্মন্ত্রদৃশাং বরীয়ান্ যন্মন্ত্রিণো বৈদুরিকং বদন্তি ॥ ১০ ॥

অন্যায়রূপে পরাজিত করিলেও তিনি সত্যপথ হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। নিজ প্রতিজ্ঞা অনুসারে তখনই তিনি রাজ্যসম্পৎ পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগের স্বার্থ প্রলোভনে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, পাণ্ডবগণ বনবাসের নির্দ্দিষ্টকালের পর আবার ফিরিয়া আসিয়া ন্যায্য প্রাপ্য অংশ প্রার্থনা করা সত্বেও তিনি তাহা ছাড়িলেন না। হায়! স্বার্থ কি ভয়ানক বস্তু যে এইভাবে লোককে মুগ্ধ করে ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থপ্রহিতঃ (পার্থেন অর্জ্জুনেন প্রহিতঃ প্রেরিতঃ) জগদ্গুরুঃ (সর্ব্বপূজ্যঃ) কৃষ্ণঃ সভায়াং (কুরুরাজসভায়াং) যানি (হিতোপদেশবাক্যানি) জগাদ (কথিতবান্) পুংসাং (ভীষ্মাদীনাম্) অমৃতায়নানি (অমৃতবৎ তৃপ্তিজনকানি অপীতি শেষঃ) তানি (শ্রীকৃষ্ণবাক্যানি) ক্ষতপুণ্যলেশঃ (ক্ষতো বিনিষ্টঃ পুণ্যস্য লেশঃ সম্পর্কো যস্য সঃ) রাজা (ধৃতরাষ্ট্রো দুর্য্যোধনো বা) যদা চ ন উরু মেনে (ন বহুমানিতবান্—নাদৃতবানিত্যর্থঃ) ॥ ৯

মূলানুবাদ ।—যখন জগৎপূজ্য শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কুরুরাজসভায় (হিতকর পরামর্শ স্বরূপ) যে সকল বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা (ভীষ্ম প্রভৃতি) সকলের নিকট অমৃতের ন্যায় তৃপ্তিদায়ক হইয়াছিল ; কিন্তু কুরুরাজের কিছুমাত্র পুণ্য না থাকায় সে সকল কথায় তিনি আদর করিলেন না ॥ ৯

শ্রীধরটীকা ।—যানি চ বচনানি পুংসাং ভীষ্মাদীনাম্ অমৃতায়নানি অমৃতশ্রাবীণি রাজা ধৃতরাষ্ট্রঃ দুর্য্যোধনো বা উরু ন মেনে। ক্ষতো নষ্টঃ পুণ্যলেশো যস্য সঃ। ন সুখকীর্ত্তির্ধর্ম্মাদিহেতুঃ কিন্তু রাজ্যপ্রাপ্তিমাত্রহেতুঃ পুণ্যলেশঃ এবাসীৎ তস্যাপি নষ্টত্বাৎ ন আদৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী—প্রতিজ্ঞা অনুসারে বনবাসের পর পাণ্ডবগণ ফিরিয়া আসিলে কুরুরাজ (ধৃতরাষ্ট্র বা দুর্য্যোধন) কিছুতেই তাঁহাদের অংশ ছাড়িয়া দিতেছেন না। ইহাতে অর্জ্জুন মনে করিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগতে সকলেরই পূজ্য, সুতরাং তিনি যদি কুরুরাজকে হিতকর পরামর্শ দেন, তবে অবশ্যই কুরুরাজ বুঝিবেন যে "পাণ্ডবদিগের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ এখন নিশ্চয়ই তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া উচিত"। এই ভাবিয়া অর্জ্জুন তাঁহার সখা কৃষ্ণকে কৌরবগণের নিকটে পাঠাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সভামধ্যে যাইয়া ভীষ্ম প্রভৃতি সমস্ত প্রবীণ ব্যক্তিগণের সমক্ষে কুরুরাজকে যে সকল পরামর্শ দিলেন, তাহা ভীষ্মাদি সকলেই অতি শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া লইলেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যগুলি অমৃতের ন্যায় প্রিয় ও হিতকর। কিন্তু কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র সে সকল কথা মানিলেন না, কারণ তিনি নিতান্ত ধর্ম্মহীন। অন্য কোন পুণ্যবল না থাকিলেও রাজ্যভোগের উপযোগী যাহা কিছু পুণ্য তাঁহার সঞ্চিত ছিল, তাহাও কিয়ৎকাল রাজ্যভোগেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে ; এখন আবার দুরবস্থার সময় আসিয়াছে, সুতরাং বুদ্ধি নিতান্ত মলিন হইয়া উঠিয়াছে, হিতকর পরামর্শ আর ভাল লাগিবে কেন ? তাই শ্রীভগবানের উপদেশেও অবহেলা করিলেন ॥ ৯

অন্বয়ঃ ।—যদা মন্ত্রদৃশাং :মন্ত্রণা-জ্ঞানসম্পন্নানাং মধ্যে,) [নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী] বরীয়ান্ (শ্রেষ্ঠঃ বিদুর ইতি শেষঃ) পূর্ব্বজেন (জ্যেষ্ঠেন ভ্রাত্রা ধৃতরাষ্ট্রেণ) মন্ত্রায় (মন্ত্রণানিমিত্তম্) উপহূতঃ (সমীপে আহূতঃ সন্)

অজাতশত্রোঃ প্রতিযচ্ছ দায়ং তিতিক্ষতো দুর্ব্বিষহং তবাগঃ।
সহানুজো যত্র বৃকোদরাহিঃ শ্বসন্ রুষা যৎ ত্বমলং বিভেষি॥ ১১॥

ভবনং (ধৃতরাষ্ট্রগৃহং প্রবিষ্টঃ,) কিল (পশ্চাৎ) পৃষ্টঃ (মন্ত্রণাবিষয়ে জিজ্ঞাসিতঃ বভূবেতি শেষঃ) অথ (অনন্তরং) তৎ (তাদৃশং সুমন্ত্রণাবাক্যম্) আহ (কথিতবান্) যৎ মন্ত্রিণঃ (মন্ত্রণাপটবঃ) বৈদুরিকং (বিদুরবাক্যমিতি প্রসিদ্ধং) বদন্তি॥ ১০

মূলানুবাদ।—মন্ত্রণাবিষয়ে অতিনিপুণ (বিদুর) মন্ত্রণার জন্য যখন জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে তাঁহার গৃহে গিয়া প্রবেশ করিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সুমন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি (বিদুর) সেইরূপ মন্ত্রণা দিয়াছিলেন, যাহা মন্ত্রণাতৎপর ব্যক্তিগণ "বিদুরবাক্য" এইরূপ প্রসিদ্ধ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—ইদানীং বিদুরস্যৈব কৃতং পরাভবং দর্শয়তি ষড়্‌ভিঃ। যদা পূর্ব্বজেন ধৃতরাষ্ট্রেণ মন্ত্রায়োপহূতোঽন্তর্গৃহং প্রবিষ্টো মন্ত্রং পৃষ্টঃ সম্ অথানন্তরং তদাহ। কিং তৎ? মন্ত্রিণোঽদ্যাপি যদ্বৈদুরিকং বিদুরবাক্যমিতি প্রসিদ্ধঃ বদন্তি॥ ১০

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ;—দুর্য্যোধন প্রভৃতি পাপাত্মা পুত্রগণের স্বার্থপ্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মন যতই অধর্ম্মাচরণে লিপ্ত হউক না কেন, বার্দ্ধক্যনিবন্ধন সময়ে সময়ে তাঁহার প্রাণে পাপের ভয় একটু একটু না জাগিয়া পারিত না, এজন্য পাণ্ডবগণের প্রাপ্য অংশ ফিরাইয়া দেওয়া সম্বন্ধে পুত্রদের নিতান্ত অনিচ্ছা থাকিলেও ধৃতরাষ্ট্র একটু বিবেচনার মধ্যে পড়িয়াছিলেন। তখন তিনি ভাবিলেন— বিদুরের সহিত এ বিষয় পরামর্শ করিলে ভাল হয়, কারণ বিদুরের ন্যায় সৎপরামর্শদাতা অতি বিরল। এইরূপ চিন্তা করিয়া বিদুরকে নিজগৃহে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করায় মহামতি বিদুর "অজাতশত্রোঃ প্রতিযচ্ছ দায়ম্" প্রভৃতি পরপর তিনটী শ্লোকে বর্ণিত এমন সুপরামর্শ দান করিয়াছিলেন, যাহা সর্ব্বসাধারণের নিকট অত্যন্ত উপাদেয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল—এমন কি মন্ত্রিসম্প্রদায়ের নিকট যাহা চিরদিনের জন্য "বৈদুরিক" মন্ত্রণা নামে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে॥ ১০

অন্বয়ঃ।—তব (ধৃতরাষ্ট্রস্য) দুর্ব্বিষহম্ (অসহ্যপ্রায়ম্) আগঃ (অপরাধং) তিতিক্ষতঃ (সহমানস্য) অজাতশত্রোঃ (যুধিষ্ঠিরস্য) দায়ং (ধনাদিভাগং) প্রতিযচ্ছ (প্রত্যর্পয়) যত্র (অপরাধে) সহানুজঃ (অনুজৈঃ কনিষ্ঠৈঃ অর্জ্জুনাদিভিঃ সহ বর্ত্তমানঃ কনিষ্ঠভ্রাতৃবর্গসহিত ইত্যর্থঃ) বৃকোদরাহিঃ (বৃকোদরঃ ভীমঃ, স এব অহিঃ সর্পঃ) রুষা (ক্রোধেন) শ্বসন্ (দীর্ঘশ্বাসং ক্ষিপন্ বর্ত্তত ইতি শেষঃ) যৎ (যদিতি পঞ্চম্যন্তপ্রতিরূপকমব্যয়ং, যথাচ যস্মাদ্ ভীমাদিত্যর্থঃ) ত্বম্ অলং বিভেষি (অত্যন্তং ভয়ং প্রাপ্নোষি)॥ ১১

মূলানুবাদ।—(তিনটী শ্লোকে বিদুরের মন্ত্রণা)—যে-অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির আপনার অসহনীয় অপরাধ সহ্য করিতেছেন, তাঁহার প্রাপ্য অংশ তাঁহাকে দান করুন; যে ভীমকে আপনি অত্যন্ত ভয় করিয়া থাকেন, সেই ভীম সাক্ষাৎ সর্পস্বরূপ, অর্জ্জুন প্রভৃতি কনিষ্ঠভ্রাতৃবর্গের সহিত তিনি আপনার অপরাধে ক্রোধবশতঃ (সর্ব্বদা) দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন॥ ১১

শ্রীধরটীকা।—তদেবাহ অজাতশত্রোরিতি ত্রিভিঃ। তব আগঃ অপরাধং সহমানস্য দায়ং প্রতিযচ্ছ দেহি। যত্রাপরাধে অনুজৈঃ সহ বর্ত্তমানো বৃকোদররূপোঽহিঃ ক্রোধেন শ্বসন্ বর্ত্ততে। যদ্‌যস্মাৎ ত্বমলমত্যর্থং বিভেষি॥ ১১

পার্থাংস্তু দেবো ভগবান্ মুকুন্দো গৃহীতবান্ সক্ষিতিদেবদেবঃ ।
আস্তে স্বপুর্য্যাং যদুদেবদেবো বিনির্জ্জিতাশেষনৃদেবদেবঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীভাগবতভাস্বভর্ষিণী ;—কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসায় বিদুর মন্ত্রণা দিয়াছিলেন—হে মহারাজ ! জতুগৃহদাহ, দৌপদীর অপমানে পুত্রগণকে বাধা না দেওয়া প্রভৃতি নানারূপে আপনি পাণ্ডবগণের প্রতি যে সকল অপরাধ করিয়াছেন, তাহা যদিও নিতান্ত অসহনীয়, তথাপি যুধিষ্ঠির তাহা সহ্য করিয়া আসিতেছেন, কারণ তিনি অজাতশত্রু, অর্থাৎ কাহারও প্রতি শত্রুতা আচরণ করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ। সুতরাং এমন লোকের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ আপনি তাঁহাদিগকে অর্পণ করুন, নতুবা আপনার নিতান্ত অকল্যাণ ঘটিবে, কারণ সর্পের প্রতি কেহ কোন অপরাধ (আঘাতাদি) করিলে সর্প যেমন ক্রোধে অধীর হইয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে থাকে এবং সুযোগ পাইলেই অপরাধীকে দংশন করিয়া প্রতিহিংসার আবেগ মিটায়, সেইরূপ ভীমও আপনার দুর্ব্ব্যবহারে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কনিষ্ঠভ্রাতৃগণসহ অতি আবেগপূর্ণ চিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছে। সুযোগ পাইলেই সে ভ্রাতৃগণ সহকারে আপনার কার্য্যের প্রতিশোধ লইবে, । ভীমের স্বভাব ও বলবীর্য্য আপনার অবিদিত নহে, আপনি চিরদিনই সেইজন্য ভীমকে অত্যন্ত ভয় করিয়া থাকেন ॥ ১১

অন্বয়ঃ ।—সক্ষিতিদেবদেবঃ (ক্ষিতিদেবাঃ বিপ্রাঃ, দেবাশ্চ ইন্দ্রাদয়ঃ, তৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ দেবব্রাহ্মণসহায়সম্পন্নঃ) যদুদেবদেবঃ (যদুদেবানাং যাদবশ্রেষ্ঠানাং দেবঃ পূজ্যঃ) বিনির্জ্জিতাশেষনৃদেবদেবঃ (বিনির্জ্জিতাঃ পরাভূতাঃ অশেষাঃ অসঙ্খ্যাঃ নৃদেবদেবাঃ রাজানো যেন সঃ) দেবঃ (স্বয়মপি দেবতাবিশেষঃ) ভগবান্ (ষড়ৈশ্বর্য্যশালী নতু প্রাকৃত ইতি ভাবঃ) মুকুন্দঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তু (অপি) পার্থান্ (পৃথায়াঃ কুন্ত্যাঃ অপত্যানি পুমাংস ইতি পার্থাঃ, যদ্যপি পার্থশব্দস্যোক্তব্যুৎপত্ত্যা যুধিষ্ঠিরভীমার্জ্জুনা এব লভ্যন্তে তথাপি উপলক্ষণপরত্বাৎ সপত্নীপুত্রয়োরপি কুন্তীদেব্যাঃ স্বগর্ভসন্তানবৎ বাৎসল্যাতিশয়বশাদ্বা নকুলসহদেবয়োরপি পার্থশব্দেন লাভঃ, তথাচ পাণ্ডবান্ ইত্যর্থঃ) গৃহীতবান্ (আত্মীয়ত্বেন স্বীকৃতবান্) [স চ শ্রীকৃষ্ণঃ] স্বপুর্য্যাং (নিজভবনে দ্বারকায়াম্) আস্তে (বিদ্যতে) ॥ ১২

মূলানুবাদ ।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে আত্মীয়ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ (মনুষ্য নহেন) দেবতা এবং সকল দেবতা ও ব্রাহ্মণবর্গ তাঁহারই অনুবর্ত্তী ; যদুবংশের শ্রেষ্ঠ নায়কগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষ সম্মান করেন, আর শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য নরপতিগণকে পরাজিত করিয়াছেন এবং তিনি নিজ বাসস্থান (দ্বারকাতেই) আছেন ॥ ১২

শ্রীপ্রবতীকা ;—মম তাদৃশা বহবঃ পুত্রাঃ সন্তীতি গর্ব্বং মা কৃথা ইত্যাহ। পার্থাংস্তু মুকুন্দঃ আত্মীয়ত্বেন গৃহীতবান্। স চ দেবঃ। তথাপি ভগবান্, ন তু প্রাকৃতঃ। কিঞ্চ সহ ক্ষিতিদেবৈর্ব্বিপ্রৈঃ দেবৈশ্চেন্দ্রাদিভির্ব্বর্ত্তমানঃ। যত্রাসৌ কৃষ্ণস্তত্রৈব বিপ্রা দেবাশ্চ ইত্যর্থঃ। স চ স্বপুর্য্যামেব সুখমাস্তে ন ত্বন্যত্র গতঃ। কিঞ্চ যদুদেবানাং দেবঃ পূজ্যঃ। যতোঽসৌ কৃষ্ণস্তত্রৈব যদুপ্রবরা ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ নৃদেবেষু মণ্ডলেশ্বরেষু দীব্যন্তি প্রকাশন্তে ইতি নৃদেবদেবা রাজনঃ, বিনির্জ্জিতা অশেষা নৃদেবদেবা যেন। যতোঽসৌ তত্রৈব সর্ব্বে রাজানঃ। অতঃ পার্থানাং দায়ং দেহীতি ॥ ১২

শ্রীভাগবতভাস্বভর্ষিণী ;—পূর্ব্বশ্লোকে বিদুর বলিয়াছেন যে ভীম ও তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতৃগণ নিতান্ত কুপিত হইয়াছেন, তাহাতে ধৃতরাষ্ট্র হয়ত মনে করিতে পারেন যে, "আমারও ত বলবিক্রমশালী অনেক পুত্র আছে, সুতরাং পাণ্ডবের ভয়ে আমি কেন বিচলিত হইব", এরূপ গর্ব্বিতভাব পোষণ করা ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে

স এষ দোষঃ পুরুষদ্বিড়াস্তে গৃহান্ প্রবিষ্টো যমপত্যমত্যা ।
পুষ্ণাসি কৃষ্ণাদ্বিমুখো গতশ্রীস্ত্যজাশ্বশৈব্যং কুলকৌশলায় ॥ ১৩ ॥

উচিত নহে, তাই বিদুর বুঝাইতেছেন যে দুর্য্যোধনাদির যতই বল বিক্রম থাকুক না কেন, পাণ্ডবগণের একটি অসাধরণ বল আছে, যাহা কৌরবগণের নাই, সেই বল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি পাণ্ডবগণকে নিতান্ত আত্মীয় জ্ঞান করেন, তাঁহাদের মঙ্গলসাধনে তিনি সর্ব্বদা বদ্ধপরিকর। এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে—“আমরাও মানুষ, শ্রীকৃষ্ণও মানুষ, তাঁহার সহায়তায় পাণ্ডবগণের কি আর বিশেষ শক্তি জন্মিল, যাহাতে ভয় করিতে হইবে ?” কিন্তু সেইরূপ শঙ্কা করা উচিত নহে, কেননা শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইলেও মনুষ্যজ্ঞানে তাঁহাকে অবজ্ঞা করা মুর্খের কার্য্য। তাঁহার মধ্যে যে সম্পূর্ণ ঐশী শক্তি বিরাজমান আছে, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটী বিশেষণ দ্বারা বুঝান হইতেছে—“দেবঃ” তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যরূপে সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি দেবতা, দেবতার মধ্যেও তিনি সাধারণ দেবতা নহেন, তিনি “ভগবান্”। শ্রীকৃষ্ণের যাঁহারা প্রিয়পাত্র তাঁহারা দেবতা এবং ব্রাহ্মণের প্রিয়পাত্র। শ্রীকৃষ্ণের সহায়তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেবতা এবং ব্রাহ্মণবর্গের সহায়তা লাভ করা সম্ভবপর, কারণ তিনি “সক্ষিতিদেবদেবঃ” অর্থাৎ দেবতা ও ব্রাহ্মণ তাঁহার চির সহচর। শুধু তাহাই নহে, তিনি সমস্ত যদুবংশীয় প্রধান পুরুষগণের পূজ্য। সুতরাং তিনি যাহার সহায়তা করিবেন, বিপুল যদুবংশীয়গণও তাঁহারই পক্ষ অবলম্বন করিবেন, আর তিনি “বিনির্জ্জিতাশেষনৃদেবদেবঃ” অর্থাৎ নিজ অলৌকিক শক্তিবলে কংস, শিশুপাল প্রভৃতি বহু রাজাকে পরাভূত করিয়াছেন বলিয়া প্রায় সমস্ত নরপতিগণই তাঁহার বশীভূত। সম্প্রতি সেই শ্রীকৃষ্ণ নিজ দ্বারকাপুরীতেই আছেন, প্রয়োজন হইলেই তিনি তাঁহার বিপুল শক্তি সহকারে, পাণ্ডবগণের সহিত যোগদান করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাহাদের সহানুভূতি করিতে পারিবেন। সুতরাং এখনও পাণ্ডবগণের অংশ ছাড়িয়া দেওয়াই শ্রেয়স্কর ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ ;—কৃষ্ণাদ্বিমুখঃ (কৃষ্ণং প্রতি শ্রদ্ধাহীনঃ,) [অতএব] গতশ্রীঃ (লক্ষ্মীকৃপাশূন্যঃ) [ত্বং] যং (দুর্য্যোধনম্) অপত্যমত্যা (সন্তানজ্ঞানেন, বস্তুতো নাসৌ অপত্যমিত্যভিপ্রায়ঃ, মাতাপিত্রোঃ কথঞ্চিদপি অধঃপতননিমিত্তং যো ন ভবতি তস্যৈব অপত্যশব্দার্থত্বাৎ) পুষ্ণাসি (প্রতিপালয়সি) পুরুষদ্বিট্ (পুরুষং পুরুষোত্তমং শ্রীকৃষ্ণং দ্বেষ্টীতি ব্যুৎপত্ত্যা, শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষীত্যর্থঃ) স এষঃ (দুর্য্যোধনঃ) দোষঃ (মুর্ত্তিমদ্দোষরূপ এব) গৃহান্ (তব ভবনানি) প্রবিষ্টঃ আস্তে, [অতঃ] কুলকৌশলায় (বংশস্য মঙ্গলায়) আশু (শীঘ্রম্) অশৈব্যং (শিব এব শৈব্যঃ, স্বার্থেষ্যঃ, ন শৈব্যঃ অশৈব্যঃ তম্ অমঙ্গলরূপং দুর্য্যোধনমিত্যর্থঃ) ত্যজ (পরিত্যজ) ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ ;—শ্রীকৃষ্ণে পরাঙ্মুখ হইয়া আপনি যে-দুর্য্যোধনকে সন্তানজ্ঞানে (বাস্তবিক অপত্য নহে ; কারণ যে পুত্র পিতা মাতার অধঃপতনের কারণ না হয়, সেই অপত্য) প্রতিপালন করিতেছেন সে কৃষ্ণবিদ্বেষী, (সুতরাং) মূর্ত্তিমান্ দোষস্বরূপ আপনার গৃহে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছে, লক্ষ্মী আপনাকে ছাড়িতে বসিয়াছেন, (অতএব) বংশের মঙ্গলকামনায় ঐ অমঙ্গলস্বরূপ পুত্রকে শীঘ্র পরিত্যাগ করুন ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—দুর্য্যোধনস্তন্ন মন্যত ইতি চেদত আহ। স এষ মূর্ত্তো দোষ এব গৃহান্ প্রবিষ্টঃ আস্তে, দোষত্বে হেতুঃ—পুরুষদ্বিট্ শ্রীকৃষ্ণদ্বেষ্টা। কোঽসৌ ? যং ত্বমপত্যমত্যা পুষ্ণাসি। ন ত্বপত্যমসৌ, ন পতত্যস্মাদিতি হ্যপত্যং প্রাহুঃ। গতা শ্রীর্যস্মাৎ স ত্বমিত্যাক্রোশতি, এত এনম্ অশৈব্যমমঙ্গলম্ আশু ত্যজ। ননু কথং পুত্রস্ত্যাজ্যঃ ? তত্রাহ কুলস্য কৌশলায়। ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে ইতি ন্যায়াৎ ॥ ১৩ ॥

ইত্যুচিবাংস্তত্র সুযোধনেন প্রবৃদ্ধকোপস্ফুরিতাধরেণ ।
অসৎকৃতঃ সৎস্পৃহণীয়শীলঃ ক্ষত্তা সকর্ণানুজসৌবলেন ॥ ১৪ ॥
ক এনমত্রোপজুহাব জিহ্মং দাস্যাঃ সুতং যদ্বলিনৈব পুষ্টঃ ।
তস্মিন্ প্রতীপঃ পরকৃত্য আস্তে নির্ব্বাস্যতামাশু পুরাচ্ছ্বসানঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—বিদুর পাণ্ডবগণের অংশ ছাড়িয়া দিবার জন্য যে যুক্তিপূর্ণ মন্ত্রণা দিতেছেন, তাহাতে ধৃতরাষ্ট্রের হয়ত বক্তব্য থাকিতে পারে যে "তাহাদের প্রাপ্য বিষয় দিতে আমারত কোনও আপত্তি নাই, কিন্তু আমার পুত্র দুর্য্যোধন তাহা কিছুতেই মানিতে চাহে না" ; তাই বিদুর রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইয়া দিতেছেন যে দুর্য্যোধনকে উপেক্ষা করাই আপনার একান্ত কর্ত্তব্য। আপনি হয়ত মনে করিতে পারেন, দুর্য্যোধন আমার অপত্য, (পুত্র) আমি কি করিয়া তাহাকে উপেক্ষা করি? কিন্তু ভাবিয়া দেখুন যে, দুর্য্যোধন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও সর্ব্বদা বিদ্বেষপরায়ণ। সৎ অসৎ ধর্ম্ম অধর্ম্ম কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য প্রভৃতি কোনরূপ বিবেক যাহার নাই, যাহার প্রলোভনে আপনি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া নিতান্ত অধঃপতনের দিকে ধাবিত হইতেছেন, তাহাকে কি অপত্য বলা যাইতে পারে? অবশ্যই নহে, কারণ যাহারা মাতাপিতার কোনরূপ অধঃপতনের কার্য্য না করে, কেবল তাহারাই অপত্য। আপনি বৃথা মোহে আচ্ছন্ন হইয়া কৃষ্ণকে ভুলিয়া সর্ব্বদা তাহারই অভিপ্রায় অনুসারে চলিতেছেন। কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন ঐ দুর্য্যোধনই আপনার সমস্ত অনর্থের হেতু, মূর্ত্তিমান্ দোষরূপে সে আপনার গৃহে আশ্রয় লইয়াছে, তাহার মোহেই আপনি কৃষ্ণের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীও আপনার গৃহ পরিত্যাগ করিতে বসিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীভগবানের প্রতি যাহার অনুরাগ নাই, মোহের বশে যাহার প্রাণ ভগবদ্ভাব হইতে বিমুখ হইয়া পড়ে, তাহার কখনও শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে না। অতএব আপনি যদি বংশের মঙ্গল কামনা করেন, পুরুষানুক্রমিক যশঃ প্রতিষ্ঠা গৌরব রক্ষা করিতে চাহেন, তবে শীঘ্র ঐ অকল্যাণকর পুত্রকে পরিত্যাগ করুন ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ ।—তত্র (ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে) ইতি (পূর্ব্বোক্তবাক্যম্) উচিবান্ (কথিতবান্) সৎস্পৃহণীয়শীলঃ (সতাং সজ্জনানাং স্পৃহণীয়ং শীলং যস্য সঃ) ক্ষত্তা (বিদুরঃ) সকর্ণানুজসৌবলেন (অনুজ দুঃশাসনঃ সৌবলঃ শকুনি, তথাচ কর্ণদুঃশাসনশকুনিসহিতেন) প্রবৃদ্ধকোপস্ফুরিতাধরেণ (প্রবৃদ্ধেন অত্যন্তবৃদ্ধিং প্রাপ্তেন কোপেন স্ফুরিতঃ কম্পিতঃ অধরো যস্য তথাভূতেন) সুযোধনেন (দুর্যোধনেন) অসৎকৃতঃ (অপমানিতঃ, বভূবেতি শেষঃ) ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ ।—সজ্জনগণের অতি শ্রদ্ধার পাত্র বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে ঐ সকল কথা বলিলে অত্যন্ত ক্রোধে দুর্য্যোধনের অধর কম্পিত হইতে লাগিল, তিনি কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির সহিত মিলিত হইয়া বিদুরকে অপমানিত করিলেন ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরটীকা ।—ইত্যুচিবান্ এবমুক্তবান্, অসৌ ক্ষত্তা বিদুরঃ। সতাং স্পৃহণীয়ং শীলং যস্য সঃ। কর্ণদুঃশাসন-শকুনি-সহিতেন দুর্য্যোধনেন অসৎকৃতঃ তিরস্কৃত ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ ।—[অপমানকথামাহ]—দাস্যাঃ সুতং (দাসীপুত্রং) জিহ্মং (কুটিলম্) এনং (বিদুরম্) অত্র (রাজগৃহে) কঃ উপজুহাব (আহূতবান্, দাসীপুত্রোঽয়ং ন কস্যাপি আহ্বানযোগ্য ইত্যভিপ্রায়ঃ) যদ্বলিনৈব (যস্য কুরুরাজস্য বলিনা অন্নেন এব) পুষ্টঃ, তস্মিন্ প্রতীপঃ (প্রতিকূলঃ সন্) পরকৃত্যে (পরেষাং শত্রূণাং পাণ্ডবানামিতি যাবৎ) কৃত্যে (কার্য্যোদ্ধারবিষয়ে) আস্তে (বর্ত্ততে) [অতঃ] আশু (শীঘ্রং) পুরাৎ (অস্মদ্ গৃহাৎ) শ্বসানঃ (অত্রাত্মনেপদমার্ষং শ্বাসমাত্রাবশিষ্ট ইত্যর্থঃ) নির্ব্বাস্যতাং (দূরীক্রিয়তাং) ॥ ১৫॥

স ইত্থমত্যুল্বণকর্ণবাণৈর্ভ্রাতুঃ পুরো মর্ম্মসু তাড়িতোঽপি ।
স্বয়ং ধনুর্দ্বারি নিধায় মায়াং গতব্যথোঽয়াদুরু মানয়ানঃ ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ।—অতি কুটিল-প্রকৃতি এই দাসীপুত্রকে এখানে কে আহ্বান করিয়াছে ? [এ পাপাত্মা] যাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে তাঁহারই বিরুদ্ধ হইয়া শত্রুপক্ষের কার্য্যে রত আছে, [অতএব] শীঘ্র ইহাকে নিশ্বাসমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া এস্থান হইতে দূর করিয়া দাও। [এইভাবে দুর্য্যোধনাদি বিদুরকে তিরস্কার করিয়াছিলেন] ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—তিরস্কারমাহ—ক ইতি। দাসীসুতো হ্যত্রাহ্বানানর্হঃ। জিহ্মঃ কুটিলঃ। জিহ্মতামাহ—যস্য বলিনা অন্নেন পুষ্টস্তস্মিন্নেব প্রতীপঃ প্রতিকূলঃ পরেষাং কার্য্যে বর্ত্ততে। অতঃ পুরান্নির্ব্বাস্যতাম্। শ্বসানঃ শ্বসন্, জীবনমাত্রাবশেষ ইত্যর্থঃ। শ্মশান ইতি পাঠে শ্মশানবদমঙ্গলঃ। সর্ব্বধনাদি গৃহীত্বা নির্ব্বাস্যতামিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।—ভ্রাতুঃ (ধৃতরাষ্ট্রস্য) পুরঃ (সমীপে) ইত্থং (পূর্ব্বোক্তরূপেণ) অতুল্বণকর্ণবাণৈঃ (অত্যুল্বণৈঃ অতিতীক্ষ্ণৈঃ কর্ণয়োর্বাণৈরিব দুঃখজনকৈঃ পরুষবাক্যৈরিতি শেষঃ) মর্ম্মসু (অন্তস্থলেষু) তাড়িতোঽপি সঃ (বিদুরঃ) মায়াম্ উরু মানয়ানঃ (অহো মহামায়ায়াঃ প্রবলঃ প্রভাবঃ যৎ অসম্ভাব্যমপি সম্ভাবয়তীতি ভাবয়ন্) [অতএব] গতব্যথঃ (মায়ৈব সর্ব্বং সম্পাদয়তি কিমত্র দুঃখেনেতি বিগতদুঃখঃ সন্) দ্বারি (দ্বারদেশে) ধনুর্নিধায় (ধনুঃ পরিত্যজ্য) স্বয়ং (নিজেচ্ছয়া) অয়াৎ (গতবান্) ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ।—ভ্রাতার সমক্ষে কর্ণপথে বাণের ন্যায় তীব্র যন্ত্রণাদায়ক তিরস্কারবাক্যে বিদুর মর্ম্মস্থলে নিতান্ত আঘাত পাইলেও “মায়ার অসীমশক্তি, তাহার প্রভাবে সকলই হইতে পারে” এইভাবে মায়াকেই গুরুতর মনে করিয়া দুঃখবেগ নিবারণ করত নিজ ধনুকখানি দ্বারদেশে রাখিয়া, স্বেচ্ছায় তথা হইতে চলিয়া গেলেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—অত্যুল্বণৈঃ কর্ণয়োর্বাণবৎ প্রবিশদ্ভিঃ পরুষবাক্যৈঃ মর্ম্মসু তাড়িতোঽপি গতব্যথঃ। তত্র হেতুঃ মায়াম্ উরু বহু মানয়ন্, অহো মায়ায়া মাহাত্ম্যমিতি তামেব তত্র হেতুং মন্যমানঃ, তন্নিঃসারণাৎ পূর্ব্বং স্বয়মেব অয়াৎ নির্জ্জগাম। কিং কৃত্বা? এতে নূনং মরিষ্যন্তি কিং ধনুষেতি তস্য দ্বারি ধনুর্নিধায়। যদ্বা ভীমাদিভিঃ সঙ্গত্যাস্মাভির্যোৎস্যত ইতি মা শঙ্কিষ্টেতি ধনুর্নিধানম্ ॥ ১৬ ॥

শ্রীভাগবতভাবামৃতবর্ষিণী।—প্রবল পিত্তাধিক্য হইলে জিহ্বার এমনই বিকার জন্মে যে তাহাতে সুমিষ্ট খাদ্য অর্পণ করিলেও তাহা তিক্ত বলিয়া মনে হয়। সেইরূপ লোভ, স্বার্থপরতা, হিংসা প্রভৃতি প্রবল দোষে যাহার অন্তঃকরণ নিতান্ত কলুষিত, তাহার কাছে পরম হিতকর বাক্যও নিতান্ত অসহ্য বলিয়া মনে হয়। অতএব বিদুর যাহা পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা কৌরবপক্ষের অত্যন্ত হিতকর হইলেও পাপমতি দুর্য্যোধনাদির নিকট তাহা নিতান্ত অতৃপ্তিকর বলিয়া মনে হইয়াছিল। সুতরাং ক্রোধে অধীর হইয়া দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির সহিত সম্মিলিত ভাবে বিদুরকে ‘যৎপরং নাস্তি’ অপমান করিলেন—“এই কুটিলস্বভাব দাসীপুত্রকে কে ডাকিয়াছে, শীঘ্র ইহাকে তাড়াইয়া দাও” ইত্যাদিরূপে নিতান্ত জঘন্য তিরস্কার করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সকলই প্রত্যক্ষ করিলেন অথচ কথাটী পর্য্যন্ত নাই ; ইহাতে বিদুরের প্রাণে অত্যন্ত আঘাত লাগিলেও সে দুঃখ তাঁহার অন্তরে অধিকক্ষণ স্থান পাইল না, কারণ তিনি জানিতেন যে জগতে মায়ার অসাধ্য কোন কার্য্যই নাই, মায়ার প্রভাবে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। দুর্য্যোধন নিতান্ত

স নির্গতঃ কৌরবপুণ্যলব্ধো গজাহ্বয়াৎ তীর্থপদঃ পদানি ।
অন্বাক্রমৎ পুণ্যচিকীর্ষয়োর্ব্ব্যামধিষ্ঠিতো যানি সহস্রমূর্ত্তিঃ ॥ ১৭ ॥
পুরেষু পুণ্যোপবনাদ্রিকুঞ্জেষ্বপঙ্কতোয়েষু সরিৎসরঃসু ।
অনন্তলিঙ্গৈঃ সমলঙ্কৃতেষু চচার তীর্থায়তনেষ্বনন্যঃ ॥ ১৮ ॥

মায়াচ্ছন্ন, সুতরাং এইরূপ দুর্বাক্যাদিপ্রয়োগ সকলই মায়ার কার্য্য। হায়! মায়ামুগ্ধ জীব মায়াঘোরে পড়িয়া কি না করে, অতএব ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই। এই সকল চিন্তা করিয়া বিদুর নিজের দুঃখবেগ নিজেই প্রশমিত করিয়া স্বেচ্ছায় সেস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় নিজ ধনুকখানি সেই রাজগৃহের দ্বারদেশেই রাখিয়া আসিলেন, কারণ তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, এই ধৃতরাষ্ট্রসন্তানগণের পাপের মাত্রা যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে অচিরেই ইহাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী ; তবে কেন আর বৃথা এই ধনুক বহন করি ? বিশেষতঃ আমি যদি এখন অস্ত্রসহকারে চলিয়া যাই, তবে হয়ত পাপিষ্ঠেরা মনে করিবে যে, আমিও বুঝি পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করিয়া এই অস্ত্রের সার্থকতা সম্পাদন করিব। সুতরাং উহাদের দৃষ্টি পড়িবার উপযুক্ত স্থানেই উহা ত্যাগ করিয়া যাই—এই উদ্দেশ্যেই মহাত্মা বিদুর নিজ ধনুকখানা দ্বারদেশে রাখিয়া গেলেন ॥ ১৪—১৬ ॥

অন্বয়ঃ :—কৌরবপুণ্যলব্ধঃ (কৌরবাণাং পুণ্যবলেন প্রাপ্তঃ) সঃ (বিদুরঃ) গজাহ্বয়াৎ (গজস্য আহ্বয়ঃ হস্তীতি নাম তদ্ঘটিতঃ আহ্বয়ঃ নাম যস্য তস্মাৎ, হস্তিনাপুরাৎ ইত্যর্থঃ) নির্গতঃ (সন্) পুণ্যচিকীর্ষয়া (ধর্ম্মোপার্জ্জনেচ্ছয়া) তীর্থপদঃ (তীর্থং পাদৌ যস্য তস্য হরেরিত্যর্থঃ) পদানি (স্থানানি তীর্থক্ষেত্রাণীত্যর্থঃ) অন্বাক্রমৎ (গতবান্) [কীদৃশানি তীর্থক্ষেত্রাণীত্যাহ] উর্ব্ব্যাং (পৃথিব্যাং) সহস্রমূর্ত্তিঃ (ব্রহ্মবিষ্ণু-মহেশ্বরাদিনানাবিধমূর্ত্তিসম্পন্নঃ সন্ ভগবান্) যানি (ক্ষেত্রাণি) অধিষ্ঠিতঃ (অধিষ্ঠায় স্থিতঃ) ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ :—কৌরবগণ পুণ্যবলে যাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন, সেই বিদুর হস্তিনাপুর হইতে বহির্গত হইয়া ভূমণ্ডলে ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদি নানাবিধ মূর্ত্তিতে ভগবান্ যে সকল স্থানে অধিষ্ঠান করিতেছেন, সেই সকল তীর্থক্ষেত্রে ধর্ম্মোপার্জ্জনের অভিলাষে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—ততো নির্গতস্য তীর্থাটনপ্রকারমাহ—স ইত্যষ্টভিঃ। স গজাহ্বয়াৎ নির্গতঃ সন্ তীর্থং পাদৌ যস্য তস্য হরেঃ পদানি ক্ষেত্রাণি পুণ্যচিকীর্ষয়া অন্বাক্রমৎ প্রত্যপদ্যত। কৌরবাণাং পুণ্যেন লব্ধ ইতি তেষাং ভাগ্যমেব তেন রূপেণ গতমিতি সূচিতম্। উর্ব্ব্যাং সহস্রমূর্ত্তিঃ ব্রহ্মরুদ্রাদ্যনেকমূর্ত্তিঃ সন্ তীর্থপাৎ যানি অধিষ্ঠায় স্থিতঃ, তানি তানি জগামেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ :—অনন্তলিঙ্গৈঃ (অনন্তস্য শ্রীহরেঃ লিঙ্গৈঃ মূর্ত্তিভিঃ) সমলঙ্কৃতেষু (শোভিতেষু) পুরেষু (অযোধ্যাদিষু) পুণ্যোপবনাদ্রিকুঞ্জেষু (পুণ্যানি পবিত্রাণি যানি উপবনাদীনি তেষু) অপঙ্কতোয়েষু (অপঙ্কানি নির্ম্মলানি তোয়ানি যেষু, অথবা ন বিদ্যতে পঙ্কং পাপং যেভ্যঃতানি তোয়ানি জলানি যেষু তেষু,যজ্জলসম্পর্কাৎ পাপং দূরীভবতি তথাবিধজলপূর্ণেষু ইত্যর্থঃ) সরিৎসরঃসু (নদীসরোবরাদিষু) তীর্থায়তনেষু (তীর্থক্ষেত্রেষু) অনন্যঃ (একাকী সঃ) চচার (বিচরিতবান্) ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ :—অযোধ্যা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নগরী, পবিত্র উপবন, পর্ব্বত, লতাকুঞ্জ ও তীর্থক্ষেত্র প্রভৃতি যে সকল স্থান শ্রীগোবিন্দের মূর্ত্তিতে শোভিত, সেই সকল স্থানে এবং যাহাদের জলসম্পর্কে পাপ বিদূরিত হয় সেই সকল নদী ও সরোবরাদিতে বিদুর একাকী বিচরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

গাং পর্য্যটন্ মেধ্যবিবিক্তবৃত্তিঃ সদাপ্লুতোঽধঃশয়নোঽবধূতঃ।
অলক্ষিতঃ স্বৈরবধূতবেশো ব্রতানি চেরে হরিতোষণানি ॥ ১৯ ॥
ইত্থং ব্রজন্ ভারতমেব বর্ষং কালেন যাবদ্ গতবান্ প্রভাসম্।
তাবচ্ছশাস ক্ষিতিমেকচক্রামেকাতপত্রামজিতেন পার্থঃ ॥ ২০॥

শ্রীধরটীকা।—পুণ্যানি যান্যুপবনাদীনি তেষু। কুঞ্জং লতাদিগূঢ়ং স্থানম্। অপঙ্কানি তোয়ানি যেষাং তেষু সরিৎসরঃসু চ। তীর্থেষু আয়তনেষু চ ক্ষেত্রেষু। কীদৃশেষু? অনন্তস্য লিঙ্গৈঃ মূর্ত্তিভিঃ সমলঙ্কৃতেষু। অনন্যঃ একাকী ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।—মেধ্যবিবিক্তবৃত্তিঃ (মেধ্যা পবিত্রা বিবিক্তা সঙ্কীর্ণতাদোষরহিতা বৃত্ত্যন্তরেণামিশ্রিতা ইতি যাবৎ, বৃত্তিঃ জীবিকা যস্য সঃ) সদাপ্লুতঃ (তীর্থে তীর্থে স্নানপরায়ণঃ) অধঃশয়নঃ (ভূতলশায়ী) অবধূতঃ (দেহসংস্কারপ্রয়াসরহিতঃ) অবধূতবেশঃ (বল্কলাদিধারী) [অতএব] স্বৈঃ (আত্মীয়জনৈরপি কিমুত অন্যৈঃ) অলক্ষিতঃ (অয়ং স বিদুর ইতি প্রত্যভিজ্ঞাতুমনর্হঃ) গাং (পৃথিবীং) পর্য্যটন্ (বিচরন্) হরিতোষণানি ব্রতানি (শ্রীগোবিন্দতৃপ্তিজনকান্ নিয়মান্) চেরে (অনুষ্ঠিতবান্) ॥১৯॥

মূলানুবাদ।—বিদুর ভূমণ্ডলে বিচরণকালে শ্রীহরির তৃপ্তিজনক নানারূপ কঠোর ব্রত পালন করিয়াছিলেন, তিনি অতি পবিত্রভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, জীবিকার জন্য অন্য জাতি বা অন্যধর্ম্মাবলম্বীর কোনরূপ বৃত্তি (উপায়) গ্রহণ করেন নাই। সর্ব্বদা তীর্থজলে স্নান, ভূমিতে শয়ন ও বল্কল পরিধান করিতেন, নিজের (নশ্বর) দেহসংস্কারের দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না; এমন কি তৎকালে তাঁহার সেই আকৃতি দেখিলে আত্মীয়গণও তাঁহাকে চিনিতে পারিত না ॥১৯॥

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ গাং পর্য্যটন্ হরিতোষণানি ব্রতানি চেরে অচরৎ। মেধ্যা পবিত্রা বিবিক্তা অসঙ্কীর্ণা বৃত্তিঃ জীবিকা যস্য। সদাপ্লুতঃ প্রতিতীর্থং স্নাতঃ। অধঃ শয়নং যস্য। অবধূতঃ অসংস্কৃতদেহঃ। অবধূতবেশো বল্কলাদিধারী, অতএব স্বৈরলক্ষিতঃ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ।—ইত্থং (পূর্ব্বোক্তনিয়মগ্রহণেন) ভারতমেব বর্ষং (সমগ্রং ভারতবর্ষমেব) ব্রজন্ (গচ্ছন্ স বিদুরঃ) কালেন যাবৎ (কালক্রমানুসারেণ যস্মিন্ কালে) প্রভাসং গতবান্ তাবৎ (তস্মিন্ কালে) পার্থঃ (যুধিষ্ঠিরঃ) অজিতেন (শ্রীকৃষ্ণরূপসহায়বলেন) একচক্রাম্ (স্বমাত্রসৈন্যরক্ষিতাম্) একাতপত্রাং (কেবলস্বীয়রাজচ্ছত্রশোভিতাং) ক্ষিতিং (পৃথিবীং) শশাস (রক্ষিতবান্) ॥ ২০

মূলানুবাদ।—এইভাবে বিদুর সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিতে করিতে কালক্রমে যখন প্রভাসতীর্থে গিয়া পৌছিলেন (এদিকে) ততদিনে যুধিষ্ঠির ভূমণ্ডলে একছত্র আধিপত্য স্থাপন করিয়া একমাত্র নিজ সৈন্য সাহায্যে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন ॥২০॥

শ্রীধরটীকা।—একমেব চক্রং সৈন্যং যস্যাম্, একমেব রাজচিহ্নং শ্বেতাতপত্রং যস্যাং তাম্। অজিতেন শ্রীকৃষ্ণেন সহায়েন ॥২০॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—দুর্য্যোধনাদির নিতান্ত অসদ্ব্যবহার দর্শনে মায়াময় সাংসারিক ভাবের প্রতি বিদুরের বড়ই বিতৃষ্ণা জন্মিল, তিনি বুঝিলেন যে মায়ার বাধ্য হইলে তাহাদের আর বিবেকশক্তি থাকে না, তাহারা অসুরের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া পড়ে। অতএব মায়াশক্তি যাঁহা হইতে উদ্ভূত সেই শ্রীভগবানের চরণে একান্ত শরণাগত না হইতে পারিলে মায়াসমুদ্র :পার হওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং তিনি হস্তিনাপুর হইতে বাহির হইলেন। কৌরবগণ নিতান্ত ভাগ্যবলেই বিদুরের

তত্রাথ শুশ্রাব সুহৃদ্বিনষ্টিং বনং যথা বেণুজবহ্নিসংশ্রয়ম্ ।
সংস্পর্দ্ধয়া দগ্ধমথানুশোচন্ সরস্বতীং প্রত্যগিয়ায় তুষ্ণীম্ ॥ ২১

মত মহাপুরুষকে পাইয়াছিল,আজ সেই বিদুরের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভাগ্যও বুঝি তাহাদিগকে ছাড়িয়া গেল। যাহা হউক, বিদুর হস্তিনাপুর ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ সমস্ত তীর্থক্ষেত্রে—শুধু তীর্থক্ষেত্রে কেন, নগর পর্ব্বত উপবন লতাকুঞ্জ প্রভৃতি যেখানে যে কোনও ভগবৎমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত আছে, সেইখানেই বিচরণ করিতে লাগিলেন। যদিও তিনি "অনন্য" তাঁহার সঙ্গে কোনও সহায় নাই, তথাপি তিনি অনন্যমনে কেবল শ্রীগোবিন্দচরণে আত্মনির্ভর করিয়াই চলিতেছেন, বেশ চলিয়া যাইতেছেন, বাধা বিঘ্ন অভাব অভিযোগ কিছুই তাঁহার নাই। আর থাকিবেই বা কেন ? মনে প্রাণে প্রাণের প্রাণ শ্রীভগবান্‌কে ডাকিতে পারিলে শ্রীভগবান্‌ই যে তাহার সকল অসুবিধা পরিহার ও সকল প্রকার সুবিধার ব্যবস্থা করেন। তাই তিনি নির্ব্বিঘ্নে অতি পবিত্রভাবে জীবিকাবৃত্তি সম্পাদন করত শ্রীহরির তৃপ্তিসাধনার্থ নানারূপ কঠোর সংযম এবং পবিত্র তীর্থজলে স্নান প্রভৃতি ব্রত অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ সমস্ত ভারতবর্ষে বিচরণ করিতে করিতে কালক্রমে সেই সুপ্রসিদ্ধ প্রভাসতীর্থে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে তখন শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় যুধিষ্ঠির ভূমণ্ডলে একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে রাজ্য প্রতিপালন করিতেছেন। "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" ধর্ম্মপথে থাকিলে উন্নতি আর অধর্ম্মপথে চলিলে অবনতি ইহা অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শতবিপদেও ধর্ম্মত্যাগ করেন নাই, এই জন্যই তাঁহার রাজ্য সম্পৎ সকল প্রকারে উন্নতি লাভ করিল। আর দুর্য্যোধনাদি যে সকল অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন, তাহার ফলে সবংশে ধ্বংস হইলেন। এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া পথ চিনিয়া সংসারমোহাচ্ছন্ন জীবকে প্রকৃত ধর্ম্মপথে চলিতে হইবে ॥ ১৭—২০

অন্বয়ঃ।—অথ (অনন্তরং) তত্র (প্রভাসে) বেণুজবহ্নিসংশ্রয়ং (বেণুজঃ বংশদণ্ডোৎপন্নঃ যো বহ্নিঃ, তস্য সংশ্রয়ং আশ্রয়ভূতং) বনং যথা দগ্ধং (ভবতীতি শেষঃ) [তথা] সংস্পর্দ্ধয়া (পরস্পরং প্রবলপরাভবচেষ্টয়া) সুহৃদ্বিনষ্টিং (সুহৃদাং স্বজনানাং কৌরবাণামিতি যাবৎ, বিনষ্টিং বিনাশং) শুশ্রাব (বিদুরঃ শ্রুতবান্) অথ অনুশোচন্ (অনুতাপং কুর্ব্বন্) তুষ্ণীং (বাক্যালাপরহিতঃ) প্রত্যক্ (পশ্চিমাভিমুখং যথাস্যাৎ তথা) সরস্বতীং (তন্নামকনদীম্) ইয়ায় (গতবান্)।

মূলানুবাদ।--অনন্তর সেই প্রভাসতীর্থে (অবস্থানকালে) বিদুর শুনিতে পাইলেন যে, যেমন বনস্থ বংশদণ্ডে পরস্পর সংঘর্ষ হইয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠে এবং তাহাতে সেই বনটী সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হইয়া যায়, সেইরূপ কৌরবগণের মধ্যেও পরস্পর প্রবল বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ায় তাহারা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া সন্তপ্তচিত্তে তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া পশ্চিমাভিমুখে সরস্বতী নদীর দিকে প্রস্থান করিলেন ॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—তত্র প্রভাসে পরস্পরসংস্পর্দ্ধয়া নিমিত্তভূতয়া সুহৃদাং কৌরবাণাং বিনষ্টিং বিনাশমশৃণোৎ। পরস্পরনাশে দৃষ্টান্তঃ—বেণুজং বহ্নিং সংশ্রয়তে যদ্বনং, তৎ যথা দগ্ধং ভবতি তথা। প্রত্যক্ উদ্‌গমাভিমুখম্ ॥ ২১ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—জগতের অন্তঃসারশূন্য বস্তুগুলি দ্বারা জগদ্বাসীর উপকার বিশেষ হয় না, বরং অপকারই হইয়া থাকে। বংশদণ্ডগুলির মধ্যে সার নাই, সুতরাং অল্প বাতাসেই তাহাদের মধ্যে চঞ্চলতা দেখা দেয় অর্থাৎ নড়িয়া চড়িয়া পরস্পর সংঘর্ষ প্রাপ্ত হয় ও তাহাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হইয়া সেই অসার বাঁশের মধ্যেই সুবিধা পাইয়া উহা প্রজলিত হইয়া উঠে। ক্রমে সেই অগ্নির প্রবলতায় সে বনটী সম্পূর্ণই হয়ত দগ্ধ হইয়া যায়। লোকসম্প্রদায়ের মধ্যেও সেইরূপ যাহারা অন্তঃসারশূন্য অর্থাৎ সদ্‌গুণরহিত, তাহাদের

তস্যাং ত্রিতস্যোশনসো মনোশ্চ পৃথোরথাগ্নেরসিতস্য বায়োঃ।
তীর্থং সুদাসস্য গবাং গুহস্য যচ্ছ্রাদ্ধদেবস্য স আসিষেবে ॥ ২২ ॥
অন্যানি চেহ দ্বিজদেবদেবৈঃ কৃতানি নানায়তনানি বিষ্ণোঃ।
প্রত্যঙ্গমুখ্যাঙ্কিতমন্দিরাণি যদ্দর্শনাৎ কৃষ্ণমনুস্মরন্তি ॥ ২৩ ॥

দ্বারাও জীবের বিশেষ কোনও কল্যাণ সাধিত হয় না বটে, কিন্তু হিংসা দ্বেষ স্বার্থপরতা প্রভৃতি দোষের প্রবলতায় অতি সহজেই বিবাদের সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং অনেক সময় ঐ বিবাদ প্রবল অবস্থায় পরিণত হইয়া আত্মীয়স্বজনাদি সহ নিজেদের বিনাশের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। দুর্য্যোধন প্রভৃতিরও তাহাই হইয়াছিল, স্বার্থের মোহে অন্ধ হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত বিবাদ করিতে গিয়া আত্মীয় স্বজন সহ সবংশে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রভাসতীর্থে অবস্থান কালে এই সকল সংবাদ শুনিয়া বিদুরের কোমল প্রাণে শোক উপস্থিত হইল, কিন্তু বিবেক বলে শীঘ্রই তাহা দূর করিবার জন্য তিনি শ্রীহরির নানারূপ স্মৃতিচিহ্নময় সরস্বতী নদীর তীরে গমন করিলেন ॥ ২১

অন্বয়ঃ ।—তস্যাং (সরস্বত্যাং লক্ষণয়া তত্তীরে ইত্যর্থঃ) ত্রিতস্য উশনসঃ মনোঃ পৃথোঃ অথ অগ্নেঃ অসিতস্য বায়োঃ সুদাসস্য গবাং গুহস্য শ্রাদ্ধদেবস্য চ যৎ তীর্থং (ত্রিতাদিতন্নামপ্রসিদ্ধানাং তেষাং মহাপুরুষাদীনাং নামানুসারেণ তীর্থানামপি ত্রিতেত্যাদি নাম) [তত্তৎ তীর্থং] সঃ (বিদুরঃ) আসিষেবে (সম্যক্ সেবিতবান্) ॥ ২২

মূলানুবাদ ।—সেই সরস্বতী নদীর তটে ত্রিত, উশনা, মনু, পৃথু, অগ্নি, অসিত, বায়ু, সুদাস, গো, গুহ এবং শ্রাদ্ধদেব এই সকল নামে প্রসিদ্ধ যে সমস্ত তীর্থ ছিল, বিদুর সেই সমস্ত তীর্থের সেবা করিয়াছিলেন ॥ ২২

শ্রীধরটীকা ।—ত্রিতাদীনামেকাদশ তীর্থানি তত্তনাম্না প্রসিদ্ধানি আসেবিতবান্ ॥ ২২

অন্বয়ঃ ।—ইহ (সরস্বতীতটে) দ্বিজদেবদেবৈঃ (দ্বিজদেবৈঃ ব্রাহ্মণৈঃ, দেবৈশ্চ) কৃতানি (সম্পাদিতানি) প্রত্যঙ্গমুখ্যাঙ্কিতমন্দিরাণি (প্রত্যঙ্গানি অস্ত্রাণি, তেষু মুখ্যং প্রধানং চক্রমিতি যাবৎ, তেন অঙ্কিতানি চিহ্নিতানি মন্দিরাণি যত্র তানি) অন্যানি চ (ত্রিতাদিভিন্নানি অপি) বিষ্ণোঃ (ভগবতঃ) নানায়তনানি (বহুক্ষেত্রাণি সন্তীতি শেষঃ) যদ্দর্শনাৎ (যেষাং তীর্থানাং দর্শনাৎ) [ভক্তাঃ] কৃষ্ণম্ অনুস্মরন্তি ॥ ২৩

মূলানুবাদ । ঐ সরস্বতীতীরে দেবতা ও ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক সংস্থাপিত আরও বহু তীর্থ আছে, যাহাতে শ্রীভগবানের মন্দিরগুলি (তাঁহার) চক্রচিহ্নে শোভিত—যাহা দেখিলেই শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ হয়। [সে সকল তীর্থও বিদুর সেবা করিয়াছিলেন] ॥ ২৩

শ্রীধরটীকা ।— দ্বিজদেবৈর্ঋষিভিঃ দেবৈশ্চ কৃতানি। অঙ্গমঙ্গং প্রতি বর্ত্তন্তে ইতি প্রত্যঙ্গান্যায়ুধানি তেষু মুখ্যং চক্রং তেনাঙ্কিতানি মূর্দ্ধন্যহেমকুম্ভেষু চিহ্নিতানি মন্দিরাণি যেষু তানি নানাবিধানি বিষ্ণোরায়তনানি ক্ষেত্রাণি তীর্থানি চ আসিষেবে। যেষাং চক্রাঙ্কিতমন্দিরবতাং দর্শনাৎ শ্রীকৃষ্ণস্মরণং ভবতি ॥ ২৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—শ্রীভগবান্ বিরাট্ ও বিশ্বব্যাপি, তাঁহার মহিমাও অনন্ত, যেদিকে তাকইবে সেখানেই তাঁহার অসাধারণ মহিমা বিরাজ করিতেছে। কিন্তু শ্রীভগবানের বা তাঁহার বিরাট্ মহিমার ঐ সর্ব্বব্যাপিত্ব উপলব্ধি করা অর্থাৎ সমস্ত বস্তুর মধ্যেই ভগবদ্ভাব অনুভব করা সহজে সম্ভবপর হয় না,

ততস্ত্বতিব্রজ্য সুরাষ্ট্রমৃদ্ধং সৌবীরমৎস্যান্ কুরুজাঙ্গলাংশ্চ ।
কালেন যাবদ্ যমুনামুপেত্য তত্রোদ্ধবং ভাগবতং দদর্শ ॥ ২৪ ॥
স বাসুদেবানুচরং প্রশান্তং বৃহস্পতেঃ প্রাক্তনয়ং প্রতীতম্ ।
আলিঙ্গ্য গাঢ়ং প্রণয়েন ভদ্রং স্বানামপৃচ্ছদ্ভগবৎপ্রজানাম্ ॥ ২৫ ॥

বহু জন্মান্তরীণ সাধনার ফলে কদাচিৎ কাহারও তত্ত্বজ্ঞান জন্মে এবং তখনই জীব বুঝিতে পারে যে সমস্তই ঈশ্বরময়। কিন্তু সেরূপ সাধনাসিদ্ধ মহাপুরুষ বড় দুর্লভ, এজন্য প্রথম সাধকগণ বাহ্যপূজা, তীর্থক্ষেত্রের মাহাত্ম্যময় ভগবৎমূর্ত্তিদর্শন, সাধুজনসঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা ক্রমশঃ শ্রীভগবানের প্রতি একনিষ্ঠ হইতে প্রবৃত্ত হয়। যেমন তীর্থে তীর্থে শ্রীভগবানের মুর্ত্তিদর্শনাদিতে আত্মোন্নতি জন্মে, তেমনি সাধুজনসঙ্গে নানারূপ সৎকথার আলোচনায়ও মনের গতি উন্নতি লাভ করে। সাধনার ক্ষেত্রে বিদুর ত খুব প্রবীণ সাধক নহেন, তাই তাঁহার চিত্তশুদ্ধির জন্য পুণ্যময় তীর্থক্ষেত্রাদি গমন সুসঙ্গতই হইয়াছে। তবে সাধারণ অপেক্ষা বিদুর অনেক অধিক বিবেকসম্পন্ন, সুতরাং যখনই প্রভাসক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজনের বিনাশ সংবাদ শ্রবণে তাঁহার অন্তঃকরণ কিছু সন্তাপগ্রস্ত হইয়া উঠিল, অমনি তিনি মনঃশুদ্ধির জন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই সকল তীর্থাদি দর্শন করিতে লাগিলেন "যদ্দর্শনাৎ কৃষ্ণমনুস্মরন্তি"। তাহাতে ক্রমশঃই তাঁহার মন আবার প্রকৃতিস্থ হইতে লাগিল ॥ ২২।২৩

অন্বয়ঃ :—ততস্তু (তদনন্তরঞ্চ) ঋদ্ধং (সমৃদ্ধিশালি) সুরাষ্ট্রং সৌবীরমৎস্যান্, কুরুজাঙ্গলাংশ্চ (তত্তন্নামপ্রসিদ্ধদেশবিশেষান্) অতিব্রজ্য (অতিক্রম্য) কালেন (কালক্রমেণ) যাবৎ (যদা) [উদ্ধবঃ] যমুনামুপেত্য (যমুনাতটে উপস্থিতঃ সন্ বর্ত্ততে ইতি শেষঃ) [তদা] তত্র (যমুনাতটে, বিদুরোঽপি উপস্থিতঃ সন্নিতি শেষঃ) ভাগবতং (পরমভগবদ্ভক্তং) উদ্ধবং (তন্নামকং কঞ্চিদ্ যদুবংশীয়ং) দদর্শ ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—অনন্তর পরম ভগবদ্ভক্ত উদ্ধব যখন সমৃদ্ধিশালী সুরাষ্ট্র, সৌবীর, মৎস্য, কুরুজাঙ্গল প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া কালক্রমে যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেই সময় বিদুরও (বিচরণ করিতে করিতে) যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া তথায় তাঁহাকে (উদ্ধবকে) দেখিতে পাইলেন ॥ ২৪

শ্রীধরটীকা :—অতিব্রজ্য অতিক্রম্য যাবদুদ্ধবঃ প্রাপ্তঃ, তাবৎ স্বয়মপি যমুনামুপেত্য ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—বাসুদেবানুচরং (কৃষ্ণভক্তং) প্রশান্তম্ (অত্যন্তশান্তস্বভাবং) বৃহস্পতেঃ প্রাক্তনয়ং (পূর্ব্বশিষ্যং) প্রতীতং (প্রসিদ্ধম্ উদ্ধবমিতি শেষঃ) সঃ (বিদুরঃ) প্রণয়েন গাঢ়ম্ আলিঙ্গ্য, ভগবৎপ্রজানাং (ঈশ্বরপ্রতিপাল্যানাম্) [আলিঙ্গনহেতুগর্ভবিশেষণমেতৎ] স্বানাং (জ্ঞাতীনাং) ভদ্রং (কুশলম্) অপৃচ্ছৎ (জিজ্ঞাসিতবান্) ॥ ২৫

মূলানুবাদ।—উদ্ধব একজন বিখ্যাত পুরুষ, শ্রীকৃষ্ণের অনুচর, অতি শান্তস্বভাব এবং বৃহস্পতির নিকট পূর্ব্বে সমস্ত নীতিশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন ; (তাঁহাকে পাইয়া) বিদুর প্রীতি সহকারে গাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট ভগবানের পোষ্য নিজ আত্মীয়বর্গের মঙ্গল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৫

শ্রীধরটীকা।—স বিদুরঃ প্রাক্তনয়ং পূর্ব্বশিষ্যং নীতিশাস্ত্রে। প্রাপ্তনয়মিতি পাঠে প্রাপ্তো নয়ো নীতিশাস্ত্রং যেন তম্। প্রতীতং প্রখ্যাতম্। স্বানাং জ্ঞাতীনাং ভদ্রমপৃচ্ছৎ। প্রশ্নে হেতুঃ। ভগবতঃ প্রজানাং পোষ্যাণাম্ ॥ ২৫

কচ্চিৎ পুরাণৌ পুরুষৌ স্বনাভ্যপাদ্মানুবৃত্ত্যেহ কিলাবতীর্ণৌ।
আসাত উর্ব্ব্যাঃ কুশলং বিধায় কৃতক্ষণৌ কুশলং শূরগেহে ॥ ২৬ ॥
কচ্চিৎ কুরূণাং পরমঃ সুহৃন্নো ভামঃ স আস্তে সুখমঙ্গ শৌরিঃ।
যো বৈ স্বসৄণাং পিতৃবদ্দদাতি বরান্ বদান্যো বরতর্পণেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীভাগবভাস্মভবর্ষিণী।—পরম ভাগবত শ্রীউদ্ধব মহাশয় সর্ব্বদা ভগবৎপ্রেমে আত্মহারা হইয়া তীর্থে তীর্থে বিচরণ, শ্রীভগবানের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন ও নাম শ্রবণ প্রভৃতি কার্য্যে ঘুরিতে ঘুরিতে সুরাষ্ট্র, সৌবীর প্রভৃতি অনেক সমৃদ্ধিশালী স্থান পাইলেন, কিন্তু কোথাও তেমন ভগবৎপরায়ণ লোকের সম্পর্ক না ঘটায় ক্রমশঃ সে সকল স্থান অতিক্রম করিয়া যাইতে যাইতে কালক্রমে শ্রীকৃষ্ণের বহুপ্রকার লীলাক্ষেত্র পরম পবিত্র যমুনানদীর তীরে গিয়া পৌছিলেন। এদিকে বিদুরও তখন তীর্থ ভ্রমণ কার্য্যেই ব্যাপৃত, তিনিও ঘুরিতে ঘুরিতে যমুনার তীরে উপস্থিত হইয়াই সেই বিখ্যাত মহাপুরুষ প্রশান্তস্বভাব উদ্ধবকে তথায় দেখিতে পাইয়া প্রাণে বড়ই আনন্দ পাইলেন। বিদুরও ভক্তিপথের পথিক, উদ্ধবও একজন পরমভক্ত, সুতরাং তাঁহাকে পাইয়া বিদুরের আনন্দ না হইবেই বা কেন? ভক্ত যে শ্রীভগবানের বড়ই প্রিয়পাত্র, তাই বিদুর প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে উদ্ধবকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যাঁহারা ভগবানের প্রিয়পোষ্য তাহাদের সম্বন্ধে কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কারণ ভগবানের ন্যায় ভগবৎপ্রিয়জনের কুশল সংবাদও ভক্তের প্রাণে শান্তিদান করে ॥ ২৪।২৫

অন্বয়ঃ।—(বিদুরস্য কুশলপ্রশ্নক্রমং বর্ণয়তি কচ্চিদিত্যাদি) স্বনাভ্যপাদ্মানুবৃত্ত্যা (স্বস্য নাভৌ ভব ইতি স্বনাভ্যঃ স্বকীয়নাভিপদ্মস্থিতং, পাদ্মো ব্রহ্মা, তস্য অনুবৃত্ত্যা প্রার্থনানুসারেণ) ইহ (মর্ত্ত্যলোকে) কিল অবতীর্ণৌ (উদ্ভূতৌ সন্তৌ) উর্ব্ব্যাঃ (পৃথিব্যাঃ) কুশলং বিধায় কৃতক্ষণৌ (কৃতঃ সম্পাদিতঃ ক্ষণঃ সর্ব্বেষাম্ আনন্দো যাভ্যাং তৌ) পুরাণৌ পুরুষৌ (পুরাণপুরুষস্বরূপৌ রামকৃষ্ণৌ) শূরগেহে (শূরসেনস্য গৃহে) কুশলম্ আসাতে কচ্চিৎ? (মঙ্গলেন বিদ্যেতে কিম্?) ॥ ২৬

মূলানুবাদ।—নিজ নাভিপদ্মে স্থিত ব্রহ্মার প্রার্থনা অনুসারে এই মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া যাঁহারা জগতের অশেষ কল্যাণসাধনপূর্ব্বক সকলের আনন্দ সম্পাদন করিয়াছেন, সেই পুরাতন পুরুষ রামকৃষ্ণ শূরগৃহে কুশলে আছেন ত? ॥ ২৬

শ্রীধরটীকা।—প্রথমং তাবৎ রামকৃষ্ণয়োঃ কুশলং পৃচ্ছতি। কচ্চিদিতি প্রশ্নে। স্বনাভৌ ভবঃ স্বনাভ্যঃ পাদ্মো ব্রহ্মা, তস্যানুবৃত্ত্যা প্রার্থনয়া ইহাবতীর্ণৌ কুশলমাসাতে বর্ত্তেতে? কৃতক্ষণৌ দত্তাবসরৌ সর্ব্বেষাং কৃতোৎসবাবিতি বা। তয়োর্নিত্যকুশলত্বেঽপি উক্তবিশেষণবিশিষ্টৌ শূরসেনগেহে কচ্চিদাসাতে ইতি প্রশ্নঃ ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ! (হে উদ্ধব!) বদান্যঃ সঃ (বসুদেবঃ) বরতর্পণেন (বরাণাং ভগিনীপতীনাং, তর্পণেন সন্তোষণেন সহ) স্বসৄণাং (ভগিনীনাং কুন্তীপ্রভৃতীনাং) [সম্বন্ধে] পিতৃবৎ (পিতা যথা কন্যানামভিলষিতং বস্তু দত্ত্বা সন্তোষমুৎপাদয়তি তদ্বৎ) বরান্ (অভিলষিতান্ অর্থান্) দদাতি বৈ (বৈ ইতি প্রসিদ্ধৌ) [সঃ] কুরূণাং পরমঃ সুহৃৎ নঃ (অস্মাকং) ভামঃ (ভগিনীপতিঃ অস্য পত্ন্যাঃ পৌরব্যাঃ বিদুরাদীনাং ভগিনীত্বাৎ) শৌরিঃ (বসুদেবঃ) সুখম্ আস্তে কচ্চিৎ? (মঙ্গলেন তিষ্ঠতি কিম্?) ॥ ২৭

মূলানুবাদ।—হে উদ্ধব! পিতা যেমন কন্যাকে অভিলষিত অর্থাদি দান করেন, সেইরূপ যে বসুদেব উদারতাগুণে ভগিনীপতিদিগের তৃপ্তি বিধানসহকারে (কুন্তী প্রভৃতি) ভগিনীদিগকে নানারূপ

কচ্চিদ্ বরূথাধিপতির্যদূনাং প্রত্যুম্ন আস্তে সুখমঙ্গ বীরঃ।
যং রুক্মিণী ভগবতোঽভিলেভে আরাধ্য বিপ্রান্ স্মরমাদিসর্গে ॥ ২৮ ॥
কচ্চিৎ সুখং সাত্ত্বতবৃষ্ণিভোজদাশার্হকাণামধিপঃ স আস্তে।
যমভ্যষিঞ্চচ্ছতপত্রনেত্রো নৃপাসনাশাং পরিহৃত্য দূরাৎ ॥ ২৯ ॥

অভিলষিত অর্থাদি দান করিতেন, কুরুবংশীয়দিগের পরম বান্ধব আমাদের ভগিনীপতি সেই বসুদেব সুখে আছেন ত? ॥ ২৭

শ্রীধরটীকা।—যদূনাং কুশলং পৃচ্ছতি নবভিঃ। ভামঃ পূজ্যঃ শৌরির্বসুদেবঃ। যদ্বা—ভামো ভগিনীভর্ত্তা। কুন্তী বসুদেবস্য ভগিনী, যতো দেবকী পাণ্ডোর্ভগিনীতি লোকব্যবহারঃ। বরান্ অর্থান্। বদান্যঃ অত্যুদারঃ। বরাণাং তৎপতীনাং তর্পণেন সন্তোষণেন সহ ॥ ২৭

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—আরাধ্য দেবতার কুশলেই ভক্তের কুশল। বিদুরের আরাধ্যদেবতা স্বয়ং শ্রীহরিই জগতের কল্যাণার্থ কৃষ্ণ ও বলরামরূপে প্রকট মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের কুশল জানিবার জন্য বিদুর "কচ্চিৎ পুরাণৌ" ইত্যাদি প্রশ্ন করিতেছেন। এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে "কৃষ্ণ বলরামকে যখন পুরাণপুরুষ বিষ্ণুস্বরূপ বলিয়া বিদুরের জানা ছিল, তখন সেই ভগবান্ বিষ্ণুর সম্বন্ধে আবার কুশল প্রশ্ন কেন? শ্রীভগবান্ ত নিত্যমঙ্গলময় সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তাঁহার আবার অকুশল সম্ভাবনা কোথায়?" বেশ সঙ্গত শঙ্কা বটে, কিন্তু এই প্রশ্নের রহস্য এই যে—কৃষ্ণবলরামের প্রতি ভালবাসার আধিক্যই বিদুরের ঐ প্রশ্নে প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছিল। ভালবাসার স্বভাবই এই, সে তাহার আশ্রয় পাত্রের স্বরূপটী আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। মাতার অনির্ব্বচনীয় ভালবাসার পাত্র পুত্র, ঐ পুত্র যেমনই হউক না কেন—যত বড়ই হউক না কেন—মাতার কাছে সে পরম সুন্দর, চিরদিনই শিশুটীর মত পালনীয় পরম আদরের বস্তু। তাহার স্বাস্থ্য যতই অক্ষুণ্ণ থাকুক, প্রতি পদে পদে মাতার প্রাণ পুত্রের অস্বাস্থ্যশঙ্কায় ব্যাকুল। প্রগাঢ় ভালবাসার স্বভাবই ঐরূপ যে প্রবল শক্তি বুঝিলেও বুঝিতে দেয় না, সুতরাং বিদুর যদিও বুঝিতেন যে নিত্যমঙ্গলময় ভগবানেরই অবতার কৃষ্ণবলরাম, তথাপি পরমপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া সময়ে সময়ে অকুশলশঙ্কাও করিতেন, তাই এই কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসাটী তাঁহার অস্বাভাবিক হয় নাই ॥ ২৬।২৭

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ! (হে উদ্ধব!) রুক্মিণী (শ্রীকৃষ্ণপত্নী) বিপ্রান্ আরাধ্য (ব্রাহ্মণান্ পূজয়িত্বা) [তেষাং প্রাসাদাদিতি শেষঃ] আদিসর্গে (পূর্ব্বজন্মনি) স্মরং (কামদেবরূপং) যং (প্রদ্যুম্নং) ভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণাৎ) অভিলেভে (পুত্ররূপেণ প্রাপ্তবতী) [সঃ] যদূনাং বরূথাধিপতিঃ (সেনাপতিঃ) বীরঃ প্রদ্যুম্নঃ সুখম্ আস্তে কচ্চিৎ? ॥ ২৮

মূলানুবাদ।—রুক্মিণী দেবী ব্রাহ্মণগণের আরাধনা করিয়া (তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে) স্বামী শ্রীকৃষ্ণ হইতে যাঁহাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং যিনি পূর্ব্বজন্মে কামদেব ছিলেন, হে উদ্ধব! সেই যাদব-সেনাপতি বীর প্রদ্যুম্ন কুশলে আছেন ত? ॥ ২৮

শ্রীধরটীকা।—বরূথাধিপতিঃ সেনানীঃ। আদিসর্গে পূর্ব্বজন্মনি স্মরং কামং সন্তম্ অভিলেভে পুত্রং লব্ধবতী ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ।—নৃপাসনাশাং (রাজসিংহাসনাভিলাষং) পরিহৃত্য (পরিত্যজ্য) [প্রাণভয়েন] দূরাৎ (দূরবর্ত্তি-স্থানমাশ্রিত্য স্থিতমিতি যাবৎ) যম্ (উগ্রসেনং) শতপত্রনেত্রঃ (কমললোচনঃ শ্রীহরিঃ) অভ্যষিঞ্চৎ (রাজ্যেঽভি-

কচ্চিদ্ধরেঃ সৌম্য স্থতঃ সদৃক্ষ আস্তেঽগ্রণী রথিনাং সাধু সাম্বঃ।
অসূত যং জাম্ববতী ব্রতাঢ্যা দেবং গুহং যোঽম্বিকয়া ধৃতোঽগ্রে ॥ ৩০ ॥
ক্ষেমং স কচ্চিদ্ যুযুধান আস্তে যঃ ফাল্গুনাল্লব্ধধনূরহস্যঃ।
লেভেঽঞ্জসাধোক্ষজসেবয়ৈব গতিং তদীয়াং যতিভির্দুরাপাম্ ॥ ৩১ ॥
কচ্চিদ্‌বুধঃ স্বস্ত্যনমীব আস্তে শ্বফল্কপুত্রো ভগবৎপ্রপন্নঃ।
যঃ কৃষ্ণপাদাঙ্কিতমার্গপাংশুষ্বচেষ্টত প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যঃ ॥ ৩২ ॥

ষিক্তবান্) সাত্বতবৃষ্ণিভোজদাশার্হকাণাম্ (সাত্বতাদিনাম্না প্রসিদ্ধানাং যাদবসম্প্রদায়বিশেষাণাং) অধিপঃ (সঃ উগ্রসেনঃ) স্থখমাস্তে কচ্চিৎ ? ২৯

মূলানুবাদ।—সাত্বত বৃষ্ণি ভোজ দাশার্হ প্রভৃতির অধিপতি যে উগ্রসেন (একদা) রাজ্যের আশা ত্যাগ করিয়া দূরে অবস্থান করিতেছিলেন, (কিন্তু) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন, সেই উগ্রসেন কুশলে আছেন ত ? ২৯.

শ্রীধরটীকা।—সাত্বতাদীনামধিপ উগ্রসেনঃ। শতপত্রনেত্রঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। নৃপাসনাশাং রাজ্যাভিলাষং পরিহৃত্য প্রাণভয়েন দূরাৎ স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ ;—(হে) সৌম্য ! অগ্রে (জন্মান্তরে) যঃ সাম্বঃ (গুহরূপঃ) অম্বিকয়া (পার্ব্বত্যা) ধৃতঃ (গর্ভে গৃহীতঃ) তথাবিধং দেবং গুহং (ভুতপূর্ব্বকার্ত্তিকেয়ং) ব্রতাঢ্যা (নিয়মপরায়ণা) জাম্ববতী অসূত (প্রসূতবতী) রথিনাম্ অগ্রণীঃ (শ্রেষ্ঠঃ) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) সদৃক্ষঃ (অনুরূপঃ) [সঃ] স্থতঃ (পুত্রঃ) [সাম্বঃ] সাধু (মঙ্গলময়ং যথা স্যাৎ তথা) আস্তে কচ্চিৎ ? ॥ ৩০

মূলানুবাদ।—যে সাম্ব নিয়মপরায়ণা জাম্ববতীর গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছেন, এবং যিনি জন্মান্তরে গুহ অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়রূপে ভগবতী পার্ব্বতীর গর্ভে স্থান পাইয়াছিলেন, শ্রীহরির স্থযোগ্য পুত্র শ্রেষ্ঠ রথী সেই সাম্ব কুশলে আছেন ত ? ৩০

শ্রীধরটীকা ;—হে সৌম্য ! হরেঃ স্থতস্তেন সদৃক্ষঃ সদৃশঃ সাধু স্থখমাস্তে ? গুহং কার্ত্তিকেয়ম্। অগ্রে পূর্ব্বজন্মনি যো ভবান্যা গর্ভে ধৃতস্তম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ ;—ফাল্গুনাৎ (অর্জ্জুনাৎ) লব্ধধনূরহস্যঃ (লব্ধং ধনুষোরহস্যং বিজ্ঞানং যেন সঃ) যঃ যুযুধানঃ (সাত্যকিঃ) অধোক্ষজসেবয়ৈব (অধোক্ষজস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সেবয়া ভজনেন এব) যতিভিঃ (ইন্দ্রিয়সংযমাদিনিয়মশালিভিঃ তপস্বিভিরিতি যাবৎ) দুরাপাং (দুর্ল্লভাং) তদীয়াং (শ্রীহরিসম্বন্ধিনীং) গতিম্ অঞ্জসা লেভে (দ্রুতং প্রাপ্তবান্) সঃ (যুযুধানঃ) ক্ষেমং (কল্যাণং যথা স্যাৎ তথা) আস্তে কচ্চিৎ ? ॥ ৩১

মূলানুবাদ।—যিনি অর্জ্জুনের নিকট ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া অচিরে যোগিজনদুর্লভ শ্রীকৃষ্ণপদাশ্রয় লাভ করিয়াছেন, সেই সাত্যকি কুশলে আছেন ত ? ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরটীকা ;—যুযুধানঃ সাত্যকিঃ ক্ষেমং কুশলমাস্তে ? ফাল্‌গুনাদর্জ্জুনাল্লব্ধঃ ধনুষো রহস্যং যেন। তদীয়াম্ অধোক্ষজসম্বন্ধিনীম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ।—যঃ (অক্রূরঃ) প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যঃ (শ্রীকৃষ্ণং প্রতি প্রণয়াতিশয়েন বিভিন্নং বিগতং ধৈর্য্যং যস্য সঃ, ভগবৎপ্রেমমুগ্ধমানস ইত্যর্থঃ) কৃষ্ণপাদাঙ্কিতমার্গপাংশুষু (কৃষ্ণস্য পদৈঃ চরণচিহ্নৈঃ অঙ্কিতাঃ চিহ্নিতাঃ মার্গপাংশবঃ নন্দগ্রামপথধূলয়ঃ তেষু) অচেষ্টত (লুণ্ঠিতবান্) [সঃ] বুধঃ (জ্ঞানী) ভগবৎপ্রপন্নঃ (শ্রীহরিশরণাগতঃ)

কচ্চিচ্ছিবং দেবকভোজপুত্র্যা বিষ্ণুপ্রজায়া ইব দেবমাতুঃ ।
যা বৈ স্বগর্ভে'ণ দধার দেবং ত্রয়ী যথা যজ্ঞবিতানমর্থম্ ॥ ৩৩ ॥

অনমীবঃ (ন বিদ্যতে অমীবং পাপং যস্য সঃ, নিষ্পাপ ইত্যর্থঃ) শ্বফল্কপুত্রঃ (অক্রূরঃ) স্বস্তি (কুশলম্) আস্তে কচ্চিৎ ? ॥ ৩২

মূলানুবাদ ।—যিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হইয়া (নন্দগ্রামে যাইবার পথে) শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্নযুক্ত ধূলিরাশির উপর লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই ভগবৎশরণাগত জ্ঞানী ও নিষ্পাপ অক্রুর ভাল আছেন ত ॥ ৩২

শ্রীধরটীকা ;—শ্বফল্কপুত্রোঽক্রূরঃ। বুধো বিদ্বান্। অতো ভগবন্তং প্রপন্নোঽনুস্মৃতঃ। অতএব অনমীবো নিষ্পাপঃ। ভক্তৌ লিঙ্গম্—যোঽচেষ্টত ব্যলুঠৎ। প্রেম্না বিভিন্নং বিদীর্ণং ধৈর্য্যং যস্য সঃ। স্বস্তি ক্ষেমমাস্তে ॥ ৩২

অন্বয়ঃ ।—যথা ত্রয়ী (বেদঃ) যজ্ঞবিতানং (যজ্ঞবিস্তাররূপম্) অর্থং (বিষয়ং) [প্রকাশকর্তৃত্বসম্বন্ধেন ধরতি তথা] যা (দেবকী) স্বগর্ভেণ দেবং (শ্রীকৃষ্ণং) দধার (ধৃতবতী) বৈ (ইতি প্রসিদ্ধৌ) বিষ্ণুপ্রজায়াঃ (বিষ্ণুঃ প্রজা পুত্রো যস্যাঃ তস্যাঃ) দেবমাতুরিব (অদিতেরিব) [তস্যাঃ] দেবকভোজপুত্র্যাঃ (দেবকনামা যো ভোজঃ তস্য পুত্র্যাঃ কন্যায়াঃ দেবক্যা ইত্যর্থঃ) শিবং কচ্চিৎ (কুশলম্ অপি ?) ॥ ৩৩

মূলানুবাদ ;—বেদ যেমন যজ্ঞাদি বিষয়কে নিজের মধ্যে স্থান দিয়াছেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে যিনি নিজ গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, দেবমাতা অদিতির ন্যায় বিষ্ণুজননী সেই দেবকীর কুশল ত ॥ ৩৩

শ্রীধরটীকা ;—দেবকনামা যো ভোজঃ তস্য পুত্র্যাঃ দেবক্যাঃ, বিষ্ণু প্রজা পুত্রো যস্যাস্তস্যাঃ দেবমাতুরদিতেরিব কচ্চিৎ শিবম্? যজ্ঞবিতানরূপমর্থং ত্রয়ী যথা প্রকাশকতয়া বিভর্ত্তি তথা দধার ॥ ৩৩

শ্রীভাগবভাম্বতবর্ষিনী ;—এই পর্য্যন্ত যে ছয়টি শ্লোকে উদ্ধবের নিকট বিদুরের প্রদ্যুম্ন উগ্রসেন শাম্ব সাত্যকি অক্রুর ও দেবকীর সম্বন্ধে কুশল জিজ্ঞাসা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শেষ তিনটী শ্লোকের কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। যে-ভগবদগতি অর্থাৎ শ্রীভগবানের চরণে আশ্রয়লাভ করা যোগিপুরুষগণের পক্ষেও দুর্ঘট, সাত্যকি তাহাই লাভ করিয়াছিলেন। কোন্ বলে তিনি এই দুর্ল'ভ গতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন? "অধোক্ষজসেবয়ৈব" অর্থাৎ মনে প্রাণে অতি ভক্তিভাবে শ্রীভগবান্‌কে সেবা করিয়াছিলেন বলিয়া। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ভক্তির কাছে যোগ তপস্যা সকলই পরাস্ত, ভক্তিতে ভগবান্ যেমন বাধ্য হন, এমন আর কিছুতেই নহেন। এইত গেল সাত্যকির দাস্যভাবের ভক্তি। ভক্ত অক্রুরও প্রেমরূপ পরমভক্তিভাবে কৃষ্ণপ্রেমে এমনই মুগ্ধ যে, তাঁহার যে কোনওরূপ সম্পর্ক, এমনকি পদধূলি চিহ্ন পর্য্যন্ত পাইলেই অক্রুর আত্মহারা হইয়া যাইতেন, তাই তিনিও ভগবানের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন, ভগবান্‌ও প্রেমমুগ্ধ হইয়া অক্রুরকে আলিঙ্গন পর্য্যন্ত করিতেন। আবার দেবকীর দিকে লক্ষ্য করিলে শান্তভাবের ভক্তির মহিমা দেখা যায়।—জন্মান্তরে তিনি পৃশ্নিরূপে পরম ভক্তিসহকারে শ্রীহরির ভজনা করিয়াছিলেন, ইহজন্মে দেবকীরূপে সেই শ্রীহরির অপার করুণার নিদর্শন স্বরূপ মাতৃত্বলাভ করিয়া বাৎসল্যরূপ ভক্তিভাবে তাঁহার সেবা করিবার সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছেন। বিদুরের প্রশ্নের ইঙ্গিতে এই সকল বিভিন্ন প্রকার ভক্তিমার্গের বিচিত্র ফলের আভাস পাওয়া যায়। ঐ সকল ফল আস্বাদন করিবার জন্য ভক্তগণ তৎপর হউন, ইহাই ভক্তিমার্গের সাধকগণের প্রতি মহর্ষি বেদব্যাসের সূচনা ॥ ২৮—৩৩

অপিস্বিদাস্তে ভগবান্ সুখং বো যঃ সাত্বতাং কামদুঘোঽনিরুদ্ধঃ।
যমামনন্তি স্ম হি শব্দযোনিং মনোময়ং সত্ত্বতুরীয়তত্ত্বম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ ; — যঃ (অনিরুদ্ধঃ) সাত্বতাং (সন্ পরব্রহ্মস্বরূপো ভগবান্ উপাস্যতয়া বিদ্যতে যেষু তে সত্বন্তঃ তে এব সাত্বতাঃ, স্বার্থে ষ্ণঃ, তেষাং সাত্বতানাম্ ভক্তানামিত্যর্থঃ) [অত্র সাত্বতামিতি প্রয়োগ আর্ষঃ]কামদুঘঃ (অভিলষিতফলদাতা) যম্ (অনিরুদ্ধং) শব্দযোনিং (শব্দস্য বেদবৃন্দস্য, যোনিং স্বনিশ্বাসেনাভিব্যঞ্জকং) মনোময়ং (মনঃ অন্তঃকরণং ময়তে প্রবর্ত্তয়তীতি ব্যুৎপত্ত্যা অন্তঃকরণপরিচালকমিত্যর্থঃ) [কুতোঽসৌ অন্তঃকরণপরিচালক ইত্যাহ—] সত্ত্বতুরীয়তত্ত্বং (সত্ত্বস্য চিত্তাহঙ্কারবুদ্ধিমনঃস্বরূপস্য অন্তঃকরণস্য যৎ তুরীয়ং চতুর্থং মন ইতি যাবৎ, তস্য তত্ত্বম্ অধিষ্ঠাতারং) আমনন্তি (কথয়ন্তি, বেদাদয়ঃ ইতি শেষঃ) [সঃ ভগবান্ বিষ্ণুস্বরূপঃ অনিরুদ্ধঃ] অপিস্বিৎ (কচ্চিৎ) সুখম্ আস্তে ? ॥ ৩৪

মূলানুবাদ।—যিনি ভক্তগণের অভীষ্টফলদাতা, যাঁহা হইতে বেদরূপ শব্দব্রহ্ম প্রকাশিত হইয়াছে, এবং যিনি (চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন এই চতুষ্টয়স্বরূপ) অন্তঃকরণের চতুর্থ অংশটার (মনের) অধিষ্ঠাতা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত, সেই ভগবান্ অনিরুদ্ধ কুশলে আছেন ত ॥ ৩৪

শ্রীধরটীকা।—সাত্বতানামুপাসকানাং, কামান্ দোগ্ধি পূরয়তীতি কামদুঘঃ। ভগবত্ত্বে হেতুঃ—যং শব্দস্য যোনিং কারণম্ আমনন্তি বেদাঃ। কুতঃ ? মনোময়ং মনসঃ প্রবর্ত্তকম্। তৎ কুতঃ ? সত্ত্বস্যান্তঃকরণস্য চতুর্ব্বিধস্য তুরীয়ং তত্ত্বং চতুর্থমধিদৈবম্। চিত্তাহঙ্কারবুদ্ধিমনসামন্তঃকরণভেদানাং ক্রমেণ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধা হ্যধিষ্ঠাতারঃ। মনসঃ শব্দযোনিত্বং প্রসিদ্ধম্। মনঃ পূর্ব্বরূপং বাগুত্তররূপমিতি। তথা অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময় ইতি প্রস্তুত্য তস্য যজুরেব শিরঃ ঋগ্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ সামোত্তরং পক্ষঃ ইত্যাদি-শ্রুতেঃ। তথাচ শিক্ষায়াম্—"আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান্ মনো যুঙ্‌ক্তে বিবক্ষয়া। মনঃ কামাগ্নিনাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্। মারুতস্তূরসি চরন্ মন্দ্রং জনয়তি স্বর" মিত্যাদি ॥ ৩৪

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ, শাস্ত্রতঃ তাঁহাকে অসাধারণ শক্তিমান্ ভগবান্ মহাবিষ্ণুস্বরূপ বলিয়া বুঝা যাইতেছে। মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মেও অনিরুদ্ধকে ভগবানের ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। এ অবস্থায় আশঙ্কা হইতে পারে যে, তবে কেন উষাহরণ প্রসঙ্গে অনিরুদ্ধের বন্ধনাদি বিপৎ উপস্থিত হইয়াছিল, আর সেই বিপৎ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণেরই বা চেষ্টা করিতে হইয়াছিল কেন ? ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে—পূর্ণব্রহ্ম সনাতন রামচন্দ্র সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার হইলেও বনবাস, সীতাবিরহ,রাক্ষসগণের সহিত মহাযুদ্ধ প্রভৃতি দ্বারা ক্লেশ স্বীকার করা যেমন লোকশিক্ষার্থ তাঁহার ইচ্ছাকৃত লীলামাত্র, সেইরূপ অনিরুদ্ধ অনন্তশক্তিময় মহাবিষ্ণুস্বরূপ হইলেও তাঁহার ঐ সকল বন্ধনাদি বিপৎস্বীকারও নিজের ইচ্ছাকৃত লীলামাত্র। প্রাক্তন অনুসারে সৎ ও অসৎ কর্ম্ম কিরূপ বিচিত্র ফল উৎপাদন করে, তাহার আদর্শ স্থাপন করিয়া লোকশিক্ষা দান করাই শ্রীভগবানের লীলাপ্রকাশের প্রধান রহস্য ; নতুবা নিত্যনির্ব্বিকার আনন্দময় যাঁহার স্বরূপ, যাঁহার ইচ্ছামাত্রে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় সংসাধিত হইয়া থাকে, তাঁহার পক্ষে আবার অবতার পরিগ্রহ বা কর্ম্মময় অবস্থা স্বীকারের আবশ্যক কি থাকিতে পারে ? শ্রীমদ্ভগবগীতায় "যদ্‌যদাচরতি" ইত্যাদি শ্লোকে অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান্ এই রহস্য নিজমুখে শুনাইয়াছেন। ফলকথা এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে, এই বিচিত্র সংসারপ্রপঞ্চে লীলাময় আদর্শ রাখিতে যাইয়া ভগবান্ যে কেবল সৎকর্ম্ম ও তাহার সুখময় ফল প্রদর্শনই

অপিস্বিদন্যে চ নিজাত্মদৈবমনন্যবৃত্ত্যা সমনুব্রতা যে ।
হৃদীকসত্যাত্মজচারুদেষ্ণগদাদয়ঃ স্বস্তি চরন্তি সৌম্য ॥ ৩৫ ॥
অপি স্বদোর্ভ্যাং বিজয়াচ্যুতাভ্যাং ধর্ম্মেণ ধর্ম্মঃ পরিপাতি সেতুম্ ।
দুর্য্যোধনোঽতপ্যত যৎসভায়াং সাম্রাজ্যলক্ষ্ম্যা বিজয়ানুবৃত্ত্যা ॥ ৩৬ ॥
কিং বা কৃতাঘেষ্বঘমত্যমর্ষী ভীমোঽহিবদ্দীর্ঘতমং ব্যমুঞ্চৎ ।
যস্যাঙ্ঘ্রিপাতং রণভূর্ন সেহে মার্গং গদায়াশ্চরতো বিচিত্রম্ ॥ ৩৭ ॥

করিবেন, আর অসৎ কর্ম্ম ও দুঃখময় ফলের কিছুই আদর্শ রাখিবেন না তাহা অসম্ভব ; কারণ সৎ ও অসৎ, সুখও দুঃখ লইয়াই জগতের বৈচিত্র ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ ।—(হে) সৌম্য ! হৃদীকসত্যাত্মজচারুদেষ্ণগদাদয়ঃ অন্যে চ যে অনন্যবৃত্ত্যা (একাগ্রচিত্তেন) নিজাত্মদৈবং (নিজস্য স্বকীয়স্য দেহাদেঃ, আত্মনশ্চ দৈবং দেব এব দৈবঃ স্বার্থে ষ্ণঃ, তম্ অধিষ্ঠাতারং ভগবন্তং) সমনুব্রতাঃ (সম্যক্ অনুগতাঃ) [তে] অপিস্বিৎ (প্রশ্নে অব্যয়ং) স্বস্তি চরন্তি ? (কুশলেন বর্ত্তন্তে ?) ॥ ৩৫

মূলানুবাদ ।—হে সৌম্য ! হৃদীক, সত্যভামার পুত্র চারুদেষ্ণ, গদ প্রভৃতি অন্যান্য যাঁহারা একাগ্রচিত্তে দেহ ও আত্মার অধিদেবতাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলে কুশলে আছেন ত ॥ ৩৫

শ্রীধরটীকা ।—হে সৌম্য ! অপিস্বিৎ অন্যে চ স্বস্তি চরন্তি ? নিজস্য দেহাদিব্যতিরিক্তস্য আত্মনো দৈবং শ্রীকৃষ্ণম্ অনন্যবৃত্ত্যা একান্তভাবেন যে সম্যগনুব্রতা অনুসৃতাঃ । হৃদীকশ্চ সত্যভামায়া আত্মজশ্চ চারুদেষ্ণশ্চ গদশ্চাদির্যেষাং তেঽপি ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ ।—যৎসভায়াং (যস্য যুধিষ্ঠিরস্য ময়দানবরচিতায়াং সভায়াং) বিজয়ানুবৃত্ত্যা (পরমোৎকর্ষধারাযুক্তয়া) সাম্রাজ্যলক্ষ্ম্যা (রাজ্যসমৃদ্ধ্যা) দুর্য্যোধনঃ অতপ্যত (সন্তপ্তোঽভবৎ) [সঃ] ধর্ম্মঃ (যুধিষ্ঠিরঃ) স্বদোর্ভ্যাং (নিজবাহুস্বরূপাভ্যাং) বিজয়াচ্যুতাভ্যাং (অর্জ্জুনশ্রীকৃষ্ণাভ্যাং) ধর্ম্মেণ (ধর্ম্মপথানুসরণেন) সেতুং (ধর্ম্মমর্য্যাদাং) পরিপাতি অপি ? ('অপি' প্রশ্নে, তথাচ প্রতিপালয়তি কিম্ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৬

মূলানুবাদ ।—যাঁহার (ময়দানবরচিত) সভায় অত্যুৎকৃষ্ট রাজ্যসমৃদ্ধি দর্শনে দুর্য্যোধন সন্তপ্ত হইয়াছিল, সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিজ বাহুযুগলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সহায়তায় ধর্ম্মপথে থাকিয়া ধর্ম্মের মর্য্যাদা সম্যক্ রক্ষা করিতেছেন ত ? ॥ ৩৬

শ্রীধরটীকা ।—ইদানীং কুরূন্ পৃচ্ছতি ষড়্ভিঃ । অপি কিং স্বদোর্ভ্যাং স্ববাহুবদ্বর্ত্তমানাভ্যাং বিজয়াচ্যুতাভ্যাম্ অর্জ্জুনকৃষ্ণাভ্যাং ধর্ম্মমার্গেণ ধর্ম্মো যুধিষ্ঠিরঃ সেতুং ধর্ম্মমর্য্যাদাং পরিপাতি ? যস্য সভায়াং বিজয়ানুবৃত্ত্যা জয়পরম্পরয়া । অর্জ্জুনস্য সেবয়েতি বা এবম্ভূতং যস্যৈশ্বর্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ ।—অহিবৎ (সর্প ইব) অত্যমর্ষী (অত্যন্তকোপনস্বভাবঃ) ভীমঃ কৃতাঘেষু (কৃতাপরাধেষু দুর্য্যোধনাদিষু) দীর্ঘতমং (বহুকালসঞ্চিতম্) অঘং (প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তিং) ব্যমুঞ্চৎ কিং বা ? (পরিত্যক্তবান্ ন বা ?) গদায়াঃ (প্রসিদ্ধাস্ত্রবিশেষস্য) বিচিত্রং মার্গং (নানাবিধাং প্রণালীং) চরতঃ (অনুসরতঃ) যস্য (ভীমস্য) অঙ্ঘ্রিপাতং (পদক্ষেপং) রণভূঃ (যুদ্ধভূমিঃ) ন সেহে (সোঢ়ুং ন সমর্থাসীৎ) [সঃ] ॥ ৩৭

কচ্চিদ্‌যশোধা রথযূথপানাং গাণ্ডীবধন্বোপরতারিরাস্তে।
অলক্ষিতো যচ্ছরকূটগূঢ়ো মায়াকিরাতো গিরিশস্তুতোষ ॥ ৩৮ ॥
যমাবুতস্বিৎ তনয়ৌ পৃথায়াঃ পার্থৈর্বৃতৌ পক্ষ্মভিরক্ষিণীব।
রেমাত উদ্দায় মৃধে স্বরিক্‌থং পরাৎ সুপর্ণাবিব বজ্রিবক্ত্রাৎ ॥ ৩৯ ॥

মূলানুবাদ।—যে-ভীম (যুদ্ধাদিকালে) গদার নানাবিধ প্রণালী অবলম্বন করিলে রণভূমি তাঁহার পদভর সহ্য করিতে পারে নাই, সর্পের ন্যায় অতি কোপনস্বভাব সেই ভীম অপরাধী দুর্য্যোধনাদির প্রতি বহুদিনের সঞ্চিত প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন কি ॥ ৩৭

শ্রীধরটীকা।—কৃতাঘেষু কৃতাপরাধেষু কুরুষু স্বকর্ত্তৃকমঘং দীর্ঘতমং বহুকালানুচিন্তিতম্ অহিবদত্যমর্ষী ভীমঃ কিং ব্যমুঞ্চৎ, নো বা। গদায়া বিচিত্রং বিবিধং মার্গং চরতঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ।—যচ্ছরকূটগূঢ়ঃ (যস্য অর্জ্জুনস্য শরকূটেন বাণসমূহেন গূঢ়ঃ আচ্ছন্নঃ) [অতএব] অলক্ষিতঃ (তদানীং দর্শনাযোগ্যঃ) মায়াকিরাতঃ (কপটকিরাতমূর্ত্তিঃ) গিরিশঃ (মহাদেবঃ) তুতোষ (অলৌকিকবীরত্বদর্শনেন নিতরাং প্রীতো বভূব) [সঃ] রথযূথপানাং (স্বীয়রথহস্তিসমূহানাং) যশোধাঃ (কীর্ত্তিসম্পাদকঃ) গাণ্ডীবধন্বা (গাণ্ডীবং তন্নামকং ধনুর্যস্য সঃ অর্জ্জুনঃ) উপরতারিঃ (উপরতা মৃতা অরয়ো শত্রবো যস্য সঃ, বিনষ্টশত্রুরিত্যর্থঃ) আস্তে কচ্চিৎ (অস্তি কিম্ ?) ॥ ৩৮

মূলানুবাদ।—মায়াবলে কিরাতমূর্ত্তিধারী মহাদেব যাঁহার বাণসমূহে আচ্ছন্ন হইয়া লোকের দৃষ্টির অগোচর হইয়া পড়িয়াছিলেন, (অতএব যুদ্ধকৌশলদর্শনে যাঁহার প্রতি অত্যন্ত) সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, স্বীয় হস্তী ও রথসমূহের কীর্ত্তিবিধানকারী সেই গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন শত্রু সংহার করিয়া সুখে আছেন ত ? ॥ ৩৮

শ্রীধরটীকা।—রথযূথপানাং মধ্যে যশোধাঃ কীর্ত্তিধারী। যদ্বা স্বীয়ানাং তেষাং কীর্ত্তিপ্রদঃ। উপরতা অরয়ো যস্মাৎ। যস্য শরকূটেন বাণসমূহেন গূঢ়ঃ আচ্ছন্নস্তুতোষ ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—বজ্রিবক্ত্রাৎ (ইন্দ্রমুখাৎ) সুপর্ণৌ ইব (দ্বৌ গরুড়ৌ যদি ইন্দ্রমুখাৎ অমৃতম্ আনয়েতাং তর্হি তদ্বৎ) মৃধে (যুদ্ধে) পরাৎ (শত্রোঃ) স্বরিক্‌থং (নিজসম্পদম্) উদ্দায় (আচ্ছিদ্য) পক্ষ্মভিঃ (নেত্ররোমভিঃ) অক্ষিণীব (নেত্রে ইব অত্র "মণীবাদের্বা" ইতি বৈকল্পিকসন্ধিঃ) পার্থৈঃ (যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতিভিঃ) বৃতৌ (পরিব্যাপ্তৌ) পৃথায়াঃ (কুন্ত্যাঃ) তনয়ৌ (পুত্রস্থানীয়ৌ) যমৌ (নকুলসহদেবৌ) রেমাতে (ক্রীড়তঃ) উতস্বিৎ (প্রশ্নার্থকমব্যয়ং) ॥ ৩৯

মূলানুবাদ।—কুন্তীদেবীর পুত্রস্থানীয় মাদ্রীর যমজপুত্র নকুল ও সহদেব, চক্ষু দুইটী যেমন পক্ষ্ম (পিছি) দ্বারা আবৃত থাকে, তদ্রূপ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক আবৃত হইয়া, দুইটি গরুড়পক্ষী একসঙ্গে ইন্দ্রের মুখ হইতে অমৃত কাড়িয়া লইবার মত যুদ্ধ করিয়া শত্রুগণের নিকট হইতে নিজেদের সম্পৎ বলপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া আনন্দে অবস্থান করিতেছেন ত ? ॥ ৩৯

শ্রীধরটীকা।—উতস্বিৎ কিংস্বিৎ যমৌ নকুলসহদেবৌ রেমাতে ক্রীড়ত ইত্যর্থঃ। মাদ্র্যাঃ সুতাবপি পৃথায়াস্তনয়ৌ পৃথায়াঃ পুত্রৈর্বৃতৌ আবৃতৌ সুপর্ণাবিব রেমাতে। কিং কৃত্বা ? পরাৎ দুর্য্যোধনাৎ স্বরিক্‌থং স্বীয়ং রাজ্যম্ উদ্দায় আচ্ছিদ্য বজ্রিবক্ত্রাৎ ইন্দ্রস্য মুখাৎ স্বরিক্‌থমমৃতং গরুড় ইবেতি। যদ্বা সুপর্ণাবিবেতি যদি দ্বৌ গরুড়ামমৃতমানয়েতাং তর্হি তদ্বৎ। অক্ষিণীবেতি মণীবাদিগণত্বাৎ সন্ধিঃ ॥ ৩৯

অহো পৃথাপি ধ্রিয়তেঽর্ভকার্থে রাজর্ষিবর্য্যেণ বিনাপি তেন ।
যস্ত্বেকবীরোঽধিরথো বিজিগ্যে ধনুর্দ্বিতীয়ঃ ককুভশ্চতস্রঃ ॥ ৪০ ॥
সৌম্যানুশোচে তমধঃপতন্তং ভ্রাত্রে পরেতায় বিদুদ্রুহে যঃ ।
নির্যাপিতো যেন সুহৃৎ স্বপুর্য্যা অহং স্বপুত্রান্ সমনুব্রতেন ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ ।—একবীর (বীরত্বে অদ্বিতীয়ঃ) অধিরথঃ (রথিশ্রেষ্ঠঃ) যঃ (পাণ্ডুঃ) ধনুর্দ্বিতীয়ঃ তু (ধনুর্মাত্রসহায়োঽপি) চতস্রঃ ককুভঃ (দিশঃ) বিজিগ্যে (জিতবান্) অহো ! (খেদে অব্যয়ং) রাজর্ষিবর্য্যেণ (শ্রেষ্ঠরাজর্ষিণা) তেন (পাণ্ডুনা) বিনাপি (বিরহিতাপি) পৃথা (কুন্তী) অর্ভকার্থে (অর্ভকাণাং বালকানাং পুত্রাণামর্থে নিমিত্তং) ধ্রিয়তে (প্রাণৈরিতি শেষঃ, তথাচ জীবতীত্যর্থঃ) [অতস্তৎসম্বন্ধে কথমিব কুশলং পৃচ্ছামীতি ভাবঃ] ॥ ৪০

মুলানুবাদ ।—যিনি একমাত্র ধনুঃসাহায্যে সকল দিক্ জয় করিয়াছিলেন, সেই রথিশ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় বীর রাজর্ষিবর্য্য পাণ্ডুর বিরহে যে-কুন্তীদেবী কেবল পুত্রগণের মুখের দিকে তাকাইয়া আত্মপ্রাণ রক্ষা করেন, তাঁহার কুশল আর কি জিজ্ঞাসা করিব ? ॥ ৪০

শ্রীধরটীকা ।—অহো পৃথায়াঃ কিং কুশলং পৃচ্ছেয়ম্ ? যতস্তস্যাঃ পাণ্ডুনা বিনা প্রাণধারণমেবাশ্চর্য্যমিত্যাহ—অহো ইতি। ধ্রিয়তে জীবতি। ন চাত্যাশ্চর্য্যম্। যতোঽর্ভকার্থে ধ্রিয়তে, ন ভোগার্থম্। তথাপি ত্বাশ্চর্য্যমিত্যাহ। তেন তথাভূতেন বিনা। তদেবাহ—যস্ত্বিতি। ধনুরেব দ্বিতীয়ং সহায়ো যস্য ॥ ৪০

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—বিদুর একে একে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতা এবং হৃদীক প্রভৃতি অন্যান্য কৃষ্ণভক্ত স্বজনগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া ক্রমে যখন কুন্তীদেবীর কুশল জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছেন, অমনি তাঁহার প্রাণের মধ্যে মহারাজ পাণ্ডুর বিয়োগজনিত দুঃখ জাগিয়া উঠিল, তাই তিনি বলিতে লাগিলেন, — সেই বীরবর স্বামী পাণ্ডুরাজের বিরহে নিতান্ত ম্রিয়মাণা হইলেও কেবল পুত্রদিগের পালনার্থ যিনি জীবনধারণ করিয়াছেন, সেই স্বামিবিরহকাতরা পতিব্রতা কুন্তীর পক্ষে আর কি কুশল জিজ্ঞাসা করিব ? ॥৩৫—৪০

অন্বয়ঃ ।—(হে) সৌম্য ! যঃ (ধৃতরাষ্ট্রঃ) পরেতায় (মৃতায়) ভ্রাত্রে (পাণ্ডবে) বিদুদ্রুহে, তৎপুত্রাণামপকারেণৈবাপকৃতবান্ । স্বপুত্রান্ (দুর্য্যোধনাদীন্) সমনুব্রতেন (সম্যক্ অনুগচ্ছতা যেন (ধৃতরাষ্ট্রেণ) সুহৃৎ (হিতকামী) অহং (বিদুরঃ) স্বপুর্য্যাঃ (নিজভবনাৎ, নির্যাপিতঃ (নির্ব্বাসিতঃ) অধঃপতন্তম্ (অধঃপতনপ্রবৃত্তং) তং (ধৃতরাষ্ট্রম্) অনুশোচে (আত্মনেপদমত্রার্ষং, শোচামীত্যর্থঃ) ॥ ৪১

মূলানুবাদ ।—হে সৌম্য (উদ্ধব) ! ভ্রাতা পাণ্ডু মরিয়া গিয়াছেন, এই অবস্থায় তাঁহার পুত্রদের প্রতি অনিষ্টাচরণ করিয়া যিনি সেই মৃতের প্রাণে কষ্ট দিয়াছেন, আর আমি নিতান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা, পুত্রগণের মতানুসারে যিনি আমাকেও গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছেন, সেই অধঃপতনশীল রাজা ধৃতরাষ্ট্রের জন্য আমার বড় দুঃখ বোধ হয় ॥ ৪১

শ্রীধরটীকা ।—পৃথা অর্ভকার্থে জীবতীতি যুক্তমেবেত্যাহ। হে সৌম্য! তং ধৃতরাষ্ট্রং জীবন্তমনুশোচামি। তৎ কিম্ ? যতঃ অধঃপতন্তম্। তত্র হেতুঃ—পরেতায় মৃতায় ভ্রাত্রে পাণ্ডবে তৎপুত্রদ্রোহেণ যো বিদুদ্রুহে দ্রোহং কৃতবান্। কিঞ্চ জীবতোঽপি ভ্রাতুর্মমাপকৃতবানিত্যাহ। যেন সুহৃৎ ভ্রাতা অহঞ্চ স্বপুর্য্যাঃ সকাশান্নির্যাপিতঃ নির্ব্বাসিতঃ ॥ ৪১

সোঽহং হরের্মর্ত্ত্যবিড়ম্বনেন দৃশো নৃণাং চালয়তো বিধাতুঃ।
নান্যোপলক্ষ্যঃ পদবীং প্রসাদাচ্চরামি পশ্যন্ গতবিস্ময়োঽত্র ॥ ৪২ ॥
নূনং নৃপাণাং ত্রিমদোৎপথানাং মহীং মুহুশ্চালয়তাং চমূভিঃ।
বধাৎ প্রপন্নার্ত্তিজিহীর্ষয়েশোঽপ্যুপৈক্ষতাঘং ভগবান্ কুরূণাম্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ।—সোঽহং (ধৃতরাষ্ট্রনির্ব্বাসিতঃ অহং) মর্ত্ত্যবিড়ম্বনেন (ঈশ্বরভাবপ্রচ্ছাদকমনুষ্যভাবানুকরণেন) নৃণাং দৃশঃ (চিত্তবৃত্তীঃ) চালয়তঃ (উদ্‌ভ্রাময়তঃ) বিধাতুঃ (পরমেশ্বরস্য) হরেঃ প্রসাদাৎ (অনুগ্রহাৎ) পদবীং (শ্রীহরের্মাহাত্ম্যং) পশ্যন্, গতবিস্ময়ঃ (ধৃতরাষ্ট্রাদীনাং তথাবিধব্যবহারেঽপি বিস্ময়বিরহিতঃ) নান্যোপলক্ষ্যঃ (অন্যেন উপলব্ধুমযোগ্যঃ গূঢ়তামাপন্ন ইতি যাবৎ) অত্র (এবংবিধতীর্থাদিস্থানে) চরামি (ভ্রমণং করোমি) ॥ ৪২

মূলানুবাদ।—মনুষ্যভাবের অনুকরণে যে-ভগবান্ লোকের চিত্তবৃত্তিকে নানাভাবে বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ শ্রীহরির অনুগ্রহে তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারিয়া সেই ভ্রাতৃনির্ব্বাসিত আমি বিস্ময়শূন্য হইয়া অন্যের অলক্ষ্যভাবে এই সকল তীর্থাদিস্থানে বিচরণ করিতেছি ॥ ৪২

শ্রীধরটীকা।—অহো খলু বিস্ময়ঃ, জানতোঽপি তস্যৈবং দুশ্চেষ্টিতং, যতস্ত্বং সাধুরপি দুঃখং প্রাপিতোঽসীতি অত আহ। সোঽহং হরেঃ প্রসাদাৎ তস্য পদবীং মাহাত্ম্যং পশ্যন্ গতবিস্ময়ঃ অত্র ভূতলে নান্যোপলক্ষ্যো গূঢ়ঃ সন্ সুখং বিচরামি। কথম্ভূতস্য? মর্ত্ত্যবিড়ম্বনেন ঐশ্বর্য্যাচ্ছাদকেন মনুষ্যানুকরণেন নৃণাং দৃশশ্চিত্তবৃত্তীশ্চালয়তঃ ভ্রাময়তঃ ॥ ৪২

শ্রীভাগবতভাবভবর্ষিণী।—এতক্ষণ উদ্ধবের নিকট কৃষ্ণপার্ষদগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বিদুর এক্ষণে নিজের কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—সর্ব্বদা যাঁহার হিতসাধনের চেষ্টা করিয়াছি, সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অধঃপতন দেখিয়া দুঃখ হয় বটে, কিন্তু তাঁহার ঐ সকল ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই, কারণ শ্রীহরির কৃপায় বুঝিতে পারিয়াছি যে, তিনি স্বকীয় ঈশ্বরভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া লৌকিকভাবের অনুকরণে লোকের চিত্তবৃত্তিকে যে নানারূপে বিক্ষিপ্ত করেন, ইহা তাঁহারই মহিমা। সুতরাং শ্রীগোবিন্দের মহিমায়ই যখন সমস্ত হইতেছে, তখন আর বিস্ময়ের কারণ কি? এইরূপ বুঝিয়া এখন কেবল এই সকল তীর্থাদি পবিত্রস্থানে তাঁহারই মহিমা দর্শন করিয়া বেড়াইতেছি ॥ ৪১।৪২

অন্বয়ঃ।—ত্রিমদোৎপথানাং (ত্রিভিঃ বিদ্যাধনাভিজনরূপৈঃ মদৈঃ মত্ততাপ্রধানহেতুভিঃ উৎপথানামতিদুর্ব্বৃত্তানাং) মুহুঃ (বারং বারং) চমূভিঃ (সৈন্যৈঃ) মহীং (পৃথিবীং) চালয়তাম্ (উপদ্রবতাং) নৃপাণাং (দুষ্টরাজানাং) বধাৎ (বধং কৃত্বা) প্রপন্নার্ত্তিজিহীর্ষয়া (বিপন্নদুঃখনিবারণেচ্ছয়া) নূনং (নিশ্চিতং) ভগবান্ (শ্রীহরিঃ) ঈশোঽপি (অপরাধক্ষণে এব প্রতিকারসমর্থোঽপি) কুরূণাং (দুর্য্যোধনাদীনাম্) অঘং (পাপপূর্ণব্যবহারম্) উপৈক্ষত (উপেক্ষিতবান্) ॥ ৪৩

মূলানুবাদ।—অপরাধ করামাত্র তৎক্ষণাৎ ভগবান্ তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হইলেও যাহারা বিদ্যা, ধন ও বংশগৌরবের অভিমানে মত্ত হইয়া বারংবার সৈন্যদ্বারা পৃথিবীকে উপদ্রবগ্রস্ত করিয়া তোলে, সেই সমস্ত দুষ্ট নৃপতিগণকে বধ করিয়া বিপন্নদিগের দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছায়ই তিনি দুর্য্যোধন প্রভৃতির (নানারূপ) অপরাধ (তখন) উপেক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৪৩

শ্রীধরটীকা।—ননু হরেঃ কিমেবং লীলয়া? যেন স্বভক্তানাং বনবাসাদিক্লেশা ভবন্তি, স্বস্য চ দৌত্যে বন্ধনোদ্যমাদিপরাভবঃ। তদ্বরং তেষামপরাধানন্তরমেব হননং, নাপরাধোপেক্ষেত্যত আহ। নূনং নিশ্চিতং

অজস্য জন্মোৎপথনাশনায় কর্ম্মাণ্যকর্ত্তুর্গ্রহণায় পুংসাম্ ।
নন্বন্যথা কোঽর্হতি দেহযোগং পরো গুণানামুতকর্ম্মতন্ত্রম্ ॥ ৪৪ ॥

ত্রিভির্মদৈরুৎপথানামসদ্বৃত্তানাং বধাদ্ধেতোঃ প্রপন্নানাম্ আর্ত্তিজিহীর্ষয়া ঈশোঽঘসময় এব হন্তুং সমর্থোঽপি কুরূণামঘমুপৈক্ষত। তদানীমেব তেষাং বধে সর্ব্বদুষ্টরাজবধো ন স্যাদিত্যাশয়েনেত্যর্থঃ। "বিদ্যামদো ধনমদস্তথৈবাভিজানো মদঃ। এতে মদা মদান্ধানামেত এব সতাং দমা" ইতি ত্রয়ো মদাঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—কৌরবগণ কত অপরাধ ও কত পাপপূর্ণ ব্যবহার করিল, অথচ ভগবান্ তখন তাহার কোনও প্রতিবিধান করিলেন না ; অথচ তাঁহার পরমভক্ত পাণ্ডবগণ এবং বিদুর বিনাপরাধে বনে বনে কষ্ট করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহা শ্রীভগবানের কিরূপ লীলা, তাহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যাইবে। তাৎপর্য্য এই যে—ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, সুতরাং যে যখন অন্যায় আচরণ করে, ভগবান্ তখনই তাহার প্রতিবিধান করিতে পারেন ; কিন্তু তখন শুধু অপরাধীকে শাস্তি দিলে কি হইবে, ঐ অপরাধের পৃষ্ঠপোষক কত শত শত লোক আছে, সকলকেই ত শাস্তি দেওয়া আবশ্যক। সুতরাং সকলকেই একরকমে শাস্তি দিবার উপযুক্ত অবসর কোনও যুদ্ধাদি বিস্তৃত ব্যাপার-সাপেক্ষ। তাই তিনি তখন কোনও প্রতিকার করেন না, তাহাতে হয়ত নিরপরাধ পক্ষ কিছুকাল কষ্ট পাইতে থাকে বটে, কিন্তু ঐ কষ্টের দ্বারা অপরাধিগণের পাপের মাত্রা ক্রমশঃ পূর্ণ হইয়া উঠে। ভগবান্ তখন সময় বুঝিয়া সমস্ত দুষ্ট পাপিদলকে এমনি ভাবে দলিত করেন—যাহাতে পূর্ব্ববিপন্নগণ চিরদিনের জন্য সেই বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া শান্তির উপলব্ধি করিতে পারে। ইহাতে লোকসমাজেও দুষ্টের দমন ও শিষ্টের শান্তিসংস্থাপনের সুস্পষ্ট আদর্শ থাকিয়া যায়, এই জন্যই শ্রীভগবান্ কুরুপাণ্ডব ও বিদুরের ব্যাপারে ঐরূপ বিধান করিয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ।—অজস্য (ন জায়তে ইতি অজঃ জন্মরহিতঃ, তস্য নিত্যস্য অপি ভগবত ইতি শেষঃ) উৎপথনাশনায় (উচ্ছৃঙ্খলঃ পন্থা যেষাং তে উৎপথাঃ অসদ্বৃত্তাঃ, তেষাং নাশনায় ধ্বংসায়) জন্ম (প্রকটলীলাপরিগ্রহঃ অকর্ত্তুঃ (পরমার্থতঃ কর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্মরহিতস্য অপি তস্যেতি শেষঃ) পুংসাং সর্ব্বেষামপি জীবানাং) গ্রহণায় (স্বস্মিন্ আকর্ষণায়) কর্ম্মাণি (যুদ্ধাদিগোবর্দ্ধনধারণাদীনি, স্বীকৃতানীতি শেষঃ) ননু (আমন্ত্রণে,) [তথাচ হে উদ্ধব !] অন্যথা (তথাবিধোদ্দেশ্যবিশেষাভাবে, ভগবতো জন্মাদিকন্তু দূরে আস্তাং) কো বা (অন্যোঽপি) গুণানাং পরঃ (সাধনাবশেন সত্ত্বাদিগুণত্রয়াতীতঃ) কর্ম্মতন্ত্রং (কর্ম্মায়ত্তং) দেহযোগং (শরীরধারণং জন্মেতি যাবৎ) [অর্হতি] উত (উতেতি প্রশ্নে) [তথাচ গুণত্রয়াতীতভক্তাদিরপি জন্ম ন লভতে, পরমেশ্বরস্তু কথং লভেত ইতি ভাবঃ] ॥ ৪৪

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ জন্মরহিত নিত্যপুরুষ হইয়াও দুষ্টদিগের বিনাশার্থ জন্ম স্বীকার করেন এবং কর্ত্তৃত্বাদি কর্ম্মশূন্য হইলেও জীবগণকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হন ; ঐরূপ বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকিলে (ভগবান্ ত দূরের কথা) ত্রিগুণাতীত অবস্থায় পৌছিয়াছে এমন অন্য কেহও ত কর্ম্মাধীন শরীরধারণ অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করেন না ॥ ৪৪ ॥

শ্রীধরটীকা।—সর্ব্বদুর্ব্বৃত্তবধার্থমেব ভগবতো জন্মকর্ম্মাণি নান্যথেতি কৈমুত্যন্যায়েনাহ। অজস্যাপি জন্ম অকর্ত্তুরপি কর্ম্মাণি পুংসাং গ্রহণার্থায় কর্ম্মসু প্রবৃত্তয়ে। অন্যথা ন চেদেবং তর্হি ভগবতো জন্মাদিকথা তাবদাস্তাম্। কো বান্যোঽপি গুণানাং পরো গুণাতীতদেহযোগং কর্ম্মবিস্তারঞ্চার্হতীতি ॥ ৪৪ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—"শ্রীভগবান্ গুণাতীত নিত্য নিষ্ক্রিয় চৈতন্যস্বরূপ—তাঁহার আবার মায়াধীনগণের মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে লিপ্ত হইবার আবশ্যক কি ? যদিও বা তিনি লিপ্ত হন,

তস্য প্রপন্নাখিললোকপানামবস্থিতানামনুশাসনে স্বে।
অর্থায় জাতস্য যদুষ্বজস্য বার্ত্তাং সখে কীর্ত্তয় তীর্থকীর্ত্তেঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরোদ্ধবসংবাদে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

তবে সকলের প্রতি সমান ব্যবস্থা না করিয়া কাহারও ভাল কাহারও মন্দ ব্যবস্থা করিবার কি উদ্দেশ্য? এই রকমের বিতর্ক আবহমান কাল হইতেই বহির্মুখ জনগণের মনে জাগিয়া থাকে। ঐ সকল কূটতর্কের মীমাংসা এত জটিল যে, সমস্ত দর্শনশাস্ত্রকারগণকেও ইহার জন্য বহু প্রয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। যাঁহার অন্তঃকরণ সাধন ভজন প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মল হইয়াছে, তাঁহার কাছে ঐ তর্কের মীমাংসাও সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; বিদুর একান্তমনে শ্রীভগবানের ভজনে প্রবৃত্ত, সুতরাং তাঁহার চিত্ত গঠিত হইয়াছে, তাই তিনি শ্রীভগবানের ঐরূপ লীলারহস্য অনুভব করিয়া উদ্ধবের নিকট তাহা প্রকাশ করিতেছেন। ভগবানের দুইটী অবস্থা—প্রকট ও অপ্রকট। অপ্রকট অবস্থায়ই তিনি গুণাতীত, নিত্য এবং নিষ্ক্রিয়। কিন্তু তাঁহারই চৈতন্যশক্তির সাহায্যে প্রকৃতি দ্বারা সমস্ত কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। ঐ প্রকৃতিই সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা; অপ্রকট অবস্থায় তিনি ঐগুণত্রয়ের অধীন নহেন, বরং গুণত্রয়ই তাঁহার অধীন, সুতরাং তিনি গুণাতীত। আর তখন তিনি নিজেও কোন কার্য্য করেন, না সুতরাং নিষ্ক্রিয়। আর প্রকট যে অবস্থা, ঐ অবস্থায় তিনি সগুণ ও সক্রিয়। এই সগুণ সক্রিয় প্রকট অবস্থা-গ্রহণের রহস্য—তাঁহার সেই মূলীভূত ইচ্ছার বিষয়ীভূত জাগতিক বৈচিত্র্য সম্পাদনের সুযোগ্য আদর্শ সংস্থাপন করা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনের নিকট তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। সুখ, দুঃখ, অমঙ্গল, মঙ্গল প্রভৃতি বৈচিত্রের মধ্যেও আবার অপূর্ব্ব রহস্য এই যে, ঐ সকল দ্বন্দ কেবল অপাতদৃষ্টিতে। বাস্তবিকপক্ষে তিনি যে সর্ব্বমঙ্গলময়, তাহার কণামাত্র মিথ্যা নহে। তিনি একজনকে সংহার করিয়া অপরকে রাজ্য দিতেছেন সত্য, কিন্তু এই দুইজনের প্রতিই তাঁহার সমান করুণা। প্রকৃত মঙ্গলরাজ্যে তুলিয়া লইবেন বলিয়া দুইজনের জন্যই তাঁহার হস্ত প্রসারিত; যে যেভাবে সেই হস্ত গ্রহণ করিবে, সে সেই ভাবেই সিদ্ধিলাভ করিবে। কোনরূপে একবার তাঁহার সম্পর্ক লাভ করিতে পারিলে পরে বুঝিবে যে তাঁহার সংহার করা ও রাজৈশ্বর্য্যপ্রদান করার পার্থক্য কি? ৪৪

অন্বয়ঃ।—(হে) সখে! (উদ্ধব!) অজস্য (নিত্যস্যাপি) প্রপন্নাখিললোকপানাং (প্রপন্নাঃ শরণাগতাঃ যেঽখিলাঃ লোকপাঃ রাজানঃ তেষাং) স্বে অনুশাসনে (স্বকীয়ে আদেশে) অবস্থিতানাং (স্বমতাবলম্বিনাঞ্চ সর্ব্বেষাং) অর্থায় (প্রয়োজনায়) যদুষু (যদুবংশে) জাতস্য তীর্থকীর্ত্তেঃ (তীর্থং সংসারতারিণী কীর্ত্তির্যস্য তথাবিধস্য) তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) বার্ত্তাং (বৃত্তান্তং) কীর্ত্তয় (বর্ণয়)॥ ৪৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ।—হে সখে! জন্মরহিত হইয়াও যিনি শরণাগত নরপতিদিগের ও স্বীয় মতাবলম্বী অন্যান্য ভক্তগণের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার বৃত্তান্ত বর্ণন কর, কেননা তাঁহার কীর্ত্তিকথা শ্রবণ করিলে আর সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে মূলানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

শ্রীধরটীকা।—তস্মাদেবম্ভূতাচিন্ত্যমায়াবিনোদস্য কথাং কথয়েত্যাহ। তস্য প্রপন্না যেঽখিললোক-

পান্তেষাম্ অন্যেষাঞ্চ স্বীয়ে অনুশাসনে স্থিতানাম্ অর্থায় প্রয়োজনায় যদুষু জাতস্থ। তীর্থং সংসারতারিণী কীর্ত্তির্যস্তেতি ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবভবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—বিদুরের প্রাণে লোভ মোহাদি পরিপূর্ণ সংসারের নানারূপ কদর্য্যতা ও কুভাব দর্শন করিতে করিতে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, সুতরাং যাহাতে এই ভবযন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, সেইজন্য তিনি বড়ই ব্যাকুল। সর্ব্বদা ভগবচ্চরণ চিন্তা করা, তাঁহারই ভুবনমঙ্গল নাম রূপ গুণলীলাদি শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়া সংসারের কুটিল কুপথ হইতে দূরে অবস্থান করা, ইহাই তাঁহার এক্ষণে বাঞ্ছনীয়; সুতরাং তিনি উদ্ধবকে এক্ষণে কৃষ্ণকথা বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিতেছেন ॥ ৪৫

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি প্রবর্ত্তিতয়াং
শ্রীতারানাথ শর্ম্মণাকৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীসমাখ্যায়াং তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং
তৃতীয় স্কন্ধস্থ প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

তৃতীয়স্কন্ধঃ।

—০ঃ০—

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি ভাগবতঃ পৃষ্টঃ ক্ষত্রা বার্ত্তাং প্রিয়াশ্রয়াম্।
প্রতিবক্তুং নচোৎসেহে ঔৎকণ্ঠ্যাৎ স্মারিতেশ্বরঃ ॥ ১ ॥
যঃ পঞ্চহায়নো মাত্রা প্রাতরাশায় যাচিতঃ।
তন্নৈচ্ছদ্রচয়ন্ যস্য সপর্য্যাং বাললীলয়া ॥ ২ ॥
স কথং সেবয়া তস্য কালে ন জরসং গতঃ।
পৃষ্টো বার্ত্তাং প্রতিব্রূয়াদ্ভর্ত্তুঃ পাদাবনুস্মরন্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ ঃ—(শ্রীশুক উবাচ।) ক্ষত্রা (বিদুরেণ ইতি পূর্ব্বোক্তরূপেণ) প্রিয়াশ্রয়াং (প্রিয়জনসম্বন্ধিনীং) বার্ত্তাং (বৃত্তান্তং) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ) স্মারিতেশ্বরঃ (স্মারিতঃ স্মৃতিপথে উপস্থাপিতঃ ঈশ্বরো যস্য সঃ) ভাগবতঃ (ভগবদ্ভক্ত উদ্ধব ইতি শেষঃ) ঔৎকণ্ঠ্যাৎ (উৎকণ্ঠাবশাৎ) প্রতিবক্তুং (প্রত্যুত্তরং দাতুং) ন চ উৎসেহে (নৈব সমর্থো বভূব) ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—বিদুর উদ্ধবের নিকট ঐরূপে প্রিয়জনবর্গের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকৃষ্ণের কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উপস্থিত হইল, তাহাতে তিনি শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত উৎকণ্ঠাবশতঃ (সহসা) প্রত্যুত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১ ॥

শ্রীধরটীকা।—দ্বিতীয়ে কৃষ্ণবিশ্লেষাদনুশোচন্নথোদ্ধবঃ। ক্ষত্রে বালচরিত্রাণি কৃষ্ণস্যাবর্ণয়ৎ শ্বসন্ ॥ তদেবং প্রিয়বার্ত্তাং পৃষ্টস্য উদ্ধবস্য শ্রীকৃষ্ণবিরহোৎকণ্ঠ্যাবেশেন প্রতিবচনাসামর্থ্যমাহ ষড়্ভিঃ। ইতীতি। স্মারিত ঈশ্বরো যস্য ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ ঃ—পঞ্চহায়নঃ (পঞ্চবর্ষমাত্রবয়স্কঃ) যঃ (উদ্ধবঃ) বাললীলয়া (শিশুজনোচিতক্রীড়াপ্রসঙ্গেন) [কামপি পাঞ্চালিকাং কৃষ্ণং পরিকল্প্য] যস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) সপর্য্যাং (পরিচর্য্যাং) রচয়ন্ (সম্পাদয়ন্) মাত্রা (স্বীয় জনন্যা) প্রাতরাশায় (প্রাতঃকালীনভোজনার্থং) যাচিতঃ (প্রার্থিতঃ সন্নপি) তন্ন ঐচ্ছৎ (ভোজনং নাভিলষিতবান্) ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ ঃ—তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) সেবয়া (সেবামাহাত্ম্যেন হেতুনা) কালে (পরিণতেঽপি বয়সি) জরসং (বৃদ্ধত্বং) ন গতঃ (ন প্রাপ্তঃ, জরাজীর্ণত্বমপ্রাপ্ত ইতি যাবৎ) সঃ (উদ্ধবঃ) বার্ত্তাং পৃষ্টঃ (বিদুরেণ পূর্ব্বং স্বজনকুশলবৃত্তান্তং জিজ্ঞাসিতঃ) (অতএব) ভর্ত্তুঃ (প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) পাদৌ (চরণৌ) অনুস্মরন্ (ভাবয়ন্ সন্) কথং (কেন প্রকারেণ) প্রতিব্রূয়াৎ (প্রত্যুত্তরং দদ্যাৎ ?) ॥ ৩ ॥

স মুহূর্ত্তমভূৎ তূষ্ণীং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসুধয়া ভৃশম্ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন নিমগ্নঃ সাধু নির্ব্বৃতঃ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ।—যে-উদ্ধব পাঁচবৎসর মাত্র বয়সে শিশুজনোচিত খেলাপ্রসঙ্গে (পুতুল প্রভৃতিকে কৃষ্ণ ভাবিয়া) যে-কৃষ্ণের সেবায় নিবিষ্ট হইলে, তাঁহার মাতা প্রাতঃকালীন আহারের জন্য ডাকিলেও তখন আহারে ইচ্ছা করিতেন না, এবং বার্দ্ধক্যের উপযুক্ত বয়স হইলেও কৃষ্ণসেবার প্রভাবে যিনি জরাক্রান্ত হন নাই, সেই উদ্ধব সম্প্রতি বিদুরের জিজ্ঞাসায় সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণস্মরণে (মুগ্ধ হইয়া) কিরূপে (হঠাৎ) প্রত্যুত্তর দিবেন ? ॥ ২।৩ ॥

শ্রীধরটীকা :—এতদেব কৈমুত্যন্যায়েন প্রপঞ্চয়তি য ইতি দ্বাভ্যাম্। যঃ পঞ্চবর্ষোঽপি, বাললীলয়েতি কৃষ্ণং কঞ্চিৎ পরিকল্প্য কল্পিতৈরেব সাধনৈঃ পরিচর্য্যাং কুর্ব্বন্ মাত্রা প্রাতর্ভোজনার্থং প্রার্থিতোঽপি তদ্ভোজনং নৈচ্ছৎ ॥ ২ ॥

শ্রীধরটীকা :—জরসং বৃদ্ধত্বং গতঃ প্রাপ্তঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—বিদুর ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবকে পাইয়া যে নিজ আত্মীয়স্বজনের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাঁহার প্রায় প্রত্যেক জিজ্ঞাসাতেই শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং তৃতীয়স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটীতে শ্রীকৃষ্ণের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার জন্যই তিনিপ্রার্থনা করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে কৃষ্ণবিরহকাতর পরম ভাগবত উদ্ধবের প্রাণে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে। না জাগিবেই বা কেন ? অতি শৈশবে যিনি খেলার পুতুলটীকে পর্য্যন্ত কৃষ্ণভাবে সেবা করিতে করিতে আহার পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিতেন, যাঁহার সেবাগুণে এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি জরায় আক্রান্ত হন নাই, সেই পরমপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া কতকাল কাটিয়া গিয়াছে। তাহারপর বিদুরের মুখে সহসা সেই কৃষ্ণসম্বন্ধীয় কথা শ্রবণমাত্রে অন্তরের কোণে লুক্কায়িত শ্রীহরির শ্রীচরণ দুইখানি আর কি প্রাণের মধ্যে উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারে ? সুতরাং উদ্ধব এখন কৃষ্ণপ্রেমে ভাবে বিভোর হইয়া পড়িয়াছেন, মুখে আর কথা সরে না, প্রেমাশ্রু আসিয়া কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিতেছে। সুতরাং কেমন করিয়া তিনি সহসা বিদুরের প্রশ্নের উত্তর দিবেন ॥ ১—৩ ॥

অন্বয়ঃ।—কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসুধয়া (শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মস্মরণামৃতেন) সাধু (সম্যক্) নির্বৃতঃ (শান্তিং প্রাপ্তঃ) তীব্রেণ (প্রবলেন) ভক্তিযোগেন (প্রেমাতিশয়েন) [তস্যামেব সুধায়াং] ভৃশম্ (অত্যন্তং) নিমগ্নঃ (সন্) সঃ (উদ্ধবঃ) মুহূর্ত্তং (কিয়ৎক্ষণপর্য্যন্তং) তূষ্ণীম্ অভূৎ (স্তব্ধপ্রায়োঽতিষ্ঠৎ) ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের স্মৃতিসুধায় অত্যন্ত আনন্দ পাইয়া প্রবল ভক্তিযোগে সেই সুধায় একেবারে মগ্ন হইয়া উদ্ধব তখন কিছুকাল পর্য্যন্ত (স্তব্ধের ন্যায়) চুপ করিয়া রহিলেন ॥ ৪ ॥

শ্রীধরটীকা :—শ্রীকৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসুধয়া সাধু নির্বৃতঃ। তাস্যমেব তীব্রেণ বিবশত্বাপাদকেন ভক্তিযোগেন ভৃশং নিমগ্নশ্চ ॥ ৪ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—বহুকালের বিচ্ছেদের পর প্রিয়জনের সম্মেলন ঘটিলে যেমন প্রথমতঃ ভাবের উচ্ছাসে কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় অবস্থা ঘটে, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে, মুখে কথা ফোটে না, সেই প্রিয়জনের সৌন্দর্য্যসুধা আস্বাদনে অপার আনন্দে মুগ্ধ হইয়া তাহাতেই যেন মগ্ন হইয়া কিয়ৎকাল স্তব্ধের মত কাটিয়া যায়, প্রেমের সাধক উদ্ধবেরও আজ সেই অবস্থা। বহুদিন কৃষ্ণকে ছাড়িয়া আসিয়াছেন, এখন তাঁহার শ্রীপাদপদ্মস্মরণে অমৃতাস্বাদের ন্যায় তৃপ্তি পাইয়া ক্রমশঃ তিনি যেন সেই অমৃতসাগরে ডুবিয়া গেলেন, রুদ্ধকণ্ঠ্য উদ্ধবের আর কিছু বলিবার শক্তি রহিল না ॥ ৪ ॥

পুলকোদ্ভিন্নসর্ব্বাঙ্গো মুঞ্চন্মীলদ্দৃশা শুচঃ।
পূর্ণার্থো লক্ষিতস্তেন স্নেহপ্রসরসংপ্লুতঃ ॥ ৫ ॥
শনকৈর্ভগবল্লোকান্নৃলোকং পুনরাগতঃ।
বিমৃজ্য নেত্রে বিদুরং প্রীত্যাহোদ্ধব উৎস্ময়ন্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।—স্নেহপ্রসরসংপ্লুতঃ (প্রেম এব ঘনীভূতা অবস্থা স্নেহঃ, তস্য প্রসরে প্রবাহে সংপ্লুতঃ নিমগ্নঃ) [অতএব] পুলকোদ্ভিন্নসর্ব্বাঙ্গঃ (পুলকৈঃ রোমাঞ্চৈঃ উদ্ভিন্নানি কণ্টকিতানি সর্ব্বাণি অঙ্গানি যস্য সঃ রোমাঞ্চিতকলেবরঃ) মীলদ্দৃশা (মীলন্ত্যা নিমীলিতপ্রায়য়া দৃশা নয়নেন) শুচঃ মুঞ্চন্ (দুঃখজালানিব অশ্রুরূপেণ পরিত্যজন্) [স উদ্ধবঃ] তেন (বিদুরেণ) পূর্ণার্থঃ (কৃতার্থ, ভগবৎপ্রেমপরিপাকপ্রাপ্ত ইতি যাবৎ) লক্ষিতঃ (অবলোকিতঃ) ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ।—(উদ্ধব তখন) ভগবৎপ্রেমের গাঢ় অবস্থায় মগ্ন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, ঈষৎ উন্মীলিত লোচনদ্বয় হইতে অশ্রুধারা পতিত হইতেছে দেখিয়া বিদুর বুঝিলেন যে, উদ্ধব প্রকৃত ভগবৎপ্রেমের সার্থকতা লাভ করিয়াছেন ॥৫॥

শ্রীধরটীকা।—পুলকৈরুদ্ভিন্নানি উজ্জৃম্ভিতানি সর্ব্বাণ্যঙ্গানি যস্য। মীলন্ত্যা দৃশা শুচঃ অশ্রূণি মুঞ্চন্। তেন বিদুরেণ পূর্ণার্থঃ কৃতার্থো লক্ষিতঃ। যতো ভগবতি যঃ স্নেহস্তস্য প্রসরঃ পূরস্তস্মিন্ সংপ্লুতঃ নিমগ্নঃ ॥৫॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—অশ্রু, কম্প, স্বেদ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি অষ্টবিধ সাত্ত্বিক বিকার প্রেমিকদিগের অবস্থা বিশেষে ক্রমশঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহা যেমন লৌকিক জগতের পার্থিবপ্রেমে সুলভ দেখিতে পাওয়া যায়, অধ্যাত্মজগতের সেই অপার্থিব প্রেমের পাত্র শ্রীভগবানের প্রতি কিন্তু তেমন দেখা যায় না; তাহার কারণ—ভগবানের প্রতি প্রেমিকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। যাঁহারা পাঞ্চভৌতিক পদার্থের তত্ত্ব অনুধাবন পূর্ব্বক ভক্তিপথে শান্ত, দাস্য, সখ্য প্রভৃতি স্তর অতিক্রম করিয়া প্রেমস্তরের সাধক, তাঁহারাই প্রকৃত প্রেমিক। তাঁহাদের অঙ্গে সাত্ত্বিকবিকার চিহ্ন দেখিলে ভক্তগণ তাঁহাকে ধন্য বোধে কৃতার্থ বলিয়া অনুমান করিতে পারেন। উদ্ধবের অঙ্গে ঐ সকল রোমাঞ্চ প্রভৃতি চিহ্নদর্শনে ভক্ত বিদুর তাঁহাকে কৃতার্থ বলিয়া বুঝিলেন ॥৫॥

অন্বয়ঃ।—শনকৈঃ (কিয়তা কালেন) ভগবল্লোকাৎ (ভগবানেব লোকঃ স্থানং তস্মাৎ) পুনঃ নৃলোকং (বিদুরাদিময়ং মনুষ্যলোকম্) আগতঃ (মর্ত্ত্যবাসনায়া উদ্বোধেন পুনঃ প্রত্যাপন্নবিদুরাদিজ্ঞানঃ) [অতএব] উৎস্ময়ন্ (ভগবল্লীলাচাতুর্য্যচিন্তয়া স্মিতং কুর্ব্বন্) উদ্ধবঃ নেত্রে বিমৃজ্য প্রীত্যা (প্রীতিসহকারেণ) বিদুরম্ আহ (কথিতবান্) ॥৬

মূলানুবাদ।—কিয়ৎক্ষণ পরে উদ্ধব ভগবানের নিকট হইতে যেন আবার মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিলেন, লীলাময়ের লীলাস্মরণে তাঁহার মুখে একটু একটু হাস্য দেখা দিল, তিনি চক্ষু মুছিয়া প্রীতিপূর্ণবাক্যে বিদুরকে বলিতে লাগিলেন ॥৬

শ্রীধরটীকা।—ভগবানেব লোকস্তস্মাৎ নৃলোকং দেহানুসন্ধানম্। উৎস্ময়ন্ যদুকুলসংহারাদিভগবচ্চাতুর্য্যস্মরণেন বিস্ময়ং প্রাপ্নুবন্ ॥ ৬ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হইয়া ভক্ত উদ্ধব এমনই তন্ময় হইয়াছিলেন যে, বহির্বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান তাঁহার ছিল না, কেবল শ্রীভগবানেই তাঁহার অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল; ইহাই ভবগল্লোকপ্রাপ্তি। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই আবার লৌকিক সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহার সেই তন্ময়তা নষ্ট করিয়া দিল, বাহ্য জগতের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, বিদুরের প্রশ্নের কথা মনে পড়িল। এই সকলই

শ্রীউদ্ধব উবাচ ।

কৃষ্ণদ্যুমণিনিম্লোচে গীর্ণেষ্বজগরেণ হ ।
কিংনু নঃ কুশলং ব্রূয়াং গতশ্রীষু গৃহেষ্বহম্ ॥ ৭ ॥
দুর্ভগো বত লোকোঽয়ং যদবো নিতরামপি ।
যে সংবসন্তো ন বিদুর্হরিং মীনা ইবোড়ুপম্ ॥ ৮ ॥

নরলোকে ফিরিয়া আসা। সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের বিচিত্র লীলার কথা চিন্তা করায় তাঁহার মুখে একটু হাসি দেখা দিল, তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া বিদুরের কথার উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ ।—(শ্রীউদ্ধব উবাচ ।) কৃষ্ণদ্যুমণিনিম্লোচে (কৃষ্ণ এব দ্যুমণিঃ সূর্য্যঃ, তস্য নিম্লোচে অস্তময়ে সতি) অজগরেণ (কালরূপমহাসর্পেণ) গীর্ণেষু (গিলিতেষু দষ্টেষু ইতি যাবৎ) গৃহেষু গতশ্রীষু (শ্রীহীনেষু গৃহেষু সৎসু) নঃ (অস্মাকং ত্বৎপৃষ্টস্বজনগণানামিতি যাবৎ) কুশলং কিন্নু ব্রূয়াং (শ্রীকৃষ্ণপরিত্যক্তানামস্মাকং কিং কুশলং বক্তব্যমস্তীতি ভাবঃ) ॥৭॥

মূলানুবাদ ।—শ্রীকৃষ্ণরূপ সূর্য্য অস্তমিত হওয়াতে আমাদের গৃহসকল কালরূপ মহাসর্পের গ্রাসে পতিত হইয়া নিতান্ত শ্রীহীন হইয়াছে ; অতএব আপনার জিজ্ঞাসিত আত্মীয়বর্গের কি আর কুশল সংবাদ বলিব ? ॥ ৭ ॥

শ্রীধরটীকা ।—শ্রীকৃষ্ণবিরহেণ সন্তপ্যমানঃ প্রত্যাহ। শ্রীকৃষ্ণ এব দ্যুমণিঃ সূর্য্যস্তস্য নিম্লোচে অস্তময়ে সতি অজগরেণ কালমহাসর্পেণ গীর্ণেষু গিলিতেষু নো গৃহেষু ত্বৎপৃষ্টানাং বন্ধূনাং কিং নু কুশলং ব্রূয়াম্ ? ॥ ৭ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—অতঃপর উদ্ধব বলিতে লাগিলেন, হে বিদুর ! যতক্ষণ দিনমণির উজ্জ্বল আলোকে ভুবন আলোকিত থাকে, ততক্ষণ কোনও হিংস্রজন্তু যেমন কাহাকেও আক্রমণ করিতে পারে না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ যতদিন যাদবগণকে পরিত্যাগ করেন নাই, ততদিন কোনরূপ দুর্ভাগ্য আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে নাই ; কিন্তু তিনি বিমুখ হইয়া আমাদিগকে ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কালপ্রভাবে সকলের গৃহই নিতান্ত শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং আপনার আত্মীয়বর্গের কুশলবার্ত্তা আর কি বলিব ? ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ ।—অয়ং (মদীয়বুদ্ধিস্থঃ) লোকঃ (দ্বারকাবাসী জনঃ) দুর্ভগঃ (ভাগ্যহীনঃ) বত (খেদে অব্যয়ং) যদবোঽপি (যদুবংশীয়া অপি) নিতরাম্ (অত্যন্তং দুর্ভগা ইতি শেষঃ) [ভাগ্যহীনত্বে যুক্তিমাহ যে ইত্যাদিনা] মীনাঃ (মৎস্যাঃ) উড়ুপমিব (চন্দ্রং যথা যাথার্থ্যেন ন জানন্তি তথা) যে (দ্বারকাবাসি যদুপ্রভৃতয়ঃ) সংবসন্তঃ (একত্রাবস্থানকারিণঃ অপীতি শেষঃ) হরিং ন বিদুঃ (পরমেশ্বররূপেণ ন জানন্তি) [তেষামেবমনভিজ্ঞতা এব ভাগ্যহীনতাহেতুঃ] ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ ।—এই দ্বারকাবাসী বিশেষতঃ যদুবংশীয়গণ নিতান্ত ভাগ্যহীন, কারণ মৎস্যগণ (ক্ষীর সমুদ্রে চন্দ্রের সহিত একত্র বাস করিলেও) যেমন, চন্দ্রের স্বরূপ (চন্দ্র যে দেবতা এবং সুধার আকর ইত্যাদি) বুঝিতে পারে না, সেইরূপ কৃষ্ণের সহিত একত্র বাস করিয়াও ঐ সকল ব্যক্তি তাঁহার স্বরূপ (ঈশ্বরত্ব) উপলব্ধি করিতে পারে নাই ॥ ৮ ॥

শ্রীধরটীকা ।—অনুশোচন্নাহ। দুর্ভগো ভাগ্যহীনঃ। যে সহবসন্তোঽপি হরিরয়মিতি ন বিদুঃ। যথা ক্ষীরসমুদ্রে জাতমুড়ুপং চন্দ্রং তদা তত্রত্যা মীনাঃ কেবলং কমনীয়ঃ কশ্চিজ্জলচর ইত্যেবং বিদুঃ, ন চামৃতময়মিতি, তদ্বৎ। যদ্বা—জলে প্রতিবিম্বিতং চন্দ্রং যথেতি ॥ ৮ ॥

ইঙ্গিতজ্ঞাঃ পুরুপ্রৌঢ়া একারামাশ্চ সাত্বতাঃ।
সাত্বতামৃষভং সর্ব্বে ভূতাবাসমমংসত ॥ ৯ ॥
দেবস্য মায়য়া স্পৃষ্টা যে চান্যদসদাশ্রিতাঃ।
ভ্রাম্যতে ধীর্ন তদ্বাক্যৈরাত্মন্যুপ্তাত্মনো হরৌ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।—ইঙ্গিতজ্ঞাঃ (ইঙ্গিতং মনোভাবং জানন্তি যে তে) পুরু (অত্যন্তং) প্রৌঢ়াঃ (নিপুণাঃ) একারামাশ্চ (একস্মিন্ দেশকালাদৌ আরমন্তি যে তে, সহক্রীড়নশীলা অপীত্যর্থঃ) সর্ব্বে সাত্বতাঃ (যাদবাঃ) ভূতাবাসং (সর্ব্বভূতান্তর্যামিনং, স্বয়ং ভগবন্তমপি) সাত্বতাং (তেষাং যাদবানামেব) ঋষভং (শ্রেষ্ঠং, "সিংহসার্দ্দূলনাগাদ্যাঃ পুংসি শ্রেষ্ঠত্ববাচকাঃ" ইত্যনুশাসনাৎ) অমংসত (জ্ঞাতবন্তঃ) ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ।—যাদবগণ লোকের আভ্যন্তরীণ ভাব বেশ বুঝিতে পারিতেন এবং তাঁহারা নিপুণ অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া একসঙ্গেই ক্রীড়াকৌতুকাদি করিয়াছেন, (অথচ) সেই সর্ব্বান্তর্য্যামি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সকলে কেবল যাদবশ্রেষ্ঠ বলিয়াই মনে করিতেন ॥ ৯ ॥

শ্রীপ্রবটীকা।—ভাগ্যহীনত্বাদেব ন বিদুঃ, ন তু জ্ঞানসামগ্র্যভাবাদিত্যাহ। ইঙ্গিতং চিত্তস্থং জানন্তীতি তথা। পুরু অতিশয়েন প্রৌঢ়া নিপুণাঃ। একস্মিন্নেব স্থানে আরমন্তীতি তথা। এবম্ভূতা অপি ভূতানামাবাসমীশ্বরং সন্তং সাত্বতামৃষভং সাত্বতশ্রেষ্ঠমমন্যন্ত ॥ ৯ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ইতিপূর্ব্বে উদ্ধব যে সকলের শ্রীহীনতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই শ্রীহীনতা যে তাহাদের স্বকীয় নিতান্ত দুর্ভাগ্যের ফল, তাহাই এক্ষণে বর্ণনা করিতেছেন। যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র বাস করিয়াছেন এবং তাঁহারা সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন এবং লোকের অন্তরের ভাব বুঝিতে তাঁহারা অসমর্থ ছিলেন না, কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, শ্রীকৃষ্ণের মহত্বও তাঁহার সর্ব্বান্তর্য্যামি-পরমেশ্বরত্ব তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। চন্দ্রদেব-ক্ষীরসমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেখানকার মৎস্যগণ তাঁহাকে ভালরূপ দেখিয়া বুঝিল যে ইহা বেশ একটী সুন্দর জিনিষ, কিন্তু সেই চন্দ্রের মধ্যে যে দেবত্ব আছে, তিনি যে সুধার আকর, এ সকল রহস্য মৎস্যগণ কিছুই বুঝে না, কেননা বুঝিবার উপযুক্ত সৌভাগ্য তাহাদের নাই। সেইরূপ যাদবগণও নিতান্ত ভাগ্যহীন, বহুপ্রকারের সুযোগ সত্বেও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে অলৌকিক ভাব আছে, তাহা তাঁহাদের জ্ঞান-গোচর হয় নাই। তাঁহারা কেবল বুঝিয়াছেন যে, ইনি আমাদেরই মত একজন যদুবংশীয়, তবে কতকগুলি শক্তিবলে সাধারণ অপেক্ষা ইনি কিছু শ্রেষ্ঠতা অর্জন করিয়াছেন এই পর্য্যন্ত ॥ ৮—৯ ॥

অন্বয়ঃ।—যে (বিমূঢ়া জনাঃ) দেবস্য (ভগবতঃ) মায়য়া স্পৃষ্টাঃ (মায়য়া বিমোহিতাঃ) যে চ (শিশুপালাদয়ঃ) অসদেব (নিতান্তজঘন্যমেব) অন্যৎ (শত্রুত্বম্) আশ্রিতাঃ (শত্রুতাপরায়ণা ইতি যাবৎ) তদ্বাক্যৈঃ (তেষাং নিন্দাবাদৈঃ) আত্মনি হরৌ (পরমাত্মস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণে) উপ্তাত্মনঃ (ব্যাপৃতচিত্তস্য ভক্তজনস্য) ধীঃ (বুদ্ধিঃ) ন ভ্রাম্যতে (ন বিচাল্যতে) ॥ ১০

মূলানুবাদ।—যে সমস্ত মূর্খ যাদবগণ শ্রীভগবানের মায়ায় নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের এক জন বন্ধুমাত্র মনে করে এবং শিশুপাল প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তিগণ ভগবানের প্রতি নিতান্ত জঘন্য শত্রুভাব পোষণ করে, তাহাদের নানারূপ কৃষ্ণনিন্দাসূচক বাক্যে ভগবৎপরায়ণ ভক্তদিগের বুদ্ধি বিচলিত হইতে পারে না ॥ ১০

শ্রীপ্রবটীকা।—যে যাদবা দেবমায়য়া স্পৃষ্টাঃ ব্যাপ্তাঃ যাদবোঽয়মস্মদ্বন্ধুরিতি বদন্তি ; যে চ শিশুপালাদয়োঽসদেবান্যদ্বৈরমাশ্রিতা নিন্দন্তি ; তেষাং বাক্যৈঃ আত্মনি হরাবুপ্তাত্মনো নিক্ষিপ্তচিত্তস্য মাদৃশস্য বুদ্ধির্ন ভ্রাম্যতে মোহং ন প্রাপ্যতে ; অন্যে তু মূঢ়া এবেত্যর্থঃ ॥ ১০

প্রদর্শ্যাতপ্ততপসামবিতৃপ্তদৃশাং নৃণাম্ ।
আদায়ান্তরধাদ্ যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনম্ ॥ ১১ ॥
যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্ ।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥ ১২ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ;---শ্রীভগবানেরই বহিরঙ্গ শক্তি মায়ার সংস্পর্শে জীবমাত্রেই অভিভূত, একান্ত সাধন ভজন ব্যতিরেকে মায়ার মোহ অতিক্রম করা যায় না। যাহারা বহির্ম্মুখ, সাধন ভজন কিছুই বোঝে না, প্রবল মায়াঘোরে আচ্ছন্ন, তাহারা, এবং যাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, তাহারা হয়ত শ্রীহরির কত নিন্দা করিতে পারে, তাঁহার ঈশ্বরত্বের বিরুদ্ধে কত কথাই বলিতে পারে, কিন্তু সে সকল লোকের কথায় ভক্তের প্রাণ কখনই বিচলিত হইতে পারে না, হওয়া উচিতও নহে অতএব হে বিদুর! তুমি দুষ্টলোকের অসৎকথায় বিচলিত হইও না ॥ ১০

অন্বয়ঃ ;—যস্তু (শ্রীকৃষ্ণঃ) অতপ্ততপসাং (ন তপ্তং তপো যৈঃ তেষাম্,) [অতএব] অবিতৃপ্তদৃশাম্ (অতৃপ্তনয়নানাং) নৃণাং (জনানাং সম্বন্ধে) লোকলোচনং (লোকস্য রোচনং রুচিকরং, "ড়লয়োরলয়োস্তু ব্যত্যয়ো বহুলম্" ইত্যনুশাসনাৎ রোচনেতিরকারস্য লত্বং) স্ববিম্বং (স্বমূর্ত্তিং) আদায় (গৃহীত্বা) প্রদর্শ্য (এতাবতঃ কালান্ ব্যাপ্য সর্ব্বেষাং দৃষ্টিবিষয়ং কৃত্বা) অন্তরধাৎ (অন্তর্হিতো বভূব) । (অথবা) "নৃণাং সম্বন্ধে স্ববিম্বং প্রদর্শ্য লোকলোচনম্ আদায় (আকৃষ্য) অন্তরধাৎ" [ইত্যেবমন্বয়বোধঃ] ॥ ১১

মূলানুবাদ ।—শ্রীকৃষ্ণ জনগণ সমক্ষে নিজ মনোহর মূর্ত্তি প্রদর্শন কবাইয়াছিলেন ; কিন্তু যাহারা তেমন তপস্যা করে নাই, তাহাদের নয়ন পরিতৃপ্ত না হইতেই তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি সম্বরণ করিয়া তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন ॥ ১১

শ্রীধরটীকা ;—কোঽসৌ হরিরিত্যপেক্ষায়ামাহ প্রদর্শ্যেতি। ন তপ্তং তপো যৈঃ, অতোঽবিতৃপ্তা দৃশো যেষাং তেষাম্। স্ববিম্বং শ্রীমূর্ত্তিম্। এতাবন্তং প্রকর্ষেণ দর্শয়িত্বা যোঽন্তর্হিতবান্। লোকস্য লোচনমাদায় আচ্ছিদ্য। তাদৃশস্যান্যস্য বিলোকনীয়স্যাভাবাৎ ॥ ১১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—পরম করুণানিকেতন শ্রীহরি কৃপা করিয়া মনোহর মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত সকলকে দেখা দিয়াছেন। যাহাদের জন্মান্তরীণ তপস্যার ফলে বিশেষ ভাগ্যবল ছিল, তাহারা ঐ শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহার পার্থিব সৌন্দর্য্যসুধা আস্বাদনে তৃপ্তিসাগরে মগ্ন হইয়াছে। কিন্তু যাহাদের সেরূপ তপস্যা নাই, প্রাণ ভরিয়া শ্রীগোবিন্দের সৌন্দর্য্যসুধা পান করিবার মত সৌভাগ্য যাহাদের লাভ হয় নাই, তাহারা কেবল শ্রীহরির সেই লৌকিক সৌন্দর্য্যই অনুভব করিত, পারমার্থিক সৌন্দর্য্য ও অলৌকিক মাধুর্য্য উপলব্ধি করিলে যে অপার তৃপ্তিলাভ হয়, তাহা তাহাদিগের ভাগ্যে ঘটে নাই। এই অবস্থায়ই শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রকটলীলা সম্বরণ করিয়া সেই দৃশ্যলীলার উপসংহার করিয়া স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন ॥ ১১

অন্বয়ঃ ;—মর্ত্তলীলৌপয়িকং (মর্ত্ত্যলীলাযোগ্যং) স্বস্য চ বিস্মাপনং (নিজস্যাপি বিস্ময়জনকং কিমুত অন্যেষামিতি যাবৎ) সৌভগর্দ্ধেঃ (সৌন্দর্য্যসম্পদঃ) পরং পদং (প্রধানমাশ্রয়স্থানং) ভূষণভূষণাঙ্গং (ভূষণানামপি ভূষণানি শোভাজনকানি অঙ্গানি যস্মিন্ তৎ তথাবিধং) যৎ (বিম্বং, মূর্ত্তিরিত্যর্থঃ) স্বযোগমায়াবলং (স্বস্য যোগমায়াস্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিঃ, রাহোঃ শির ইতিবৎ অভেদে ষষ্ঠী, তস্যা বলং সম্পূর্ণং সামর্থ্যমিতি যাবৎ) দর্শয়তা (দর্শয়িতুমিত্যর্থঃ) গৃহীতং (স্বীকৃতম্) ॥ ১২

যদ্ধর্ম্মসূনোর্বতরাজসূয়ে নিরীক্ষ্য দৃক্স্বস্ত্যয়নং ত্রিলোকঃ।
কাৎ´স্ন্যেন চাদ্যেহ গতং বিধাতুরর্ব্বাক্স্বতৌ কৌশলমিত্যমন্যত ॥ ১৩ ॥
যস্যানুরাগপ্লুতহাসরাসলীলাবলোকপ্রতিলব্ধমানাঃ।
ব্রজস্ত্রিয়ো দৃগ্‌ভিরনুপ্রবৃত্তধিয়োঽবতস্থুঃ কিল কৃত্যশেষাঃ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ ;—মর্ত্ত্যলীলার উপযুক্ত নিজেরও বিস্ময়জনক পরমসৌন্দর্য্যময় মূর্ত্তি, (এমন কি) অলঙ্কারগুলি পর্য্যন্ত যে-মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যগুণে (নিজেই) ভূষিত হইত, এমন যে সুন্দর মূর্ত্তি, তাহা স্বকীয় যোগমায়ার পূর্ণ সামর্থ্য দেখাইবার জন্যই শ্রীভগবান্ গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

শ্রীধরটীকা ;—তদেব বিম্বং বর্ণয়তি ত্রিভিঃ। যন্মর্ত্ত্যলীলাসু ঔপয়িকং যোগ্যম্। স্বস্যাপি বিস্ময়জনকম্। যতঃ সৌভগর্দ্ধেঃ সৌভাগ্যাতিশয়স্য পরং পদং পরা কাষ্ঠা। ভূষণানাং ভূষণান্যঙ্গানি যস্মিন্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।—বত (বিস্ময়ে অব্যয়ং) ধর্ম্মসূনোঃ (যুধিষ্ঠিরস্য) রাজসূয়ে (রাজসূয়যজ্ঞসময়ে) ত্রিলোকঃ (ত্রিভুবনবাসী জনগণঃ) দৃক্স্বস্ত্যয়নং (দৃশোঃ নেত্রয়োঃ স্বস্ত্যয়নং তৃপ্ত্যতিশয়জনকং) যৎ (বিম্বং) নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) অর্ব্বাক্স্বতৌ (মনুষ্যসৃষ্টিবিষয়ে) বিধাতুঃ কৌশলং (নৈপুণ্যম্) অদ্য (সম্প্রতি) ইহ (অস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণ-কলেবরে) কাৎ´স্ন্যেন (সম্পূর্ণরূপেণ) গতং (ব্যয়িতম্ ইতোঽধিকং কৌশলং তস্য নাস্তীতি ভাবঃ) অমন্যত (চিন্তিতবান্) ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ।—ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে নয়নের পরমানন্দদায়ক শ্রীকৃষ্ণের যে-মূর্ত্তি দেখিয়া ত্রিভুবনবাসী সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে, মনুষ্যসৃষ্টিবিষয়ে বিধাতার যাহা কিছু নৈপুণ্য আছে তাহা সম্পূর্ণরূপেই এই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে প্রয়োগ করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—দৃশাং স্বস্ত্যয়নং পরমানন্দকরম্। ত্রিভুবনস্থো লোকঃ প্রাণিমাত্রম্। অদ্য ইদানীম্ ইহ বিম্বে অর্ব্বাক্স্বতৌ অর্ব্বাচীনসংসারনির্ম্মাণে মনুষ্যনির্ম্মাণে বা যৎ কৌশলং নৈপুণ্যং তৎ কাৎ´স্ন্যেন গতমুপক্ষীণং নাতঃ পরং তস্য কৌশলমস্তীত্যেবং মেনে। তন্মূর্ত্তেঃ বিধাতৃসৃজ্যত্বাভাবেঽপি লোকদৃষ্টিরিয়মুক্তা ॥১৩

অন্বয়ঃ।—যস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য, অত্র ষষ্ঠ্যর্থঃ সম্বন্ধঃ উত্তরত্র'মান' পদার্থে অন্বেতি) অনুরাগপ্লুতহাস--রাসলীলাবলোকপ্রতিলব্ধমানাঃ (অনুরাগেণ প্লুতঃ পরিব্যাপ্তো যো হাসঃ তদ্ব্যঞ্জিতো রাসঃ রসানাং সমূহো যত্র স তথাবিধো লীলয়া বিলাসেন যঃ অবলোকঃ নায়িকানাং স্বকৃতদৃষ্টিক্ষেপঃ, তেন প্রতিলব্ধঃ প্রতিপ্রাপ্তঃ মানঃ আদরো যাভিস্তাঃ, স্বকৃতবিলাসচেষ্টাপ্রতিদানপ্রাপ্তকৃষ্ণাদরা ইত্যর্থঃ) দৃগ্‌ভিঃ (দৃষ্টিপাতৈঃ সহ) অনুপ্রবৃত্তধিয়ঃ (অনুপ্রবৃত্তা কৃষ্ণমনুগতা ধীর্যাসাং তাঃ, শ্রীকৃষ্ণসহজাতচিত্তবৃত্তয় ইত্যর্থঃ) ব্রজস্ত্রিয়ঃ (ব্রজবাসিন্যো রমণ্যঃ) কৃত্যশেষাঃ কিল (কৃত্যেষু কর্ত্তব্যকর্ম্মসু শেষঃ অবশিষ্টতা যাসাং তাঃ, অসমাপিতকর্ত্তব্যা এবেত্যর্থঃ) অবতস্থুঃ (অবস্থানং চক্রুঃ) ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ।—ব্রজরমণীগণ সানুরাগ হাস্য ও সরস বিলাসপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া যাঁহার আদরাতিশয়লাভে এমন তদ্‌গতচিত্ত হইয়াছিল যে, কর্ত্তব্য কার্য্যের হয়ত কিছু অবশিষ্ট রহিয়াছে, অথচ তাহা শেষ করিবার দিকে তাহাদের লক্ষ্য ছিল না ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরটীকা ;—অনুরাগেণ প্লুতো ব্যাপ্তো হাসঃ রাসো বিনোদঃ লীলাবলোকশ্চ তৈঃ স্বকৃতহাসাদ্যনন্তরং প্রতিলব্ধো মানো যাভিস্তাঃ দৃগ্‌ভিঃ সহ অনুপ্রবৃত্তা গচ্ছন্তং তমেবানুগতা ধিয়ো যাসাং তাঃ অসমাপিতকৃত্যা এব অবতস্থুঃ ॥ ১৪ ॥

স্বশান্তরূপেষ্বিতরৈঃ স্বরূপৈরভ্যর্দ্দমানেষ্বনুকম্পিতাত্মা ।
পরাবরেশো মহদংশযুক্তো হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ;—একাদশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের যে মনোহর মূর্ত্তির কথা বলা হইয়াছে, সম্প্রতি শ্রীউদ্ধব ঐ মূর্ত্তির অতুলনীয় সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতেছেন। অবশ্যই শ্রীভগবানের পরিগৃহীত সকল নরলীলাতেই অতুল সৌন্দর্য্য বিদ্যমান ছিল, কিন্তু এই কৃষ্ণলীলার সৌন্দর্য্যে বিশেষ চমৎকারিত্ব ও বিশেষ রহস্য আছে, তাই ইহার বৈচিত্র্যও অতি অধিক। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল সকল স্থানের লোকই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন ; তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের মনোহরকান্তি দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, বিধাতা বুঝি সৌন্দর্য্যনির্ম্মাণের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া ইহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ব্রজরমণীগণ ত সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার কান্তিসাগরে ডুবিয়াই ছিলেন। এমন কি, স্বকীয় কৃষ্ণরূপের সৌন্দর্য্যের কথা ভাবিলে স্বয়ং লক্ষ্মীপতিরও বিস্ময় জন্মে, এইরূপ তাহার চমৎকারিত্ব। এ লীলার আরও রহস্য এই যে, ভগবান্ শ্রীহরি অন্য কোন লীলাতেই নিজ যোগমায়া শক্তির সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেন নাই। এই শ্রীকৃষ্ণলীলাই তাঁহার ভক্তাধীনতার প্রধান লীলা। সুতরাং এই লীলায় তিনি শান্ত, দাস্য, সখ্য ও মধুর এই চতুর্ব্বিধ ভাবের যে কোনও রকমের ভক্তই হউক, সকলেরই পূর্ণ তৃপ্তি বিধানের জন্য ঐ যোগমায়ার সম্পূর্ণ প্রভাব দেখাইবার উপযুক্ত দেহ ধারণ করিয়াছেন। ইহাতে যেমন দুষ্টদমন দ্বারা ভূভার হরণ করিবার ।যোগ্য অচিন্ত্যশক্তি প্রভৃতি ব্যক্ত করিয়াছেন, তেমনি ভক্তের তৃপ্তিবিধানোপযোগী শিশুভাব, প্রভুভাব, বন্ধুভাব ও কান্তভাব প্রভৃতি ভাবসমুদয়ও তিনি।অসাধারণরূপে প্রকটিত করিয়াছেন ॥ ১২—১৪ ॥

অন্বয়ঃ ।—পরাবরেশঃ (পরং নিরুপাধিকং চৈতন্যস্বরূপম্ অবরং সোপাধিকং হিরণ্যগর্ভাদিকং, তদুভয়াত্মকঃ ঈশঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ঃ) ভগবান্ (পরমেশ্বরঃ) ইতরৈঃ স্বরূপৈঃ (স্বকীয়ৈরেব অশান্তাদিভিঃ স্বরূপভেদৈঃ) স্বশান্তরূপেষু (স্বস্য শান্তভাবাপন্নস্বরূপবিশেষেষু) অভ্যর্দ্দমানেষু (পীড্যমানেষু সৎসু) অনুকম্পিতাত্মা (অনুকম্পিতঃ কৃপাপরায়ণঃ আত্মা অন্তকরণং যস্য সঃ দয়াদ্র´চিত্তঃ সন্) যথাগ্নিঃ (অগ্নিরিব) অজোঽপি (নিত্যসিদ্ধস্বরূপোঽপি) মহদংশযুক্তঃ (মহান্ মহত্তত্ত্বং বুদ্ধিতত্ত্বমিতি যাবৎ, অংশ প্রথমবিবর্ত্তঃ কার্য্যলেশঃ যস্য তৎ মহদংশম্ অব্যক্তং প্রকৃতিরিতি যাবৎ, তদ্যুক্তঃ সন্) জাতঃ (আবির্ভূ´তঃ) ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ ।—পর ও অবর এই উভয়স্বরূপ ভগবান্ যখন নিজের শান্ত মূর্ত্তিগুলিকে অশান্তাদি মূর্ত্তি দ্বারা পীড়িত হইতে দেখেন, তখন কৃপাপরবশ হইয়া স্বয়ং জন্মরহিত হইলেও প্রকৃতির সহযোগে অগ্নির ন্যায় আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরটীকা ।—এবম্ভূতবিম্বপ্রদর্শনে কারণমাহ। স্বীয়ান্যেব শান্তান্যশান্তানি চ রূপাণি। তত্র শান্তরূপেষু ইতরৈঃ পীড্যমানেষু অনুকম্পিতঃ কৃতানুকম্প আত্মা যস্য। অজোঽপি জাতঃ আবির্ভূ´তঃ। মহাভূতরূপেণ নিত্যসিদ্ধ এবাগ্নির্যথা কাষ্ঠেষ্বাবির্ভবতি তদ্বৎ। অজস্য জন্মনি হেতুঃ। মহান্ মহত্তত্ত্বম্ অংশঃ কার্য্যলেশো যস্যাব্যক্তস্য তন্মহদংশঃ তদ্যুক্ত ইতি ॥ ১৫ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—শ্রীভগবানের স্বরূপ দ্বিবিধ, পর ও অবর অর্থাৎ নিরুপাধিক ও সোপাধিক। তাহার মধ্যে তাঁহার সোপাধিক স্বরূপটাই শান্ত, অশান্ত, ঘোর, ক্রুর প্রভৃতি নানা অবস্থায় প্রকটিত হয়। সত্ত্বপ্রধান শান্ত, আর রজঃ এবং তমঃ প্রধান অশান্তাদি। যখন ঐ অশান্তাদি স্বরূপগুলি শান্ত স্বরূপকে পীড়িত করে, অর্থাৎ রাজসিক বা তামসিকের দ্বারা সাত্ত্বিকের যখন নির্য্যাতন উপস্থিত হয়, তখন ভগবান্ কৃপা করিয়া আত্মপ্রকাশ করেন। অগ্নি স্বতঃসিদ্ধ পঞ্চমহাভুতের অন্তর্গত একটী মহাভূত, অথচ কাষ্ঠাদির

মাং খেদয়ত্যেতদজস্য জন্মবিড়ম্বনং যদ্বসুদেবগেহে।
ব্রজে চ বাসোঽরিভয়াদিব স্বয়ং পুরাদ্ব্যবাৎসীদ্‌যদনন্তবীর্য্যঃ ॥ ১৬ ॥
দুনোতি চেতঃ স্মরতো মমৈতদ্‌ যদাহ পাদাবভিবন্দ্য পিত্রোঃ।
তাতাম্ব কংসাদুরুশঙ্কিতানাং প্রসীদতং নোঽকৃতনিষ্কৃতীনাম্ ॥ ১৭ ॥

সংঘর্ষে যেমন তাহার উদ্ভব হয়, তেমনি স্বতঃসিদ্ধ নিত্যপুরুষ যে ভগবান্, তাঁহারও মায়াশক্তি সহযোগে উদ্ভব হইয়া থাকে। ঐ ভাবে উদ্‌ভূত হইয়া অশান্তের ধ্বংস, শান্তের শ্রীবৃদ্ধি প্রভৃতি নানারূপ লীলা প্রকটন করিয়া আবার স্বেচ্ছায়ই তিনি স্বীয় মায়াশক্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া পরম-স্বরূপ প্রাপ্ত হন। সুতরাং কংস প্রভৃতির অত্যাচারে পৃথিবী যখন নিতান্ত উৎপীড়িতা হইতে লাগিলেন, তখন ঐ অশান্ত কংসাদিকে নিধন করিয়া পৃথিবীর শিষ্টগণের শান্তিবিধান অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ নিজ যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া বসুদেবের গৃহে আত্মপ্রকাশ করিয়া পূতনাবধ, কালিয়দমন, কংসবধ, শিশুপালবধ প্রভৃতি আবশ্যকীয় কার্য্য শেষ করিয়া নিজের সহচরগণের সহিত আবার সেই নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।—অজস্যাপি (জন্মরহিতস্যাপি) বসুদেবগেহে (বন্ধনাগারে ইতি যাবৎ) যৎ জন্মবিড়ম্বনং (জন্মগ্রহণানুকরণং) ব্রজে বাসশ্চ (নন্দালয়ে অবস্থানঞ্চ) অনন্তবীর্য্যঃ (অশেষশক্তিশালী অপীতিশেষঃ) অরিভয়াদিব (কালযবনাদিভয়াদিব) স্বয়ং যৎ পুরাৎ (মথুরাতঃ) ব্যবাৎসীৎ (পলায়িতবান্) এতৎ (পূর্ব্বোক্তজন্মবিড়ম্বনাদিকং চিন্ত্যমানং সৎ) মাং খেদয়তি (মামপি দুঃখাকুলং করোতি) ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ জন্মরহিত হইয়াও যে, বসুদেবের বাসস্থানে কারাগৃহে জন্ম স্বীকার করিয়াছিলেন এবং কংসের ভয়ে তাঁহাকে ব্রজে বাস করিতে হইয়াছিল ও কালযবনাদি শত্রুগণের ভয়েই যেন তিনি মথুরা হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন—এ সকল কথা ভাবিলে আমারও দুঃখ উপস্থিত হয় ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—ননু কুতোঽসৌ পরাবরাণামীশঃ পারতন্ত্র্যপ্রতীতেঃ? তত্রাহ দ্বাভ্যাম্। মামপি এতৎ দুর্ব্বিতর্কং দুর্ঘটঞ্চ খেদয়তি। তদেবাহ। বসুদেবগেহে বন্ধনাগারে যজ্জন্মনো বিড়ম্বনমনুকরণম্। ন তু নৃসিংহবদকস্মাদাবির্ভাবঃ কংসভয়াদিব নিলীয় ব্রজে বাসশ্চ। কালযবনাদিরিপুভয়াদিব পুরান্মথুরায়া ব্যবাৎসীৎ অপলায়ত ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।—পিত্রোঃ (দেবকীবসুদেবয়োঃ) পাদৌ (চরণৌ) অভিবন্দ্য (সম্যক্ পূজয়িত্বা, শিরসি কৃত্বা ইতি যাবৎ) তাত! (হে পিতঃ!). অম্ব! (হে মাতঃ!) কংসাদুরুশঙ্কিতানাং (কংসাদতীবভয়প্রাপ্তানাম্, অতএব) অকৃতনিষ্কৃতীনাম্ (অসম্পাদিতভবচ্চরণশুশ্রূষাণাং) নঃ (অস্মাকং সম্বন্ধে) প্রসীদতং (প্রসন্নৌ ভবতম্) [ইতি] যৎ আহ (কথিতবান্) এতৎ (কথনং) স্মরতঃ মম (উদ্ধবস্য) চেতঃ দুনোতি (সন্তাপাকুলং করোতি) ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ মাতাপিতার চরণবন্দনা করিয়া তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—হে মাতঃ! হে পিতঃ! কংসের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া আমরা আপনাদের চরণ-শুশ্রূষা করিতে পারি নাই, (অতএব অপরাধ ক্ষমা করিয়া) আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এই সকল কথা ভাবিলে আমার মনে বড় দুঃখ বোধ হয় ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—এতচ্চ হরেশ্চরিতং স্মরতো মম চেতঃ কর্ম্মভূতং দুনোতি ব্যথয়তি। তদেব দর্শয়তি যদাহেতি। হে তাত! হে অম্ব! যুবাং প্রসীদতং প্রসাদং কুরুতম্। ন কৃতা নিষ্কৃতিঃ শুশ্রূষণং যৈস্তেষাম্। নোঽস্মাকমিতি বহুবচনন্তু রামাদ্যভিপ্রায়ম্ ॥ ১৭ ॥

কো বা অমুষ্যাঙ্ঘ্রি সরোজরেণুং বিস্মর্ত্তুমীশীত পুমান্ বিজিঘ্রন্।
যো বিস্ফুরদ্ভ্রূবিটপেন ভূমের্ভারঃ কৃতান্তেন তিরশ্চকার ॥ ১৮ ॥
দৃষ্টা ভবদ্ভির্ননু রাজসূয়ে চৈদ্যস্য কৃষ্ণং দ্বিষতোঽপি সিদ্ধিঃ।
যাং যোগিনঃ সংস্পৃহয়ন্তি সম্যগ্ যোগেন কস্তদ্বিরহং সহেত ॥ ১৯ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে "পরাবরেশ" "অজ" প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে সাধারণের প্রাণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, "শ্রীকৃষ্ণ যখন কর্ম্মের অধীন হইয়া জন্ম-মৃত্যু স্বীকার করিয়া থাকেন, তবে আর তাঁহার পূর্ণ স্বাধীনতা, সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব রহিল কৈ? সুতরাং তিনি পরমেশ্বর ইহা কেমন করিয়া বুঝিব?"

তাই উদ্ধব বলিতেছেন, হে বিদুর! সাধারণের প্রাণে ত ঐরূপ আশঙ্কা জন্মিবেই, আমি যে বাল্যকাল হইতে তাঁহারই চরণচিন্তা করিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহারই সেবা করিয়া এতকাল কাটাইয়াছি, আমিও ত এখন পর্য্যন্ত তাঁহার ঐ সকল ব্যাপারের রহস্য স্থিরভাবে ধারণা করিতে পারি নাই। এজন্য তাঁহার জন্ম বা শত্রুভয়ে সাময়িক ভীতভাব ও মাতাপিতার নিকট বিনীত বালকের মত ক্ষমাপ্রার্থনা প্রভৃতি ভাবিলে আমারও প্রাণে ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়। তিনি ঈশ্বর, তিনি সুখদুঃখের অতীত ইহাও বুঝি বটে, কিন্তু তাঁহার দুঃখচিন্তায় প্রাণ যে ব্যাকুল হইয়া উঠে, তাহাও ত প্রতিরোধ করিতে পারি না ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—যঃ (কৃষ্ণঃ) কৃতান্তেন (যমস্বরূপেণ সংহারমূর্ত্তিনা ইতি যাবৎ) বিস্ফুরদ্ভ্রূবিটপেন (বিস্ফুরন্ বিশেষেণ কম্পমানঃ, যঃ ভ্রূবিটপঃ ভ্রূরূপপল্লবঃ তেন, ভ্রূবিক্ষেপমাত্রেণেত্যর্থঃ) ভূমে (পৃথিব্যাঃ) ভারং (ভারভূতকংসাদিদুষ্টসমূহং) তিরশ্চকার (বিনাশয়ামাস) অমুষ্য (তথাবিধ-শ্রীকৃষ্ণস্য) অঙ্ঘ্রি সরোজরেণুং (পাদপদ্মধূলিমপীতিশেষঃ) বিজিঘ্রন্ (সেবমানঃ) কো বা (জনঃ) বিস্মর্ত্তুম্ ঈশীতা (শক্নুয়াৎ?) [ন কোঽপি ইতি ভাবঃ] ॥ ১৮

মূলানুবাদ।—যিনি যমস্বরূপ ভ্রূভঙ্গীমাত্রে পৃথিবীর ভার অপসারিত করিয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মের ধূলিকণা পর্য্যন্ত সেবা করিলেও কে তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে? ॥ ১৮

শ্রীধরটীকা।—ননু তর্হ্যনীশ্বর এব কিং ন স্যাৎ? তব তু শ্রদ্ধামাত্রমেতদিতি তত্রাহ ত্রিভিঃ। কো বা অঙ্ঘ্রি সরোজয়োর্যো রেণুস্তমপি বিজিঘ্রন্ সেবমানঃ পুমান্ বিস্মর্ত্তুমীশীত শক্নুয়াৎ? বিস্ফুরন্ ভ্রূবিটপঃ ভ্রূলতা, স এব কৃতান্তঃ, তেন ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।—যোগিনঃ (যোগাভ্যাসরতাঃ) সম্যগ্ যোগেন (মনসোনিতরামেকাগ্রতাসম্পাদনেন) যাং (বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তিরূপাং সিদ্ধিম্, অত্র স্পৃহেঃ কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাভাবো বিবক্ষাধীনঃ) সংস্পৃহয়ন্তি (কাময়ন্তে) রাজসূয়ে (যুধিষ্ঠিরস্য রাজসূয়যজ্ঞাবসরে) কৃষ্ণং দ্বিষতোঽপি (কৃষ্ণং প্রতি বহুলবিদ্বেষকারিণোঽপি) চৈদ্যস্য (শিশুপালস্য) [তথাবিধা] সিদ্ধিঃ (নশ্বরদেহত্যাগপূর্ব্বকবিষ্ণুলোকপ্রাপ্তিঃ) ভবদ্ভিঃ (বিদুরাদিভিঃ) দৃষ্টা ননু (প্রত্যক্ষীকৃতা এব, অতঃ তৎকৃপায়া অপারত্বং কিমধিকং বর্ণনীয়মিতিভাবঃ) [তথাচ] কঃ (জনঃ) তদ্বিরহং (শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদদুঃখং) সহেত (সোঢ়ুং শক্নুয়াৎ?) ॥ ১৯

মূলানুবাদ।—আপনারা ত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে শিশুপাল কৃষ্ণের প্রতি যথেষ্ট বিদ্বেষ করিয়াও এমন সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, যাহা যোগিগণ সম্যক্প্রকার যোগ-তপস্যা দ্বারা কামনা করিয়া থাকেন। (সুতরাং) তাঁহার বিরহ কে সহ্য করিতে সমর্থ হইবে? ॥ ১৯

তথৈব চান্যে নরলোকবীরা য আহবে কৃষ্ণমুখারবিন্দম্।
নেত্রৈঃ পিবন্তো নয়নাভিরামং পার্থাস্ত্রপূতাঃ পদমাপুরস্য ॥ ২০ ॥
স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ ॥ ২১ ॥
তৎ তস্য কৈঙ্কর্য্যমলং ভৃতান্ নো বিগ্লাপয়ত্যঙ্গ যদুগ্রসেনম্।
তিষ্ঠং নিষণ্ণং পরমেষ্ঠিধিষ্ণ্যে ন্যবোধয়দ্দেব নিধারয়েতি ॥ ২২ ॥

শ্রীধরটীকা।—ন চ তস্যেশ্বরত্বং সাধনীয়ং ভবদ্ভিরপি দৃষ্টত্বাদিত্যাহ—দৃষ্টেতি। যাং সিদ্ধিং সম্যগ্‌যোগেন যোগিনঃ প্রাপ্তুমিচ্ছন্তি ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ।—অন্যে চ (অপরেঽপি) নয়নাভিরামং (নয়নরঞ্জনং) কৃষ্ণমুখারবিন্দং (শ্রীকৃষ্ণমুখপদ্মং) নেত্রৈঃ পিবন্তঃ (অত্যাগ্রহেণ পশ্যন্তঃ) যে নরলোকবীরাঃ আহবে (যুদ্ধে) পার্থাস্ত্রপূতাঃ (পার্থস্য অর্জ্জুনস্য অস্ত্রেণ বাণাদিনা, পূতাঃ পবিত্রীকৃতাঃ সন্তঃ) তথৈব (শিশুপালাদিবদেব) অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) পদং (ধাম) [বৈকুণ্ঠলোকমিতি যাবৎ] আপুঃ (প্রাপ্তবন্তঃ, ইতি চ ভবদ্ভিরবগতমিতি ভাবঃ) ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদ ঃ—আরও যে সকল মর্ত্যবাসী বীরগণ যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের নয়নরঞ্জন মুখপদ্ম সাগ্রহে দেখিতে দেখিতে অর্জ্জুনের অস্ত্রে নিহত হইয়া শিশুপালাদির ন্যায় তাঁহার সেই নিত্যধাম প্রাপ্ত হইয়াছে। (তাহাও আপনারা অবগত আছেন) ॥ ২০ ॥

শ্রীধরটীকা ঃ—আহবে যুদ্ধে পার্থস্যাস্ত্রৈঃ পূতা নিষ্পাপাঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পরপর তিনটি শ্লোকে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক মহিমা প্রকাশ করিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক বলিতেছেন যে সাধারণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকেও জন্মমৃত্যু বা সুখ দুঃখময় নানারূপ অবস্থা গ্রহণ করিতে দেখিয়া আমরা তাহার রহস্য বুঝিতে পারি না বটে, কিন্তু তাঁহার যে সকল অলৌকিক কার্য্যসাধন এবং অপার-করুণার লীলা আপনারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, একবার সেই সকল ভাবিয়া দেখুন—ঈশ্বর ভিন্ন অন্যের পক্ষে কি তাহা কখনও সম্ভবপর? ভ্রূভঙ্গীমাত্রে প্রবল রিপুগণকে সংহার করিয়া পৃথিবীতে শান্তি সংস্থাপন করা, অপরদিকে প্রবল বিদ্বেষপরায়ণ শত্রুগণকেও কখন বা নিজ হস্তে কখনও বা অর্জ্জুনাদি প্রিয় ভক্তগণের দ্বারা সংহার করিয়া এই নশ্বর পার্থিব জগৎ হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ নিত্যধামে আশ্রয়দান করা—এইরূপ সর্ব্বহিতকর সামঞ্জস্য কি স্বয়ং ভগবান্ ভিন্ন অন্যে করিতে পারে? ১৮—২০ ॥

অন্বয়ঃ ঃ—[পরমেশ্বরস্যাপি তস্য ভক্তানুবর্ত্তিতয়া ক্লেশসহনম্ অস্মাকমতীবদুঃখজনকমিতি যুগ্মকেনাহ] অঙ্গ! (হে বিদুর!) ত্র্যধীশঃ (ত্রয়াণাং চিন্মায়াজীবেতিশক্তিস্বরূপাণাং সত্ত্বাদিগুণানাং বা ঈশঃ) স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ (স্বস্মিন্ আত্মনি রাজতে যঃ স স্বরাট্ আত্মারামঃ, তস্য ভাবঃ স্বারাজ্যং, তদেব লক্ষ্মীঃ সম্পৎ, পরমানন্দরূপতাসম্পদিত্যর্থঃ, তয়া আপ্তঃ, প্রাপ্তঃ সমস্তঃ কামঃ অশেষফলভোগঃ যেন সঃ, সর্ব্বানন্দপরিপূর্ণস্বভাব ইত্যর্থঃ) বলিং (পূজোপহারাদিকং) হরদ্ভি (প্রাপয়দ্ভিঃ) চিরলোকপালৈঃ (বহুকালীনৈর্নরপতিভিঃ) কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ (মুকুটপ্রাপ্তসেবিতচরণঃ) [অতএব] অসাম্যাতিশয়ঃ (অতুলমহিমশালী) স্বয়ং (শ্রীকৃষ্ণঃ) তিষ্ঠন্ (দণ্ডায়মানঃ সন্) পরমেষ্ঠিধিষ্ণ্যে (রাজ-সিংহাসনে) নিষণ্ণম্ (উপবিষ্টম্) উগ্রসেনং (তন্নামকং ভক্তপ্রধানং) দেব! (হে প্রভো উগ্রসেন!) নিধারয় (অবধারয়) ইতি (এবং প্রকারেণ) যৎ ন্যবোধয়ৎ (নিবেদিতবান্) তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) তৎ কৈঙ্কর্য্যং (ভৃত্যভাবঃ) ভৃতান্ (শ্রীকৃষ্ণস্য ভৃত্যস্বরূপান্) নঃ (অস্মান্) অলং বিগ্লাপয়তি (অত্যন্তং দুঃখয়তি) ॥ ২১।২২ ॥

অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী ।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ২৩ ॥

মূলানুবাদ ।—হে বিদুর ! যিনি সত্ত্ব, রজ, তমঃ এই গুণত্রয়ের এবং চৈতন্য, জীব ও মায়া এই শক্তিত্রয়ের অধীশ্বর এবং যিনি স্বয়ং পরমানন্দস্বরূপ, সুতরাং সমস্ত রকম ভোগের পূর্ণ আনন্দ যাঁহাতে নিত্য বিরাজমান, যাঁহাকে সেবা করিবার জন্য কত প্রাচীন নরপতিগণ নিজ-মুকুট-শোভিত মস্তকে তাঁহার চরণ-নিম্নে লুণ্ঠিত হইয়া থাকেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সিংহাসনোপবিষ্ট উগ্রসেনের নিকট স্বয়ং দাঁড়াইয়া "হে মহারাজ, আমার নিবেদন শ্রবণ করুন" এই ভাবে যে বাক্যপ্রয়োগ করিতেন, তাঁহার সেই ভৃত্যভাব স্মরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণচরণসেবি আমাদিগের প্রাণে বড়ই বেদনাবোধ হয় ॥ ২১।২২ ॥

শ্রীধরটীকা ।—তদেবং পরমৈশ্বর্য্যে সত্যপি যদুগ্রসেনানুবর্ত্তিত্বং তৎ পুনরস্মানত্যন্তং ব্যথয়তীত্যাহ । স্বয়ন্ত্বিতি,—যে এবম্ভূতস্তস্য তৎ কৈঙ্কর্য্যং নোঽস্মান্ বিগ্লাপয়তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ । ন সাম্যাতিশয়ৌ যস্য যমপেক্ষ্যান্যস্য সাম্যমতিশয়শ্চ নাস্তীত্যর্থঃ । তত্র হেতবঃ—ত্র্যধীশঃ ত্রয়াণাং পুরুষাণাং লোকাণাং গুণানাং বা ঈশঃ । স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যা পরমানন্দস্বরূপসম্পত্ত্যৈব প্রাপ্তসমস্তভোগঃ । বলিং করম্ অর্হণং বা হরদ্ভিঃ সমর্পয়দ্ভিশ্চিরকালী-নৈর্লোকপালৈঃ কিরীটাগ্রেণ ঈড়িতং স্তুতং পাদপীঠং যস্য সঃ । প্রণমতাং কিরীটসঙ্ঘট্টধ্বনিরেব স্তুতিত্বেনোৎপ্রেক্ষ্যতে ॥ ২১ ॥

শ্রীধরটীকা ।—অঙ্গ হে বিদুর ! ভৃতান্ ভৃত্যান্ । উগ্রসেনে যৎ কিঙ্করত্বং তদেবাহ । পরমেষ্ঠি-ধিষ্ণ্যে রাজাসনে নিষণ্ণমাসীনং স্বয়ং তিষ্ঠন্ হে দেব ! নিধারয় অবধারয়েতি ন্যবোধয়ৎ বিজ্ঞাপিতবান্ ॥ ২২ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—জগতে একজনের নিকট যে অপরে ভৃত্যভাব স্বীকার করে, ইহার মূলে নানারূপ কারণ বিদ্যমান থাকে । কেহ হয়ত নিতান্ত অভাবগ্রস্ত, নিজের বা পরিজনবর্গের জীবিকার অন্য কোনও পথ নাই, সুতরাং কোনও ব্যক্তির ভৃত্যরূপে জীবিকা অর্জ্জন করিতে বাধ্য হয় । কেহ বা নিতান্ত নিঃস্ব না হইলেও ভোগলিপ্সার প্রবলতায় অধিক অর্থের প্রয়োজন বোধ করে, সুতরাং ভৃত্যভাব গ্রহণ পূর্ব্বক স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হয় । আর কেহ বা প্রবলের নিকট পরাভূত হইয়া নিজের প্রয়োজন বা ইচ্ছা না থাকিলেও হয়ত ভৃত্যত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় । কিন্তু অচিন্ত্যশক্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঐ সকল কোনও কারণ নাই, যেহেতু তিনি নিঃস্ব নহেন, বা তাঁহার কোনরূপ অতৃপ্ত ভোগবাসনাও নাই, তিনি "স্বারাজ্য-লক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ" অর্থাৎ পূর্ণানন্দময়স্বরূপে নিত্যই সমস্ত ভোগে তৃপ্তিমান্, আর কাহারও নিকটে তিনি দুর্ব্বল বা পরাভূত নহেন, "লোকপালৈঃ কিরীটকোটিড়িতপাদপীঠঃ"—সাধারণ নরপতিগণ ত দূরের কথা, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল পর্য্যন্ত যাঁহার চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া সেবা করিয়া থাকেন, তিনি আবার কাহার নিকট পরাভূতহইতে পারেন ? অথচ সেই শ্রীকৃষ্ণই উগ্রসেনের নিকট ভৃত্যভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কত মিনতি করিয়া বিনীতভাবে ব্যবহার করিয়াছেন ! এ সকল কিসের জন্য ? ইহা কি ভক্তের প্রতি অসীম করুণায় তাঁহারই গৌরব বৃদ্ধির জন্য নহে ? হে বিদুর ! আমরা তাহার রহস্য বুঝিতে সমর্থ নই, তাই কেবল পদে পদে সন্দেহ ও নানারূপ গ্লানি অনুভব করাই আমাদের কার্য্য ॥ ২১।২২ ॥

অন্বয়ঃ ।—অহো ! (বিস্ময়ে অব্যয়ম্) অসাধ্বী (দুষ্টা) বকী (পূতনা) জিঘাংসয়া (হন্তুমিচ্ছয়া) যং (শ্রীকৃষ্ণং) স্তনকালকূটং (স্তনানুলিপ্তবিষম্) অপায়য়ৎ অপি (যদ্যপি পায়িতবতী তথাপি) ধাত্র্যুচিতাং (ধাত্র্যাঃ স্তনদায়িন্যা যশোদায়াঃ, উচিতাং সদৃশীং) গতিং (গোলোকগমনং) লেভে (প্রাপ্তবতী) ততঃ (শ্রীকৃষ্ণাৎ) অন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম (কৃষ্ণব্যতিরিক্তস্য কস্য শরণাগতা ভবেম ইত্যর্থঃ) ॥ ২৩ ॥

মন্যেঽসুরান্ ভাগবতাংস্ত্র্যধীশে সংরম্ভমার্গাভিনিবিষ্টচিত্তান্।
যে সংযুগেঽচক্ষত তার্ক্ষ্যপুত্রমংসে সুনাভায়ুধমাপতন্তম্ ॥ ২৪ ॥

মূলানুবাদ।—অহো! দুষ্টা পূতনা রাক্ষসী যাঁহাকে বধ করিবার ইচ্ছায় বিষময় স্তন পান করাইয়াছিল, তথাপি (তাঁহার কৃপায়) ধাত্রীর যোগ্য সদ্‌গতি লাভ করিয়াছিল, (সুতরাং) সেই শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহার নিকট আমরা কৃপাময় বলিয়া শরণাগত হইব? ॥ ২৩

শ্রীধরটীকা। —এবমনুবৃত্তিঃ কৃপয়ৈবেতি সূচয়ন্ অপকারিষ্বপি তস্য কৃপালুতাং দর্শয়ন্নাহ। অহো আশ্চর্য্যং দয়ালুতায়াঃ। হন্তুমিচ্ছয়াপি স্তনয়োঃ সম্ভৃতং কালকূটং বিষং যমপায়য়ৎ। বকী পূতনা অসাধ্বী দুষ্টাপি ধাত্র্যা যশোদায়া উচিতাং গতিং লেভে। ভক্তবেশমাত্রেণ যঃ সদ্গতিং দত্তবানিত্যর্থঃ। ততোঽন্যং কং বা ভজেম ॥২৩

অন্বয়ঃ।—যে (অসুরাঃ) সংযুগে (যুদ্ধে) অংসে সুনাভায়ুধং (অংসে স্কন্ধে স্থিতঃ সুনাভায়ুধঃ চক্রায়ুধঃ শ্রীহরির্যস্য তম্ ইতি বহুব্রীহিসমাসে কৃতে বাহুল্যাৎ সপ্তম্যা অলুক্) আপতন্তম্ (আগমনকারিণং) তার্ক্ষ্যপুত্রং (গরুড়ম্) অচক্ষত (অবলোকিতবন্তঃ) [তান্] ত্র্যধীশে (শ্রীকৃষ্ণে) সংরম্ভমার্গাভিনিবিষ্টচিত্তান্ (সংরম্ভঃ ক্রোধবেগঃ স এব মার্গঃ পন্থাঃ তেন অভিনিবিষ্টং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি একাগ্রকৃতং চিত্তং যেষাং তান্, অত্যন্তক্রোধবশাৎ কৃষ্ণং বৈরিভাবেন সর্ব্বদা অত্যুৎকটং চিন্তয়ত ইত্যর্থঃ) অসুরান্ (কেশিচানূরশকটাসুরাদীন্ অপীতিশেষঃ) ভাগবতান্ (ভগবদ্ভক্তান্) মন্যে (উৎপ্রেক্ষে অহমিতিশেষঃ) ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—আমার মনে হয়, অসুরগণও যেন ভগবানের পরম ভক্ত; তাহাদের চিত্ত ক্রোধরূপ পথ অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত নিবিষ্ট ছিল, (তাই বুঝি) তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণকে স্কন্ধে লইয়া গরুড়কে আসিতে দেখিয়াছিল ॥ ২৪

শ্রীধরটীকা।—ননু ভাগবতানেব ভগবাননুগৃহ্লাতীতি প্রসিদ্ধম্, সত্যম্। অসুরানপ্যহং ভাগবতানেব মন্যে, যতো ভগাবতা ইব তেঽপি ভগবদ্ধ্যানাভিনিবেশেন ভগবন্তমপরোক্ষং পশ্যন্তীত্যাহ। সংরম্ভঃ ক্রোধাবেশঃ তেন মার্গেণাভিনিবিষ্টং চিত্তং যেষাং তান্। অতএব সংগ্রামে তার্ক্ষ্যঃ কশ্যপঃ তস্য পুত্রং গরুড়ম্। অংসে স্কন্ধে সুনাভায়ুধশ্চক্রায়ুধো হরির্যস্য তম্ অচক্ষত অপশ্যন্। তস্মাৎ তেষ্বপি অস্যানুগ্রহো যুক্ত এবেত্যর্থঃ। বক্ষ্যতি চ,—তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েদিতি ॥ ২৪

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীভগবানের সেবাবৃত্তি এমনই মধুর, এতই তাহার শক্তি যে আন্তরিক ভাবে সেবা করিলে ত কথাই নাই, অন্তরে বিরুদ্ধভাব পোষণ করিয়া বাহিরে সেবকের ভাব গ্রহণ করিলে তাহাতেও শ্রীভগবান্ তাঁহার সদ্‌গতি দান করেন। পূতনারাক্ষসী অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা ত দূরে থাকুক, পরম হিংসা পোষণ করিয়াই তাঁহাকে বিষময়স্তন পান করাইতে গিয়াছিল; কিন্তু ধাত্রীবেশ গ্রহণেই শ্রীভগবান্ তাহার সদ্‌গতি বিধান করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানে চিত্তের একাগ্রতা চাই, ভক্তগণ যেমন একাগ্রমনে ভগবান্‌কে ভাবেন বলিয়া তাঁহারা ভাগবত নামে অভিহিত হন এবং ভগবানের অসীম কৃপা লাভ করেন, তেমনি শত্রুভাবেও যাহারা একমনে উৎকটভাবে সর্ব্বদা তাঁহাতে তন্ময় হয়, কিসে তাঁহাকে পরাভব করিবে এই ভাবনায় যাহারা তদ্‌গতচিত্ত হইয়া যায়, তাহারাও বুঝি পরম ভাগবত নামেরই যোগ্য। তাহাদিগের প্রতিও শ্রীভগবানের অসীম করুণা দেখিতে পাই, কেননা তাহারাও যুদ্ধক্ষেত্রে গরুড়স্কন্ধে উপবিষ্ট সেই চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখিয়া অন্তিমের সফলতা লাভ করে। সুতরাং একান্তমনে তাঁহার ভাবনা চাই, বাহিরের দিকে চিত্ত বিক্ষেপ থাকিলেই গণ্ডগোল। হায়! এই জন্যই আমার ভাগ্যে বুঝি অন্তিমদশায় তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন ঘটিতেছে না! উদ্ধব এইরূপ নানাভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩—২৪

বসুদেবস্য দেবক্যাং জাতো ভোজেন্দ্রবন্ধনে ।
চিকীর্ষুর্ভগবানস্যাঃ শমজেনাভিযাচিতঃ ॥ ২৫ ॥
ততো নন্দব্রজমিতঃ পিত্রা কংসাদ্ধি বিভ্যতা ।
একাদশসমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোঽবসৎ ॥ ২৬ ॥
পরীতো বৎসপৈর্বৎসাংশ্চারয়ন্ ব্যহরদ্বিভুঃ ।
যমুনোপবনে কূজদ্দ্বিজসঙ্কুলিতাঙ্ঘ্রিপে ॥ ২৭ ॥
কৌমারীং দর্শয়ংশ্চেষ্টাং প্রেক্ষণীয়াং ব্রজৌকসাম্ ।
রুদন্নিব হসন্ মুগ্ধবালসিংহাবলোকনঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ ;—অজেন (ব্রহ্মণা) অভিযাচিতঃ (প্রার্থিতঃ) ভগবান্ (শ্রীহরিঃ) অস্যাঃ (পৃথিব্যাঃ) শং (মঙ্গলং) চিকীর্ষুঃ (কর্ত্তুমিচ্ছুঃ সন্) ভোজেন্দ্রবন্ধনে (ভোজেন্দ্রস্য কংসস্য বন্ধনে বন্ধনাগারে কারাগৃহে ইতি যাবৎ) বসুদেবস্য দেবক্যাং (বসুদেবপত্ন্যাং দেবক্যামিতিভাবঃ) জাতঃ (উৎপন্নঃ) ॥ ২৫

মূলানুবাদ ;—ভগবান্ শ্রীহরি ব্রহ্মার প্রার্থনা অনুসারে এই পৃথিবীর মঙ্গল সাধনেচ্ছায় কংসের কারাগারে বসুদেবপত্নী দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরটীকা ।—ইদানীং তস্যান্তর্দ্ধানপ্রকারং বক্তুম্ আদিত আরভ্য তচ্চরিতং সংক্ষেপতঃ কথয়তি । বসুদেবস্য ভার্য্যায়াং জাতঃ । ভোজেন্দ্রঃ কংসস্তস্য বন্ধনে বন্ধনাগারে অস্যাঃ পৃথিব্যাঃ শং সুখং চিকীর্ষুঃ ; অজেন ব্রহ্মণা যাচিতঃ সন্ ॥ ২৫

অন্বয়ঃ ;—ততঃ (উৎপত্ত্যনন্তরং) কংসাৎ বিভ্যতা হি (ভয়ং প্রাপ্নুবতা এব) পিত্রা (বসুদেবেন হেতুভূতেন ইতি যাবৎ) নন্দব্রজং (নন্দস্য নন্দগোপস্য ব্রজং তন্নামকপ্রসিদ্ধস্থানবিশেষম্) ইতঃ (প্রাপ্তঃ সন্) তত্র (ব্রজে) সবলঃ (বলরামসহিতঃ) গূঢ়ার্চ্চিঃ (গুপ্তপ্রভাবঃ সন্) একাদশসমাঃ (একাদশবৎসরান্) অবসৎ (অবস্থিতবান্) ॥ ২৬

মূলানুবাদ ;—অনন্তর পিতা বসুদেব কংসভয়ে ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজধামে নন্দালয়ে রাখিয়া আসেন ; তথায় তিনি আত্মতেজ গোপন রাখিয়া বলরামের সহিত এগার বৎসর বাস করেন ॥ ২৬

শ্রীধরটীকা ;—পিত্রা হেতুভূতেন নন্দব্রজম্ ইতো গতঃ । একাদশসমাঃ সংবৎসরান্ । গূঢ়ার্চ্চিঃ গুপ্ততেজাঃ ॥ ২৬

অন্বয়ঃ ;—মুগ্ধবালসিংহাবলোকনঃ (মুগ্ধঃ মনোহরঃ, বালঃ বালকঃ সন্নপি সিংহস্যেব অবলোকনং দৃষ্টিবিক্ষেপো যস্য স তথাবিধঃ) রুদন্নিব (প্রলোভ্যবস্তুপ্রার্থনায়াং প্রথমতঃ রোদনং কুর্ব্বন্নিব তিষ্ঠতি, ততঃ তদ্বস্তুপ্রাপ্তৌ সত্যাং তৎক্ষণাদেব) হসন্ (হাস্যং কুর্ব্বন্) ব্রজৌকসাং (ব্রজবাসিনাং) প্রেক্ষণীয়াং (সাগ্রহদর্শনযোগ্যাং) কৌমারীং চেষ্টাং (শৈশবব্যবহারং) দর্শয়ন্ বিভুঃ (স শ্রীকৃষ্ণঃ) কূজদ্দ্বিজসঙ্কুলিতাঙ্ঘ্রিপে (কূজদ্ভিঃ শব্দায়মানৈঃ, দ্বিজৈঃ পক্ষিভিঃ সঙ্কুলিতা পরিব্যাপ্ত্যাঃ, অঙ্ঘ্রিপা বৃক্ষা যত্র তস্মিন্ শব্দায়মানপক্ষিপরিব্যাপ্তবৃক্ষরাজিশোভিতে ইত্যর্থঃ) যমুনোপবনে (যমুনাতীরবর্ত্তিনি উপবনে) বৎসপৈঃ (গোবৎসপালকৈঃ গোপবালকৈঃ) পরীতঃ (পরিবৃতঃ সন্) বৎসান্ (গোবৎসান্) চারয়ন্ (পরিচর্য্যায়া রক্ষন্) ব্যহরৎ (বিহারং কৃতবান্) ॥ ২৭।২৮

স এব গোধনং লক্ষ্ম্যা নিকেতং সিতগোবৃষম্ ।
চারয়ন্নমুগান্ গোপান্ রণদ্বেণুররীরমৎ ॥ ২৯ ॥
প্রযুক্তান্ ভোজরাজেন মায়িনঃ কামরূপিণঃ ।
লীলয়া ব্যনুদৎ তাংস্তান্ বালঃ ক্রীড়নকানিব ॥ ৩০ ॥

মূলান্মুবাদ ;—মনোমুগ্ধর বালক হইলেও যাঁহার দৃষ্টিপাত সিংহশিশুর ন্যায় নির্ভীক, সেই শ্রীকৃষ্ণঃ কখনও কাঁদিয়া কখনও হাসিয়া ব্রজবাসিদিগকে নয়নরঞ্জন বাল্যলীলা প্রদর্শন করাইয়া নানাবিধ মধুর শব্দকারি পক্ষি-পরিব্যাপ্ত বৃক্ষসমূহে সুশোভিত যমুনাতীরস্থ উপবনে গোপবালকগণপরিবেষ্টিত হইয়া গোবৎস চারণপূর্ব্বক বিহার করিতেন ॥ ২৭—২৮

শ্রীধরটীকা ;—ব্যহরৎ অক্রীড়ৎ। কুজদ্ভির্দ্বিজৈঃ পক্ষিভিঃ সঙ্কুলিতা ব্যাপ্তা অঙ্ঘ্রিপা বৃক্ষা যস্মিন্ ॥ ২৭॥ রুদন্নিবেতি ইবশব্দস্য যথাযোগ্যং সর্ব্বত্রান্বয়ঃ। মুগ্ধো বালশ্চ যঃ সিংহস্তদ্বদবলোকনং যস্য সঃ ॥ ২৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ;—বিদুরের প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিয়াও এতবৎকাল উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণবিরহের প্রবল উচ্ছ্বাসে তন্ময় হইয়া শ্রীগোবিন্দের নানাবিধ সুখ-দুঃখ-গুণ-গৌরবাদি পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন,—কিন্তু ক্রম স্থির ছিল না। কথায় বার্ত্তায় ক্রমশঃ তাঁহার আবেগ একটু স্তিমিত হইল, সুতরাং সেই "বার্ত্তাং সখে কীর্ত্তয় তীর্থকীর্ত্তেঃ"—হে সখে! গোবিন্দের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন" বিদুরের এই প্রার্থনার কথা আবার মনে পড়িল, এজন্য সম্প্রতি তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সমস্ত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ॥ ২৫—২৮

অন্বয়ঃ ।—স এব (কালক্রমেণ কিঞ্চিদধিকবয়ঃপ্রাপ্তঃ স শ্রীকৃষ্ণ এব) লক্ষ্ম্যাঃ (নানাবর্ণশোভায়াঃ) নিকেতম্ (আশ্রয়ং) সিতগোবৃষং (সিতাঃ শুভ্রবর্ণাঃ গোবৃষা যত্র তৎ) গোধনং চারয়ন্ (পরিচর্য্যয়া পালয়ন্) রণদ্বেণুঃ (মুরলীবাদনপরায়ণঃ সন্) অনুগান্ (সহচরান্) গোপান্ অরীরমৎ (রময়ামাস) ॥ ২৯

মূলানুবাদ ।—সেই শ্রীকৃষ্ণ (একটু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে) শ্বেতবর্ণবৃষযুক্ত নানাবর্ণে সুশোভিত গোধনসকল চারণ করিতে করিতে বংশীধ্বংনি করিয়া সহচর গোপালবালকগণকে আনন্দিত করিতেন ॥ ২৯

শ্রীধরটীকা ;—স এবাধিকং বয়ঃ প্রাপ্তঃ সন্ গোধনং চারয়ন্। কথম্ভূতং গোধনম্? লক্ষ্ম্যাঃ শোভাদিসম্পদো নিকেতম্। সিতা গোবৃষা যস্মিন্ নানাবর্ণে গোসঙ্ঘে। রণন্ শব্দং কুর্ব্বন্ বেণুর্যস্য, অরীরমৎ রময়ামাস ॥ ২৯

অন্বয়ঃ ;—বালঃ (অল্পবয়স্কোঽপি কৃষ্ণঃ) ভোজরাজেন (কংসেন) প্রযুক্তান্ (প্রেরিতান্) মায়িনঃ (মায়াবিনঃ) [অতএব] কামরূপিণঃ (স্বেচ্ছানুরূপগ্রহণক্ষমান্) তাংস্তান্ (চরান্) ক্রীড়নকানিব (ক্রীড়ার্থং মৃত্তিকাদিনির্ম্মিতসিংহাদীনিব) লীলয়া (অনায়াসেন) ব্যনুদৎ (বিনাশিতবান্) ॥ ৩০

মূলানুবাদ ।—শ্রীকৃষ্ণ (অল্পবয়স্ক) হইলেও বালকবালিকাগণ খেলার পুতুলগুলিকে (মৃত্তিকাদি-নির্ম্মিত সিংহব্যাঘ্রাদিকে) যেমন অনায়াসে ভাঙ্গিয়া ফেলে, সেইরূপ অনায়াসে কংসের প্রেরিত মায়াবী ইচ্ছানুরূপ মূর্ত্তিধারী চরদিগকে সংহার করিয়াছিলেন ॥ ৩০

শ্রীধরটীকা ।—ব্যনুদৎ জঘান। ক্রীড়নকান্ তৃণাদিভির্নির্ম্মিতান্। সিংহাদীন্ যথা ॥ ৩০

বিপন্নান্ বিষপানেন নিগৃহ্য ভুজগাধিপম্ ।
উত্থাপ্যাপায়য়দ্গাবস্তত্তোয়ং প্রকৃতিস্থিতম্ ॥ ৩১ ॥
অযাজয়দ্গোসবেন গোপরাজং দ্বিজোত্তমৈঃ ।
বিত্তস্য চোরুভারস্য চিকীর্ষুঃ সদ্ব্যয়ং বিভুঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ ।—বঃ (উ+অঃ বঃ, তথাচ উ ভো বিদুর !) অঃ (বাসুদেবঃ, অকারো বাসুদেবঃ স্যাদিতি একাক্ষরকোষাৎ) ভুজগাধিপং (কালিয়সর্পং) নিগৃহ্য (নিহত্য) বিষপানেন বিপন্নান্ (বিষপূর্ণজলপানাদিনা মূর্চ্ছিতান্) গাঃ (গোসমূহান্ উপলক্ষণেন গোপালাংশ্চ) উত্থাপ্য (জলাৎ উদ্ধৃত্য) প্রকৃতিস্থিতং (স্বভাবপরিণতং নির্ব্বিষম্ ইতি যাবৎ) তত্তোয়ং (তৎকালিয়হ্রদজলম্) অপায়য়ৎ (পায়য়ামাস, পানেন সুস্থিতান্ চকারেতি ভাবঃ) ॥ ৩১

মূলানুবাদ ।—হে বিদুর ! শ্রীকৃষ্ণ কালিয়সর্পকে দমন করিয়া তাহার বিষপূর্ণ জলপানে মূর্চ্ছিত গো এবং গোপবালকদিগকে জল হইতে উঠাইয়া (নিজ মাহাত্ম্যগুণে) সেই জলকে বিষশূন্য করিয়া তাহাদিগকে জলপান করাইয়া সুস্থ করিয়াছিলেন ॥ ৩১

শ্রীধরটীকা ।—বিপন্নান্ মৃতান্ গোপান্, গাব ইতি গাশ্চ উত্থাপ্য তদেব তোয়ং প্রকৃতিস্থিতং নির্ব্বিষম্ ॥ ৩১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী—পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলেই বসুদেব কংসভয়ে তাঁহাকে নন্দালয়ে রাখিয়া আসেন এবং শ্রীকৃষ্ণ সেখানে এগার বৎসরকাল নিজ অসামান্য প্রভাব গোপন করিয়া "গূঢ়ার্চ্চিঃ" ভাবে বাস করিয়াছিলেন। এই এগার বৎসর বয়সের মধ্যেই তাঁহার বাল্যভাব হইতে ক্রমশঃ পূর্ণ কিশোর ভাব পর্য্যন্তের লীলা প্রকটিত হয়। এস্থলে "গূঢ়ার্চ্চিঃ" কথাটীর দ্বারা এইরূপ ভাব সূচিত হইতেছে যে, অগ্নি যেমন প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তিতে কোনও কাষ্ঠাদিকে আশ্রয় করিলে বিশেষ কোনও দাহাড়ম্বর দেখা যায় না, কিন্তু অল্প অল্প করিয়া কাষ্ঠখানি ভস্ম করিয়া ফেলে, শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ ভূভারহরণের বিশেষ কোনও আড়ম্বর প্রদর্শন করেন নাই, অথচ সময়ে সময়ে অল্প অল্প করিয়া এমন ভাবে নিজ কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন—যাহাতে তখন তখন তাঁহার অমানুষিক ভাব প্রকাশ না পায়। এই তিনটী শ্লোকে সেই প্রণালীর কার্য্য বর্ণিত হইতেছে। গোচারণ, বংশীবাদন প্রভৃতি দ্বারা রাখালবালকগণের সহিত তিনি ক্রীড়া করিতেছেন, কদাচিৎ হয়ত একজনকে মারিয়া বসিলেন, ফলতঃ কিন্তু কংসের চর নিহত হইল। কখনও একটা সর্পকে বিনাশ করিয়া গোগণকে বা রাখালদের জলপান করার পথ নিষ্কণ্টক করিলেন, ফলতঃ কালিয়সর্প বিনাশ করা হইল ॥ ২৯-৩১

অন্বয়ঃ ।—বিভুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) উরুভারস্য (প্রভূতপরিমাণস্য) বিত্তস্য (গোপরাজধনরত্নাদেঃ) সদ্ব্যয়ং চ (চকারাৎ ইন্দ্রস্য মানভঙ্গমপি) চিকীর্ষুঃ (কর্ত্তুমিচ্ছুঃ সন্) দ্বিজোত্তমৈঃ (ব্রাহ্মণৈঃ) গোপরাজং (নন্দং) গোসবেন অযাজয়ৎ (গোসবঃ ইন্দ্রপূজাভঙ্গপূর্ব্বকগোপূজনাত্মকো যজ্ঞবিশেষঃ, তেন অভেদে তৃতীয়া, তথাচ গোসবাখ্যং যজ্ঞমকারয়দিত্যর্থঃ) ॥ ৩২

মূলানুবাদ ।—শ্রীকৃষ্ণ গোপরাজ নন্দের প্রভূত পরিমাণ ধনরত্নের সদ্ব্যয় ও ইন্দ্রের মানভঙ্গ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ব্রাহ্মণগণদ্বারা গোপরাজকে গোসব নামক যজ্ঞ করাইয়াছিলেন ॥ ৩২

শ্রীধরটীকা ।—ইন্দ্রপূজাভঙ্গেন কৃতা গবাং পূজৈব গোসবো গোযজ্ঞস্তেন। গোপরাজং নন্দম্। বিত্তস্য চেতি চকারাদিন্দ্রস্য মানভঙ্গং কুর্ব্বন্। উরুভারস্য অতিসমৃদ্ধস্য ॥ ৩২

বর্ষতীন্দ্রে ব্রজঃ কোপাদ্ভগ্নমানেঽতিবিহ্বলঃ।
গোত্রলীলাতপত্রেণ ত্রাতো ভদ্রানুগৃহ্নতা ॥ ৩৩ ॥
শরচ্ছশিকরৈর্মৃষ্টং মানয়ন্ রজনীমুখম্।
গায়ন্ কলপদং রেমে স্ত্রীণাং মণ্ডলমণ্ডনঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরোদ্ধবসংবাদে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।—(হে) ভদ্র (বিদুর!) ভগ্নমানে (পূজাভঙ্গাৎ অপমানিতে) ইন্দ্রে কোপাৎ বর্ষতি (অত্যন্তবৃষ্টিং কুর্ব্বতি সতি) অতিবিহ্বলঃ (অত্যন্তব্যাকুলঃ) ব্রজঃ (ব্রজবাসিজনসমূহঃ) অনুগৃহ্নতা (অনুগ্রহযুক্তেন শ্রীকৃষ্ণেন; গোত্রলীলাতপত্রেণ (গোত্রঃ গোবর্দ্ধনপর্ব্বতঃ, স এব লীলাতপত্রং ছত্রস্বরূপেণধৃতঃ, তেন) ত্রাতঃ (রক্ষিতঃ) ॥ ৩৩ ॥

মূলানুবাদ।—হে বিদুর! পূজাভঙ্গে অপমানিত হইয়া ইন্দ্র যখন ক্রোধে প্রবল বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অনুগ্রহপূর্ব্বক গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে ছত্ররূপে ধারণ করিয়া বিপন্ন ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—কোপাদ্বর্ষতি। গোত্রঃ পর্ব্বত এব লীলাতপত্রং তেন। হে ভদ্র ॥ ৩৩ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—উদ্ধব বলিতে লাগিলেন—বলরাম প্রলম্বাসুরকে বধ করিলে বর্ষার অপগমে বৃন্দাবনে নবীন শরৎশোভা আবির্ভূত হইল। গোপরাজ নন্দ হর্ষোৎফুল্লচিত্তে গোপগণসহ মিলিত হইয়া ইন্দ্রোৎসব আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন নন্দকে বুঝাইয়া বলিলেন—গোপজাতির পক্ষে গোপূজাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। সুতরাং নন্দ তখন ইন্দ্রোৎসব বন্ধ করিয়া গোযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। তাহাতে ইন্দ্র অত্যন্ত কুপিত হইয়া নন্দরাজ্যে সাত দিন ভীষণ বৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। গোপগণ নিতান্ত বিপন্ন অবস্থায় হতাশ হইয়া পড়িল, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উৎপাটিত করিয়া নন্দরাজ্যের উপরিভাগে ছত্রের ন্যায় তাহা ধারণ পূর্ব্বক সকলকে রক্ষা করিয়াছিলেন। লীলাময়ের কি অপূর্ব্ব লীলা! ঐশী শক্তির কি অপূর্ব্ব মহিমা! অন্য দেবতার শক্তি যতই প্রবল হউক না কেন, ভগবৎশক্তির নিকট তাহাকে পরাভব স্বীকার করিতেই হইবে। এই গোযজ্ঞের প্রবর্ত্তনাবধি গোবর্দ্ধন ধারণ পর্য্যন্ত লীলা-প্রদর্শন ছলে শ্রীকৃষ্ণ জীবকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যেও স্ব স্ব জাতীয় অধিকারানুরূপ কর্ম্মপথে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতে শত বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও ভগবান্ স্বয়ং তাহা নিবারণ করিবেন ॥ ৩২-৩৩ ॥

অন্বয়ঃ।—[প্রাপ্তপূর্ণকিশোরাবস্থঃ শ্রীকৃষ্ণঃ] শরচ্ছশিকরৈঃ (শারদচন্দ্রকিরণৈঃ) মৃষ্টং (সমুজ্জ্বলং) রজনীমুখং (প্রদোষং) মানয়ন্ (অভিনন্দয়ন্) কলপদং (মধুরং সঙ্গীতং) গায়ন্, স্ত্রীণাং মণ্ডলমণ্ডনং (ব্রজরমণীনাং মণ্ডলং সমূহং মণ্ডয়তি স্বহস্তেন ভূষয়তি যঃ তথাবিধঃ সন্) রেমে (রাসাদিক্রীড়ামনুষ্ঠিতবান্) ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

মূলানুবাদ।—শরৎকালীন চন্দ্রালোকে রজনীমুখ সমুজ্জ্বল দেখিয়া উৎফুল্লচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রজরমণীগণের শোভা সম্পাদনপূর্ব্বক সুমধুর সঙ্গীত সহকারে (রাসাদি) ক্রীড়ার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

শ্রীধরটীকা।—মৃষ্টমুজ্জ্বলম্। স্ত্রীণাং মণ্ডলং মণ্ডয়তীতি তথা ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীভগবান্‌কে যাঁহারা যে ভাবে সেবা করে, তিনি সেই ভাবেই তাঁহাদের অভীষ্ট ফল প্রদান করেন। ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণপ্রেমে কান্তভাবে ভজনা করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনিও সেই প্রেমের উদ্দীপনাবৰ্দ্ধক শারদ জ্যোৎস্না, মোহন বংশীধ্বনি, সুমধুর সঙ্গীত প্রভৃতি সহকারে তাঁহাদের প্রেমসেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সহিত রাসক্রীড়াদি করিয়া তাঁহাদের কামনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। (এই লীলার বিস্তৃত বিবরণ ১০ম স্কন্ধে রাসপঞ্চাধ্যায়ে বর্ণিত হইবে) ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীধামশান্তিপুরপুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং
শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী-সমাখ্যায়াং তাৎপর্য্য-
সমালোচনায়াং তৃতীয়স্কন্ধস্য দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

তৃতীয় স্কন্ধঃ।

—০:০—

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

—০*০—

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

ততঃ স আগত্য পুরং স্বপিত্রোশ্চিকীর্ষয়া শং বলদেবসংযুতঃ।
নিপাত্য তুঙ্গাদ্রিপুযূথনাথং হতং ব্যকর্ষদ্ব্যসুমোজসোর্ব্ব্যাম্ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তদনন্তরং) সঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বপিত্রোঃ (স্বীয়জনকজনন্যোঃ) শং (সুখস্য) [শমিতি সুখার্থকমব্যয়ং] চিকির্ষয়া (কর্ত্তুমিচ্ছয়া) বলদেবসংযুতঃ (বলদেবেন সহিতঃ সন্) পুরং (মধুপুরং) আগত্য (ব্রজপুরাদিতিশেষঃ) তুঙ্গাৎ (উন্নতাৎ রাজমঞ্চাৎ) ওজসা (বীর্য্যেণ) নিপাত্য (পাতয়িত্বা) হতং (আহতং) [অতএব] ব্যসুং (বিগতপ্রাণং) রিপুযূথনাথং (শত্রুকুলশ্রেষ্ঠং কংসং) উর্ব্ব্যাং (ভূমিতলে) ব্যকর্ষৎ (বিকর্ষিতবান্) ॥ ১

মূলানুবাদ।—উদ্ধব বলিলেন—অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পিতামাতা বসুদেব ও দেবকীর শান্তিবিধানমানসে বলরামের সহিত ব্রজধাম হইতে মধুপুরে আসিয়া শত্রুশ্রেষ্ঠ রাজা কংসকে উচ্চ রাজমঞ্চ হইতে বলপূর্ব্বক নিপাতিত করিয়া আহত করিলেন এবং সেই আঘাতেই তাহার মৃত্যু হইলে কংসের বিশাল মৃতদেহ ভূমিতে বিকর্ষিত করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

শ্রীধরটীকা—তৃতীয়ে মথুরামেত্য ব্রজাৎ কংসবধাদিকম্।
যৎ কৃতং দ্বারকায়াঞ্চ কৃষ্ণেন তদবর্ণয়ৎ ॥

শমিত্যব্যয়ম্। পিত্রোঃ সুখস্য চিকীর্ষয়েত্যর্থঃ। তুঙ্গাৎ রাজমঞ্চাৎ। রিপুযূথনাথং কংসম্। ব্যসোরপি বিকর্ষণং পিত্রোঃ সুখার্থম্ ॥ ১ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধাম হইতে মথুরাপুরে আসিয়া কংসবধাদিরূপ যে সকল কার্য্য করিয়াছেন এবং তথা হইতে দ্বারকাপুরীতে গিয়াও প্রধানতঃ যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহাই শ্রীউদ্ধব তৃতীয়াধ্যায়ে বিদুরের নিকট সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের জনক ও জননী বসুদেব দেবকী, রাজা কংসের কারাগারে দৃঢ়নিগড়ে আবদ্ধ থাকিয়া সেই কারানিগড়ের যন্ত্রণায় নিতান্তই নিপীড়িত হইয়াছিলেন এবং সেই অসহনীয় দুঃখবিমোচনার্থে সর্ব্বদাই শ্রীভগবান্‌কে ডাকিতেছিলেন; পরন্তু জন্মমাত্রেই কংসভয়ে শিশুসন্তানটিকে বৃন্দাবনে নন্দালয়ে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। তাহাকে দেখিবার জন্য সর্ব্বদাই তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিতেছিল। সেই শিশুরূপী ভগবান্‌কে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহারা একপ্রকার তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন। অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাদের প্রাণের টানে মথুরায় আসিবার জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়াও পরিব্যাপ্ত ব্রজলীলাসমাপনের অনুরোধে এবং কংসধ্বংসের কাল পূর্ণ হওয়ার প্রতীক্ষায় এতদিন আসিতে পারেন নাই। যে ভাবেই হউক, ভগবান্‌কে মনে প্রাণে ডাকিতে পারিলে এবং তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে, তিনি আর কিছুতেই অধিক

সান্দীপনেঃ সকৃৎপ্রোক্তং ব্রহ্মাধীত্য সবিস্তরম্ ।
তস্মৈ প্রাদাদ্বরং পুত্রং মৃতং পঞ্চজনোদরাৎ ॥ ২ ॥
সমাহূতা ভীষ্মককন্যয়া যে শ্রিয়ঃ সবর্ণেন বুভূষয়ৈষাম্ ।
গান্ধর্ব্ববৃত্ত্যা মিষতাং স্বভাগং জহ্রে পদং মূর্দ্ধ্নি দধৎ সুপর্ণঃ ॥ ৩ ॥

অপেক্ষা করিতে পারেন না। তাই শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতার দুঃখবিমোচনার্থ সমস্ত উপেক্ষা করিয়া ব্রজধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক ধনুর্যজ্ঞদর্শন উপলক্ষে বলরামের সহিত মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজা কংসকে উচ্চ রাজমঞ্চ হইতে ভূতলে নিপাতিত করিয়া বীর্য্যভরে আহত করিলেন। কংসরাজ সাধারণের নিকট অতুল বলবিক্রমশালী হইলেও ভগবচ্ছক্তির নিকট সেই বলবিক্রম অতি তুচ্ছ ; সুতরাং কৃষ্ণের সেই আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। কিন্তু অতিবালক শ্রীকৃষ্ণের আঘাতমাত্রেই প্রবলপরাক্রান্ত অতিদুর্দ্ধর্ষ কংসের মৃত্যু উপস্থিত দর্শকবৃন্দের বিশ্বাসযোগ্য হইল না। অতএব শ্রীকৃষ্ণ সাধারণের সমক্ষে সেই বিশাল মৃতদেহ ক্রীড়াপুত্তলীর ন্যায় ভূতলে টানাটানি করিয়া দেখাইয়া কংসের মৃত্যু বিষয়ে সকলকে নিঃসন্দিগ্ধ করিলেন ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।—(স শ্রীকৃষ্ণঃ) সান্দীপনেঃ (তন্নামকমুনেঃ সকাশাৎ) সকৃৎপ্রোক্তং (সান্দীপনিমুনিনা-একবারকথিতং) সবিস্তরং (ষড়ঙ্গসহিতং) ব্রহ্ম (বেদং) অধীত্য পঞ্চজনোদরাৎ (পঞ্চজননামকদৈত্যস্যোদরং বিদার্য্য) [ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী] মৃতং পুত্রং (যমলোকাদানীয়েতি শেষঃ) তস্মৈ (সান্দীপনিমুনয়ে) বরং (তৎপুত্ররূপং বরং) প্রাদাৎ (দত্তবান্) ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ ।—পরে তিনি সান্দীপনিমুনির নিকটে একবার মাত্র শ্রবণ করিয়া ষড়ঙ্গ সমস্ত বেদ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এবং (পাঠসমাপনান্তে) পঞ্চজন নামক দৈত্যের উদর বিদারণ পূর্ব্বক (যমলোক হইতে মৃতপুত্র আনিয়া) সেই মুনিকে (দক্ষিণাস্বরূপ) বর প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২

শ্রীধরটীকা।—ব্রহ্ম বেদং সবিস্তরং ষড়ঙ্গাদিসহিতম্। পঞ্চজনোদরবিদারণদ্বারা পুত্রমানীয়েত্যর্থঃ ॥২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—একবারমাত্র উপদেশেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সাঙ্গ সমস্তবেদ আয়ত্ত করা অন্যের পক্ষে অসম্ভব হইলেও অনন্তশক্তি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর, কেননা চতুর্ব্বেদ তাঁহার নিশ্বাস-স্বরূপ। কেবল লৌকিকাচারেই তিনি সান্দীপনি মুনিকে গুরু স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরুশুশ্রূষাদি লৌকিক ব্যবহারে তিনি অতীব প্রীত হইয়াছিলেন। পাঠসমাপনান্তে যখন শ্রীকৃষ্ণ গুরুদক্ষিণা দিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন স্বভাবতঃ সর্ব্বজ্ঞপুরুষ শ্রীভগবানের সহিত অধ্যয়ন-অধ্যাপনারূপ নিকটসম্বন্ধ উপস্থিত হওয়ায় তিনি যে অনন্তশক্তি তাহা বুঝিতে মুনিবরের বাকি রহিল না, তাই তিনি সর্ব্বশোকনিবারক শ্রীকৃষ্ণের নিকট মণিকাঞ্চনাদি সামান্য ধন প্রার্থনা না করিয়া নিজের ও নিজ পত্নীর পুত্রশোকনিবারণরূপ বর প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও "তথাস্তু" বলিয়া সমুদ্রে মৃত মুনিপুত্রকে বাঁচাইয়া আনিবার জন্য সমুদ্রজলে প্রবেশপূর্ব্বক ভূভারহরণচ্ছলে শঙ্খরূপী জলচারী পঞ্চজন নামক অসুরের উদর বিদারণ করিলেন এবং মুনিপুত্রপ্রাপ্তির জন্য সমুদ্রের বাক্যানুসারে তথা হইতে যমলোকে যাইয়া যমরাজের নিকট হইতে মৃত গুরুপুত্র ফিরাইয়া আনিয়া গুরুদেবকে সমর্পণ করিলেন। ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ মানবগণকে এই শিক্ষা দিলেন যে, গুরুর আদেশ প্রতিপালনের জন্য সকলেরই যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ ।—ভীষ্মক কন্যয়া (ভীষ্মকরাজনন্দিন্যা রুক্মিণ্যা) শ্রিয়ঃ (লক্ষ্ম্যাঃ) সবর্ণেন (সমানেন রূপেণ) যে (রাজানঃ) সমাহূতাঃ [হ্রস্বত্বমার্ষং] (তদ্রূপাকৃষ্টা এব যে রাজানঃ তৎপাণিগ্রহণবাসনয়া সমা-

ককুদ্মিনো বিদ্ধনসো দমিত্বা স্বয়ংবরে নাগ্নজিতীমুবাহ।
তদ্ভগ্নমানানপি গৃধ্যতোঽজ্ঞান্ জঘ্নেঽক্ষতঃ শস্ত্রভৃতঃ স্বশস্ত্রৈঃ ॥ ৪ ॥

গতা ইত্যর্থঃ)[শ্রীকৃষ্ণঃ] মিষতাং (কৃষ্ণাগমনশঙ্কয়া ইতস্ততঃ সচকিতং পশ্যতাম্) এষাং (শিশুপালাদিনৃপতীনাং) মূর্দ্ধি (মস্তকে) পদং দধৎ (চরণং নিক্ষিপন্) গান্ধর্ব্ববৃত্ত্যা (পরস্পরসময়রূপগান্ধর্ব্ববিধানেন) বুভূষয়া (তয়া সহ বিবাহিতো ভবিতুমিচ্ছয়া) সুপর্ণঃ (গরুড়ঃ) স্বভাগং (সুধামিব স্বভাগং শ্রীরুক্মিণীরূপং স্বাংশং) জহ্রে (অপহৃতবান্) ॥ ৩

মূলানুবাদ ।—ভীষ্মকরাজনন্দিনী রুক্মিণীর লক্ষ্মীসদৃশ রূপে সমাকৃষ্ট হইয়া যে সকল নৃপতিগণ তাঁহার পাণিগ্রহণ মানসে সমাগত হইয়াছিলেন, (কৃষ্ণভয়ে) ইতস্ততঃ সচকিত দৃষ্টিনিক্ষেপকারী সেই সকল নৃপতিগণের মস্তকে পদাঘাত করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করিবার বাসনায় সুধাহারী গরুড়ের ন্যায় নিজ অংশস্বরূপা রুক্মিণীকে হরণ করিয়াছিলেন ॥ ৩

শ্রীধরটীকা ।—ভীষ্মককন্যয়া রুক্মিণ্যা যে রাজানঃ সমাহুতাঃ। হ্রস্বত্বমার্ষম্। সমাহ্বতা ইতি পাঠে আকৃষ্টা ইত্যর্থঃ। কেন সাধনেন? শ্রিয়ো লক্ষ্ম্যাঃ সবর্ণেন সমানেন রূপেণ। যদ্যপি তয়া কেবলং শ্রীকৃষ্ণ এবাহূতঃ ন সর্ব্বে, তথাপি তস্যা লাবণ্যং তেষামাগমনে হেতুরিতি তয়ৈবাহূতা ইত্যুচ্যতে। এষাং মিষতাং পশ্যতাং মূর্দ্ধ্নি পদং দধৎ, তয়া সহ গান্ধর্ব্ববৃত্ত্যা পরস্পরসময়রূপয়া বুভূষয়া ভবিতুমিচ্ছয়া জহার। কথম্ভূতাম্? স্বভাগম্। লক্ষ্ম্যংশত্বাৎ তয়া স্বাত্মনোঽর্পিতত্বাচ্চ। সুপর্ণঃ সুপতনঃ। যদ্বা সুপর্ণ ইব স্বভাগং সুধামিত্যর্থঃ। যদ্বা শ্রিয়ঃ রুক্মিণ্যাঃ সমানং বর্ণদ্বয়বাচকং যস্য সঃ শ্রিয়ঃ সবর্ণো রুক্মী তেন সমাহূতা যে শিশুপালাদয়ঃ। কিমর্থম্? ভীষ্মককন্যয়া সহ তেষাং বুভূষয়া ভূতির্ভবত্বিত্যেতদর্থম্। তত্র শিশুপালস্যাহ্বানং বরত্বেন বুভূষয়া। জরাসন্ধাদীনাং তদ্বিবাহোৎসবেন। শেষং পূর্ব্ববৎ ॥ ৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—ভীষ্মকরাজকন্যা রুক্মিণী একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই পাণিগ্রহণার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন, তথাপি অন্যান্য রাজগণও তাঁহারই রূপে আকৃষ্ট হইয়া তথায় আসিয়াছিলেন বলিয়াই "সমাহুতা ভীষ্মককন্যয়া যে" এই কথা মূলে বলা হইয়াছে। কিন্তু রুক্মিণী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর অংশ, সুতরাং তাঁহার পক্ষে অন্যান্য রাজগণকে আহ্বান করা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক বিধায় এস্থলে টীকাকারগণ অন্যরূপ ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। যথা—"শ্রিয়ঃ রুক্মিণ্যাঃ সমানো বর্ণৌ 'রুক্মি' 'ইত্যক্ষরদ্বয়ং বাচকৌ যস্য স শ্রিয়ঃ সবর্ণো রুক্মী তেন" অর্থাৎ ভীষ্মক রাজপুত্র রুক্মী শিশুপালের সহিত রুক্মিণীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া বিবাহ উপলক্ষে জরাসন্ধ প্রভৃতি যে সকল রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই কৃষ্ণবিদ্বেষী; সুতরাং তাঁহারা কৃষ্ণভয়ে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া অতি সতর্কতা সহকারে বিবাহ সভায় অবস্থান করিতেছিলেন; কিন্তু ভগবদিচ্ছার বিরুদ্ধে কাহারও কোন সতর্কতাই ফলবতী হয় না। সুতরাং তাঁহাদের সকল সতর্কতাই ব্যর্থ হইল। শ্রীকৃষ্ণ সকলের মস্তকে পদাঘাত করিয়া পূর্ব্বসঙ্কেত মতে গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করিবার মানসে নিজের অংশস্বরূপা রুক্মিণীকে হরণ করিয়াছিলেন। শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতি নৃপতিগণ শত চেষ্টা করিয়াও তাহার প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না ॥ ৩

অন্বয়ঃ ।—সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বয়ংবরে (স্বয়ংবরকালে) অবিদ্ধনসঃ (অবিদ্ধনাসিকান্ অতএবাতিকষ্টদম্যানিতি ভাবঃ) ককুদ্মিনঃ (সপ্তবৃষভান্) দমিত্বা (পরাভূয়) নাগ্নজিতীং (নগ্নজিন্নামককোশলাধিপতেরপত্যত্বেন তন্নাম্নীং সত্যাপরাভিধানাং কন্যাং) উবাহ (উপযেমে) তদ্ভগ্নমানানপি (তৈর্ব্বৃষৈভস্তদ্দমনেন

প্রিয়ং প্রভুর্গ্রাম্য ইব প্রিয়ায়া বিধিৎসুরার্চ্ছদ্দ্যুতরুং যদর্থে।
বজ্র্যাদ্রবৎ তং সগণো রুষান্ধঃ ক্রীড়ামৃগো নূনময়ং বধূনাম্ ॥ ৫ ॥

বা ভগ্নো মানঃ বলবত্তাভিমানঃ যেষাং তথাভূতানপি) গৃধ্যতঃ (তাং কন্যামভিকাঙ্ক্ষতঃ) [অতএব] অজ্ঞান্ (-অবিবেচকান্) শস্ত্রভৃতঃ (তৎকন্যানয়নার্থং কৃষ্ণং প্রতি শস্ত্রধারিণো রাজ্ঞঃ) অক্ষতঃ (তচ্ছস্ত্রৈঃ স্বয়মপরিক্ষত-শরীর এব) স্বশস্ত্রৈঃ (স্বকীয়বিশিখৈঃ) [অথবা স্বেষাং স্বপক্ষীভূতার্জ্জুনাদীনাং শস্ত্রৈঃ] জঘ্নে (জঘান) ॥ ৪

মূলানুবাদ ।—(অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ) স্বয়ম্বরকালে অতি দুর্দ্দম অবিদ্ধনাসিক সাতটি বৃষকে দমন করিয়া নাগ্নজিতী নামিকা রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং সেই বৃষদমনে ভগ্নমান হইয়াও অনেক নরপতি স্বীয় অজ্ঞতা প্রযুক্ত সেই কন্যার অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ নিজে অক্ষতশরীরে থাকিয়াই সেই সকল নরপতিগণকে নিজ অস্ত্রদ্বারা নিহত করিয়াছিলেন ॥ ৪

শ্রীধরটীকা ;—ককুদ্মিনো বৃষভান্ অবিদ্ধনাসিকান্ কৃত্বেতি বা। তৈর্বৃষৈভস্তদ্দমনেন বা ভগ্নো মানো যেষাং তথাপি তাং গৃধ্যতঃ কাময়মানান, অতএবাজ্ঞান্ শস্ত্রভৃতো রাজ্ঞঃ তচ্ছস্ত্রৈরক্ষত এব জঘান ॥ ৪

শ্রীভাগবতভাস্বতবর্দ্ধিনী ;—নাগ্নজিতীর পিতা কোশলাধিপতি রাজা নগ্নজিত বীরশ্রেষ্ঠ জামাতা লাভের প্রত্যাশায় স্বয়ম্বর সভায় অতিবীর্য্যসম্পন্ন অবিদ্ধনাসিক সাতটি বৃষ উপস্থিত করিয়া পণ করিয়াছিলেন যে, “যিনি এই বৃষদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই নাগ্নজিতীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন।” তদনুসারে বিবাহসভায় উপস্থিত রাজগণ সকলেই একে একে বৃষদমনে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ সেই দুর্দ্দম বৃষদিগের দমন করিয়া নাগ্নজিতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। ইহাতে সেই বৃষদমনে উপস্থিত রাজন্যবর্গ নিতান্তই হতমান হইলেও নিজেদের অজ্ঞতাপ্রযুক্ত সেই নাগ্নজিতীর লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সকলে মিলিতভাবে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অসামান্য অস্ত্রনৈপুণ্যবলে সকলের অস্ত্র ব্যর্থ করিয়া স্বয়ং অক্ষত শরীরে সেই অস্ত্রধারী রাজন্যবর্গকে নিহত করিয়াছিলেন ॥ ৪

অন্বয়ঃ ।—প্রভুঃ (স্বতন্ত্রঃ সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) গ্রাম্য ইব (স্ত্রীপরতন্ত্র ইব) [ন তু বস্তুগত্যা স্ত্রীপরতন্ত্র ইত্যর্থঃ] প্রিয়ায়াঃ (সত্যভামায়াঃ) প্রিয়ং (অভিলষিতং) বিধিৎসুঃ (বিধাতুমিচ্ছুঃ সন্) দ্যুতরুং (পারিজাতবৃক্ষং) আর্চ্ছৎ (আনীতবান্) যদর্থে (যন্নিমিত্তং) রুষা (ক্রোধেন) অন্ধঃ (সদসদ্দর্শনাসমর্থঃ) বজ্রী (বজ্রধারী ইন্দ্রঃ) সগণঃ (গণৈঃ স্ববলৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ সন্) তং (শ্রীকৃষ্ণং) আদ্রবৎ (যুদ্ধার্থমনুসৃতবান্) [নন্থ বিপদুদ্ধারকেণ শ্রীকৃষ্ণেন সহ ইন্দ্রস্য যুদ্ধোদ্যমঃ সর্ব্বথৈবাযুক্তঃ ইত্যাহ ক্রীড়ামৃগ ইতি] নূনং (নিশ্চিতমেব) অয়ং (বজ্রী) বধূনাং (শচ্যাদীনাং) ক্রীড়ামৃগঃ (ক্রীড়াহরিণস্বরূপঃ আসীদিতি শেষঃ) [তথাচ স্ত্রীপ্রেষিত এবেন্দ্র ঈদৃশমন্যায্যানুষ্ঠিতবানিতি ভাবঃ] ৫

মূলানুবাদ ।—[শ্রীকৃষ্ণ] স্বতন্ত্র হইয়াও স্ত্রীপরতন্ত্রের ন্যায় প্রিয়তমা সত্যভামার প্রীতিবিধানেচ্ছু হইয়া স্বর্গ হইতে পারিজাত বৃক্ষ আনিয়াছিলেন। সেই পারিজাত বৃক্ষের নিমিত্ত বজ্রধারী ইন্দ্র ক্রোধান্ধ হইয়া সদলবলে যুদ্ধার্থ শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই ইন্দ্র শচী প্রভৃতি নিজ প্রিয়তমাগণের ক্রীড়ামৃগস্বরূপ ছিলেন, নচেৎ কখনও তিনি বিপদুদ্ধারক শ্রীকৃষ্ণের সহিত এইরূপ যুদ্ধোদ্যম করিতে পারিতেন না ॥ ৫

শ্রীধরটীকা ;—যদা অদিত্যাঃ কুণ্ডলে দাতুং স্বর্গং গতস্তদা প্রভুঃ স্বতন্ত্রোঽপি গ্রাম্যঃ স্ত্রীপরতন্ত্র

স্নুতং মৃধে খং বপুষা গ্রসন্তং দৃষ্ট্বা স্নুনাভোন্মথিতং ধরিত্র্যা।
আমন্ত্রিতস্তত্তনয়ায় শেষং দত্ত্বা তদন্তঃপুরমাবিবেশ ॥ ৬॥
তত্রাহৃতাস্তা নরদেবকন্যাঃ কুজেন দৃষ্ট্বা হরিমার্ত্তবন্ধুম্।
উত্থায় সদ্যো জগৃহুঃ প্রহর্ষব্রীড়ানুরাগপ্রহিতাবলোকৈঃ ॥ ৭ ॥

ইব প্রিয়ায়াঃ সত্যভামায়াঃ প্রিয়ং বিধাতুমিচ্ছুঃ দ্যুতরুং পারিজাতম্ আনীতবান্। যদর্থে যন্নিমিত্তং তং শ্রীকৃষ্ণং বজ্রী স্ত্রীপ্রেরিতো যোদ্ধুমধাবৎ। স্বকার্য্যসাধকেন তেন সহ যুদ্ধোদ্যমস্তস্যাযুক্ত এবেত্যাহ ক্রীড়ামৃগ ইতি। অয়ং বজ্রী ॥ ৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অদিতির কুণ্ডলপ্রদানার্থ স্বর্গগমনকালে সত্যভামাকেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। সত্যভামা নন্দন-কাননসন্দর্শনকালে স্বর্গীয় পরিজাত বৃক্ষের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহা পাইবার জন্য কৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং স্বতন্ত্র হইয়াও স্ত্রীপরতন্ত্রের ন্যায় তাঁহার সেই অনুরোধ রক্ষা করিলেন। কিন্তু তাহাতে এক অনর্থ ঘটিল—স্ত্রীপরতন্ত্র দেবরাজ ইন্দ্র মনে করিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রীপরতন্ত্র হইয়াই আমার পারিজাতহরণস্বরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সুতরাং ইহার প্রতিশোধ লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। এদিকে শচী প্রভৃতি ইন্দ্রপত্নীগণও তখন ইন্দ্রকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। অতএব ইন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অত্যন্ত ক্রোধান্ধ হইয়া সদলবলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধার্থে ধাবিত হইলেন এবং অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের নিকট পরাস্ত হইয়া নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। জগতে স্ত্রীবশ্যতা ও ক্রোধান্ধতা উভয়ই বহু অনর্থের মূল। ইন্দ্র যদি ইন্দ্রাণীর ক্রীড়ামৃগস্বরূপ না হইতেন, তবে কদাচ তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া স্বীয় বিপদুদ্ধারক সর্ব্বনিয়ন্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—বপুষা (শরীরেণ) খং (আকাশং) গ্রসন্তং (আচ্ছাদয়ন্তং) স্নুতং (ভৌমং নরকাসুরং) মৃধে (যুদ্ধে) স্নুনাভেন (সুদর্শনচক্রেণ) উন্মথিতং (নিহতং) দৃষ্ট্বা ধরিত্র্যা (তন্মাত্রা ভূম্যা) [ভুমিপুত্রো নরকাসুরঃ] আমন্ত্রিতঃ (প্রার্থিতঃ সন্) [শ্রীকৃষ্ণঃ] শেষং (হৃতাবশিষ্টং রাজ্যং তত্তনয়ায় (তস্য নরকাসুরস্য পুত্রায় ভগদত্তায়) দত্ত্বা তদন্তঃপুরং (তস্য নরকাসুরস্য পুরাভ্যন্তরং) আবিবেশ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ৬

মূলানুবাদ।—ভূমিপুত্র নরকাসুর নিজের শরীর দ্বারা আকাশ আচ্ছাদন করিতে উদ্যত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করিয়া সুদর্শন চক্র দ্বারা তাহাকে বধ করিলেন, তখন তদীয় জননী ধরিত্রীর কাতর প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ হৃতাবশিষ্ট রাজ্য নরকাসুরপুত্রকে (ভগদত্তকে প্রদান) করিয়া নরকাসুরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥ ৬

শ্রীধরটীকা।—স্নুনাভেন চক্রেণোন্মথিতং হতং স্নুতং ভৌমং দৃষ্ট্বা তস্য মাত্রা ধরিত্র্যা ভূম্যা আমন্ত্রিতঃ প্রার্থিতঃ সন্ তস্য তনয়ায় ভগদত্তায় হৃতশেষং রাজ্যং দত্ত্বা ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—তত্র (তস্মিন্নন্তঃপুরে) কুজেন (নরকাসুরেণ) আহৃতাঃ (বলাদানীয় যাঃ স্থাপিতাঃ) তাঃ নরদেবকন্যাঃ (নানাদেশীয়নৃপতীনাং কন্যাঃ) আর্ত্তবন্ধুং (পীড়িতজনশরণং) হরিং (অন্তঃপুরপ্রবিষ্টং শ্রীকৃষ্ণং) দৃষ্ট্বা (অবলোক্য) সদ্যঃ (তৎক্ষণাদেব) উত্থায় (তৎসম্মানপ্রদর্শনার্থং দণ্ডায়মানা ভূত্বা) প্রহর্ষব্রীড়ানুরাগপ্রহিতাবলোকৈঃ (প্রহর্ষঃ তদ্দর্শনজনিতানন্দঃ, ব্রীড়া কন্যকাজনস্বভাবসিদ্ধা লজ্জা, অনুরাগঃ দর্শনমাত্রেণৈব তৎপ্রাপ্ত্যভিলাষঃ, তৈঃ প্রহিতাঃ প্রেষিতাঃ যে অবলোকাঃ কটাক্ষপাতা তৈঃ) জগৃহুঃ (পতিত্বেন স্বীচক্রুঃ) ॥ ৭

আসাং মুহূর্ত্ত একস্মিন্ নানাগারেষু যোষিতাম্ ।
সবিধং জগৃহে পাণীননুরূপঃ স্বমায়য়া ॥ ৮ ॥
তাস্বপত্যান্যজনয়দাত্মতুল্যানি সর্ব্বতঃ ।
একৈকস্যাং দশ দশ প্রকৃতের্বিবুভূষয়া ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ ।—সেই অন্তঃপুরে নরকাসুর যে সকল রাজকন্যাদিগকে হরণ করিয়া আনিয়া আবদ্ধ রাখিয়াছিল, আর্ত্তবান্ধব শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তাহারা সকলেই তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হর্ষ, লজ্জা ও অনুরাগপ্রেরিত কটাক্ষপাতে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিল ॥ ৭ ॥

শ্রীধরটীকা ।—তত্রান্তঃপুরে কুজেন ভৌমেন যা আহৃতাস্তাঃ । প্রহর্ষশ্চ ব্রীড়া চ অনুরাগশ্চ তৈঃ প্রহিতাঃ প্রেরিতাঃ যে অবলোকাস্তৈর্জগৃহুঃ স্বীকৃতবত্যঃ ॥ ৭

অন্বয়ঃ ।—[অথ শ্রীকৃষ্ণঃ] স্বমায়য়া (স্বস্যাচিন্ত্যচিচ্ছক্ত্যা) অনুরূপঃ (তত্তদ্বাসনানুরূপঃ সন্) একস্মিন্ মুহূর্ত্তে (একস্মিন্নেব ক্ষণে) নানাগারেষু (বিভিন্নগৃহেষু) [স্থিতানামিতি শেষঃ] আসাং যোষিতাং (পূর্ব্বোক্তরাজকন্যানাং) পাণীন্, সবিধং (বিবাহোচিতপ্রকারসহিতং যথাস্যাত্তথা) জগৃহে (গৃহীতবান্) ॥ ৮

মূলানুবাদ ।—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অসীম অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে তাঁহাদের বাসনানুরূপ রূপ ধারণ করিয়া বিবাহোচিত আড়ম্বরের সহিত একসময়েই ভিন্ন ভিন্ন গৃহে সেই সকল কন্যাগণের পাণিগ্রহণ করিলেন ॥ ৮

শ্রীধরটীকা ।—আসাং যোষিতাং পাণীন্ তত্তদনুরূপঃ সন্ সবিধং বিবাহোচিতপ্রকারসহিতং যথা ভবতি তথা জগৃহে ॥ ৮

অন্বয়ঃ ।—[ততঃ সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ] প্রকৃতেঃ (মায়ায়াঃ) বিবুভূষয়া (বিবিধভবনেচ্ছয়া) [অথবা] প্রকৃতেঃ (স্বরূপস্যৈব প্রকৃতিশ্চ স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চেত্যমরঃ) বিবুভূষয়া (বিভবেচ্ছয়া) তাসু (যোষিৎসু) একৈকস্যাং (একস্যাং একস্যাং স্ত্রিয়াং) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বৈগু´ণৈঃ) আত্মতুল্যানি (স্বানুরূপাণি) দশ দশ অপত্যানি (তনয়ান্) অজনয়ৎ (উৎপাদিতবান্) ॥ ৯

মূলানুবাদ ।—তৎপরে (শ্রীকৃষ্ণ) প্রকৃতির বিস্তারবাসনায় সেই সকল স্ত্রীগণের প্রত্যেক স্ত্রীতে আত্মতুল্য [রূপগুণবিশিষ্ট] দশ দশটি পুত্র উৎপাদিত করিলেন ॥ ৯

শ্রীধরটীকা ।—সর্ব্বতঃ সর্ব্বৈগু´ণৈঃ স্বতুল্যানি । প্রকৃতের্মায়ায়া বিবিধং ভবনং বিস্তারস্তদিচ্ছয়া । যদ্বা প্রকৃতের্হেতোর্বিবিধং ভবিতুমিচ্ছয়া ॥ ৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।-পুরাণান্তরে অসাধুসঙ্গদোষপ্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, নরকাসুর ধরিত্রীরূপ বিশুদ্ধ মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেও অসাধু বাণাসুরের সংসর্গে তাহার কুবুদ্ধি উপস্থিত হয়। সেই কুবুদ্ধিবশে সে দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ ও রাজন্যবর্গের বহু কন্যা বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া নিজান্তঃপুরে অবরুদ্ধ রাখিয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধের দ্বারকালীলার বর্ণনা অনুসারে দেখা যায়, সেই কন্যাদিগের সংখ্যা ষোল হাজার। পরাশর বলিয়াছেন—তাহাদের সংখ্যা ষোল হাজার একশত। যাহাহউক, নরকাসুরের অত্যাচারে তদানীন্তন সকলেই অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সে দেবমাতা অদিতির কুণ্ডলদ্বয় এবং ইন্দ্রের ছত্রাদিও হরণ করিয়াছিল, এমন কি পরিশেষে নিজের শরীর বিস্তার পূর্ব্বক সমস্ত আকাশ গ্রাস করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তখন দেবরাজ ইন্দ্র অনন্যোপায় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট শরণাগত হইয়া নরকাসুরের অত্যাচার জানাইলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গরুড় বাহনে যাইয়া সুদর্শন

কালমাগধসাল্বাদীননীকৈরুন্ধতঃ পুরম্।
অজীঘনৎ স্বয়ং দিব্যং স্বপুংসাং তেজ আদিশৎ ॥ ১০ ॥
শম্বরং দ্বিবিদং বাণং মুরং বল্কলমেব চ।
অন্যাংশ্চ দন্তবক্রাদীনবধীৎ কাংশ্চ ঘাতয়ৎ ॥ ১১ ॥
অথ তে ভ্রাতৃপুত্রাণাং পক্ষয়োঃ পতিতান্ নৃপান্।
চচাল ভূঃ কুরুক্ষেত্রং যেষামাপততাং বলৈঃ ॥ ১২ ॥

চক্র দ্বারা নরকাসুরকে নিহত করিলেন। তদ্দর্শনে নরকাসুরের মাতা ধরিত্রী শ্রীকৃষ্ণকে স্তবাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। তাঁহার প্রার্থনামত শ্রীকৃষ্ণও নরকাসুরের হৃতাবশিষ্ট রাজ্য পুত্র তাহার ভগদত্তকে অর্পণ করিয়া নরকাসুরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন অন্তঃপুরাবরুদ্ধ রাজকন্যাগণ আর্ত্তজনবান্ধব জগদারাধ্য শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া সকলেই মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাহাদের বাসনা পূরণার্থ নিজের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যবলে সেই রাজকন্যাগণের সমসংখ্যক শরীর ধারণ করিয়া একই সময়ে বিবাহোচিত আড়ম্বরের সহিত বিভিন্ন গৃহে সকলের পাণিগ্রহণ করিলেন এবং স্বীয় প্রকৃতির বিস্তার মানসে সেই স্ত্রী সকলের প্রত্যেক স্ত্রীতে আত্মানুরূপ দশ দশটি পুত্র উৎপাদিত করিয়াছিলেন। এস্থলে ইহাও অবশ্য জ্ঞাতব্য যে, উক্তরূপে ঐ কন্যাগণের বিবাহ ও তাহাতে পুত্রোৎপাদনাদি লীলা শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাতে সম্পাদিত করিয়াছিলেন ॥ ৬—৯

অন্বয়ঃ।—অনীকৈঃ (সৈন্যৈঃ) পুরং (মথুরাভবনং) রুন্ধতঃ (আবৃণ্বতঃ) কালমাগধসাল্বাদীন্ (কালঃ কালযবনঃ, মাগধঃ জরাসন্ধঃ, সাল্বঃ তন্নাম্নাপ্রসিদ্ধঃ, তে আদয়ো যেষাং তান্ নৃপতীন্) [মুচুকুন্দ-ভীমাদিভির্নিমিত্তমাত্রৈঃ] স্বয়ং (শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়মেব) অজীঘনৎ (ঘাতিতবান্) [তেন চ] স্বপুংসাং (তেষাং মুচুকুন্দাদি স্বপরিজনানাং) তেজঃ (প্রভাবং কীর্ত্তিঞ্চ) আদিশৎ (বিস্তারিতবান্) ॥ ১০

মূলানুবাদ।—অনন্তর কালযবন, জরাসন্ধ ও সাল্ব প্রভৃতি নরপতিগণ বিপুল সৈন্যদ্বারা মথুরাপুরী অবরোধ করিলে (মুচুকুন্দ ও ভীমাদিকে উপলক্ষ করিয়া) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই তাহাদিগকে নিহত করিলেন এবং তদ্দ্বারা (সেই মুচুকুন্দ প্রভৃতি) স্বীয় পরিজনগণের প্রভাব ও কীর্ত্তি বিস্তার করিলেন ॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—কালঃ কালযবনঃ। রুন্ধতঃ আবৃণ্বতঃ। মুচুকুন্দভীমাদিভিঃ, নিমিত্তমাত্রৈঃ, স্বয়মেব অজীঘনৎ ঘাতিতবান্। তেন চ স্বপুংসাং তেজঃ প্রভাবং কীর্ত্তিং বা দত্তবান্ ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—শম্বরং দ্বিবিদং বাণং মুরং বল্কলমেব চ, অন্যাংশ্চ কাংশ্চিন্নরপতীন্ (বলদেবপ্রদ্যুম্নাদিভিঃ) ঘাতয়ৎ (অঘাতয়ৎ, অড়াগমাভাব আর্ষঃ) দন্তবক্রাদীন্ (দন্তবক্রাদিনাম্না প্রসিদ্ধানতিদুর্দ্ধর্ষান্) অবধীৎ (বিনাশিতবান্) [শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়মেবেত্যাদিঃ] ॥ ১১

মূলানুবাদ।—এতদ্ব্যতীত তিনি (বলদেব ও প্রদ্যুম্নাদি দ্বারা) শম্বর, দ্বিবিদ, বাণ, মুর, বল্কল ও অন্যান্য কতিপয় নরপতিগণের বিনাশসাধন করিলেন এবং দন্তবক্রাদি (অতি দুর্দ্ধর্ষ) দুর্জনদিগকে স্বয়ংই নিহত করিলেন ॥ ১১

শ্রীধরটীকা।—শম্বরদ্বিবিদবল্কলানন্যানপি কাংশ্চিৎ প্রদ্যুম্নরামাদিভির্ঘাতয়ৎ অঘাতয়ৎ। ঘাতয়ন্নিতি বা পাঠঃ। দন্তবক্রাদীন্ স্বয়মেবাবধীৎ ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—[হে বিদুর!] অথ (অনন্তরঃ) কুরুক্ষেত্রং (তন্নামকং সুপ্রসিদ্ধযুদ্ধক্ষেত্রং) আপততাং

স কর্ণদুঃশাসনসৌবলানাং কুমন্ত্রপাকেণ হতশ্রিয়ায়ুষম্ ।
সুযোধনং সানুচরং শয়ানং ভগ্নোরুমুর্ব্ব্যাং ন ননন্দ পশ্যন্ ॥১৩॥
কিয়ান্ ভুবোঽয়ং ক্ষপিতোরুভারো যদ্‌দ্রোণভীষ্মার্জ্জুনভীমমূলৈঃ ।
অষ্টাদশাক্ষৌহিণিকো মদংশৈরাস্তে বলং দুর্ব্বিষহং যদূনাম্ ॥ ১৪ ॥

(আগচ্ছতাং) যেষাং (নরপতিনাং) বলৈঃ (সৈন্যৈঃ) ভূঃ (সর্ব্বাপি পৃথিবী) চচাল (চকম্পে) [তান্] তে (তব) ভ্রাতৃপুত্রাণাং (যুধিষ্ঠিরাদীনাং দুর্য্যোধনাদীনাঞ্চ) পক্ষয়োঃ পতিতান্ (উভয়পক্ষপাতিন ইত্যর্থঃ) নৃপান্ (নরপতীন্) [ঘাতয়ৎ—অঘাতয়ৎ ইতিপূর্ব্বশ্লোকস্থক্রিয়য়াভিসম্বন্ধঃ] ॥ ১২

মূলানুবাদ।—[হে বিদুর !] তোমার ভ্রাতৃপুত্র যুধিষ্ঠিরাদি ও দুর্য্যোধনাদির পক্ষপাতী হইয়া যে সমস্ত নরপতিগণ কুরুক্ষেত্রসমরে সমবেত হইয়াছিলেন, যাহাদের সৈন্যভরে সমস্ত পৃথিবী পরিকম্পিত হইয়াছিল, (শ্রীকৃষ্ণই) তাহাদেরও বিনাশসাধন করিয়াছেন ॥ ১২

শ্রীধরটীকা ;—নৃপান্ ঘাতয়দিত্যনুষঙ্গঃ। কথম্ভূতান্ ? কুরুক্ষেত্রমাপততামাগচ্ছতাং যেষাং বলৈঃ সৈন্যৈর্ভূঃ সর্ব্বাপি চচাল চকম্পে ॥ ১২

অন্বয়ঃ ;—স (শ্রীকৃষ্ণঃ) কর্ণ-দুঃশাসন-সৌবলানাং কুমন্ত্রপাকেন (কর্ণঃ, দুশাসনঃ, সৌবলঃ শকুনিঃ, তেষাং দুর্ম্মন্ত্রণাপরিণামেণ) হতশ্রিয়ায়ুষং (হতা শ্রীঃ আয়ুশ্চ যস্য তং) ভগ্নোরুং (ভগ্নঃ ভীমগদাভিঘাতেন আমর্দ্দিতঃ উরুর্যস্য তথাভূতং) সানুচরং (অনুচরবর্গেণ সহিতং) সুযোধনং (দুর্য্যোধনং) উর্ব্ব্যাং (ভূমিতলে) শয়ানং (নিপতিতং) পশ্যন্ ন ননন্দ (ভূভারহরণজনিতমানন্দং ন লেভে) ॥ ১৩

মূলানুবাদ ;—কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির কুমন্ত্রণায় ভীমের গদাভিঘাতে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ হইল, এবং দুর্য্যোধন হতশ্রী ও ক্ষীণায়ু হইয়া অনুচরবর্গের সহিত ভূতলে শয়ন করিলেন, কিন্তু তদ্দর্শনেও শ্রীকৃষ্ণ [ভূভারহরণের] আনন্দ লাভ করিতে পারিলেন না ॥ ১৩

শ্রীধরটীকা।—স কৃষ্ণঃ। হতা শ্রীঃ আয়ুশ্চ যস্য, ভগ্ন উরুর্যস্য তম্ উর্ব্ব্যাং শয়ানং পশ্যন্নপি ন ননন্দ তোষং ন প্রাপ ॥ ১৩

অন্বয় ;—[দর্শিতানন্দালাভে হেতুমাহ] অয়মিতি। দ্রোণ-ভীষ্মার্জ্জুন-ভীমমূলৈঃ (প্রধানতঃ কারণভূতৈঃ দ্রোণাদিভিঃ) [যদিত্যব্যয়ং] যৎ (যঃ) অষ্টাদশাক্ষৌহিণিকঃ (অষ্টাদশক্ষৌহিণীযুক্তঃ) [হ্রস্বত্বমার্ষং] অয়ং ভূবঃ (পৃথিব্যাঃ) উরুভারঃ (গুরুভারঃ) ক্ষপিতঃ (অপনোদিতঃ) [স] কিয়ান্ ? (অত্যল্প ইত্যর্থঃ।) [অত্র ক্ষপিতোরুভার ইতি সন্ধিরার্ষঃ, সমস্তত্বে তু বিধেয়াংশবিমর্শঃ সোঢ়ব্যঃ। অত্যল্পত্বে হেতুমাহ মদংশৈরিতি] যতঃ, মদংশৈঃ (প্রদ্যুম্নাদিভিঃ) [সুরক্ষিতমিতি শেষঃ] দুর্ব্বিসহং (সোঢ়ুমশক্যং) যদূনাং বলং (সৈন্যং) আস্তে (অদ্যাপি বর্ত্ততে ইতি শেষঃ) ॥ ১৪

মূলানুবাদ ;—[প্রধানতঃ] দ্রোণ, ভীষ্ম, ভীম ও অর্জ্জুনের কর্ত্তৃত্বে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য বিনষ্ট হওয়ায় পৃথিবীর যে গুরুতর ভার অপনোদিত হইয়াছে, তাহা অতি সামান্য মাত্র। কারণ আমার অংশ প্রদ্যুম্নাদি দ্বারা সুরক্ষিত দুর্ব্বিসহ যাদবসৈন্য অদ্যাপিও পৃথিবীতে বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—অনভিনন্দনপ্রকারমেবাহ কিয়ানিতি। দ্রোণাদিভির্মূলৈঃ কারণভূতৈঃ। যদিতি যঃ অষ্টাদশাক্ষৌহিণীযুক্তঃ। হ্রস্বত্বমার্ষম্। ক্ষপিতঃ উরুর্ভারো ভুবঃ। অয়ং কিয়ান্ অত্যল্প ইত্যর্থঃ। যস্মান্মদংশৈঃ প্রদ্যুম্নাদিভির্হেতুভূতৈর্দুর্ব্বিষহং বলমাস্তে ॥ ১৪

মিথো যদৈষাং ভবিতা বিবাদো মধ্বামদাতাম্রবিলোচনানাম্।
নৈষাং বধোপায় ইয়ানতোঽন্যো ময্যুদ্যতেঽন্তর্দ্দধতে স্ময়ং স্ম ॥১৫॥

অন্বয়ঃ।—মধ্বামদাতাম্রবিলোচনানাং (মধুনা মদ্যেন য আ সম্যক্ মদঃ মত্ততা তেন আতাম্রাণি আরক্তানি বিলোচনানি নয়নানি যেষাং তথাভূতানাং) এষাং (যদূনাং) যদা (যস্মিন্‌কালে) মিথঃ (পরস্পরং) বিবাদঃ (কলহঃ) ভবিতা (ভবিষ্যতি) তদা ইয়ান্ (পরস্পরবিবাদ এব) এষাং যাদবানাং বধোপায়ঃ (বধস্য হেতুঃ) [ভবিষ্যতীতি শেষঃ] অতঃ (অস্মাৎ পরস্পরবিবাদাৎ) অন্যঃ (ভিন্নঃ) [এষাং বধোপায়ঃ ন দৃশ্যত ইতি শেষঃ] ময়ি উদ্যতে (সংহারায় অন্তর্ধানায় বা উদ্‌যুক্তে সতি) স্ম (নিশ্চিতং) স্বয়ং (এতে স্বয়মেব) অন্তর্দ্ধধতে (পরস্পরবিবাদেনান্তর্দ্দধীরন্) ॥ ১৫

মূলানুবাদ।—যাদবগণ মদ্যপানে নিরতিশয় মত্ত হইয়া আরক্তলোচনে নিজেরাই যখন পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইবে, তখন সেই আত্মকলহই ইহাদের নিধনের হেতু হইবে। এতদ্ভিন্ন ইহাদের (যাদবগণের) নিধনের আর কোনও উপায় পরিলক্ষিত হইতেছে না। আমি তাহাদের সংহার বা অন্তর্ধানের জন্য উদযুক্ত হইলে তাহারাও স্বয়ংই পরস্পর কলহ করিয়া অন্তর্হিত হইবে ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা। – তেষাং ন চাত্রান্য উপায়ঃ প্রভবতি, কিন্তু মধুনা য আমদঃ সর্ব্বতোমদস্তেন আতাম্রবিলোচনানামেষাং বিবাদো যদা ভবিষ্যতি তদা ইয়ানেবৈষাং বধোপায়ঃ। অতোঽন্যো নাস্তি। একাত্মনোঽপি ময্যুদ্যতে সতি স্বয়মেব বিবাদেনান্তর্দ্দধীরন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৫

শ্রীভাগবতাম্বতবর্ষিণী।—পৃথিবী যখন পাপভারে অত্যন্ত আক্রান্ত হয়, তখনই শ্রীভগবান্ পূর্ণ বা অংশরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভার অপনোদিত করেন। শ্রীকৃষ্ণাবতারেরও পৃথিবীর ভারাপনোদনই প্রধান উদ্দেশ্য ; সুতরাং কংস ও কালযবনাদি দুষ্ট নৃপতিগণের মধ্যে অনেককেই তিনি নিজে একে একে নিহত করিলেন ও অনেককে নিজের অংশ প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি দ্বারা নিহত করাইলেন। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ যে সকল রাজগণ কুরুক্ষেত্রসমরে উভয়পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন, স্বতঃ পরতঃ তিনিই তাহাদের সসৈন্যে বিনাশসাধন করিলেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধন—কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির দুর্ম্মন্ত্রণার ফলে হতশ্রী, হতায়ুঃ ও ভগ্নোরু হইয়া ভূমিতে শয়ন করিলেন, তাঁহার অনুচরবর্গও সমস্ত নিহত হইল। কিন্তু এ সমস্ত দেখিয়াও শ্রীকৃষ্ণ ভূভারহরণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিলেন না, কারণ তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, প্রবলপরাক্রান্ত অগণনীয় যাদবগণ সমস্তই এখনও পৃথিবীতে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বেও কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যাহারা নিহত হইয়াছে, অসংখ্য যাদবগণের তুলনায় তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। কেননা যাহারা নিহত হইয়াছে, তাহাদের বিনাশের উপায় অনেকরূপেই সম্ভবপর ছিল, কিন্তু যাদবগণের বিনাশের কোনই উপায় পরিলক্ষিত হইতেছে না। অন্য এমন কোন বীরই নাই যে, যাদবগণের বিনাশসাধন করিতে পারে। এস্থানে এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, পৃথিবীতে লোকবাহুল্য ঘটিলে তাহাদের ভারেই যে পৃথিবী ভারাক্রান্ত হন, ইহা বলা চলে না। কারণ—যে পৃথিবী অসংখ্য পর্ব্বত, নদ-নদী ও সমুদ্রাদির ভার সর্ব্বদা বহন করিতেছেন, তাহার পক্ষে মনুষ্যাধিক্যের ভার অতি অকিঞ্চিৎকর হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব অধার্ম্মিকের আধিক্যেই পৃথিবী ভারবোধ করেন ইহাই সিদ্ধান্ত। অথচ সেই অধার্ম্মিকগণ প্রায় সকলেই শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। যাদবগণকে অধার্ম্মিক বলাও সঙ্গত হয় না, কারণ তাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বগণ, "ব্রাহ্মণ্যানাং বদান্যানাং নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনাং। বিপ্রশাপঃ কথমভূদ্‌ বৃষ্ণীনাং

এবং সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ স্বরাজ্যে স্থাপ্য ধর্ম্মজম্ ।
নন্দয়ামাস সুহৃদঃ সাধূনাং বর্ত্ম দর্শয়ন্ ॥১৬॥

কৃষ্ণচেতসাং ॥ শয্যাসনাটনালাপক্রীড়াস্নানাশনাদিষু। ন বিদুঃ সন্তমাত্মানং কৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণচেতসঃ ॥” ইত্যাদি উক্তি দ্বারাও যাদবগণের ধার্ম্মিকত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের ভারের জন্য এত চিন্তিত হইলেন কেন ? তাহার উত্তরে টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—ভার দুইপ্রকার দুঃখরূপ ও সুখরূপ। দুঃখরূপ ভার দুঃসহ ও সুখরূপ ভার সুসহ। যুবতীর পক্ষে পতির ভার, পুত্রবৎসলা মাতার পক্ষে ক্রোড়স্থিত পুত্রের ভার, এবং বণিকের পক্ষে মস্তকস্থিত ধনের ভার সুসহ। কিন্তু সেই সুখরূপ ভারও যদি নিজের তুলনায় অতিশয় অধিক হয়, তাহাও দুঃসহ হইয়া থাকে, যেরূপ বণিকের পক্ষে মস্তকস্থিত ধনের ভার সুসহ হইলেও সেই ধনের ভার যদি অত্যন্ত অধিক হয়, তবে স্বল্পবল বণিক কদাচ সেই ভার বহন করিতে সমর্থ হয় না। এইজন্য স্থানান্তরে বর্ণিত আছে যে, পরমধার্ম্মিক মহাভাগবত ভক্তচূড়ামণি বালক ধ্রুব, যখন অতিমাত্রায় তপোবলে বলীয়ান্ হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার অঙ্গুষ্ঠমাত্র নিপীড়নেই পৃথিবী নিম্নগামী হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধকালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন রথচক্রধারণ করিয়া অতি বিক্রমের সহিত ভীষ্মাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন, তখনও পৃথিবী বিকম্পিতা হইয়াছিলেন। ইহা ভীষ্মস্তবে পরিব্যক্ত আছে। নৃসিংহাবির্ভাবেও পৃথিবী অত্যন্ত নিপীড়িতা হইয়াছিলেন, ইহাও পুরাণে বর্ণিত আছে। অতএব পরমধার্ম্মিক যাদবগণের সুখরূপভার সুসহ হইলেও অত্যন্ত আধিক্যনিবন্ধন পৃথিবীর পক্ষে তাহা দুর্ব্বহ হওয়া অসঙ্গত নহে। পরন্তু পরার্দ্ধসংখ্যক যাদবগণকে পৃথিবীতে রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে সেই যাদবগণ কৃষ্ণবিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িবে, এজন্যও যাদবগণের সংহারচিন্তা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছিল। তাই তিনি যাদবগণের সংহারচিন্তা করিতে বসিয়া স্থির করিলেন যে, আমার অংশীভূত এই যাদবগণের সংহার সাধারণভাবে হওয়া অসম্ভব, সুতরাং মধুপানে মত্ত হইয়া ইহারাই যখন পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইবে, তখন নিজেরাই নিজেদের সংহারের কারণ হইবে। ইহাও লৌকিক উপায় প্রদর্শন মাত্র, বস্তুতঃ আমার ইচ্ছাতেই ইহারা আমার সহকারীরূপে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছে ; আবার আমি ইচ্ছা করিলেই ইহারা পরস্পর কলহ করিয়া পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবে। ১০-১৫

অন্বয়ঃ।—ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) এবং (পূর্ব্বশ্লোকদ্বয়োক্তং) সঞ্চিন্ত্য (বিভাব্য) ধর্ম্মজং (ধর্ম্মসূনুং যুধিষ্ঠিরং) স্বরাজ্যে (স্বীয়পৈতৃকরাজ্যে) স্থাপ্য (সংস্থাপ্য) [আর্ষত্বাদসমাসেঽপি ক্ত্বাযপ্] সাধূনাং (সজ্জনানাং) বর্ত্ম (পন্থানং) দর্শয়ন্ (সাধুচিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ) সুহৃদঃ (আত্মীয়ান্) নন্দয়ামাস (আনন্দিতাংশ্চকার) ॥ ১৬

মূলানুবাদ।—এইরূপে যদুবংশধ্বংসের উপায় চিন্তা করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার পৈতৃকরাজ্যে সংস্থাপিত করিলেন এবং সৎপথ প্রদর্শনপূর্ব্বক সুহৃদ্বর্গের আনন্দবিধান করিলেন ॥ ১৬

শ্রীধরটীকা।—এবং শ্লোকদ্বয়োক্তং ক্রমেণ সঞ্চিন্ত্য। স্বরাজ্যে স্থাপয়িত্বা ॥ ১৬

শ্রীভাগবতভাস্বতবর্ষিণী।—এই ভাবে ভূভারহরণের নানাবিধ উপায় চিন্তা করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র সমরে জয়প্রাপ্ত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার পৈতৃক রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং তাহাতেই তাঁহার বন্ধুবর্গ প্রীত হইলেন ॥ ১৬

উত্তরায়াং ধৃতঃ পুরোর্ব্বংশঃ সাধ্বভিমন্যুনা।
স বৈ দ্রৌণ্যস্ত্রসংপ্লুষ্টঃ পুনর্ভগবতা ধৃতঃ ॥ ১৭ ॥
অযাজয়দ্ধর্ম্মসুতমশ্বমেধৈস্ত্রিভির্বিভুঃ।
সোঽপি ক্ষ্মামনুজৈ রক্ষন্ রেমে কৃষ্ণমনুব্রতঃ ॥ ১৮ ॥
ভগবানপি বিশ্বাত্মা লোকবেদপথানুগঃ।
কামান্ সিষেবে দ্বার্ব্বত্যামসক্তঃ সাংখ্যমাস্থিতঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ।—অভিমন্যুনা (অর্জ্জনসূনুনা) উত্তরায়াং (উত্তরাভিধানায়াং স্বপত্ন্যাং) [যঃ] পুরোর্ব্বংশঃ (গর্ভরূপৈকমাত্রপুরুবংশাঙ্কুরঃ) সাধু (সুষ্ঠু যথা স্যাত্তথা) ধৃতঃ (আহিতঃ) দ্রৌণ্যস্ত্রসংপ্লুষ্টঃ (দ্রৌণেঃ অশ্বত্থাম্নঃ অস্ত্রেণ ব্রহ্মাস্ত্রেণ সংপ্লুষ্টঃ দগ্ধঃ) সঃ (গর্ভরূপপুরুবংশাঙ্কুরঃ) ভগবতা (শ্রীকৃষ্ণেন) পুনঃ ধৃতঃ (উদরং প্রবিশ্য পুনঃ রক্ষিতঃ) ॥ ১৭

মূলানুবাদ।—অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যু স্বীয় পত্নী উত্তরাতে যে পুরুবংশ (পুরুবংশের একমাত্র বীজস্বরূপ গর্ভ) নিহিত করিয়াছিলেন, তাহা অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধপ্রায় হইলে শ্রীকৃষ্ণই উদরে প্রবেশপূর্ব্বক পুনরায় তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ১৭

শ্রীধরটীকা।—ধৃতঃ রক্ষিতঃ ॥ ১৭

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীভগবান্ কিরূপে দুষ্টের দমন করিলেন তাহা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়া কি ভাবে তিনি সাধুর রক্ষণ করিলেন উদ্ধব তাহা এক্ষণে দেখাইবারজন্য বলিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাধুত্তম যুধিষ্ঠিরাদির রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ দুষ্টবর্গের দমন করিলেন এবং প্রিয়সখা অর্জ্জুনই তাঁহার [ইচ্ছানুসারে] দ্রোণাচার্য্যকে যুদ্ধে নিহত করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামা প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া অকথ্য অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল—এবং অবশেষে অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যুর পত্নী উত্তরার গর্ভে যে সন্তান ছিল সেই সন্তান নষ্ট করিবার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। তখন "ভক্তবিপদ্ভঞ্জন মধুসূদন রক্ষা কর" বলিয়া অভিমন্যুপত্নী উত্তরা শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে তৎক্ষণাৎ ভক্তবৎসল মধুসূদন উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিয়া গর্ভস্থ সন্তান (পরীক্ষিতকে) রক্ষা করেন। হে বিদুর! শ্রীভগবান্ এই ভাবেই দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।—বিভুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ধর্ম্মসুতং (যুধিষ্ঠিরং) ত্রিভিঃ অশ্বমেধৈঃ অযাজয়ৎ (অশ্বমেধাখ্যযাগং বারত্রয়ং কারিতবান্)। সোঽপি (ধর্ম্মরাজোঽপি) অনুজৈঃ (ভীমাদিভিঃ সহ) কৃষ্ণমনুব্রতঃ (শ্রীকৃষ্ণানুবর্ত্তী সন্) ক্ষ্মাং (পৃথিবীং) রক্ষন্ (পালয়ন্) রেমে (বিররাজ) ॥ ১৮

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণই ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরকে তিনবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরও ভীমাদি ভ্রাতৃগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্ত্তী হইয়া রাজ্যপালনপূর্ব্বক পরম সুখে বিরাজ করিতেছিলেন ॥ ১৮

শ্রীধরটীকা।—অনুজৈর্ভীমাদিভিঃ সহ ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—লোকবেদপথানুগঃ [লোকশিক্ষার্থং] (লৌকিকবৈদিকাচারানুগামী) বিশ্বাত্মা (বিশ্বেষাং জনানাং পরমাত্মস্বরূপঃ) ভগবানপি (শ্রীকৃষ্ণোঽপি) সাংখ্যং (প্রকৃতিপুরুষয়োর্ব্বিবেকং) আস্থিতঃ

স্নিগ্ধস্মিতাবলোকেন বাচা পীযূষকল্পয়া।
চরিত্রেণানবদ্যেন শ্রীনিকেতেন চাত্মনা ॥ ২০ ॥
ইমং লোকমমুঞ্চৈব রময়ন্ সুতরাং যদূন্।
রেমে ক্ষণদয়া দত্তক্ষণস্ত্রীক্ষণসৌহৃদঃ ॥ ২১ ॥

(উপলভমানঃ) [অতএব] অসক্তঃ (স্বয়মননুরক্তঃ সন্) দ্বার্ব্বত্যাং (দ্বারকায়াং) কামান্ (ভোগ্যবিষয়ান্) সিষেবে (বুভুজে) ॥ ১৯

মূলানুবাদ।—বিশ্বজনের পরমাত্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতি-পুরুষের পার্থক্য বিশেষরূপে অবগত ছিলেন, অতএব তিনিও নিজে সম্পূর্ণ অনাসক্ত থাকিয়াই [লোকশিক্ষার্থ] লৌকিক ও বৈদিক আচার অনুসারে দ্বারকাপুরীতে ভোগ্যবস্তুর উপভোগ করিয়াছিলেন ॥ ১৯

শ্রীধরটীকা।—সাংখ্যং প্রকৃতিপুরুষবিবেকম্ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—ক্ষণদয়া (রাত্র্যা) দত্তক্ষণস্ত্রীক্ষণসৌহৃদঃ (দত্তঃ ক্ষণঃ অবসরঃ উৎসবো বা যাসাং তথাভূতাসু স্ত্রীষু ক্ষণং সৌহৃদং যস্য সঃ তথাভূতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) স্নিগ্ধস্মিতাবলোকেন(স্নিগ্ধো যঃ স্মিতাবলোকঃ স্মিতসহিতোঽবলোকঃ তেন) পীযূষকল্পয়া (সুধাতুল্যয়া) বাচা (বচনেন) অনবদ্যেন (অনিন্দিতেন) চরিত্রেণ (স্বভাবেন) শ্রীনিকেতেন (শ্রিয়া লক্ষ্ম্যা নিকেতেন আশ্রয়েণ) আত্মনা (দেহেন চ) ইমং লোকং (মর্ত্ত্যলোকস্থং মানবগণং) অমুং লোকং (স্বর্গলোকস্থং দেবগণং) [তেষু চ] সুতরাং যদূংশ্চ [অতিতরাং] রময়ন্ (তোষয়ন্) রেমে (স্বয়মপি যথেষ্টং ক্রীড়িতবান্) ॥ ২০-২১

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ করুণা ও হাস্যপূর্ণ অবেলাকন, অমৃততুল্য বাক্য, অনিন্দিত চরিত্র ও লক্ষ্মীর আবাস-স্বরূপ স্বীয় দেহদ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্ত্যলোকস্থ দেব ও মানবগণকে, বিশেষতঃ যাদবগণকে অতিশয় সন্তুষ্ট করিয়া স্বয়ং নানাবিধ ক্রীড়া করিয়াছিলন। তিনি রাত্রিতে যে সকল স্ত্রীগণকে তাহাদের প্রীতির জন্য অবসর প্রদান করিতেন, তাহাদের সহিত ক্ষণকালমাত্র সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিতেন। (কদাচও তাহাদের প্রণয়ে নিজে বশীভূত হইতেন না) ॥ ২০।২১

শ্রীধরটীকা।—স্নিগ্ধো যঃ স্মিতসহিতোঽবলোকস্তেন। পীযূষধারয়েতি পাঠে সুধাপ্রবাহরূপয়া। আত্মনা দেহেন ॥ ২০ ॥ ক্ষণদয়া রাত্র্যা দত্তঃ ক্ষীণঃ অবসর উৎসবো বা যাসাং স্ত্রীণাং তাসু ক্ষণং সৌহৃদং যস্য সঃ ॥ ২১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দিয়া তিনবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করান এবং কৃষ্ণানুগত ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও ভ্রাতৃবর্গের সহিত মিলিত হইয়া অত্যন্ত প্রতিষ্ঠাসহকারে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিপালন করেন। এদিকে প্রকৃতি-পুরুষের বিচারে অভিজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গুণাতীত হইলেও লোকশিক্ষার্থ সাধারণ মানবের ন্যায় লৌকিক ও বৈদিক সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অনাসক্তভাবে স্বকীয় রাজধানী দ্বারকাপুরীতে নিখিল সুখসম্ভোগ করিতে থাকেন। দ্বারকাবাসকালে কৃপাপূর্ণ সহাস্য দৃষ্টি, অমৃতময় মধুর আলাপ, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এবং লক্ষ্মীর আবাসস্থান স্বীয় দেহ দ্বারা মর্ত্ত্যস্থ মানবগণ, স্বর্গস্থ দেবতাগণ ও বিশেষতঃ নিজ আশ্রিত যাদবগণকে বিশেষভাবে তিনি আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। ব্রজবাসকালে তিনি অনাসক্তভাবেই ব্রজবনিতাগণের সহিত বিহার ও দ্বারকাবাসকালে ষোড়শসহস্র মহিষী সহ বিহার করিতেন। এইস্থানে আশঙ্কা

তস্যৈবং রমমাণস্য সংবৎসরগণান্ বহূন্।
গৃহমেধেষু যোগেষু বিরাগঃ সমজায়ত ॥ ২২ ॥
দৈবাধীনেষু কামেষু দৈবাধীনঃ স্বয়ঃ পুমান্।
কো বিশ্রম্ভেত যোগেন যোগেশ্বরমনুব্রতঃ ॥ ২৩ ॥

হই ত পারে যে, শ্রীকৃষ্ণও যদি স্ত্রীবিলাসে রত হইতেন, তবে সাধারণ মানব অপেক্ষা তাঁহার বৈশিষ্ট্য কি? কিন্তু তাহা বলা যায় না, কারণ তিনি মনুষ্যলীলা প্রকট করিবার সময়ে মানবের মতই ব্যবহার করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে অচিন্তশক্তিবলে তাঁহার ব্যবহারে ঈশ্বরত্বের পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার স্ত্রীবিলাস সাধারণ মানবের মত হইলেও ষোড়শসহস্র মহিষীবিহার তাঁহার অচিন্তশক্তিতেই সংঘটিত হইত সন্দেহ নাই।

স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে বর্ণিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শসহস্রমহিষী এবং একলক্ষ ষাটহাজার পুত্রছিল। সুতরাং মানবদৃষ্টান্তে কৃষ্ণলীলা অবগত হওয়া নিতান্ত কঠিন। শ্রীকৃষ্ণ ত্রিগুণাতীত এবং সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ; আর ষোড়শ সহস্র পট্টমহিষী তাঁহার ষোড়শ শক্তি। (দশমস্কন্ধে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে) ॥১৮-২১

অন্বয়ঃ।—এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারমনাসক্তমিত্যর্থঃ) বহূন্ সংবৎসরগণান্ [ব্যাপ্য] রমমাণস্য (রমণং কুর্ব্বতঃ) তস্য (ভগবতঃ) গৃহমেধেষু (গৃহধর্ম্মেষু) যোগেষু (কামভোগাদ্যুপায়েষু) বিরাগঃ (ঔদাসীন্যং) সমজায়ত (উপপদ্যত) ॥ ২২

মূলানুবাদ।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বহুবৎসরকাল পূর্ব্বোক্তরূপ অনাসক্তভাবে বিষয়োপভোগ করিলে তাঁহার গার্হস্থ্য ধর্ম্মের ও কাম্যভোগের উপরে বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল ॥ ২২

শ্রীধরটীকা।—গৃহমেধেষু গৃহধর্ম্মেষু যোগেষু কামভোগাদ্যুপায়েষু বিরাগ ঔদাসীন্যং জাতমিত্যর্থঃ ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—স্বয়ং দৈবাধীনঃ (অদৃষ্টাধীনঃ) যোগেন (ভক্তিযোগেন) যোগেশ্বরমনুব্রতঃ (শ্রীকৃষ্ণানুবর্ত্তী) কঃ পুমান্ দৈবাধীনেষু (অদৃষ্টাধীনেষু অতএবানিশ্চিতেষ্বিত্যর্থঃ) কামেষু (বিষয়েষু) বিশ্রম্ভেত (বিশ্বাসং কুর্য্যাৎ?) [ন কোঽপি কুর্য্যাদিতি ভাবঃ] ॥ ২৩

মূলানুবাদ।—(উপভোগের বিষয় সকল শ্রীকৃষ্ণের অধীন থাকা সত্ত্বেও তাহাতে যখন শ্রীকৃষ্ণের বৈরাগ্য হইল,—তখন) যে সকল পুরুষ স্বয়ং অদৃষ্টাধীন এবং যাঁহারা ভক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্ত্তী হইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন্ দৈবাধীন পুরুষ অনিশ্চিত ভোগ্যবিষয়ে বিশ্বাস করিতে পারেন? ॥ ২৩

শ্রীধরটীকা।—যদা স্বাধীনেষ্বপি ভগবতো বিরাগঃ তদা দৈবাধীনেষু কো বিশ্রম্ভেত বিশ্বাসং প্রীতিং বা কুর্য্যাৎ? যোগেন চেৎ যোগেশ্বরং শ্রীকৃষ্ণমনুব্রতম্ ॥ ২৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—সাধারণ মানবগণের মধ্যে ভোগাবসানেই বৈরাগ্য জন্মিতে দেখা যায়, কিন্তু শ্রীভগবানে তাদৃশ বৈরাগ্য সম্ভবপর নহে, কারণ তিনি ত অনুরাগের অধীন নহেন। সুতরাং এইরূপ বৈরাগ্য তাঁহাতে কিরূপে সম্ভবপর হয়, তাই বিদুরকে উদ্ধব বলিতেছেন যে, ভগবান্ দীর্ঘকাল দ্বারকাতে এভাবে ক্রীড়া করিয়াছেন, এখন তাঁহার লীলা সম্বরণের প্রয়োজন, এই জন্যই তাঁহার সেই দেহাদিতে বৈরাগ্য ও ঔদাসীন্য উপস্থিত হইল।

যাঁহার ইচ্ছামাত্রেই অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় সংসাধিত হয়, ঈদৃশ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরেরও যখন বৈরাগ্য উপস্থিত, তখন দৈবাধীন মানব বিষয়ভোগ অনিশ্চিত জানিয়া কেন না বিকারগ্রস্ত হয়? বিষয়ভোগবাসনা চিত্ত হইতে দূর করিয়া ফেলা দুঃসাধ্য হইলেও ভক্তিযোগসহকারে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণ করিতে পারিলে সেই দুঃসাধ্য কর্ম্মও সুসাধ্য হইয়া যায় ॥ ২২।২৩

পুর্য্যাং কদাচিৎ ক্রীড়দ্ভির্যদুভোজকুমারকৈঃ ।
কোপিতা মুনয়ঃ শেপুর্ভগবন্মতকোবিদাঃ ॥ ২৪ ॥
ততঃ কতিপয়ৈর্মাসৈর্ব্বৃষ্ণিভোজান্ধকাদয়ঃ ।
যযুঃ প্রভাসং সংহৃষ্টা রথৈর্দেব-বিমোহিতাঃ ॥ ২৫ ॥
তত্র স্নাত্বা পিতৄন্ দেবানৃষীংশ্চৈব তদম্ভসা ।
তর্পয়িত্বাথ বিপ্রেভ্যো গাবো বহুগুণা দদুঃ ॥ ২৬ ॥
হিরণ্যং রজতং শয্যাং বাসাংস্যজিনকম্বলান্ ।
হয়ানিভান্ রথান্ কন্যা ধরাং বৃত্তিকরীমপি ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ।—কদাচিৎ (শ্রীকৃষ্ণস্য স্বকুলসংহারেচ্ছানন্তরং কস্মিংশ্চিদ্দিবসে) পুর্য্যাং ক্রীড়দ্ভিঃ (দ্বারকায়াং পরস্পরং রমমাণৈঃ) যদুভোজকুমারকৈঃ (যদুবংশীয়ভোজবংশীয়বালকৈঃ) কোপিতাঃ (প্রতারণয়া কোপং প্রাপিতাঃ) মুনয়ঃ (ঋষয়ঃ) ভগবন্মতকোবিদাঃ (ধ্যানতঃ পরিজ্ঞাতশ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়াঃ সন্তঃ) শেপুঃ ("মুষলং কুলনাশন"মিতি শাপং দদুঃ,) ততঃ (শাপানন্তরং) কতিপয়ৈঃ মাসৈঃ [অতিপাতিতা ইতি শেষঃ] দেবমোহিতাঃ (দেবেন শ্রীকৃষ্ণেন মোহং প্রাপিতাঃ) বৃষ্ণি-ভোজান্ধকাদয়ঃ (তত্তদ্বংশীয়জনগণাঃ) সন্তুষ্টাঃ সন্ত রথৈঃ প্রভাসং (তন্নামকতীর্থং) যযুঃ (গতবন্তঃ) ॥ ২৪।২৫

মূলানুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ স্বকুলধ্বংসের ইচ্ছা করিলে কোনও একদিন যদুবংশীয় ও ভোজবংশীয় বালকগণ দ্বারকাপুরীতে পরস্পর ক্রীড়া করিতে করিতে প্রবঞ্চনা দ্বারা মুনিদিগের কোপোৎপাদন করিয়াছিল। তখন মুনিগণও ধ্যানযোগে শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কোপসহকারে তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। সেই ব্রহ্মশাপের কতিপয় মাস পরে কৃষ্ণমায়াবিমোহিত বৃষ্ণি, ভোজ ও অন্ধকগণ সন্তুষ্টচিত্তে রথে আরোহণ করিয়া প্রভাসতীর্থে গমন করিলেন ॥ ২৪।২৫

শ্রীধরটীকাঃ—শেপুঃ শাপং দদুঃ। ভগবতো মতেঽভিপ্রায়ে কোবিদাঃ অভিজ্ঞঃ ॥ ২৪।২৫

অন্বয়ঃ।—অথ (প্রভাসতীর্থগমনানন্তরং) তত্র (প্রভাসে) স্নাত্বা (যথাবিধি স্নানং কৃত্বা) তদম্ভসা (তস্য প্রভাসস্য অম্ভসা জলেন) দেবান্ ঋষীন্ পিতৄংশ্চ তর্পয়িত্বা বহুগুণাঃ গাবঃ (পয়ঃশীলাদিবহুগুণোপেতাঃ যা গাবস্তাঃ) বিপ্রেভ্যঃ (ব্রাহ্মণেভ্যঃ) দদুঃ (যথাবিধি দত্তবন্তঃ) ॥ ২৬

মূলানুবাদ।—তৎপরে তাঁহারা প্রভাস তীর্থে উপস্থিত হইয়া সেই তীর্থজলে স্নান করিলেন এবং সেই জলদ্বারা দেবতা ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া পয়ঃশীলাদি গুণসম্পন্ন বহু ধেনু ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন ॥ ২৬

শ্রীধরটীকাঃ—পয়ঃশীলাদিবহুগুণোপেতা যা গাবস্তাঃ ॥ ২৬

অন্বয়ঃঃ—হিরণ্যং (সুবর্ণং) রজতং (রৌপ্যং) শয্যাং (খট্টাদীন্) বাসাংসি (নানাবিধবস্ত্রাণি) অজিনকম্বলান্ (মৃগচর্ম্মকম্বলান্) হয়ান্ (অশ্বান্) ইভান্ (হস্তিনঃ) রথান্ (শকটান্) কন্যাঃ (অলঙ্কৃতা বালিকাঃ) বৃত্তিকরীং (জীবিকাপর্য্যাপ্তাং) ধরাং (ভূমিং) অপি ("বিপ্রেভ্যো দদু"রিতি পূর্ব্বশ্লোকস্থেনান্বয়ঃ) ॥ ২৭

অন্নঞ্চোরুরসং তেভ্যো দত্ত্বা ভগবদর্পণম্।
গোবিপ্রার্থাসবঃ শূরাঃ প্রণেমুর্ভুবি মূর্দ্ধভিঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরোদ্ধবসংবাদে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ ।—তাঁহারা প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণ, রৌপ্য, শয্যা, নানাবিধ বস্ত্র, মৃগচর্ম্ম, কম্বল, বহু হস্তী অশ্ব, রথ, সালঙ্কৃতা বালিকা এবং জীবিকাপর্য্যাপ্ত ভূমি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন ॥ ২৭

শ্রীধরটীকা ।—কন্যাশ্চ। বৃত্তিকরীং জীবিকাপর্য্যাপ্তম্ ॥ ২৭

অন্বয়ঃ ।—গোবিপ্রার্থাসবঃ (গোবিপ্রার্থাঃ গোবিপ্রপ্রয়োজনাঃ অসবঃ প্রাণাঃ যেষাং তথাভূতাঃ) শূরাঃ (অতিপরাক্রমশালিনো যাদবাদয়ঃ) ভগবদর্পণং (ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পণং যত্র তদ্ যথাস্যাত্তথা) উরুরসং (মধুরাদিবহুরসান্বিতং) অন্নঞ্চ তেভ্যঃ (ব্রাহ্মণেভ্যঃ) দত্ত্বা মূর্দ্ধভিঃ (মস্তকৈঃ) ভুবি প্রণেমুঃ (ভূমৌ মস্তকং পাতয়িত্বা তান্ ব্রাহ্মণান্ নমশ্চক্রুরিত্যর্থঃ) ॥ ২৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

মূলানুবাদ ।—গো ও ব্রাহ্মণের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতেও যাঁহারা প্রস্তুত, এরূপ অতি পরাক্রমশালী যাদবগণ মধুরাদি বহুরসযুক্ত অন্ন ভগবদুদ্দেশে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন ॥ ২৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

শ্রীধরটীকা ।—ভগবদর্পণং যথা ভবতি। গোবিপ্রার্থা অসবো যেষাং তে ॥ ২৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

শ্রীভাগবতাম্বুবর্ষিণী ।—শ্রীভগবান্ যখন মনে করিলেন যে এখন এই মানবলীলা সম্বরণ করিয়া নিজ ধাম গোলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে, তখনই দ্বারকার রাজৈশ্বর্য্য ভোগে তাঁহার বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইল, তিনি নিজ কর্ত্তব্য সমাধা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে কতক পরিমাণে ভূভার অপহৃত হইলেও যাদবগণকে সংহার করিতে না পারিলে আর ধরার ভার লাঘব হইবে না। অতএব তিনি ইচ্ছা করিলেন যে, যাদবগণ মধুপানে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণের ক্রোধ উৎপাদন করিবে এবং ব্রাহ্মণদত্ত শাপেই বিপুল যদুকুল নাশপ্রাপ্ত হইবে। তাই বিদুরকে উদ্ধব বলিতেছেন যে, যখন দ্বারকার লীলা শেষ হইয়া আসিল, তখন একদিন কতিপয় যাদবযুবক মদিরাপানে মত্ত হইয়া শাম্বনামক যুবককে গর্ভবতী স্ত্রীর বেশ ধারণ করাইয়া তথায় যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত মুনিগণকে পরিহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিল, হে মুনিগণ! আপনারা ত অন্তর্য্যামী; বলুন ত ইহার গর্ভে কি হইবে? তখনই অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর ঋষিগণের অন্তরে ক্রোধমূর্ত্তিতে উদিত হইয়া “মুষলং কুলনাশনং” “কুলনাশক মুষল প্রসব করিবে” বলিয়া শাপ দিলেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীভগবান্ জগতে যখন কোন শুভ কার্য্য করেন, অথবা কোন অনর্থপাত করেন, তখনই তাঁহার নিজ তনুস্বরূপ ব্রাহ্মণকে মধ্যস্থরূপে স্থাপন করেন। “অবিদ্বো বা সবিদ্বো বা ব্রাহ্মণো মামকী তনু”। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী ও অনন্ত শক্তির আধার হইলেও যখন তিনি বাল্যক্রীড়া সময়ে অনেক অলৌকিক কার্য্য করিয়াছেন, তখনও গর্গ প্রভৃতি ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদকে মধ্যস্থ রাখিয়াই করিয়াছেন। আবার অনর্থপাতের সময়েও ব্রাহ্মণের অপমান, ব্রাহ্মণের ক্রোধ উৎপাদন প্রভৃতি কোনরূপ আচরণকেই

মধ্যস্থ রূপে রাখিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন। পুরাণে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে ; গ্রন্থবাহুল্যভয়ে তাহার বহু দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিলাম না। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের ক্রোধরূপে অথবা ক্রোধবিশিষ্ট ব্রাহ্মণরূপে যদুকুল নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে "মূষলং কুশনাশনং" বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন। যখনই যদুকুলে ব্রহ্মশাপ নিপতিত হইল, তদবধি যদুবংশে নানারূপ উৎপাত আরম্ভ হইল। তখন যাদবগণ তাহার প্রতিবিধানার্থ প্রভাস তীর্থে গমনপূর্ব্বক নানাবিধ দানাদি দ্বারা উৎপাতশান্তির চেষ্টা করিলেন। (এ সমস্ত বিষয় একাদশস্কন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে) ॥ ২৪—২৮

শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামি প্রবর্ত্তিতায়াং
শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্য-
সমালোচনায়াং তৃতীয়স্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

তৃতীয় স্কন্ধঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

অথ তে তদনুজ্ঞাতা ভুক্ত্বা পীত্বা চ বারুণীম্।
তয়া বিভ্রংশিতজ্ঞানা দুরুক্তৈর্ম্মর্ম্ম পস্পৃশুঃ ॥ ১ ॥
তেষাং মৈরেয়দোষেণ বিষমীকৃতচেতসাম্।
নিম্লোচতি রবাবাসীদ্বেণূনামিব মর্দ্দনম্ ॥ ২ ॥
ভগবান্ স্বাত্মমায়ায়া গতিং তামবলোক্য সঃ।
সরস্বতীমুপস্পৃশ্য বৃক্ষমূল উপাবিশৎ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ ।—শ্রীউদ্ধব উবাচ—অথ (অনন্তরং) তে (বৃষ্ণিভোজান্ধকাদয়ঃ) তদনুজ্ঞাতাঃ (তৈঃ পূর্ব্বোক্তব্রাহ্মণৈঃ অনুজ্ঞাতাঃ অনুমোদিতাঃ, তেন শ্রীকৃষ্ণেন সঙ্কেতিতা ইতি বার্থঃ) ভুক্তা (স্বাভিমতাহারং কৃত্বা) বারুণীং (পৈষ্টীসুরাং) পীত্বা চ তয়া (সুরয়া) বিভ্রংশিতজ্ঞানাঃ (বিলোপিতবিবেকাঃ সন্তঃ) দুরুক্তৈঃ (দুর্ব্বাক্যৈঃ) মর্ম্ম পস্পৃশুঃ (পরস্পরং চিত্তক্ষোভং জনয়ামাস) ॥ ১

মূলানুবাদ ।—উদ্ধব বলিলেন—অনন্তর সেই বৃষ্ণি, ভোজ ও অন্ধকগণ ঐ সকল ব্রাহ্মণগণের অনুমতি পাইয়া আহার করিলেন এবং পৈষ্টী নামক সুরা পান করিয়া তাহার শক্তিতে জ্ঞানহারা হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি নানারূপ দুর্ব্বাক্যপ্রয়োগে মর্ম্মবেদনা জন্মাইতে লাগিলেন ॥ ১

শ্রীধরটীকা ।—চতুর্থে বন্ধুনিধনং শ্রুত্বাত্মজ্ঞানলব্ধয়ে। উদ্ধবস্যোপদেশেন ক্ষত্তা মৈত্রেয়মাগমৎ ॥ তৈর্ব্রাহ্মণৈরনুজ্ঞাতঃ। বারুণীং পৈষ্টীং মদিরাম্ ॥ ১

অন্বয়ঃ ।—মৈরেয়দোষেণ (সুরাপানদোষেণ) বিষমীকৃতচেতসাং (বিকৃতচিত্তানাং) তেষাং (বৃষ্ণিভোজপ্রভৃতীনাং) রবৌ (সূর্য্যে) নিম্লোচতি (অস্তং গচ্ছতি সতি) বেণূনামিব (বংশানাং যথা পরস্পরসঙ্ঘর্ষেণ বিনাশো ভবতি তথা) মর্দ্দনং (পরস্পরবিনাশোপক্রমঃ) আসীৎ ॥ ২

মূলানুবাদ ।—সুরাপানদোষে তাঁহাদিগের চিত্ত বিকৃত হওয়ায় বাঁশগুলি যেমন পরস্পরের ঘর্ষণে পরস্পর নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ সন্ধ্যাকালে (তাঁহারা) পরস্পর বিবাদ করিয়া বিনষ্ট হইবার উপক্রম করিতে লাগিলেন ॥ ২

শ্রীধরটীকা ।—বারুণ্যেব মৈরেয়ং তস্য দোষেণ। রবৌ নিম্লোচতি অস্তং গচ্ছতি সতি। মর্দ্দনং কদনম্ ॥ ২

অন্বয়ঃ ।—স ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বাত্মমায়ায়াঃ (স্বকীয়মায়াশক্তেঃ) তাং গতিং (যাদবানাং

অহঞ্চোক্তো ভগবতা প্রপন্নার্ত্তিহরেণ হ ।
বদরীং ত্বং প্রযাহীতি স্বকুলং সংজিহীর্ষুণা ॥ ৪ ॥

পরস্পরধ্বংসোন্মুখতারূপামবস্থাম্) অবলোক্য (দৃষ্ট্বা) সরস্বতীমুপস্পৃশ্য (সরস্বত্যাং নদ্যামাচম্য) বৃক্ষমূলে উপাবিশৎ (উপবিষ্টোঽভূৎ) ॥ ৩

মূলানুবাদ ।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ (তখন) নিজ মায়াশক্তির ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া সরস্বতী নদীর জলে আচমন করিয়া একটি বৃক্ষের তলদেশে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৩

শ্রীধরটীকা ।—উপস্পৃশ্য সরস্বত্যামাচম্য ॥ ৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—শ্রীভগবানের মায়াশক্তি অতীব অদ্ভুত। ঐ শক্তিবলে তিনি কখন্ যে কিরূপ লীলা প্রদর্শন করেন, তাহা স্থূলবুদ্ধির অগোচর। এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে সকল বৃষ্ণি, ভোজ প্রভৃতি যাদবগণ প্রভাসতীর্থে নানাবিধ দান, প্রণাম প্রভৃতি সদ্ব্যবহারে সেখানকার ব্রাহ্মণবর্গের সেবাপরায়ণ ছিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারাই আবার সুরাপানে মত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিলেন না। কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন যে, "পরম দয়ালু ভগবান্ স্বীয় পুত্র পৌত্রাদিপরিপূর্ণ যাদবগণকে এইরূপে বিনষ্ট হইতে দেখিয়াও কেন তাহা উপেক্ষা করিতেছেন ? এ সকল তাঁহার কিরূপ লীলা" ? কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, এই বিপুল যদুবংশ বিস্তার করা তাঁহার এই কৃষ্ণ অবতারের মহিমা প্রদর্শনের জন্য আবশ্যক বিবেচনায় পূর্ব্বেই তিনি দেবগণকে ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছিলেন। তদনুসারেই এই যাদবসম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে এবং জাগতিক বৈচিত্র্যের মূলীভূত সেই নিজস্ব যোগমায়ার প্রভাবে মুগ্ধ করিয়া ঐ সম্প্রদায়ের নানারূপ কর্ম্ম ও তদনুযায়ী নানাবিধ ফলভোগ প্রদর্শনপূর্ব্বক লোকশিক্ষার বিধান করিতেছিলেন ; ক্রমশঃ তাঁহার এই অবতারের প্রধান প্রধান কর্ত্তব্য সকল শেষ করিয়া এখন তিনি লীলা সংবরণ করিতে উদ্যত এবং দেবগণকেও ঐ যাদব-দেহ হইতে উদ্ধার করিয়া লওয়া আবশ্যক। সুতরাং লৌকিক হিসাবে একটা বিরাট ধ্বংসের ব্যবস্থা না করিলে চলে না, অথচ প্রত্যেক ব্যবস্থার মধ্যেই জাগতিক শিক্ষার উপযোগী বৈচিত্র্য—কর্ম্মভেদে ফলভেদ প্রভৃতি অন্তর্নিহিত রাখিতে হইবে। নিন্দিত কর্ম্মের যে কি বিষময় পরিণতি, তাহা এই সুরাপানমত্ত যাদবগণের পরস্পর সংঘর্ষে প্রদর্শিত হইতেছে। শ্রীভগবান্ স্বয়ং কিন্তু কূটস্থ—"লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা"। পদ্মপত্র জলেই সর্ব্বদা অবস্থান করে, কত তরঙ্গ তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, অথচ একবিন্দুও তাহার গায়ে লাগিতে নিজ ইন্দ্রজালবিদ্যায় শত সহস্র দর্শককে মুগ্ধ করে, কিন্তু তাহার নিজের বুদ্ধিবৃত্তি একটুও বিচলিত হয় না। পারে না। ঐন্দ্রজালিক সেইরূপ শ্রীভগবানের মায়ার খেলায় নিখিলচিত্ত নিত্য বিচলিত হইলেও বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত যে, তাঁহার বিবেক মায়াচ্ছন্ন হয় না, সুতরাং তিনি কখনও ভুল করিয়া বসিতে পারেন না। তিনি বেশ নিশ্চিন্ত অবিচলিত চিত্তে নিজমায়ার প্রভাবপ্রদর্শন করিয়া সরস্বতীর জলে আচমনপূর্ব্বক একটি বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য ! কোনও বৈধকর্ম্মে ব্রতী ব্রতের আয়োজন হইয়াছে দেখিয়া যেমন আচমনপূর্ব্বক ব্রতভূমিতে উপবেশন করেন, সেইরূপ শ্রীভগবান্ও লীলাসংবরণ-ব্রতের আয়োজন হইয়াছে দেখিয়া আচমনস্বরূপ (এই স্থলে মৌষল সরস্বতীর জল স্পর্শ করিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া যেন করিতেছেন। ধ্বংসব্রতের মানসপূজা লীলার আভাস সূচিত হইয়াছে) ॥ ১—৩

অন্বয়ঃ ।—হ (হে বিদুর ! সম্বোধনে অব্যয়ম্) প্রপন্নার্ত্তিহরেণ (প্রপন্নস্য শরণাগতস্য মাদৃশস্য আর্ত্তিং দুঃখং হরতি যঃ তেন) [অথচ] স্বকুলং (যদুবংশং) সংজিহীর্ষুনা (সংহর্ত্তুমিচ্ছুনা) ভগবতা

তথাপি তদভিপ্রেতং জানন্নহমরিন্দম ।
পৃষ্ঠতোঽন্বগমং ভর্ত্তুঃ পাদবিশ্লেষণাক্ষমঃ ॥ ৫ ॥
অদ্রাক্ষমেকমাসীনং বিচিন্বন্ দয়িতং পতিম্ ।
শ্রীনিকেতং সরস্বত্যাং কৃতকেতমকেতনম্ ॥ ৬ ॥

(শ্রীকৃষ্ণেন) ত্বং বদরীং (বদরিকাশ্রমং) প্রযাহি (গচ্ছ) ইতি চ অহম্ উক্তঃ (পূর্ব্বমেব দ্বারকায়াং কথিতঃ) ॥ ৪

মূলানুবাদ ।—হে বিদুর ! শরণাগত-দুঃখহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজকুল (যদুবংশ) বিনাশেচ্ছায় আমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন যে তুমি বদরিকাশ্রমে গমন কর ॥ ৪

শ্রীপ্রভুবটীকা ।—অহঞ্চোক্তঃ পূর্ব্বমেব দ্বারকায়াম্ ॥ ৪

অন্বয়ঃ ।—(হে) অরিন্দম ! (রিপুদমনশীল বিদুর !) তথাপি (শ্রীকৃষ্ণস্য তথাবিধোপদেশানন্তরমপি) তদভিপ্রেতং (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অভিপ্রেতং কুলসংহারাদিকং) জানন্ (অবগচ্ছন্) অহং ভর্ত্তুঃ (প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্যেতি যাবৎ) পাদবিশ্লেষণাক্ষমঃ (চরণবিরহাসহিষ্ণুঃ সন্) পৃষ্ঠতঃ (তস্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ) অন্বগমম্ (অনুগতবান্) ॥ ৫

মূলানুবাদ ।—হে বিদুর ! অনন্তর তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমিও প্রভুর শ্রীচরণবিরহ সহ্য করিতে অসমর্থ বলিয়া তাঁহারই অনুগমন করিয়াছিলাম ॥ ৫

শ্রীপ্রভুবটীকা ।—তদভিপ্রেতং কুলসংহারাদিকম্ ॥ ৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—উদ্ধবের স্বীয় বৃত্তান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে পরমকারুণিক শ্রীকৃষ্ণের ভক্তজনের প্রতি কিরূপ বাৎসল্য, কেমন করুণাপূর্ণ ব্যবস্থা তাহা এই দুই শ্লোকে লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব্বশ্লোকে বর্ণিত স্বরায়ত্ত যাদবগণের ধ্বংসবৃত্তান্ত যিনি পরিকল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণই পরমভক্ত উদ্ধবের প্রতি পূর্ব্ব হইতেই বলিয়াছিলেন, "তুমি বদরিকাশ্রমে চলিয়া যাও।" ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, অচিরকাল মধ্যে যাদবগণের যে ভাবে বিনাশ সাধন করিতে হইবে, তাহা উদ্ধবের মত ভক্তের দৃষ্টিগোচর হইতে দিলে তাহার প্রেমময় প্রাণে ব্যথা দেওয়া হইবে ও ভক্তির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা হইবে। সুতরাং তাহাকে এমন স্থানে যাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যেখানে এ সকল যন্ত্রণা নাই, যেখানে কেবল ভগবানের সেই নরনারায়ণ লীলা-মাহাত্ম্য পূর্ণরূপে বিরাজমান আছে। সেই বদরিকায় যাইতে পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রেমময় ভক্ত উদ্ধবও শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া কোন অবস্থাই শান্তিজনক মনে করিলেন না। যাঁহারা, একান্ত ভক্ত তাঁহারা ভগবৎসঙ্গ ভিন্ন অন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না, আর শ্রীকৃষ্ণ যে উদ্ধবকে বদরিকায় যাইতে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাও তাঁহাকে ত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে নহে, কেবল যদুবংশ ধ্বংসলীলা হইতে দূরে রাখিবার জন্য মাত্র। ইহাও উদ্ধব বেশ বুঝিয়াছিলেন, সুতরাং তিনিও শ্রীকৃষ্ণেরই পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিলেন ॥ ৪।৫

অন্বয়ঃ ।—বিচিন্বন্ (অনুসন্ধানং কুর্ব্বন্ অহং) শ্রীনিকেতং (শ্রিয়াঃ সর্ব্বসম্পদঃ নিকেতম্ আশ্রয়-স্বরূপম্) সরস্বত্যাং (সামীপ্যলক্ষণয়া সরস্বতীতীরে) কৃতনিকেতং (কৃতাবাসম্) অকেতনম্ (অনন্যাশ্রয়ং) একমাসীনম্ (একাকিনমুপবিষ্টং) দয়িতং (প্রিয়ং) পতিং (প্রভুং শ্রীকৃষ্ণমিতি যাবৎ) অদ্রাক্ষম্ (অবলোকিতবান্) ॥ ৬

CC0. In Public Domain. Şri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

শ্যামাবদাতং বিরজং প্রশান্তারুণলোচনম্ ।
দোর্ভিশ্চতুর্ভির্বিদিতং পীতকৌশাম্বরেণ চ ॥ ৭ ॥
বাম ঊরাবধিশ্রিত্য দক্ষিণাঙ্ঘ্রিসরোরুহম্ ।
অপাশ্রিতার্ভকাশ্বত্থমকৃশং ত্যক্তপিপ্পলম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ ।—[কতন্তূতমিতি দ্বাভ্যাং শ্লোকাভ্যাং বিশেষেণ বর্ণয়তি] শ্যামাবদাতং (ভাস্বরশ্যামলাঙ্গ) বিরজং ("রজস্" শব্দসমানার্থকো "রজঃ" শব্দোঽপ্যস্তি, তথাচ রজোগুণাতীতং শুদ্ধসত্ত্বময়মিতি যাবৎ) প্রশান্তারুণলোচনম্ (অঞ্চলরক্তিমাভনয়নসম্পন্নঃ) চতুর্ভিঃ দোর্ভিঃ (বাহুভিঃ) পীতকৌশাম্বরেণ চ (পীতবর্ণকৌশেয়বস্ত্রেণ চ) [এভির্লক্ষণৈরিতি শেষঃ] বিদিতং (শ্রীকৃষ্ণ এবায়মিতি প্রত্যভিজ্ঞাতং) বামে উরৌ দক্ষিণাঙ্ঘ্রিসরোরুহং (দক্ষিণচরণপদ্মম্) অধিশ্রিত্য (সংস্থাপ্য) [স্থিতমিতি শেষঃ] অপাশ্রিতার্ভকাশ্বত্থম্ (অপাশ্রিতঃ পৃষ্ঠদেশসম্বদ্ধঃ অর্ভকঃ ক্ষুদ্রঃ অশ্বত্থো যেন তং) ত্যক্তপিপ্পলং (ত্যক্তং পিপ্পলং বিষয়সুখং যেন তং) [তথাপি] অকৃশম্ (আনন্দপূর্ণং) [পতিম্ অদ্রাক্ষমিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ] ॥ ৭।৮

মূলানুবাদ ।—অন্বেষণ করিতে করিতে আমি দেখিতে পাইলাম—সর্ব্বসৌন্দর্য্যশালী উজ্জ্বলশ্যামবর্ণ শুদ্ধসত্ত্বময় আমার প্রিয়তম প্রভু, অন্য বাসস্থান ত্যাগ করিয়া সরস্বতী নদীর তীরে বাম উরুদেশে দক্ষিণচরণখানি সংস্থাপিত করিয়া তরুণ একটি অশ্বত্থবৃক্ষে পৃষ্ঠদেশ রাখিয়া একাকী বসিয়া আছেন। চারিখানি হস্ত ও পীতবর্ণ কৌশেয় বস্ত্র (এই সকল চিহ্ন) দ্বারা দর্শনমাত্রেই "শ্রীকৃষ্ণ" বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, এবং তৎকালে যদিও তিনি সমস্ত বিষয়সুখ ত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি তিনি বেশ আনন্দোৎফুল্ল বলিয়া লক্ষ্য করিলাম ॥৬-৮

শ্রীধরটীকা ।—কৃতকেতং কৃতবাসম্। অকেতনম্ অনাশ্রয়ম্। বিরজং বিরজসং শুদ্ধসত্ত্বময়ম্। বিদিতং লক্ষিতম্। কৌশং কৌশেয়ম্ অধিশ্রিত্য উপরি স্থাপয়িত্বা। অপাশ্রিতঃ পৃষ্ঠতোঽবষ্টব্ধঃ অর্ভকঃ বালঃ কোমলঃ অশ্বত্থো যেন তম্। ত্যক্তং পিপ্পলং বিষয়সুখং যেন তম্। তথাপ্যকৃশম্ আনন্দপূর্ণম্ ॥ ৬—৮

শ্রীভাগবতভাস্বতবর্ষিণী ।—বর্তমান অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে দৃষ্ট হয়—"সরস্বতীমুপস্পৃশ্য বৃক্ষমূল উপাবিশৎ", কিন্তু ঐটী যে কি বৃক্ষ তাহা সেখানে উল্লিখিত নাই। এখন এই অষ্টম শ্লোকে দেখা যাইতেছে যে "অপাশ্রিতার্ভকাশ্বত্থম্"—অশ্বত্থবৃক্ষমূলে বসিয়া আছেন। এখন দেখা যাউক ঐরূপ অশ্বত্থবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া বসিবার তাৎপর্য্য কি ? শাস্ত্রে দেখা যায়—"অশ্বত্থরূপো ভগবান্ বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ" (পাদ্মোত্তরখণ্ড)। ভগবান্ বিষ্ণুঃ স্বয়ং অশ্বত্থরূপী। আবার তৃতীয় শ্লোকে "সরস্বতীমুপস্পৃশ্য" এবং ষষ্ঠ শ্লোকে "শ্রীনিকেতং সরস্বত্যাং কৃতকেতমকেতনং" অর্থাৎ স্বয়ং লক্ষীর সর্ব্ববিধ ভোগসম্পদের আশ্রয়স্থান—কিন্তু নিজে অন্য আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সরস্বতী সমীপে আশ্রয় লইয়াছেন এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়। আবার "সরস্বতী" শব্দটী দ্বারা শ্লেষমূলক "সরস্বতীদেবী"—যিনি বৈষ্ণবীশক্তি মহাবিদ্যাস্বরূপা, এই অর্থটীও ধ্বনিত হয় এবং অষ্টম শ্লোকে "ত্যক্তপিপ্পলং" 'বিষয়সুখ ত্যাগ করিয়া' এই কথাটীও পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং ঐ সকল বাক্যাংশের ইঙ্গিতে বুঝা যায়—"যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ভোগসম্পদের অধিষ্ঠান, তিনি এযাবৎ কাল নিজযোগমায়ার আশ্রয়ে নানাপ্রকার যোগ ও ঐশ্বর্য্যের লীলাপ্রদর্শন করাইয়া এখন নিজ মায়াশক্তি সংবরণপূর্ব্বক বিষয়সুখ পরিহার করিয়া "সরস্বতী" অর্থাৎ জ্ঞানশক্তিময় অবস্থায় "অশ্বত্থ" অর্থাৎ বিষ্ণুস্বরূপ আশ্রয়ে ব্রতী হইয়াছেন। এইরূপ তাৎপর্য্য বুঝিয়া লইলেই সরস্বতীতটে বৃক্ষমূল আশ্রয়ের সার্থকতা বুঝিতে বাকী থাকিবে না ॥ ৬—৮

তস্মিন্ মহাভাগবতো দ্বৈপায়নসুহৃৎসখা ।
লোকাননুচরন্ সিদ্ধ আসসাদ যদৃচ্ছয়া ॥ ৯ ॥
তস্যানুরক্তস্য মুনের্মুকুন্দঃ প্রমোদভাবানতকন্ধরস্য ।
আশৃণ্বতো মামনুরাগহাস সমীক্ষয়া বিশ্রময়ন্নুবাচ ॥ ১০ ॥
শ্রীভগবানুবাচ ।
বেদাহমন্তর্মনসীপ্সিতং তে দদামি যত্তদ্ দুরবাপমন্যৈঃ ।
সত্রে পুরা বিশ্বসৃজাং বসূনাং মৎসিদ্ধিকামেন বসো ত্বয়েষ্টঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ ;—মহাভাগবতঃ (অত্যন্তভগবদ্‌ভক্তঃ) সিদ্ধঃ (তপঃসিদ্ধিযুক্তঃ) দ্বৈপায়নসুহৃৎসখা (দ্বৈপায়নঃ ব্যাসদেবঃ, সুহৃৎ শোভনচিত্তঃ সখা যস্য সঃ, মৈত্রেয়মুনিরিতি যাবৎ) লোকান্ (ভুবনানি) অনুচরন্ (বিচরন্) যদৃচ্ছয়া (অকস্মাৎ) তস্মিন্ (সরস্বতী-তটে) আসসাদ (আগতবান্) ॥ ৯

মূলানুবাদ ;—বেদব্যাসের প্রিয়সুহৃৎ পরমভাগবত তপস্যায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত মৈত্রেয় মুনি ভুবনপর্য্যটন করিতে করিতে অকস্মাৎ (তখন) সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৯

শ্রীধরটীকা ;—দ্বৈপায়নঃ সুহৃৎ সখা চ যস্য সঃ। স্বগুরুপুত্রত্বাৎ পরাশরশিষ্যো মৈত্রেয় ইত্যর্থঃ ॥ ৯

অন্বয়ঃ ।—মুকুন্দঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অনুরক্তস্য (ভগবৎপ্রেমপরায়ণস্য) প্রমোদভাবানতকন্ধরস্য (প্রমোদেন হর্ষেণ, ভাবেন তন্ময়তয়া চ অবনতা কন্ধরা গ্রীবা যস্য) তস্য মুনেঃ (মৈত্রেয়স্য) আশৃণ্বতঃ (শ্রবণতৎপরস্য অপীতি শেষঃ) মাম্ (উদ্ধবম্) অনুরাগহাসসমীক্ষয়া (অনুরাগস্য হাসঃ প্রকাশো যস্যাং সা অনুরাগহাসা, তথাবিধা সমীক্ষা দৃষ্টিঃ, তয়া সানুরাগদৃষ্টিপাতেন ইত্যর্থঃ) বিশ্রময়ন্ (অপগতক্লান্তিং কুর্ব্বন্) উবাচ (কথিতবান্) ॥ ১০

মূলানুবাদ ;—মৈত্রেয়মুনি শ্রীভগবানের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন ; সুতরাং তিনি আনন্দ ও ভাবের আবেশে অবনতমস্তক হইয়া ভগবানের বাক্যশ্রবণে তৎপর হইলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনুরাগদৃষ্টিতে আমার ক্লান্তিদূর করিয়া আমাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১০

শ্রীধরটীকা ;—প্রমোদেন ভাবেন চ আনতা কন্ধরা যস্য। প্রমোদভারাবনতেতি পাঠে প্রমোদস্য ভারেণ। অনুরাগেণ হাসো যস্যাং তয়া সমীক্ষয়া। বিশ্রময়ন্ বিগতশ্রমং কুর্ব্বন্ ॥ ১০

শ্রীভাগবতভাবভবর্ষিণী ।—শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন, উদ্ধব ও মৈত্রেয় দুইজনেই তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। দুইই পরম ভক্ত, কিন্তু উদ্ধবই তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠতর, কেননা উদ্ধবের মত কৃষ্ণপ্রেমিক পুরুষ আর কেহই নাই। এমন কি ভগবান্ যাঁহার প্রেমাকৃষ্ট হইয়া নিজমুখে বলিয়াছেন যে—"উদ্ধব, ভক্তাধীন আমা হইতে কণামাত্রও ন্যূন নহে," অতএব ভক্তাধীন ভগবানের সানুরাগদৃষ্টি ও অনুগ্রহপূর্ণ বাক্যামৃত তাঁহার প্রতিই অর্পিত হইয়াছিল। উদ্ধবের প্রতি, এই আপেক্ষিক আদরাতিশয় সুতরাং তদপেক্ষা মৈত্রেয় মুনিতে কিছু অনাদর প্রদর্শিত হইতেছে, এজন্যই "তস্য মুনেঃ" এই স্থলে অনাদরে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥ ৯—১০

অন্বয়ঃ ।—শ্রীভগবানুবাচ। (হে) বসো ! (পূর্ব্বজন্মনি বসুরূপ উদ্ধব !) পুরা (পূর্ব্বস্মিন্ কালে, তব বসুরূপতা-দশায়ামিতি যাবৎ) বিশ্বসৃজাং (প্রজাপতীনাং) বসূনাং (চকারোঽত্র উহ্যঃ, তথাচ মিলিতানামুভ-

স এষ সাধো চরমো ভবানামাসাদিতস্তে মদনুগ্রহো যৎ ।
যন্মাং নৃলোকান্ রহ উৎসৃজন্তং দিষ্ট্যা দদৃশ্বান্ বিশদানুবৃত্ত্যা ॥ ১২ ॥

য়েষাং) সত্রে (যজ্ঞে) মৎসিদ্ধিকামেন (মৎপ্রাপ্তিকামেন) ত্বয়া ইষ্টঃ (যোগেনাহমারাধিতঃ) অন্তঃ (তব অন্তঃ স্থিতঃ) অহং তে (তব) মনসি (চিত্তে) অন্যৈঃ (ভবাদৃশভক্তভিন্নৈঃ) দুরবাপং (প্রাপ্তুমশক্যং) যৎ ঈপ্সিতম্ [অস্তীতি শেষঃ] তৎ বেদ (জানামি,) [অতঃ তৎ] দদামি (অচিরং দাস্যামি) ॥ ১১

মূলানুবাদ ।—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে উদ্ধব ! তুমি জন্মান্তরে একজন বসু ছিলে । তখন প্রজাপতিগণ ও বসুগণের সমবেতরূপে অনুষ্ঠিত যজ্ঞে আমাকে পাইবার জন্য তুমি আমার আরাধনা করিয়াছিলে। আমি তোমার অন্তরে অবস্থান করিয়া তোমার অভিলাষ জানিতে পারি, সুতরাং অন্যের পক্ষে দুর্লভ হইলেও তোমাকে আমি সেই সিদ্ধি প্রদান করিতেছি ॥ ১১

শ্রীধরটীকা ।—হে উদ্ধব ! তে মনসীপ্সিতম্ অন্তঃস্থিতো বেদ বেদ্মি । দানে হেতুঃ—বিশ্বসৃজাং বসূনাঞ্চ মিলিতানাং সত্রে । হে বসো ইতি পুরা পূর্ব্বজন্মনি ত্বং বসুরাসীঃ । তদা মৎপ্রাপ্তিকামেন ত্বয়াহমিষ্টঃ। অতস্তৎ সাধনং দদামি দাস্যামি । অন্যৈর্মৎপরাঙ্মুখৈর্দুষ্প্রাপম্ ॥ ১১

অন্বয়ঃ ।—সাধো ! (উদ্ধব !) তে (তব) ভবানাং (বস্বাদিরূপনানাবিধজন্মনাং মধ্যে) এষঃ (বর্ত্তমানঃ) সঃ (ভবঃ, ইদম্ উদ্ধবজন্মেতি যাবৎ) চরমঃ (শেষঃ, নাতঃপরং তে পুনর্জন্ম ভবিষ্যতীতি ভাবঃ) যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ "যৎ" ইতি অব্যয়ং সপ্তম্যন্তং মনসি কৃত্য যস্মিন্ জন্মনি ইতি বা ব্যাখ্যা) মদনুগ্রহঃ (মম কৃপা) আসাদিতঃ (প্রাপ্তঃ) নৃলোকান্ (মর্ত্ত্যলোকান্) উৎসৃজন্তং (পরিত্যজন্তং পুনর্বৈকুণ্ঠগমনোদ্যতমিতি যাবৎ) মাং (শ্রীকৃষ্ণং) বিশদাবৃত্ত্যা (ঐকান্তিকভক্ত্যা) রহঃ (নির্জ্জনে) যৎ দদৃশ্বান্ (দৃষ্টবান্) [তৎ] দিষ্ট্যা (ভদ্রং) ॥ ১২

মূলানুবাদ ।—হে সাধো ! তোমার সকল জন্মের মধ্যে এই জন্মই শেষ জন্ম, কারণ এই জন্মে তুমি আমার অনুগ্রহলাভ করিয়াছ । আমি এই জীবলোক ত্যাগ করিয়া যাইতেছি ; এসময় তুমি একান্ত ভক্তিসহকারে যে আমাকে দর্শন করিলে ইহাও তোমার পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলকর ॥ ১২

শ্রীধরটীকা ।—তস্য ভাগ্যমভিনন্দতি । স এষ ভবো জন্ম তে ভবানাং মধ্যে চরমঃ । । যদ্ যস্মিন্ মদনুগ্রহ আসাদিতো লব্ধঃ । যৎ পুনর্মাং রহ একান্তে বিশদানুবৃত্ত্যা একান্তভক্ত্যা দদৃশ্বান্ দৃষ্টবানসি এতদ্দিষ্ট্যা, ভদ্রং জাতমিত্যর্থঃ । নৃলোকান্ নৃশব্দেন জীবাস্তেষাং লোকানুৎসৃজন্তং বৈকুণ্ঠং গচ্ছন্তমিত্যর্থঃ ॥ ১২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—উদ্ধব পূর্ব্ব জন্মে অষ্টবসুর মধ্যে একজন বসু ছিলেন । যখন তিনি অন্যান্য বসু ও সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতিগণের সহিত একটি যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন, তখন ভগবান্ শ্রীহরিকে পাইবার জন্য তিনি তাঁহার অনেক আরাধনা করেন । সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীভগবান্ তখন তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারেন। পরে এই কৃষ্ণলীলার সহচরস্বরূপ পরম ভাগবত উদ্ধবরূপে তাঁহার উৎপত্তি বিধান করিয়া সুদীর্ঘকাল তাঁহার সহিত নানারূপে সাহচর্য্য করিয়া শেষ সময়ে তাঁহার সাধনার ফল তাঁহাকে জানাইয়া দিতেছেন এবং আশ্বা দিতেছেন যে, হে উদ্ধব ! আর তোমার জন্ম-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না, এই জন্মেই তোমার সাধনার চরমসিদ্ধিলাভ ঘটিল । তুমি সালোক্য হইতে নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত যে কোন প্রকার মুক্তি কামনা কর, তাহাই দান করিব । তুমি নির্জ্জনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভাল করিয়াছ, আমি প্রাণের কথাগুলি তোমাকে জানাইতে সুযোগ পাইলাম ॥ ১১।১২

পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে পদ্মে নিষণ্ণায় মমাদিসর্গে।
জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসং যৎ সূরয়ো ভাগবতং বদন্তি ॥১৩॥
ইত্যাদৃতোক্তঃ পরমস্য পুংসঃ প্রতীক্ষণানুগ্রহভাজনোঽহম্।
স্নেহোত্থরোমা স্খলিতাক্ষরস্তং মুঞ্চন্ শুচঃ প্রাঞ্জলিরাবভাষে ॥১৪॥
কো ন্বীশ তে পাদসরোজভাজাং সুদুর্লভোঽর্থেষু চতুর্ষ্বপীহ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্ ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ।—পুরা (পূর্ব্বস্মিন্ কালে পাদ্মে কল্পে ইতি যাবৎ) মম আদিসর্গে (মৎকর্ত্তৃকসৃষ্টিপ্রারম্ভে) নাভ্যে পদ্মে (নাভিসমুৎপন্নে পদ্মে) নিষণ্ণায় (উপবিষ্টায়) অজায় (ব্রহ্মণে) মন্মহিমাবভাসং (মম মহিম-মাহাত্ম্যম্ অবভাস্যতে প্রকাশ্যতে যেন তৎ, মদীয়মাহাত্ম্যপ্রকাশকমিত্যর্থঃ) পরং জ্ঞানং (দ্বিতীয়স্কন্ধ-নবমাধ্যায়কথিতচতুঃশ্লোকীরূপং শ্রেষ্ঠজ্ঞানজনকোপদেশবাক্যং) প্রোক্তং (কথিতং) সূরয়ঃ (পণ্ডিতাঃ) যৎ (উপদেশবাক্যজাতং) ভাগবতং বদন্তি (চতুঃশ্লোকীভাগবতনাম্না কীর্ত্তয়ন্তি) ॥ ১৩

মূলানুবাদ।—পূর্ব্বকালে (পাদ্মকল্পে) সৃষ্টির প্রারম্ভ সময়ে আমার নাভিপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মাকে আমার লীলামাহাত্ম্য প্রকাশক উৎকৃষ্ট জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম—যাহা পণ্ডিতগণ (অদ্যাপি) চতুঃশ্লোকী ভাগবত নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ১৩

শ্রীধরটীকা।—দদামীতি যদুক্তং তদেব নির্দ্দিশতি। পুরা পূর্ব্বস্মিন্ পাদ্মে কল্পে। আদিসর্গে সর্গোপক্রমে। মম মহিমা লীলা অবভাস্যতে যেন তৎ ॥ ১৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—আমি তোমাকে সিদ্ধিদান করিব। এখন এই শ্লোকে সেই সিদ্ধিদানের প্রণালী নির্দ্দেশ করিতেছেন। সত্যাদি চারিটী যুগের এক একবার আবর্ত্তনকে এক একটী কল্প বলে। এই কল্পগুলির "পাদ্ম" "বরাহ" প্রভৃতি বহু নাম শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। পাদ্মকল্পে শ্রীভগবানের নাভিপদ্মে ব্রহ্মা উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাকে স্তব করায় ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই উপদেশ প্রদানে উদ্ধবেরও তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়া অভিলষিত সিদ্ধিদান করিবেন ইহাই উদ্ধবের নিকট শ্রীভগবান্ ইঙ্গিত করিতেছেন ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—পরমস্য পুংসঃ (ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) প্রতীক্ষণানুগ্রহভাজনঃ (প্রতীক্ষণং কৃপাদৃষ্টিপাতঃ স এব অনুগ্রহঃ তস্য ভাজনং পাত্রং, "ভাজনঃ" ইত্যত্র পুংস্ত্বব্যবহার আর্ষঃ) ইতি (পূর্ব্বোক্তরূপেণ) আদৃতোক্তঃ (আদৃতশ্চাসৌ উক্তশ্চেতি সাদরং কথিতং ইত্যর্থঃ) স্নেহোত্থরোমা (প্রেমোদ্ভিন্নরোমাঞ্চঃ) স্খলিতাক্ষরঃ (সগদ্গদভাষণঃ) শুচঃ (অশ্রূণি) মুঞ্চন্ (পরিত্যজন্) অহং প্রাঞ্জলিঃ (কৃতাঞ্জলিঃ) আবভাষে (কথিতবানস্মি) ॥ ১৪

মূলানুবাদ।—পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ কৃপাদৃষ্টিরূপ অনুগ্রহসহকারে সাদরে ঐরূপ কথা বলিলে প্রেমের আবির্ভাবে আমার দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল, নয়ন হইতে অশ্রুজল নির্গত হইতে লাগিল, বাক্য স্খলিত হইতে লাগিল, আমি কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলাম ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—ইত্যেবমাদৃতশ্চাসাবুক্তশ্চাহং প্রতিক্ষণং কৃপাবলোক এবানুগ্রহঃ তস্য ভাজনং পাত্রভূতঃ। প্রতিক্ষণানুগ্রহভাজন ইতি পাঠে প্রতিক্ষণমনুগ্রহস্য পাত্রমিতি। শুচঃ অশ্রূণি মুঞ্চন্ আবভাষে উক্তবানস্মি ॥ ১৪

স এষ সাধো চরমো ভবানামাসাদিতস্তে মদনুগ্রহো যৎ ।
যন্মাং নৃলোকান্ রহ উৎসৃজন্তং দিষ্ট্যা দদৃশ্বান্ বিশদানুবৃত্ত্যা ॥ ১২ ॥

য়েষাং) সত্রে (যজ্ঞে) মৎসিদ্ধিকামেন (মৎপ্রাপ্তিকামেন) ত্বয়া ইষ্টঃ (যোগেনাহমারাধিতঃ) অন্তঃ (ত অন্তঃ স্থিতঃ) অহং তে (তব) মনসি (চিত্তে) অন্যৈঃ (ভবাদৃশভক্তভিন্নৈঃ) দুরবাপং (প্রাপ্তুমশক্যং) যৎ ঈপ্সিতম্ [অস্তীতি শেষঃ] তৎ বেদ (জানামি,) [অতঃ তৎ] দদামি (অচিরং দাস্যামি) ॥ ১১

মূলানুবাদ ;—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে উদ্ধব ! তুমি জন্মান্তরে একজন বসু ছিলে। তখন প্রজাপতিগণ ও বসুগণের সমবেতরূপে অনুষ্ঠিত যজ্ঞে আমাকে পাইবার জন্য তুমি আমার আরাধনা করিয়াছিলে। আমি তোমার অন্তরে অবস্থান করিয়া তোমার অভিলাষ জানিতে পারি, সুতরাং অন্যের পক্ষে দুর্লভ হইলেও তোমাকে আমি সেই সিদ্ধি প্রদান করিতেছি ॥ ১১

শ্রীধরটীকা ;—হে উদ্ধব ! তে মনসীপ্সিতম্ অন্তঃস্থিতো বেদ বেদ্মি। দানে হেতুঃ—বিশ্বসৃজাং বসূনাঞ্চ মিলিতানাং সত্রে। হে বসো ইতি পুরা পূর্ব্বজন্মনি ত্বং বসুরাসীঃ। তদা মৎপ্রাপ্তিকামেন ত্বয়াহমিষ্টঃ। অতস্তৎ সাধনং দদামি দাস্যামি। অন্যৈর্মৎপরাঙ্মুখৈর্দুষ্প্রাপম্ ॥ ১১

অন্বয়ঃ ;—সাধো ! (উদ্ধব !) তে (তব) ভবানাং (বস্বাদিরূপনানাবিধজন্মনাং মধ্যে) এষঃ (বর্ত্তমানঃ) সঃ (ভবঃ, ইদম্ উদ্ধবজন্মেতি যাবৎ) চরমঃ (শেষঃ, নাতঃপরং তে পুনর্জন্ম ভবিষ্যতীতি ভাবঃ) যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ "যৎ" ইতি অব্যয়ং সপ্তম্যন্তং মনসি কৃত্য যস্মিন্ জন্মনি ইতি বা ব্যাখ্যা) মদনুগ্রহঃ (মম কৃপা) আসাদিতঃ (প্রাপ্তঃ) নৃলোকান্ (মর্ত্ত্যলোকান্) উৎসৃজন্তং (পরিত্যজন্তং পুনর্বৈকুণ্ঠগমনোদ্যতমিতি যাবৎ) মাং (শ্রীকৃষ্ণং) বিশদাবৃত্ত্যা (ঐকান্তিকভক্ত্যা) রহঃ (নির্জ্জনে) যৎ দদৃশ্বান্ (দৃষ্টবান্) [তৎ] দিষ্ট্যা (ভদ্রং) ॥ ১২

মূলানুবাদ ।—হে সাধো ! তোমার সকল জন্মের মধ্যে এই জন্মই শেষ জন্ম, কারণ এই জন্মে তুমি আমার অনুগ্রহলাভ করিয়াছ। আমি এই জীবলোক ত্যাগ করিয়া যাইতেছি ; এসময় তুমি একান্ত ভক্তিসহকারে যে আমাকে দর্শন করিলে ইহাও তোমার পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলকর ॥ ১২

শ্রীধরটীকা ;—তস্য ভাগ্যমভিনন্দতি। স এষ ভবো জন্ম তে ভবানাং মধ্যে চরমঃ।। যদ্ যস্মিন্ মদনুগ্রহ আসাদিতো লব্ধঃ। যৎ পুনর্মাং রহ একান্তে বিশদানুবৃত্ত্যা একান্তভক্ত্যা দদৃশ্বান্ দৃষ্টবানসি এতদ্দিষ্ট্যা, ভদ্রং জাতমিত্যর্থঃ। নৃলোকান্ নৃশব্দেন জীবাস্তেষাং লোকানুৎসৃজন্তং বৈকুণ্ঠং গচ্ছন্তমিত্যর্থঃ ॥ ১২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ;—উদ্ধব পূর্ব্ব জন্মে অষ্টবসুর মধ্যে একজন বসু ছিলেন। যখন তিনি অন্যান্য বসু ও সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতিগণের সহিত একটি যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন, তখন ভগবান্ শ্রীহরিকে পাইবার জন্য তিনি তাঁহার অনেক আরাধনা করেন। সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীভগবান্ তখন তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারেন। পরে এই কৃষ্ণলীলার সহচরস্বরূপ পরম ভাগবত উদ্ধবরূপে তাঁহার উৎপত্তি বিধান করিয়া সুদীর্ঘকাল তাঁহার সহিত নানারূপে সাহচর্য্য করিয়া শেষ সময়ে তাঁহার সাধনার ফল তাঁহাকে জানাইয়া দিতেছেন এবং আশ্বাস দিতেছেন যে, হে উদ্ধব ! আর তোমার জন্ম-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না, এই জন্মেই তোমার সাধনার চরমসিদ্ধিলাভ ঘটিল। তুমি সালোক্য হইতে নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত যে কোন প্রকার মুক্তি কামনা কর, তাহাই দান করিব। তুমি নির্জ্জনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভাল করিয়াছ, আমি প্রাণের কথাগুলি তোমাকে জানাইতে সুযোগ পাইলাম ॥ ১১।১২

পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে পদ্মে নিষণ্ণায় মমাদিসর্গে।
জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসং যৎ সূরয়ো ভাগবতং বদন্তি ॥১৩॥
ইত্যাদৃতোক্তঃ পরমস্য পুংসঃ প্রতীক্ষণানুগ্রহভাজনোঽহম্।
স্নেহোত্থরোমা স্খলিতাক্ষরস্তং মুঞ্চন্ শুচঃ প্রাঞ্জলিরাবভাষে ॥১৪॥
কো ন্বীশ তে পাদসরোজভাজাং সুদুর্লভোঽর্থেষু চতুর্ষ্বপীহ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্ ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ ।—পুরা (পূর্ব্বস্মিন্ কালে পাদ্মে কল্পে ইতি যাবৎ) মম আদিসর্গে (মৎকর্ত্তৃকসৃষ্টিপ্রারম্ভে) নাভ্যে পদ্মে (নাভিসমুৎপন্নে পদ্মে) নিষণ্ণায় (উপবিষ্টায়) অজায় (ব্রহ্মণে) মন্মহিমাবভাসং (মম মহিম-মাহাত্ম্যম্ অবভাস্যতে প্রকাশ্যতে যেন তৎ, মদীয়মাহাত্ম্যপ্রকাশকমিত্যর্থঃ) পরং জ্ঞানং (দ্বিতীয়স্কন্ধ-নবমাধ্যায়কথিতচতুঃশ্লোকীরূপং শ্রেষ্ঠজ্ঞানজনকোপদেশবাক্যং) প্রোক্তং (কথিতং) সূরয়ঃ (পণ্ডিতাঃ) যৎ (উপদেশবাক্যজাতং) ভাগবতং বদন্তি (চতুঃশ্লোকীভাগবতনাম্না কীর্ত্তয়ন্তি) ॥ ১৩

মূলানুবাদ ।—পূর্ব্বকালে (পাদ্মকল্পে) সৃষ্টির প্রারম্ভ সময়ে আমার নাভিপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মাকে আমার লীলামাহাত্ম্য প্রকাশক উৎকৃষ্ট জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম—যাহা পণ্ডিতগণ (অদ্যাপি) চতুঃশ্লোকী ভাগবত নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ১৩

শ্রীধরটীকা ।—দদামীতি যদুক্তং তদেব নির্দ্দিশতি। পুরা পূর্ব্বস্মিন্ পাদ্মে কল্পে। আদিসর্গে সর্গোপক্রমে। মম মহিমা লীলা অবভাস্যতে যেন তৎ ॥ ১৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—আমি তোমাকে সিদ্ধিদান করিব। এখন এই শ্লোকে সেই সিদ্ধিদানের প্রণালী নির্দ্দেশ করিতেছেন। সত্যাদি চারিটী যুগের এক একবার আবর্ত্তনকে এক একটী কল্প বলে। এই কল্পগুলির "পাদ্ম" "বরাহ" প্রভৃতি বহু নাম শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। পাদ্মকল্পে শ্রীভগবানের নাভিপদ্মে ব্রহ্মা উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাকে স্তব করায় ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই উপদেশ প্রদানে উদ্ধবেরও তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়া অভিলষিত সিদ্ধিদান করিবেন ইহাই উদ্ধবের নিকট শ্রীভগবান্ ইঙ্গিত করিতেছেন ॥ ১৩

অন্বয়ঃ ।—পরমস্য পুংসঃ (ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) প্রতীক্ষণানুগ্রহভাজনঃ (প্রতীক্ষণং কৃপাদৃষ্টিপাতঃ স এব অনুগ্রহঃ তস্য ভাজনং পাত্রং, "ভাজনঃ" ইত্যত্র পুংস্ত্বব্যবহার আর্ষঃ) ইতি (পূর্ব্বোক্তরূপেণ) আদৃতোক্তঃ (আদৃতশ্চাসৌ উক্তশ্চেতি সাদরং কথিতং ইত্যর্থঃ) স্নেহোত্থরোমা (প্রেমোদ্ভিন্নরোমাঞ্চঃ) স্খলিতাক্ষরঃ (সগদ্গদভাষণঃ) শুচঃ (অশ্রূণি) মুঞ্চন্ (পরিত্যজন্) অহং প্রাঞ্জলিঃ (কৃতাঞ্জলিঃ) আবভাষে (কথিতবানস্মি) ॥ ১৪

মূলানুবাদ ।—পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ কৃপাদৃষ্টিরূপ অনুগ্রহসহকারে সাদরে ঐরূপ কথা বলিলে প্রেমের আবির্ভাবে আমার দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল, নয়ন হইতে অশ্রুজল নির্গত হইতে লাগিল, বাক্য স্খলিত হইতে লাগিল, আমি কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলাম ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা ।—ইত্যেবমাদৃতশ্চাসাবুক্তশ্চাহং প্রতিক্ষণং কৃপাবলোক এবানুগ্রহঃ তস্য ভাজনং পাত্রভূতঃ। প্রতিক্ষণানুগ্রহভাজন ইতি পাঠে প্রতিক্ষণমনুগ্রহস্য পাত্রমিতি। শুচঃ অশ্রূণি মুঞ্চন্ আবভাষে উক্তবানস্মি ॥ ১৪

কর্ম্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্য তে দুর্গাশ্রয়োঽথারিভয়াৎ পলায়নম্।
কালাত্মনো যৎ প্রমদাযুতাশ্রমঃ স্বাত্মন্ রতে খিদ্যতি ধীর্বিদামিহ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ।—নু (ভোঃ) ঈশ ! (ভগবন্ !) ইহ (অস্মিন্ সংসারে) তে (তব) পাদসরোজভাজাং (পাদপদ্মসেবকানাং জনানাং সম্বন্ধে) চতুর্ষ্বপি অর্থেষু (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপেষু চতুর্বর্গেষু মধ্যে) কঃ সুদুর্ল্লভঃ ? (ন কোঽপি দুর্লভ ইতি ভাবঃ) (হে) ভূমন্ ! (বিরাট্পুরুষ !) তথাপি (সর্ব্বেষু চতুর্ব্বর্গেষু সুলভেষু সৎস্বপি) ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ (ভবৎপাদপদ্মসেবাভিলাষী) অহং ন প্রবৃণোমি (ন প্রার্থয়ে) [তানর্থানিতি শেষঃ] ॥ ১৫

মূলানুবাদ।—হে বিরাট্ পুরুষ ভগবন্ ! আপনার পাদপদ্মভজনাকারিগণের পক্ষে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের মধ্যে কোন্‌টি দুর্লভ ? কোনটীই নহে, তথাপি আমি সে সকল প্রার্থনা করি না, কারণ আমি একমাত্র আপনার শ্রীপাদপদ্মসেবার জন্যই উৎসুক ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা।—নহি স্বাজ্ঞাননিবৃত্তিমাত্রকামোঽহং কিন্তু ত্বন্নিষেবণোৎসুকঃ, ত্বয়ি চাঘটমানাচরণং দৃষ্ট্বা মে মোহো ভবতি। অতস্তৎ তত্ত্বজ্ঞানং দেহীতি প্রার্থয়িতুমাহ কো ন্বিতি। চতুর্ষু ধর্ম্মাদিষু। তথাপি তানহং ন প্রবৃণোমি। হে ভূমন্ ! ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকোঽহম্ ॥ ১৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পূর্ব্বোক্তপ্রকারে উদ্ধব শ্রীভগবানের কৃপাপূর্ণদৃষ্টিপাতে ও সাদর উপদেশবাক্যে অত্যন্ত আপ্যায়িত হইয়াছেন ও প্রেমের উদ্রেকে তাঁহার অশ্রু, রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাব আবির্ভূত হইয়াছে। তাই বাষ্পগদ্গদ্‌কণ্ঠে কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীভগবানের কাছে নিবেদন করিতেছেন—প্রভো ! আপনার শ্রীপাদপদ্মসেবকের পক্ষে চতুর্ব্বর্গ ফলই সুলভ ইহা আমি জানি, কিন্তু আমি তাহা চাই না, আমি চিরদিন আপনার ঐ চরণকমলসেবার ভিখারী এবং আমি তাহাই চাই। অহো ! ভক্তিপথের কি অলৌকিক মহিমা যে যাঁহাদের অন্তঃকরণে প্রগাঢ় ভক্তিভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহারা শ্রীভগবানের চরণসেবা ভিন্ন অন্য কিছু, এমন কি মুক্তি পর্য্যন্ত, চাহেন না—কায়মনোবাক্যে ভগবৎসেবাই তাঁহাদের পরম পুরুষার্থ। সুতরাং প্রেমময় ভক্ত উদ্ধব আর অন্য কি চাহিবেন ? ॥ ১৪।১৫

অন্বয়ঃ।—অনীহস্য (নিষ্ক্রিয়স্য) তে (তব) কর্ম্মাণি, অভবস্য (জন্মরহিতস্য তব ইতি বিশেষ্যেণ অন্বয়ঃ, এবমন্যেষামপি ষষ্ঠ্যন্তানাং) ভবঃ (জন্মপরিগ্রহঃ) কালাত্মনঃ (মহাকালরূপসংহারাত্মকস্য তব) অরিভয়াৎ (জরাসন্ধাদিরূপশত্রুভয়াৎ) দুর্গাশ্রয়ঃ, (দুর্গং নির্ম্মায় তত্র বাসঃ) অথ (অথবা) পলায়নং, স্বাত্মন্‌রতেঃ (স্বাত্মনি রতির্যস্য তস্য, আত্মারামস্য ইত্যর্থঃ, অত্র “ন” লোপাভাব আর্ষঃ) প্রমদাযুতাশ্রমঃ (প্রমদাভিঃ বহুলরমণীভিঃ যুতঃ আশ্রমঃ গার্হস্থ্যব্যাপারঃ) [ইতি যদ্‌ভবতি] ইহ (অস্মিন্ বিষয়ে) বিদাং (জ্ঞানিনাম্ অপীতি শেষঃ) ধীঃ (বুদ্ধিঃ) খিদ্যতি (সংশয়েন খিন্না ভবতি) ॥ ১৬

মূলানুবাদ।—(হে ভগবন্ !) আপনি নিষ্ক্রিয় হইয়াও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, নিত্য হইয়াও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং স্বয়ং কালস্বরূপ হইয়াও শত্রুভয়ে দুর্গ আশ্রয় ও পলায়ন করিয়াছিলেন এবং আত্মারাম হইয়াও বহুল স্ত্রীসহকারে গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়াছেন। এই সকল বিষয়ে (নানারূপ সন্দেহ বশতঃ) জ্ঞানীদিগেরও বুদ্ধি খিন্ন হয় ॥ ১৬

শ্রীধরটীকা।—অঘটমানাচরণং দর্শয়তি। কর্ম্মণ্যনীহস্য নিঃস্পৃহস্য নিষ্ক্রিয়স্য বা অভবস্য অজন্মনো ভবো জন্ম। কালাত্মনস্তব অরিভয়াৎ দুর্গাশ্রয়ঃ পলায়নঞ্চ। স্বাত্মনি রতির্যস্য তস্য বহ্বীভিঃ স্ত্রীভির্গৃহাশ্রম ইতি যৎ ইহ অস্মিন্ বিষয়ে বিদুষামপি ধীঃ সংশয়েন খিদ্যতে ॥ ১৬

মন্ত্রেষু মাং বা উপহূয় যৎ ত্বমকুণ্ঠিতাখণ্ডসদাত্মবোধঃ।
পৃচ্ছেঃ প্রভো মুগ্ধ ইবাপ্রমত্তস্তন্নো মনো মোহয়তীব দেব ॥১৭॥
জ্ঞানং পরং স্বাত্মরহঃপ্রকাশং প্রোবাচ কস্মৈ ভগবান্ সমগ্রম্।
অপি ক্ষমং নো গ্রহণায় ভর্ত্তর্বদাঞ্জসা যদ্বৃজিনং তরেম ॥১৮॥

অন্বয়ঃ।—প্রভো! দেব! (শ্রীকৃষ্ণ!) অকুণ্ঠিতাখণ্ডসদাত্মবোধঃ (অকুণ্ঠিতঃ কালাদিভির্নবিকলীকৃতঃ, অখণ্ডঃ, পরিপূর্ণঃ, সদাত্মা অভ্রান্তস্বরূপো বোধঃ জ্ঞানং চিচ্ছক্তির্যস্য সঃ) অপ্রমত্তঃ (অবহিতচিত্তঃ) ত্বং মন্ত্রেষু (মন্ত্রণাবিষয়েষু) মাম্ উপহূয় (আহূয়) মুগ্ধ ইব (যথা অন্যঃ অপটুর্জনঃ পৃচ্ছতি তথা) পৃচ্ছেঃ (অতীতত্বার্থে বিধিপ্রত্যয় আর্ষঃ; তথাচ অপৃচ্ছৎ ইত্যর্থঃ) ইতি বা যৎ (এবঞ্চ যদাচরণং) তৎ নঃ (অস্মাকং) মনঃ মোহয়তি ইব ॥ ১৭

মূলানুবাদ।—(হে প্রভো!) আপনার পূর্ণ অভ্রান্তজ্ঞান সর্ব্বদা অকুণ্ঠিত (কখনও বিফল হয় না,) এবং আপনি সর্ব্বদা অবহিত অর্থাৎ সমস্ত কার্য্যে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন, (অথচ) মন্ত্রণাবিষয়ে আমাকে নিকটে ডাকিয়া সাধারণ অনভিজ্ঞ লোকের মত আপনি আমার কাছে যে জিজ্ঞাসা করিতেন, এই সকল ব্যাপার (ভাবিলে) আমাকে যেন মোহাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে ॥ ১৭

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ মন্ত্রেষু প্রস্তুতেষু সৎসু মামাহূয় বৈ অহো পৃচ্ছেঃ অপৃচ্ছঃ। অকুণ্ঠিতঃ কালাদিনা অখণ্ডঃ সন্ততঃ সদাত্মা সংশয়াদিরহিতো বোধো বিদ্যাশক্তির্যস্য। মুগ্ধবৎ অজ্ঞবৎ। অপ্রমত্তঃ অবহিতঃ সন্ ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—(হে) ভর্ত্তঃ! (প্রভো শ্রীকৃষ্ণ!) ভগবান্ (ভবান্) স্বাত্মরহঃপ্রকাশং (নিজরহস্যপ্রকাশকং) পরং জ্ঞানং (যথার্থজ্ঞানজনকোপদেশবাক্যং) সমগ্রং (সম্পূর্ণং যথা স্যাৎ তথা) কস্মৈ (ব্রহ্মণে, অত্র "ক" শব্দস্য সর্ব্বনামত্বব্যবহার আর্ষঃ) প্রোবাচ (কথিতবান্) নঃ (অস্মাকং) গ্রহণায় (বোধায়) ক্ষমম্ অপি (উপযুক্তং যদি, তদা) অঞ্জসা (শীঘ্রং) বদ (কথয়) যৎ (যস্মাদুপদেশাৎ) বৃজিনং (চিত্তদ্বৈধজনিতব্যাকুলভাবং) তরেম (উত্তীর্ণো ভবেয়ম্,) [অত্র প্রার্থনায়াং বিধিলিঙ্] ॥ ১৮

মূলানুবাদ।—হে নাথ! আপনি আত্মরহস্য প্রকাশক যে সকল তত্ত্বজ্ঞানোপদেশবাক্য ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন, তাহা যদি আমাদের বুঝিবার যোগ্য হয়, তবে তাহা আমাকে শীঘ্র বলুন, যাহাতে ঐ সকল দ্বৈধজনিত দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি ॥ ১৮

শ্রীধরটীকা।—স্বাত্মনস্তব রহঃ রহস্যং তত্ত্বং তস্য প্রকাশকম্। কস্মৈ ব্রহ্মণে। সর্ব্বনামত্বমার্ষম্। নোঽস্মাকং গ্রহণায় অপি ক্ষমং যদি যোগ্যং তর্হি বদ। ভর্ত্তঃ স্বামিন্! যৎ যতঃ বৃজিনং সংসারদুঃখম্ অঞ্জসা অনায়াসেন তরিষ্যামঃ ॥ ১৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পূর্ব্বে শ্লোকে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, পাদ্মকল্পে ব্রহ্মাকে যে তত্ত্বোপদেশ দিয়াছেন, উদ্ধবকেও সেই উপদেশপ্রদানপূর্ব্বক অভিলসিত সিদ্ধি প্রদান করিবেন। তদুত্তরে উদ্ধব জানাইয়াছেন যে, হে ভগবন্! আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মসেবার জন্য উৎসুক, সুতরাং চতুর্ব্বর্গফলাদি সিদ্ধি আমি চাহি না। এ অবস্থায় উদ্ধবকে আর তত্ত্বোপদেশ দেওয়া অনাবশ্যক, উদ্ধবেরও তত্ত্বকথা শ্রবণ করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু উদ্ধব যে তত্ত্বজিজ্ঞাসু নহেন এরূপ নহে, তাই তিনি শ্রীভগবানের নিকট যাথার্থ্য জানিবার জন্য প্রাণ খুলিয়া বলিতেছেন—হে ভগবন্! আপনি নিত্যনিষ্ক্রিয় সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, সুতরাং আপনার পক্ষে জন্ম, কর্ম্ম, শত্রুভীতি নিতান্ত অস্বাভাবিক এবং

ইত্যাবেদিতহার্দ্দায় মহ্যং স ভগবান্ পরঃ।
আদিদেশারবিন্দাক্ষ আত্মনঃ পরমাং স্থিতিম্ ॥১৯॥
স এবমারাধিতপাদতীর্থাদধীততত্ত্বাত্মবিবোধমার্গঃ।
প্রণম্য পাদৌ পরিবৃত্য দেবমিহাগতোঽহং বিরহাতুরাত্মা ॥২০॥

আত্মানন্দেই আপনি সর্ব্বদা আনন্দময় ; সুতরাং স্ত্রীগণ লইয়া গার্হস্থ্য ব্যাপারও আপনার পক্ষে অস্বাভাবিক ; আবার আপনি নির্ব্বিকার চৈতন্যস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ, অথচ মন্ত্রণাকালে আমাকে ডাকিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবার কোন কারণ দেখি না। কার্য্যতঃ ঐ জনকর্ম্মাদি সমস্তই আপনাতে দেখিতে পাওয়া যায়, এজন্য ঐ সকল বিরুদ্ধভাবের সমাধান করিতে না পারায় আমার মন অতি ব্যাকুল। সুতরাং আমি আপনার যাথার্থ্যজ্ঞানেরও নিতান্ত অভিলাষী। অতএব আপনি ব্রহ্মাকে যে আত্মরহস্যময় জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আমি যদি সে সকল গ্রহণ করিবার যোগ্য হই, তবে আমাকেও তাহা প্রদান করুন, যাহাতে আমি ঐ সকল বিরুদ্ধভাবের সমাধান করিয়া মনের ব্যাকুলতা দূর করিতে পারি ॥ ১৬—১৮

অন্বয়ঃ।—ইতি (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) আবেদিতহার্দ্দায় (আবেদিতঃ বিজ্ঞাপিতঃ হার্দ্দঃ হৃদিস্থোঽভিপ্রায়ো যেন তস্মৈ, বিজ্ঞাপিতস্বাভিপ্রায়ায় ইত্যর্থঃ) মহ্যম্ (উদ্ধবায়) অরবিন্দাক্ষঃ (পদ্মনেত্রঃ) পরঃ (পরমপুরুষঃ) স ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) আত্মনঃ (নিজস্য) পরমাং স্থিতিম্ (অতি বিচিত্রং লীলারহস্যম্) আদিদেশ (উপদিষ্টবান্) ॥ ১৯

মূলানুবাদ।—(হে বিদুর !) আমি এইভাবে আমার মনোগত অভিপ্রায় তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলে সেই পদ্মপলাশলোচন পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের বিচিত্র লীলারহস্য আমাকে উপদেশ দিলেন ॥ ১৯

শ্রীধরটীকা।—আবেদিতো হার্দ্দো হৃদিস্থোঽভিপ্রায়ো যেন তস্মৈ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—আরাধিতপাদতীর্থাৎ (আরাধিতৌ আবাল্যসেবিতৌ পাদৌ যস্য স আরাধিতপাদঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, স এব তীর্থং গুরুঃ তস্মাৎ) এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) অধীততত্ত্বাত্মবিবোধমার্গঃ (অধীতঃ অধিগতঃ, তত্ত্বেন যাথার্থ্যেন আত্মবিবোধস্য পরমাত্মরূপেশ্বরজ্ঞানস্য, মার্গঃ পন্থা যেন, স তথাবিধঃ) অহং দেবং (শ্রীকৃষ্ণং) পরিবৃত্য (প্রদক্ষিণীকৃত্য) পাদৌ (তদীয়চরণৌ প্রণম্য) বিরহাতুরাত্মা (বিচ্ছেদকাতরচিত্তঃ সন্) ইহ (অস্মিন্ স্থানে) আগতঃ ॥ ২০

মূলানুবাদ।—আমি আবাল্য চরণসেবার ফলে ঐরূপে সেই শ্রীগুরু ভগবানের নিকট হইতে সম্যক্‌রূপে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের পথ লাভ করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত তদীয়চরণে প্রণাম করিয়া বিরহকাতরচিত্তে এই স্থানে আসিয়াছি ॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—আরাধিতপাদো ভগবান্, স এব তীর্থং গুরুস্তস্মাৎ অধীতঃ অধিগতঃ তত্ত্বাত্মবিবোধস্য পরমাত্মজ্ঞানস্য মার্গো যেন, সোঽহং দেবং শ্রীকৃষ্ণং পরিবৃত্য প্রদক্ষিণীকৃত্য ॥ ২০

শ্রীভাগবতভাবতবর্ষিণী।—উদ্ধব কহিতেছেন, "হে বিদুর! বাল্যকালাবধি শ্রীভগবানের চরণসেবন করিতে করিতে কালক্রমে এতদিনের পরে নির্জ্জনে বসিয়া প্রাণের সমস্ত ব্যাকুলতা তাঁহাকে বলিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তখন তিনিও উপযুক্ত দেশ কাল বিবেচনায় কৃপা করিয়া নিজমুখে আমাকে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের সম্যক্ পথ উপদেশ করিলেন। তারপর আমি তাঁহাকে যথাযথ বন্দনা করিয়া চলিয়া আসিয়াছি, তাঁহার বিরহে মন বড়ই কাতর হইতেছে।" এখন দেখিতে হইবে যে, উদ্ধব শ্রীভগবানের উপদেশে তত্ত্বজ্ঞানের পথ পাইয়াছেন, অথচ এখনও তিনি ভগবদ্বিরহে কাতর, ইহা কিরূপে সুসঙ্গত হয়? যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান পান, তাঁহারেদ ত

সোঽহং তদ্দর্শনাহ্লাদবিয়োগার্ত্তিযুতঃ প্রভো ।
গমিষ্যে দয়িতং তস্য বদর্য্যাশ্রমমণ্ডলম্ ॥ ২১ ॥
যত্র নারায়ণো দেবো নরশ্চ ভগবানৃষিঃ ।
মৃদু তীব্রং তপো দীর্ঘং তেপাতে লোকভাবনৌ ॥ ২২ ॥

আর দুঃখে কাতর বা সুখে উৎফুল্ল হওয়া সম্ভবপর নহে। সুখ-দুঃখাদির দ্বন্দ্ব অবিবেকেরই ফল, সুতরাং জ্ঞানপথে ধাবিত হইয়াও উদ্ধব কাতর হইয়াছেন, ইহা তাঁহার নিজমুখে প্রকাশ পাইতে দেখিয়া আমরা কি বুঝিব ? এই বুঝিতে হইবে যে, যাঁহারা ভক্তিপথের সাধক, সাধ্য ভক্তি-প্রেমই যাঁহাদের পরম পুরুষার্থ, জ্ঞানপথে তাঁহাদের অন্য সকল সুখ-দুঃখাদি দূরীভূত হইলেও ভক্তের ধন সেই শ্রীভগবানের সেবায় সুখ, আর তদ্বিরহে দুঃখ। ইহা তাঁহাদের চিরসহচর, কারণ ভগবৎপ্রেমের একান্তবশ্যতাই ভক্তগণের পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানের পথ, অর্থাৎ শ্রীভগবানের তত্ত্ব বুঝিতে হইলে একনিষ্ঠরূপে ভগবানের প্রতি প্রেমপরায়ণ হওয়াই ভক্ত সাধকের কর্ত্তব্য। ভক্তির পথে থাকিয়া অন্য কোনও রূপে তাঁহার রহস্য অবগত হওয়া যাইবে না, ইহাই ভগবানের ইঙ্গিত। সুতরাং পরম ভক্ত উদ্ধব ভগবৎপ্রেমসমুদ্রে নিমগ্নপ্রায় এবং ভগবদ্বিরহই যে তাঁহাকে এখন অত্যধিক কাতর করিয়া তুলিতেছে ইহাই স্বভাবিক ॥ ১৯—২০

অন্বয়ঃ ।—সোঽহং (ভগবদুপদেশপ্রাপ্তঃ অহং) তদ্দর্শনাহ্লাদবিয়োগার্ত্তিযুতঃ (তস্য ভগবতঃ দর্শনেন আহ্লাদঃ বিয়োগেন চ আর্ত্তিঃ দুঃখং তাভ্যাং যুতঃ যুক্তঃ সন্) তস্য প্রভোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) দয়িতং (প্রিয়ং) বদর্য্যাশ্রমমণ্ডলং (বদরিকাশ্রমাখ্যং সুপ্রসিদ্ধং তীর্থং) গমিষ্যে (গমিষ্যামি, আত্মনেপদমার্ষম্) ॥ ২১

মূলানুবাদ ।—সেই আমি প্রথমে প্রভুর দর্শনে আনন্দ, পরে বিরহে বিষম দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া সম্প্রতি তাঁহার প্রিয় বদরিকাশ্রমে গমন করিব ॥ ২১

শ্রীধরটীকা ।—তস্য দর্শনেনাহ্লাদঃ বিয়োগেনার্ত্তিশ্চ, তাভ্যাং যুতঃ। তস্য বদর্য্যাশ্রমং স্থানং গমিষ্যামি ॥ ২১

অন্বয়ঃ ।—যত্র (বদরিকাশ্রমে) লোকভাবনৌ (লোকানুগ্রহকারিণৌ) দেবো নারায়ণঃ ভগবান্ নরঃ (নরনামকঃ) ঋষিশ্চ, মৃদু (পরোপদ্রবশূন্যং) তীব্রং (কঠোরং) তপঃ দীর্ঘং (কল্পান্তাবধি) তেপাতে (অনুতিষ্ঠতঃ) ॥ ২২

মূলানুবাদ ।—বদরিকাশ্রমে সর্ব্বলোকের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ ও নরনামক ঋষি সুদীর্ঘ কালাবধি এমন নিরুপদ্রব তপস্যা আচরণ করিতেছেন, [যাহা অন্যের পক্ষে আচরণ করা অসম্ভব] ॥ ২২

শ্রীধরটীকা ।—মৃদু পরোপদ্রবশূন্যম্। তীব্রং দুশ্চরম্। দীর্ঘম্ আকল্পান্তম্। তেপাতে তপশ্চরত ইত্যর্থঃ। লোকভাবনৌ লোকানুগ্রাহকৌ ॥ ২২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—ভক্ত উদ্ধব যদিও ভগবদ্‌বিরহে অতি কাতর, তথাপি বদরিকাশ্রমে যাইবার উদ্যম তাঁহার পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। রোগশোকাদিনিবন্ধন কাতর হইলে লোকের কোন শক্তি থাকে না, কোন কার্য্যে উৎসাহ থাকে না, কিন্তু প্রিয়বিরহের কাতরতা যতই অধিক হউক না কেন, বাঞ্ছিত প্রিয়জন যদি অনুকূল থাকে অর্থাৎ “প্রিয়তম আমাকে উপেক্ষা করেন নাই, প্রবঞ্চনা করেন নাই, যাহাতে আমার কল্যাণ হইবে সেইদিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য” এই রকমের যদি প্রগাঢ় আস্থা থাকে, তবে বিরহকালীন প্রবল কাতরতার মধ্যেও মনে বিশেষ একটা উদ্যম থাকে। সাধারণ কার্য্যে তেমন শক্তি বা মনোযোগ না থাকিলেও প্রিয়তমের অভিপ্রেত কার্য্যে—যাহাতে তিনি সুখী হইবেন এমন আচরণে কখনও অনুৎসাহ বা অক্ষমতা জন্মে না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সেই “বদরীং ত্বং প্রযাহীতি” “তুমি বদরিকাশ্রমে যাও” এই উপদিষ্ট

শ্রীশুক উবাচ ।

ইত্যুদ্ধবাদুপাকর্ণ্য সুহৃদাং দুঃসহং বধম্ ।
জ্ঞানেনাশময়ৎ ক্ষত্তা শোকমুৎপতিতং বুধঃ ॥ ২৩ ॥
স তং মহাভাগবতং ব্রজন্তং কৌরবর্ষভম্ ।
বিস্রম্ভাদভ্যধত্তেদং মুখ্যং কৃষ্ণপরিগ্রহে ॥ ২৪ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ ।

জ্ঞানং পরং স্বাত্মরহঃপ্রকাশং যদাহ যোগেশ্বর ঈশ্বরস্তে ।
বক্তুং ভবান্ নোঽর্হতি যদ্ধি বিষ্ণোর্ভৃত্যাঃ স্বভৃত্যার্থকৃতশ্চরন্তি ॥ ২৫ ॥

কার্য্য করিতে উদ্ধবের উদ্যম না থাকিবেই বা কেন ? শ্রীভগবানের মুখে তত্ত্বোপদেশ শুনিবার পূর্ব্বে যদিও বিরহযন্ত্রণাভয়ে তাঁহারই অনুসরণে তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন আর কোন কর্ম্মে তাঁহার স্বাধীন প্রবৃত্তি নাই, এখন তিনি "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন ॥ ২১—২২

অন্বয়ঃ ।—শ্রীশুক উবাচ—বুধঃ (জ্ঞানী) ক্ষত্তা (বিদুরঃ) ইতি (পূর্ব্বোক্তরূপেণ) উদ্ধবাৎ সুহৃদাং (স্বজনানাং) দুঃসহং বধং (নিধনবৃত্তান্তম্) উপাকর্ণ্য (শ্রুত্বা) উৎপতিতম্ (আবির্ভূতম্ অপীতি শেষঃ) শোকং জ্ঞানেন (বিবেকবলেন) অশময়ৎ (নিবারিতবান্) ॥ ২৩

মূলানুবাদ ।—শ্রীশুকদেব কহিলেন, উদ্ধবের মুখে ঐরূপে আত্মীয়-স্বজনের দুঃসহ বিনাশ সংবাদ শ্রবণ করিয়া যদিও বিদুরের শোক উপস্থিত হইয়াছিল, তথাপি জ্ঞানী বিদুর জ্ঞানবলে আবার তাহা নিবারণ করিয়াছিলেন ॥ ২৩

শ্রীধরটীকা ।—জ্ঞানেন বিবেকেন ॥ ২৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের স্বভাবই এইরূপ যে উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ হইলেই জ্ঞানীই হউন, আর অজ্ঞানই হউন, সকলের আত্মাতেই অনুভবের সৃষ্টি করে। কিন্তু জ্ঞানিগণ বিবেকের প্রভাবে সে অনুভূতিকে উপেক্ষা করিতে পারেন, সুতরাং সুখ-দুঃখে অধীর হন না। আর যাহাদের সেরূপ বিবেক নাই, তাহারা সেই অনুভূতির ফলে নানারূপ অধীরতা ভোগ করে। বিদুর যেরূপ স্বজনবর্গের দুঃসহ বিনাশবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা সাধারণে শুনিলে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িত, কিন্তু তিনি জ্ঞানী ; বিশেষতঃ সম্প্রতিই উদ্ধবের নিকট নানারূপ ভগবৎকথা শ্রবণে মনোভাব আরও মার্জ্জিত হইয়াছে, সুতরাং অনায়াসে তিনি শোকদুঃখ প্রশমিত করিতে সমর্থ হইলেন ॥ ২৩

অন্বয়ঃ ।—কৌরবর্ষভঃ (কৌরবশ্রেষ্ঠঃ) সঃ (বিদুরঃ) বিস্রম্ভাৎ (বিশ্বাসাৎ শ্রদ্ধাবশাদিত্যর্থঃ) মহাভাগবতং (ভগবতঃ পরমভক্তম্) [অতএব] কৃষ্ণপরিগ্রহে মুখ্যং (কৃষ্ণং বশীকর্ত্তুং স্বস্মাৎ সুযোগ্যতমং) ব্রজন্তং (গচ্ছন্তং) তম্ (উদ্ধবম্) ইদং (বক্ষ্যমাণবাক্যম্) অভ্যধত্ত (কথিতবান্) ॥ ২৪

মূলানুবাদ ।—উদ্ধব পরম ভক্ত, সুতরাং ভগবান্‌কে আয়ত্ত করিতে তিনি শ্রেষ্ঠ অধিকারী, এইজন্য কৌরবশ্রেষ্ঠ বিদুর অতি শ্রদ্ধাসহকারে গমনোদ্যত উদ্ধবের নিকট এইরূপ (পরবর্ত্তিবাক্য) বলিলেন ॥ ২৪

শ্রীধরটীকা ।—বিস্রম্ভাৎ বিশ্বাসাৎ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ ।—(হে উদ্ধব !) যোগেশ্বরঃ (বশীকৃতযোগমায়ঃ) ঈশ্বরঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বাত্মরহঃপ্রকাশং (নিজরহস্যপ্রকাশকং) পরং (শ্রেষ্ঠং) যৎ জ্ঞানং (জ্ঞানজনকোপদেশম্) তে (তুভ্যম্) আহ (কথিতবান্) [তৎ সর্ব্বং] ভবান্ নঃ (অস্মভ্যং) বক্তুম্ অর্হতি (যোগ্যোভবতি) হি (যস্মাৎ) বিষ্ণোর্ভৃত্যাঃ (ভক্ত-

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

নন্নু তে তত্ত্বসংরাধ্য ঋষিঃ কৌশারবোঽন্তিকে।
সাক্ষাদ্ভগবতাদিষ্টো মর্ত্ত্যলোকং জিহাসতা ॥ ২৬ ॥

প্রবরাঃ) স্বভৃত্যার্থকৃতঃ (স্বস্য ভৃত্যানাং শিষ্যাদীনাম্ অর্থং প্রয়োজনং কুর্ব্বন্তি যে তে, স্ব স্ব শিষ্যপ্রয়োজন-সম্পাদনপরায়ণাঃ) চরন্তি ॥ ২৫

মূলানুবাদ।—বিদুর বলিলেন—যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে নিজরহস্যপ্রকাশক যে, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানোপদেশ দিয়াছিলেন, আপনি আমাদের নিকটে তাহা বলিতে পারেন। যেহেতু ভগবদ্ভক্তগণ নিজ সেবকগণের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই ত বিচরণ করিয়া থাকেন ॥ ২৫

শ্রীধরটীকা ঃ—যৎ যস্মাৎ বিষ্ণোর্ভৃত্যাঃ স্বভৃত্যপ্রয়োজনসাধকাঃ সন্তঃ চরন্তি। নহি কৃতার্থানামন্যৎ কৃত্যমস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—উদ্ধব নিজ গন্তব্য স্থানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া বিদুর মনে করিলেন যে, এই উদ্ধবের নিকট হইতে আমার শ্রীকৃষ্ণরহস্যসম্পর্কিত জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিতে হইবে, কারণ ইনি বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও ভক্তির পথে অত্যধিক অগ্রসর হইয়া শ্রীভগবানের অনুগ্রহে পরম জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। সুতরাং অতি শ্রদ্ধাসহকারে তিনি উদ্ধবের নিকটে নিবেদন করিতেছেন—হে উদ্ধব! যে সকল ভক্তসাধক, ভক্তিপথের চরম উন্নত সীমায় পৌছিয়াছেন তাঁহারা ত তখন আর নিজের জন্য ব্যস্ত নহেন, তখন তাঁহারা নিজ শিষ্য সেবকাদির জন্যই উপদেশাদি দান করিয়া থাকেন। তুমিও ত ভক্তির সাধনায় কৃতকৃত্য, অতএব আমাকে সেবকরূপে গ্রহণ করিয়া তুমি শ্রীভগবানের রহস্যসম্পর্কিত সেই জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর ॥ ২৪—২৫

অন্বয়ঃ ঃ—উদ্ধব উবাচ—নন্নু (হে বিদুর!) মর্ত্ত্যলোকং জিহাসতা (পরিত্যক্তুমিচ্ছতা) সাক্ষাৎ (স্বয়ং) ভগবতা (শ্রীকৃষ্ণেন) অন্তিকে (মম সমীপ এবেত্যর্থঃ) তে (তব) তত্ত্বসংরাধ্যঃ (তত্ত্বায় তত্ত্বজ্ঞানায় সংরাধ্যঃ সেবনযোগ্যঃ) ঋষিঃ কৌশারবঃ (মুনিঃ মৈত্রেয়ঃ) আদিষ্টঃ (তদুপদেশার্থমাজ্ঞপ্তঃ) ॥ ২৬

মূলানুবাদ।—উদ্ধব কহিলেন—হে বিদুর! ভগবান্ যখন মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত, তখন তিনিই স্বয়ং আমার সাক্ষাতে তত্ত্বোপদেশের জন্য আপনার আরাধনার উপযুক্ত পাত্র মৈত্রেয় মুনিকে আদেশ করিয়াছেন ॥ ২৬

শ্রীধরটীকা।—তত্ত্বায় সংরাধ্য ইতি। অয়ং ভাবঃ, ভগবতৈব স্মরণমাত্রেণ তবাপি তত্ত্বমুপদিষ্ট-প্রায়ম্। অথ কেবলম্ অসম্ভাবনাদিনিবৃত্তয়ে জ্ঞানী কশ্চিদারাধ্যঃ, স চ তবারাধ্যো মৈত্রেয়ঃ, ন ত্বহম্। মমান্তিকে এব ত্বদুপদেশে তস্যাদিষ্টত্বাদিতি ॥ ২৬

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ঃ—উদ্ধবের মুখে বিস্তারিতরূপে ভগবদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে করিতে ভক্ত বিদুর বড়ই আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ ভাব তুচ্ছ মনে করিয়া "যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি" "যুক্তিযুক্ত বাক্য যদি বালকের মুখেও শুনিতে পাওয়া যায় তাহাও সাদরে গ্রহণ করিবে" এই নীতি অনুসারে উদ্ধবকেই গুরুত্বে বরণ করিয়া তত্ত্বোপদেশ শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উদ্ধব অধিকতর বিজ্ঞ, তিনি নিজেকে বিদুরের গুরু হইবার অযোগ্য বলিয়া বুঝিয়াছেন এবং স্বয়ং ভগবান্ই যে বিদুরের প্রতি উপদেশ দিবার জন্য মহামুনি মৈত্রেয়কে আদেশ করিয়াছেন তাহাও তিনি জানিতেন, সুতরাং তিনি নিজে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত না হইয়া মৈত্রেয় মুনির কথা জানাইয়া দিলেন। ভক্তের জন্য, শ্রীভগবানের যে কত ব্যাকুলতা, কিরূপ করুণাপূর্ণ ব্যবস্থা তাহা উদ্ধবের কথায় বুঝা যায়। ভগবান্ লীলা সংবরণ করিয়া

শ্রীশুক উবাচ ।

ইতি সহ বিদুরেণ বিশ্বমূর্ত্তেগু´ণকথয়া সুধয়া প্লাবিতোরুতাপঃ ।
ক্ষণমিব পুলিনে যমস্বসুস্তাং সমুষিত ঔপগবির্নিশাং ততোঽগাৎ ॥ ২৭ ॥

শ্রীরাজোবাচ ।

নিধনমুপগতেষু বৃষ্ণিভোজেষ্বধিরথযূথপযূথপেষু মুখ্যঃ ।
স তু কথমবশিষ্ট উদ্ধবো যদ্ধরিরপি তত্যজ আকৃতিং ত্র্যধীশঃ ॥ ২৮ ॥

তাঁহার সেই আনন্দময় নিত্যধামে চলিয়াছেন, কিন্তু তখনও তিনি ধার্ম্মিক বিদুরের কথা ভুলেন নাই, তাঁহার জন্য তখনও তিনি সুযোগ্য মৈত্রেয় মুনির প্রতি উপদেশের ভার অর্পণ করিয়াছেন। হায়! এইরূপ পরম-করুণাময় অক্ষুণ্ণ শৃঙ্খলাকারী শ্রীভগবানের ও তাঁহার ব্যবস্থার প্রতিও দোষারোপ করিতে বহির্মুখ জীব কুণ্ঠিত হয় না, বহির্মুখতার এমনই বিষময় পরিণতি ॥ ২৬

অন্বয়ঃ ।—ইতি (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) বিদুরেণ সহ [মিলিত্বা ইতি যাবৎ] বিশ্বমূর্ত্তেঃ (সর্ব্বাত্মকস্য ভগবতঃ) গুণকথয়া সুধয়া (মাহাত্ম্যকীর্ত্তনরূপামৃতেন) প্লাবিতোরুতাপ (প্লাবিতঃ অপগতঃ উরুঃ মহান্ তাপঃ বিয়োগাদি দুঃখং যস্য, সঃ তথাবিধঃ সন্) যমস্বসুঃ (যমুনায়াঃ) পুলিনে (তীরে) ক্ষণমিব তাং নিশাং [ব্যাপ্যেতি শেষঃ] সমুষিতঃ (কৃতাবস্থানঃ) ঔপগবিঃ (উদ্ধবঃ) ততঃ (প্রভাতে) অগাৎ (স্বাভিমতস্থানং গতবান্) ॥ ২৭

মূলানুবাদ ।—শ্রীশুকদেব কহিলেন,উদ্ধব এইরূপে বিদুরের সহিত বিশ্বমূর্ত্তি শ্রীভগবানের গুণকীর্ত্তন-রূপ অমৃত আস্বাদনে বিরহদুঃখাদি প্রশমন পূর্ব্বক যমুনার তীরে সেই রাত্রিকাল যেন ক্ষণকালের মত যাপন করিয়া প্রভাতে (গন্তব্য স্থানে) চলিয়া গেলেন ॥ ২৭

শ্রীধরটীকা ।—প্লাবিতঃ অপনীতঃ উরুস্তাপো যস্য। যমস্বসুর্যমুনায়াঃ পুলিনে তীরে তাং নিশাং ক্ষণমিব সমুষিতঃ। ঔপগবিরুদ্ধবঃ ॥ ২৭

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—আনন্দের দিনগুলি যেন বড় শীঘ্র কাটিয়া যায় বলিয়া মনে হয়। উদ্ধব পরম ভাগবত, তিনি ধর্ম্মপ্রাণ বিদুরের সহিত মিলিয়া ভগবদ্‌গুণকীর্ত্তনাদিতে বড়ই আনন্দ পাইতে-ছিলেন ; কিন্তু সেই রাত্রিটি যেন দেখিতে দেখিতে ক্ষণকাল মধ্যে চলিয়া গেল। রাত্রিটী বাস্তবিক ছোট হয় নাই, কিন্তু উদ্ধবের আনন্দিত প্রাণে উহা ক্ষণকালের ন্যায় প্রতীতি হইয়াছে মাত্র ॥ ২৭

অন্বয়ঃ ।—শ্রীরাজোবাচ (রাজা পরীক্ষিৎ, উবাচ কথিতবান্।) অধিরথযূথপযূথপেষু (অধিরথাঃ রথিনঃ সৈনিকাঃ, যূথপাঃ হস্তিনঃ, তেষাং যূথং সমূহং পান্তি রক্ষন্তি যে তেষু) বৃষ্ণিভোজেষু (যাদবেষু) নিধনং (বিনাশং, নিতরাং ধনং শ্রীহরিচরণাশ্রয়ম্ ইতি বার্থঃ) উপগতেষু (প্রাপ্তেষু সৎসু) যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) ত্র্যধীশঃ (ত্রয়াণাং সত্ত্বাদীনাং গুণানাং ব্রহ্মাদীনাং দেবানাং বা, ঈশঃ অধীশ্বরঃ) হরিরপি (শ্রীকৃষ্ণোঽপি) আকৃতিং (মনুষ্যমূর্ত্তিং) তত্যজে (পরিত্যক্তবান্) তু (কিন্তু) মুখ্যঃ (যাদবেষু প্রধানতয়া গণ্যঃ) সঃ (পূর্ব্বোল্লিখিতঃ) উদ্ধবঃ কথমবশিষ্টঃ ? ॥ ২৮

মূলানুবাদ ।—রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন, রথিপ্রভৃতি সৈনিক ও হস্তি প্রভৃতি সেনাঙ্গসমূহের অধিনায়ক বৃষ্ণি ও ভোজবর্গ যখন নিহত হইয়াছেন, আর স্বয়ং ত্রিগুণাতীত শ্রীকৃষ্ণ যখন মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিলেন, তখন সেই যাদবশ্রেষ্ঠ উদ্ধব কেন অবশিষ্ট রহিলেন ? ॥ ২৮

শ্রীধরটীকা ।—ব্রহ্মশাপেন নিধনং প্রাপ্তেষু। যস্মাৎ ত্রয়াণাং ব্রহ্মাদীনামধীশো হরিরপি আকৃতিং মনুষ্যাকারং ত্যক্তবান্ ॥ ২৮

শ্রীশুক উবাচ।

ব্রহ্মশাপাপদেশেন কালেনামোঘবাঞ্ছিতঃ।
সংহৃত্য স্বকুলং স্ফীতং ত্যক্ষ্যন্ দেহমচিন্তয়ৎ ॥ ২৯ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ;—শ্রীশুকদেবের মুখে ঐ সকল যদুবংশ ধ্বংসাদি বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা পরীক্ষিতের মনে একটী সংশয় উপস্থিত হইল যে—ভগবান্ যখন লীলা সংবরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অন্যান্য যাদবগণের এবং নিজেরও সেই মানবদেহ পরিহারের ব্যবস্থা করিলেন, তখন উদ্ধবের কেন সেই মনুষ্যাবস্থাই বিদ্যমান রহিল ? ভক্ত উদ্ধব নিতান্ত নগণ্য বলিয়া উপেক্ষা বশতঃ তাঁহার দিকে ভগবান্ লক্ষ্য করেন নাই এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না, কারণ উদ্ধবও যাদবগণের মধ্যে একজন "মুখ্যঃ" অর্থাৎ প্রধান পুরুষ। আবার প্রধান হিসাবেও তাঁহার অবস্থিতি আবশ্যক হইয়াছিল, ইহাই বা কিরূপে সম্ভব, যেহেতু সর্ব্বপ্রধান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই দেহত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং ইহার রহস্য জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৮

অন্বয়ঃ ;—শ্রীশুক উবাচ,—অমোঘবাঞ্ছিতঃ (বাঞ্ছিতম্ বাঞ্ছা অভিলাষ ইতি যাবৎ ভাবে নিষ্ঠাপ্রত্যয়াৎ, তথাচ অমোঘম্ অব্যর্থম্ বাঞ্ছিতম্ অভিলাষো যস্য সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) ব্রহ্মশাপাপদেশেন (ব্রহ্মশাপঃ অপদেশঃ ছলং যস্য তেন) কালেন (স্বীয়শক্তিবিশেষেণ) স্ফীতং (বিস্তৃতং) স্বকুলং (যদুবংশং) সংহৃত্য (বিনাশ্য) দেহং (মনুষ্যাকৃতিং) ত্যক্ষ্যন্ (অচিরমেব উপসংহৃতং করিষ্যন্) অচিন্তয়ৎ ॥ ২৯

মূলানুবাদ ;—শ্রীশুকদেব কহিলেন, অব্যর্থ ইচ্ছাসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মশাপচ্ছলে নিজ কালশক্তি দ্বারা বিস্তৃত যদুকুল ধ্বংস করিয়া নিজ মনুষ্যমূর্ত্তি ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন ॥ ২৯

শ্রীধরটীকা ;—ব্রহ্মশাপঃ অপদেশো মিষং যস্য তেন কালেন স্বশক্তিরূপেণ। অমোঘং বাঞ্ছিতং যস্য। ন হ্যত্র শাপঃ প্রভুঃ, কিন্তু ভগবদিচ্ছেবেত্যর্থঃ ॥ ২৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—কোনও কার্য্য উৎপন্ন হইলেই আমরা বহির্দৃষ্টিতে তাহার যে সকল কারণ লক্ষ্য করি, সেগুলি কিন্তু লৌকিক নিমিত্তমাত্র, বাস্তবিক পক্ষে সকল কার্য্যেরই মূলে মঙ্গলময় শ্রীভগবানের ইচ্ছাই প্রধান কারণরূপে অবস্থিত। এই যে বিপুল যদুবংশ ধ্বংস হইল, ব্রহ্মশাপ তাহার লৌকিক নিমিত্ত মাত্র, মূলে কিন্তু দেবগণের যাদবদেহ পরিহারপূর্ব্বক পুনরায় সেই দেবভাব প্রাপ্তি ও নিজের এই প্রপঞ্চগোচর নরদেহ পরিহারপূর্ব্বক সচ্চিদানন্দ বিগ্রহপ্রাপ্তি বিষয়ে শ্রীগোবিন্দের ইচ্ছাই প্রধান। যখনকার যেরূপ কার্য্য তাঁহার সেই অব্যর্থ ইচ্ছার বিষয় হইবে, তদনুসারেই কার্য্য চলিবে। উদ্ধবের সেই তাৎকালিক দেহ হইতে তখন তাঁহাকে বিমুক্ত করা শ্রীভগবানের ইচ্ছা নহে; কেন ইচ্ছা নহে, এই অনিচ্ছার মধ্যে মঙ্গলময়ের কি মঙ্গলময় উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে ভগবানের ভাবনার স্বরূপেই প্রকাশ পাইবে ও তাহাতেই রাজা পরীক্ষিতের সন্দেহ বিদূরিত হইবে। এখন আলোচ্য এই যে, শ্রীভগবানের পরিগৃহীত এই সকল শ্রীকৃষ্ণাদি দেহ নিত্য। ইহার আদি নাই, ধ্বংস নাই, ইহা বহু শাস্ত্রীয় বাক্যে প্রমাণিত হয় এবং ভগবানের তত্তৎ মূর্ত্তির বিভিন্ন প্রকার ধ্যান ও মন্ত্রাদি দ্বারা অর্চ্চনা যখন সহস্রশঃ শাস্ত্রে পাওয়া যাইতেছে এবং সাধকগণ সাধনার ফলে তাঁহাদের ধ্যানমূর্ত্তিতে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন—এইরূপ সিদ্ধান্ত যখন বহুতর শাস্ত্র ও সাধকের অনুভব-জ্ঞাপক ইতিহাসাদিতে প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন মূর্ত্তির দিকে লক্ষ্য করিলেও ঐ সকল মূর্ত্তিগুলির নিত্যতা প্রতিপাদিত হয়। কারণ ধ্যেয় বস্তুরই যদি সত্তা না থাকে, তবে কাহার ধ্যান ? আরাধনার অবস্থাই যদি না থাকে, তবে কিরূপে আরাধনা করা যাইতে পারে ? আর সাধকের সাক্ষাৎকারই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? অতএব সেই ভগবৎপরিগৃহীত মূর্ত্তিগুলিকে যদি

অস্মাল্লোকাদুপরতে ময়ি জ্ঞানং মদাশ্রয়ম্ ।
অর্হত্যুদ্ধব এবাদ্ধা সম্প্রত্যাত্মবতাং বর ॥ ৩০ ॥
নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্‌গুণৈর্নার্দ্দিতঃ প্রভুঃ ।
অতো মদ্বয়ুনং লোকং গ্রাহয়ন্নিহ তিষ্ঠতু ॥ ৩১ ॥
এবং ত্রিলোকগুরুণা সন্দিষ্টঃ শব্দযোনিনা ।
বদর্য্যাশ্রমমাসাদ্য হরিমীজে সমাধিনা ॥ ৩২

নিত্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইল, তবে এই শ্লোকের "দেহং ত্যক্ষ্যন্" কথাটীর সামঞ্জস্য হয় কিরূপে? এই আলোচনার সিদ্ধান্তপথে কেহ বলেন, সাঙ্খ্যমতসিদ্ধ "আবির্ভাব তিরোভাব" পক্ষ গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ উৎপন্নের অর্থ আবির্ভাবযুক্ত, নষ্ট বা মৃত ইত্যাদির অর্থ তিরোভাবযুক্ত। আবির্ভূত অবস্থাটিই সাধারণের অনুভবগোচর, তিরোভূত অবস্থাটী সাধারণের গোচর নহে। কিন্তু তিরোহিত হইলে বস্তুর সত্তাটী লোপ হইয়া যায় না, সাধারণের নিকট প্রচ্ছন্ন থাকে মাত্র। এস্থলে ভগবানের সেই শ্রীকৃষ্ণ দেহটী তিনি প্রচ্ছন্ন করিয়াছিলেন—ইহাই যদি "ত্যাগ" শব্দের অর্থ হয়, তবেই সামঞ্জস্য হইতে পারে। টীকাকার শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী "স্ফীতং দেহং ত্যক্ষ্যন্" এইরূপ অন্বয় করিয়া, "প্রাপঞ্চিকলোকচক্ষুর্গোচরীভূতত্বমেব স্ফীতত্বম্, অত্র সবিশেষেণ হি—ইতি ন্যায়েন ত্যাগক্রিয়া বিশেষেণ এব অন্বেতি" সামঞ্জস্য করিয়াছেন। উহার তাৎপর্য্য এই যে—ভগবান্ সেই শ্রীকৃষ্ণদেহের স্ফীতত্ব অর্থাৎ সাধারণ লোকের নয়নগোচরত্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু দেহত্যাগ করেন নাই, সুতরাং ইহাতে কোনই অসামঞ্জস্য নাই ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—সম্প্রতি (অধুনা) ময়ি অস্মাল্লোকাৎ (স্থূলজগৎপ্রপঞ্চাৎ) উপরতে (স্বীয়রূপগুণলীলাদি-প্রকটনেভ্যো বিরতে সতি) আত্মবতাং (অহমেব পরমপুরুষার্থত্বেন বিদ্যমানো যেষাং তেষাং মধ্যে) বরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) উদ্ধব এব মদাশ্রয়ম্ (অহমেবাশ্রয়ো যস্য তৎ তথাবিধং) জ্ঞানম্ অদ্ধা (যথার্থতঃ) অর্হতি (অহং যাবৎ জানামি উদ্ধবোঽপি তাবৎ জ্ঞাতুং প্রভবতি ইত্যর্থঃ) ॥ ৩০

মূলানুবাদ।—সম্প্রতি আমি এই মর্ত্তলোক হইতে তিরোহিত হইলে শ্রেষ্ঠ আত্মজ্ঞানী উদ্ধবই মদীয় জ্ঞানের তুল্যজ্ঞান বহন করিবার যথার্থ উপযুক্ত পাত্র ॥ ৩০

শ্রীধরটীকা।—ময়ি উপরতে সতি জ্ঞানমর্হতি জ্ঞানযোগ্যো ভবতি ন চান্যঃ ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—উদ্ধব অণু অপি (ঈষদপি) মন্ন্যূনঃ (মদপেক্ষয়া হীনঃ) ন (ভবতীতি শেষঃ) যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) গুণৈঃ (সত্ত্বাদিভিঃ) ন আর্দ্দিতঃ (ন পীড়িতঃ গুণাতীত ইতি যাবৎ) [অতএব] প্রভুঃ (অহমিব বশীকৃতমায়ঃ) অতঃ ইহ (মর্ত্ত্যলোকে) লোকং (জনগণং) মদ্বয়ুনং (মদ্বিষয়কং জ্ঞানং) গ্রাহয়ন্ (প্রাপয়ন্) তিষ্ঠতু ॥ ৩১

মূলানুবাদ।—উদ্ধব আমা অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নহেন, যেহেতু সত্ত্বাদিগুণত্রয় তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না, সুতরাং তিনি মায়াতীত, অর্থাৎ আমার ন্যায় মায়াকেই তিনি বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন; অতএব উদ্ধব লোকদিগকে ঈশ্বরজ্ঞান উপদেশ দিবার জন্য এই মর্ত্ত্যলোকে অবস্থান করুন ॥ ৩১

শ্রীধরটীকা।—মত্তঃ সকাশাদীষদপি ন্যূনো ন ভবতি। যদ্‌যস্মাদ্‌গুণৈর্বিষয়ৈর্ন ক্ষোভিতঃ। মদ্বয়ুনং মদ্বিষয়ং জ্ঞানং লোকস্যোপদিশন্ ইহ ভূতলে তিষ্ঠতু ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—এবম্ (অনেনাভিপ্রায়েণ) ত্রিলোকগুরুণা (ত্রিভুবনপূজ্যেন) শব্দযোনিনা (বেদকর্ত্রা ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন ইতি যাবৎ) সংদিষ্টঃ ("বদরীং ত্বং প্রয়াহী"ত্যেবমাদিষ্টঃ) [উদ্ধবঃ] বদর্য্যাশ্রমং (বদরিকাশ্রমম্) আসাদ্য (গত্বা) সমাধিনা (নিতরামেকাগ্রতয়া) হরিম্ ঈজে (আরাধিতবান্) ॥ ৩২

বিদুরোঽপ্যুদ্ধবাৎ শ্রুত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
ক্রীড়য়োপাত্তদেহস্য কর্ম্মাণি শ্লাঘিতানি চ ॥ ৩৩ ॥
দেহন্যাসঞ্চ তস্যৈবং ধীরাণাং ধৈর্য্যবর্দ্ধনম্।
অন্যেষাং দুষ্করতরং পশূনাং বিক্লবাত্মনাম্ ॥ ৩৪ ॥
আত্মানঞ্চ কুরুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণেন মনসেক্ষিতম্।
ধ্যায়ন্ গতে ভাগবতে রুরোদ প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ৩৫ ॥

মূলানুবাদ।—ত্রিভুবনপূজ্য বেদকর্ত্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই অভিপ্রায়ে উদ্ধবকে বদরিকাশ্রমে যাইতে আদেশ করায় তিনি তথায় গমন করিয়া একাগ্রচিত্তে শ্রীহরির আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

শ্রীপ্রবটীকা।—এবমনেনাভিপ্রায়েণ। শব্দযোনিনা বেদকর্ত্রা, ঈজে পূজয়াসাস ॥ ৩২।৩৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—অপার করুণানিকেতন শ্রীভগবানের এমনই সুব্যবস্থা যে, যখন যাহার যে জিনিষ উপযোগী হয়, ভগবান্ সে সমস্তই ঠিক করিয়া রাখেন—যেমন শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই মাতৃস্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয়। আমরা হয়ত ভাবিতে পারি যে, সদ্গুরুর অভাবে আমার শিক্ষা হইল না, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কিছুরই অভাব হয় না। ভগবান্ স্বয়ং লীলা সংবরণ করিতেছেন, সুতরাং পূর্ব্বেই সুযোগ্য জ্ঞানোপদেষ্টা উদ্ধবকে মর্ত্ত্যভূমিতে যোগ্যতম স্থানে থাকিবার ব্যবস্থা তিনি করিয়া যাইতেছেন। অহমিকায় মুগ্ধ জীব শ্রীভগবানের ব্যবস্থায়-আস্থাহীন, তাঁহার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করিতে পরাঙ্‌মুখ, সুতরাং তাহারা পদে পদে অভাবের তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু বাস্তবিক যাঁহারা ভক্ত, শ্রীভগবানের সেবায় যাঁহাদের প্রাণ বাস্তবিকই আকুল হইয়া উঠে, তাঁহাদের কিছুরই অভাব হয় না। ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতির কিসের অভাব হইয়াছিল? কোন্ বাধাবিঘ্ন তাঁহাদের সাধনায় ব্যাঘাত করিতে সমর্থ হইয়াছিল? চাই একাগ্রতা, চাই নির্ভরশীলতা। বদরিকায় তখন যে সকল সাধক ছিলেন, বিশেষজ্ঞ গুরু তাঁহাদের আবশ্যক, অমনি উদ্ধবের তথায় অবস্থানের ব্যবস্থা! মায়ামুগ্ধ জীব! তুমিও প্রস্তুত হও, দেখিবে সদ্গুরু তোমার সম্মুখে উপস্থিত ॥ ৩০—৩২

অন্বয়ঃ।—[ত্রিভির্বিদুরাবস্থাং বর্ণয়তি] বিদুরোঽপি উদ্ধবাৎ (উদ্ধবসকাশাৎ) পরমাত্মনঃ (পরমাত্মস্বরূপস্য) [অথচ] ক্রীড়য়া (লীলাশক্ত্যা) উপাত্তদেহস্য (উপাত্তঃ প্রকটীকৃতঃ দেহো যেন তস্য) কৃতস্য শ্লাঘিতানি (প্রশস্তানি) কর্ম্মাণি শ্রুত্বা [রুরোদ ইতি তৃতীয়শ্লোকস্থক্রিয়য়া অন্বয়ঃ] ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—ধীরাণাং (জ্ঞানিনাং) ধৈর্য্যবর্দ্ধনং (তথ্যাবগতিদ্বারা মনঃস্থৈর্য্যসম্পাদকং) বিক্লবাত্মনাম্ (অজ্ঞানোপহতচিত্তানাং) পশূনাং (পশুতুল্যানাম্) অন্যেষাম্ (অধীরাণাং) দুষ্করতরং (দুর্বিভাবং) তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) এবম্ (উদ্ধববর্ণিতপ্রকারেণ) দেহন্যাসঞ্চ (দেহান্তর্ধানবৃত্তান্তঞ্চ, শ্রুত্বা ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—কুরুশ্রেষ্ঠ! (হে রাজন্ পরীক্ষিৎ!) আত্মানং (নিজং) কৃষ্ণেন মনসা ঈক্ষিতঞ্চ (বিদুরায় তত্ত্বোপদেশদানার্থং মৈত্রেয়ঃ প্রয়োক্তব্য ইত্যেবং রূপেণ চিন্তিতঞ্চ) [শ্রুত্বা বিদুর ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ] ধ্যায়ন্ (তত্তদ্ব্যাপারং পরিচিন্তয়ন্) প্রেমবিহ্বলঃ (ভগবৎপ্রেমাপহৃতচিত্তঃ সন্) ভাগবতে (উদ্ধবে) গতে (সতি) রুরোদ ॥ ৩৫

মূলানুবাদ।—হে রাজন্! পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লীলাশক্তিতে প্রকটমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া যে সকল প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছেন এবং ধীরগণের ধৈর্য্যবর্দ্ধক ও অধীর পশুতুল্য বিহ্বলচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে ধারণার অতীত, শ্রীকৃষ্ণের দেহান্তর্ধান প্রণালী এবং বিদুরের কথাও যে ভগবান্ মনে মনে চিন্তা করিবেন,—

কালিন্দ্যাঃ কতিভিঃ সিদ্ধ অহোভির্ভরতর্ষভ।
প্রাপদ্যত স্বঃসরিতং যত্র মিত্রাসুতো মুনিঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
তৃতীয়-স্কন্ধে বিদুরোদ্ধবসংবাদে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

এই সকল যে যে সংবাদ বিদুর উদ্ধবের নিকট শুনিয়াছেন, উদ্ধব চলিয়া যাওয়ায় তিনি সেই সকল ভাবিতে ভাবিতে প্রেমে আত্মহারা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩—৩৫

শ্রীধরটীকা।—অন্যেষাং পশূনাং পশুতুল্যানাম্। বিক্লবাত্মনাম্ অধীরচিত্তানাম্ ॥ ৩৪

শ্রীধরটীকা।—মনসেক্ষিতং চিন্তিতম্ ॥ ৩৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—উদ্ধবের মুখে লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-মৃত্যু বা আবির্ভাব তিরোভাবের অপূর্ব্ব রহস্য এবং বিচিত্র কার্য্যকলাপ ও ভক্তের প্রতি তাঁহার অসীম করুণার প্রস্তাব শুনিতে শুনিতে বিদুরের ভক্তিভাবিতচিত্ত আরও অধিকতর ভক্তির ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। যতক্ষণ উদ্ধব সেখানে ছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার কথায়ই বিদুর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি চলিয়া যাইবার পর ঐ সকল শ্রুত বৃত্তান্ত বিদুরের চিন্তাপথে উদিত হইল। নির্জ্জনের সহচরী চিন্তা, বিশেষতঃ বিষয়গুলিও ঐরূপ হৃদয়গ্রাহী, সুতরাং একান্ত মনে ঐ সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে বিদুর ভগবৎপ্রেমে একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন, প্রেমজনিত সাত্ত্বিক চিহ্ন অশ্রু নয়নে আবির্ভূত হইল, তিনি প্রেমবিগলিত হৃদয়ে দরদর ধারে রোদন করিতে লগিলেন ॥ ৩৩—৩৫

অন্বয়ঃ।—ভরতর্ষভ! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ!) কালিন্দ্যাঃ (যমুনায়াঃ) [তীরে ইতি শেষঃ] সিদ্ধ (অত্র বিসর্গলোপআর্ষঃ উক্তরূপেণাধিগতসিদ্ধ্যুপায়োবিদুরঃ) কতিপয়ৈঃ অহোভিঃ (অল্পৈরেব দিনৈঃ) স্বঃসরিতং (গঙ্গাং) প্রাপদ্যত (প্রাপ্তবান্) যত্র (গঙ্গাতটে) মিত্রাসুতঃ (মৈত্রেয়নামকঃ) মুনিঃ [অস্তীতি শেষঃ] ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

মূলানুবাদ।—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! বিদুর যমুনাতীরে এইরূপে সিদ্ধির উপায় লাভ করিয়া অল্পক্ষণ মধ্যেই মৈত্রেয় মুনি যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন সেই গঙ্গাতীরে গমন করিলেন ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

শ্রীধরটীকা।—কালিন্দ্যাঃ সকাশাৎ সিদ্ধএব বিদুরঃ কতিপয়ৈর্দ্দিনৈঃ স্বঃসরিতং গঙ্গাং প্রাপদ্যত প্রাপ্তঃ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—বিদুর এযাবৎকাল কত নগর, বন, পর্ব্বত ও নানাবিধ তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন, শ্রীভগবানের কত শত শত বিভূতি দর্শন করিয়াছেন, ক্রমশঃ প্রাণের একাগ্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, ভক্তির পথে আরও অধিক অগ্রসর হইয়াছেন। সময় যখন উপযুক্ত হইয়াছে, তখন ভগবানের ব্যবস্থা গুণে উদ্ধবের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া সদ্‌গুরুর সন্ধান তিনি পাইয়াছেন, সিদ্ধির পথ বেশ পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে, আর এখন লক্ষ্যহীন ভ্রমণ ভাল লাগিবে কেন? তখন তিনি যেখানে গেলে গুরুর উপদেশে প্রাণের দেবতার মধুর রহস্য জানিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন, সেই সুরধুনীর তীরে মৈত্রেয় মুনির নিকটে গমন করিলেন ॥ ৩৬

ইতি শ্রীধামশান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্থোধ্যায়ঃ ॥ ৪

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

—:*:—

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশুক উবাচ।

দ্বারি দ্যুনদ্যা ঋষভঃ কুরূণাং মৈত্রেয়মাসীনমগাধবোধম্।
ক্ষত্তোপসৃত্যাচ্যুতভাব (শু)সিদ্ধঃ পপ্রচ্ছ সৌশীল্যগুণাভিতৃপ্তঃ ॥ ১ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ।

সুখায় কর্ম্মাণি করোতি লোকো ন তৈঃ সুখং বান্যদুপারমং বা।
বিন্দেত ভূয়স্তত এব দুঃখং যদত্র যুক্তং ভগবান্ বদেন্নঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।—অচ্যুতভাবসিদ্ধঃ (অচ্যুতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য, ভাবৈঃ অনুগ্রহাদিলক্ষণৈঃ সিদ্ধঃ কৃতার্থীকৃতঃ) কুরূণাম্ ঋষভঃ (কৌরবশ্রেষ্ঠঃ) ক্ষত্তা (বিদুরঃ) দ্যুনদ্যাঃ (গঙ্গায়াঃ) দ্বারি (দ্বারদেশে হরিদ্বার ইতি যাবৎ) আসীনম্ (উপবিষ্টম্) অগাধবোধম্ (অগাধঃ অপরিমেয়ঃ বোধো যস্য তম্ অসীমজ্ঞানসম্পন্নম্ ইত্যর্থঃ) মৈত্রেয়ং (পূর্ব্বোপদিষ্টং তন্নামকমুনিম্) উপসৃত্য (তস্য সমীপং গত্বা) সৌশীল্যগুণাভিতৃপ্তঃ (সৌশীল্যং সদ্ব্যবহার এব গুণঃ তেন অভিতৃপ্তঃ, মৈত্রেয়সদ্ব্যবহারপরিতৃপ্তঃ সন্) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসিতবান্) ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ।—শুকদেব বলিলেন—শ্রীভগবানের অনুগ্রহে কৃতার্থপ্রায় কৌরবশ্রেষ্ঠ বিদুর গঙ্গার দ্বারদেশে অর্থাৎ হরিদ্বারে উপবিষ্ট অসীমজ্ঞানসম্পন্ন মৈত্রেয়মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সদ্ব্যবহারাদিগুণে অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

পঞ্চমে ভগবল্লীলাং ক্ষত্ত্রা পৃষ্টো মহামুনিঃ। প্রোবাচ মহদাদীনাং সর্গং তৈশ্চ হরেঃ স্তুতিম্ ॥
উক্তশ্চতুর্ভিরধ্যায়ৈঃ ক্ষত্তুর্মৈত্রেয়সঙ্গমঃ। সংবাদস্তু তয়োঃ স্কন্ধদ্বয়েনাথ নিগদ্যতে ॥

দ্যুনদ্যা গঙ্গায়া দ্বারি দ্বারে আসীনং নতু কর্ম্মব্যগ্রম্। তত্র হেতুঃ—অগাধঃ অপরিচ্ছিন্নো বোধো যস্যেতি মৈত্রেয়স্য সৌশীল্য-মার্জ্জবাদি, গুণাশ্চ করুণাদয়ঃ, তৈরভিতৃপ্তঃ। সৌশীল্যগুণাভিতৃপ্তমিতি পাঠে ক্ষত্তুঃ সৌশীল্যাদিভিরভিতৃপ্তং সন্তুষ্টং মৈত্রেয়ম্ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।—লোকঃ (জনঃ) সুখায় (সুখং প্রাপ্তুং) কর্ম্মাণি করোতি, [কিন্তু] তৈঃ (কর্ম্মভিঃ) সুখম্ অন্যৎ বা (দুঃখপ্রশমনং বা) উপারমং বা (বৈরাগ্যং বা) ন বিন্দেত (ন লভেত) ততঃ (কর্ম্মণঃ) ভূয়ঃ (পুনঃ পুনঃ) দুঃখমেব [বিন্দেত ইতি শেষঃ] অত্র (অস্মিন্ বিষয়ে) যৎ যুক্তং (জনৈঃ কর্ত্তুমুচিতম্) [তৎ] ভগবান্ (জ্ঞানী ভবানিতি শেষঃ) নঃ (অস্মান্) বদেৎ (কথয়তু) ॥ ২ ॥

জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য ॥ ৩ ॥
তৎ সাধুবর্য্যাদিশ বর্ত্ম শং নঃ সংরাধিতো ভগবান্ যেন পুংসাম্।
হৃদি স্থিতো যচ্ছতি ভক্তিপূতে জ্ঞানং সতত্ত্বাধিগমং পুরাণম্ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ।—বিদুর বলিলেন,—হে মুনে! লোক সুখের জন্য কর্ম্ম করে, [কিন্তু] তাহা দ্বারা সুখ বা দুঃখ নিবৃত্তি বা বৈরাগ্য এ সকল ত লাভ করিতে পারে না; বরং পুনঃ পুনঃ কর্ম্মানুষ্ঠানে দুঃখই ভোগ করে। এ বিষয়ে লোকের কি করা উচিত তাহা জ্ঞানী আপনি আমাদিগকে উপদেশ দান করুন ॥ ২ ॥

শ্রীধরটীকা।—প্রশ্নানেবাহ সুখায়েতি পঞ্চদশভিঃ। তৈঃ কর্ম্মভিরপি সুখং বা অন্যস্য দুঃখস্য উপারমং বেত্যর্থঃ। অথবা অন্যদ্ব ন বিন্দেত। কিং তদিত্যপেক্ষায়াং তস্যৈব নির্দ্দেশঃ উপারমং বেতি, ততস্তৈঃ কর্ম্মভিঃ ভূ পুনঃ পুনঃ দুঃখমেব বিন্দেত। অত্র এবংবিধে সংসারে নোঽস্মাকং যদ্যুক্তং কর্ত্তুং যোগ্যং, তৎ সর্ব্বজ্ঞো ভগবান্ বদে নিরূপয়তু ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।—দৈবাৎ (প্রাক্তনকর্ম্মবশাৎ) কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য (ভগবৎসেবাপরাঙ্মুখস্য) [অতএব] অধর্ম্মশীলস্য (পাপপ্রবৃত্তস্য) [অতএব] সুদুঃখিতস্য জনস্য অনুগ্রহায় (সদুপদেশাদিভিরুপকারসম্পাদনায়) জনার্দ্দনস্য (ভগবতঃ) ভব্যাদিভূতানি (মঙ্গলময়া ভক্তাঃ) ইহ চরন্তি (সংসারে বিচরন্তি) ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ।—প্রাক্তন কর্ম্মফলে যাহারা শ্রীভগবানের প্রতি বিমুখ হইয়া পাপাচরণ বশতঃ নিতান্ত দুঃ পাইতে থাকে, সেই সকল ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্যই ভগবানের প্রিয় ভক্তগণ সংসারে বিচরণ করিয় থাকেন ॥ ৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—দৈবাৎ প্রাচীনাৎ কর্ম্মণো নিমিত্তভূতাৎ কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য, অতঃ অধর্ম্মশীলস্য, অতঃ সুদুঃখিতস্যানুগ্রহায় ভব্যানি মঙ্গলানি ভূতানি চরন্তি। ভবন্তঃ পরোপকারস্বভাবা এব ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মহামতি বিদুর হরিদ্বারে যাইয়া পরমজ্ঞানী মৈত্রেয় মুনির সাক্ষাৎ পাইলেন ও তাঁহার সদ্ব্যবহারে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়া ক্রমশঃ নিজের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যদিও ইতিপূর্ব্বে ভগবানের শ্রীমুখনির্গলিত তত্ত্বোপদেশ শুনিবার জন্যই উদ্ধবের নিকট তিনি প্র করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন উদ্ধবের মুখে তাহার উত্তরে জানিতে পারিলেন যে মৈত্রেয় মুনিকেই ভগবান্ আদে করিয়াছেন, যে তিনিই তাঁহাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবেন। বিচক্ষণ বিদুর ইহাতে বুঝিয়াছেন যে, শ্রীভগবানের উপদিষ্ট সেই আত্মরহস্য বুঝিবার উপযুক্ততা এখনও তাঁহার জন্মে নাই, নতুবা উদ্ধবকে পাইয়াও কেন উপদে বঞ্চিত হইবেন। সুতরাং প্রথমতঃ অন্যান্য তথ্য আলোচনার যদি কখনও উপযুক্ত হইতে পারেন, তবেই শ্রীগুরু কৃপায় সমস্তই জানিতে পারিবেন। এই অভিপ্রায়ে মহামুনি মৈত্রেয়ের নিকট আর সেই প্রসঙ্গ উত্থাপিত না করি তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে মুনিবর! এ সংসারে যাহারা প্রাক্তন দুষ্কর্ম্মের ফলে ইহজীবনেও ভগবচ্চর সেবায় বিমুখ ও কেবল অধর্ম্মাচরণ করিয়া নানাবিধ দুঃখ ভোগ করে, তাহাদের প্রতি সদুপদেশদ্বারা সেই পাপবু দূর করিবার জন্যই শ্রীভগবানের প্রিয় ভক্তগণ সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন। আপনি শ্রীভগবানের অতি প্রিয় ভক্ত; সুতরাং মাদৃশ দুঃখিত জনের প্রতি সদুপদেশ দানে অনুগৃহীত করুন, আমার প্রাণে যে সকল সংশয় প্র বিদ্যমান, তাহার সমাধান করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। আমি বুঝিতে পারি না যে কিসে লোক সুখী হইতে পারে, কেননা কর্ম্মপথে ত কেবল দুঃখই দেখিতে পাই ॥ ১—৩ ॥

করোতি কর্ম্মাণি কৃতাবতারো যান্যাত্মতন্ত্রো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ।
যথা সসর্জ্জাগ্র ইদং নিরীহঃ সংস্থাপ্য বৃত্তিং জগতো বিধত্তে ॥ ৫ ॥
যথা পুনঃ স্বে খ ইদং নিবেশ্য শেতে গুহায়াং স নিবৃত্তবৃত্তিঃ।
যোগেশ্বরাধীশ্বর এক এতদনুপ্রবিষ্টো বহুধা যথাসীৎ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।—তৎ (তস্মাদ্ধেতোঃ) সাধুবর্য্য! (হে সাধুশ্রেষ্ঠ!) নঃ (অস্মাকং) শং (সুখরূপং) বর্ত্ম (পন্থানম্) আদিশ (কথয়) যেন (পথা) সংরাধিতঃ (আরাধিতঃ) ভগবান্ পুংসাম্ (আরাধনাকারিণাং জনানাং) ভক্তিপূতে (ভক্তিসম্পর্কাৎ পবিত্রীকৃতে) হৃদি (অন্তঃকরণে) স্থিতঃ [সন্] সতত্ত্বাধিগমং (তত্ত্বস্য পরব্রহ্মরূপস্য পরমাত্মনঃ, অধিগমঃ অপরোক্ষানুভূতিঃ, তেন সহ বর্ত্তমানং) পুরাণম্ (অনাদিবেদপ্রমাণকং জ্ঞানং) যচ্ছতি (অর্পয়তি) ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ।—অতএব হে মুনিবর! এমন সুখকর উপায় আমাদিগকে বলুন, যে উপায়ে শ্রীভগবানের আরাধনা করিলে তিনি সাধকের ভক্তিপূত হৃদয়ে অবস্থান করিয়া পরমাত্মসাক্ষাৎকারের উপযোগী সেই অনাদিবেদমূলক জ্ঞান প্রদান করেন ॥ ৪ ॥

শ্রীধরটীকা।—তৎ তস্মাৎ হে সাধুবর্য্য। শং সুখরূপং বর্ত্ম নঃ আদিশ কথয়। যেন বর্ত্মনা সংরাধিতো হৃদি স্থিতঃ সন্ তত্ত্বাধিগমঃ আত্মাপারোক্ষ্যং তৎসহিতং পুরাণম্ অনাদিবেদপ্রমাণকম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—বিদুর বলিতে লাগিলেন, হে মুনে! শুনিয়াছি কর্ম্মের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়, কেননা মিথিলাধিপতি জনক প্রভৃতি কর্ম্মের দ্বারাই ত সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সারাজীবন ভরিয়া কতই কর্ম্ম করিলাম, কৈ আমার ভাগ্যে ত কিছুই হইল না, অতএব আপনি কল্যাণময় পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিন, যাহাতে মাদৃশ ব্যক্তিও কৃতকার্য্য হইতে পারে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।—ত্র্যধীশ (বশীকৃতগুণত্রয়ঃ) [অতএব] আত্মতন্ত্রঃ (স্বাধীনকর্ম্মা) ভগবান্ (পরমেশ্বরঃ) কৃতাবতারঃ (অবতীর্ণঃ সন্) যথা (যেন প্রকারেণ) যানি কর্ম্মাণি করোতি, নিরীহঃ (নিষ্ক্রিয়ঃ সন্নপি) অগ্রে, (কল্পারম্ভে) যথা ইদং (বিশ্বং) সসর্জ্জ (সৃষ্টবান্) যথা চ সংস্থাপ্য (সুস্থিরং কৃত্বা) জগতঃ বৃত্তিং (জীবিকাং) বিধত্তে (সম্পাদয়তি) [“এতদ্ বর্ণয়” ইতি পরত্রান্বয়ঃ] ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ।—ত্রিগুণাত্মিকা মায়া যাঁহার বশীভূত, সেই স্বাধীনশক্তি শ্রীভগবান্ অবতার গ্রহণপূর্ব্বক যে ভাবে যে সকল কার্য্য করেন এবং নিষ্ক্রিয় হইয়াও কল্পের প্রারম্ভে যে ভাবে এই জগৎ সৃষ্টি করেন এবং সুব্যবস্থাপূর্ব্বক যেরূপে এই জগতের জীবিকাদি সম্পাদন করেন [এই সকল বিষয় বর্ণনা করুন।] ৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—করোতি কর্ম্মাণীত্যাদীনাং বর্ণয়েতি পঞ্চমশ্লোকে ক্রিয়াসম্বন্ধঃ। যথা যেন প্রকারেন পুরুষরূপেন কৃতাবতারঃ সন্ ত্র্যধীশঃ ত্রিগুণমায়ানিয়ন্তা অতঃ স্বতন্ত্র এব যানি কর্ম্মাণি করোতি। কর্ম্মাণ্যেব বিশেষতঃ পৃচ্ছতি যথেত্যাদিনা। নিরীহো নিষ্ক্রিয়ঃ নিস্পৃহো বা। সংস্থাপ্য সুস্থিরং কৃত্বা। বৃত্তিং জীবিকাম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।—যথা পুনঃ (যেন চ প্রকারেণ) স্বে (স্বকীয়ে) খে (হৃদাকাশে) ইদং (জগৎ) নিবেশ (বিলীনং কৃত্বা) নিবৃত্তবৃত্তিঃ (নিশ্চেষ্টঃ সন্) সঃ (ভগবান্) গুহায়াং (স্বীয়যোগমায়ায়াং) শেতে (তামধিষ্ঠায় বিশ্রাম্যতীতি ভাবঃ) যোগেশ্বরাধীশ্বরঃ (যোগেশ্বরাণাং মহাদেবনারদাদীনাম্ ঈশ্বরঃ অধিপতিঃ) এব (অদ্বিতীয়ঃ সন্নপি)

ক্রীড়ন্ বিধত্তে দ্বিজগোসুরাণাং ক্ষেমায় কর্ম্মাণ্যবতারভেদৈঃ।
মনো ন তৃপ্যত্যপি শৃণ্বতাং নঃ সুশ্লোকমৌলেশ্চরিতামৃতানি ॥ ৭ ॥
যৈস্তত্ত্বভেদৈরধিলোকোনাথো লোকানলোকান্ সহলোকপালান্।
অচীক্লপদ্যত্র হি সর্ব্বসত্ত্বনিকায়ভেদোঽধিকৃতঃ প্রতীতঃ ॥ ৮ ॥

এতদনুপ্রবিষ্টঃ (এতস্মিন্ জগৎসৃষ্টিব্যাপারে অনুপ্রবিষ্টঃ প্রবৃত্তঃ সন্) যথা বহুধা (ব্রহ্মাদিরূপেণ নানাবিধ) আসীৎ [এতশ্চ বর্ণয়েতি শেষঃ] ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ।—এবং সেই শ্রীভগবান্ যেরূপে নিজ হৃদয়াকাশে এই জগৎ লয় করিয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে নিজ যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া বিশ্রাম করিয়া থাকেন এবং মহেশ্বরাদি সমস্ত যোগিগণের অধীশ্বর সেই ভগবান্ একাকী হইয়াও সৃষ্টিব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া যেরূপে ব্রহ্মাদি নানাবিধ অবস্থায় পরিণত হ’ন [তাহা বর্ণনা করুন] ॥৬॥

শ্রীধরটীকা।—স্বে স্বীয় খে হৃদয়াকাশে নিবেশ্য স্থাপয়িত্বা। নিবৃত্তা বৃত্তয়ো যস্য। গুহায়াং যোগমায়ায়াম্। বহুধা ব্রহ্মাদিরূপেণ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।—[যথা চ] অবতারভেদৈঃ (মৎস্যকুর্ম্মাদিরূপাবতারবিশেষৈঃ) ক্রীড়ন্ (লীলাং প্রদর্শয়ন্) [শ্রীহরিঃ] দ্বিজগোসুরাণাং (গোব্রাহ্মণদেবতানাং) ক্ষেমায় (মঙ্গলায়) কর্ম্মাণিবিধত্তে (করোতি) [তদপি বর্ণয়েতি শেষঃ]। [যতঃ] সুশ্লোকমৌলেঃ (সুশ্লোকানাং পুণ্যকীর্ত্তিনাং মৌলিরিব যঃ তস্য পুণ্যশ্লোকশিরোমণের্ভগবত ইত্যর্থঃ) চরিতামৃতানি (অমৃততুল্যচরিত্রবৃত্তান্তান্) শৃণ্বতামপি নঃ (অস্মাকং) মনঃ ন তৃপ্যতি, [যাবদেব শ্রূয়তে তাবদেব শ্রবণেচ্ছা বর্দ্ধত ইতি ভাবঃ] ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ মৎস্যকুর্ম্মাদি অবতার বিশেষে লীলা প্রদর্শন করতঃ গো ব্রাহ্মণ ও দেবতাদিগের হিতের জন্য যে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন [তাহাও আমার নিকট বর্ণনা করুন, যেহেতু] পুণ্যকীর্ত্তিদিগের শিরোমণি শ্রীগোবিন্দের চরিতামৃত যতই শ্রবণ করি, কিছুতেই তৃপ্তি হয়না, অর্থাৎ পুনঃপুনঃ শুনিতেই ইচ্ছা হয় ॥৭॥

শ্রীধরটীকা।—মৎস্যাদ্যবতারভেদৈঃ ক্রীড়ন্ যানি যথা কর্ম্মাণি বিধত্তে করোতি। পুনর্ব্বিশেষং প্রষ্টুম্ ঔৎসুক্যমাবিষ্করোতি মন ইতি। সুশ্লোকাঃ পুণ্যকীর্ত্তয়ঃ তেষাং মৌলিরিবাধিক্যেনোপরি বিরাজমান স্তস্যেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।—অধিলোকনাথঃ (লোকনাথাধিপতিঃ) যৈস্তত্ত্বভেদৈঃ (চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বান্তর্গতৈঃ ক্ষিত্যাদিভিঃ যৈস্তত্ত্বৈঃ) সহলোকপালান্ (ইন্দ্রাদিলোকপালবর্গসহিতান্) লোকান্ (ভূর্ভবঃ স্বঃ প্রভৃতীন্) অলোকান্ (লোকালোকপর্ব্বতবহিঃপ্রদেশান্) অচীক্লপৎ (কল্পিতবান্) যত্র (যেষু স্থানেষু) প্রতীতঃ (বিখ্যাতঃ) সর্ব্বসত্ত্বনিকায়ভেদঃ (সর্ব্বেষাং সত্ত্বনিকায়ানাং প্রাণিবর্গাণাং ভেদঃ নানাবিধ বিশেষঃ) অধিকৃতঃ (তত্তৎকর্ম্মাধিকারীকৃতঃ) ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ।—ইন্দ্রাদি লোকপালগণের অধিপতি ভগবান্ শ্রীহরি [চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের অন্তর্গত] ক্ষিতি, জল প্রভৃতি যে সকল তত্ত্বদ্বারা স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল প্রভৃতি লোক এবং ইন্দ্রাদি-লোকপালবর্গ ও লোকালোক পর্ব্বতের বাহিরে অবস্থিত স্থানসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন, যেখানে সুপ্রসিদ্ধ সেই সকল প্রাণিবর্গ স্ব স্ব জাত্যাদি অনুসারে কর্ম্মাধিকারী হইয়া আছে, [তাহাও আমার নিকট বর্ণনা করুন] ॥ ৮ ॥

যেন প্রজানামুত আত্মকর্ম্মরূপাভিধানাঞ্চ ভিদং ব্যধত্ত।
নারায়ণো বিশ্বসৃগাত্মযোনিরেতচ্চ নো বর্ণয় বিপ্রবর্য্য ॥ ৯ ॥
পরাবরেষাং ভগবন্ ব্রতানি শ্রুতানি মে ব্যাসমুখাদভীক্ষ্ণম্।
অতৃপ্নুম ক্ষুল্লসুখাবহানাং তেষামৃতে কৃষ্ণকথামৃতৌঘাৎ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরটীকা।—অধিলোকনাথো লোকনাথাধিপতিঃ। অলোকান্ লোকালোকপর্ব্বতাদ্বহির্ভাগান্। অচীক্লপৎ কল্পয়ামাস। যত্র যেষু, সর্ব্বাণি যানি সত্ত্বানি তেষাং নিকায়স্তেষাং ভেদঃ অধিকৃতঃ তত্তৎকর্ম্মাধিকারী আশ্রিত ইতি বা ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।—বিপ্রবর্য্য! (হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ!) বিশ্বসৃক্ (বিশ্বস্রষ্টা) [অথচ স্বয়ং] আত্মযোনিঃ (স্বতঃসিদ্ধঃ) নারায়ণঃ (নারা আপঃ প্রলয়বারিধিজলানি, অয়নম্ আশ্রয়ঃ যস্য সঃ, কল্পাবসানসময়ে ভগবতঃ অর্ণবশায়িত্বপ্রসিদ্ধেঃ) যেন (প্রকারেণ) প্রজানাং (জনানাম্) উত (অপি চ) আত্মকর্ম্মরূপাভিধানাঞ্চ (আত্মনাং স্বভাবানাং "আত্মা দেহে ধৃতৌ জীবে স্বভাবে পরমাত্মনি" ইতি কোষাৎ কর্ম্মাণাং, রূপাণাম্, অভিধানাং নাম্নাং চ) ভিদাং (পার্থক্যং) ব্যধত্ত (সম্পাদিতবান্) এতচ্চ নঃ (অস্মাকং সমীপে) [অত্র অস্মদঃ একত্বপ্রাপ্তেঽপি 'অস্মদোদ্বয়োশ্চাবিশেষণা" দিতি অনুশাসনাৎ বহুবচনং] বর্ণয় (কথয়) ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ।—হে বিপ্রবর! জগৎস্রষ্টা স্বতঃসিদ্ধ নারায়ণ যে প্রকারে জীবগণ ও তাহাদের স্বভাব, কর্ম্ম, রূপ ও নাম প্রভৃতির বিভিন্নতা সৃষ্টি করিয়াছেন, এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট বর্ণনা করুন ॥ ৯ ॥

শ্রীধরটীকা।—উৎ অপি চ। যেন প্রকারেণ জীবানাম্ আত্মা স্বভাবঃ তৎকৃতং কর্ম্ম, তৎকৃতং রূপং, তৎকৃতা অভিধাঃ, তাসাং ভেদং কৃতবান্। বিশ্বস্রষ্টা স্বয়ঞ্চাত্মযোনিঃ স্বতঃসিদ্ধঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—বিদুর নিজ মনের সকল প্রকার অজ্ঞানতা দূর করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সকল জিজ্ঞাস্যগুলিই মৈত্রেয়ের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, হে মুনিবর! ত্রিগুণাতীত শ্রীভগবান্ প্রলয়কালে কিরূপে এই বিরাট্ বিশ্ব নিজের হৃদয়াকাশে লীন রাখিয়া নিজশক্তি যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া নিশ্চেষ্টরূপে বিশ্রাম করেন? সেই একাকী তিনিই আবার সৃষ্টিকালে কিরূপে বহুভাবে পরিণত হ'ন, কি ভাবে তাঁহার নানা অবতারভেদ সাধিত হয়, কিরূপ বিভিন্ন উপাদানে তিনি পাতালাদি নানালোকবাসী বিভিন্ন জাতীয় জীব ও তাহাদের স্বভাব, কর্ম্ম, রূপ ও নামাদির বিভিন্নতা সৃষ্টি করেন, কোন্ নিয়মেই বা জীবের অধিকারভেদ সম্পাদন করিয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হইয়াও কিরূপে এই বিচিত্র সৃষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন—এই সকল বিষয় আমাকে বুঝাইয়া বলুন ॥ ৫—৯ ॥

অন্বয়ঃ।—ভগবন্! (হে জ্ঞানিন্! মৈত্রেয়!) পরাবরেষাং (পরে দ্বিজাতয়ঃ, অবরে শূদ্রাদয়ঃ, তেষাং) ব্রতানি (ধর্ম্মাঃ) ব্যাসমুখাৎ মে [ময়া, "মে" ইতি নিষ্ঠান্তকর্ত্তরি ষষ্ঠীপ্রয়োগ আর্ষঃ] অভীক্ষ্ণং (পুনঃপুনঃ) শ্রুতানি। কৃষ্ণকথামৃতৌঘাৎ ঋতে (কৃষ্ণবৃত্তান্তামৃতসমূহং বিনা) ক্ষুল্লসুখাবহানাং (তুচ্ছসুখজনকানাং) তেষাং (বৃত্তান্তানাং সম্বন্ধে) অতৃপ্নুম (পরিতৃপ্তাঃ স্মঃ,) [তৎশ্রবণে পুনরিচ্ছা নাস্তীতি ভাবঃ] ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ।—হে ভগবন্ মৈত্রেয়! ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের ও শূদ্রাদির ধর্ম্ম আমি ব্যাসদেবের নিকট অনেকবার শুনিয়াছি, কিন্তু তাহাতে অমৃততুল্য কৃষ্ণকথা ভিন্ন অপর অংশগুলিতে আমার তৃপ্তি মিটিয়া গিয়াছে; কেননা সেগুলি তুচ্ছ সুখাবহ ॥ ১০ ॥

কস্তৃপ্নুয়াৎ তীর্থপদোঽভিধানাৎ সত্রেষু বঃ সূরিভিরীড্যমানাৎ ।
যঃ কর্ণনাড়ীং পুরুষস্য যাতো ভবপ্রদং গেহরতিং ছিনত্তি ॥ ১১ ॥
মুনির্ব্বিবক্ষুর্ভগবদ্গুণানাং সখাপি তে ভারতমাহ কৃষ্ণঃ ।
যস্মিন্ নৃণাং গ্রাম্যসুখানুবাদৈর্মতির্গৃহীতা নু হরেঃ কথায়াম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরটীকা।—ননু মহাভারতে ত্বয়া সর্ব্বং শ্রুতমেব, কিং পুনঃ প্রশ্নৈস্তত্রাহ। পরে ত্রৈবর্ণিকাঃ অব শূদ্রাদয়ঃ, তেষাং ব্রতানি ধর্ম্মাঃ। যে ময়া অভীক্ষ্ণং পুনঃ পুনঃ। তেষাং শ্রবণেন অতৃপ্নুম তৃপ্তাঃ স্মঃ তেষা তুচ্ছসুখাবহত্বাৎ। যস্তু তত্র কৃষ্ণকথামৃতৌঘঃ সূচিতস্তস্মাদৃতে তত্র স্বলং বুদ্ধির্নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।—বঃ (যুষ্মাকং) সত্রেষু (সমাজেষু) সূরিভিঃ (জ্ঞানিভিঃ নারদাদিভিরিতিযাবৎ) ঈড্যমানা (প্রশস্যমানাৎ) তীর্থপদঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অভিধানাৎ (কথামৃতাৎ) কঃ তৃপ্নুয়াৎ (ন কোঽপি তৃপ্তো ভবিতুমর্হতি [তত্র হেতুমাহ—] যঃ (কৃষ্ণকথামৃতৌঘঃ) পুরুষস্য (লোকস্য) কর্ণনাড়ীং (কর্ণবিবরং) যাতঃ (প্রবিষ্টঃ সন্নে ভবপ্রদাং (সংসারজনিকাং বন্ধহেতুভূতাং) গেহরতিং (গৃহাসক্তিং) ছিনত্তি (নিবারয়তি) ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ।—আপনাদের সমাজে জ্ঞানী নারদাদি মুণিগণ শ্রীভগবানের যে-গুণানুবাদের প্রশং করিয়া থাকেন, তাহা শ্রবণ করিয়া কে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে? যে কথামৃত কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিলে লোকের সংসার-বন্ধনোপযোগী আসক্তি দূরীভূত হইয়া যায় ॥ ১১ ॥

শ্রীধরটীকা।—তত্র হেতুঃ ক ইতি। তীর্থপদঃ কৃষ্ণস্যাভিধানাৎ কথামৃতৌঘাৎ। সত্রেষু সমাজে সূরিভির্নারদাদিভিঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মহামতি বিদুর মৈত্রেয়ের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—"তৎসাধুবর্ত্মাদিশ শং ন "আমাদের কল্যাণকর পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিন।" কিন্তু ব্যাসদেবের পূর্ব্ববর্ণিত মহাভারতীয় কথাবিস্তারে সকলের কর্ত্তব্যপথ নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং বিদুর অবশ্যই তাহা অবগত আছেন, তবে আবার জিজ্ঞাসা কেন এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে ভাবিয়া বিদুর নিজেই বলিতেছেন যে যদিও আমি পূর্ব্বে ব্যাসদেব-মুখে চতুর্বর্গে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সকলই শুনিয়াছি, কিন্তু তাহার মধ্যে ভগবৎকথা ভিন্ন অন্য প্রণালীর যে সকল কথ আছে, তাহা আমি আর শুনিতে চাহি না। শ্রীভগবানের যে মধুর গুণগাথা আপনাদের মত বিদ্ব জনসমাজে নারদ প্রভৃতির মত পরমজ্ঞানীও অতি প্রসংশা সহকারে উত্থাপন করিয়া থাকেন, এমন পরম উপাদেয় ভগবৎকথা, তাহা শুনিবার আকাঙ্ক্ষা কিন্তু আমার মিটে নাই; সুতরাং তাহা আমার শুনিবার ইচ্ছা—যাহা শুনিলে আর সংসারে আসক্তি থাকে না, পরন্তু সংসারের বন্ধন ঘুচি যায় ॥ ১০ । ১১

অন্বয়ঃ।—তে (তব) সখা (সুহৃৎ) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধানঃ) মুনিঃ (ব্যাসদেবঃ) ভগবদ্গুণান (ভগবতঃ শ্রীহরে গুণান্,) [তত্র কর্ম্মণি ষষ্ঠীপ্রয়োগ আর্ষঃ] বিবক্ষুঃ অপি (বক্তুমিচ্ছুরেব) ভারতম্ (মহা ভারতপ্রবন্ধম্) আহ (বর্ণিতবান্) যস্মিন্ (মহাভারতে) গ্রাম্যসুখানুবাদৈঃ (অর্থকামাদিজনি সুখাদিবৃত্তান্তকথনৈঃ) নৃনাং মতিঃ (জনানাং বুদ্ধিঃ) হরেঃ কথায়াং নু (ভগবৎ-কথায়ামেব) গৃহীত (আকর্ষিতা) ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ।—আপনার সখা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামক মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীভগবানের গুণবর্ণন অভিপ্রায়ে

সা শ্রদ্দধানস্য বিবর্দ্ধমানা বিরক্তিমন্যত্র করোতি পুংসঃ ।
হরেঃ পদানুস্মৃতিনির্ব্বিবৃতস্য সমস্তদুঃখাপ্যয়মাশু ধত্তে ॥ ১৩ ॥
তান্ শোচ্যশোচ্যানবিদোঽনুশোচে হরেঃ কথায়াং বিমুখানঘেন ।
ক্ষিণোতি দেবোঽনিমিষস্তু যেষামায়ুর্বৃথাবাদগতিস্মৃতীনাম্ ॥ ১৪ ॥

মহাভারত প্রণয়ন করিয়াছেন, আপাতঃ মধুর অর্থকামনাদি জনিত সুখের বর্ণনা দ্বারা লোকের চিত্তকে ভগবৎপ্রসঙ্গে আকৃষ্ট করাই তাহার তাৎপর্য্য ॥ ১২ ॥

শ্রীধরটীকা।—মহাভারতস্যাপ্যত্রৈব তাৎপর্য্যমিত্যাহ। মুনিঃ কৃষ্ণো বেদব্যাসঃ ভগবদ্গুণান্ মোক্ষধর্ম্মান্তে নারায়ণীয়োপাখ্যানেন বক্তুমিচ্ছুঃ সন্। অর্থকামনাদিবর্ণনন্তু হরিকথায়াং মতিপ্রবেশার্থমেবেত্যাহ যস্মিন্নিতি। নৃণাং মতিঃ গ্রাম্যসুখানুবাদৈদ্বারভূতৈঃ নু নিশ্চিতং হরেঃ কথায়াং গৃহীতা নীতা। তদুক্তমিতিহাসসমুচ্চয়ে, —"কামিনো বর্ণয়ন্ কামান্ লোভং লুব্ধস্য বর্ণয়ন্। নরঃ কিং ফলমাপ্নোতি কূপেঽন্ধমিব পাতয়ন্॥ লোকচিত্তাবতারার্থং বর্ণয়িত্বাত্র তেন তৌ। ইতিহাসৈঃ পবিত্রার্থৈঃ পুনস্তত্রৈব নিন্দিতৌ॥ অন্যথা ঘোরসংসারবন্ধহেতু জনস্য তৌ। বর্ণয়েৎ স কথং বিদ্বান্ মহাকারুণিকো মুনি"রিতি ॥ ১২ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মহর্ষি বেদব্যাস অবশ্যই শ্রীগোবিন্দের গুণকীর্ত্তন তাৎপর্য্যেই মহাভারত রচনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রকাশ্যরূপে জ্ঞান ও ভক্তির পথ তাহাতে অবলম্বন করেন নাই, কারণ অর্থকামপরায়ণ বিষয়ীদিগের সম্মুখে প্রথমেই জ্ঞান বা ভক্তির প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হইলে তাহাদের চিত্ত ঐ প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইবে না, নিতান্ত নীরস জ্ঞানে তাহারা তাহা পরিহার করিয়া চলিবে। তাহা হইলে ত কোনরূপেই তাহাদিগকে প্রকৃত পথে আনয়ন করা সম্ভব হইবে না, সুতরাং তাহাদের রুচিকর আপাতমধুর সুখদুঃখের প্রসঙ্গক্রমে শ্রীভগবানের অলৌকিক মহিমা, তাঁহাকে ভজন করিবার উপায় ও প্রয়োজন প্রভৃতিএকটু প্রচ্ছন্নরূপে সন্নিবেশ করিয়াছেন। বিষয়ীগণ ঐহিক ভোগ ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি বৃত্তান্ত মনে করিয়া যদি তাহার মধ্যে একবার নিবিষ্ট হইয়া পড়ে, তবে অবশ্য কালক্রমে তাহাদের মঙ্গল ঘটিবে। এইরূপ উদ্দেশ্যভেদে মহাভারতের প্রণালীটী যেরূপ সম্পাদিত হইয়াছে, বিদুর এখন সেইরূপের প্রণালীতে তৃপ্ত হইতে পারিতেছেন না, কারণ তাঁহার প্রাণ এখন বিষয়ের প্রতি নিতান্ত বিমুখ, কেবলমাত্র ভগবল্লীলারহস্য বুঝিবার জন্যই নিতান্ত উৎসুক। সুতরাং তিনি অতি বিস্তৃতরূপে পরিস্ফুটভাবে একমাত্র শ্রীভগবানের তথ্য সম্পর্কেই মৈত্রেয়ের নিকট নিজের জিজ্ঞাসা জ্ঞাপন করিতেছেন ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।—শ্রদ্দধানস্য (শ্রদ্ধাসম্পন্নস্য) পুংসঃ (জনস্য সম্বন্ধে) সা (হরিকথামৃতঃ) বিবর্দ্ধমানা (বৃদ্ধিপ্রাপ্তা সতী) অন্যত্র (গ্রাম্যসুখাদৌ) বিরক্তিং করোতি, হরেঃ (ভগবতঃ) পদানুস্মৃতিনির্বৃতস্য (পদানুস্মৃত্যা শ্রীচরণচিন্তয়া নির্বৃতস্য পরামানন্দপ্রাপ্তস্য) [তস্য পুংস ইতি যাবৎ] আশু (শীঘ্রং) সমস্তদুঃখাপ্যয়ং (সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিঃ) ধত্তে (সম্পাদয়তি) ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রদ্ধাপরায়ণ লোকের সম্বন্ধে ঐ শ্রীগোবিন্দকথায় বুদ্ধি ক্রমশঃ অত্যধিক আকৃষ্ট হইয়া অন্য সকল বিষয়ে বিরাগ জন্মাইয়া দেয়, [সর্ব্বদা] শ্রীভগবানের চরণচিন্তায় পরমানন্দ জন্মাইয়া অচিরে সমস্ত দুঃখের অবসান ঘটায় ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—হরিকথায়াং মতিপ্রবেশস্য ফলমাহ। সা কথা, মতির্বা। অন্যত্র গ্রাম্যসুখে। তত কিমত আহ হরেরিতি ॥ ১৩ ॥

তদস্য কৌশারবশর্ম্মদাতুর্হরেঃ কথামেব কথাসু সারম্ ।
উদ্ধৃত্য পুষ্পেভ্য ইবার্ত্তবন্ধো শিবায় নঃ কীর্ত্তয় তীর্থকীর্ত্তেঃ ॥ ১৫ ॥
স বিশ্বজন্মস্থিতিসংযমার্থে কৃতাবতারঃ প্রগৃহীতশক্তিঃ ।
চকার কর্ম্মাণ্যতিপূরুষাণি যানীশ্বরঃ কীর্ত্তয় তানি মহ্যম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ ।—অঘেন (দুষ্কৃতিবশেন) হরেঃ কথায়াং (শ্রীহরিগুণানুবাদাদৌ) বিমুখান্ (পরাঙ্মুখান্) অবিদঃ (অনভিজ্ঞান্) শোচ্যশোচ্যান্ (শোচ্যৈরপি শোচ্যান্ অতিশোচ্যানিতি যাবৎ) তান্ (জনান্) অনুশোচে (অনুশোচনাবিষয়ান্ করোমি) বৃথাবাদগতিস্মৃতীনাং (নিরর্থকবাক্‌কায়মনোবৃত্তীনাং) যেষাং (ভগবদ্‌বিমুখানাম্) আয়ুঃ (জীবনকালং) অনিমিষঃ দেবঃ (নিমেষাযোগ্যং অত্যল্প পরিমিতোঽপি সময়ঃ) ক্ষিণোতি (ক্ষয়প্রাপ্তং করোতি) ॥১৪॥

মূলানুবাদ ।—যাহারা পাপের ফলে হরিকথায় বিমুখ ও নিতান্ত অনভিজ্ঞ, সেই সকল অতি শোচনীয় ব্যক্তিদিগের জন্য আমার বড় দুঃখ হয়, কারণ তাহাদের কায়মনোবাক্য সকলই নিরর্থক, দেখিতে দেখিতে কাল তাহাদিগের আয়ুঃ ক্ষয় করিয়া ফেলে ॥১৪॥

শ্রীধরটীকা ।—এবম্ভূতায়াং কথায়াং যে নরা রমন্তে তান্ শোচতি । শোচ্যা যে তেষামপি শোচ্যাংশ্চ। তত্র অবিদং ভারততাৎপর্য্যানভিজ্ঞান্ শোচ্যান্ । যে তু জ্ঞাত্বাপি হরেঃ কথায়াং বিমুখাস্তান্ তেষামপি শোচ্যানিতি যোজ্যাম্। অনিমিষঃ কালো যেষামায়ুঃ ক্ষপয়তি । তত্র হেতুঃ—বৃথৈব বাদগতিস্মৃতয়ো বাগ্‌দেহমনোব্যপারা যেষাম্ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ ।—অর্ত্তবন্ধো ! কৌশারব ! (হে বিপন্নসুহৃৎ মৈত্রেয় !) তৎ (তস্মাদ্ধেতোঃ) অস্য (বিশ্বস্য) শিবায় (কল্যাণায়) কথাসু সারং (সর্ব্বকথাসু মধ্যে শ্রেষ্ঠং) তীর্থকীর্ত্তেঃ (পুণ্যকীর্ত্তেঃ) শর্ম্মদাতুঃ (কল্যাণকারিণঃ) হরেঃ কৃথামেব পুষ্পেভ্য ইব (মধুকরা যথা বহুপুষ্পেভ্যঃ সারং মধু সংগৃহ্য তদুদ্‌গিরন্তি তথা [সর্ব্বকথাভ্যঃ হরিকথামেব] উদ্ধৃত্য (সাররূপেণ সংগৃহ্য) নঃ (অস্মৎসপীপে) কীর্ত্তয় (বর্ণয়) ॥১৫॥

মূলানুবাদ ।—হে বিপন্নসুহৃৎ মৈত্রেয় ! ভ্রমরগণ যেমন নানা পুষ্প হইতে সারসংগ্রহ করিয়া মধুরূপে উদ্‌গীরণ করে, সেইরূপ আপনিও অন্যান্য সমস্ত কথা হইতে মঙ্গলকারী পুণ্যকীর্ত্তি শ্রীহরির কথামৃত সংগ্রহ করিয়া আমাদের কল্যাণ ার্থ তাহা কীর্ত্তন করুন ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরটীকা ।—তৎ তস্মাৎ। হে কৌশারব মৈত্রেয়। অস্য বিশ্বস্য শিবায় কথাসু সারভূতাং হরিকথামেবোদ্ধৃত্য নঃ কীর্ত্তয়। যথা পুষ্পভ্যো মধু মধুপ উদ্ধরতি তদ্বদুদ্ধৃত্য ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ ।—বিশ্বজন্মস্থিতিসংযমার্থে (বিশ্বস্য জগতঃ জন্মস্থিতি সংযমাঃ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াঃ, তেষাম্ অর্থে নিমিত্তং) প্রগৃহীতশক্তিঃ (অধিষ্টিতনিজমায়াশক্তিপ্রভাবঃ) স ঈশ্বরঃ (ভগবান্ শ্রীহরিঃ) কৃতাবতারঃ (কৃষ্ণাবতারং প্রাপ্তঃ) অতিপুরুষাণি (অমানুষাণি) যানি কর্ম্মাণি চকার (অনুষ্ঠিতবান্) তানি মহ্যং কীর্ত্তয় ॥১৬॥

মূলানুবাদ ।—যে ভগবান্ শ্রীহরি এই বিরাট্ বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিলয় সাধনের জন্য নিজ মায়াশক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি কৃষ্ণঅবতার গ্রহণপূর্ব্বক যে সকল অসাধারণ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন ॥ ১৬॥

শ্রীশুক উবাচ।

এবং স ভগবান্ পৃষ্টঃ ক্ষত্রা কৌশারবো মুনিঃ।
পুংসাং নিঃশ্রেয়সার্থেন তমাহ বহু মানয়ন্॥ ১৭ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া সাধো লোকান্ সাধ্বনুগৃহ্নতা।
কীর্ত্তিং বিতন্বতা লোকে আত্মনোঽধোক্ষজাত্মনঃ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরটীকা।—বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণকথা কথনীয়েত্যাশয়েনাহ স ইতি। যো বিশ্বসর্গাদ্যর্থং পূর্ব্বং গৃহীতশক্তিঃ স এব পুরুষেষু কৃতাবতারঃ সন্ পুরুষানতিক্রম্য বর্ত্তমানানি যানি চকার তানি বিস্তরাদ্বদ॥ ১৬

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—বিদুর মৈত্রেয় মুনিকে বলিতে লাগিলেন, হে কৃপাময় মুনিবর! ভগবৎকথা সম্পর্কে সাধারণতঃ তিন প্রকারের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ শ্রদ্ধা সহকারে ভগবৎকথা শ্রবণ করে, কেহ বা শ্রদ্ধাহীন হইয়াও কৌতুকাদি বশতঃ উহা শ্রবণ করে, আর কেহ বা তাহা শ্রবণ করিতে নিতান্ত বিমুখ। ইহাদের মধ্যে যে সম্প্রদায় শ্রদ্ধাসহকারে ভগবৎকথা শ্রবণে তৎপর, তাহাদের ক্রমশঃ ঐ বিষয়ে অনুরাগবৃদ্ধি পাইতে থাকে, অন্য কোন দিকে আর আসক্তি যায় না। শ্রীহরির চরণচিন্তায় তাহারা এত আনন্দ পায় যে তাহাতে সমস্ত দুঃখ তাহাদের দূর হইয়া যায়। যাহারা শ্রদ্ধাহীন অথচ শ্রবণ করে, তাহারা শোচনীয় বটে, তবে কালক্রমে হয় ত কখনও মনের গতি ফিরিতে পারে এরূপ আশা করা যায়; কিন্তু যাহারা ঐ বিষয়ে নিতান্ত বিমুখ, শ্রীভগবানের কথায় যাহারা কর্ণপাতও করে না, সেই সকল পাপীদিগের দেহ, মন, বাক্য সকলই বৃথাকর্ম্মে প্রবৃত্ত। আয়ু ত দেখিতে দেখিতে ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহাদের প্রকৃত কল্যাণকর পথে তাহারা ভ্রমেও ত পদক্ষেপ করিতেছে না, তাহাদের গতি কি হইবে? ইহা ভাবিয়া তাহাদের জন্য আমার বড়ই দুঃখ বোধ হয়। অতএব হে বিপন্নের সখা মুনিবর! আপনি সেই পুণ্যকীর্ত্তি শ্রীহরির কথা কীর্ত্তন করুন, যে অনন্তশক্তি ভগবান্ বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় সম্পাদনের জন্য মায়াশক্তিতে অধিষ্ঠিত। অবতার গ্রহণপুর্ব্বক কিরূপভাবে তিনি অমানুষিক কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করেন, তাহা বুঝাইয়া দিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন॥ ১৩—১৫

অন্বয়ঃ।—শ্রীশুকউবাচ। পুংসাং (জনানাং) নিঃশ্রেয়সার্থেন (পরমমঙ্গলরূপপ্রয়োজনেন হেতুনা) ক্ষত্রা (বিদুরেণ) এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ) স ভগবান্ মুনিঃ (মৈত্রেয়) তং (বিদুরং) বহু মানয়ন্ (অত্যন্তং গৌরবয়ন্ সন্) আহ (কথিতবান)॥ ১৭

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—(হে রাজন্!) লোকের পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য বিদুর ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সেই ভগবান্ মৈত্রেয় মুনি তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মানসহকারে বলিতে লাগিলেন॥ ১৭

শ্রীধরটীকা।—পুংসাং নিঃশ্রেয়সমেবার্থঃ প্রয়োজনং তেন হেতুনা পৃষ্টঃ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—মৈত্রেয় উবাচ। সাধো! (হে সদাশয় বিদুর!) লোকান্ (জনান্) সাধু (সম্যক্) অনুগৃহ্নতা (তেষাং শুভানুধ্যানেন কল্যাণপথমাবিষ্কুর্ব্বতা) লোকে (জগতি) অধোক্ষজাত্মনঃ (অধোক্ষজে শ্রীকৃষ্ণে, আত্মা অন্তঃকরণং যস্য, তস্য) আত্মনঃ (স্বস্য) কীর্ত্তিং (যশঃ) বিতন্বতা (বিস্তারয়তা) ত্বয়া সাধু পৃষ্টং (ভদ্রং জিজ্ঞাসিতম্)॥ ১৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Ahandamayee Ashram Collection, Varanasi

নৈতচ্চিত্রং ত্বয়ি ক্ষত্তর্বাদরায়ণ-বীর্য্যজে ।
গৃহীতোঽনন্যভাবেন যৎ ত্বয়া হরিরীশ্বরঃ ॥ ১৯ ॥
মাণ্ডব্যশাপাদ্ভগবান্ প্রজাসংযমনো যমঃ ।
ভ্রাতুঃ ক্ষেত্রে ভুজিষ্যায়াং জাতঃ সত্যবতীসুতাৎ ॥ ২০ ॥
ভবান্ ভগবতো নিত্যং সম্মতঃ সানুগস্য চ ।
যস্য জ্ঞানোপদেশায় মাদিশদ্ভগবান্ ব্রজন্ ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদ।—মৈত্রেয় কহিলেন, হে সদাশয় বিদুর! আমি বেশ বুঝিতেছি যে—তোমার প্রাণ ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি অতিশয় অভিনিবিষ্ট, [অথচ] লোকের প্রতি অনুগ্রহ বশতঃ তুমি যে সকল প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা অতি উত্তম প্রশ্ন, ইহা দ্বারা জগতে তোমার কীর্ত্তি বিস্তারিত হইবে ॥ ১৮

শ্রীধরটীকা।—বহুমানমেবাহ সাধ্বিতি পঞ্চভিঃ। অধোক্ষজ এবাত্মা মনো যস্য তস্যাত্মনঃ স্বস্য কীর্ত্তি প্রসঙ্গাদ্বিতন্বতা ।। ১৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—বিদুর মৈত্রেয়ের নিকট যে সকল প্রশ্ন করিলেন তাহা শুনিয়া মৈত্রেয় অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন, কারণ তিনি বিদুরের কথাবার্ত্তায় বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইনি একজন ভগবানের প্রতি অভিনিবিষ্টচিত্ত প্রধান ভক্ত এবং লোকের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহপরায়ণ। তাই সাধারণের একান্ত মঙ্গলকামনায় ভগবৎকথাপ্রসঙ্গে ঐ সকল বিষয় আলোচনা করিতে তিনি অভিলাষী। যদিও বিদুর মৈত্রেয়ের নিকট শিষ্যরূপে উপদেশপ্রার্থী, তথাপি তাঁহার ঐরূপ ভগবৎপরায়ণতা ও লোকের প্রতি অত্যন্ত উদারতা দেখিয়া মৈত্রেয় মুনি বিশেষ সম্মান সহকারে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ১৭।১৮

অন্বয়ঃ।—ক্ষত্তঃ! (হে বিদুর!) ত্বয়া অনন্যভাবেন (যথার্থরূপেণ) ঈশ্বরঃ হরিঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) যৎ গৃহীতঃ (অবগতঃ) বাদরায়ণ-বীর্য্যজে (ব্যাসদেববীর্য্যোৎপন্নে) ত্বয়ি এতৎ (ভগবতো যাথার্থ্যজ্ঞানং) ন চিত্রং (ন আশ্চর্য্যম্) ॥ ১৯

মূলানুবাদ।—হে বিদুর! তুমি যে যথার্থরূপে ভগবান্ শ্রীহরির স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছ, ইহা তোমাতে আশ্চর্য্য। নহে, কারণ ব্যাসদেবের ঔরসে তোমার জন্ম হইয়াছে।। ১৯

শ্রীধরটীকা।—হরির্যদ্গৃহীত এতচ্চিত্রং ন ভবতি। কুতঃ? বাদরায়ণ-বীর্য্যজে ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—প্রজাসংযমনঃ (লোকসংহারকঃ) ভগবান্ যমঃ মাণ্ডব্যশাপাৎ (মাণ্ডব্যনামকস্য মুনেঃ অভিশাপবশাৎ) সত্যবতীসুতাৎ (বেদব্যাসসুতাৎ) ভ্রাতুঃ (বিচিত্রবীর্য্যস্য) ক্ষেত্রে (ক্ষেত্রত্বেন স্বীকৃতায়াং) ভুজিষ্যায়াং (দাস্যাং) জাতঃ (উৎপন্নঃ) [অসীতিশেষঃ] ॥ ২০

মূলানুবাদ।—লোকসংহারক ধর্ম্মরাজ যম মাণ্ডব্যমুনির অভিশাপে ব্যাসদেবের ঔরসে তদীয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের ভার্য্যারূপে গৃহীত দাসীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। [সেই যমই তুমি]॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—নম্ন তর্হি কথং শূদ্রত্বং, কথঞ্চ লোকানুগ্রাহকত্বম্? তত্রাহ মাণ্ডব্যশাপাদিতি। ভ্রাতুঃ বিচিত্রবীর্য্যস্য ক্ষেত্রে ক্ষেত্রত্বেন স্বীকৃতায়াং ভুজিষ্যায়াং দাস্যাং যম এব ত্বং জাতোঽসি ॥ ২০

অন্বয়ঃ। ভবান্ (বিদুরঃ) নিত্যং (সর্ব্বদা) ভগবতঃ (শ্রীহরেঃ) সম্মতঃ (প্রিয়ঃ) সানুগস্য চ (অনুচরবর্গসহিতস্যৈব) যস্য (তব) জ্ঞানোপদেশায় (জ্ঞানোপদেশদানার্থং) ভগবান্ ব্রজন্ (মর্ত্ত্যলীলাং মম স্বং ধাম গচ্ছন্ অপীতি শেষঃ) মা (মাং) আদিশৎ (আদিষ্টবান্) ॥ ২১

অথ তে ভগবল্লীলা যোগমায়োরুবৃংহিতাঃ।
বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবান্তার্থা বর্ণয়াম্যনুপূর্ব্বশঃ॥ ২২॥
ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মানানামত্যুপলক্ষণঃ॥ ২৩॥

মূলানুবাদ।—হে বিদুর! তুমি সর্ব্বদা শ্রীভগবানের অতি প্রিয়পাত্র; ভগবান্ মর্ত্তলীলা শেষ করিয়া যাইবার সময় তোমাকে এবং তোমার অনুচরদিগকে জ্ঞানোপদেশ দিবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ ভবানিতি কুতঃ? যস্য তব জ্ঞানোপদেশায় মামাদিষ্টবান্। চকারাৎ স্বয়মপি স্মৃত্যৈবোপদিষ্টবানিতি॥ ২১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মহাত্মা বিদুর দাসীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও কিরূপে এমন ভক্তিপরায়ণ ও লোকহিতার্থী হইলেন তাহার রহস্য প্রকাশ করিয়া মৈত্রেয় বিদুরের গৌরব বর্ণনাপূর্ব্বক বলিলেন, হে বিদুর! তুমি যে এইরূপ ভগবদ্ভক্ত ও সর্ব্বলোকের হিতকাঙ্ক্ষী ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই, কারণ আমি তোমার সকল তথ্যই অবগত আছি। তুমি সাধারণ লোক নহ, পূর্ব্বে তুমি স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যম ছিলে। কোনও কারণে মাণ্ডব্যমুনি যমকে অভিশাপ প্রদান করেন, সেই অভিশাপের ফলে তুমি শূদ্রা দাসীর গর্ভে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তাহাও সাধারণ লোকের ঔরসে নহে, স্বয়ং ভগবান্ বেদব্যাসের ঔরসে। সুতরাং তোমার সেই জন্মান্তরীণ ধর্ম্মরাজোচিত সংস্কার এবং ইহজন্মের বীজগত সংস্কার তোমাতে অবস্থান করিতেছে, তাহার উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্যবলে এরূপ না হইবে কেন? বীজশক্তির ক্ষমতা অতি অদ্ভুত, তাহার গুণ অবশ্যই উৎপন্ন বস্তুতে সংক্রামিত হইবে। বীজগত উৎকর্ষাপকর্ষে ফলের পার্থক্য ত জগতের প্রত্যেক পদার্থের মধ্যেই লক্ষ্য করিতে পারা যায়, সুতরাং এরূপ ভক্তি ও লোকানুগ্রহ তোমার পক্ষে সর্ব্বথা উপযুক্তই। তোমার ভক্তিগুণে আকৃষ্ট হইয়া স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার কৃষ্ণলীলার উপসংহার কালে আমাকে আদেশ করিয়া গিয়াছেন যে, বিদুর ও তাঁহার অনুগত ব্যক্তিগণকে তুমি জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিও॥ ১৯—২১

অন্বয়ঃ।—অথ (সম্প্রতি, ত্বদীয়প্রশ্নাবসানে ইত্যর্থঃ) যোগমায়োরুবৃংহিতাঃ (যোগমায়া ভগবতঃ স্বরূপশক্তিবিশেষঃ, তয়া উরু অত্যন্তং বৃংহিতাঃ বিস্তারিতাঃ) বিশ্বস্থিত্যুদ্‌ভবান্তার্থাঃ (বিশ্বস্য জগতঃ স্থিত্যুদ্‌ভবান্তাঃ, স্থিতিসৃষ্টিপ্রলয়াঃ অর্থঃ বিষয়ো যাসাং তাঃ) ভগবল্লীলাঃ (ভগবতঃ শ্রীহরেঃ লীলাঃ সরহস্যব্যাপারান্) তে (তব সমীপে) অনুপূর্ব্বশঃ (পূর্ব্বপ্রস্তাবানুক্রমেণ) বর্ণয়ামি॥ ২২

মূলানুবাদ।—সম্প্রতি তোমার প্রশ্ন ত শেষ হইয়াছে, সুতরাং শ্রীভগবানের যোগমায়া দ্বারা বিস্তারিত লীলারহস্য সকল প্রস্তাবানুসারে তোমার নিকট বলিতে আরম্ভ করি, জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয় প্রভৃতি সকলই লীলার বিষয়॥ ২২

শ্রীধরটীকা।—বিশ্বস্থিত্যাদয়ঃ অর্থো যাসাং তাঃ॥ ২২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মৈত্রেয়মুনি বিদুরের প্রশ্নে আনন্দিত হইয়া তাঁহার প্রশংসা ও যোগ্যতাখ্যাপনপূর্ব্বক সম্প্রতি উত্তর দিতে আরম্ভ করিবেন, এ জন্য বিদুরকে মনোযোগী হইবার জন্য প্রথমতঃ বলিয়া দিতেছেন, হে বিদুর! এখন আমি তোমার প্রশ্নানুসারে শ্রীভগবানের সেই অপূর্ব্ব লীলা বর্ণনা করিব। শ্রীভগবানের এই লীলা শ্রবণ করিলেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় প্রভৃতি মায়াপ্রপঞ্চিত সমস্ত বিষয়ের রহস্যই তুমি অবগত হইতে পারিবে॥ ২২

স বা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্যদ্দৃশ্যমেকরাট্‌ ।
মেনেঽসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্‌ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ।—ইদং (বিশ্বম্‌) অগ্রে (সৃষ্টেঃ পূর্ব্বম্‌) আত্মেচ্ছানুগতৌ (আত্মনঃ ইচ্ছা সিসৃক্ষাদিরূপা, তস্যা অনুগতৌ লীনতায়াং সত্যাম্‌) আত্মনাং (জীবানাম্‌) আত্মা (স্বরূপভূতঃ) বিভুঃ আত্মা (অপরিচ্ছন্নস্বরূপঃ পরমাত্মা) নানামত্যুপলক্ষণঃ (সৃষ্টিকালে নানামতিভিঃ বিচিত্রবুদ্ধিভিরুপলক্ষণম্‌ অধিষ্ঠানং যস্য সঃ) একঃ (কেবলঃ) ভগবান্‌ আস (একাকিনা অবস্থিতেন ভগবতা সহ সর্ব্বমেব একীভূয় আসীদিত্যর্থঃ) ॥ ২৩

মূলানুবাদ।—জীবগণের অন্তর্যামী সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মাস্বরূপ যে-শ্রীভগবান্‌ সৃষ্টিকালে নানাবিধ বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া থাকেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন পর্য্যন্ত তাঁহার ইচ্ছাশক্তিরূপা মায়া তৎ স্বরূপে লীন ছিল, ততকাল এই বিশ্ব একমাত্র সেই ভগবৎস্বরূপেই অবস্থিত ছিল ॥ ২৩

শ্রীধরটীকা।—তত্র সৃষ্টিলীলাং বর্ণয়িতুং ততঃ পূর্ব্বাবস্থামাহ। ইদং বিশ্বম্‌ অগ্রে সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং পরমাত্মা ভগবান্‌ এক এবাস আসীৎ। আত্মনাং জীবানাম্‌ আত্মস্বরূপঃ। বিভুঃ স্বামী চ। নান্যদ্‌দ্রষ্টৃদৃশ্যাত্মকং কিঞ্চিদাসীৎ। কারণাত্মনা সত্ত্বেঽপি পৃথক্‌ প্রতীত্যভাবাদিত্যাহ অনানামত্যুপলক্ষণঃ। নানাদ্রষ্টৃদৃশ্যাদি মতিভির্নোপলক্ষ্যতে ইতি তথা। যদ্বা অকারপ্রশ্লেষং বিনৈবায়মর্থঃ। যঃ সৃষ্টৌ নানামতিভিরুপলক্ষ্যতে স তদা এক এবাসীদিতি। কুতঃ ? আত্মেচ্ছা যা মায়া তস্যা অনুগতৌ লয়ে সতি। যদ্বা আত্মন একাকিত্বেনাবস্থানেচ্ছায়ামনুবৃত্তায়ামিত্যর্থঃ ॥ ২৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—বিতুরের প্রশ্নের উত্তরে মৈত্রেয়মুনি শ্রীভগবন্মুখনিঃসৃত সেই, চতুঃশ্লোকী ভাগবতরূপ গূঢ় রহস্যময় উপদেশের মর্ম্মগুলিই বিশ্লেষণ করিয়া বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ সৃষ্টির পূর্ব্বতন অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। যদিও সৃষ্টির প্রবাহ অনাদি একেবারে প্রথম নূতন করিয়া একটা সৃষ্টি আরম্ভ হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে, ইহাই ষড়্‌দর্শনের সিদ্ধান্ত, তথাপি এস্থলে "অগ্রে" শব্দটির দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, একটি কল্পের অবসান হইয়াছে, অথচ কল্পান্তরীয় সৃষ্টি আরম্ভ হয় নাই, এইরূপ মধ্যবর্ত্তি-অবস্থা। এই অবস্থায় জগতের যাহা কিছু, কীট হইতে বিপুল ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থ, এমন কি সৃষ্টির মূলীভূত সেই অবক্ত মায়া-শক্তিপর্য্যন্ত সকলই একমাত্র ভগবৎস্বরূপে অবস্থিত ছিল। সৃষ্টিদশায় শ্রীভগবান্‌ যদিও নানাভাবে ভাবিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও ঐরূপ সৃষ্টির পূর্ব্ব অবস্থায় তাঁহার সেই অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মস্বরূপ অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই থাকে না, থাকিতেও পারে না, কারণ ভগবানের পারমার্থিক স্বরূপটি বেদান্ত মতের "ব্রহ্ম"ই হউন বা সাঙ্খ্যমতের "অসঙ্গ পুরুষ"ই হউন, অথবা বৈষ্ণবদর্শনসম্মত "সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ"ই হউন, তাঁহার সেই বহিরঙ্গ শক্তি "সিসৃক্ষাদি"রূপা মায়া যাবৎকালপর্য্যন্ত প্রকটিত না হইবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার দিকে "ঈক্ষণ" না হইবে, ততক্ষণ আর কিছুই ত জন্মিতে পারে না। জন্মান স্বভাবই প্রকৃতির, প্রকৃতি যখন পুরুষ কর্ত্তৃক "ঈক্ষিত" হইয়া থাকেন, তখনই তিনি বিকৃত হইয়া মহৎতত্ত্বরূপে পরিণত হ'ন, সেই মহত্তত্ত্ব হইতেই অহঙ্কারাদিক্রমে সৃষ্টিবিস্তার ঘটিয়া থাকে; সুতরাং প্রকৃতিই যদি নিদ্রিতা [পুরুষে লীনা] রহিলেন, তবে সৃষ্টি করিবে কে ? আর প্রকৃতি যদি ভগবানে লীন না হইয়া থাকেন, তবে ত পূর্ব্বকল্পের অবসান অর্থাৎ লয়ই হইতে পারিত না, অতএব অবশ্যই তিনি লীনা, তাঁহার লয়ে বিশ্বের সবই লীন, সুতরাং "অগ্রে ইদম্‌ একঃ ভগবানেব আস।" অবশ্য বৈষ্ণবদর্শন মতে সেই মহাবিষ্ণুর বৈকুণ্ঠধাম ও সেখানে তাঁহার নিত্যপার্ষদগণ—এ সকলও নিত্য, সুতরাং সে মতে এখানে "ভগবান্‌" পদটীর উপলক্ষণ করিয়া ঐ সকল অর্থগুলিও ধরিয়া লইতে হইবে ॥ ২৩

স বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ।—দ্রষ্টা (ঈক্ষণকর্ত্তাপি) তদা একরাট্ (একএব রাজতে ইতি একরাট্ স্বরূপশক্তিমাত্র বিশ্রান্তঃ) সঃ (ভগবান্) দৃশ্যং (চরাচরাদিকং কিমপি) ন বৈ (নৈব) অপশ্যৎ (ঈক্ষিতবান্)। [অতঃ] অসুপ্তদৃক্ (অসুপ্তা স্বপ্রকাশরূপা দৃক্ চিতিশক্তির্যস্য সঃ তথাবিধ অপি) সুপ্তশক্তিঃ (সুপ্তা বিলীনা, শক্তিঃ মায়া যস্য সঃ অপ্রকটিতমায়ঃ) আত্মানম্ অসন্তমিব মেনে [দৃশ্যাভাবাৎ আত্মন্যপি দ্রষ্টৃত্বাসম্বন্ধাৎ ভেদেন নাপশ্যদিত্যর্থঃ] ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ সর্ব্বদর্শী হইলেও তৎকালে [সৃষ্টির আদি সময়ে] কেবলমাত্র নিজরূপে অবস্থিত ছিলেন, সুতরাং দেখিবার কোন দৃশ্যই পান নাই; নিজ মায়াশক্তি লীন অবস্থায় থাকাতে সেই স্বপ্রকাশস্বরূপ ভগবান্ [দৃশ্য ভাব ও দ্রষ্টৃভাবের পার্থক্য না থাকায়] নিজেকে যেন না থাকার ন্যায় মনে করিয়াছিলেন ॥ ২৩

শ্রীধরটীকা।—অত প্রথমং মায়োদ্ভবপ্রকারমাহ দ্বাভ্যাম্। স বৈ এব দ্রষ্টা সন্ দৃশ্যং নাপশ্যৎ। যতঃ একরাট্ এক এব তদা প্রকাশতে। তদা আত্মানম্ অসন্তমিব মেনে। দৃশ্যাভাবে দ্রষ্টৃত্বাভাবাৎ। তদাহ—সুপ্তা মায়াখ্যাঃ শক্তয়ো যস্য সঃ। নত্বসন্তমেব মেনে, যতঃ অসুপ্তা দৃক্ চিচ্ছক্তির্যস্যেতি ॥ ২৪

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীভগবান্ সর্ব্বদর্শী, কিন্তু তাঁহার এই সর্ব্বদর্শিত্ব আর কিছুই নহে, উপনিষৎ সম্মত সেই "প্রকৃতীক্ষণ" ব্যাপারেই তাহা পর্য্যবসিত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সৃষ্টিব্যাপারে যেমন প্রকৃতি হইতে মহদাদি ক্রমে আরম্ভ হইয়া স্থূল হইতে স্থূলতমে যাইয়া পরিণত হয়, আবার ধ্বংস ব্যাপারেও তেমনি বিপরীত ক্রমে স্থূলতম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ তন্মাত্র প্রভৃতি ক্রমে আসিয়া সূক্ষ্ম প্রকৃতিতে লীন হয়। সেই সর্ব্বলয়ের আধার প্রকৃতিরূপা বহিরঙ্গ শক্তি যখন শ্রীভগবানের স্বরূপে মিশিয়া থাকে, সেই অবস্থাই পূর্ব্ব কল্পের অবসান ও পরকল্পীয় সৃষ্টির পূর্ব্বতন কাল। তখন আবার সিসৃক্ষাদিরূপে প্রকৃতির পুনঃপ্রকটন না হওয়া পর্য্যন্ত আর ঈক্ষণের বিষয় কৈ? সুতরাং নিত্য অন্তরঙ্গ চিৎশক্তি তখন অক্ষুণ্ণ ভাবে থাকিলেও বহিরঙ্গ না থাকায় তিনি দৃশ্যরূপে কোন পদার্থই প্রাপ্ত হইতেছেন না, সুতরাং তদানীং তাঁহার নিজের সত্তার কার্য্যকারিত্ব কিছুই নাই, এই জন্য তখন "আত্মানম্ অসন্তমিব মেনে" অর্থাৎ কোনও প্রকট অবস্থা তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—মহাভাগ! (হে বিদুর!) সদসদাত্মিকা (কার্য্যকারণরূপা) [যা] এতস্য (পূর্ব্ববর্ণিতস্য) সংদ্রষ্টুঃ (ঈক্ষণকর্ত্তুঃ) শক্তিঃ সা বৈ (সা এব) মায়া নাম (মায়েতি প্রসিদ্ধা ভবতীতি শেষঃ) বিভুঃ (ভগবান্) যয়া (মায়য়া) ইদং (বিশ্বং) নির্ম্মমে (সৃষ্টবান্) ॥ ২৫

মূলানুবাদ।—হে মহাত্মন্ বিদুর! শ্রীভগবানের যে শক্তিটী কার্য্যরূপে সৎ ও কারণরূপে অসৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাঁহারই নাম মায়া; এই মায়ার দ্বারাই শ্রীভগবান্ এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ২৫

শ্রীধরটীকা।—সা বৈ দ্রষ্টৃদৃশ্যানুসন্ধানরূপা। সদসদাত্মিকা কার্য্যকারণরূপা। যদ্বা সৎ দৃশ্যম্ অসৎ অদৃশ্যম্ আত্মা স্বরূপং, তয়োরাত্মা যস্যাঃ। তস্যাস্তদুভয়ানুসন্ধানরূপত্বাৎ ॥ ২৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—বিদুরের প্রশ্নে মৈত্রেয়মুনি সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বপূর্ব্ব শ্লোকে "ভগবানেক আসেদং" "সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্" প্রভৃতি উল্লেখ করায় বুঝা গিয়াছে যে সৃষ্টির আদিতে মায়াশক্তি শ্রীভগবানে লীন থাকায় এই বিশ্বের সকলই লয়প্রাপ্ত ছিল, সুতরাং সকলই তখন একমাত্র ভগবৎস্বরূপে

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥ ২৬ ॥
ততোঽভবন্মহত্তত্ত্বমব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ ।
বিজ্ঞানাত্মাত্মদেহস্থং বিশ্বং ব্যঞ্জংস্তমোনুদঃ ॥ ২৭ ॥

অবস্থিত ছিল। এখন মায়া পদার্থটী কি তাহা জানা আবশ্যক, সুতরাং মৈত্রেয় মুনি বলিতেছেন, মা শ্রীভগবানেরই শক্তি-বিশেষ। এই শক্তিটী সৎ কি অসৎ তাহা কিছুই নিশ্চয় করিয়া বুঝান যায় না, এজন্য বেদা শাস্ত্রে মায়ার স্বরূপবিচারে দেখিতে পাওয়া যায়—"সদসদ্‌ভ্যাম-নির্ব্বাচ্যা" অর্থাৎ মায়া সৎ কি অসৎ ইহার কো একটী অবস্থাই নির্ব্বাচিত করা যায় না, কারণ মায়াকে ভগবানের মত "সৎ" বলিলে তাহার কার্য্যে পরিণতি সম্ভব হয় না, কেননা পারমার্থিক সত্তা সম্পন্ন বস্তুর কখনও বিকৃতি অর্থাৎ অবস্থান্তর ঘটি পারে না। অথচ তাহাকে "অসৎ" বলিলেও চলে না, কারণ তাহার কার্য্য দেখিতে পাই, "মায়িকং জগৎ',—এ আগমপ্রমাণ উপলব্ধি করি। এ অবস্থায় তাহাকে সৎ বলিতে হইবে, আবার অসৎও বলিতে হইবে, ইহাই স্ফ করিবার জন্য মূলে 'সদসদাত্মিকা' কথাটি আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—আমার বাসগৃহে একটী প্র জ্বলিত হয়, আমিও প্রতিদিন তাহা দেখি। সকলেই তাহা জানে, আজও সেই একটী প্রদীপই জ্বালিত আ কিন্তু আমার চক্ষু রোগাক্রান্ত হওয়ায় আমি সেই প্রদীপটীকে দুইটি প্রদীপরূপে প্রত্যক্ষ করিতেছি ; এ অবস্থা ঐ প্রদীপের যে দ্বৈতভাব তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহার সত্তা নাই বলিব কি প্রকারে ? অথচ অন্য সক দেখিতেছে, আমিও ঠিক বুঝিতেছি বটে যে প্রদীপ একটীই আছে ; সুতরাং উহার দ্বৈতভাবের সত্তাই নির্দ্ধারণ করি কি প্রকারে ? তখন যেমন বুঝিতে হয় যে, ঐ প্রদীপগত দ্বৈত ভাবটী কতকটা [প্রত্যক্ষাংশে সৎ, আবার কতকটা [বাস্তবাংশে] অসৎ, সেইরূপ মায়াকেও সৎ এবং অসৎ এই উভয়াত্মকই বলিতে হই কার্য্যাংশে তাহার সত্তা, আর মূলতঃ তাহার অসত্তা ।। ২৫

অন্বয়ঃ ।—বীর্য্যবান্ (চিচ্ছক্তিযুক্তঃ) অধোক্ষজঃ (ভগবান্) কালবৃত্ত্যা তু (কালশক্ত্যৈব) গুণময্যা (ক্ষুভিতরজসি) মায়ায়াং (স্বকীয়মায়াশক্তৌ) পুরুষেণ আত্মভূতেন (প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃরূপেণ) বীর্য্যং (চিদাভাস আধত্ত (সংযোজয়ামাস) ॥ ২৬

মূলানুবাদ ।—কালশক্তিপ্রভাবে মায়াশক্তি রজোগুণাধিক্য প্রাপ্ত হইলে চৈতন্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবা তখন তাহার অধিষ্ঠানকর্ত্তারূপ তাহাতে [মায়াতে] স্বকীয় চিদাভ্যাস রূপ বীজ সংযোজিত করিলেন ॥ ২৬

শ্রীধরটীকা—কালবৃত্ত্যা কালশক্ত্যা গুণময্যাং ক্ষুভিতগুণায়াম্ অধোক্ষজঃ পরমাত্মা আত্মাংশ-ভূ পুরুষেণ প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃরূপেণ বীর্য্যং চিদাভাসম্ আধত্ত। বীর্য্যবান্ চিচ্ছক্তিযুক্তঃ ।। ২৬

অন্বয়ঃ ।—ততঃ (চিদাভাস সংযোজনানন্তরং) কালচোদিতাৎ (কালশক্তিসহকৃতাৎ) অব্যক্ত (মায়াতঃ) মহত্তত্ত্বম্ অভবৎ, [কীদৃশোঽসৌ মহত্তত্ত্বপদার্থ ইত্যাহ] বিজ্ঞানাত্মা (সত্ত্বপ্রাধান্যাৎ স্বচ্ছত্ব প্রাপ্তচিৎপ্রতিবিম্বঃ, অতএব তস্য বুদ্ধিতত্ত্বেতি নামান্তরম্) [অতএব] তমোনুদঃ (প্রলয়গতাজ্ঞানধ্বংসকারী আত্মদেহস্থঃ (স্বস্মিন্ সূক্ষ্মতয়া লীনং) বিশ্বং ব্যঞ্জন্ (প্রকাশয়ন্)।। ২৭

মূলানুবাদ ।—অনন্তর কালশক্তি প্রভাবে সেই মায়া হইতে প্রলয়কালীন মিথ্যাজ্ঞানধ্বংসকা জ্ঞানময় মহৎতত্ত্ব উৎপন্ন হইল, তাঁহার নিজের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে লয়প্রাপ্ত এই বিশ্বপ্রপঞ্চ তাঁহা হইতেই আবা অভিব্যক্ত হইবে ॥ ২৭

সোঽপ্যংশগুণকালাত্মা ভগবদ্দৃষ্টিগোচরম্।
আত্মানং ব্যকরোদাত্মা বিশ্বস্যাস্য সিসৃক্ষয়া ॥ ২৮ ॥
মহত্তত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণাদহংতত্ত্বং ব্যজায়ত।
কার্য্যকারণকর্ত্রাত্মা ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ।
বৈকারিক-স্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরটীকা।—কালপ্রেরিতাদব্যক্তাৎ মায়াতঃ। তত্ত্বপদং পরিত্যজ্য মহতো লক্ষণম্, অতঃ পুংলিঙ্গ-নির্দেশঃ। বিজ্ঞানাত্মেতি সত্ত্বপ্রধানত্বাৎ। স্বদেহস্থং বিশ্বম্ উচ্ছুনবীজগতাঙ্কুরাদিরূপং বৃক্ষমিব ব্যঞ্জয়ন্ প্রকাশয়ন্। যতোঽসৌ তমো নুদতীতি তমোনুদঃ। তদুক্তং সাত্বততন্ত্রে—বিষ্ণোস্ত ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যত ইতি ॥ ২৭

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—কালক্রমে যখন আবার শ্রীভগবানের "একোঽহং বহুস্যাং প্রজায়েয়ং" এইরূপ সৃষ্টির ইচ্ছা হইল, সেই সিসৃক্ষাতেই বহিরঙ্গ মায়াশক্তির প্রকাশ ও তদানীন্তন সেই কালশক্তিপ্রভাবে মায়ার মধ্যে রজোগুণাংশের একটু প্রবলতা উপস্থিত হইল; অমনি শ্রীভগবান্ নিজ চিদাভ্যাস অর্থাৎ প্রলয়কালে নিজের মধ্যে লয়প্রাপ্ত জীবশক্তিকে সেই মায়ার সহিত সংযোজিত করিলেন, সেই অবস্থাই লৌকিক স্বামীস্ত্রী ভাবের ব্যঞ্জনা। ভগবান্ গীতায় নিজমুখে বলিয়াছেন "মম যোনির্মহদ্-ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং"। এই স্থলে শ্রীধরস্বামিপাদের ও মধুসূদন সরস্বতীর টীকায় ঐ কথাই দেখিতে পাওয়া যায় যে—"গর্ভং চিদাভাসং, প্রলয়ে ময়ি লীনং সন্ত-মবিদ্যাকামকর্ম্মানুশয়বন্তং ক্ষেত্রজ্ঞং সৃষ্টিসময়ে ভোগ্যেন ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ।" তাহারপর ঐ মায়া হইতে মহৎতত্তের সৃষ্টি হইল, ঐ মহত্তত্বটী সত্ত্বগুণপ্রধান, সুতরাং অতি স্বচ্ছপদার্থ, তাহাতে ভগবানের স্বপ্রকাশ চৈতন্যশক্তির প্রতিবিম্ব পতনে উহা জ্ঞানময় স্বরূপে পরিণত ও প্রলয়কালে সমস্ত পদার্থগুলি বাস্তবিক পক্ষে এই বুদ্ধিতত্ত্বেই লয়প্রাপ্ত হয় এবং সৃষ্টিকালে সেই লীন পদার্থগুলি উহা হইতেই অভিব্যক্ত হয়। প্রকৃতিতে লয় বা প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি, এইরূপ ব্যবহার শুধু কার্য্য-কারণের অভেদ তাৎপর্য্যে, ইহাই সাঙ্খ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তানুকুলেই গীতায় "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতিমন্যতে।" এইরূপ শ্রীভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত উপদেশ পাওয়া যায়। ভগবান্ অনন্তশক্তি-সম্পন্ন, ঐ মহত্তত্ত্বের উপাদান যে মায়াশক্তি তাহাও শ্রীভগবানেই লীন হয় এবং সৃষ্টির প্রারম্ভে ঐরূপ পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে তাঁহা হইতে অভিব্যক্ত হয় বলিয়াই তাঁহাকে কর্ত্তা ও সংহর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় ॥ ২৬।২৭

অন্বয়ঃ।—অংশগুণকালাত্মা (অংশনিমিত্তীভূতা জীবশক্তিঃ, গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ, উপাদানরূপা মায়া শক্তিরিতি যাবৎ, কালঃ মায়াক্ষোভকরঃ, তদাত্মা তদধীন ইত্যর্থঃ) আত্মা (জনিষ্যমানবিশ্বস্য সূক্ষ্মাবস্থায়া মাধারভূতঃ) সোঽপি ("মহৎ" পদার্থোঽপি) অস্য বিশ্বস্য সিসৃক্ষয়া (সৃষ্টীচ্ছয়া) ভগবদ্দৃষ্টি-গোচরঃ (ভগবতঃ চিৎপ্রতিবিম্বপ্রাপ্তঃ সন্) আত্মানং (স্বং) ব্যকরোৎ (রূপান্তরেণ পরিণমিতবান্) ॥ ২৮

মূলানুবাদ।—কাল, মায়া ও জীবশক্তির সম্মেলনে উৎপন্ন সেই মহৎতত্ত্বটী এই বিশ্বসৃষ্টির ইচ্ছায় ভগবৎপ্রদত্ত চৈতন্যশক্তিতে সবল হইয়া নিজের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত এই বিশ্বকে স্থূলরূপে অভিব্যক্ত করিবার জন্য স্বয়ং কার্য্যরূপে পরিণত হইল ॥ ২৮

শ্রীধরটীকা।—অহঙ্কারোৎপত্তিমাহ,—সোঽপীতি সার্দ্ধদ্বাভ্যাম্। অংশশ্চিদাভাসো নিমিত্তং গুণা

উপাদানং কালঃ ক্ষোভকঃ, তদাত্মা তদধীনঃ। ভগবান্ সর্ব্বাধ্যক্ষঃ, তদ্দৃষ্টিগোচরঃ সন্ স্বয়মাত্ম বাকরোৎ রূপান্তরমনয়ৎ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—বিকুর্ব্বাণাৎ (বিক্রিয়মাণাৎ) মহত্তত্ত্বাৎ (পূর্ব্বোল্লিখিতাৎ) অহং তত্ত্বম্ (অহংকারা তত্ত্বং) ব্যজায়ত (সমুৎপন্নং), [কীদৃগসৌ অহঙ্কার ইত্যাহ] ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ (ভূতানি সূক্ষ্মভূতানি তন্মা রূপাণি, ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, বাগাদীনি চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চেতি দশ, মনঃ তদুভয়াত্ম তন্ময়ঃ তেষাং বিকারবান্) [অতএব] কার্য্যকারণকর্ত্রাত্মা (কার্য্যম্ অধিভূতং নশ্বরদেহাদিকং, কারণম্ অধ্যা কর্ত্তা অধিদৈবং, তেষামাত্মা আশ্রয়ঃ) বৈকারিকঃ (সাত্ত্বিকঃ) তৈজসঃ (রাজসঃ) তামসশ্চ ইতি অহং (অহঙ্কার ত্রিধা (ত্রিবিধঃ) ॥ ২৯

মূলানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত মহত্তত্ত্বের বিকারপ্রাপ্তিতে অহঙ্কারনামক তত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছে, ঐ অহ ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনঃস্বরূপ বিকারের প্রকৃতি, [সুতরাং] কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তার আশ্রয় এবং ঐ অহঙ্কার সাত্ত্বি রাজসিক ও তামসিক এই তিন ভাগে বিভক্ত ॥ ২৯

শ্রীধরটীকা।—অহঙ্কারস্য লক্ষণমাহ,—কার্য্যমধিভূতং, কারণমধ্যাত্মম্, কর্ত্তৃ অধিদৈবং, তেষামা আশ্রয়ঃ। অত্র হেতুঃ—ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ তদ্বিকারবান্। মন ইতি দেবানামপ্যুপলক্ষণম্। এতদেব বিভা প্রপঞ্চয়তি বৈকারিক ইত্যাদিনা। বৈকারিকঃ সাত্ত্বিকঃ। তৈজসো রাজসঃ ॥ ২৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মৈত্রেয় মুনি সম্প্রতি "অহঙ্কার" নামক তৃতীয় তত্ত্বের সৃষ্টিপ্রণালী ব করিতেছেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মহৎতত্ত্ব সত্ত্বগুণপ্রধান স্বচ্ছপদার্থ, সুতরাং প্রতিবিম্ব গ্রহণে তাহার সাম আছে। স্ফটিক অতি শুভ্র বস্তু, কিন্তু তাহার নিকটে একটী জবাকুসুম রাখিলে স্ফটিকের স্বচ্ছতা গুণে জবাকুসুমের রক্তিমা তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। তখন মনে হয় যে স্ফটিকটী রক্তবর্ণ আভা বি করিতেছে,বাস্তবিক কিন্তু ঐ আভা জবাকুসুমের। সেইরূপ সিসৃক্ষা [সৃষ্টির ইচ্ছা] যদিও মহৎতত্ত্বের ন শ্রীভগবানের, তথাপি শ্রীভগবানের চিৎশক্তির প্রতিবিম্বনমাত্রে মহৎতত্ত্ব তদাকারে আকারিত হইয়া যায় ব সিসৃক্ষাটীও যেন মহতের মধ্যেই অবস্থান করিতেছে বলিয়া প্রতীত হয় ; সুতরাং মূলে "বিশ্বস্যাস্য সিসৃক্ষয়া" এ কথাটির কোনও অসামঞ্জস্য নাই। যাহা হউক, ঐরূপে শ্রীভগবানের চিৎশক্তির সম্পর্কমাত্রে তদীয় সৃষ্টি অনুপ্রাণিত হইয়া, ভৃত্য-যেমনপ্রভুর নয়নসঙ্কেত মাত্রে তদীয় ইচ্ছার বিষয় সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হয়, ত শ্রীভগবানের ঈপ্সিত সৃষ্টি সম্পাদনের জন্য "মহৎতত্ত্ব" তখনই বিকার অর্থাৎ কার্য্যাবস্থা গ্রহণ করিল ও তাহা অহঙ্কারের সৃষ্টি হইল। ঐ অহঙ্কার হইতেই ক্ষিতি, জল, বায়ু, তেজ ও আকাশ এই পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাবস্থা,— রস, স্পর্শ, রূপ ও শব্দ নামক পঞ্চতন্মাত্র এবং চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বা পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মনঃ এই ষোড়শ তত্ত্বের সৃষ্টি হয়, ইহা পরে বলা হই এই সকল কার্য্য-কারণ ভাবে কার্য্যকারণের ঐক্য এবং আধার আধেয়ের ঐক্য স্বীকার সাঙ্খ্য দর্শ অনুমোদিত, সুতরাং এই অহঙ্কার তত্ত্বটিকে নশ্বর দেহাদিরূপ কার্য্যে ও স্বভাবরূপ [প্রকৃতিস্বরূপ] কার হিরণ্যগর্ভাদিস্বরূপ কর্ত্তা এই সকলেরই আশ্রয়রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীধরস্বামিপাদের টী অনুসারেই "কার্য্যকারণকর্ত্রাত্মা" এ স্থলে "আত্মা" শব্দটির "আশ্রয়" অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু "স্ব অর্থ করিলেই সামঞ্জস্যের পক্ষে অনেক সুবিধা হয়। এই অহঙ্কার তত্ত্বটি আবার সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের মধ্যে এ একটির প্রবলতা অনুসারে "বৈকারিক" বা "সাত্ত্বিক", "তৈজস" বা "রাজস" ও "তামস" এই ত্রিবিধ আ বিভক্ত করা হইয়া থাকে ॥ ২৮।২৯

অহংতত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণান্মনো বৈকারিকাদভুৎ।
বৈকারিকাশ্চ যে দেবা অর্থাভিব্যঞ্জনং যতঃ ॥ ৩০ ॥
তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব জ্ঞানকর্ম্মময়ানি চ ॥ ৩১ ॥
তামসো ভূতসূক্ষ্মাদির্যতঃ খং লিঙ্গমাত্মনঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ।—বিকুর্ব্বাণাৎ (বিকারং লভমানাৎ) বৈকারিকাৎ (সত্ত্বপ্রধানাবস্থাপন্নাৎ) অহংতত্ত্বাৎ (অহঙ্কারনামকাৎ পূর্ব্ববর্ণিততত্ত্বাৎ) মনঃ অভূৎ (উৎপন্নং) বৈকারিকাঃ (বৈকারিককার্য্যভূতাঃ) যে চ দেবাঃ (ইন্দ্রিয়াণ্যধিষ্ঠাতারঃ দিগাদিস্বরূপাঃ) [তে চ বিকুর্ব্বাণাৎ বৈকারিকাৎ অহঙ্কারাদভবন্নিত্যন্বয়বোধঃ] যতঃ (যেভ্যঃ ইন্দ্রিয়াণ্যধিষ্ঠাতৃভ্যো দেবেভ্যঃ) অর্থাভিব্যঞ্জনম্ (অর্থানাং শব্দাদীনাম্ অভিব্যঞ্জনং প্রকাশো ভবতীতি শেষঃ) ॥ ৩০ ॥

মূলানুবাদ।—বৈকারিক [সত্ত্বপ্রধান] অহঙ্কার বিকৃত হইলে তাহাতে মন ও ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতৃদেবতা দিক্ প্রভৃতি উৎপন্ন হয় এবং ঐ অধিষ্ঠাতৃদেবতা হইতেই শব্দাদি বিষয়গুলির প্রকাশ হয় ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরটীকা।—দেবাশ্চ বৈকারিকা বৈকারিকাহঙ্কারকার্য্যভূতা ইত্যর্থঃ। যতো যেভ্য ইন্দ্রিয়াণ্যধিষ্ঠাতৃভ্যঃ অর্থাভিব্যঞ্জনং শব্দাদিপ্রকাশো ভবতি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ।—জ্ঞানকর্ম্মময়ানি চ (জ্ঞানময়ানি কর্ম্মময়ানি চ) ইন্দ্রিয়াণি (চক্ষুরাদীনি নাগাদীনি চেতি দশ) তৈজসান্যেব (রজঃপ্রধানাৎ তৈজসাখ্যাহঙ্কারাদেব উৎপন্নানি ইত্যর্থঃ) তামসঃ (তমঃ প্রধানঃ অহঙ্কারঃ) ভূতসূক্ষ্মাদিঃ (ভূতসূক্ষ্মস্য শব্দস্য, আদিঃ কারণং ভবতীতি শেষঃ) যতঃ (শব্দাৎ) আত্মনঃ (পরমাত্মনঃ) লিঙ্গং (সাধকং) খম্ (আকাশম্ উৎপন্নমিতি শেষঃ)॥ ৩১।৩২ ॥

মূলানুবাদ।—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ইহারা তৈজস [রজোগুণ প্রধান] অহঙ্কার হইতেই উৎপন্ন, এবং যে আকাশ পরমত্মার সাধক হেতুস্বরূপ, সেই আকাশের উপাদান যে শব্দতন্মাত্র, তাহা অহঙ্কার হইতেই উৎপন্ন হয় ॥ ৩১।৩২ ॥

শ্রীধরটীকা।—তৈজসান্যেবেত্যন্বয়ঃ। জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং জ্ঞানময়ানাং সাত্ত্বিকত্বশঙ্কা মা ভূদিত্যেবকারঃ॥ তামসো ভূতসূক্ষ্মস্য শব্দস্য আদিঃ কারণম্। যতঃ শব্দাৎ খমাকাশং ভবতি। আত্মনো লিঙ্গং স্বগুণশব্দরূপেণ প্রমাপকং হৃদয়াকাশতয়া বা। যদ্বা। লিঙ্গ শরীরম্। আকাশশরীরং ব্রহ্মেতি শ্রুতেঃ ॥ ৩১। ৩২ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—বিভিন্ন অবস্থাপন্ন অহঙ্কার হইতে যে বিভিন্নপ্রকার কার্য্য সৃষ্টি হয় তাহাই এক্ষণে বর্ণিত হইতেছে। প্রকৃতির গুণক্ষোভবশতঃ অহঙ্কারে যখন সত্ত্বগুণের প্রবলতা বশতঃ রজস্তমের পরাভব হয়, তখন সেই অহঙ্কারকে দার্শনিকগণ "বৈকারিক" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই বৈকারিক হইতেই মন এবং ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ উৎপন্ন হন। বেদান্ত শাস্ত্রে পাওয়া যায়—শ্রবণেন্দ্রিয়ের দিক্, ত্বকের বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, রসনার বরুণ, নাসিকার অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বাক্ ইন্দ্রিয়ের বহ্নি, হস্তের ইন্দ্র, চরণের বিষ্ণু, পায়ু অর্থাৎ গুহ্যের মিত্র, উপস্থ অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়ের প্রজাপতি—এই সকল অধিদেবতা। এই সকল অধিদেবতাগণের সাহায্যেই ইন্দ্রিয়দ্বারা শব্দাদি বিষয়গুলির অভিব্যক্তি হয়। আবার অহঙ্কারে যখন রজোগুণ প্রবল—সত্ত্ব ও তমোগুণ পরাভূত, তখন তাহার নাম "তৈজস"। এই তৈজস হইতেই জ্ঞান ও কর্ম্মময় দশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়; আর যখন অহঙ্কারে তমোগুণ প্রবল, রজ ও সত্ত্বগুণ পরাভূত, তাহার নাম "তামস"; এই তামস হইতেই

কালমায়াংশযোগেন ভগবদ্বীক্ষিতং নভঃ ।
নভসোঽনুসৃতং স্পর্শং বিকুর্ব্বন্নির্ম্মমেঽনিলম্ ॥ ৩৩ ॥
অনিলোঽপি বিকুর্ব্বাণো নভসোরুবলান্বিতঃ ।
সসর্জ্জ রূপতন্মাত্রং জ্যোতির্লোকস্য লোচনম্ ॥ ৩৪ ॥
অনিলেনান্বিতং জ্যোতির্বিকুর্ব্বৎ পরবীক্ষিতম্ ।
আধত্তাম্ভো রসময়ং কালমায়াংশযোগতঃ ॥ ৩৫ ॥
জোতিষাম্ভোঽনুসংসৃষ্টং বিকুর্ব্বদ্ ব্রহ্মবীক্ষিতম্ ।
মহীং গন্ধগুণামাধাৎ কালমায়াংশ-যোগতঃ ॥ ৩৬ ॥

শব্দের সৃষ্টি হয় এবং শব্দ হইতেই আকাশের সৃষ্টি হইয়া থাকে। "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী সমজায়ত" এই শ্রুতিমূলক ঐ আকাশপদার্থ দ্বারা পরমাত্মস্বরূপ শ্রীভগবানের সাধন প্রণালী অবগত হওয়া যায় ॥ ৩১।৩২ ॥

অন্বয়ঃ।—ভগবদ্বীক্ষিতং (ভগবতা পরমেশ্বরেণ বীক্ষিতম্ ঈক্ষণদ্বারা কার্য্যোন্মুখং কৃতং) নভঃ (আকাশং) কালমায়াংশযোগেন (কালঃ কালশক্তিঃ, মায়া নিরুক্তলক্ষণা সদসদাত্মিকা শক্তিঃ, অংশঃ চিদাভাসঃ; তেষাং যোগেন সম্পর্কেণ) নভসোঽনুসৃতং (স্বস্মাদুদ্ভূতং) স্পর্শং বিকুর্ব্বৎ (রূপান্তরিতং কুর্ব্বৎ) অনিলং (বায়ুং) নির্ম্মমে (উৎপাদয়ামাস ॥ ৩৩ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবানের দৃষ্টিমাত্রে কার্য্যোন্মুখীকৃত আকাশ—কাল, মায়া ও জীবশক্তির সহযোগে নিজ হইতে উৎপন্ন "স্পর্শ" নামক তন্মাত্রকে বিকার প্রাপ্ত করিয়া বায়ু সৃষ্টি করিল ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—নভসঃ স্বস্মাদনুসৃতম্ উদ্ভূতং স্পর্শং বিকুর্ব্বৎ রূপান্তরং নয়ৎ অনিলং বায়ুম্। এবং সর্ব্বত্র তন্মাত্রদ্বারা ভূতোৎপত্তিরিতি জ্ঞাতব্যম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ।—বিকুর্ব্বাণঃ (কালাদিনিরুক্তকারণবশাৎ বিকারং প্রাপ্নুবন্) অনিলোঽপি (বায়ুরপি) নভসা (আকাশেন সহিতঃ) উরুবলান্বিতঃ (অধিকশক্তিশালী সন্) রূপতন্মাত্রং (রূপনামকং তন্মাত্রং) সসর্জ্জ (সৃষ্টবান্) [ততশ্চ] লোকস্য লোচনং (প্রকাশকং) জ্যোতিঃ (তেজঃ) [অভূৎ ইতি শেষঃ] ॥ ৩৪ ॥

মূলানুবাদ।—[তাহার পর] বায়ুও আকাশের সহিত বিকার প্রাপ্ত অবস্থায় অত্যন্ত বলশালী হইয়া "রূপ" নামক তন্মাত্র সৃষ্টি করিল এবং রূপ হইতে জগতের প্রকাশক তেজঃ সৃষ্টি হইল ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ।—অনিলেন (বায়ুনা) অন্বিতং (সহিতং) জ্যোতিঃ (তেজঃ) পরবীক্ষিতং (পরেণ পরমেশ্বরেণ, বীক্ষিতং সৎ) কালমায়াংশযোগতঃ বিকুর্ব্বৎ (বিকৃতং সৎ) রসময়ং ("রস" সম্পন্নম্) অম্ভঃ (জলম্) আধত্ত (উৎপাদয়ামাস) [তেজঃ "রস" তন্মাত্রং, তচ্চ জলং সসর্জ্জেতি ভাবঃ] ॥ ৩৫ ॥

মূলানুবাদ।—তেজঃ আবার শ্রীভগবানের দৃষ্টিপাতে উক্ত কালমায়া ও চিদাভাসের সহযোগে বায়ুর সহিত বিকার প্রাপ্ত হইয়া রসময় জল সৃষ্টি করিল, অর্থাৎ প্রথমতঃ তেজ হইতে "রস" জন্মিল, পরে "রস" হইতে জলের সৃষ্টি হইল ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ।—অনু (তদনন্তরং) জ্যোতিষা (তেজসা) সংসৃষ্টং (সংযুক্তং) ব্রহ্মবীক্ষিতং (ভগবদ্‌বিলোকিতম্) অম্ভঃ (জলং) কালমায়াংশযোগতঃ (উক্তকালাদিশক্তিসম্পর্কাৎ) বিকুর্ব্বৎ (বিকৃতং সৎ) গন্ধগুণাং

ভূতানাং নভআদীনাং যদ্‌যদ্ভব্যাবরাবরম্।
তেষাং পরানুসংসর্গাদ্‌যথাসংখ্যং গুণান্ বিদুঃ ॥ ৩৭ ॥

মহীং (গন্ধঃ গুণো যস্যাঃ তাং তথাবিধাং ক্ষিতিম্) আধাৎ (সসর্জ্জ) [অত্রাপি প্রথমতো জলাদ্ "গন্ধ" তন্মাত্রং, তস্মাচ্চ ক্ষিতির্বভূবেতি বোধ্যম্] ॥ ৩৬ ॥

মূলানুবাদ।—[অনন্তর] জল তেজের সহিত সম্মেলনে শ্রীভগবানের দৃষ্টিতে পূর্ব্বোক্ত কালাদিশক্তি সম্পর্কে বিকৃত হইয়া "গন্ধ" তন্মাত্র জন্মাইল এবং গন্ধ হইতে ক্ষিতির সৃষ্টি হইল ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—নভসা সহিতঃ। স্বয়ঞ্চোরুবলান্বিতঃ। ততঃ জ্যোতিস্তেজঃ। লোচনং প্রকাশকম্ ॥ ৩৪—৩৬ ॥

অন্বয়ঃ।—ভব্য! (হে মঙ্গলময় বিদুর!) নভআদীনাং ভূতানাম্ (আকাশপ্রভৃতীনাং ভূতপঞ্চকানাং মধ্যে) যদ্‌যৎ অবরাবরম্ (উত্তরোত্তরং জায়ত ইতি শেষঃ) তেষাম্ (উত্তরোত্তরভূতানাং) পরৈঃ (কারণৈঃ) অনুসংসর্গাৎ (অন্বয়বশাৎ) যথাসংখ্যম্ (উত্তরোত্তরমধিকান্) গুণান্ (শব্দাদীন্) বিদুঃ (মন্যন্তে দার্শনিকা ইতি শেষঃ) ॥ ৩৭ ॥

মূলানুবাদ।—হে মঙ্গলাস্পদ বিদুর! আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতের মধ্যে যে যে গুলি পর পর জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদের সহিত কারণস্বরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূতগুলির যোগ থাকায় উত্তরোত্তর ভূতগুলিতে ক্রমশঃ অধিক গুণ জন্মিয়া থাকে; [ইহা দার্শনিকগণের অভিমত] ॥৩৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—হে ভব্য বিদুর! ভাব্যাবরাবরমিতি পাঠে ভাব্যং কার্য্যম্। যদ্‌যদবরমবরং কার্য্যং তেষাং কার্য্যাণাং পরৈঃ কারণৈঃ অনুসংসর্গাদন্বয়াৎ যথাসংখ্যং যথাক্রমম্ উত্তরোত্তরমধিকগুণান্ বিদুঃ। তথাহি নভসঃ শব্দ এব গুণঃ অন্যান্বয়াভাবাৎ। বায়োস্তু স্পর্শঃ, আকাশান্বয়াৎ শব্দশ্চ। এবং তেজসস্তৌ চ রূপঞ্চ। অম্ভসস্তানি রসশ্চ। মহ্যাঃ সর্ব্বে ॥ ৩৭ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—অহঙ্কার হইতে ক্রমিক সৃষ্টি বিস্তারে "পঞ্চতত্ত্ব" বা "পঞ্চতন্মাত্র" নামে অভিহিত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী সূক্ষ্মভূত এবং আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চ মহাভূত কিরূপে উৎপন্ন হইল ও কোন্ মহাভূতে কি কি গুণ অবস্থান করে তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক। ইহার মধ্যে তামস অহঙ্কার হইতে "শব্দ" তন্মাত্রের ও শব্দ হইতে আকাশ নামক মহাভূতের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছে। সম্প্রতি আকাশের পরিণাম অর্থাৎ স্পর্শ হইতে গন্ধ পর্য্যন্ত চারিটী তন্মাত্র ও বায়ু হইতে ক্ষিতি পর্য্যন্ত চারিটী মহাভূতের সৃষ্টি বর্ণিত হইতেছে। যে মহাভূতের সূক্ষ্মাবস্থা যে তন্মাত্র, সেই তন্মাত্র তাহার প্রকৃতি বা বিশেষ গুণ—যেমন আকাশের সূক্ষ্মাবস্থা শব্দ, ঐটি আকাশের প্রকৃতি বা বিশেষগুণ। আকাশের পরবর্ত্তী যে ভূতচতুষ্টয়, তাহাদের বিশেষ গুণ অবশ্য একটি করিয়া, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভূতের সহযোগে সূক্ষ্মভূত হইতে মহাভূত জন্মগ্রহণ করে বলিয়া পর পর মহাভূতবর্গের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাভূতের গুণও অবস্থান করে। সুতরাং দ্বিতীয়াদি মহাভূতে ক্রমশঃ গুণের সংখ্যা অধিক হইতে থাকে, যেমন আকাশসৃষ্টির মূলে তদীয় শব্দতন্মাত্রের সহিত কোনও মহাভূতের সহযোগিতা নাই বলিয়া আকাশের একমাত্র শব্দরূপ বিশেষ গুণই আছে, অন্য কোনও গুণ নাই; কিন্তু বায়ুর সৃষ্টিতে বায়বীয় তন্মাত্র স্পর্শের সহিত আকাশ নামক মহাভূতের সহযোগিতা থাকায় বায়ুতে ঐ আকাশের শব্দ গুণটিও থাকিবে এবং নিজস্ব বিশেষ গুণ স্পর্শ ত থাকিবেই; সুতরাং বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটী গুণ। আবার তেজঃ সৃষ্টির সময় তদীয় তন্মাত্র রূপের সহিত আকাশ ও বায়ু এই উভয় মহাভূতের সহযোগিতা থাকায় তেজের মধ্যে ঐ মহাভূতদ্বয়ের শব্দ

এতে দেবাঃ কলা বিষ্ণোঃ কালমায়াংশলিঙ্গিনঃ।
নানাত্বাৎ স্বক্রিয়ানীশাঃ প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিভুম্‌ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীদেবা ঊচুঃ।

নমাম তে দেব পদারবিন্দং প্রপন্নতাপোপশমাতপত্রম্‌।
যন্মূলকেতা যতয়োঽঞ্জসোরু সংসারদুঃখং বহিরুৎক্ষিপন্তি ॥ ৩৯ ॥

ও স্পর্শগুণ যাইয়া পৌছিবে, আর তেজের নিজস্ব বিশেষগুণ রূপ ত আছেই। এই সমষ্টিতে তেজের তিনটী গু এই প্রণালীতে জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটী, আর ক্ষিতির একেবারে শব্দ হইতে গন্ধ পর্য্য এই পাঁচটী গুণই থাকে ইহাই বুঝিতে হইবে। আর এই সকল প্রত্যেক পদার্থের সৃষ্টির মূলেই শ্রীভগবানের "ঈক্ষণ" ক্রিয়াটি এবং কাল, মায়া ও জীব এই ত্রিবিধ শক্তি অবস্থিত থাকে ॥ ৩৩—৩৭ ॥

অন্বয়ঃ।—বিষ্ণোঃ (ভগবতঃ) কলাঃ (বিভূতিবিশেষাঃ) কালমায়াংশলিঙ্গিনঃ (কাললিঙ্গং বিকৃতি মায়ালিঙ্গং বিক্ষেপঃ, অংশলিঙ্গং চেতনা, এতানি বিদ্যন্তে যত্র তে তথাবিধাঃ) এতে দেবাঃ (মহদাদ্যভিমানিনঃ নানাত্বাৎ (পরস্পরসম্বন্ধাভাবাৎ) স্বক্রিয়ানীশাঃ (স্বক্রিয়ায়াং ব্রহ্মাণ্ডসংঘটনে, অনীশাঃ অসমর্থাঃ সন্তঃ) প্রাঞ্জ (কৃতাঞ্জলিপুটাঃ) বিভুং (ভগবন্তং) প্রোচুঃ (কথিতবন্তঃ) ॥ ৩৮ ॥

মূলানুবাদ।—বিকার, বিক্ষেপ ও চেতনাশালী ঐ সকল মহত্তত্ত্বাদিরূপে অভিমানী দেবগণ সকলে শ্রীভগবানের অংশ, কিন্তু তাঁহারা পরস্পর সম্বদ্ধ হইতে না পারায় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিতে অসমর্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপু শ্রীভগবানের নিকট বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরটীকা।—দেবা মহদাদ্যভিমানিনঃ। বিষ্ণোঃ কলা অংশাঃ। কাললিঙ্গং বিকৃতিঃ, মায়ালি বিক্ষেপঃ, অংশলিঙ্গং চেতনা, তানি বিদ্যন্তে যেষু। অতঃ সমত্বেন নানাত্বাৎ পরস্পরাসম্বন্ধাৎ স্বক্রিয়া ব্রহ্মাণ্ডরচনায়াম্‌ অনীশা অশক্তাঃ সন্তঃ বিভুং পরমেশ্বরং প্রোচুঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পূর্ব্বে যে সকল মহত্তত্ত্বাদির কথা বর্ণিত হইয়াছে, উহাদের প্রত্যেকে মধ্যেই বিকার, বিক্ষেপ ও চেতনাশক্তি আছে। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড রচনার উপযোগিতা উহাদের প্রত্যেকের মধ্যে বিদ্যমান, এজন্য উহাদিগকে শ্রীভগবানেরই অংশ মহদাদি নামক দেবতা বলিয়া অভিহিত করা হয়। সাখ্যশা দেখিতে পাই "মহদাখ্যঃ স্বয়ম্ভূর্যো জগদঙ্কুর ঈশ্বরঃ" এইরূপে বর্ণিত আছে। কিন্তু ইঁহাদের স্বপ্রধান ভা অর্থাৎ একটি তত্ত্ব অপর তত্ত্বের সম্পর্ক ব্যতীত একাকী কোন স্থূল সৃষ্টিতে সমর্থ নহে, কারণ স্থূল জগতে প্রত্যেক বস্তুই বিচিত্র গুণক্রিয়াদিশালী। সুতরাং এক একটি মাত্র তত্ত্ব দ্বারা ঐরূপ বস্তুর সৃষ্টি সম্ভবপর ন অথচ প্রত্যেকের মধ্যেই যে বিকার বিক্ষেপাদি শক্তি আছে, তাহাতে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকাও তাঁহাদে অসহ্য হইতেছে। এ জন্য তখন তাঁহারা শ্রীভগবানেরই বিচিত্র ইচ্ছারূপে অকস্মাৎ মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক কৃতাঞ্জ পুটে শ্রীগোবিন্দের নিকট স্তুতি সহকারে নিজ নিজ অবস্থা নিবেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ।—শ্রীদেবা উচুঃ (মহদাদ্যভিমানিনো দেবাঃ কথয়ন্তি স্ম।) দেব! (হে ভগবন্‌!) যন্মূলকে (যস্য ত্বদীয়পদারবিন্দস্য, মূলং তলং কেতঃ আশ্রয়ো যেষাং তে) যতয়ঃ (সাধনাসমাহিতময়ঃ) উরু-সংসা দুঃখং (প্রবলং জাগতিকদুঃখম্‌) অঞ্জসা (শীঘ্রমেব) বহিরুৎক্ষিপন্তি (দূরতএব পরিবর্জ্জয়ন্তি) [তথাবিধ প্রপন্নতাপোপশমাতপত্রম্‌ (প্রপন্নানাং শরণাগতানাং তাপোপশমে সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তিবিষয়ে আতপত্রং ছত্রমি

ধাতর্যদস্মিন্ ভব ঈশ জীবাস্তাপত্রয়েণাভিহতা ন শর্ম্ম।
আত্মন্ লভন্তে ভগবংস্তবাঙ্ঘ্রি্ চ্ছায়াং সবিদ্যামত আশ্রয়েম ॥ ৪০ ॥
মার্গন্তি যৎ তে মুখপদ্মনীড়ৈশ্ছন্দঃসুপর্ণৈর্ঋষয়ো বিবিক্তে।
যস্যাঘমর্ষোদ-সরিদ্বরায়াঃ পদং পদং তীর্থপদঃ প্রপন্নাঃ ॥ ৪১ ॥

তে (তব) পদারবিন্দং (পাদপদ্মং) নমাম [অত্র প্রাপ্তকালে লোট্, "বয়ং হনাম দ্বিষতঃ" ইতিবৎ] ॥ ৩৯ ॥

মূলানুবাদ।—(মহদাদি) দেবগণ বলিলেন—হে ভগবন্! তোমার যে-পাদপদ্মতলে একাগ্রচিত্তে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সাধকগণ সংসারের প্রবল দুঃখসকল অনায়াসে দূর করিতে সমর্থ হন এবং শরণাগতজনের ত্রিতাপ নিবারণে যাহা ছত্র স্বরূপ, তোমার সেই পাদপদ্মে আমরা প্রণাম করি ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরটীকা।—মিথঃ স্পর্দ্ধিষ্ণবো দেবা ন মিলন্তঃ পরস্পরম্।
বিশ্বকর্ম্মণ্যনীশানা নির্ব্বিণ্ণা হরিমীড়িরে ॥

নমামেতি। প্রপন্নানাং তাপোপশমে আতপত্রং ছত্রম্। তত্র হেতুঃ—যস্য পদারবিন্দস্য মূলং তলং কেত আশ্রয়ো যেষাং তে সংসারদুঃখং বহির্দূরত এব উৎক্ষিপন্তি। পান্থাঃ স্বগৃহং প্রাপ্য মার্গশ্রমমিব ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ।—ধাতঃ! (হে পিতঃ!) আত্মন্! (হে পরমাত্মস্বরূপ!) ঈশ! (হে জগদীশ্বর!) অস্মিন্ ভবে (সংসারে) তাপত্রয়েণ (আধিভৌতিকাধিদৈবিকাধ্যাত্মিকেতি ত্রিবিধদুঃখেন) অভিহতাঃ (পীড়িতাঃ) জীবাঃ (প্রাণিনঃ) যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) শর্ম্ম (সুখং) ন লভন্তে, ভগবন্! অতঃ তব সবিদ্যাং (জ্ঞানদায়িনীম্) অঙ্ঘ্রি্ চ্ছায়াং (শ্রীচরণচ্ছায়াম্) আশ্রয়েম ॥ ৪০ ॥

মূলানুবাদ।—হে পিতঃ! হে পরমাত্মস্বরূপ পরমেশ্বর! এই সংসারে জীবগণ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপে সন্তপ্ত হইয়া [কিছুতেই] শান্তিলাভ করিতে পারে না, অতএব হে ভগবন্! তোমার শ্রীচরণের জ্ঞানময় ছায়ায় আমরা আশ্রয় লইতেছি ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরটীকা।—শ্রমং নিবেদয়ন্ত আহুঃ। হে ধাতঃ পিতঃ! যদ্যস্মাৎ ভবে সংসারে। আত্মন্ আত্মনি সম্বোধনং বা। শর্ম্ম সুখম্। ঋতে যদিতি পাঠে যৎ পাদভজনং বিনা শর্ম্ম ন লভন্তে। ননু জ্ঞানাদজ্ঞানকৃতস্তাপো নিবর্ত্ততে, কিং মদঙ্ঘ্রি্ চ্ছায়াশ্রয়ণেন? তত্রাহুঃ। সবিদ্যাং তদাশ্রয়ণমেব বিদ্যাপ্রাপকমিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পূর্ব্বোক্ত মহদাদ্যভিমানী অর্থাৎ মহৎতত্ত্বাদিরূপে পরিণত শ্রীভগবানের অংশ-স্বরূপ দেবগণ এইরূপে শ্রীভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন—হে ভগবন্! সংসারিক জীবমাত্রেই আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখের তাড়নায় সর্ব্বদা বিব্রত হইয়া পড়ে, কোনরূপেই সুখী হইতে পারে না। এই জন্যই ভক্ত সাধকগণ একাগ্রচিত্তে তোমারই শ্রীচরণতলে আশ্রয় লইয়া অনায়াসে সকল দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। রৌদ্রতপ্ত পথিক যেমন ছত্রতলে আশ্রয় লইয়া তাপ নিবৃত্তি করে, সেইরূপ এই সংসারতাপে সন্তপ্ত জীবের পক্ষেও তোমার চরণতলে আশ্রয় লইলেই সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে। দুঃখমাত্রই অজ্ঞানের কার্য্য, সুতরাং জ্ঞান জন্মিলেই ত দুঃখ নিবৃত্তি হইতে পারে সত্য, কিন্তু সেই জ্ঞানেরও মূলাধার তোমারই শ্রীপাদপদ্ম; অতএব হে ভগবন্! আমরা তাহারই ছায়ায় আশ্রয় লইতেছি ॥ ৩৭—৪০ ॥

অন্বয়ঃ।—তীর্থপদঃ (তীর্থে সংসারত্রাণকারিণৌ পাদৌ যস্য স তীর্থপাৎ, তস্য তথাবিধস্য) যস্য তে (তব) যৎ পদম্, ঋষয়ঃ (মুনয়ঃ) বিবিক্তে (অসঙ্গে মনসি) মুখপদ্মনীড়ৈঃ (তব মুখপদ্মমেব নীড়ং বাসস্থানং

যচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রুতবত্যা চ ভক্ত্যা সংমৃজ্যমানে হৃদয়েঽবধায় ।
জ্ঞানেন বৈরাগ্যবলেন ধীরা ব্রজেম তৎ তেঽঙ্ঘ্রিসরোজপীঠম্ ॥ ৪২ ॥

যেষাং তৈঃ, ত্বন্মুখাশ্রিতৈরিত্যর্থঃ) ছন্দঃসুপর্ণৈঃ (বেদপক্ষিভিঃ) মার্গন্তি (অন্বেষয়ন্তি) অঘমর্ষোদ-সরিদ্বরাঃ (অঘমর্ষং পাপনাশকম্ উদকং যাসাং তথাবিধায়াঃ সরিতঃ নদ্যঃ তাসু মধ্যে বরায়াঃ শ্রেষ্ঠায়া গঙ্গায়া ইত্যর্থঃ পদম্ (উৎপত্তিস্থানং, "বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা" ইত্যাদি শাস্ত্রাৎ) [তব তৎ] পদং প্রপন্নাঃ (শরণাগতা) [ভবাম ইতি শেষঃ] ॥ ৪১ ॥

মূলানুবাদ।—(হে ভগবন্ !) তোমার যে-চরণমহিমায় সংসার-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় এবং মুনিগণ অনাসক্তচিত্তে ত্বদীয় মুখপদ্মাশ্রিত বেদরূপ পক্ষীর অনুসরণে তোমার যে-চরণ অনুসন্ধান করি থাকেন এবং পাপনাশক জলসম্পন্ন নদীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গঙ্গা যে-চরণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, তোমা সেই চরণে আমরা শরণাগত হইতেছি ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরটীকা।—অজ্ঞাতস্যাশ্রয়ণাযোগাৎ তজ্‌জ্ঞানসাধনমাহুঃ। মার্গন্তি অন্বেষয়ন্তি যৎ তৎ তীর্থপদ পদং বয়ং প্রপন্নাঃ। কৈর্মার্গন্তি ? ছন্দঃসুপর্ণৈর্বেদপক্ষিভিঃ। তবৈব মুখপদ্মং নীড়ং যেষাম্। যথা পক্ষি নীড়াদুদ্গতা ইতস্ততঃ পরিভ্রম্য পুনস্তত্রৈব বিশন্তি, তথা বেদা অপি ত্বত্ত উদ্গতাস্ত্বয্যেব পর্য্যবস্যন্তি। অ দেবানাশ্রিত্য ত্বৎপদং মৃগয়ন্ত ইতি। বিবিক্তে অসঙ্গে মনসি। কিঞ্চ অঘমর্ষমঘনাশকম্ উদকং যাস সরিতাং তাসু বরায়াঃ গঙ্গায়াঃ পদম্ উদ্গমস্থানম্। অতো গঙ্গামনুসেবমানা অপি তদুদ্গমস্থানম্ ত্বৎপ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পূর্ব্ববর্ণিত মহত্তত্ত্বাদি দেবগণ শ্রীভগবানের স্তুতিপ্রসঙ্গে বেদকে পক্ষীরূপে এ শ্রীভগবানের মুখপদ্মকে তাহাদের নীড় অর্থাৎ বাসস্থানরূপে রূপক করিয়া এক মনোজ্ঞ লৌকিক দৃষ্টা ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় সূচনা করিতেছেন। ইহাতে বলা হইয়াছে যে ঋষিগণ ভগবন্মুখাশ্রিত বেদরূপ পক্ষীর সাহা শ্রীভগবানের চরণ সন্ধান করেন এবং ঐ পক্ষীর আবাসস্থান শ্রীভগবানের মুখপদ্ম। কিন্তু তাহার সাহা ভগবানের চরণপ্রাপ্তিই বা কিরূপে সম্ভবপর ? তাই দেবগণ দৃষ্টান্তদ্বারা বলিতেছেন, যেমন কোনও পথিক সুদী পথ পর্য্যটন করিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, আর চলিতে পারেন না, অথচ কোনই আশ্রয় পাইতেছেন না, বেলা শেষ হইয়া গিয়াছে ; তখন দেখিলেন—পক্ষীগুলি সারাদিনের পর বাসায় ফিরিতেছে পথিক তখন ভাবিলেন, এই পক্ষীগণ অবশ্যই কোনও উপযুক্ত বৃক্ষে বাসা করিয়া অবস্থান করে, সে বৃক্ষই আমি আশ্রয় করি। সুতরাং তিনি তখন সেই পক্ষীগণের অনুসরণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। কিয়ৎকা পরেই তিনি এক বিশাল বৃক্ষের মূলে গিয়া পৌছিলেন, পক্ষীরাও তাহারই উপরিভাগে বাসায় প্রবেশ করি এইরূপ সুদীর্ঘ সংসারপথে পর্য্যটন করিতে করিতে যাহাদের ক্লান্তি আসিয়াছে, আর সংসারপথের ক্লেশ সহ্য না, সুতরাং বিশ্রামের আশ্রয় পাইবার জন্য যাহাদের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহারা যদি বে অনুসরণ করিয়া অর্থাৎ বেদবিহিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলেন, তবে অবশ্যই শ্রীভগবান্‌রূপ বৃক্ষের মূল অর্থা চরণতলে যাইয়া আশ্রয় লাভ করিয়া সুখে বিশ্রাম করিতে পারেন। এই ভগবান্‌রূপ বৃক্ষের উপরিভা অর্থাৎ মুখপদ্মই ত সেই বেদরূপ পক্ষীগণের বাসস্থান। এ স্থলে আরও একটু আলোচনা করিলে বুঝা যাই যে, যেমন, পক্ষীগুলি বৃক্ষ হইতে উড়িয়া যায় ও তাহাদের আবশ্যক মত নানাস্থানে বিচরণ করিয়া আবা শেষ বেলায় সেই বৃক্ষেই ফিরিয়া আইসে, বেদের প্রণালীও ঠিক তদ্রূপ। শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত বেদবি

বিশ্বস্য জন্মস্থিতিসংযমার্থে কৃতাবতারস্য পদাম্বুজং তে।
ব্রজেম সর্ব্বে শরণং যদীশ স্মৃতিং প্রযচ্ছত্যভয়ং হি পুংসাম্ ॥ ৪৩ ॥
যৎ সানুবন্ধেঽসতিদেহগেহে মমাহমিত্যূঢ়দুরাগ্রহাণাম্।
পুংসাং সুদূরং বসতোঽপি পুর্য্যাং ভজেম তৎ তে ভগবন্ পদাব্জম্ ॥ ৪৪ ॥

নিষেধ, সাধ্য, সাধনা প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজন অনুসারে কর্ম্ম, জ্ঞান আদি বহু প্রণালীতে বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া আবার চরমে সেই পরমেশ্বরেই আসিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে। সুতরাং সেই বেদপক্ষীর অনুসরণ করিতে পারিলে সময়ে তাহার বাসার মূলে গিয়া অবশ্যই পৌছান যাইবে। অতএব বেদপক্ষীর সাহায্যে শ্রীভগবানের চরণপ্রাপ্তি হয় এবং পক্ষীগণের বাসা বৃক্ষের উপরিতন প্রদেশে হইলেও বৃক্ষমূলে যাইয়া পথিকের বিশ্রাম করা হয় ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ।—শ্রদ্ধয়া (দৃঢ়বিশ্বাসেন) শ্রুতবত্যা (শ্রুতঃ গুরুমুখোপদেশাদধিগতঃ ভজনমার্গো বিদ্যতে যস্যাং সা শ্রুতবতী তয়া অধিগত-ভজনমার্গশালিন্যা) ভক্ত্যা চ সংমৃজ্যমানে (সম্যক্ নির্ম্মলীকৃতে) হৃদয়ে (চিত্তে) যৎ (ভগবৎপদম্) অবধায় (ধ্যাত্বা) বৈরাগ্যবলেন (বৈরাগ্যস্য বলং সামর্থ্যং যত্র তেন বৈরাগ্যজননসমর্থেন ইত্যর্থঃ) জ্ঞানেন ধীরাঃ (ভবন্তীতি শেষঃ) তে (তব) তৎ অঙ্ঘ্রিসরোজপীঠং (পাদপদ্মাশ্রয়ং) ব্রজেম (প্রাপ্তুমভিলষামঃ, অত্র "ইচ্ছাদ্বর্ত্তমানে" ইতি বিধিলিঙ্) ॥ ৪২ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রদ্ধা ও সাধনমার্গানুসারিণী ভক্তিদ্বারা চিত্তের শুদ্ধি জন্মিলে সেই শুদ্ধচিত্তে যে পাদপদ্ম চিন্তা করিতে পারিলে বৈরাগ্যজনক জ্ঞানবলে [ক্রমশঃ] বিশেষ জ্ঞানী হওয়া যায়, [হে ভগবন্!] আমরা তোমার সেই পাদপদ্মাশ্রয় লাভ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরটীকা।—ননু বিষয়াকৃষ্টচিত্তানাং কুতস্তদন্বেষণম্? তত্রাহুঃ যচ্ছ্রদ্ধয়েতি। যদ্ধৃদয়ে অবধায় ধ্যাত্বা বৈরাগ্যং বলং যস্য তেন জ্ঞানেন ধীর ভবন্তি, সরাগে চিত্তে ধ্যানমেব কুতঃ? তত্রাহুঃ। শ্রদ্ধয়া শ্রবণপূর্ব্বিকয়া ভক্ত্যা চ সম্মৃজ্যমানে সংশোধ্যমানে ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ।—ঈশ! (হে পরমেশ্বর!) যৎ (তব পদাম্বুজং) স্মৃতং (সেবকৈশ্চিন্তিতং সৎ,) ["স্মৃতিম্" ইতি পাঠে স্মৃতিম্ অভয়ঞ্চ প্রযচ্ছতি ইত্যেবমন্বয়বোধঃ) স্বপুংসাং (স্বসেবকজনানাম্) অভয়ং প্রযচ্ছতি (দদাতি) বিশ্বস্য (জগতঃ) জন্মস্থিতিসংযমার্থে (সৃষ্টিপালনসংহারার্থে) কৃতাবতারস্য (অবতীর্ণস্য) তে (তব) [তৎ] পদাম্বুজং (চরণপদ্মং) সর্ব্বে (বয়ং) শরণং ব্রজেম (শরণাগতা ভবেম) ॥ ৪৩ ॥

মূলানুবাদ।—হে পরমেশ্বর! এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের জন্য তুমি অবতার গ্রহণ করিয়াছ; যে-পাদপদ্ম স্মৃতিপথে উদিত হইলে স্বীয় সেবকগণকেঅভয়দান করিয়া থাকে, তোমার সেই পাদপদ্মে আমরা সকলে শরণাগত হইতেছি, ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—ভক্তানুগ্রহং স্মরন্ত আহুঃ বিশ্বস্যেতি ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ।—ভগবন্! (হে শ্রীকৃষ্ণ!) সানুবন্ধে (স্ত্রীপুত্রাদিরূপবন্ধোপকরণসহিতে) অসতি (নশ্বরে) দেহগেহে (দেহএব গেহম্ আশ্রয়স্থানং, তস্মিন্) "মম" "অহম্" ইতি উঢ়দুরাগ্রহাণাম্ (মমায়ং হস্তঃ মমেদং রূপম্, অহং স্থূল ইত্যাদিভিঃ প্রত্যয়ৈঃ উঢ়ঃ গৃহীতঃ দুরাগ্রহো নিন্দিতাধ্যবসায়ো যৈঃ তেষাং) পুংসাং (জনানাং সম্বন্ধে) পুর্য্যাং (স্বদেহাভ্যন্তরে) বসতোঽপি (অবস্থানকারিণোঽপি) তে (তব) [যৎ] পদাব্জং (পাদপদ্মং) সুদূরং (সুদুর্লভং ভবতীতি শেষঃ) তৎপদাব্জং ভজেম (আরাধয়ামঃ) ॥ ৪৪

লানুবাদ।—হে ভগবন্! তুমি সর্ব্বদেহে অন্তর্য্যামিরূপে বিদ্যমান হইয়া স্ত্রী পুত্রাদিরূপ নানাবিধ-

তান্ বৈ হ্যসদ্বৃত্তিভিরক্ষিভির্যে পরাহৃতান্তর্মনসঃ পরেশ ।
অথোন পশ্যন্ত্যরুগায় নূনং যে তে পদন্যাস-বিলাস-লক্ষ্ম্যাঃ ॥ ৪৫ ॥

বন্ধনোপকরণদ্বারা পরিব্যাপ্ত এই নশ্বর দেহাদিতে "আমি" "আমার" ইত্যাদি দুরভিমানশালী ব্যক্তিগণে পক্ষে তোমার যে পাদপদ্ম অতি দুর্লভ, সেই পাদপদ্ম আমরা ভজনা করি ॥ ৪৪ ॥

শ্রীধরটীকা ।—অন্তর্যামিতয়া নিত্যসন্নিহিতে অনর্থকং ব্রজনমিত্যাশঙ্ক্যাহুঃ যদিতি, সানুবন্ধে সো করণে অসতি তুচ্ছে। পুর্য্যাং স্বদেহ এব বসতোঽপি যৎ সুদূরং দুষ্প্রাপম্ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—দেবগণ বলিতেছেন, হে ভগবন্! তোমার শ্রীচরণারবিন্দের এমনই অসাধার মহিমা যে দৃঢ়বিশ্বাসপূর্ব্বক শ্রীগুরুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া ভক্তি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করতঃ ঐ শ্রীচরণধ্যা করিতে পারিলে ক্রমশ জ্ঞান ও তন্মূলক বৈরাগ্য জন্মিতে থাকে, কোনও বিষয়ে আর শঙ্কা থাকে না, ধীর স্থি শান্তিময় অবস্থা লাভ করা যায়। কিন্তু যাহারা পুত্র কলত্রাদি পরিবৃত এই নশ্বর দেহে "আমি আমার অভিমানে মুগ্ধ হইয়া থাকে, তুমি বিশ্বব্যাপী সর্ব্বান্তর্যামী হইলেও তাহাদের পক্ষে তোমার শ্রীচরণ লাভ ক নিতান্ত সুদূরপরাহত। ভক্তি ব্যতীত সাধন, ভজন ও শ্রীপাদপদ্ম লাভ কখনই সম্ভবপর নহে, যাহারা কু অভিমানে অন্ধপ্রায়, তাহাদের প্রাণে ভক্তির আশা সহজ নহে, একমাত্র তোমার শ্রীচরণের অনুগ্রহ ব্যতী তাহাদের উপায় নাই। অতএব হে করুণাময়! তোমার শ্রীচরণে আমরা শরণাগত হইতেছি ॥ ৪২—৪৪॥

অন্বয়ঃ ।—[ননু সাধুজনসঙ্গাদেব ভক্ত্যুদয়াৎ প্রাপ্তচিত্তশুদ্ধয়ঃ তে স্বান্তঃস্থিতং ত্বৎপাদপ পশ্যেয়ুরিতিচেৎ তত্রাহুঃ] পরেশ! (হে পরমেশ্বর!) যে (দেহাদাবহংবুদ্ধয়ঃ) অসদ্বৃত্তিভিঃ (বহির্মু অক্ষিভিঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ) পরাহৃতান্তর্মনসঃ (পরাহৃতং দূরবিক্ষিপ্তম্ অন্তস্থং মনো যেষাং তে তথাবিধা ভবন্তি উরুগায়! (উরু বহুলং গীয়তে যঃ স উরুগায়ঃ বহুগীয়মানচরিতঃ, তৎসম্বোধনে) যে (সাধবঃ) তে (তব পদন্যাসবিলাসলক্ষ্ম্যাঃ (পদন্যাসো গমনং তস্য বিলাসঃ বিভ্রমঃ, তস্য লক্ষ্মীঃ শোভা, তস্যাঃ সম্বন্ধিনো ভাগব ইতি যাবৎ, তে) নূনং (নিশ্চিতং) অথোবৈ (বহির্মুখবিক্ষেপাদিদোষাদেব) তান্ (বৃথাভিমানিনো জনান্ ন পশ্যতি (দৃষ্টিপাতেনাপি নানুগৃহ্নন্তি) ॥ ৪৫ ॥

মূলানুবাদ ।—[এই সকল মিথ্যা অভিমানীগণ সৎসঙ্গগুণেও যে ভক্তিমান্ হইবে তাহাও দু কারণ] হে প্রথিতকীর্ত্তিশালী পরমেশ্বর! যাঁহারা তোমার শ্রীচরণের বিলাস-শোভাদি-সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ সে সকল সাধুপুরুষগণ এইরূপ বহির্ম্মুখ, ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে বিক্ষিপ্তচিত্ত, অভিমানীদিগের প্রতি দৃক্পাত করেন না ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধরটীকা ।—নন্থ যদি হৃদিস্থস্যাপি পদাব্জং কেযাঞ্চিৎ সুদূরং তর্হি অন্যেষামপি তথৈব স্যাৎ অ শেষাদিত্যাশঙ্ক্যাহুঃ তানিতি। অসদ্বৃত্তিভির্বহির্ম্মুখৈঃ অক্ষিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ পরাহৃতং দূরমপহৃতম্ অন্তঃস্থং ম যেষাং তে অথো অতএব তে নূনং তান্ ন পশ্যন্তি। বৈ প্রসিদ্ধম্। কুতঃ পুনস্তেষাং তৎসঙ্গঃ স্যাৎ। কা তে তব পদন্যাসো গমনং তস্য বিলাসো বিভ্রমস্তস্য লক্ষ্মীঃ শোভা তস্য যে। ত্বল্লীলাকথনাদিভিঃ শোভমান স্বদ্ভক্তানিত্যর্থঃ। পথ ইতি লক্ষ্যা ইতি চ পাঠে ত্বৎপদন্যাসবিলাসো লক্ষ্যো যেষাম্ তান্ পথঃ ত্বন্মার্গভূত সতঃ, মার্গান্ বা শ্রবণাদীন্ ন পশ্যন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা যে এবম্ভূতা ভাগবতাস্তে তানুন্মত্তান্ নূনং নৈব পশ্যন্তীত্যন্ব সৎসঙ্গাভাবেন হরিকথাশ্রবণাভাবাৎ হৃদিস্থিতমপি তেষাং সুদূরমিতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—আমরা যদি মনে করি যে যাহারা দেহাদিতে অহংজ্ঞানে মুগ্ধ, তাহারা

পানেন তে দেব কথাসুধায়াঃ প্রবৃদ্ধভক্ত্যা বিশদাশয়া যে।
বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধং যথাঞ্জসান্বীয়ুরকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্ ॥ ৪৬ ॥
তথাপরে চাত্মসমাধিযোগ-বলেন জিত্বা প্রকৃতিং বলিষ্ঠাম্।
ত্বামেব ধীরাঃ পুরুষং বিশন্তি তেষাং শ্রমঃ স্যান্নতু সেবয়া তে ॥ ৪৭ ॥

সাধুজনের সঙ্গ পাইয়া ভক্তিভাবাপন্ন হইতে পারিবে, কিন্তু তাহাও অসম্ভব। বহির্বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের প্রবল আকর্ষণে যাহাদের মন নিতান্ত বিক্ষিপ্ত থাকে, সে সকল মিথ্যা অভিমানীদিগকে ভক্তসাধুগণ সঙ্গদান করেন না, উন্মত্তের ন্যায় পরিহার করিয়া থাকেন, কারণ ভক্তগণ সর্ব্বদা কৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি লইয়াই পরমানন্দ অনুভব করেন, কিন্তু ঐ সকল অহংজ্ঞানীর নিকটে তাহা সম্ভব নহে। সেখানে কৃষ্ণকথা শ্রবণ দূরে থাকুক, কীর্ত্তন করাও ভক্তদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ দেখিতে পাই—“ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন। নচাশুশ্রূষবে বাচ্যম্” (গীতা।·)"। “কৃষ্ণকথা সুধাবিন্দূ ভক্তজনে বিলাইবে, অভক্ত জনারে তাহা কণামাত্র নাহি দিবে” ইত্যাদি। সুতরাং বৃথা কেন ভক্তগণ ঐ সকল ব্যক্তির সম্পর্কে থাকিতে যাইবে? তবে দেখা যাইতেছে যে ভক্তসঙ্গ প্রাপ্তি ও তন্মূলক ভক্তিপথে প্রবেশ করা ঐ সকল ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নহে। অতএব বৃথা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া থাকিলে চলিবে না, গর্ব্ব অভিমান সব ছাড়িয়া ঐ শ্রীচণে শরণ লইতে হইবে। এই জন্যই সেই মহত্তত্ত্বাদি দেবগণ পুনঃ পুনঃ শ্রীভগবানের চরণে প্রণাম করিতেছেন ও তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ।—দেব! (হে ভগবন্!) তে (তব) কথাসুধায়াঃ (বাক্যামৃতস্য) পানেন (আস্বাদনেন হেতুনা) বিবৃদ্ধভক্ত্যা (বিবৃদ্ধা পরিবর্দ্ধিতা যা ভক্তিঃ তয়া) যে বিশদাশয়াঃ (নির্ম্মলচিত্তা ভবন্তি, তে) বৈরাগ্যসারং (বৈরাগ্যজনকং) বোধং (জ্ঞানং) প্রতিলভ্য (প্রাপ্য) অঞ্জসা (দ্রুতম্ অনায়সেন ইতি যাবৎ) অকুণ্ঠধিষ্ণ্যং (বৈকুণ্ঠলোকং) যথা অন্বীয়ুঃ (অনু+ই বিধিলিঙ যুস্ ইকারস্য দীর্ঘত্বম্ আর্ষং, তথাচ প্রাপ্নুয়ুরিত্যর্থঃ, স্বামিপাদাদিভিরপ্যেবং ব্যাখ্যাতত্বাৎ) ॥ ৪৬ ॥

মূলানুবাদ।—হে দেব! তোমার কথামৃত পানে ভক্তির প্রবলতাবশতঃ যাহারা চিত্তের নির্ম্মলতা লাভ করে, তাহারা যেমন বৈরাগ্যজনক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া অনায়াসে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করে। (পরের শ্লোকের সহিত সম্বন্ধ) ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—এতদেব স্ফুটয়ন্তি পানেনেতি দ্বাভ্যাম্। বৈরাগ্যং সারো বলং যস্য তৎ লব্ধ্বা অন্বীয়ুঃ প্রাপ্নুয়ুঃ। অকুণ্ঠধিষ্ণ্যং বৈকুণ্ঠলোকম্ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ।—তথা (তদ্বৎ) অপরে (মোক্ষমাত্রকামাঃ) ধীরা অত্মসমাধিযোগবলেন (আত্মনঃ অন্তঃকরণস্য যঃ সমাধিঃ স্থৈর্য্যং স এব যোগঃ, তদ্বলেন) বলিষ্ঠাং প্রকৃতিং (প্রবলাং মায়াং) জিত্বা ত্বামেব পুরুষং (পুরুষোত্তম ভগবন্তং) বিশন্তি (তৎসাযুজ্যং প্রাপ্নুবন্তি) তেষাং শ্রমঃ (অধিকতরঃ ক্লেশঃ) স্যাৎ, তে (তব) সেবয়া তু (শ্রমো ন লভ্যতে সেবাপরায়ণৈর্ভক্তৈরিতি ভাবঃ) ॥ ৪৭ ॥

মূলানুবাদ।—সেইরূপ অপর যাহারা মোক্ষমাত্রাভিলাষী, তাহারা অন্তঃকরণের একাগ্রতারূপ যোগবলে বলবতী মায়াকে জয় করিয়া সেই পরম পুরুষ শ্রীভগবানের মধ্যেই প্রবেশ করে, অর্থাৎ সাযুজ্য মুক্তি লাভ করে; তাহাতে তাহাদের বড়ই ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু হে ভগবন্! তোমার সেবকগণের পক্ষে সেবাবৃত্তিতে কিছুমাত্র ক্লেশ হয় না ॥ ৪৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—আত্মসমাধির্মনঃস্থৈর্য্যং, স এব যোগ উপায়ঃ, তস্য বলেন। জ্ঞানযোগতঃ

তং তে বয়ং লোকসিসৃক্ষয়াদ্য ত্বয়ানুসৃষ্টাস্ত্রিভিরাত্মভিঃ স্ম ।
সর্ব্বে বিযুক্তাঃ স্ববিহারতন্ত্রং ন শক্নুমস্তৎপ্রতিহর্ত্তবে তে ॥ ৪৮ ॥

শ্রমেণ মোক্ষ ; তৎসঙ্গতস্তৎকথাশ্রবণাদিনা ত্বনায়াসেনৈব। অহংমমতাবিশিষ্টানাস্তু ন কথঞ্চিদি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—প্রসঙ্গক্রমে এই স্থলে ভক্তি ও জ্ঞান পথের ফল-ভেদ প্রদর্শন পূর্ব্বক সামঞ্জ প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহারা ভক্তিপথের সাধক তাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীভগবানের মধুর নাম রূপগুণ লীলাদি শ্র কীর্ত্তন ও ভগবচ্চরণারবিন্দের ধ্যান ইত্যাদি ক্রমে শ্রীভগবানের সেবাই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন ; সুত সাযুজ্য প্রভৃতি মুক্তি অন্য সাধকের পক্ষে পরম প্রার্থনীয় হইলেও তাহাতে শ্রীভগবানের সেবা করিবার মত সে সেবকরূপ পার্থক্য না থাকায় ভক্তসাধকের পক্ষে তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। সালোক্য সামীপ্য প্রভৃতিও তাঁহাদের প পুরুষার্থ নহে, তবে সে অবস্থায় সেবা করিবার সুবিধা হইতে পারে, এজন্য সেবার আনুষঙ্গিকভাবে বৈকুণ্ঠলো প্রাপ্তিতে ভগবৎ-সান্নিধ্যলাভ ভক্তের অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। ভক্তের পক্ষে শ্রীভগবানের সেবাই যে পরমার্থ ইহা পূ উল্লিখিত হইয়াছে এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতান্তর্গত শ্রীভগবানের স্বমুখোচ্চারিতবাণী —“সালোক্য-সার্ষ্টি সামীপ্যসারূপ্যৈক ত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥” এবং ভক্ত রামপ্রসাদের “চিনি হওয়া ভাল নয় মা চিনি খে ভালবাসি” প্রভৃতি মধুর সঙ্গীত উল্লেখ করিয়া কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। এই ত গেল ভক্তিপথের ক এক্ষণে জ্ঞানপথের যাঁহারা সাধক তাঁহাদের ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ ; সুতরাং একমাত্র মোক্ষ তাঁহাদের কাম্য ; কেননা তাহাতে আর কদাপি দুঃখ যন্ত্রণার সম্ভবনা থাকে না। এখন আলোচ্য এই যে সাধা বুদ্ধিতে মনে হইতে পারে যে ভক্তি ও জ্ঞান এই দুইটি বুঝি বিরুদ্ধ পথ, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে, জ্ঞানীই হ আর ভক্তই হউন, প্রাণের তন্ময়তা চাই। উভয় পথেই তন্ময়তার ফল অতি মধুর এবং এক। গীতায় ভক্তিযো শ্রীভগবান বলিয়াছেন “তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানের প্রতি আত্ম-সমর্পণ করিয়া ভক্তি বা জ্ঞান যে পথই অবল করা হউক, জন্মাদি দুঃখ যন্ত্রণার নিবৃত্তি সকল পথেই ঘটিয়া থাকে। তবে ভক্তির পথই যে সাধকের প শ্রেয়ষ্কর বলিয়া শ্রীভগবানের অভিমত, ইহা গীতার ভক্তিযোগে অর্জ্জুনকৃত প্রশ্নের উত্তরেই স্পষ্টরূপে জা যায় এবং সেই প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ তাহার কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি গীতায় বলিয়াছেন “ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্। অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥” আলোচ্য শ্লো আছে “তমেব ধীরাঃ পুরুষং বিশন্তি তেষাং শ্রমঃস্যান্নতু সেবয়া তে”। সুতরাং আনুষ্ঠানিক কঠোরতা তাহার অভাব লইয়াই জ্ঞান ও ভক্তি এই দুইটি পথের পার্থক্য, অর্থাৎ ভক্তির পথ সুগম ও জ্ঞানের দুরধিগম্য ॥ ৪৬।৪৭ ॥

অন্বয়ঃ।—আদ্য ! (হে আদিপুরুষ !) [যতঃ] ত্বয়া (ভগবতা) লোকসিসৃক্ষয়া (লোকানাং ভুবনা সিসৃক্ষয়া সৃষ্টীচ্ছয়া) ত্রিভিঃ আত্মভিঃ (সত্বাদিভিঃ স্বভাবত্রয়ৈঃ) অনুসৃষ্টাঃ স্মঃ (অনুক্রমেণ বয়মুৎপাদিতাঃ) (তস্মাৎ) বয়ং (মহদাদয়ঃ) তে (ত্বদীয়াএব) [কিন্তু] বিযুক্তাঃ সর্ব্বে (বিরুদ্ধস্বভাবত্বাৎ মিলিতুমসমর্থা তৎস্ববিহারতন্ত্রং (যদর্থং বয়ং সৃষ্টাঃ তৎ ব্রহ্মাণ্ডরূপং ক্রীড়োপকরণং) তে (তুভ্যং) প্রতিহর্ত্তবে (প্রতিহ সমর্পয়িতুমিতি যাবৎ) ন শক্নুমঃ (সমর্থা ন ভবামঃ) ॥ ৪৮ ॥

মূলানুবাদ—হে আদিপুরুষ ! যেহেতু লোকসৃষ্টির ইচ্ছায় আপনিই আমাদিগকে সত্ত্ব প্র ত্রিবিধ স্বভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব আমরা আপনারই সত্ত্ব, কিন্তু আমাদের পরস্পর স্বভাবগত বি

যাবদ্বলিং তেঽজ হরাম কালে যথা বয়ঞ্চান্নমদাম যত্র।
যথোভয়েষাং ত ইমে হি লোকা বলিং হরন্তোঽন্নমদন্ত্যনূহাঃ ॥ ৪৯ ॥
ত্বং নঃ সুরাণামপি সান্বয়ানাং কূটস্থ আদ্যঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
ত্বং দেব শক্ত্যাং গুণকর্ম্মযোনৌ রেতস্ত্বজায়াং কবিমাদধেঽজঃ ॥ ৫০ ॥

বশতঃ আমরা মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে পারিতেছি না, এজন্য আপনার অভিলষিত ক্রীড়োপকরণস্বরূপ সেই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া আপনাকে অর্পণ করিতে আমরা সমর্থ হইতেছি না ॥ ৪৮ ॥

শ্রীধরটীকা।—তবেদং স্তুত্বা প্রার্থয়ন্তে চতুর্ভিঃ। তৎ তস্মাৎ হে আদ্য! তে তদীয়া বয়ং যস্মাল্লোকানাং সিসৃক্ষয়া ত্বয়া অনুসৃষ্টাঃ ক্রমেণোৎপাদিতাঃ। ত্রিভিরাত্মভিঃ সত্ত্বাদিভিঃ স্বভাবৈঃ। অতএব বিরুদ্ধস্বভাবত্বাদ্বিযুক্তাঃ সন্তঃ যদর্থং সৃষ্টাঃ তৎ স্ববিহারতন্ত্রং ত্বৎক্রীড়োপকরণং ব্রহ্মাণ্ডং তুভ্যং তে প্রতিহর্ত্তবে প্রতিহর্ত্তুং সমর্পয়িতুং ন শক্নুমঃ। অতস্ত্বং নঃ স্বচক্ষুঃ পরিদেহীতি ত্রয়াণাং শ্লোকানাং চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ।—অজ! (হে নিত্য!) কালে (যথাযোগ্যসময়ে) তে (তুভ্যং) যথা (যেন প্রকারেণ) বলিম্ (উপহারং) যাবৎ (সাকল্যেন) হরাম (সমর্পয়াম, প্রার্থনায়াং লোট্) বয়ঞ্চ অন্নং (স্বস্বোপযুক্তং যৎ কিঞ্চিৎ) অদাম (ভোগ্যত্বেন অধিগতা ভবাম) যত্র (যস্মিন্ স্থানে) উভয়েষাং (তব অস্মাকঞ্চ) ইমে লোকাঃ (মনুষ্যতির্য্যগাদয়ঃ) অনূহাঃ (নিঃসংশয়াঃ সন্তঃ) বলিং হরন্তঃ (অভিলষিতমুপহরন্তঃ) অন্নমদন্তি (ভোগ্যং ভুঞ্জতে)। [উত্তরত্র "ত্বং নঃ স্বচক্ষুঃ পরিদেহী"ত্যনেন সম্বন্ধঃ] ॥ ৪৯ ॥

মূলানুবাদ।—হে নিত্যপুরুষ! যাহাতে আমরা যথাকালে তোমাকে সমস্ত ভোগ্য উপহার দিতে পারি, আমরাও নিজ নিজ ভোগ্য লাভ করিতে সমর্থ হই এবং যে স্থানে অবস্থান করতঃ এই সমস্ত জীবগণ তোমার ও আমাদিগের ভোগ্য প্রদান পূর্ব্বক নিঃসন্দেহে তাহাদের ভোগ্য সকল ভোগ করিতে পারে, [তদুপযোগী জ্ঞান ও শক্তি আমাদিগকে দান কর] ॥ ৪৯ ॥

শ্রীধরটীকা।—অসামর্থ্যমেব প্রপঞ্চয়িতুং কার্য্যাতিবৈচিত্র্যমাহুঃ। ভো অজ! কালে তত্তদবসরে বলিং ভোগ্যং সাকল্যেন তে তুভ্যং হরাম সমর্পয়াম, যথা যেন প্রকারেণ অন্নমদাম ভক্ষয়াম ইত্যনেনান্নমাত্রমস্মাকম্, ঐশ্বর্য্যেণ তু ভোগস্তবৈবেত্যুক্তম্। উভয়েষাং তব চাস্মাকঞ্চ যত্র স্থিতা ইমে জীবা অনূহা অপ্রত্যূহা নির্ব্বিঘ্নাঃ। যদ্বা অনূহাঃ অবিতর্কা নিঃসংশয়া ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ,—তা, এনমব্রুবন্ আয়তনং নঃ প্রজানীহি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদামেতি ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ।—কূটস্থঃ (নির্ব্বিকারঃ) পুরাণঃ (চিরন্তনঃ অনাদিরিতি যাবৎ) পুরুষঃ (অধিষ্ঠাতা) ত্বং সান্বয়ানাং (সকারণানাং) সুরাণাং নঃ (দেবানামস্মাকম্) আদ্যঃ অপি (কারণং ভবসি) দেব! (হে প্রভো!) অজঃ (নিত্যঃ) ত্বং গুণকর্ম্মযোনৌ (গুণানাং সত্ত্বাদীনাং, কর্ম্মণাং জন্মাদীনাঞ্চ যোনৌ হেতুভূতায়াম্) অজায়াং শক্ত্যাং (নিত্যায়াং স্বকীয়মায়ায়াং) কবিং (সমষ্টিজীবশক্তিরূপং) রেতঃ (বীজং) আদধে (নিহিতবান্) ॥ ৫০ ॥

মূলানুবাদ।—হে দেব! তুমি আমাদের এবং আমাদের কারণেরও কারণ, কারণ তুমি চিরন্তন নির্ব্বিকার অনাদি পুরুষ, গুণ ও কর্ম্মসমূহের হেতুভূত স্বীয় মায়াশক্তিতে তুমিই সমষ্টিজীবশক্তিরূপ বীজ নিক্ষেপ করিয়াছিলে ॥ ৫০ ॥

শ্রীধরটীকা।—অবশ্যঞ্চ ত্বয়াস্মাকমেষাঞ্চ কার্য্যোপাধীনাং জীবানাং বৃত্তিঃ পরিকল্পনীয়া জনকত্বাদিত্যাহুঃ। নোঽস্মাকং সান্বয়ানাং স্বকার্য্যাণাম্। যদ্বা অন্বেতীত্যন্বয়ঃ কারণং তৎসহিতানাং ত্বমেবাদ্যঃ কারণম্

ততো বয়ং মৎপ্রমুখা যদর্থে বভূবিমাত্মন্ করবাম কিং তে ।
ত্বং নঃ স্বচক্ষুঃ পরিদেহি শক্ত্যা দেব ক্রিয়ার্থে যদনুগ্রহাণাম্ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
তৃতীয়স্কন্ধে মহদাদ্যুৎপত্তির্নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

অত্র হেতবঃ কূটস্থঃ অবিক্রিয়ঃ। পুরুষঃ অধিষ্ঠাতা পুরাণঃ পুরাতনঃ। এতদুপপাদয়ন্তি ত্বমিতি। হে
অজ এব ত্বং গুণানাং সত্ত্বাদীনাং কর্ম্মণাং জন্মাদীনাঞ্চ যোনৌ কারণভূতায়াং শক্ত্যাং মায়ায়াং প্রথমং
আদধে নিহিতবানসীত্যর্থঃ। কীদৃশম্? কবিং সর্ব্বজ্ঞং মহত্তত্ত্বরূপম্ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ।—আত্মন্! (হে পরমাত্মস্বরূপ!) ততঃ (তস্মাদ্ধেতোঃ) মৎপ্রমুখাঃ (মহৎপ্রভৃত
বয়ং যদর্থে (যন্নিমিত্তং) বভুবিম (সৃষ্টাঃ স্মঃ) তে (তব) [তৎ] কিং (কথং) করবাম? দেব! (
প্রভো!) ক্রিয়ার্থেযদনুগ্রহাণাং (ক্রিয়ার্থং স্বীয়ব্রহ্মাণ্ডরচনারূপক্রিয়ানিমিত্তম্, ইয়ান্ এবম্প্রকা
অনুগ্রহঃ সৃষ্ট্যাদিরূপো যেষু তেষাং) নঃ (অস্মাকং সম্বন্ধে) ত্বং শক্ত্যা (সহ) স্বচক্ষুঃ (স্বকীয়ং জ্ঞা
দেহি (প্রযচ্ছ) ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ।—হে পরমাত্মস্বরূপ প্রভো! যে জন্য আমরা জন্মিয়াছি, তাহা কিরূপে সাধন কর
নিজ অভিলষিত কার্য্যের জন্য অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে সৃষ্টিই যখন করিয়াছ, তখন তুমি নিজ শক্তি
জ্ঞান আমাদিগকে অর্পণ কর ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—ততঃ হে আত্মন্! দেব, মৎপ্রমুখা মহদাদয়ো বয়ং যদর্থং বভূবিম তৎ কিং কা
তে করবাম? সৃষ্টিমিতি চেৎ তত্রাহুঃ তর্হি নোঽস্মভ্যং ত্বং স্বচক্ষুঃ স্বীয়ং জ্ঞানং শক্ত্যা সহ পরিদেহি প্র
যস্মাৎ ত্বত্ত এবানুগ্রহো যেষাং তে যদনুগ্রহাস্তেষামস্মাকম্। ক্রিয়ার্থে ইয়ানেবৈতাবান্ অনুগ্রহো যেষামি
বা পদম্, তদীয়জ্ঞানক্রিয়াশক্তিভ্যামেব বয়ং সৃষ্টৌ ক্ষমাঃ নান্যথেত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মহদাদি দেবগণ এতাবৎকাল শ্রীভগবানের নানাবিধ স্তব করিয়া
কাতর ভাবে নিজেদের অক্ষমতা নিবেদন করিয়া স্থান ও শক্তি প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহারা বলি
হে ভগবন্! তুমি সর্ব্বশক্তিমান্, তোমার ইচ্ছামাত্রে সৃষ্টিবৈচিত্র্য সাধিত হইতে পারে, তথাপি তুমি
সৃষ্টির জন্য আমাদিগকে যে উৎপাদিত করিয়াছ, ইহাতেই আমাদের প্রতি তোমার যথেষ্ট অনুগ্রহ
হইয়াছে। কিন্তু প্রভো! কি করিব? আমাদের যে-বিভিন্ন উৎপাদানে সত্ত্বাদি গুণ-ভেদে সৃষ্টি করিয়াছ,
পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব সম্পন্ন, যেমন সত্ত্ব লঘু, তমঃ গুরু, সত্ত্ব স্থির, রজঃ চঞ্চল ইত্যাদিরূপে পরস্পর
বশতঃ কোনটিরই কাহারও সহিত মিলিত হওয়া সম্ভবপর হইতেছে না, অথচ তোমার আকাঙ্খিত
ব্রহ্মাণ্ড রচনা করা আমাদিগের কাহারও একের গুণে সম্ভবপর নহে। এ জন্য আমরা বড়ই দুঃখিত, কারণ
সন্তানের জন্মগ্রহণের দ্বারা যদি আকাঙ্খিত ফল লাভ করিতে না পারেন, তবে সে সন্তানের সা
কি? আমরাও ত তোমারই সন্তান, তুমিই ত স্বীয় মায়ারূপ শক্তিতে জীবশক্তি [চিদাভাস] রূপ বী

করিয়া আমাদের সৃষ্টি করিয়াছ। এখন আমরা অক্ষম, তাই আবার তোমার শ্রীচরণেই শরণাগত হইতেছি, কিভাবে কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে তদুপযোগী জ্ঞানশক্তি তুমিই আমাদিগকে প্রদান কর। অক্ষম সন্তান উপযুক্ত পিতা থাকিতে কাহার কাছে শরণাগত হইবে? অতএব হে করুণাসিন্ধো! কৃপা করিয়া সেইরূপ বিধান কর, যাহাতে আমরা তোমার আকাঙ্খিত বস্তু সৃষ্টি করিয়া তোমাকে উপহার প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি ॥ ৪৮—৫১ ॥

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনামতাৎপর্য্যসমালোচনায়াং তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

—:*:—

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীঋষিরুবাচ।

ইতি তাসাং স্বশক্তীনাং সতীনামসমেত্য সঃ।
প্রসুপ্তলোকতন্ত্রাণাং নিশাম্য গতিমীশ্বরঃ॥ ১॥
কালসংজ্ঞাং তদা দেবীং বিভ্রচ্ছক্তিমুরুক্রমঃ।
ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানাং গণং যুগপদাবিশৎ॥ ২॥
সোঽনুপ্রবিষ্টো ভগবাংশ্চেষ্টারূপেণ তং গণম্।
ভিন্নং সংযোজয়ামাস সুপ্তং কর্ম্ম প্রবোধয়ন্॥ ৩॥

অন্বয়ঃ।—শ্রীঋষিরুবাচ—ঋষি (মৈত্রেয়ঃ) উবাচ। স ঈশ্বরঃ (ভগবান্ শ্রীহরিঃ) ইতি (পূর্ব্বোক্তরূপেণ) প্রসুপ্তলোকতন্ত্রাণাং (প্রসুপ্তং কুণ্ঠিতং লোকতন্ত্রং বিশ্বরচনাক্রিয়া যাসাং তাসাম্) অসমেত্য (অমিলিত্বা) সতীনাং (বিদ্যমানানাং) তাসাং স্বশক্তীনাং (পূর্ব্বোক্তানাং মহদাদীনাং) গতিং (দশাং) নিশাম্য (দৃষ্ট্বা) [পরশ্লোকে ক্রিয়াসমাপ্তিঃ]॥ ১॥

অন্বয়ঃ।—তদা (তস্মিন্‌কালে) উরুক্রমঃ (দ্রুতগতিঃ সন্) দেবীম্ (অঘটনঘটনপটীয়সীং) কালসংজ্ঞাং (কালেনৈব সংজ্ঞা কার্য্যরূপেণোদ্বোধো যস্যাস্তাং) শক্তিং (মায়াং) বিভ্রৎ (আশ্রয়ন্ সন্) যুগপ (একদৈব) ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানাং গণং (মহদাদিমহাভূতপর্য্যন্তত্রয়োবিংশতিতত্ত্বসমূহম্) আবিশৎ (অন্তর্যামিত্বেনাধিষ্ঠিতবান্)॥ ২॥

মূলানুবাদ।—মৈত্রেয়মুনি বলিলেন—শ্রীভগবান্ তখন অমিলিত ভাবে অবস্থিত, সুতরাং বিশ্বরচনাদি ক্রিয়ায় অসমর্থ সেই সকল নিজশক্তিস্বরূপ মহদাদি তত্ত্বগণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অতি সত্বর স্বীয় মায়াশক্তি আশ্রয় করিয়া একযোগে মহদাদি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বসমূহে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন॥ ১।২॥

শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকা।—

ষষ্ঠে তৈরীশ্বরাবিষ্টৈঃ সৃষ্টিমাহ বিরাট্‌তনোঃ। অধিদৈবাদিভেদঞ্চ তত্রৈব ভগবৎকৃতম্॥

স্বশক্তীনাং মহদাদীনাম্ অসমেত্য অমিলিত্বা সতীনাং স্থিতানাম্। প্রসুপ্তং লোকতন্ত্রং বিশ্বরচনা যাসাং যদ্বা প্রসুপ্তজীবোপকরণানাং গতিং স্থিতিং দৃষ্ট্বা আবিশদিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ॥ কালেন সংজ্ঞা উদ্বোধো যস্যাঃ কলয়তি ক্ষোভয়তি স্বকার্য্যাণীতি বা কালসংজ্ঞা প্রকৃতিঃ। তাং শক্তিম্। প্রকৃত্যা সহ প্রবেশাৎ ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানামিত্যুক্তম্। অন্তর্যামিতয়া প্রাবিশৎ॥ ১।২॥

প্রবুদ্ধকর্ম্মা দৈবেন ত্রয়োবিংশতিকো গণঃ।
প্রেরিতোঽজনয়ৎ স্বাভির্মাত্রাভিরধিপূরুষম্ ॥ ৪ ॥
পরেণ বিশতা স্বস্মিন্ মাত্রয়া বিশ্বসৃগ্ গণঃ।
চুক্ষোভান্যোন্যমাসাদ্য যস্মিল্লোঁকাশ্চরাচরাঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।—স ভগবান্ (শ্রীহরিঃ) অনুপ্রবিষ্টঃ (অন্তর্য্যামিত্বেন তেষু অধিষ্ঠিতঃ সন্) সুপ্তম্ (অনুদ্বুদ্ধং) কর্ম্ম (জীবাদৃষ্টং) প্রবোধয়ন্ (কালাদিভিঃ সহকারিভিরুদ্বুদ্ধং কুর্ব্বন্) ভিন্নম্ (অসমবেতম্) তং গণং (মহদাদিতত্ত্ববর্গং) চেষ্টারূপেণ (ক্রিয়াশক্তিরূপেণ) সংযোজয়ামাস (মিলিতং চকার) ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ এইরূপে তাহাদের মধ্যে অধিষ্ঠান করতঃ অনুদ্বুদ্ধ জীবাদৃষ্টগুলিকে উদ্বোধিত অর্থাৎ কার্য্যোন্মুখ করিয়া ক্রিয়াশক্তিরূপে সেই বিভিন্ন তত্ত্ববর্গকে সম্মিলিত করিলেন ॥ ৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—চেষ্টারূপেণ ক্রিয়াশক্ত্যা। কর্ম্ম তেষাং ক্রিয়াং, জীবানামদৃষ্টম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত মহদাদি দেবতাগণের সদৈন্য স্তুতি ও আত্মনিবেদনে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ কিরূপ ব্যবস্থা করিয়া সৃষ্টিক্রিয়া বিস্তারিত করিলেন তাহাই এক্ষণে মৈত্রেয়মুনি বিদুরকে বুঝাইতেছেন। মৈত্রেয়মুনি কহিলেন- হে বিদুর! ঐ সকল মহদাদি তত্ত্ববর্গ পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাববশতঃ মিলিত হইতে না পারায় বিচিত্র বিশ্বনির্ম্মাণ ক্রিয়ায় তাহারা অশক্ত হইয়া রহিয়াছে—অথচ পৃথক্ পৃথক্ রূপে সকলের মধ্যেই বিলক্ষণ শক্তি আছে, কিন্তু তাহা কুণ্ঠিতভাবে, রহিয়াছে অস্ত্র ও শাণযন্ত্র এই দুইটির যেমন মধ্যেই নিজ নিজ শক্তি আছে—অস্ত্রের শক্তি সুতীক্ষ্নধার, আর শাণযন্ত্রের শক্তি ঐ অস্ত্রশক্তিকে উত্তেজিত করা, কিন্তু উভয়ের যতক্ষণ না মিলন ঘটে ততক্ষণ কাহারও শক্তি প্রকাশ পায় না, সেইরূপ মহদাদি তত্ত্ববর্গের মধ্যেও এক একটিতে যে শক্তি আছে, তাহা কার্য্যতঃ প্রকাশিত হইতে হইলে অপরাপরের সহিত যোগ চাই। এই সকল অবস্থা দর্শন করিয়া শ্রীভগবান্ তখন নিজ মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়া ঐ সকল তত্ত্ববর্গের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে প্রবিষ্ট হইলেন, অর্থাৎ ভগবৎশক্তির প্রেরণায় প্রকৃতি ঐ সকল তত্ত্ববর্গের উপর ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিলেন। সেই ক্রিয়াশক্তির ফলে মহদাদির মধ্যে অবস্থিত জীবাদৃষ্টগুলি কার্য্যোন্মুখ হইয়া তাহাদের পরস্পরের গুণগত বিরুদ্ধভাব দূর করিয়া দিল, ফলে তাহারা এখন সমবেত ভাবে বিচিত্র কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন হইল। শ্রীভগবানের মায়াশক্তির কার্য্য অদ্ভুত, ভগবানের ইঙ্গিতে যখন যাহার উপর ঐ মায়াশক্তির আধিপত্য প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাতে অসাধ্যও সাধন করিয়া থাকে, এই জন্যই দার্শনিকগণ মায়াকে "অঘটন-ঘটন-পটীয়সী" বলিয়া থাকেন ॥ ১—৩ ॥

অন্বয়ঃ।—প্রবুদ্ধকর্ম্মা (সমুদ্বুদ্ধজীবাদৃষ্টঃ) ত্রয়োবিংশতিকো গণঃ (মহদাদিতত্ত্ববর্গঃ) দৈবেন (দেবএব দৈবঃ স্বার্থে অন্ তেন, ঈশ্বরেণ ইত্যর্থঃ,) প্রেরিতঃ (চালিতঃ সন্) স্বাভির্মাত্রাভিঃ (স্বকীয়ৈর্বংশৈঃ) অধিপূরুষং (বিরাড়্ দেহম্) অজনয়ৎ (উৎপাদিতবান্) ॥ ৪

মূলানুবাদ।—মহদাদি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ববর্গের অভ্যন্তরস্থিত জীবাদৃষ্টগুলি ঐরূপে উদ্বোধিত হইলে শ্রীভগবানের প্রেরণায় তাহারা [মহদাদি তত্ত্বগণ] নিজ নিজ অংশ দ্বারা অধিপুরুষ অর্থাৎ বিরাট্ পুরুষ সৃষ্টি করিল ॥ ৪ ॥

শ্রীধরটীকা।—প্রবুদ্ধং কর্ম্ম ক্রিয়াশক্তির্যস্য স ত্রয়োবিংশতের্গণঃ দৈবেনেশ্বরেণ প্রেরিতঃ। মাত্রাভিরংশৈঃ। অধিপূরুষং বিরাড়্ দেহম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।—বিশ্বসৃগ্ গণঃ (বিশ্বসৃজাং মহদাদিতত্ত্বানাং গণঃ সমূহঃ) স্বস্মিন্ (আত্মনি) বিশতা

হিরণ্ময়ঃ স পুরুষঃ সহস্রপরিবৎসরান্ ।
অণ্ডকোষ উবাসাপ্সু সর্ব্বসত্ত্বোপবৃংহিতঃ ॥ ৬ ॥
স বৈ বিশ্বসৃজাং গর্ভো দৈবকর্ম্মাত্মশক্তিমান্ ।
বিবভাজাত্মনাত্মানমেকধা দশধা ত্রিধা ॥ ৭ ॥
এষ হ্যশেষসত্ত্বানামাত্মাংশঃ পরমাত্মনঃ ।
আদ্যোঽবতারো যত্রাসৌ ভূতগ্রামো বিভাব্যতে ॥ ৮ ॥

(অধিতিষ্ঠতা) পরেণ (পরমেশ্বরেণ) অন্যোন্যমাসাদ্য (পরস্পরং মিলিত্বা) মাত্রয়া (অংশেন) চুক্ষোভ (পরিণতো বভূব), যস্মিন্ (পরিণামে) [বিরাট্স্বরূপে] চরাচরাঃ (স্থাবরজঙ্গমাত্মকাঃ) লোকাঃ (সর্ব্বে পদার্থাঃ তিষ্ঠন্তীতি শেষঃ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ।—[অর্থাৎ] জগৎসৃষ্টিকারী সেই মহদাদী তত্ত্বসকল নিজের মধ্যে অনুপ্রবি শ্রীভগবানের মাহাত্ম্যগুণে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া বিরাট্রূপে পরিণত হইল, যাঁহাতে স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্ত বস্তু অবস্থান করে) ॥ ৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—জননমেবাহ। পরেণ ঈশ্বরেণ বিশ্বসৃজাং তত্ত্বানাং গণঃ মাত্রয়া চুক্ষোভ পরিণতঃ, ন সর্ব্বাত্মনা। যস্মিন্ লোকাঃ স্থিতাঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।—অপ্সু অণ্ডকোষে (জলেষু মধ্যে যোঽণ্ডরূপঃ কোষঃ তস্মিন্) হিরণ্ময়ঃ (হিরণ্ময়াখ্যঃ) স পুরুষঃ (যোঽধিপুরুষ ইতি প্রাগুক্তঃ) সর্ব্বসত্ত্বোপবৃংহিতঃ (সর্ব্বৈঃ সত্ত্বৈরনুশায়িভির্জীবৈঃ উপবৃংহিতঃ সহিতঃ সন্) সহস্রপরিবৎসরান্ উবাস (অবস্থিতবান্) ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ।—জলমধ্যে অবস্থিত যে অণ্ডরূপ আশ্রয়স্থান, তাহার মধ্যে সেই হিরণ্ময় অধিপুরুষ অন্যান্য সমস্ত জীববৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া সহস্র বৎসর কাল অবস্থান করিলেন ॥ ৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—স পুরুষঃ যোঽধিপুরুষঃ ইত্যুক্তঃ। অণ্ডকোষে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে। সর্ব্বৈঃ সত্ত্বৈরনুশায়িভির্জীবৈঃ সহিতঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।—দৈবকর্ম্মাত্মশক্তিমান্ (দৈবঞ্চ কর্ম্ম চ আত্মা চেতি দ্বন্দ্বঃ ততঃ তেষাং শক্তিরিতি সমাসাৎ "দ্বন্দ্বাৎপরঃ শ্রূয়মানঃ শব্দঃ প্রত্যেকমভিসংবধ্নাতি" ইতি নিয়মাৎ শক্তিপদার্থস্য দৈবাদৌ প্রত্যেকমন্বয়লাভে দৈবশক্তিঃ জ্ঞানশক্তিঃ, কর্ম্মশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ, আত্মশক্তিঃ ভোক্তৃশক্তিঃ, তদ্বানিত্যর্থঃ) বিশ্বসৃজাং (মহদাদীনাং) স গর্ভঃ (কার্য্যরূপঃ স বিরাট্) আত্মানং (নিজম্) একধা (জ্ঞানশক্ত্যা হৃদয়াবচ্ছিচৈতন্যরূপেণ) দশধা (ক্রিয়াশক্ত্যা প্রাণাদিপঞ্চরূপেণ নাগকুর্ম্মাদিপঞ্চরূপেণ চ) ত্রিধা (ভোক্তৃশক্ত্যা আধ্যাত্মাদিভেদেন) বৈ (নিশ্চিতং) আত্মনা (স্বয়ং) বিবভাজ (পৃথকস্বরূপং কৃতবান্) ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ।—মহদাদি তত্ত্ববর্গের কার্য্যস্বরূপ ঐ বিরাট মূর্ত্তি স্বয়ং জ্ঞান, ক্রিয়া ও ভোক্তৃশক্তিরূপে অর্থাৎ জ্ঞানশক্তিময় চৈতন্যরূপে, ক্রিয়াশক্তিময় প্রাণাদি পঞ্চ ও নাগাদি পঞ্চ এই দশ বিধ আভ্যন্তরীণ বৃত্তিরূপে এবং ভোক্তৃভাবময় আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিন প্রকারে নিজ স্বরূপটীকে বিভক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—গর্ভ কার্য্যরূপো বিরাট্। দৈবশক্তির্জ্ঞানশক্তিস্তয়া একধা হৃদয়াবিচ্ছিন্নচৈতন্যরূপেণ। কর্ম্মশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিস্তয়া দশধা প্রাণরূপেণ। প্রাণাদয়ঃ পঞ্চঃ, নাগঃ কুর্ম্মোঽথ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ

সাধ্যাত্মঃ সাধিদৈবশ্চ সাধিভূত ইতি ত্রিধা।
বিরাট্ প্রাণো দশবিধ একধা হৃদয়েন চ ॥ ৯ ॥
স্মরন্ বিশ্বসৃজামীশো বিজ্ঞাপিতমধোক্ষজঃ।
বিরাজমতপৎ স্বেন তেজসৈষাং বিবৃত্তয়ে ॥ ১০ ॥

ইত্যেতে পঞ্চ, ইত্যেবং বৃত্তিভেদেন দশবিধঃ প্রাণঃ। আত্মশক্তির্ভোক্তৃশক্তিস্তয়াধ্যাত্মাদিভেদেন ত্রিধা আত্মানং বিভক্তং কৃতবান্ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—[মহদাদিকার্য্যভূতস্য বিরাজঃ প্রাগুক্তস্বরূপবিভাগসামর্থ্যপ্রতিপাদনায় তস্যোৎকর্ষমাহ—] যত্র (যস্মিন্ বিরাট্ শরীরে) ভূতগ্রামঃ (দেবতির্য্যগাদিপ্রাণিসমূহঃ) বিভাব্যতে (প্রকাশিতো ভবতি) এষ হি (বিরাট্) অশেষসত্ত্বানাম্ (সমস্তপ্রাণিনাং) আত্মা (আত্মভূতঃ) পরমাত্মনঃ (ভগবতঃ) অংশঃ (জীবস্বরূপঃ) [অতঃ] আদ্যঃ (মুখ্যঃ) অবতারঃ (অভিব্যক্তিবিশেষঃ) ॥ ৮

মূলানুবাদ।—ঐ বিরাট্ পুরুষ সমস্ত প্রাণিবর্গের আত্মা, পরমাত্মার অংশ জীবস্বরূপ এবং উহাঁতেই চরাচর সকল প্রাণিবর্গ প্রকাশ পায় ; সুতরাং ঐ বিরাট্ অবস্থাটি শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ॥ ৮

শ্রীধরটীকা।—এবং বিভাগে সামর্থ্যায় তস্যোৎকর্ষমাহ এষ হীতি। অশেষসত্ত্বানাং প্রাণিনামাত্মা। ব্যষ্টিনাং তদংশত্বাৎ। অংশো জীবঃ। অবতারোক্তিস্তস্মিন্ নারায়ণাবির্ভাবাভিপ্রায়েণ ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—["বিবভাজাত্মানমেকধা দশধা ত্রিধা" ইতি প্রাগুক্তং তদেব বিবৃণোতি—] বিরাট্ (পূর্ব্বোক্তঃ অধিপুরুষঃ) সাধ্যাত্মঃ সাধিদৈবঃ সাধিভূতশ্চেতি ত্রিধা, প্রাণঃ (প্রাণাপানসমানোদানব্যানেতি নাগকুর্ম্মকৃকরদেবদত্তধনঞ্জয়েতি চ ব্যক্তিভেদেন বিভিন্নস্বরূপঃ) [অতএব] দশবিধঃ, হৃদয়েন (হৃদয়বচ্ছিন্নচৈতন্যশক্ত্যা) একধা চ, [ইতি পূর্ব্বোক্তবিভাগপ্রকারঃ সমাহিতঃ] ॥ ৯

মূলানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত ঐ বিরাট্ পুরুষ অধ্যাত্মাদিভেদে ত্রিবিধ, প্রাণাদি বৃত্তিভেদে দশবিধ ও চৈতন্যস্বরূপে একবিধ, [সুতরাং পূর্ব্বে যে "একধা দশধা ত্রিধা" উল্লেখ আছে, তাহা স্পষ্টীকৃত হইল] ॥ ৯

শ্রীধরটীকা।—পূর্ব্বশ্লোকার্থং বিবৃণোতি। সাধ্যাত্মনঃ অধ্যাত্মানি ইন্দ্রিয়াণি তৎসহিতঃ। বিরাড়িতি সর্ব্বত্র ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—ঈশঃ (অশেষশক্তিশালী) অধোক্ষজঃ (মহদাদ্যনুপ্রবিষ্টো ভগবদংশঃ) বিশ্বসৃজাং (মহদাদীনাং) বিজ্ঞাপিতং (নিবেদিতং) স্মরন্ (চিন্তয়ন্) এষাং (বিশ্বসৃজাং) বিবৃত্তয়ে (নানাবিধবৃত্তিলাভায়) স্বেন তেজসা (স্বকীয়চৈতন্যশক্ত্যা) বিরাজম্ (অধিপুরুষম্) অতপৎ (প্রকাশয়িতুমিষ্টবান্) ॥ ১০

মূলানুবাদ।—মহদাদির অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট শ্রীভগবান্ সেই মহদাদি দেবগণের পূর্ব্বোক্ত নিবেদনের কথা চিন্তা করিয়া উহাদিগকে নানাবিধ শক্তিশালী করিবার জন্য স্বীয় চৈতন্যশক্তি দ্বারা ঐ বিরাট্ পুরুষকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—অধ্যাত্মাদিভেদং প্রপঞ্চয়িতুমাহ স্মরন্নিতি। বিজ্ঞাপিতঃ যাবদ্বলিং তেহজহরামেত্যাদি স্বেন তেজসা চিচ্ছক্ত্যা অতপৎ এবং করিষ্যামিত্যালোচিতবান্। যস্য জ্ঞানময়ং তপ ইতি শ্রুতেঃ। এষাং বিশ্বসৃজাং বিবৃত্তয়ে বিবিধবৃত্তিলাভায় ॥ ১০

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পূর্ব্বে বলা বলা হইয়াছে যে—শ্রীভগবান্ নিজ মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়া

অথ তস্যাভিতপ্তস্য কতিধায়তনানি হ।
নিরভিদ্যন্ত দেবানাং তানি মে গদতঃ শৃণু॥ ১১ ॥
তস্যাগ্নিরাস্যং নির্ভিন্নং লোকপালোঽবিশৎ পদম্।
বাচা স্বাংশেন ব্যক্তব্যং যয়াসৌ প্রতিপদ্যতে॥ ১২ ॥

মহদাদি তত্ত্বগণের· মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট অর্থাৎ অন্তর্য্যামীরূপে তাহাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া জীবাদৃষ্টগুলি উদ্বোধিত করিয়া ক্রিয়াশক্তি দ্বারা ঐ তত্ত্বগুলিকে পরস্পর মিলিত করিলেন। এখন শ্রীভগবানের অধিষ্ঠা মহদাদি তত্ত্ববর্গ পরস্পর মিলিত ও তাহাতে জীবাদৃষ্টগুলি উদ্বুদ্ধ হওয়ায় কিরূপে ক্রমিক সৃষ্টিবিস্তা সংসাধিত হইল, তাহাই মৈত্রেয় মুনি বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীভগবান্ অন্তর্য্যামীরূপে এই ভাবে মহদাদি তত্ত্বগুলি মিলিত ও তদন্তর্গত জীবাদৃষ্ট সমুদায়কে কার্য্যোন্মুখ করিয়া তুলিলে তাহারা [মহৎ প্রভৃতি] আংশিকরূপে ক্ষুভিত অর্থাৎ বিকারপ্রাপ্ত হইয়া, যে-বিরাট্‌কে আশ্রয় করিয়া চরাচর সমস্ত পদার্থ অবস্থান করে, সেই বিরা বা অধিপুরুষরূপে পরিণত হইল। এই বিরাট্ আর হিরণ্যগর্ভ একই চৈতন্যময় পদার্থ, তবে পার্থক্য এই যে চৈতন্য যখন সমষ্টিরূপ সূক্ষ্ম শরীরে অভিমানী, তখন তাঁহার নাম হিরণ্যগর্ভ ; আর ব্যষ্টিরূপ স্থূল শরীরে অভিমানী হইলে তাহার নাম বিরাট্। এস্থলে প্রথমতঃ "অধিপুরুষ" শব্দটীর দ্বারা ঐ হিরণ্যগর্ভকে উল্লে করা হইয়াছে ও তাহার পরক্ষণেই "চুক্ষোভান্যোন্যমাসাদ্য" শ্লোকাংশে বিরাট্ অবস্থার সৃষ্টি সূচিত হইয়াছে স্থতরাং এস্থলে তাৎপর্য্য এই যে, মহদাদি তত্ত্বগণ অন্তর্য্যামী শ্রীভগবানের শক্তি সহযোগে প্রথমতঃ সূক্ষ্ম শরী সমষ্টিতে "অহং" জ্ঞানসম্পন্ন "অধিপুরুষ" অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টি করিলেন। এই হিরণ্যগর্ভই জলমধ্যে একটি ডিম্বের ন্যায় ভাসমান ভগবত্তেজের মধ্যে সহস্র বৎসর বাস করেন এবং ক্রমশঃ জ্ঞান, ক্রিয়া ও ভোগশক্তিযো নিজেই নিজেকে নানাভাবে বিভক্ত করিয়া যখন বিরাট্‌রূপে পরিণত হইলেন, অণ্ডটি কিন্তু তখনও অণ্ডরূপে আছে। শ্রীভগবান্ তখন মহদাদি তত্ত্বগণের সেই নিবেদিত বিষয় চিন্তা করিয়া তাহাদের বিচিত্রভাবে কার্য্যরূ আত্মপ্রকাশের জন্য নিজের চৈতন্যশক্তি দ্বারা ঐ অণ্ডগত বিরাট্‌কে উদ্‌ভাসিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে পক্ষী যেমন ডিম্বপ্রসব করিয়া তাহাতে নিজ তাপ দান করিতে করিতে এমন অবস্থা করিয়া তুলে—যাহাতে ডিম্বমধ্যবর্ত্তী শাবক আত্মপ্রকাশ করিয়া ক্রমশঃ কত বিচিত্র ব্যাপারে সমর্থ হয়, সেইরূপ শ্রীভগবানের ঐ তা প্রদান অর্থাৎ চৈতন্য দ্বারা উদ্‌ভাসন করায় জলমধ্যস্থ সেই সুবর্ণময় অণ্ডটির মধ্যগত সেই বিরাট্ পুরু আত্মপ্রকাশ করিয়া বিচিত্র সৃষ্টিনির্ব্বাহে সমর্থ হইলেন। এই সৃষ্টিক্রিয়া সাঙ্খ্যমতানুগত এবং ইহা সহিত ঋগ্‌বেদান্তর্গত পুরুষসূক্ত ও মনুসংহিতা, এবং বিষ্ণুপুরাণাদি বর্ণিত সৃষ্টি প্রণালীর সুসামঞ্জস্য আছে বেদান্তগ্রন্থ পঞ্চদশীর প্রদর্শিত ক্রমও এ-পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং এ সকল স্থানের সম্য মর্ম্ম বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে হইলে ঐ সকল উল্লিখিত শাস্ত্রের তত্তৎপ্রসঙ্গ আলোচনা বিশেষ উপযোগী এই প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচনাও অতি উপাদেয়॥ ৪—১০

অন্বয়ঃ।—অথ (অনন্তরং) তস্য (বিরাজঃ) অভিতপ্তস্য (ঈশ্বরেণ উদ্‌ভাসিতস্য সতঃ) দেবানা (বিশ্বসৃজাং) আয়তনানি হ (আশ্রয়ভেদা হি) কতিধা (কিয়দ্‌বিভাগেন) নিরভিদ্যন্ত (পৃথগ্‌বভূবুঃ তানি গদতঃ (কথয়তঃ) মে (মম সকাশাৎ) শৃণু॥ ১১

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবানের চৈতন্যশক্তি দ্বারা উক্ত বিরাট্ পুরুষ প্রকাশিত হইলে দেবতাদিগে স্থান কত প্রকারে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ১১

নির্ভিন্নং তালু বরুণো লোকপালোঽবিশদ্ধরেঃ।
জিহ্বয়াংশেন চ রসান্ যয়াসৌ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৩ ॥
নির্ভিন্নে অশ্বিনৌ নাসে বিষ্ণোরাবিশতাং পদম্।
ঘ্রাণেনাংশেন গন্ধস্য প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ ॥ ১৪ ॥
নির্ভিন্নে অক্ষিণী ত্বষ্টা লোকপালোঽবিশদ্বিভোঃ।
চক্ষুষাংশেন রূপাণাং প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরটীকা—মে মত্তঃ শৃণু ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—তস্য (বিরাজঃ) নির্ভিন্নং (প্রকটিতম্) আস্যং পদং (মুখরূপং স্থানং) লোকপালঃ অগ্নিঃ স্বাংশেন (স্বশক্ত্যা) বাচা (বাগিন্দ্রিয়েণ সহ) অবিশৎ (প্রবিষ্টবান্) যয়া (বাক্‌শক্ত্যা) অসৌ (জীবঃ) বক্তব্যং (শব্দাদিকং) প্রতিপদ্যতে (উচ্চার্য্যত্বেন প্রাপ্নোতি) ॥ ১২

মূলানুবাদ।—ঐ বিরাট্ পুরুষের মুখ প্রকটিত হইলে, যে-বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে জীব নিজ নিজ বক্তব্য শব্দাদি উচ্চারণ করিবার সামর্থ্য লাভ করে, লোকপাল অগ্নি স্বীয়শক্তিস্বরূপ সেই বাগিন্দ্রিয়ের সহিত সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন ॥ ১২ ॥

শ্রীধরটীকা।—আয়তনান্যেবাহ তস্যাগ্নিরিত্যাদি চতুর্দ্দশভিঃ। আস্যং নির্ভিন্নং পৃথগ্‌জাতং পদং স্বস্থানং স্বাংশেন স্বশক্ত্যা বাচা সহাবিশৎ। অসৌ জীবঃ বক্তব্যং প্রতিপদ্যতে শব্দমুচ্চারয়তীত্যর্থঃ। এবং সর্ব্বত্রং যন্নির্ভিন্নং দ্বিতীয়ান্তং তদধিষ্ঠানম্। অগ্ন্যাদিপ্রথমান্তম্ অধিদৈবম্। বাগাদি ইন্দ্রিয়ং তৃতীয়ান্তমধ্যাত্মম্। প্রতিপত্তব্যম্ অধিভূতম্ ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—হরেঃ (বিরাজঃ) নির্ভিন্নং (প্রকটিতং) তালু লোকপালঃ বরুণঃ অংশেন (স্বশক্ত্যা) জিহ্বয়া (রসনয়া সহ) অবিশৎ, যয়া (রসনাখ্যশক্ত্যা) অসৌ (জীবঃ) রসান্ প্রতিপদ্যতে (আস্বাদ্যত্বেন প্রাপ্নোতি) ॥ ১৩

মূলানুবাদ।—বিরাট্ পুরুষের তালু প্রকটিত হইলে, জীব যাহার প্রভাবে রসাস্বাদনে সামর্থ্য লাভ করে, লোকপাল বরুণ স্বীয়শক্তিস্বরূপ সেই রসনানামক ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—বিষ্ণোঃ (বিরাজঃ) নির্ভিন্নে নাসে (প্রকটিতং নাসাদ্বয়ং) অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারৌ) ঘ্রাণেনাংশেন (স্বীয়শক্তিভূতেন ঘ্রাণেন্দ্রিয়েণ সহ) পদং (স্থানম্) আবিশতাং (প্রবিষ্টবন্তৌ) যতঃ (ঘ্রাণশক্তিতঃ) গন্ধস্য প্রতিপত্তির্ভবেৎ (জীবানাং গন্ধগ্রহণসামর্থ্যপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ) ॥ ১৪

মূলানুবাদ।—তাঁহার নাসাদ্বয় প্রকটিত হইলে যে-ঘ্রাণশক্তির প্রভাবে জীবের গন্ধ গ্রহণে সামর্থ্য লাভ হয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয় সেই স্বীয় ঘ্রাণশক্তি সহকারে তাহাতে স্থান গ্রহণ করিলেন ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—হরের্বিরাজঃ ॥ ১৩।১৪

অন্বয়ঃ।—বিভোঃ (বিরাজঃ) নির্ভিন্নে অক্ষিণী (প্রকটিতং নেত্রযুগলং) লোকপালঃ ত্বষ্টা (আদিত্যঃ) অংশেন চক্ষুষা (স্বশক্তিভূতেন চক্ষুরিন্দ্রিয়েণ সহ) অবিশৎ, যতঃ (চক্ষুষঃ) রূপাণাং প্রতিপত্তিঃ (অনুভবসামর্থ্যং) ভবেৎ [জীবানামিতি শেষঃ] ॥ ১৫

মূলানুবাদ।—তাঁহার চক্ষু দুইটী প্রকাশিত হইলে, জীব যাহার প্রভাবে রূপদর্শনে সামর্থ্য লাভ করে, লোকপাল আদিত্য সেই স্বীয়শক্তিস্বরূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত তাহাতে অধিষ্ঠান করিলেন ॥ ১৫

নির্ভিন্নান্যস্য চর্ম্মাণি লোকপালোঽনিলোঽবিশৎ ।
প্রাণেনাংশেন সংস্পর্শং যেনাসৌ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৬ ॥
কর্ণাবস্য বিনির্ভিন্নৌ ধিষ্ণ্যং স্বং বিবিশুর্দ্দিশঃ ।
শ্রোত্রেণাংশেন শব্দস্য সিদ্ধিং যেন প্রপদ্যতে ॥ ১৭ ॥
ত্বচমস্য বিনির্ভিন্নাং বিবিশুর্ধিষ্ণ্যমোষধীঃ ।
অংশেন রোমভিঃ কণ্ডুং যৈরসৌ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৮ ॥
মেঢ্রং তস্য বিনির্ভিন্নং স্বধিষ্ণ্যং ক উপাবিশৎ ।
রেতসাংশেন যেনসাবানন্দং প্রতিপদ্যতে ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরটীকা ।—ত্বষ্টা আদিত্যঃ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ ।—অস্য (বিরাজঃ) নির্ভিন্নানি চর্ম্মাণি (প্রকটিতং ত্বগিন্দ্রিয়ং, বহুবচনং চর্ম্মণোব্যাপি মূলকং) লোকপালঃ অনিলঃ (বায়ুঃ) প্রাণেন (প্রাণবদ্দেহব্যাপিনা ত্বগিন্দ্রিয়নামকেন) অংশেন (শক্তি-বিশেষেণ সহ) অবিশৎ । যেন (ত্বগিন্দ্রিয়েন) অসৌ (জীবঃ) সংস্পর্শঃ (স্পর্শানুভবং) প্রতিপদ্য (প্রাপ্নোতি) ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ ।—ঐ বিরাট্ পুরুষের ত্বগিন্দ্রিয় প্রকটিত হইলে, যে-ত্বকের শক্তিতে জীব স্পর্শ অনুভ করিতে সমর্থ হয়, লোকপাল বায়ু প্রাণের মত সর্ব্বদেহব্যাপী সেই ত্বক নামক ইন্দ্রিয়স্বরূপ নিজ শক্তিসহকা তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১৬

শ্রীধরটীকা ।—প্রাণেনেতি প্রাণবদ্দেহব্যাপিনা ত্বগিন্দ্রিয়েণেত্যর্থঃ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ ।—অস্য (বিরাজঃ) বিনির্ভিন্নৌ (প্রকটিতৌ) কর্ণৌ স্বং ধিষ্ণ্যং (স্বকীয়ং স্থানং) শ্রোত্রেণাং (শ্রবণেন্দ্রিয়রূপশক্ত্যা সহ) দিশঃ বিবিশুঃ (প্রবিষ্টবত্যঃ) যেন (শ্রবণেন্দ্রিয়েণ) শব্দস্য সিদ্ধিং (অনুভূতি প্রপদ্যতে (প্রাপ্নোতি) [জীব ইতি শেষঃ] ॥ ১৭

মূলানুবাদ ।—ঐ বিরাট্ পুরুষের কর্ণদ্বয় প্রকটিত হইলে দিক্ স্বীয়শক্তিস্বরূপ শ্রবণেন্দ্রিয় সহকারে ঐ স্থা প্রবেশ করিলেন ; ঐ শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভাবেই জীব শব্দ অনুভব করিতে সমর্থ হয় ॥ ১৭

শ্রীধরটীকা—শব্দস্য সিদ্ধিং জ্ঞানম্ ॥ ১৭

অন্বয়ঃ ।—[ত্বগিন্দ্রিয়স্য স্থানভেদাদ্ দ্বৈবিধ্যং, তত্র একবিধস্য বিষয়েন্দ্রিয়দেবতাদিকং ষোড়শ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিতং, সম্প্রতি তু অন্যবিধস্য তত্ত্বাবদ্ বর্ণয়তি—] অস্য (বিরাজঃ) বিনির্ভিন্নাং (প্রকটিতাং) ত্বচম্ (চর্ম্ম) ওষধী (ওষধয়ঃ, "ওষধী" রিতি প্রথমাবহুবচনান্তপদম্ আর্ষং) রোমভিঃ অংশেন (রোমরূপয়া স্বশক্ত্যা সহ) ধিষ্ণং বিবি (স্থানং গতবত্যঃ) যৈঃ (রোমভিঃ) অসৌ (জীবঃ) কণ্ডুং প্রতিপদ্যতে ॥ ১৮

মূলানুবাদ ।—[ত্বক্ পদার্থটী ইন্দ্রিয় ও তাহার অধিষ্ঠান চর্ম্মরূপে দ্বিবিধ, তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়স্বরূপ ত্বকে বিষয় ও দেবতা প্রভৃতি পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, সম্প্রতি চর্ম্মস্বরূপ ত্বকের বিষয় নিরূপিত হইতেছে]—ঐ বিরা পুরুষের চর্ম্ম প্রকটিত হইলে, যে লোমশ্রেণীর শক্তিতে জীব কণ্ডুয়নের সামর্থ্য লাভ করে, ওষধিগণ সেই লোম স্বীয়শক্তি সহকারে তাহাতে স্থান গ্রহণ করিলেন ॥ ১৮

শ্রীধরটীকা ।—ত্বচং চর্ম্ম । ওষধীঃ ওষধ্যঃ ত্বগিন্দ্রিয়স্যৈব স্থানভেদং বিষয়দ্বয়ং কণ্ডুঃ স্পর্শশ্চ । অত্র চা নামভেদা দেবতাভেদশ্চেতি দ্বিতীয়স্কন্ধ এব ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১৮

গুদং পুংসো বিনির্ভিন্নং মিত্রো লোকেশ আবিশৎ।
পায়ুনাংশেন যেনাসৌ বিসর্গং প্রতিপদ্যতে ॥ ২০ ॥
হস্তাবস্য বিনির্ভিন্নাবিন্দ্রঃ স্বঃপতিরাবিশৎ।
বার্ত্তয়াংশেন পুরুষো যয়া বৃত্তিং প্রপদ্যতে ॥ ২১ ॥
পাদাবস্য বিনির্ভিন্নৌ লোকেশো বিষ্ণুরাবিশৎ।
গত্যা স্বাংশেন পুরুষো যয়া প্রাপ্যং প্রপদ্যতে ॥ ২২ ॥
বুদ্ধিঞ্চাস্য বিনির্ভিন্নাং বাগীশো ধিষ্ণ্যমাবিশৎ।
বোধেনাংশেন বোদ্ধব্যং প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ ॥
হৃদয়াঞ্চাস্য নির্ভিন্নং চন্দ্রমা ধিষ্ণ্যমাবিশৎ।
মনসাংশেন যেনাসৌ বিক্রিয়াং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ।—তস্য (বিরাজঃ) বিনির্ভিন্নং মেঢ্রং (লিঙ্গং) স্বধিষ্ণ্যং (স্বস্থানং) কঃ (প্রজাপতিঃ) রেতসাংশেন (রেতোরূপয়া স্বশক্ত্যা সহ) উপাবিশৎ (প্রবিষ্টবান্) যেন (রেতসা) অসৌ (জীবঃ) আনন্দং প্রতিপদ্যতে ॥ ১৯

মূলানুবাদ।—সেই বিরাট্ পুরুষের উপস্থদেশ [লিঙ্গ] প্রকটিত হইলে প্রজাপতি স্বীয় শক্তিস্বরূপ শুক্রের সহিত তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন, যে-শুক্রের সাহায্যে জীব আনন্দ লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—পুংসঃ (বিরাজঃ) বিনির্ভিন্নং গুদং (মলদ্বারং) লোকেশঃ (লোকপালঃ) মিত্রঃ (তন্নামকদেবতাবিশেষঃ) পায়ুনা অংশেন (স্বশক্তিভূতপায়ুস্বরূপেনেন্দ্রিয়েণ সহ) আবিশৎ, যেন (পায়ুনা) অসৌ (জীবঃ) বিসর্গং (মলত্যাগসামর্থ্যং) প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ২০

মূলানুবাদ।—তাঁহার মলদ্বার প্রকটিত হইলে মিত্রনামক দেবতা স্বীয় শক্তিবিশেষ পায়ু নামক ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহাতে অধিষ্ঠান করিলেন, যে-পায়ুর সাহায্যে লোক মলত্যাগের সামর্থ্য লাভ করে ॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—কঃ প্রজাপতি ॥ ১৯৷২০

অন্বয়ঃ।—অস্য (বিরাজঃ) বিনির্ভিন্নৌ হস্তৌ স্বঃপতিঃ (স্বর্গরাজঃ) ইন্দ্র বার্ত্তয়া অংশেন (ক্রয়-বিক্রয়াদিসামর্থ্যরূপস্বশক্ত্যা সহ) আবিশৎ, যয়া (শক্ত্যা) পুরুষঃ (জীবঃ) বৃত্তিং (জীবিকাং) প্রতিপদ্যতে ॥ ২১

মূলানুবাদ।—তাঁহার হস্তদ্বয় প্রকটিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র ক্রয়-বিক্রয়াদি সামর্থ্যরূপ স্বীয় শক্তি সহকারে তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন, যে-শক্তির সাহায্যে লোক জীবিকা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় ॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—স্বঃপতিঃ স্বর্গস্য পতিরিন্দ্রঃ। বার্ত্তয়া ক্রয়বিক্রয়াদিশক্ত্যা। বৃত্তিং জীবিকাম্ ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—অস্য বিনির্ভিন্নৌ পাদৌ (চরণৌ) লোকেশঃ বিষ্ণুঃ স্বাংশেন গত্যা (গমনরূপস্বশক্ত্যা সহ) আবিশৎ, যয়া (গমনশক্ত্যা) পুরুষঃ প্রাপ্যং (গন্তব্যস্থানং) প্রতিপদ্যতে ॥ ২২

মূলানুবাদ।—তাঁহার চরণদ্বয় প্রকটিত হইলে লোকপাল বিষ্ণু গমনরূপ স্বীয় শক্তি সহকারে তাহাতে অধিষ্ঠান করিলেন ; ঐ গমনশক্তির সাহায্যেই লোক অভিমত স্থানে গমন করিতে সমর্থ হয় ॥ ২২

শ্রীধরটীকা।—প্রাপ্যং দেশান্তরম্ ॥ ২২

আত্মানঞ্চাস্য নির্ভিন্নমভিমানোঽবিশৎ পদম্।
কর্ম্মণাংশেন যেনাসৌ কর্ত্তব্যং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৪ ॥
সত্ত্বঞ্চাস্য বিনির্ভিন্নং মহান্ ধিষ্ণ্যমুপাবিশৎ।
চিত্তেনাংশেন যেনাসৌ বিজ্ঞানং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ।—অস্য বিনির্ভিন্নাং বুদ্ধিং ধিষ্ণ্যং (বুদ্ধিস্থানং হৃৎপ্রদেশবিশেষং) বাগীশঃ (ব্রহ্মা) বো নাংশেন (বুদ্ধিরূপয়া স্বশক্ত্যা সহ) আবিশৎ, যতঃ (বুদ্ধিশক্তিতঃ) বোদ্ধব্যপ্রতিপত্তিঃ (বোদ্ধব্যানা জ্ঞাতব্যবিষয়ানাং প্রতিপত্তিঃ জ্ঞানং) প্রতিপদ্যতে। অস্য নির্ভিন্নং হৃদয়ং ধিষ্ণ্যং (হৃদয়রূপং স্থানং) চন্দ্র (চন্দ্রঃ) মনসাংশেন (মনোরূপয়া স্বশক্ত্যা সহ) আবিশৎ, যেন (মনসা) অসৌ (জীবঃ) বিক্রি (সঙ্কল্পাদিরূপাং বৃত্তিং) প্রতিপদ্যতে ॥ ২৩

মূলানুবাদ।—তাঁহার বুদ্ধির অধিষ্ঠানস্থান হৃৎপ্রদেশ প্রকটিত হইলে, যে-শক্তির প্রভাবে জী জ্ঞাতব্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়, ব্রহ্মা বুদ্ধিরূপ স্বকীয় শক্তির সহিত তাহাতে অধিষ্ঠান করিলে এবং তাঁহার হৃদয় প্রকটিত হইলে, যে-মনের দ্বারা লোক সঙ্কল্প-বিকল্পাদি ব্যাপারে সমর্থ হইয়া থাকে, চ সেই মনোরূপ স্বীয় শক্তি সহকারে তাহাতে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৩

শ্রীধরটীকা।—বিক্রিয়াং সঙ্কল্পাদিরূপাম্ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—অস্য নির্ভিন্নম্ আত্মানং পদম্ (অহঙ্কারপ্রদেশং স্থানং) অভিমানঃ (রুদ্রদেবঃ) কর্ম্মাং শেন (অহঙ্কাররূপয়া স্বশক্ত্যা সহ) আবিশৎ, যেন (অহঙ্কারেণ) অসৌ (জীবঃ) কর্ত্তব্যং (ক্রিয়া প্রতিপদ্যতে ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—ঐ বিরাট্ পুরুষের অহঙ্কার-স্থান প্রকটিত হইলে, যে-অহংভাবের ফলে লো ক্রিয়াশীলতা লাভ করে, রুদ্রদেব সেই অহঙ্কাররূপ স্বীয় শক্তি সহকারে তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন ॥ ২৪

শ্রীধরটীকা।—আত্মানমহঙ্কারম্। অভিমন্যতেঽনেনেতি অভিমানো রুদ্রঃ। কর্ম্মণা অহংবৃত্ত্যা কর্ত্তব্যমিতি ক্রিয়াম্ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—অস্য বিনির্ভিন্নং সত্ত্বং ধিষ্ণ্যঞ্চ (চিত্তাস্পদং গোলকঞ্চ) মহান্ (বিষ্ণুঃ) [ব্রহ্মেতি স্বামিপাদা কিন্তু "অচ্যুত" এব চিত্তাধিদেব ইতি বেদান্তে দৃশ্যতে, তথাহি "চন্দ্রচতুর্ম্মুখশঙ্করাচ্যুতৈঃ ক্রমান্নিয়ন্ত্রিতেন মনো বুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাখ্যেনান্তরিন্দ্রিয়চতুষ্কেন" ইত্যাদিবেদান্তসারপাঠঃ।] চিত্তেন অংশেন (চৈতন্যরূপয়া স্বশক্ত সহ) উপাবিশৎ, যেন (চিত্তেন) অসৌ (জীবঃ) বিজ্ঞানং (চেতনাং) প্রতিপদ্যতে ॥ ২৫

মূলানুবাদ।—ঐ বিরাট্ পুরুষের চিত্তস্থান প্রকটিত হইলে, যে-চিত্তশক্তির প্রভাবে লোক চে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, বিষ্ণু [শ্রীধরস্বামিটীকায় "মহান্" "শব্দের" "ব্রহ্মা" ব্যাখ্যা থাকিলেও বেদান্তসারের মতানু বিষ্ণু অর্থ গ্রহণ করা হইল,] সেই স্বীয়চৈতন্যরূপ শক্তি সহকারে তাহাতে অধিষ্ঠান করিলেন ॥ ২৫

শ্রীধরটীকা।—সত্ত্বমিতি বুদ্ধিচিত্তয়োরভেদেন নির্দ্দেশঃ। মহানিতি ব্রহ্মা। চিত্তেন চেতনয়া ॥ ২৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মৈত্রেয়মুনি বিদুরের নিকট সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়া যে সর্গ ক্রম উল্লেখ করিলেন, ইহার মধ্যে তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিবার মত বিশেষ কিছু নিগূঢ় তত্ত্ব নাই। তবে ইহা সহিত দার্শনিক মত ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের সামঞ্জস্য প্রদর্শন করা এবং এই বর্ণনাটী যে সম্পূর্ণ পুরুষসূক্তের অনুরূপ তাহা আর নূতন করিয়া বুঝাইতে যাওয়া অনাবশ্যক, যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে যে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত আ

শীর্ষ্ণোঽস্য দ্যৌর্ধরা পদ্ভ্যাং খং নাভেরুদপদ্যতে।
গুণানাং বৃত্তয়ো যেষু প্রতীয়ন্তে সুরাদয়ঃ ॥ ২৬ ॥
আত্যন্তিকেন সত্ত্বেন দিবং দেবাঃ প্রপেদিরে।
ধরাং রজঃস্বভাবেন পণয়ো যে চ তানন্নু ॥ ২৭ ॥

তাহাও ঠিক এইরূপ এবং সেখানে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতেই এ সকল বিষয় প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে এস্থলে বক্তব্য এই যে, সাধারণতঃ মাতৃগর্ভস্থ সন্তান যেমন উল্বণ অর্থাৎ ভ্রূণবেষ্টনকারী চর্ম্মস্থলীর মধ্যে অবস্থান করিয়া ক্রমশঃ অঙ্গ-প্রতঙ্গ, ইন্দ্রিয় ও তাহার শক্তি লাভ করে এবং ক্রমশঃ বিষয়গ্রহণে সমর্থ হয়, পক্ষী প্রভৃতির ডিম্ব প্রসূত হওয়ার পর সেই ডিম্বমধ্যস্থ শাবকও যেমন ক্রমশঃ ঐরূপ বিস্তৃত অবস্থা লাভ করে এবং তাহার মূলে তাহাদের জনক জননীর বিশেষ তৎপরতা অপেক্ষা করে, সেইরূপ কল্পাবসানের পর শ্রীভগবানের যখন পুনরায় সৃষ্টির ইচ্ছা হয়, তখন সেই জগৎপিতা পরমেশ্বর বিশ্বের মাতৃ-স্বরূপা স্বীয় মায়া-শক্তির সহযোগে মহৎতত্ত্বাদি উপাদান দ্বারা মন্বাদি বর্ণিত সেই "সহস্রাংশু সমপ্রভ" হেমময় ডিম্বের অভ্যন্তরস্থ হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টি করেন। ঐ হিরণ্যগর্ভই স্থূলশরীরাভিমানে বিরাট্ পুরুষরূপে কিরূপে পরিণত হইলেন,—কিরূপে তাঁহার জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও তৎসকলের অধিষ্ঠাতৃদেবতার সমাবেশ হইল, তাহার ক্রমগুলিও মৈত্রেয় ঠিক সেইরূপে বুঝাইতেছেন। ইন্দ্রিয় মাত্রেরই গোলক বা অধিষ্ঠান স্থান প্রথমতঃ উৎপন্ন হয়, পরে তাহাতে তত্তৎ অধিদেবতার শক্তিসঞ্চারে ইন্দ্রিয়শক্তি জন্মে। কিন্তু অধিষ্ঠানগুলি ইন্দ্রিয় নহে; আমরা যাহাদিগকে চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি বলিয়া থাকি, সেইগুলিই অধিষ্ঠান বা গোলক, তাহার মধ্যে যে শক্তিগুলি অবস্থান করিয়া দর্শনশ্রবণাদি কার্য্য সম্পাদন করে, তাহারই নাম ইন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয়বর্গের এবং অন্তঃকরণের মধ্যে কোন্‌টি কোন্ দেবতার শক্তিতে জন্মে, এবং কোন্‌টি দ্বারা জীব কি ফল প্রাপ্ত হয়, তাহা সমস্তই এই বিরাট্ পুরুষের এই প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং "অধোক্ষজ বিরাজমতপৎ স্বেন তেজসৈষাং বিবৃত্তয়ে," পক্ষী যেমন ডিম পাড়িয়া তাহার মধ্যস্থিত শাবকের জন্য যত্ন সহকারে তাহাতে তাপ দেয়, শ্রীভগবান্‌ও সেই অণ্ডমধ্যস্থিত বিরাটের সৃষ্টি বিস্তারার্থ "স্বেন তেজসা অতপৎ"—নিজের তেজের দ্বারা পরিপুষ্ট করেন। করুণাময়ের কি অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ কৌশল! ॥ ১১—২৫

অন্বয়ঃ।—[সম্প্রতি ত্রিলোকীসৃষ্টিং বর্ণয়তি]—অস্য (বিরাজঃ) শীর্ষ্ণঃ (মস্তকাৎ) দ্যৌঃ (স্বর্গ-লোকঃ) পদ্ভ্যাং (চরণদ্বয়াৎ) ধরা (মর্ত্ত্যলোকঃ) নাভেঃ খম্ (আকাশম্) উপপদ্যত (উৎপত্তিং লেভে) যেষু (স্বর্গাদিষু) গুণানাং (সত্ত্বাদীনাং) বৃত্তয়ঃ (পরিণামবিশেষাঃ) সুরাদয়ঃ (দেবতাপ্রভৃতয়ঃ) প্রতীয়ন্তে (উপলভ্যন্তে) ॥ ২৬

মূলানুবাদ।—[সম্প্রতি ত্রিভুবন সৃষ্টি বর্ণনা করা হইতেছে] ঐ বিরাট্ পুরুষের মস্তক হইতে স্বর্গ, চরণদ্বয় হইতে পৃথিবী এবং নাভি হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল; সেই সকল স্বর্গাদি স্থানে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের পরিণামস্বরূপ দেবতা প্রভৃতি অনুভূত হইয়া থাকেন ॥ ২৬

শ্রীধরটীকা।—ত্রিলোকোৎপত্তিমাহ শীর্ষ্ণ ইতি। বৃত্তয়ঃ পরিণামাঃ ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—দেবাঃ আত্যন্তিকেন সত্ত্বেন (উদ্রিক্তেন সত্ত্বগুণেন) দিবং (স্বর্গং) প্রপেদিরে (প্রাপ্তাঃ) পণয়ঃ (মনুষ্যাঃ) যে চ তানন্নু (মনুষ্যান্ অনুবর্ত্তন্তে উপকুর্ব্বন্তি যে গবাদয়ঃ তে চ) রজঃস্বভাবেন (রজো-গুণবাহুল্যেন) ধরাং [প্রপেদিরে ইতি ক্রিয়য়া সম্বন্ধঃ] ॥ ২৭

তার্ত্তীয়েন স্বভাবেন ভগবন্নাভিমাশ্রিতাঃ ।
উভয়োরন্তরং ব্যোম যে রুদ্রপার্ষদাং গণাঃ ॥ ২৮ ॥
মুখতোঽবর্ত্তত ব্রহ্ম পুরুষস্য কুরূদ্বহ ।
যস্তূন্মুখত্বাদ্বর্ণানাং মুখ্যোঽভূদ্ব্রাহ্মণো গুরুঃ ॥ ২৯ ॥

মূলানুবাদ।—দেবগণ সত্ত্বগুণের প্রবলতায় স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন, আর মনুষ্য ও তাহার আনুকূ কারী গো প্রভৃতি জীবগণ রজোগুণের প্রবলতায় মর্ত্ত্যভূমি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২৭

শ্রীধরটীকা।—এতদেব প্রপঞ্চয়তি দ্বাভ্যাম্। আত্যন্তিকেন উর্জ্জিতেন। পণব্যবহার পণায়ন্তে যাগাদিনা ব্যবহরন্তীতি পণয়ো মনুষ্যাঃ। তাননু যে তদুপকরণভূতা গবাদয়স্তেঽপি ম প্রপেদিরে ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—রুদ্রপার্ষদাং (রুদ্রস্য মহাদেবস্য পার্ষদাং পারিষদানাং ভূতাদীনাং) যে গণাঃ (সমূহ [তে] তার্ত্তীয়েন (তৃতীয়ং তমঃ তদীয়েন, তামসেনেতি যাবৎ) স্বভাবেন (হেতুনা) উভয়োরন্ত (দ্যাব্যাপৃথিব্যোর্মধ্যগতং) ভগবন্নাভিং (ভগবতো বিরাজঃ নাভিস্বরূপং) ব্যোম (গগনম্) আশ্রি (অধিষ্ঠিতাঃ) ॥ ২৮

মূলানুবাদ।—ভূত প্রভৃতি মহাদেবের পারিষদবর্গ তামসিক স্বভাব বশতঃ স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে মধ্যবর্ত্তী ঐ বিরাট্ পুরুষের নাভিস্বরূপ আকাশকে আশ্রয় করিয়া আছেন ॥ ২৮

শ্রীধরটীকা।—তৃতীয়ং তমঃ, তদীয়েন তামসেন। উভয়োর্দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরং মধ্যং যে অন্তরীক্ষং, তদেব ভগবতো নাভিঃ তামাশ্রিতাঃ রুদ্রপার্ষদাং রুদ্রস্য পার্ষদানাং ভূতাদীনাং গণাঃ ॥ ২৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—সৃষ্টিতত্ত্ববর্ণনপ্রসঙ্গে মৈত্রেয়মুনি বিদুরকে বিরাট্ পুরুষের ও তাঁ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ও তাহাদিগের অধিদেবতা ও বিষয় সকল বুঝাইতেছেন। সম্প্রতি ঐ বি হইতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও আকাশ এই ত্রিলোকসৃষ্টি বর্ণিত হইতেছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের স্বভা এই যে, উহা ক্রমশঃ উত্তম, মধ্যম ও অধম অবস্থা সম্পাদন করে, অর্থাৎ সত্ত্বের প্রাধান্যে উৎকর্ষ, রজের প্রাধা তদপেক্ষা অপকর্ষ, আর তমের প্রাধান্যে সর্ব্বাপেক্ষা অপকর্ষ ঘটিয়া থাকে। এই গুণত্রয়ের অবস্থাগ জাগতিক বৈচিত্রের প্রধান হেতু, ইহা সকল সময়ে মনে রাখিতে হইবে। বিরাট্ পুরুষের মস্তক হই স্বর্গ, চরণ হইতে পৃথিবী ও নাভি হইতে আকাশ সৃষ্টি হইয়াছে। এই বর্ণনাও "নাভ্যাআসীদন্তরীক্ষং শী দ্যৌঃ সমবর্ত্তত, পদ্ভ্যাং ভূমিঃ" ইত্যাদি পুরুষসূক্ত বাক্যেরই প্রতিধ্বনি। এই ত্রিলোকের মধ্যে স্বর্গলোক উত্ত সুতরাং সত্ত্বপ্রধান দেবগণ তাহাতে অধিষ্ঠান করিলেন, মর্ত্ত্যলোক মধ্যম, কেননা স্বর্গ অপেক্ষা সুখ, ভো রূপ, যৌবন, শক্তি, ঐশ্বর্য্য সকলই মর্ত্ত্যে তুচ্ছ, সুতরাং এই মর্ত্ত্যলোকে রজঃপ্রধান মনুষ্য ও পশ স্থান লাভ করিল; আকাশ ঐ উভয়াপেক্ষা অধম, কেননা তাহাতে বিশেষ কোনরূপ ভোগ ঐশ্বর্য্য সুখাদি উপযুক্ততার কোনও প্রমাণ গোচর হয় না, এজন্য তমঃপ্রধান ভূতাদি কর্ত্তৃক তাহা [আকাশ] অধিষ্ঠি হইল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় "ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ। জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছ তামসাঃ ॥" এই শ্রীভগবদুক্তির মর্ম্মও এইরূপ তাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত ॥ ২৬—২৮

অন্বয়ঃ।—কুরূদ্বহ ! (হে কৌরবশ্রেষ্ঠ বিদুর !) পুরুষস্য মুখতঃ (বিরাজঃ মুখাৎ) ব্র (বেদ) অবর্ত্তত (অভূৎ, পুরুষস্য ভগবতা সহৈক্যবিবক্ষয়া তন্মুখাদ্বেদোদ্গম উক্তঃ) যস্তু ব্রাহ্মণঃ উন্মুখ

বাহুভ্যোঽবর্ত্তত ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়স্তদনুব্রতঃ।
যো জাতস্ত্রায়তে বর্ণান্ পৌরুষঃ কণ্টকক্ষতাৎ ॥ ৩০ ॥
বিশোঽবর্ত্তন্ত তস্যোর্ব্বোর্লোকবৃত্তিকরীর্বিভোঃ।
বৈশ্যস্তদুদ্ভবো বার্ত্তাং নৃণাং যঃ সমবর্ত্তয়ৎ ॥ ৩১ ॥
পদ্ভ্যাং ভগবতো জজ্ঞে শুশ্রূষাধর্ম্মসিদ্ধয়ে।
তস্যাং জাতঃ পুরা শূদ্রো যদ্বৃত্ত্যা তুষ্যতে হরিঃ ॥ ৩২ ॥

(মুখোদ্ভবত্বাৎ) বর্ণানাং (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রেতিবিভিন্নসম্প্রদায়ানাং মধ্যে) মুখ্যঃ (প্রধানঃ) গুরুঃ (সর্ব্বেষাং পূজ্যশ্চ) [সোঽপি মুখাদবর্ত্ততেতি অন্বয়বোধঃ] ॥ ২৯ ॥

মূলানুবাদ।—হে কৌববশ্রেষ্ঠ বিদুর! ঐ বিরাট্ পুরুষের মুখ হইতে বেদ এবং ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হইয়াছেন; ব্রাহ্মণ মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়াই তিনি সর্ব্ববর্ণের মধ্যে প্রধান ও গুরুস্থান লাভ করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরটীকা।—অবর্ত্তত প্রবৃত্তং ব্রহ্ম বেদঃ। যস্ত উন্মুখত্বাৎ মুখোদ্ভবত্বাৎ বর্ণানাং মুখ্যঃ মুখমিব প্রথমঃ গুরুশ্চাভূৎ সোঽপি মুখতোঽবর্ত্ততেত্যনুষঙ্গঃ। অধ্যাপনাদিনা ব্রাহ্মণস্য বেদো বৃত্তিঃ তয়া বৃত্ত্যা সহ ব্রাহ্মণো মুখতো জাত ইত্যর্থঃ। এবমুত্তরবর্ণত্রয়ে জ্ঞাতব্যম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ।—ক্ষত্রং (পালনরূপা বৃত্তিঃ) তদনুব্রতঃ (পালনবৃত্তিমনুসৃতঃ ক্ষত্রিয়ঃ) [চ] বাহুভ্যঃ অবর্ত্তত (অভূৎ) পৌরুষঃ (পুরুষস্য বিরাজঃ অংশাদ ভবঃ) যঃ (ক্ষত্রিয়ঃ) জাতঃ (উৎপন্নঃ সন্) বর্ণান্ (ব্রাহ্মণাদীন্) কণ্টকক্ষতাৎ (কণ্টকাঃ দস্যুতস্করাদয়ঃ তেভ্যো যৎ ক্ষতম্ উপদ্রবঃ তস্মাৎ) ত্রায়তে (রক্ষতি) ॥ ৩০ ॥

মূলানুবাদ।—পালনরূপ বৃত্তি ও তদবলম্বনকারী ক্ষত্রিয়বর্ণ ঐ বিরাট্ পুরুষের বাহু হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন; ক্ষত্রিয় জাতি ঐ পুরুষের অংশ হইতে জন্মিয়া অন্যান্য বর্ণকে দস্যুতস্করাদির উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরটীকা।—ক্ষত্রং পালনরূপা বৃত্তিঃ। তৎ ক্ষত্রম্ অনুব্রতোঽনুসৃতঃ ক্ষত্রিয়োঽপি বাহুভ্যোঽবর্ত্ততেত্যর্থঃ। তদনুব্রতত্বমেবাহ য ইতি। পৌরুষঃ পুরুষস্য বিষ্ণোরংশঃ। কণ্টকশ্চৌরাদয়স্তেভ্যো যৎ ক্ষতমুপদ্রবস্তস্মাৎ ত্রায়তে রক্ষতি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ।—লোকবৃত্তিকরীঃ (প্রথমাবহুবচনান্ত আর্ষোঽয়ং প্রয়োগঃ, লোকানাং জীবিকাহেতব ইতি তদর্থঃ) বিশঃ (কৃষ্যাদিব্যবসায়াঃ) বৈশ্যঃ (তাদৃগ্‌বৃত্তিপরায়ণঃ বৈশ্যবর্ণশ্চ ইত্যর্থঃ) তস্য বিভোঃ (বিরাট্-পুরুষস্য) উর্ব্বোঃ (উরুযুগলাদিত্যর্থঃ) অবর্ত্তন্ত (উৎপন্নাঃ) যঃ (বৈশ্যঃ) তদুদ্ভবঃ (বিরাড়ংশসমুৎপন্নঃ সন্) নৃণাং (মানবানাং) বার্ত্তাং (জীবিকাং) সমবর্ত্তয়ৎ (সম্পাদিতবান্) ॥ ৩১ ॥

মূলানুবাদ।—লোকের জীবিকা সম্পাদনের উপযোগী কৃষি প্রভৃতি ব্যবসায় এবং তদবলম্বী বৈশ্য জাতি ঐ বিরাট্ পুরুষের উরুযুগল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; যে বৈশ্যজাতি [স্বীয় ব্যবসায় গুণে] সমস্ত লোকের জীবিকা সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরটীকা।—বিশঃ কৃষ্যাদিব্যবসায়াঃ লোকস্য বৃত্তিকরীর্জীবিকাহেতবঃ তস্য বিভোরূর্ব্বোঃ প্রবৃত্তাঃ। তদুদ্ভব উরুজঃ। বার্ত্তাং জীবিকাং যঃ স্ববৃত্ত্যা সম্পাদিতবান্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ।—ধর্ম্মসিদ্ধয়ে (ধর্ম্মস্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মস্য সিদ্ধয়ে সম্যক্ সম্পাদনায়) ভগবতঃ পদ্ভ্যাং (বিরাজঃ

এতে বর্ণাঃ স্বধর্ম্মেণ যজন্তি স্বগুরুং হরিম্।
শ্রদ্ধয়াত্মবিশুদ্ধ্যর্থং যজ্জাতঃ সহ বৃত্তিভিঃ ॥৩৩ ॥

পদদ্বয়াৎ) শুশ্রূষা (সেবারূপা বৃত্তিঃ) জজ্ঞে (উৎপন্না) শূদ্রাঃ [চ] পুরা (প্রথমতঃ, বিরাজঃ তত্তদ্বা সর্ব্বত্র বর্ণসৃষ্টৌ"পুরা" ইতি যোজনীয়ং, দ্বিতীয়াদিসৃষ্টেঃ তত্তদ্ ব্রাহ্মণাদিভ্য এব নির্ব্বাহাৎ) তস্যাং (শুশ্রূষাবৃত্তৌ [অধিকারী সন্নিতি শেষঃ] জাতঃ [পদ্ভ্যামিতি পূর্ব্বত্র সম্বন্ধঃ] যদ্বৃত্ত্যা (যস্য শূদ্রস্য বৃত্ত্যা সেবারূপব্যাপারেণ হরিঃ (ভগবান্) তুষ্যতে (স্বয়মেব তুষ্টো ভবতি) ॥ ৩২ ॥

মূলানুবাদ।—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যাহাতে সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে, তজ্জন্য শ্রীভগবানের চরণ যু হইতে সেবাবৃত্তি ও তদবলম্বী শূদ্র বর্ণের প্রাথমিক সৃষ্টি হইল, যে শূদ্রজাতির সেবাবৃত্তিতে স্বয়ং ভগবা পর্য্যন্ত তুষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরটীকা।—তস্যাং নিমিত্তভূতায়াম্। যস্য বৃত্ত্যা দ্বিজশুশ্রূষয়া হরিঃ স্বয়মেব তুষ্যতি ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ।—এতে বর্ণাঃ (ব্রাহ্মণাদয়ঃ) বৃত্তিভিঃ সহ (বেদাদিস্বরূপনিজনিজজীবিকাবলম্বনৈঃ সহ যস্য (যস্মাৎ ভগবতঃ) জাতাঃ (উৎপন্নাঃ) [অত্রাপি বিরাট্পুরুষেন সহ ভগবত ঐক্যবিবক্ষা] [তে বর্ণাঃ আত্মবিশুদ্ধ্যর্থং (স্ব স্ব চিত্তশুদ্ধিসম্পাদনার্থং) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাসহকারেণ) [তথাবিধং] স্বগুরুং [স্বস্বপিতৃস্বরূ হরিং (ভগবন্তং) স্বধর্ম্মেণ (স্বস্বজাত্যাশ্রমকুলাদিবিহিতধর্ম্মানুষ্ঠানেন) যজন্তি (আরাধয়ন্তি) ॥ ৩৩ ॥

মূলানুবাদ।—ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় নিজ নিজ বৃত্তি সহ যে-ভগবান্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সে পিতৃস্বরূপ ভগবান্‌কে তাঁহারা আত্মশুদ্ধির জন্য শ্রদ্ধাসহকারে নিজ নিজ ধর্ম্মানুসারে আরাধনা করি থাকেন ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—যদ্যস্মাজ্জাতাঃ। গুরুত্বাৎ জনকত্বাৎ বৃত্তিপ্রদত্বাচ্চ হরেরারাধনং তেষাং পরো ধ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয় এবং তাঁহাদের বৃত্তি কিরূ উৎপন্ন হইয়াছে, সম্প্রতি মৈত্রেয় তাহাই বর্ণিত করিতেছেন। বিরাট্ পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রি উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন। করুণাময় শ্রীভগবান্ ঐ চাতুর্ব্বর্ণ্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহা দের নিজ নিজ বৃত্তিগুলিও স্ব স্ব স্থান হইতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের উৎপত্তিস্থান হইতে তদীয় জীবিক স্বরূপ বে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তিস্থান হইতে তদীয় জীবিক স্বরূপ রক্ষাবৃত্তি, এইরূপে সকলেরই জীবিকানির্ব্বাহের উপ সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছেন ইহার মর্ম্ম এই যে, ভগবৎশক্তিতে অনুপ্রাণিত ঐ বিরাট্ পুরু সৃষ্টি করিয়াছেন। উত্তরোত্তর সৃষ্টিবিস্তারে অন্য যতই কারণ থাকুক না কেন, শ্রীভগবানের শক্তি বা সিসৃক্ষা প্রভৃতি প্রত্যেক কার্য্যের ঈশ্বরই মূল, এই জন্য "ঈশ্বরঃ কর্ত্তা" অর্থাৎ "ঈশ্বর ইহা করিয়াছেন" এরূপ ব্যবহার সর্ব অবিসংবাদিত। যাহা হউক, এই বর্ণ ও বৃত্তি সৃষ্টির বিবরণের উপসংহারের দিকে আমাদের একটু লক্ষ্য করি বিষয় আছে। ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি বেদব্যাস কোনও নিরর্থক কথা প্রয়োগ করেন নাই। দ্বাত্রিংশৎ শ্লোকে দেখিতে শূদ্রবর্ণ ও তাহার শুশ্রূষা অর্থাৎ সেবারূপ উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াই তিনি বলিয়াছেন "যদ্বৃত্ত্যা তুষ্যতে হরি "যে সেবাবৃত্তিতে স্বয়ং ভগবান্ তুষ্ট হইয়া থাকেন"। ইহাতে আমরা এই সূচনা পাইতেছি যে ভগব সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের যেরূপ তারতম্য লইয়া বর্ণচতুষ্টয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, মূলীভূত ত্রিগুণাত্মক প্রকৃ সেই তারতম্য অনুসারেই বৃত্তিবিভাগও তাঁহারই কর্ত্তৃত্বে সৃষ্টি হইয়াছে, অথচ ভগবান্ ত কাহারও প্র পক্ষপাতী বা কাহারও প্রতি প্রতিকূলাচারী নহেন; সুতরাং গুণরূপ প্রকৃতির বশে সৃষ্ট জীব যেরূপ বি

এতৎ ক্ষত্তর্ভগবতো দৈবকর্ম্মাত্মরূপিণঃ।
কঃ শ্রদ্দধ্যাদুপাকর্ত্তুং যোগমায়াবলোদয়ম্ ॥ ৩৪ ॥
অথাপি কীর্ত্তয়াম্যঙ্গ যথামতি যথাশ্রুতম্।
কীর্ত্তিং হরেঃ স্বাং সৎকর্ত্তুং গিরমন্যাভিধাসতীম্। ॥ ৩৫ ॥

আখ্যা বা বৃত্তির অধিকারীই হউক না কেন, সে তাহার সেই আখ্যা বা বৃত্তি লইয়া থাকিলেই শ্রীভগবান্ সন্তুষ্ট থাকেন। পুত্রবাৎসল্যময় বহুদর্শী পিতা যদি পুত্রগণের যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন কার্য্যের ব্যবস্থা করেন, আর পুত্রগণ যদি তাহা মানিয়া চলেন, তবে তাহাতে পুত্রগণের উন্নতি এবং পিতার তৃপ্তি উভয়ই সাধিত হয়। বিশ্বপিতা শ্রীভগবান্ যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা সকলেরই হিতের জন্য, সুতরাং কোন বৃত্তিই জঘন্য নহে। কালস্বভাবে লোক সেবাবৃত্তিকে নিতান্ত হেয় মনে করিয়া ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিতে বা ঐ বৃত্তির অধিকারী বলিয়া নিজেকে স্বীকার করিতে যখন কুণ্ঠা বোধ করিবে, তখনই এই ভক্তিশাস্ত্রের সার শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ যদি তাহার কর্ণে প্রবেশ করে, তবে তাহারা বুঝিবে যে, সেবাধর্ম্মের উৎকর্ষ কতদূর। তাই ভগবান্ বেদব্যাস এইস্থানে অন্যান্য বৃত্তির অপেক্ষা সেবা বৃত্তির দিকেই জোর দিয়া বলিয়াছেন "যদ্বৃত্ত্যা তুষ্যতে হরিঃ।" আবার ৩৩ শ্লোকে দেখিতে পাই—"এতে বর্ণাঃ স্বধর্ম্মেন যজন্তি স্বগুরুং হরিং, শ্রদ্ধয়াত্মবিশুদ্ধ্যর্থম্" ইত্যাদি—অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় আত্মশুদ্ধির জন্য শ্রদ্ধা সহকারে স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ভগবানের আরাধনা করেন। এখানেও বুঝা যাইতেছে যে, স্বধর্ম্ম প্রতিপালনেই ভগবান্ আরাধিত হইয়া থাকেন। ভগবদ্গীতাতেও দেখিতে পাই "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" ইত্যাদি। এ সকল স্থলে স্বধর্ম্ম পদে অবশ্যই স্ব স্ব প্রকৃতির অর্থাৎ গুণের তারতম্য অনুসারে বর্ণানুযায়ী বিহিত কর্ম্মই বুঝিতে হইবে কিন্তু নিজ নিজ মতসিদ্ধ ধর্ম্ম কখনই বুঝায় না, কারণ ভগবদ্গীতার অন্যান্য বহু উপদেশের দিকে লক্ষ্য করিলেই তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। যথা—"সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ" "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" এইরূপে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতে গিয়া ভগবান্ নিজেই আবার কাহার কোন্‌টি স্বধর্ম্ম তাহা বুঝাইয়া দিতেছেন—যথা, "ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ। কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ"। তাহার পর ক্রমশঃ "ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজং" "ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজং" ইত্যাদি রূপে তিনি সকলেরই "স্বকর্ম্ম" বা "সহজ কর্ম্ম" নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। এই সকল শাস্ত্রবাক্যে যাঁহারা আস্থাবান্ এবং ভক্তির ভাব যাঁহাদের অন্তঃকরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহারা সেবাবৃত্তিটীকে কোন প্রকারে হেয় বলিতে পারিবেন না, খেয়ালের বশে তাহা বলিতে বা ভাবিতে গেলে শ্রীভগবানের অনুমোদনের উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে ॥ ৩০—৩৩ ॥

অন্বয়ঃ।—ক্ষত্তঃ! (হে বিদুর!) দৈবকর্ম্মাত্মরূপিণঃ (কালকর্ম্মস্বভাবেতিশক্তিত্রয়শালিনঃ) ভগবতঃ (শ্রীহরিঃ) যোগমায়াবলোদয়ং (যোগমায়াপ্রভাবোৎপন্নম্) এতৎ (বিরাড়্রূপম্) উপাকর্ত্তুং (সর্ব্বতোভাবেন নিরূপয়িতুং) কঃ শ্রদ্দধ্যাৎ (অভিলষেৎ ?) [তন্নিরূপণেচ্ছাপ্যশক্যা, নিরূপণন্তু সুতরামশক্যমিতি ভাবঃ] ॥৩৪॥

মূলানুবাদ।—হে বিদুর! কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের যোগমায়া প্রভাবে সমুদ্ভূত ঐ বিরাট্ পুরুষের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে কে নিরূপণ করিতে পারে? নিরূপণ করা ত দূরের কথা, তদ্বিষয়ে ইচ্ছা করাও অসাধ্য ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরটীকা।—ভোঃ ক্ষত্তঃ। দৈবকর্ম্মাত্মরূপিণঃ কালকর্ম্মস্বভাবশক্তিমতো ভগবতো যোগমায়াবলেন উজ্জৃম্ভিতমেতদ্বিরাড়রূপম্ উপাকর্ত্তুং সাকল্যেন নিরূপয়িতুং কঃ শ্রদ্দধ্যাৎ ইচ্ছেৎ? ইচ্ছাপ্যশক্যা, নিরূপণন্তু দূরত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

একান্তলাভং বচসো নু পুংসাং সুশ্লোকমৌলের্গুণবাদমাহুঃ।
শ্রুতেশ্চ বিদ্বদ্ভিরুপাকৃতায়াং কথাসুধায়ামুপসংপ্রয়োগম্ ॥ ৩৬ ॥
আত্মনোঽবসিতো বৎস! মহিমা কবিনাদিনা।
সংবৎসরসহস্রান্তে ধিয়া যোগবিপক্কয়া ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ (হে বিদুর!) অথাপি (সাকল্যেন নিরূপয়িতুমসামর্থ্যেঽপি) অন্যাভিধাসতীম্ (অ ভিধা কৃষ্ণকথাভিন্নাভিধানং, তয়া অসতীং কলুষিতাং) স্বাং গিরং (স্বকীয়াং বাচং) সংকর্ত্তুং (পবিত্রীকর্ত্তুং যথাশ্রুতং (গুরূপদেশশ্রবণানুসারেণ) যথামতি (স্বকীয়বুদ্ধ্যনুসারেণ চ) হরেঃ কীর্ত্তিং (বিরাট্‌সৃষ্ট্যাদিকথা কীর্ত্তয়ামি (কথয়ামি) ॥ ৩৫ ॥

মূলানুবাদ।—হে বিদুর! তথাপি হরিকথা ভিন্ন অন্য কথা উচ্চারণে আমার বাক্‌শক্তি কলু হইয়াছে বলিয়া তাহাকে পবিত্র করিবার জন্য আমি নিজের জ্ঞান অনুসারে ও গুরুজনের নিকট যে শুনিয়াছি তদনুসারে শ্রীহরির ঐ সকল বিরাট্‌সৃষ্ট্যাদি কীর্ত্তি বর্ণনা করিতেছি ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—অঙ্গ বিদুর! অথাপি হরেঃ কীর্ত্তিং কীর্ত্তয়ামি। যথাশ্রুতং গুরুমুখাৎ। তদপি সর্ব্বাত্মনা কিন্তু যথামতি স্বমত্যনুসারেণ। অন্যাভিধা হরিব্যতিরিক্তার্থাভিধানং, তয়া অসতীং মলিনাং স্বীয় বাচং সংকর্ত্তুং পবিত্রীকর্ত্তুম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ।—সুশ্লোকমৌলেঃ (সুশ্লোকানাং পুণ্যকীর্ত্তিনাং মৌলিঃ শ্রেষ্ঠঃ তস্য ভগবত ইতি যাবৎ গুণবাদং (গুণকীর্ত্তনং) পুংসাং বচসঃ (লোকানাং বাক্যস্য) একান্তলাভং নু (অত্যন্তলাভমেব) (বদন্তি) [পণ্ডিতা ইতি শেষঃ] বিদ্বদ্ভিঃ (জ্ঞানিভিঃ) উপাকৃতায়াং (কীর্ত্তিতায়াং) কথাসুধায় (কৃষ্ণকথামৃতে) শ্রুতেঃ (শ্রবণেন্দ্রিয়স্য) উপসংপ্রয়োগং চ (সম্যগর্পণঞ্চ) [একান্তলাভমাহুরিতি পূর্ব্ব সম্বন্ধঃ] ॥ ৩৬ ॥

মূলানুবাদ।—পুণ্যকীর্ত্তিদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীগোবিন্দের গুণকীর্ত্তন করা লোকের বাক্‌শক্তি পক্ষে, আর সাধুজনবর্ণিত অমৃততুল্য ভগবৎকথায় কর্ণ সমর্পণ করা শ্রবণেন্দ্রিয়ের পক্ষে একান্ত লাভজনক বলি পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—অজ্ঞাত্বাপি যথামতি কীর্ত্তনে শ্রবণে বা আবশ্যকং কৈবল্যমিত্যাহ। একান্ত লাভং নু নিশ্চিতমাহুঃ। শ্রুতেঃ শ্রোত্রস্য। উপাকৃতায়াং নিরূপিতায়াম্। উপসম্প্রয়োগং সন্নিধাবর্পণম্॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মৈত্রেয়মুনি বিদুরের নিকট বিস্তারিতরূপে বিরাট্‌পুরুষের সৃষ্টি এবং তাঁহা হইতে ত্রিলোক ও চাতুর্ব্বর্ণ্যাদি সৃষ্টি বর্ণনা করিয়াও তদীয় মাহাত্ম্যাতিশয় সূচনার জন্য বলিতেছেন—হে বিদু অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের যোগমায়াবলে যে বিরাট্ পুরুষের সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার স্বরূপ সম্য রূপে বর্ণনা করা কাহারও সধ্যায়ত্ত নহে, তবে যে আমি তাঁহার স্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছি, ইহা কেব ভগবদ্‌গুণানুবাদে আমার বাক্‌শক্তিকে পবিত্র করিবার জন্য। শ্রীভগবান্ বা তাঁহার সৃষ্ট বিরাট্ পুরুষের মহি সম্যক্ অবগত হইতে না পারিলেও তৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারাও পারমার্থিক পথে যথেষ্ট লাভ হওয়া যায়, ইহা বিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন। অতএব হে বিদুর! আমি যাহা বর্ণনা করিতেছি, তাহা ভগব ও তদীয় বিরাট্ পুরুষের মহিমা প্রকাশে যথেষ্ট না হইলেও কিংবা আমার বর্ণনা শুনিয়া তাঁহাদের স তোমার সম্যক্ ধারণা না জন্মিলেও তোমরা আমার এই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ব্যাপারকে বৃথা শ্রম বলিয়া করিও না ॥ ৩৪—৩৬ ॥

অতো ভাগবতী মায়া মায়িনামপি মোহিনী।
যৎ স্বয়ঞ্চাত্মবর্ত্মাত্মা ন বেদ কিমুতাপরে ॥ ৩৮ ॥
যতোঽপ্রাপ্য ন্যবর্ত্তন্ত বাচশ্চ মনসা সহ।
অহঞ্চান্য ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
তৃতীয়স্কন্ধে বিদুর-মৈত্রেয়সংবাদে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।—বৎস (বিদুর)! আদিনা কবিনা (ব্রহ্মণা) সংবৎসরসহস্রান্তে (সহস্রবর্ষপর্য্যন্তধ্যানাবসানেঽপি) যোগর্দ্ধিপক্কয়া (পরিণতযোগসম্পদা) ধিয়া (বুদ্ধা) আত্মনঃ (পরমেশ্বরস্য) মহিমা (অচিন্ত্যৈশ্বর্যাদিরূপঃ) অবসিতঃ (সম্পূর্ণমবধারিতঃ কিম্? অপিতু নৈবেত্যর্থঃ) ॥ ৩৭ ॥

মূলানুবাদ।—আদি কবি ব্রহ্মা সহস্রবৎসর ব্যাপী সমাধির ফলে পরিপক্ক যোগশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিতেও কি শ্রীভগবানের অচিন্তনীয় মহিমা সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন? ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—ন চাতীবজ্ঞানে নির্ব্বন্ধঃ কর্ত্তব্যো ব্রহ্মণোঽপি দুর্জ্জেয়ত্বাদিত্যাহ। আত্মনো হরের্মহিমা যোগবিপক্কয়াপি সংবৎসরসহস্রান্তেঽপি আদিকবিনা ব্রহ্মণাপি কিমবসিতঃ কিং জ্ঞাত ইতি কাকুক্ত্যা এতাবানিতি ন জ্ঞাত এবেত্যুক্তম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ।—যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) আত্মা (পরমাত্মরূপঃ শ্রীহরিঃ) স্বয়ঞ্চ (স্বয়মপি) আত্মবর্ত্ম (আত্মন নিজস্য বর্ত্ম মাহাত্ম্যপ্রসারং) ন বেদ (ন জানাতি) অপরে কিমুত? (অপরেতু নৈব জ্ঞাতুং শক্নুবন্তীতি ভাবঃ) অতঃ ভাগবতী মায়া (ভগবৎসম্বন্ধিনী মায়াশক্তিঃ) মায়িনামপি (মায়াধিষ্ঠানকারিণামপি) মোহিনী (যথার্থধী-তিরোধায়িনী) [ভবতীতি শেষঃ] ॥ ৩৮ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবানের মায়াশক্তি মায়ার অধিষ্ঠাত্রীগণেরও মোহ উৎপন্ন করে; যেহেতু ভগবান্ নিজের মহিমা নিজেই সম্পূর্ণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, অতএব অপরে আর কিরূপে বুঝিবে? ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরটীকা।—যদ্‌যস্মাৎ স্বয়মপি আত্মা হরিঃ আত্মবর্ত্ম স্বমায়াগতিম্ এতাবদিতি ন বেদ, অনন্তত্বাৎ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ।—মনসা সহ বাচঃ (মনো বাক্যানি চ ইত্যর্থঃ) অহং (অহঙ্কারাধিষ্ঠাতা রুদ্রঃ) ইমে দেবাঃ (ইন্দ্রিয়াদ্যধিষ্ঠাতারো দিগ্‌বাতাদয়ঃ) অন্যে চ অপ্রাপ্য (নামরূপচরিতাদীনাং মাধুর্য্যস্যান্তমপ্রাপ্য ইত্যর্থঃ) যতঃ (যস্য ভগবতঃ সকাশাৎ) ন্যবর্ত্তন্ত (দুর্জ্জেয়মহিমত্বাৎ প্রতিহতা অভবন্) তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

মূলানুবাদ।—বাক্য, মন, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়বর্গের অধিদেবতাগণ এবং অন্যান্য অনেক ব্যক্তিও যাঁহাকে জানিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়া তদীয় নাম-রূপ-লীলাদির অন্ত না পাইয়া পরাঙ্মুখ হইয়াছেন অর্থাৎ সকল তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন নাই, সেই ভগবান্‌কে নমস্কার করি ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

শ্রীধরটীকা।—অতো দুর্জ্জেয়ত্বাৎ কেবলং নমস্করোতি যত ইতি। যস্য জ্ঞানায় প্রবৃত্তা বাচোঽপি

মনসা সহ তমপ্রাপ্যৈব ন্যবর্ত্তন্ত, দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ। ন কেবলং বাঙ্মনসে, অহম্ অহঙ্কারাধিষ্ঠাতা রুদ্রোঽপি। ই
ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারো দেবা অপি, অন্যে চ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থ দীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—বিদুর হয়ত মনে ভাবিতে পারেন যে, শ্রীভগবানের সম্পূর্ণ তথ্যই কা অবগত হইতে না পারিলাম, তবে আমার এত পর্য্যটন, এই সদ্গুরুর সাক্ষাৎ প্রাপ্তি ও এতআ লোচনা সর্ব ত বিফল হইল। ইহা বুঝিয়া মৈত্রেয় তাঁহাকে আশ্বাস দিতেছেন, হে বিদুর ! শ্রীভগবান নিজ মায়াশক্তিপ্রভা এমনই মোহ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার স্বরূপ অবগত হওয়া সকলের পক্ষে দুঃসাধ্য স্বয়ং ব্রহ্মা সহস্র বৎসর ধ্যান করিয়াও-সম্পূর্ণরূপে যাঁহাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন নাই, যিনি "অবা মনসগোচর" অর্থাৎ যাঁহার স্বরূপ ভষায় প্রকাশ করা যায় না, মনে ধারণা করা যায় না, ইন্দ্রিয় ও অহঙ্কারে অধিদেবতাগণ পর্য্যন্ত যাঁহার স্বরূপ সম্পূর্ণ বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহাকে পূর্ণভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা ব বুঝিতে না পারায় দুঃখিত হওয়া বাতুলতা মাত্র। সুতরাং হে বিদুর ব্যাকুল হইও না, আইস, আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি, প্রাণের সমস্ত আবেগ লইয়া তাঁহারই শ্রীচরণে লুটাইয়া পড়ি ॥ ৩৭—৩৯ ॥

ইতি শ্রীধামশান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং শ্রীতারানা শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিনীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং তৃতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশুক উবাচ।

এবং ব্রুবাণং মৈত্রেয়ং দ্বৈপায়নসুতো বুধঃ।
প্রীণয়ন্নিব ভারত্যা বিতুরঃ প্রত্যভাষত ॥ ১ ॥

শ্রীবিতুর উবাচ।

ব্রহ্মন্ কথং ভগবতশ্চিন্মাত্রস্যাবিকারিণঃ।
লীলয়া বাপি যুজ্যেরন্ নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২॥

অন্বয়ঃ।—দ্বৈপায়নসুতঃ (ব্যাসদেববীর্য্যোৎপন্নঃ) বুধঃ (প্রাজ্ঞঃ) বিতুরঃ এবং ব্রুবাণং (পুর্ব্বোক্তবাক্যবাদিনং) মৈত্রেয়ং ভারত্যা (প্রার্থনাদিবাক্যেন) প্রীণয়ন্নিব (সন্তোষয়ন্নিব, ইবেতি বাক্যালঙ্কারে) প্রত্যভযত (পুনঃ কথিতবান্) ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—মৈত্রেয় মুনি ঐ সকল কথা বলিলে ব্যাসদেবের পুত্র মহাপ্রাজ্ঞ বিতুর বাক্যমাধুর্য্যে তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা—

সপ্তমে সংশয়চ্ছেদি প্রতিনন্দ্য মুনের্বচঃ। পুনঃ ক্ষত্রা কৃতা নানা প্রশ্নাঃ সম্যগুদীরিতাঃ ॥

"অথ তে ভগবল্লীলাযোগমায়োপবৃংহিতা" ইত্যাদিনা মায়াগুণৈর্লীলয়া ভগবান্ সৃষ্ট্যাদি করোতীত্যেবং ব্রুবাণং মৈত্রেয়ং ভারত্যা প্রার্থনরূপয়া প্রীণয়ন্নিবেতি অভিপ্রায়াজ্ঞানেনাক্ষেপাৎ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মন্! (হে মৈত্রেয়!) চিন্মাত্রস্য (চৈতন্যমাত্রস্বরূপস্য) অবিকারিণঃ (বিকাররহিতস্য) নির্গুণস্য (সত্বাদিগুণত্রয়াতীতস্য) ভগবতঃ লীলয়া অপি বা গুণাঃ ক্রিয়াঃ [চ] কথং যুজ্যেরন্ (কেন প্রকারেণ সঙ্গতা ভবেয়ুঃ) ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ।—বিতুর কহিলেন—হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ নির্গুণ, নির্বিকার, শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ; সুতরাং তাঁহাতে লীলাবশতঃই বা গুণবত্তা ও ক্রিয়াশীলতা কিরূপে সঙ্গত হয় ॥ ২ ॥

শ্রীধরটীকা।—নির্বিকারস্য ক্রিয়াঃ নির্গুণস্য গুণাঃ কথম্? লীলয়েত্যুক্তিঃ প্রয়োজনাভাবং পরিহরতি, ন বস্তুবিরোধমিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীভগবান্ নিজ মায়াশক্তি প্রভাবে লীলা বশতঃ জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি সকল কার্য্য সম্পাদিত করেন, ইহা পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে; তাহার মধ্যে যে সকল সন্দেহ উদিত হইতে পারে, তাহা ও তাহার সমাধান বিতুর ও মৈত্রেয়ের প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গেই শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বুঝাইবেন, এজন্য

ক্রীড়ায়ামুদ্যমোঽর্ভস্য কামশ্চিক্রীড়িষান্যতঃ।
স্বতস্তৃপ্তস্য চ কথং নিবৃত্তস্য সদান্যতঃ ॥ ৩ ॥
অস্রাক্ষীদ্ভগবান্ বিশ্বং গুণময্যাত্মমায়য়া।
তয়া সংস্থাপয়ত্যেতদ্ভূয়ঃ প্রত্যপিধাস্যতি ॥ ৪ ॥
দেশতঃ কালতো যোঽসাববস্থাতঃ স্বতোঽন্যতঃ।
অবিলুপ্তাববোধাত্মা স যুজ্যেতাজয়া কথম্ ॥ ৫ ॥

আবার তিনি প্রথমতঃ বিদুরের প্রশ্নবাক্য উল্লেখ করিতেছেন। বিদুর মৈত্রেয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মুনিবর! "সচ্চিদানন্দাত্মকং ব্রহ্ম" "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যে যে ভগবান্‌কে নিষ্ক্রিয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়, তাঁহার আবার সত্ত্বাদি গুণ ও তদধীন সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া কেমন করিয়া বুঝিব? এস্থলে বেদান্তাদি দর্শনের মতে শ্রীভগবানের নিগু র্ণত্ব অর্থে সর্ব্বপ্রকার গুণরাহিত্য, আর নিষ্ক্রিয়ত্ব অর্থে সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ারাহিত্য এই যথাশ্রুত অর্থই গ্রাহ্য; ভক্তিশাস্ত্র বা বৈষ্ণবশাস্ত্রানুসারে সেরূপ অর্থগ্রহ সম্ভবপর নহে, কারণ বৈষ্ণবমতে নিত্যধাম শ্রীবৈকুণ্ঠলোকাদিতে শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ নিত্য-বিরাজিত, ইহা গোপাল তাপনীয় উপনিষৎ প্রভৃতিতে জানিতে পারা যায়। বিগ্রহ থাকিলেই তাহাতে গু এবং ক্রিয়া আছে, অতএব "নিগু র্ণস্য" "চিন্মাত্রস্য" প্রভৃতির অর্থ একটু অন্য রকমে বুঝিতে হইবে। শ্রীধরস্বামিপাদ দার্শনিক ভাবের অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে 'চিৎ' শব্দের অর্থ স্বরূপশক্তি; সুতরাং 'চিন্মাত্র' শব্দে এই বুঝিতে হইবে যে, মাত্র স্বরূপশক্তিতে অবস্থানই তাঁহার নিত্যভাব, আর বৈকুণ্ঠাদি নিত্যধামগত তত্ত ঐশ্বর্য্যাদিগুণ তাঁহাতে থাকিলেও সাধারণ ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি লৌকিক গুণ বা ক্রিয়া তাঁহাতে নাই ইহাই নিগু র্ণত্ব বা নিষ্ক্রিয়ত্ব; "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ' এই শ্রুতিবাক্যেরও ঐরূপ তাৎপর্য্যই বুঝিতে হইবে ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।—অর্ভস্য (শিশোঃ) ক্রীড়ায়াম্ উদ্যমঃ (প্রবৃত্তিজনকঃ) কামঃ (অভিলাষ) [অস্তীতি শেষঃ] অন্যতঃ (বালকান্তর প্রবর্ত্তনাদিনা) চিক্রীড়িষা (ক্রীড়নেচ্ছা) [ভবতীতি শেষঃ] [কিন্তু] স্বতস্তৃপ্তস্য (নিত্যতৃপ্তিশালিনঃ) সদা অন্যতঃ নিবৃত্তস্য (অসঙ্গদ্বিতীয়স্বরূপস্য ভগবতস্তু) কথং (কামঃ চিক্রীড়িষা বা সম্ভবেৎ ?) ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ।—বালকদের যে ক্রীড়াদিতে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহার মূলে তাহাদের ইচ্ছা বা অন্য বালকের প্রেরণা বিদ্যমান থাকে; কিন্তু ভগবান্ ত নিত্যই তৃপ্ত-স্বভাব, এবং অদ্বিতীয়স্বরূপ, সুতরাং তাঁহার কামনা বা অন্যের প্রেরণা কিরূপে সম্ভবপর ? ॥ ৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—অর্ভকবল্লীলাপি ন যুজ্যতে বৈষম্যাদিত্যাহ। উদ্যময়তি প্রবর্ত্তয়তীত্যুদ্যমঃ, অর্ভকস্য ক্রীড়ায়াং প্রবৃত্তিহেতুঃ কামোঽস্তি। অন্যতস্তু বস্ত্বন্তরেণ বালান্তরপ্রবর্ত্তনেন বা তস্য ক্রীড়েচ্ছা ভবতি। ঈশ্বরস্য তু স্বতস্তৃপ্তস্য কথং কামঃ, অন্যতঃ সদা নিবৃত্তস্য চ অসঙ্গাদ্বিতীয়স্য কথমন্যতশ্চিক্রীড়িষেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।—ভগবান্ গুণময্যা আত্মমায়য়া (জীবস্য কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদ্যভিমানজনিকয়া স্বমায়য়া) বিশ্বং (জগৎ) অস্রাক্ষীৎ (উৎপাদিতবান্) তয়া (গুণময্যা মায়য়া) এতৎ (বিশ্বং) সংস্থাপয়তি (পালয়তি ভূয়ঃ (পুনঃ) প্রত্যপিধাস্যতি (প্রতিলোমক্রমেণ তিরোহিতং করিষ্যতি) [এবমপি বক্তুং ন শক্যং যতঃ— যোঽসৌ (ভগবান্) দেশতঃ কালতঃ অবস্থাতঃ স্বতঃ অন্যতঃ (সর্ব্বতোভাবেন ইত্যর্থঃ) অবিলুপ্তাববোধাত্মা

ভগবানেক এবৈষ সর্ব্বক্ষেত্রেষ্ববস্থিতঃ।
অমুষ্য দুর্ভগত্বং বা ক্লেশো বা কর্ম্মভিঃ কুতঃ ॥ ৬ ॥
এতস্মিন্ মে মনো বিদ্বন্ খিদ্যতেঽজ্ঞানসঙ্কটে।
তন্নঃ পরাণুদ বিভো কশ্মলং মানসং মহৎ ॥ ৭ ॥

(অবিকলজ্ঞানাশ্রয়ঃ) সঃ (ভগবান্) কথং (কেন হেতুনা) অজয়া (অবিদ্যয়া) যুজ্যেত ? (আক্রান্তো ভবেৎ ?) ॥ ৪।৫ ॥

মূলানুবাদ।—জীবের কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি মোহজনক মায়ায় বশীভূত হইয়াই যে শ্রীভগবান্ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন—ইহাও সিদ্ধান্ত করা যায় না; কারণ দেশ, কাল, অবস্থা বা আপনা হইতে অথবা অন্য কোনও কারণ হইতেই যাঁহার জ্ঞান বিলুপ্ত হয় না, সেই শ্রীভগবান্ অবিদ্যা কর্ত্তৃক বশীকৃত হইবেন কিরূপে ? ॥ ৪।৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—যচ্চোক্তং "স্মরন্ বিশ্বসৃজামীশো বিজ্ঞাপিতমধোক্ষজ" ইত্যাদিনা অবিদ্যোপাধের্জীবস্য ভোগার্থমীশ্বরঃ সৃষ্ট্যাদি করোতীতি তদপ্যাক্ষেপ্তুমনুবদতি অস্রাক্ষীদিতি। গুণময্যা আত্মনো জীবস্য কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিমোহোৎপাদিকা যা মায়া তয়া সৃষ্টবান্। তদুক্তং প্রথমে—"যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যত" ইত্যাদিনা, অত্র চ—"অতো ভাগবতী মায়া মায়িনামপি মোহিনী"তি। সংস্থাপয়তি পালয়তি। প্রত্যপিধাস্যতি প্রাতিলোম্যেন তিরোহিতং করিষ্যতি। আত্মন্ প্রত্যভিধাস্যতীতি পাঠান্তরে প্রাতিলোম্যেনাত্মনি অভিতো ধারয়িষ্যতি। এতচ্চ জীবস্যাবিদ্যাশ্রয়ত্বে ঘটেত, ন তু তৎ সম্ভবতীত্যাহ দেশত ইতি॥ যোঽসৌ দেশাদিভিরবিলুপ্তাববোধ আত্মা জীবঃ, ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ, স কথমজয়া অবিদ্যয়া যুজ্যেত ? তত্র দেশতো দীপপ্রভায়া ইব লোপো নাস্তি সর্ব্বগতত্বাৎ। ন কালতো বিদ্যুত ইব নিত্যত্বাৎ। নাবস্থাতঃ স্মৃতিবৎ অবিক্রিয়ত্বাৎ। ন স্বতঃ স্বপ্নবৎ সত্যত্বাৎ। নান্যতঃ ঘটাদিবৎ অদ্বিতীয়ত্বাৎ। এবমেতৈর্যস্য বোধো ন লুপ্যতে স কথমজয়া যুজ্যেত ? অজা চাত্রাবিদ্যৈব ন মায়া, তস্যা অববোধেন বিরোধাভাবাৎ ॥ ৪।৫ ॥

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বক্ষেত্রেষু (মনুষ্যাদিসর্ব্বদেহেষু) একঃ ভগবানেব এষঃ (জীবভাবাপন্নঃ) অবস্থিতঃ (জীবানামপি চিদ্রূপতয়া ভগবদ্ব্যতিরিক্তত্বাভাবাৎ ইতি ভাবঃ) [তথাচ] অমুষ্য (জীবস্য) কর্ম্মভিঃ দুর্ভগত্বম্ (আনন্দবিচ্যুতিঃ) ক্লেশো বা (দুঃখপ্রাপ্তির্বা) কুতঃ ? ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ।—এক ভগবান্ই মনুষ্যাদি সর্ব্বদেহে জীবরূপে অবস্থান করেন, সুতরাং ঐ জীবেরই বা কর্ম্ম দ্বারা সুখহানি বা দুঃখপ্রাপ্তি হয় কেন ? ॥ ৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ ব্রহ্মরূপত্বাদেব জীবস্য সংসারোঽপি ন ঘটত ইত্যাক্ষিপতি। সর্ব্বক্ষেত্রেষ্ববস্থিতো ভোক্তাপি বস্তুতো ভগবানেব। চিদ্রূপত্বেন তদ্ব্যতিরেকাভাবাৎ। এবঞ্চ সতি অমুষ্য জীবস্য দুর্ভগত্বম্ আনন্দাদিভ্রংশঃ, কর্ম্মভির্হেতুভূতৈঃ ক্লেশো বা কুতঃ ? কর্ম্মসম্বন্ধাভাবাৎ। অন্যথা ঈশ্বরস্যাপি তৎপ্রসঙ্গঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।–বিদ্বন্ (হে জ্ঞানিন্ !) এতস্মিন্ অজ্ঞানসঙ্কটে মে (মম) মনঃ খিদ্যতে (কাতরং ভবতি) বিভো ! (হে প্রভো !) তৎ (তস্মাদ্ধেতোঃ) নঃ (অস্মাকং, মম ইতি তাৎপর্য্যম্ অস্মদোর্দ্বয়োশ্চেত্যাত্মনুশাসনাৎ একত্বপ্রাপ্তাবপি বহুবচনম্) মানসং (মনোগতং) মহৎ কশ্মলং (বিপুলং মোহং) পরাণুদ (দূরীকুরু) ॥ ৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ ।

স ইত্থং চোদিতঃ ক্ষত্ত্রা তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা মুনিঃ ।
প্রত্যাহ ভগবচ্চিত্তঃ স্ময়ন্নিব গতস্ময়ঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুধ্যতে ।
ঈশ্বরস্য বিমুক্তস্য কার্পণ্যমুত বন্ধনম্ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ।—হে জ্ঞানিন্! এই সকল অজ্ঞানসঙ্কটে পড়িয়া আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, অতএব হে প্রভো! আমার মনোগত প্রবল মোহ আপনি দূরীভূত করুন ॥ ৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—অজ্ঞানমেব সঙ্কটং দুর্গং তস্মিন্। তন্মানসং কশ্মলং মোহং পরাণুদ অপাকুরু ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।—শ্রীশুক উবাচ—ভগবচ্চিত্তঃ (ঈশ্বরানুরক্তঃ) গতস্ময়ঃ (নিরভিমানঃ) স মুনিঃ (মৈত্রেয়ঃ) তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা (ভগবদ্রহস্যজ্ঞানাভিলাষিনা) ক্ষত্ত্রা (বিদুরেণ) ইত্থং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) চোদিতঃ (জিজ্ঞাসিতঃ সন্) স্ময়ন্নিব (বিস্ময়ং প্রকাশয়ন্নিব) প্রত্যাহ (প্রত্যুত্তরং দত্তবান্) ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—নিরভিমান ভগবৎপরায়ণ মৈত্রেয়মুনি তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষী বিদুরের ঐরূপ প্রশ্নে কিছু বিস্মিত হইয়া প্রত্যুত্তর দিলেন ॥ ৮ ॥

শ্রীধরটীকা।—চোদিতঃ আক্ষিপ্তঃ। স্ময়ন্নিব বিস্ময়মাবিষ্কুর্ব্বন্নিব। বস্তুতস্তু গতস্ময়ঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবতঃ (অচিন্ত্যস্বরূপশক্তেঃ) সা ইয়ং মায়া (বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকং যয়া ভবতি ইয়মসৌ মায়া এব) যৎ (যা মায়া) নয়েন (তর্কেণ) বিরুধ্যতে (তর্কবিরুদ্ধা অবিতর্ক্যস্বরূপা ইতি যাবৎ) [অবিতর্ক্যত্বমেব দর্শয়ন্ সমাধাতি ঈশ্বরস্যেত্যাদি ; অত্রাপি যদিতি সম্বধ্যতে, তথা চ যয়া মায়য়া] ঈশ্বরস্য (স্বরূপজ্ঞানানন্দানুভবসমর্থস্যাপি জীবস্য) কার্পণ্যং (সুখহান্যাদিকং) বন্ধনম্ উত (দুঃখাধিগমাদিকঞ্চ) [ভবতীতি শেষঃ] ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ।—মৈত্রেয় বলিলেন -শ্রীভগবানের মায়ার স্বরূপই এই যে, তাহা তর্কের অগোচর, জীব জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি শক্তি সম্পন্ন হইয়াও ঐ মায়ার প্রভাবেই কার্পণ্য অর্থাৎ সুখবিচ্যুতি, আর বন্ধন অর্থাৎ দুঃখ সম্পর্ক ভোগ করিতে বাধ্য হয় ॥ ৯ ॥

শ্রীধরটীকা।—ভগবতোঽচিন্ত্যশক্তেরীশ্বরস্য সেয়ং মায়া নয়েন তর্কেন বিরুধ্যত ইতি যৎ। তর্কবিরোধমেবানুবদতি বিমুক্তস্যৈব পুংসোঽবিদ্যয়া বন্ধনং কার্পণ্যঞ্চেতি ॥ ৯ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে মৈত্রেয়মুনি বিদুরকে যতদূর বুঝাইয়াছেন, তাহাতে বিদুর তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া লইতে পারেন নাই, এজন্য তিনি আবার কতিপয় প্রশ্ন করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এখন তাঁহার জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, অতৃপ্তবাসনা থাকিলে কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, কিম্বা অন্য কেহ বাধ্য করিয়া করাইলে তাহাতেও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়, কিন্তু শ্রীভগবান্ ত সচ্চিদানন্দময় পূর্ণতৃপ্ত ; সুতরাং প্রথম কারণটী তাঁহাতে নাই, তবে অন্যের প্রেরণায় বাধ্য হইয়া করা, তাহারও সম্ভব দেখি না, কারণ তিনি ত অদ্বিতীয় একাকীমাত্র ; যদি তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকে অন্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহাতেই বা সামঞ্জস্য হয় কিরূপে? কারণ শ্রীভগবান্ সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ জ্ঞানশক্তিশালী ; সুতরাং সত্ত্বপ্রধান মায়ার সংস্রব তাঁহাতে প্রতীয়মান হইলেও

যদর্থেন বিনামুষ্য পুংস আত্মবিপর্য্যয়ঃ।
প্রতীয়তে উপদ্রষ্টুঃ স্বশিরশ্ছেদনাদিকঃ ॥ ১০ ॥
যথা জলে চন্দ্রমসঃ কম্পাদিস্তৎকৃতো গুণঃ।
দৃশ্যতেঽসন্নপি দ্রষ্টুরাত্মনোঽনাত্মনো গুণঃ ॥ ১১ ॥

অবিদ্যার অর্থাৎ রাজসিক ও তামসিক ভাবের সৃষ্টিসংহারাদি ব্যাপার তাঁহাতে কিরূপে উৎপন্ন হইবে, এবং এক ঈশ্বরই যখন সর্ব্বভূতে জীবরূপে বিরাজ করিতেছেন, সুতরাং জীবেরই বা সুখনাশ, দুঃখপ্রাপ্তি প্রভৃতি কিরূপে সংঘটিত হয়? হে প্রভো! এই সকল তথ্য বুঝিতে না পারায় আমি বড়ই ব্যাকুল হইয়াছি। ইহা বুঝাইয়া দিয়া আমার মনোগত মোহ বিদূরিত করুন। বিদুরের এইরূপ প্রার্থনায় মৈত্রেয় মুনি আবার উত্তর দিলেন—হে বিদুর! আমি ত বলিয়াছি সকলই মায়ার কার্য্য, আর মায়ার স্বরূপই এইরূপ যে, তাহাকে ধারণা করা যায় না। শ্রীভগবানের এই মায়াশক্তির প্রভাবেই জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার সম্পাদিত হয় এবং জীবের দুঃখশোকাদি অনুভূত হইয়া থাকে ॥ ৩—৯

অন্বয়ঃ।—যৎ (যথা) উপদ্রষ্টুঃ (স্বপ্নসাক্ষিণঃ) অমুষ্য পুংসঃ (লোকস্য) অর্থেন বিনা (বস্তুগত্যা বিষয়স্য অসত্ত্বেঽপি) আত্মবিপর্য্যয়ঃ (আত্মনো মিথ্যাজ্ঞানপূর্ব্বক এব) স্বশিরশ্ছেদনাদিকঃ প্রতীয়তে. [তদ্বৎ] ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ।—স্বপ্নদর্শনকারী ব্যক্তির শিরোশ্ছেদাদিরূপ বিষয় প্রকৃতপক্ষে সংঘটিত হয় না, অথচ তাহা যেমন অজ্ঞানবশতঃ অনুভূত হইয়া থাকে, (সেইরূপ আমার) সুখদুঃখাদি বিষয়গুলি মিথ্যা হইলেও মায়ার প্রভাবেই তাহা সত্যরূপে অনুভূত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

শ্রীধরটীকা।—অত্রোদাহরণমাহ। যদ্‌যথা অর্থেন শিরশ্ছেদাদিনা বিনাপি উপদ্রষ্টুঃ স্বপ্নসাক্ষিণঃ মমেদং শিরশ্ছিন্নমিত্যাত্মবিপর্য্যয়ঃ কেবলং মৃষৈব প্রতীয়তে, তদ্বৎ। ১০ ॥

অন্বয়ঃ।—যথা জলে (জলমধ্যে) [প্রতিবিম্বিতস্য ইতি যাবৎ] চন্দ্রমসঃ (চন্দ্রস্য) তৎকৃতঃ (জলোপাধিকৃতঃ) কম্পাদিঃ গুণঃ অসন্নপি (চন্দ্রে অবর্ত্তমানঃ অপি) দৃশ্যতে (অনুভূয়তে সর্ব্বৈরস্মাভিঃ) [তথা] অনাত্মনঃ (দেহাদেঃ) গুণঃ দ্রষ্টুরাত্মনঃ (জীবস্য) [অসন্নপি দৃশ্যতে ইতি বোধ্যম্] ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ।—চন্দ্র জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত হইলে জলগত কম্পাদি ঐ চন্দ্রে অসত্য হইলেও তাহা যেমন সত্যরূপে অনুভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ দেহাদি ধর্ম্মবন্ধ প্রভৃতি জীবে অসত্য হইলেও তাহারই ধর্ম্ম বলিয়া মনে হয় ॥ ১১ ॥

শ্রীধরটীকা।—নন্থ তর্হি ঈশ্বরস্যাপি কিং ন প্রতীয়েত? তত্রাহ। যথা জলে প্রতিবিম্বস্যৈব চন্দ্রমসো জলোপাধিকৃতঃ কম্পাদিধর্ম্মো দৃশ্যতে, ন ত্বাকাশে স্থিতস্য, তথানাত্মনো দেহাদের্ধর্ম্মোঽসন্নপি তদভিমানিনো দ্রষ্টুরাত্মনো জীবস্যৈব, নত্বীশ্বরস্যেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—"অমুষ্য দুর্ভগত্বং বা ক্লেশো বা কর্ম্মভিঃ কুতঃ" "জীবগণের সুখহানি বা দুঃখপ্রাপ্তি কেন হয়" বিদুরের এই প্রশ্নের উত্তরে মৈত্রেয়মুনি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক বুঝাইয়া বলিতেছেন,—কোনও লোক স্বপ্নে দেখিল—তাহার শিরচ্ছেদন হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তখন ত সেই শিরশ্ছেদন হয় নাই, এবং নিজের শিরশ্ছেদন কোন সময়েই কাহারও পক্ষে অনুভূত হওয়া সম্ভবপর নহে, অথচ তাহা স্বপ্নে দেখা যায়। সুতরাং বুঝিতে হইবে—উহা এক রকমের মোহ, অর্থাৎ ভ্রান্ত অনুভূতি। ঐরূপ অনুভূতির মূল ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি

স বৈ নিবৃত্তিধর্ম্মেণ বাসুদেবানুকম্পয়া।
ভগবদ্ভক্তিযোগেন তিরোধত্তে শনৈরিহ ॥ ১২ ॥
যদেন্দ্রিয়োপরামোঽথ দ্রষ্টাত্মনি পরে হরৌ।
বিলীয়ন্তে তদা ক্লেশাঃ সংসুপ্তস্যেব কৃৎস্নশঃ ॥ ১৩ ॥

বা প্রাকৃতিক গুণবৈষম্য ; ঐ প্রকৃতি বা গুণ শ্রীভগবানেরই বহিরঙ্গা মায়াশক্তি, "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মা দুরত্যয়া" (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)। এই মায়ার মহিমায় যেমন ঐরূপ স্বপ্নাদিকালীন প্রতীতি জন্মে, সেইরূপ দুঃ মোহ-বন্ধনাদি বিষয় বাস্তবিক পক্ষে জীবাত্মায় থাকে না বটে, কিন্তু মায়ার প্রভাবে জীবকে দুঃখে দুঃখী, সুখে সু বা মায়ায় বদ্ধ বলিয়া প্রতীতি হয়। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে এক ভগবান্‌ই যখন সর্ব্বভূতে জীবরূপে অবস্থি তখন মায়ার প্রভাবে জীবের ন্যায় ভগবান্‌কেও দুঃখ মোহাদিগ্রস্ত বলিয়া প্রতীতি হয় না কেন ? মৈত্রেয় ইহার সমাধান অপর একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন, "যথা জলে চন্দ্রমসঃ" ইত্যাদি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গগ একমাত্র চন্দ্র আছেন, তিনি নানা জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া বিভিন্ন জলাশয়ের জলগত বিভিন্ন প্রকা কম্পনাদি ধর্ম্মের দ্বারা নানাভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, ঐ প্রতীতিগুলি সবই কিন্তু জলমধ্যে প্রতিবিম্বি চন্দ্রেই হইয়া থাকে, আকাশস্থিত মূল চন্দ্রে নহে। এইরূপ ঈশ্বরকে যদি মূল চন্দ্রস্থানীয় বলিয়া মনে করা হয়, আ দেহগুলিকে জলাশয়ের স্থানে ধরিয়া লওয়া যায় এবং জীবাত্মাকে সেই প্রতিবিম্বস্বরূপ মনে করি, তাহা হইলে দে ইন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণের যাহা কিছু ধর্ম্ম তাহাই সেই জলগত স্পন্দনাদি স্থানীয়, সুতরাং তাহা প্রতিবিম্বের মত জীবেই প্রতীয়মান হইবে, মূল চন্দ্রের মত ঈশ্বরে কখনও হইতে পারে না। সুখ, দুঃখ, মোহাদি অন্তঃকরণে দর্শন-স্পর্শনাদি ইন্দ্রিয়ের ও বন্ধন-প্রহারাদি দেহের ধর্ম্ম, তাহাই ঐরূপে জীবে আরোপিত হইয়া থাকে। ঐ আরোপজ্ঞানকেই দর্শন শাস্ত্রে "ঔপাধিক" "ঔপচারিক প্রভৃতি নানা আখ্যায় উল্লেখ করা হয় ॥ ১০।১১ ॥

অন্বয়ঃ।—ইহ (সংসারে) নিবৃত্তিধর্ম্মেণ (নিষ্কামস্বভাবনে জনিতয়া) বাসুদেবানুকম্পয়া (শ্রীহরেঃ কৃপয়া) ভগবদ্‌ভক্তিযোগেন (ভগবতি শ্রীহরৌ যো ভক্তিযোগঃ তেন) শনৈঃ (সাধনানুযায়িকালক্রমে সঃ (অনাত্মধর্ম্মঃ দুঃখশোকাদিঃ) তিরোধত্তে (দূরীভবতি) ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ।—এই সংসারে নিষ্কাম সাধনাগুণে শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁহার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইতে পারিলে ভক্তির প্রভাবেই কালক্রমে ঐ সকল দুঃখমোহ প্রভৃতি আনাত্মধর্ম্ম দূরীভূত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

শ্রীধরটীকা।—তন্নিবৃত্ত্যুপায়মাহ। স বৈ অনাত্মনো গুণঃ নিবৃত্তিধর্ম্মেণ যা বাসুদেবানুকম্পা ত চ তস্মিন্ ভক্তিযোগঃ তেন তিরোধত্তে অদৃশ্যো ভবতি। শনৈরিত্যনেন সাধনানুসারেণেত্যুক্তম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।—অথ (অনন্তরং) যদা (যস্মিন্ কালে) দ্রষ্টাত্মনি (দ্রষ্টুঃ জীবস্য আত্মনি অন্তর্য্যামিরূপে পরে (পরব্রহ্মস্বরূপে) হরৌ (ভগবতি) ইন্দ্রিয়োপরামঃ (ইন্দ্রিয়াণাং নৈশ্চল্যং ভবতীতি শেষঃ) ত সংসুপ্তস্যেব (সুষুপ্তিভাজ ইব) ক্লেশাঃ (রাগদ্বেষাদয়ঃ) কৃৎস্নশঃ (সম্পূর্ণরূপেণ) বিলীয়ন্তে (নশ্যন্তি) ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ।—অনন্তর যখন অন্তর্য্যামি-স্বরূপ পরমেশ্বর শ্রীহরিতে জীবের ইন্দ্রিয়গণ স্থিরতা লাভ ক (অর্থাৎ বাহ্য বিক্ষেপ ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তি যখন একমাত্র ঈশ্বরোন্মুখী হইয়া থাকে) তখন সুষুপ্ত ব্যক্তি ন্যায় জীবের সমস্ত ক্লেশ নিবৃত্তি হয় ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরটীকা।- ননু তর্হি সর্ব্বানর্থনিবৃত্তিঃ কদেত্যপেক্ষায়ামাহ। যদা ইন্দ্রিয়াণামুপরামো নৈশ্চল্য ক ? দ্রষ্টুরাত্মনি অন্তর্য্যামিরূপে। অর্থানন্তরমেব। কৃৎস্নক্লেশবিলয়মাত্রে দৃষ্টান্তঃ—সংসুপ্তস্যেবেতি। ন পুনরুত্থানে ॥ ১৩ ॥

অশেষসংক্লেশশমং বিধত্তে গুণানুবাদশ্রবণং মুরারেঃ।
কিং বা পুনস্তচ্চরণারবিন্দ-পরাগসেবারতিরাত্মলব্ধা॥ ১৪॥

শ্রীবিদুর উবাচ।

সংছিন্নঃ সংশয়ো মহ্যং তব সূক্তাসিনা বিভো।
উভয়ত্রাপি ভগবন্ মনো মে সংপ্রধাবতি॥ ১৫॥

অন্বয়ঃ।—মুরারেঃ (শ্রীহরেঃ) গুণানুবাদশ্রবণং (গুণানামনুবাদঃ কীর্ত্তনং শ্রবণঞ্চ ইত্যর্থঃ) অশেষসংক্লেশশমং (সর্ব্বক্লেশনিবৃত্তিং) বিধত্তে (করোতি) আত্মলব্ধা (আত্মনি অন্তঃকরণে লব্ধা প্রাপ্তা) তচ্চরণারবিন্দপরাগসেবারতিঃ (তস্য চরণারবিন্দপরাগস্য পাদপদ্মরজসঃ যা সেবা তস্যাং রতিঃ প্রগাঢ়াসক্তিঃ, সা) পুনঃ কিম্বা (অর্থাৎ তথাবিধায়া রতের্লাভে ক্লেশনিবৃত্তিস্তু ভবত্যেব, ভগবদ্বশীকারোঽপি সিধ্যতি ইতি ভাবঃ)॥ ১৪॥

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবানের গুণগাথা কীর্ত্তনে ও শ্রবণে সর্ব্বপ্রকার ক্লেশনিবৃত্তি হইয়া থাকে। আর যদি অন্তঃকরণে তদীয় পাদপদ্ম-পরাগ সেবা করিবার প্রতি প্রগাঢ় আসক্তি লাভ করা যায়, তবে আর বক্তব্য কি? (অর্থাৎ ঐ চরণে প্রগাঢ় সেবানুরাগপরায়ণ হইতে পারিলে ক্লেশনিবৃত্তি ত অতি সামান্য কথা, শ্রীভগবান্‌কে পর্য্যন্ত বশীভূত করিয়া লওয়া যায়)॥ ১৪॥

শ্রীধরটীকা।—ভক্তিযোগেন ক্লেশনিবৃত্তিং দর্শয়তি অশেষেতি। গুণানামনুবাদঃ শ্রবণঞ্চ। আত্মনি মনসি লব্ধা শ্রবণকীর্ত্তনাপেক্ষয়া সপ্রেমধ্যানে কিং পুনর্ন্যায়োক্তিঃ॥ ১৪॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার প্রভাবে জীবর যে-সকল দুঃখমোহাদি অনুভূত হইয়া থাকে, তাহা হইতে উদ্ধারের পথ বর্ণনা করিয়া মৈত্রেয়মুনি বলিতেছেন—হে বিদুর! জীব যদি নিষ্কাম সাধনা গুণে শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র হইতে পারে, তবে সেই কৃপাগুণে তাহার অন্তঃকরণে ভক্তির ভাব ক্রমে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে, যাহাতে সর্ব্বদা তদীয় গুণকীর্ত্তন, তৎকথা শ্রবণ, তদীয় মধুর মূর্ত্তিচিন্তন প্রভৃতিতেই সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি তৎপর হইয়া উঠে, আর কোনও বাহ্য বিষয়ে তাহাদের চিত্তবিক্ষেপ থাকে না। রজোগুণের কার্য্য ঐ বিক্ষিপ্ত ভাবটী যদি বিদূরিত হয়, তবে স্থিরভাবে সেই শ্রীবিগ্রহ ধ্যান করিতে করিতে হৃদয় প্রেমে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তামসিক ভাব, মোহাচ্ছন্নতা প্রভৃতি অপসারিত হইয়া যায়, ক্রমে সকল দুঃখ দূর হইয়া আনন্দময়ের মধুর মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইন্দ্রিয়বৃত্তির ধৈর্য্য সম্পাদনেই যে দুঃখনিবৃত্তি, ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া মৈত্রেয় বলিলেন "সংসুপ্তস্যেব" "সুষুপ্তি অবস্থায় অন্তঃকরণের কোনও বিক্ষেপ থাকে না, সুতরাং তখন যেমন কোনরূপ দুঃখ থাকে না, ভক্তিযোগ অবলম্বনেও সেইরূপ হয়।" এই দৃষ্টান্তমধ্যে একটু লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে, তাহা এই যে, সুষুপ্তিকালে দুঃখ থাকে না বটে, কিন্তু সে দুঃখনিবৃত্তি স্থায়ী নহে, যেহেতু সুষুপ্তিও স্থায়ী নহে; সুষুপ্তির পর জাগরণ হইলেই আবার ত দুঃখাদি উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভক্তিযোগাবলম্বনে ইন্দ্রিয়ের বিক্ষেপ নিবারণ করিয়া যদি শ্রীভগবানের প্রতি চিত্ত স্থিরভাবে রক্ষা করা যায়, তবে তাহাতে যে দুঃখনিবৃত্তি হয়, তাহা স্থায়ী এবং ক্রমশঃ ভক্তির পরিপক্কতায় এমন অবস্থা হয় যে ভগবান্ পর্য্যন্ত তাহাতে বশীভূত হইয়া থাকেন॥ ১২—১৪

অন্বয়ঃ।—বিভো! (হে প্রভো! মৈত্রেয়!) মহ্যং (মদর্থং প্রযুক্তেন) তব সূক্তাসিনা (সু শোভনং উক্তং উপদেশবাক্যং, তদেব অসিঃ অস্ত্রবিশেষঃ তেন) সংশয়ঃ (পুর্ব্বপ্রস্তাবিতঃ মদীয় সন্দেহরাশিঃ

সাধ্বেতদ্ব্যাহৃতং বিদ্বন্নাত্মমায়ায়নং হরেঃ।
আভাত্যপার্থং নির্ম্মূলং বিশ্বমূলং ন যদ্বহিঃ ॥ ১৬ ॥
যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ।
তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ ॥ ১৭ ॥

সংচ্ছিন্নঃ (সম্যক্ খণ্ডিতঃ) ভগবন্! (হে মহিমশালিন্ গুরো!) মে (মম) মনঃ উভয়ত্রাপি (ঈশ্বর স্বাতন্ত্র্যে জীবস্য পারতন্ত্র্যে চ) সংপ্রধাবতি (সম্যক্ নিবিশতে) ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ।—বিদুর কহিলেন—হে প্রভো! আমার প্রতি আপনি যে সকল সুন্দর উপদেশ প্রয়ো করিয়াছেন, সেই উপদেশরূপ অস্ত্র দ্বারা আমার সংশয়রূপ রজ্জু সম্যক্ খণ্ডিত হইয়াছে, ঈশ্বরের স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব জীবের তদধীন কর্তৃত্ব এই দুই বিষয়েই আমার মন বেশ নিবিষ্ট হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—উত্তরমভিনন্দন্নাত্মনঃ কৃতার্থতামাবিষ্করোতি সংছিন্ন ইতি ষড়্‌ভিঃ। চিদ্রূপত্বাবিশেষে কথমীশ্বরস্য জগৎকর্তৃত্বাদি, কথং বা জীবস্য সংসার ইতি যঃ সংশয়ো মমাসীৎ, স তব সূক্তং সোপপত্তি বাক্যমেবাসিঃ খড়্গস্তেন সংছিন্নঃ। অতঃ ইদানীং মে মন উভয়ত্রাপি ঈশ্বরস্বাতন্ত্র্যে জীবপারতন্ত্র্যে চ সম্প্রধাবতি সম্যক্ প্রবিশতি। এবং বা অবিলুপ্তাববোধরূপস্যাত্মনঃ কথমবিদ্যয়া বন্ধঃ কুতো বা তন্নিবৃত্তিরিতি সংশয়ঃ উভয়ত্রেতি বন্ধে মোক্ষে চেত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।—বিদ্বন্! (হে জ্ঞানিন্!) এতৎ (জীবস্য দুর্ভগত্বাদিকং) হরেঃ (ভগবতঃ) আত্মমায়ায় (আত্মমায়া জীববিষয়া মায়া সৈব অয়নম্ অবলম্বনং মূলং যস্য তৎ) [ইতি ত্বয়া] সাধুব্যাহৃতং (সুষ্ঠু উপদিষ্টং) [যতঃ তৎ] অপার্থং (স্বশিরচ্ছেদাদিবৎ অবস্তুভূতং) [অতএব] নির্ম্মূলং (হেত্বন্তরশূন্যম্) আভাতি (প্রতীয়তে)। যৎ (যস্মাৎ) বহিঃ (মায়াব্যতিরিক্তং) বিশ্বমূলং (জগৎপ্রপঞ্চমূলীভূতং) (নাস্তীত্যর্থঃ) ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ।—হে জ্ঞানিবর! জীবের দুর্ভগত্বাদি (দুঃখমোহাদি) সমস্তই শ্রীভগবানের বহিরঙ্গ মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়া ঘটে, ইহা আপনি অতি উত্তম কথা বলিয়াছেন—কারণ উহা স্বকীয় শিরচ্ছেদাদি দর্শনের ন্যায় অবস্তু মাত্র ; সুতরাং উহার অন্য কোনরূপ মূল নাই। অধিক কি, সংসারের যাহা মূল, তাহাও ত মায়া ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নহে। সুতরাং মায়াকে অবলম্বন করিয়াই সমস্ত বিষয় অবস্থান করিতেছে ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—হে বিদ্বন্! যস্মাৎ ত্বয়া সাধু ব্যাহৃতম্। কিং তৎ? হরেঃ শক্তির্যা আত্মমায়া জীববিষয়া তদয়নং তদাশ্রয়মেতৎ দুর্ভগত্বাদিকমাভাতীতি। যদ্‌যস্মাৎ স্বশিরশ্ছেদাদিবৎ অপার্থমবস্তুভূতং, নির্ম্মূলং মূলশূন্যং যস্মাদস্য মূলং বিশ্বস্য মূলং স্বাজ্ঞানং বহির্বিনা নাস্তি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।—লোকে (সংসারে) যঃ মূঢ়মতঃ (অত্যন্তমজ্ঞঃ) যশ্চ বুদ্ধেঃ (জ্ঞানস্য) পরং (চরম সীমানং) গতঃ (প্রাপ্তঃ) তৌ উভৌ সুখম্ এধেতে (মূঢ়তমস্য সংশয়ানুপত্তেঃ, বিজ্ঞতমস্য চ উৎপন্নসংশয়সমাধানাৎ তৌ দ্বৌ এব সুখং প্রাপ্নুতঃ) অন্তরিতো জনঃ (মধ্যাবস্থো লোকঃ) ক্লিশ্যতি (নানাসন্দেহব্যাকুলতয়া খিন্নো ভবতি) ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ।—সংসারে যাহারা নিতান্ত অজ্ঞ, অথবা যাঁহারা অত্যন্ত জ্ঞানী এই দুই সম্প্রদায়ের লোক সুখী হইতে পারেন, কিন্তু মধবর্ত্তী লোক সুখী হইতে পারেন না। ১৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—অল্পজ্ঞত্বাৎ পূর্ব্বং মম সংশয়ো জাত ইত্যাহ যশ্চেতি। মূঢ়তমঃ দেহাত্মাসক্তঃ

অর্থাভাবং বিনিশ্চিত্য প্রতীতস্যাপি নাত্মনঃ।
তঞ্চাপি যুষ্মচ্চরণ-সেবয়াহং পরাণুদে ॥ ১৮ ॥
যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবেৎ তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ ॥ ১৯ ॥

বুদ্ধেঃ প্রকৃতেঃ পরমীশ্বরং প্রাপ্তঃ, তৌ সুখং যথা ভবতি তথা এধতে জীবত ইত্যর্থঃ সংশয়ক্লেশাভাবাৎ। যস্তু দুঃখানুসন্ধানেন প্রপঞ্চং জিহাসতি স্বানন্দসংবেদনাভাবাচ্চ হাতুং ন শক্নোতি, স তু ক্লিশ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ইতিপূর্ব্বে পরম জ্ঞানশালী মৈত্রেয় মুনি যে ভাবে বিদুরকে বুঝাইয়াছেন, তাহাতে বিদুর নিজ সন্দিগ্ধ বিষয়গুলিতে সমাধান লাভ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার প্রাণে বড়ই আনন্দ জন্মিয়াছে। এজন্য তিনি মৈত্রেয়ের উপদেশগুলিকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বিনীত ভাবে আত্মনিবেদন করিয়া বলিতেছেন, হে প্রভো! এতাবৎ কাল আমি ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব বা জীবের সুখ-দুঃখাদি বিষয়ে নানারূপ সন্দেহ পরবশ থাকায় অত্যন্ত অশান্তি অনুভব করিতাম; যাহারা কিছুই বুঝে না বা অত্যন্ত অজ্ঞ, তাহারাও এক রকমে সুখী, কারণ বিষয়জ্ঞান না থাকায় তাহাদের প্রাণে কোনরূপ সন্দেহ উৎপন্ন হয় না। আমার কিন্তু গুরুর কৃপায় কিছু কিছু বিষয়জ্ঞান থাকায় নানারূপ সন্দেহ জন্মিয়াছে, অথচ বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকায় সমাধান করিতে পারি নাই, সেহেতু দুঃখ ভোগ করিয়াছি। সম্প্রতি আপনার উপদেশে আমি ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব ও স্বাতন্ত্র্য এবং জীবের পারতন্ত্র ও দুঃখ ভোগাদি বেশ বুঝিয়া লইয়াছি। অভিজ্ঞতা দ্বারা সংশয় দূর করিতে পারিলে বড়ই শান্তি পাওয়া যায়। সুতরাং আপনার অনুগ্রহে আমি বিশেষ শান্তি অনুভব করিয়াছি ॥ ১৫ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।—প্রতীতস্যাপি (অনুভূতস্যাপি) নাত্মনঃ (অনাত্মনঃ প্রপঞ্চস্য) অর্থাভাবং বিনিশ্চিত্য (অর্থোঽত্র নাস্তি কিন্তু প্রতীতিমাত্রমিতি নিশ্চিতরূপেণ জ্ঞাত্বা) অহং যুষ্মচ্চরণসেবয়া তাঞ্চাপি (প্রতীতিমপি) পরানুদে (অপসারয়িষ্যামীত্যর্থঃ) ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ।—এই আত্মা ব্যতিরিক্ত সংসারপ্রপঞ্চ প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবিক পক্ষে ইহাতে কোনও যথার্থতা নাই, কেবল প্রতীতি হয় মাত্র, এইরূপ তথ্য আমি নিশ্চিতরূপে বুঝিয়াছি। এখন আপনাদের শ্রীচরণসেবার ফলে আমি এই প্রতীতিকেও শীঘ্রই অপসারিত করিতে পারিব ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরটীকা।—ইদানীন্তু কৃতার্থোঽস্মি, যতস্ত্বয়া সংশয়শ্ছিন্নঃ। কেবলং বাধিতানুবৃত্তিরেবাবশিষ্টা, সাপি যুষ্মৎপ্রসাদান্নিবর্ত্তিষ্যত ইত্যাহ। নাত্মনঃ অনাত্মনঃ প্রপঞ্চস্য প্রতীতিস্যাপি অর্থাভাবম্ অর্থোঽত্র নাস্তি কিন্তু প্রতীতিমাত্রমিতি যুষ্মচ্চরণসেবয়া নিশ্চিত্য তাং প্রতীতিমপ্যহং পরাণুদে অপনেষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।—যৎসেবয়া (যয়োঃ শ্রীচরণয়োঃ সেবয়া) কূটস্থস্য (ভগবত্ত্বেনৈব সর্ব্বকালব্যাপিনঃ "একরূপতয়া তু যঃ কালব্যাপী স কূটস্থঃ" ইত্যমরোক্তেঃ) ভগবতঃ মধুদ্বিষঃ (শ্রীহরেঃ) পাদয়োঃ (চরণদ্বয়ে) ব্যসনার্দ্দনঃ (সংসারযন্ত্রণানিবৃত্তিকরঃ) তীব্রঃ (আত্যন্তিকঃ) রতিরাসঃ (প্রেমোৎসবঃ) ভবেৎ ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদ।—যে-শ্রীচরণ সেবার গুণে সর্ব্বকালব্যাপী ভগবান্ শ্রীমধুসূদনের পাদপদ্মে আত্যন্তিক প্রেমানন্দ উৎপন্ন হয়, এবং ঐ প্রেমানন্দের ফলে (অন্য দুঃখ ত অকিঞ্চিৎকর) সংসারযন্ত্রণা পর্য্যন্ত ঘুচিয়া যায় ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরটীকা।—মধুদ্বিষঃ পাদয়ো রতিরাসঃ প্রেমোৎসবঃ তীব্রো দুর্ব্বারঃ স্বাভাবিকঃ। ব্যসনং সংসারম্ অর্দ্দয়তি নাশয়তীতি তথা ॥ ১৯ ॥

দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু ।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ২০ ॥
সৃষ্ট্বাগ্রে মহদাদীনি সবিকারাণ্যনুক্রমাৎ ।
তেভ্যো বিরাজমুদ্ধৃত্য তমনু প্রাবিশদ্বিভুঃ ॥ ২১ ॥
যমাহুরাদ্যং পুরুষং সহস্রাঙ্ঘ্র্যুরুবাহুকম্ ।
যত্র বিশ্ব ইমে লোকাঃ সবিকাশং ত আসতে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ ।—অল্পতপসঃ (প্রভূতপুণ্যানুষ্ঠানরহিতস্য সম্বন্ধে) বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু (বৈকুণ্ঠস্য বিষ্ণোঃ বর্ত্ম মার্গস্বরূপেষু সাধুজনেষু) সেবা দুরাপা হি (দুর্লভৈব) যত্র (যেষু সাধুজনেষু) দেবদেবঃ (দেবপ্রধা জনার্দ্দনঃ (শ্রীহরিঃ) নিত্যং (সর্ব্বদা) উপগীয়তে (কীর্ত্তিতো ভবতি) ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদ ।—সাধুপুরুষগণ ভগবান্ শ্রীহরিকে লাভ করিবার পথস্বরূপ, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্ব দেবাদিদেব শ্রীহরির মহিমা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ; প্রভূত পুণ্যবল না থাকিলে তাঁহাদিগের সেবা করা ভা ঘটে না ॥ ২০ ॥

শ্রীধরটীকা ।—অহো দুর্লভং প্রাপ্তং ময়েত্যাহ। দুরাপা দুর্লভা। বৈকুণ্ঠস্য বিষ্ণোস্তল্লোকস্য বর্ত্মসু মার্গভূতেষু মহৎসু। যত্র যেষু। মহৎসেবয়া হরিকথাশ্রবণং, ততো হরৌ প্রেম, তেন চ দেহানু সন্ধানমপি নিবর্ত্তত ইতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—বিদুর বলিতে লাগিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ মুনিবর মৈত্রেয়! ভবাদৃশ স সাধুগণ ভগবৎ প্রাপ্তির সাক্ষাৎ উপায় স্বরূপ। এইরূপ সাধুজনের সেবায় ব্রতী থাকিলে সর্ব্বদা হরিক শ্রবণ করতঃ শ্রীহরির প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম জন্মে, তাহার ফলে সংসারের সকল বন্ধন, এমন কি দেহের প্র মমতা পর্য্যন্ত বিদূরিত হয়। এরূপ মহাফলপ্রদ সাধুজনসেবা অতি দুর্লভ পদার্থ, কিন্তু আমার ভাগ্যে তা ঘটিয়াছে, তাই আমি আপনার চরণসেবার সুযোগ পাইয়াছি। ঐ চরণের অনুগ্রহেই আপনার মুখনির্গ উপদেশ শ্রবণে আমি নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিয়াছি যে—আত্মা ছাড়া জগৎপ্রপঞ্চের আর সকলই মিথ্যা মায়ার প্রভাবে বিচিত্র প্রপঞ্চ অনুভূত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সে অনুভূতি স্বপ্নে স্বীয় শিরশ্ছেদন প্রভৃতি দর্শনে ন্যায় প্রতীতি মাত্র, তাহাতে কোনও বাস্তবতা নাই। এখন ঐ অসৎ প্রতীতিগুলিও যাহাতে তিরোহিত হ আশা করি সেরূপ সুযোগ আমি আপনার পাদপদ্মশুশ্রূষার ফলে অচিরেই লাভ করিতে পারিব ॥ ১৮ - ২০ ॥

অন্বয়ঃ ।—[বিষয়ান্তরং জিজ্ঞাসয়িতুকামো বিদুরঃ প্রথমতস্তদুক্তমনুবাদেন স্বীকুর্ব্বন্নাহ—] বি (ভগবান্) অগ্রে (সৃষ্টিপ্রারম্ভে) সবিকারাণি (পরিণামসহিতানি) মহদাদীনি অনুক্রমাৎ ("প্রকৃতের্মহ মহতোঽহঙ্কার" ইত্যাদিক্রমানুসারেণ) সৃষ্ট্বা (উৎপাদ্য) তেভ্যঃ বিরাজমুদ্ধৃত্য (তদংশৈর্বিরাজং সৃষ্ট্বা ইত্যর্থঃ তম্ (বিরাজম্) অনুপ্রাবিশৎ (তত্র স্বীয়চৈতন্যশক্তিং যোজয়ামাস) ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদ ।—শ্রীভগবান্ সৃষ্টির প্রারম্ভে ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়াদি পরিণামসহ মহত্তত্ত্বাদি সৃষ্টি করি তদংশে বিরাট্ পুরুষের সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

শ্রীধরটীকা ।—অর্থান্তরং প্রষ্টুং তদুক্তমনুবদতি সৃষ্ট্বেতি ত্রিভিঃ। বিকারৈরিন্দ্রিয়াদিভিঃ সহিতানি উদ্ধৃত্য তদংশৈর্বিরাজং সৃষ্ট্বা ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ ।—সহস্রাঙ্ঘ্র্যুরুবাহুকং (সহস্রোরুপাদপাণিযুক্তং) যং (বিরাজম্) আদ্যং পুরুষম্ (অধিষ্ঠ

যস্মিন্ দশবিধঃ প্রাণঃ সেন্দ্রিয়ার্থেন্দ্রিয়স্ত্রিবৃৎ।
ত্বয়েরিতো যতো বর্ণাস্তদ্বিভূতীর্বদস্ব নঃ ॥ ২৩ ॥
যত্র পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ নপ্তৃভিঃ সহ গোত্রজৈঃ।
প্রজা বিচিত্রাকৃতয় আসন্ যাভিরিদং ততম্ ॥ ২৪ ॥
প্রজাপতীনাং স পতিশ্চক্লৃপে কান্ প্রজাপতীন্।
সর্গাংশ্চৈবানুসর্গাংশ্চ মনূন্ মন্বন্তরাধিপান্।
এতেষামপি বংশাংশ্চ বংশানুচরিতানি চ ॥ ২৫ ॥
উপর্য্যধশ্চ যে লোকা ভূমের্মিত্রাত্মজাসতে।
তেষাং সংস্থাং প্রমাণঞ্চ ভূর্লোকস্য চ বর্ণয় ॥ ২৬ ॥

নামানম্) আহুঃ (বদন্তি) [পণ্ডিতা ইতি শেষঃ] যত্র (যস্মিন্ পুরুষে) তে ইমে বিশ্বে লোকাঃ (সার্ব্বাণি ভুবনানি) সবিকাশং (বিস্তৃতভাবেন) আসতে (অবতিষ্ঠন্তে) ॥ ২২ ॥

মূলানুবাদ।—যে-বিরাট্ পুরুষের সহস্র চরণ, সহস্র উরু ও সহস্র বাহু এবং পণ্ডিতগণ যাঁহাকে আদি পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ও স্বর্গ-মর্ত্ত্যাদি সমস্ত লোক যাঁহাতে অসঙ্কুচিতভাবে অবস্থান করিয়া থাকে ॥ ২২

শ্রীধরটীকা।—অনুপ্রবিষ্টস্য স্বরূপমাহ যমিতি। বিরাজং বিশিনষ্টি যত্রেতি। তে ইমে বিশ্বে সর্ব্বে লোকাঃ। সবিকাশম্ অসঙ্কোচেন ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—সেন্দ্রিয়ার্থেন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়ার্থাঃ রূপাদয়ঃ, ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি, তৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ, উপলক্ষণেন ইন্দ্রিয়দেবতাভিঃ সহ বর্ত্তমান ইত্যপি বোধ্যং) দশবিধঃ (প্রাণাদিভেদেন নাগাদিভেদেন চ দশপ্রকারঃ) ত্রিবৃৎ (সহ ওজোবলরূপেণ ত্রিপ্রকারঃ) প্রাণঃ যস্মিন্ (বিরাট্ পুরুষে) ত্বয়া ঈরিতঃ (কথিতঃ) যতঃ (বিরাজঃ) বর্ণাঃ (ব্রাহ্মণাদয়শ্চ ত্বয়া ঈরিতাঃ) তদ্বিভূতীঃ (তস্য বৈভববিস্তারান্) নঃ (মম সমীপে) বদস্ব (কথয়) ॥ ২৩

মূলানুবাদ।—যে-বিরাট্ পুরুষের দশবিধ ইন্দ্রিয় ও তাহার দশটি বিষয় ও দশটি অধিদেবতাসহ প্রাণাদি ও নাগাদিভেদে দশ প্রকার, আবার সহ, ওজঃ ও বল রূপে যাঁহার তিন প্রকার প্রাণ আপনি বর্ণনা করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় যাঁহা হইতে উদ্ভুত হইয়াছেন, সেই বিরাটপুরুষের বিভূতি আমার নিকটে বর্ণনা করুন ॥ ২৩

শ্রীধরটীকা।—প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ, নাগাদয়ঃ পঞ্চেত্যেবং দশবিধঃ। ইন্দ্রিয়াণি চ অর্থাশ্চ ইন্দ্রিয়াণি চেতি ; পুনরুক্তিস্তদ্দেবতালক্ষণার্থা। তৎসহিতঃ। সর্ব্বোপবৃংহকত্বাৎ প্রাণস্য তৎসাহিত্যম্ এবং ত্রিবৃৎ ত্রিবিধঃ প্রাণস্ত্বয়া ঈরিত উক্তঃ। তস্য বিভূতীর্ব্রহ্মাদ্যা বিসর্গশব্দবাচ্যাঃ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—যত্র (যাসু বিভূতিষু) গোত্রজৈঃ (স্ববংশীয়ৈঃ) সহ পুত্রৈঃ পৌত্রৈশ্চ নপ্তৃভিশ্চ (দৌহিত্রৈশ্চ) প্রজাঃ (জনাঃ) বিচিত্রাকৃতয়ঃ (বিভিন্নপ্রকারাঃ) আসন্, যাভিঃ (প্রজাভিঃ) ইদং (বিশ্বং) ততং (পরিব্যাপ্তম্) ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—যে সকল বিভূতিতে পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র ও গোত্রজ প্রভৃতি দ্বারা নানাপ্রকারে লোকগণ বিভক্ত হইয়াছে, ঐ সকল বিভিন্ন প্রকারের লোক দ্বারাই এই জগৎ পরিব্যাপ্ত ॥ ২৪

তির্য্যঙ্মানুষদেবানাং সরীসৃপপতত্রিণাম্ ।
বদ নঃ সর্গসংব্যূহং গার্ভস্বেদদ্বিজোদ্ভিদাম্ ॥ ২৭ ॥
গুণাবতারৈর্বিশ্বস্য সর্গস্থিত্যপ্যয়াশ্রয়ম্ ।
সৃজতঃ শ্রীনিবাসস্য ব্যাচক্ষ্বোদারবিক্রমম্ । ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরটীকা। —যত্র যাসু। ইদং বিশ্বং ততং ব্যাপ্তম্ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—প্রজাপতীনাং (সৃষ্টিকর্ত্তৃণাং) পতিঃ (অধিপতিঃ) সঃ (ব্রহ্মা) কান্ প্রজাপতীন্ চক্লৃপে (কল্পিতবান্) কান্ সর্গান্ কান্ অনুসর্গান্ মন্বন্তরাধিপান্ মনূংশ্চং কান্ [চক্লৃপে ইত্যন্বয়ঃ] এতেষাং (মন্বাদীনাং) বংশান্ চ (কুলানি চ) বংশ্যানুচরিতানি চাপি (তত্তদ্বংশধরানাং চরিতবৃত্তানি চ) [বর্ণয় ইতি পরত্রান্বয়ঃ] ॥ ২৫

মূলানুবাদ।—সৃষ্টিকর্ত্তাদিগের অধিপতি ব্রহ্মা কোন্ কোন্ প্রজাপতি, সর্গ, অনুসর্গ, মনু ও মন্বন্তরের অধিপতিদিগকে কল্পনা করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল মন্বাদির বংশ ও সেই সেই বংশে উৎপন্ন ব্যক্তিবর্গের চরিত্রবৃত্তান্ত কিরূপ তাহা বর্ণনা করুন ॥ ২৫

শ্রীধরটীকা।—"এবমেতৎ পুরা পৃষ্টো মৈত্রেয়ো ভগবান্ কিলে"তি পরীক্ষিৎপ্রশ্নোত্তরতয়া বিদুর-মৈত্রেয়সংবাদঃ প্রস্তাবিতঃ, অতস্তানেব বিদুরেণ কৃতান্ প্রশ্নানাহ যাবৎসমাপ্তিঃ। প্রজাপতীনাং পতির্ব্রহ্মেত্যাদীনাং বর্ণয়েতি বক্ষ্যমাণেনান্বয়ঃ। চক্লৃপে অকল্পয়ৎ। সর্গান্ নববিধান্। অনুসর্গান্ তদ্ভেদান্ ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—মিত্রাত্মজ ! (হে মিত্রানন্দন ! মৈত্রেয় ! ইতি যাবৎ) ভূমেঃ (মর্ত্ত্যলোকাৎ) উপরি (উন্নতভাগে) অধশ্চ (অবনতভাগে চ) যে লোকাঃ আসতে (তিষ্ঠন্তি) তেষাং (স্বর্গ-রসাতলাদীনাং) ভূর্লোকস্য (মর্ত্ত্যভুবনস্য চ) সংস্থাং (অবস্থানপ্রকারং) প্রমাণঞ্চ (পরিমাণঞ্চ) বর্ণয় (কথয়) ॥ ২৬

মূলানুবাদ।—হে মৈত্রেয় ! এই মর্ত্ত্যলোক হইতে উন্নত এবং অবনত ভাগে যে সকল লোক আছে, তাহাদিগের এবং এই মর্ত্ত্যলোকের অবস্থা ও পরিমাণ বর্ণনা করুন ॥ ২৬

শ্রীধরটীকা।—হে মিত্রায়া আত্মজ। সংস্থাং সন্নিবেশম্ ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—তির্য্যঙ্-মানুষ-দেবানাং (তির্য্যঞ্চ পশ্বাদয়ঃ, তে চ মানুষাশ্চ দেবাশ্চ তেষাং) সরীসৃপ-পতত্রিণাং (সরীসৃপাঃ সর্পাদয়ঃ, পতত্রিণঃ পক্ষিণঃ তেষাং) গার্ভ-স্বেদ-দ্বিজোদ্ভিদাং (গার্ভাঃ জরায়ুজাঃ স্বেদাচ্চ দ্বাভ্যাং জরায়ুডিম্বাভ্যাঞ্চ জাতাঃ, স্বেদজাঃ কৃমিদংশাদ্যাঃ, দ্বিজাশ্চ অণ্ডজাঃ, উদ্ভিদশ্চ তরুগুল্মাদয়ঃ তেষাং) সর্গসংব্যূহং (সৃষ্টিবিস্তারং) নঃ (মম সমীপে) বদ (কথয়) ॥ ২৭

মূলানুবাদ।—পশু, মনুষ্য, দেবতা, সরীসৃপ, পক্ষী এবং অন্যন্য জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ প্রভৃতির সৃষ্টিবিভাগ বর্ণনা করুন ॥ ২৭

শ্রীধরটীকা।—সর্গাণাং সংব্যূহং সংবিভাগম্। গার্ভস্বেদদ্বিজোদ্ভিদাম্—গার্ভা জরায়ুজাঃ, স্বেদাচ্চ দ্বাভ্যাঞ্চ জাতাঃ স্বেদদ্বিজাঃ, উদ্ভিদশ্চ, তেষাম্ ॥ ২৭

অন্বয়ঃ। —বিশ্বস্য (জগতঃ) সর্গস্থিত্যপ্যয়াশ্রয়ং (সর্গস্থিত্যপ্যয়াঃ সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশাঃ তেষামাশ্রয়ং ব্রহ্মাদিকঞ্চ) গুণাবতারৈঃ (গুণানাং সত্ত্বাদীনাম্ অবতারৈঃ বিভিন্নাবস্থাপরিগ্রহৈঃ) সৃজতঃ (উৎপাদয়তঃ) শ্রীনিবাসস্য (বিষ্ণোঃ) উদারবিক্রমম্ (উজ্জ্বলপ্রভাবং) ব্যাচক্ষ্ব (বর্ণয়) ॥ ২৮

বর্ণাশ্রমবিভাগাংশ্চ রূপশীলস্বভাবতঃ।
ঋষীণাং জন্ম-কর্ম্মাণি বেদস্য চ বিকর্ষণম্ ॥ ২৯ ॥
যজ্ঞস্য চ বিতানানি যোগস্য চ পথঃ প্রভো।
নৈষ্কর্ম্ম্যস্য চ সাংখ্যস্য তন্ত্রং বা ভগবৎস্মৃতম্ ॥ ৩০ ॥
পাষণ্ডপথবৈষম্যং প্রতিলোমনিবেশনম্।
জীবস্য গতয়ো যাশ্চ যাবতীর্গুণকর্ম্মজাঃ ॥ ৩১ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং নিমিত্তান্যবিরোধতঃ।
বার্ত্তায়া দণ্ডনীতেশ্চ শ্রুতস্য চ বিধিং পৃথক্ ॥ ৩২ ॥

মূলানুবাদ।—জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ ও তদাশ্রয় ব্রহ্মাদিস্বরূপকে যিনি সত্ত্বাদিগুণের বিভিন্ন অবস্থা গ্রহণ পূর্ব্বক সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ভগবান্ শ্রীহরির সমুজ্জ্বল প্রভাব বর্ণনা করুন ॥ ২৮

শ্রীধরটীকা।—সর্গাদীন্ আশ্রয়ঞ্চ সৃজতঃ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—রূপশীলস্বভাবতঃ (রূপং চিহ্নং, শীলমাচরণং, স্বভাবঃ শমদমাদিঃ, তদনুসারতঃ) বর্ণাশ্রমবিভাগান্ (বর্ণানাং ব্রাহ্মণাদীনাম্, আশ্রমানাং ব্রহ্মচর্য্যাদীনাঞ্চ বিভাগান্) ঋষীনাং জন্মকর্ম্মাণি (জন্মানি কর্ম্মাণি চেত্যর্থঃ) বেদস্য বিকর্ষণঞ্চ (বিভাগঞ্চ,) [পরবর্ত্তিনা ৩৫ সঙ্খ্যকশ্লোকস্থিতেন "আখ্যাহি" ইতি ক্রিয়াপদেনান্বয়ঃ। এবং পরবর্ত্তিশ্লোকষট্কস্যাপি তথৈব ক্রিয়ান্বয়ঃ] ॥ ২৯

মূলানুবাদ।—চিহ্ন, আচরণ ও শম-দমাদি স্বভাবের তারতম্য অনুসারে বর্ণাশ্রমবিভাগ এবং ঋষিদিগের জন্ম ও কর্ম্ম এবং বেদবিভাগ [কীর্ত্তন করুন] ॥ ২৯

শ্রীধরটীকা।—রূপং লিঙ্গং, শীলমাচারঃ, স্বভাবঃ শমাদিস্তৈঃ। বিকর্ষণং বিভাগম্ ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—প্রভো! (হে মৈত্রেয়!) যজ্ঞস্য বিতানানি (বিস্তারান্) যোগস্য (অষ্টাঙ্গসাধনস্য চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপস্য) নৈষ্কর্ম্ম্যস্য (জ্ঞানস্য) সাঙ্খ্যস্য চ (জ্ঞানোপায়স্য চ) পথঃ (প্রকারান্) ভগবৎস্মৃতং তন্ত্রং (নারদপঞ্চরাত্রাখ্যং) [পরত্র ক্রিয়ায়ামন্বয়ঃ] ॥ ৩০

মূলানুবাদ।—হে প্রভো! যজ্ঞ সমূহের বিস্তার, অষ্টাঙ্গযোগজ্ঞান ও তদুপায় সাঙ্খ্যতত্ত্বের প্রকার এবং ভগবানের উপদিষ্ট নারদপঞ্চরাত্রাদি তন্ত্র [বর্ণনা করুন] ॥

শ্রীধরটীকা।—বিতানানি বিস্তারান্। নৈষ্কর্ম্ম্যস্য চ জ্ঞানস্য, তদুপায়স্য চ সাংখ্যস্য পথো মার্গান্ তন্ত্রঞ্চেত্যর্থঃ ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—পাষণ্ড-পথ-বৈষম্যং (পাষণ্ডানাং দুরাচারাণাং পন্থাঃ, তদ্রূপং বৈষম্যং) প্রতিলোমনিবেশনং (প্রতিলোম্নাং বিরুদ্ধসঙ্করোৎপন্নানাং সূতাদীনাং নিবেশনং স্থাপনং) জীবস্য (প্রাণিনঃ) গুণকর্ম্মজাঃ (গুণকর্ম্মভেদাদুৎপন্নাঃ) যাঃ (যাদৃশ্যঃ) যাবতীঃ (প্রথমাবহুবচনান্তমার্ষমিদং পদং, যাবত্যঃ যাবৎপরিমিতা ইত্যর্থঃ) গতয়ঃ (অবস্থাভেদাঃ) [তৎসর্ব্বং বর্ণয়] ॥ ৩১

মূলানুবাদ।—পাষণ্ডগণের বিষম পথ, সূত প্রভৃতি প্রতিলোমসৃষ্ট জাতি এবং জীবগণের গুণ ও কর্ম্মভেদে যেরূপ ও যত প্রকার গতি হইতে পারে তাহা (বর্ণনা করুন) ॥ ৩১

শ্রীধরটীকা।—পাষণ্ডানাং পন্থাঃ প্রবৃত্তিঃ তদেব বৈষম্যম্ ॥ ৩১

শ্রাদ্ধস্য চ বিধিং ব্রহ্মন্ পিতৄণাং সর্গমেব চ ।
গ্রহনক্ষত্রতারাণাং কালাবয়বসংস্থিতিম্ ॥ ৩৩ ॥
দানস্য তপসো বাপি যচ্চেষ্টাপূর্ত্তয়োঃ ফলম্ ।
প্রবাসস্থস্য যো ধর্ম্মো যশ্চ পুংস উতাপদি ॥ ৩৪ ॥
যেন বা ভগবাংস্তুষ্যেদ্ধর্ম্মযোনির্জ্জনার্দ্দনঃ ।
সংপ্রসীদতি বা যেষামেতদাখ্যাহি মেঽনঘ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ।—অবিরোধতঃ (পরস্পরাবিরোধেন) ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং নিমিত্তানি (উপায়ান্) বার্ত্তায় (কৃষিবাণিজ্যাদিশাস্ত্রস্য) দণ্ডনীতেঃ (অর্থশাস্ত্রস্য) শ্রুতস্য চ (বেদশাস্ত্রস্য চ) বিধিং (বিধানং) পৃথক্ (একৈক [বর্ণয়েতি শেষঃ] ॥ ৩২

মূলানুবাদ।—পরস্পর অবিরুদ্ধ ভাবে কিরূপে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের উপায় হইত পারে তাহা, এবং কৃষিবাণিজ্যাদি, দণ্ডনীতি ও বেদাদি শাস্ত্রের বিধান কিরূপ, এই সকল পৃথক্ পৃথক্ ভা [বর্ণনা করুন] ॥ ৩২

শ্রীধরটীকা।—নিমিত্তান্যুপায়ান্ পরস্পরাবিরোধেন ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মন্ ! (হে ব্রাহ্মণ !) শ্রাদ্ধস্য বিধিং (বিধানপ্রকারং) পিতৄনাং (পিতৃলোকানাং) সর্গ চ (সৃষ্টিঞ্চ) গ্রহনক্ষত্রতারাণাং (গ্রহাণাং সূর্য্যাদীনাং, নক্ষত্রানাম্ অশ্বিন্যাদীনাং, তারাণাং জন্মসম্পদাদি পরিভাষিতানাং) কালাবয়বসংস্থিতিং (দিন-মাস-বর্ষাদৌ অবস্থানং) [বর্ণয়েতি শেষঃ] ॥ ৩৩

মূলানুবাদ।—হে ব্রহ্মন্ ! শ্রাদ্ধের বিধি, পিতৃলোকের সৃষ্টি, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারা অর্থাৎ নক্ষত্রাদি জন্ম সম্পৎ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ পারিভাষিক সংজ্ঞাযুক্ত ভাবে দিন, মাস, বর্ষ প্রভৃতি খণ্ডকালে কিরূপ প্রণালী অবস্থান করে, তাহা [বর্ণনা করুন] ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—দানস্য তপসশ্চ ইষ্টাপূর্ত্তয়োর্বাপি (ইষ্টং যাগাদিকর্ম্ম, পূর্ত্তং বাপীকূপতড়াগাদি, তয়োরপি) যৎ ফ প্রবাসস্থস্য (বিদেশস্থিতস্য, কেচিত্তু বানপ্রস্থাবলম্বিন ইতি ব্যাচক্ষতে) পুংসঃ (জনস্য) যো ধর্ম্মঃ উত (অথবা আপদি (আপৎকালে) যো ধর্ম্ম [এতদাখ্যাহীতি শেষঃ] ॥ ৩৪

মূলানুবাদ।—দান, তপস্যা, যজ্ঞাদি ও জলাশয় খননাদি কার্য্যের যাহা ফল ও বিদেশ লোকের [কিংবা বানপ্রস্থাশ্রমাবলম্বীর] যাহা ধর্ম্ম এবং আপৎকালে লোকের যাহা ধর্ম্ম [এই সকল ব করুন] ॥ ৩৪

শ্রীধরটীকা।—গ্রহাদীনাং কালচক্রে সংস্থিতিম্ ॥ ৩৩।৩৪

অন্বয়ঃ।—অনঘ ! (হে নিষ্পাপ !) ধর্ম্মযোনিঃ (ধর্ম্মস্য যোনিঃ কারণং) ভগবান্ জনার্দ্দনঃ (শ্রীহরি যেন (উপায়েন) তুষ্যেৎ (সন্তুষ্টো ভবেৎ) যেষাং (সাধকানাং সম্বন্ধে) প্রসীদতি বা (প্রসন্নোভবতি বা) এ (সর্ব্বং) মে আখ্যাহি (কথয়) ॥ ৩৫

মূলানুবাদ।—হে নিষ্পাপ ! ধর্ম্মের কারণস্বরূপ ভগবান্ শ্রীহরি যে উপায়ে সন্তুষ্ট হন এবং যে সকল সাধক প্রতি তিনি সম্যক্ প্রসন্ন হইয়া থাকেন, এই সকল বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ৩৫

শ্রীধরটীকা।—যেন মার্গেণ ভগবান্ সন্তুষ্যেৎ । যেষামিতি যাদৃশানাম্ ॥ ৩৫

অনুব্রতানাং শিষ্যাণাং পুত্রাণাঞ্চ দ্বিজোত্তম।
অনাপৃষ্টমপি ব্রূয়ু-র্গুরবো দীনবৎসলাঃ ॥ ৩৬ ॥
তত্ত্বানাং ভগবংস্তেষাং কতিধা প্রতিসংক্রমঃ।
তত্রেমং ক উপাসীরন্ ক উস্বিদনুশেরতে ॥ ৩৭ ॥
পুরুষস্য চ সংস্থানং স্বরূপং বা পরস্য চ।
জ্ঞানঞ্চ নৈগমং যত্তদ্ গুরুশিষ্যপ্রয়োজনম্ ॥ ৩৮ ॥
নিমিত্তানি চ তস্যেহ প্রোক্তান্যনঘ সূরিভিঃ।
স্বতো জ্ঞানং কুতঃ পুংসাং ভক্তিবৈরাগ্যমেব চ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ।—দ্বিজোত্তম! (হে বিপ্রবর! মৈত্রেয়!) দীনবৎসলাঃ (দীনেষু কাতরেষু বৎসলাঃ কৃপাবন্তঃ) গুরবঃ অনুব্রতানাম্ (অনুগতানাং) শিষ্যাণাং পুত্রাণাঞ্চ [সম্বন্ধে জ্ঞাতব্যবিষয়মিত্যুহ্যং] অনাপৃষ্টমপি (অজিজ্ঞাসিতমপি) ব্রূয়ুঃ (কথয়ন্তি, ইতি সম্ভাবনায়াং লিঙ্) ॥ ৩৬

মূলানুবাদ।—হে বিপ্রবর! দীনের প্রতি কৃপাশীল গুরুজনবর্গ অনুগত শিষ্য বা পুত্রের পক্ষে যাহা জ্ঞাতব্য, তাহা জিজ্ঞাসা না করিলেও বলিয়া থাকেন ॥ ৩৬

শ্রীধরটীকা।—অনাপৃষ্টমপি অপৃষ্টমপি। যদ্ যোগ্যং বক্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—ভগবন্! (মৈত্রেয়!) তেষাং (ভবদ্বর্ণিতানাং) তত্ত্বানাং (মহদাদীনাং) প্রতিসংক্রমঃ (প্রলয়ঃ) কতিধা (কিয়ৎপ্রকারৈঃ) [ভবতীতি শেষঃ] তত্র (প্রলয়ে) ইমং (ভগবন্তং) কে উপাসীরন্? (সেবন্তে?) উস্বিৎ (অথবা) কে অনুশেরতে? (শয়ানং তমনুস্বপন্তি?) ॥ ৩৭

মূলানুবাদ।—হে ভগবন্ মৈত্রেয়! পূর্ব্বোল্লিখিত তত্ত্বগুলির কত প্রকারে প্রলয় সাধিত হয় এবং প্রলয় কালে (নিদ্রাকালে রাজাদিগকে চামরধারিণীগণ যেমন সেবা করে, সেইরূপ) শ্রীভগবান্‌কে কাহারা সেবা করে এবং কাহারাই বা শ্রীভগবানের শয়নের (বিশ্রামের) পর শয়ন (বিশ্রাম) করিয়া থাকে? ॥ ৩৭

শ্রীধরটীকা।—প্রতিসংক্রমঃ প্রলয়ঃ। তত্র প্রলয়ে ইমং পরমেশ্বরং শয়ানং রাজানমিব চামরগ্রাহিণঃ কে বা তমনুশেরতে শয়ানমনুস্বপন্তি ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—পুরুষস্য (বিরাট্‌পুরুষস্য) সংস্থানং (সহস্রশীর্ষেত্যাদিরূপং তত্ত্বং বা) পরস্য (পরমেশ্বরস্য) স্বরূপঞ্চ, নৈগমম্ (উপনিষদাদিপ্রতিপাদ্যং) জ্ঞানঞ্চ, গুরুশিষ্যপ্রয়োজনং যৎ (মৎসকাশাৎ শিষ্য ইমমর্থং জানাতু ইতি গুরোরভিপ্রেতং, "গুরোঃ সকাশাদহম্ ইমমর্থং জানীয়াম ইতি শিষ্যাভিপ্রায়বিষয়ঞ্চ সর্ব্বং) [ব্রূহি ইতি শেষঃ] ॥ ৩৮

মূলানুবাদ।—বিরাট্‌পুরুষের "সহস্রশীর্ষা" প্রভৃতি স্বরূপ ও রহস্য এবং শ্রীভগবানের স্বরূপ, উপনিষৎ প্রতিপাদ্য জ্ঞান ও গুরুশিষ্যের পরস্পর প্রয়োজন কিরূপ [তাহা বর্ণনা করুন] ॥ ৩৮

শ্রীধরটীকা।—পুরুষস্য সংস্থানং জীবস্য তত্ত্বম্। পরমেশ্বরস্য স্বরূপম্। যেনাংশেন তয়োরৈক্যম্। তথা জ্ঞানঞ্চ নৈগমমৌপনিষদম্ ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—অনঘ! (হে নিষ্পাপ!) পুংসাং (লোকানাং) স্বতঃ (আত্মনা) জ্ঞানং ভক্তিঃ বৈরাগ্যমেব চ কুতঃ? (ন কথমপি ভবিতুমর্হতীতি ভাবঃ) [অতঃ] সূরিভিঃ (পণ্ডিতৈঃ) ইহ (সংসারে) তস্য (জ্ঞানাদেঃ) নিমিত্তানি (সাধনানি) প্রোক্তানি ॥ ৩৯

এতান্ মে পৃচ্ছতঃ প্রশ্নান্ হরেঃ কর্ম্মবিবিৎসয়া ।
ব্রূহি মেঽজ্ঞস্য মিত্রত্বাদজয়া নষ্টচক্ষুষঃ ॥ ৪০ ॥
সর্ব্বে বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ তপো দানানি চানঘ ।
জীবাভয়প্রদানস্য ন কুর্ব্বীরন্ কলামপি ॥ ৪১ ॥

মূলানুবাদ।—হে নিষ্পাপ! লোকের আপনা হইতে জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য হওয়া ক সম্ভবপর নহে, এ জন্য পণ্ডিতগণ তাহার উপায় বলিয়া গিয়াছেন ॥ ৩৯

শ্রীধরটীকা।—নিমিত্তানি যানি সূরিভিঃ প্রোক্তানি তস্য জ্ঞানস্য সাধনানি তানি চ ব্রূহি। বিনৈতন্ন ভবতীত্যাহ স্বত ইতি ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—অজয়া (অবিদ্যয়া) নষ্টচক্ষুষঃ (তিরোহিতজ্ঞানস্য) [অতএব] অজ্ঞস্য (অনভিজ্ঞ [তথা চ] হরেঃ কর্ম্মবিবিৎসয়া (বেদিতুং জ্ঞাতুমিচ্ছা বিবিৎসা) কর্ম্মণো বিবিৎসা কর্ম্মবিবিৎসা, তয়া ভগ কার্য্যজ্ঞানেচ্ছয়া ইত্যর্থঃ) এতান্ (পূর্ব্বোক্তান্) প্রশ্নান্ পৃচ্ছতঃ (জিজ্ঞাসয়তঃ) মে (মম) মিত্রত্বাৎ (স্নি ত্বাৎ) মে (মহ্যং) ব্রূহি (কথয়) ॥ ৪০

মূলানুবাদ।—অবিদ্যাবশতঃ আমার জ্ঞানশক্তি কুণ্ঠিত, সুতরাং আমি অজ্ঞ ; শ্রীভগবানের কর্ম্মপ জানিবার নিমিত্ত আমি আপনার নিকট প্রশ্ন করিতেছি, আপনি আমার পরমসুহৃৎ, সুতরাং আমাকে সকল বিষয় বুঝাইয়া বলুন ॥ ৪০

শ্রীধরটীকা।—মে প্রশ্নান্ মে মিত্রত্বাৎ স্নিগ্ধত্বাদিতি অন্বয়ভেদান্ন মে-পদস্য পৌনরুক্ত্যম্ ॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—[হে] অনঘ! সর্ব্বে বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ তপো দানানি চ (তপাংসি দানানি চ ইত্যর্থ জীবাভয়প্রদানস্য (জীবেভ্যঃ জাগতিকজন্মমৃত্যুরোগশোকাদিভীতেভ্যঃ অভয়প্রদানং তত্ত্বোপদেশাদি মনঃস্থৈর্য্যজননং তস্য) কলামপি (ষোড়শভাগৈকভাগফলমপি) ন কুর্ব্বীরন্ (কর্ত্তুং ন সমর্থা ভবেয়ুরিতি ভাবঃ) ॥ ৪১

মূলানুবাদ।—হে পুণ্যাত্মন্! (সংসারভীত) জীবগণকে অভয় প্রদানে যে পুণ্য হয়, স বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানাদি অনুষ্ঠানে তাহার এক কলাও করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪১

শ্রীধরটীকা।—তত্ত্বোপদেশেন জীবাভয়প্রদানস্য ॥ ৪১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পূর্ব্বাধ্যায়ে বিদুর কতিপয় প্রশ্ন করায় মৈত্রেয়মুনি তদুত্তরপ্রসঙ্গে ভগব শক্তির প্রেরণায় প্রকৃতি হইতে মহদাদিক্রমে সমস্ত তত্ত্ব এবং তাহাদের অংশে বিরাট্ পুরুষের সৃষ্টি বিরাট্ পুরুষ হইতে ক্রমিক সৃষ্টিবিস্তার, জীব ও শ্রীভগবানের রহস্য অর্থাৎ ভগবান্ ও জীব যে বিম্বপ্রতি স্বরূপ এবং দুঃখ-মোহাদি যে বস্তুতঃ জীবের ধর্ম্ম নহে, দেহ ও অন্তঃকরণাদি সম্পর্কে তাহা আরোপি হয় মাত্র ; আত্মা নিত্য, দেহাদি অন্যপ্রপঞ্চ সবই অনিত্য, তবে তাহাদৃের প্রতীতি হয় মাত্র অর্থা তাহাদের ব্যবহারিক সত্ত্বা মাত্র আছে, কিন্তু পারমার্থিক সত্তা নাই, এই সকল বিষয় বিস্তারিত ভাবে বর্ণ করিয়াছেন। তাহা শুনিয়া বিদুর পরিতৃপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনসহকারে স্বীকারও করিয়াছেন যে, আমি বুঝিয়াছি জগৎপ্রপঞ্চ সবই অনিত্য, তবে তাহাদের প্রতীতি হয় মাত্র এবং এই প্রতীতি মায়ার খেলা, উহা দূর করিতে না পারিলে পূর্ণজ্ঞানের তৃপ্তি অনুভব করা যায় না। সুতরাং বিদুর পূর্ব্বোক্ত মায়ামূলক মিথ্যা জ্ঞান অপসারিত করিবার ইচ্ছায় পুনরপি মৈত্রেয় মুনিকে আরও কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন। এই প্রশ্নগুলি যদিও কত

শ্রীশুক উবাচ।

স ইত্থমাপৃষ্টপুরাণকল্পঃ কুরুপ্রধানেন মুনিপ্রধানঃ।
প্রবৃদ্ধহর্ষো ভগবৎকথায়াং সঞ্চোদিতস্তং প্রহসন্নিবাহ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
তৃতীয়স্কন্ধে বিদুর-মৈত্রেয়সংবাদে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অংশে তাঁহার পূর্ব্বজিজ্ঞাসারই পুনরাবৃত্তি, তথাপি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসার তাৎপর্য্য এই যে জটিল সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বা শ্রীভগবানের নিগূঢ়তত্ত্ব একবারে বুঝিয়া ধারণা করা সম্ভবপর নহে, সুতরাং উহার পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করা আবশ্যক হয়, শাস্ত্রেও আছে—"আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ। ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে জ্ঞানমুত্তমম্॥" "শাস্ত্র দ্বারা, অনুমান দ্বারা এবং পুনঃ পুনঃ অনুশীলনপূর্ব্বক ভাবনা দ্বারা ধারণা করিয়া তবে ভালরূপে জ্ঞান লাভ করা যায়।" পরম ধার্ম্মিক বিদুর শ্রীভগবানের কথাসম্পর্কে পশ্চাৎপদ থাকিবার পাত্র নহেন এবং যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন তিনিও যোগ্যতম উপদেষ্টা, সুতরাং নানাভাবে প্রশ্ন করিয়া নানারূপের তথ্য বুঝিয়া লইতে তিনি চেষ্টা করিতেছেন। বিদুরের প্রশ্নগুলির মধ্যে দুই একটি প্রশ্নের প্রতি বিশেষরূপে একটু লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে,—যেমন "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং নিমিত্তান্যবিরোধতঃ" প্রভৃতি শ্লোকের জিজ্ঞাসিত বিষয়ে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে—তাহাতে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের উপদেশ প্রার্থনা করা হইতেছে। চতুর্ব্বর্গের মধ্যে মোক্ষ ত সকাম অধিকারীর প্রাপ্যই নহে, অন্য তিনবর্গও তাহার পক্ষে একাধারে থাকা সম্ভবপর নহে। অর্থ ও কাম যদি সকাম চিত্তে উপভোগ করিতে যাওয়া যায়, তবে ধর্ম্ম সুরক্ষিত হওয়া সম্ভবপর হয় না। অতএব হে মহাপ্রাজ্ঞ মৈত্রেয়! আপনি এমন উপায় নির্দ্দেশ করুন—যাহাতে চতুর্ব্বর্গের সেবায় পরস্পর বিরুদ্ধতা না থাকে। সুতরাং এই প্রশ্নে এক নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ভিন্ন আর কাহাকে বিষয় করিতেছে? আবার ৩৭শ শ্লোকে "তত্রেমং ক উপাসীরন্ ক উস্বিদনুশেরতে" এই অংশের তাৎপর্য্যে বৈষ্ণবতন্ত্রসিদ্ধ শ্রীভগবানের নিত্যপারিষদাদিরহস্য জিজ্ঞাসিত হইতেছে; কারণ প্রলয়কালে ভগবান্ ত থাকেনই, কেননা তিনি যে নিত্য, ইহা আস্তিক মাত্রেরই সিদ্ধান্তিত, কিন্তু যদি তাঁহার সেবাকারী কেহ থাকেন, তাঁহার শয়ন-সহচর কেহ থাকেন, তবে তাঁহারাও অবশ্যই নিত্য, নতুবা প্রলয়ে তাঁহারা থাকিবেন কিরূপে? তাই ভক্তিশাস্ত্রের সেই সকল বিশেষ তথ্য উদ্ঘাটনের নিমিত্ত মহামতি বিদুর এই সকল প্রশ্ন করিয়াছেন ॥ ২১—৪১ ॥

অন্বয়ঃ।—শ্রীশুক উবাচ—কুরুপ্রধানেন (কুরুশ্রেষ্ঠেন বিদুরেণ) ইত্থং (পূর্ব্বোক্তরীত্যা) আপৃষ্টপুরাণকল্পঃ (পুরাণে কল্পতে প্রকাশতে যোঽর্থঃ স পুরাণকল্পঃ বুভুৎসিতবিষয়সমূহঃ, স আ সম্যক্ পৃষ্টঃ যং তথাবিধঃ) [তথাচ] ভগবৎকথায়াং সঞ্চোদিতঃ (কথনায় প্রেরিতঃ) প্রবৃদ্ধহর্ষঃ (প্রশ্নক্রমগৌরবেণ পরিবর্দ্ধিতানন্দঃ) মুনিপ্রধানঃ (মুনিশ্রেষ্ঠঃ) সঃ (মৈত্রেয়ঃ) প্রহসন্নিব তম্ আহ (হর্ষাতিশয়ে সতি যথা মুখাদনর্গলো হাসরাশির্নির্গচ্ছতি তথা উত্তররাশিরপি অনর্গল এব তন্মুখান্নির্গন্তুমারেভে ইতি ভাবঃ) ॥ ৪২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব কহিলেন—কৌরবশ্রেষ্ঠ বিদুর এইরূপে পুরাণ-প্রতিপাদ্য বিষয় সকল জিজ্ঞাসা

করায় ভগবৎকথা বর্ণনার জন্য প্রবৃত্ত সেই মুনিবর মৈত্রেয় অতি হৃষ্টচিত্তে যেন হাসিতে হাসিতে বিদুরকে বলি লাগিলেন।। ৪২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

শ্রীধরটীকা।—পুরাণে কল্পতে প্রকাশতে ইতি পুরাণকল্পো বুভুৎসিতোঽর্থঃ। আপৃষ্টঃ পুরাণকল্পো বহুব্রীহিঃ। স মুনিপ্রধানঃ ॥ ৪২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

শ্রীভাগবতম্মৃতবর্ষিণী।—শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলিলেন, হে রাজন্! মৈত্রেয় মুনি পরম ভাগ এবং ভগবৎকথার আলোচনায় তাঁহার পূর্ণ অনুরাগ থাকায় বিদুরের প্রশ্নের সুসঙ্গত উত্তর প্রদানে তাঁহার যোগ্যতা আছে। সুতরাং এই সকল প্রশ্ন শুনিয়া তিনি কিছুমাত্র বিরক্ত হন নাই বরং অতিশয় আনন্দিত চি "প্রবৃদ্ধহর্ষ" এবং "প্রহসন্নিবাহ" বলিতে লগিলেন। লোকের অন্তরে অত্যধিক আনন্দ হইলে মুখ হইতে যে অনর্গল হাস্যপ্রবাহ নির্গত হয়, সেইরূপ মৈত্রেয়মুনির মুখ হইতেও তখন সর্ব্বসংশয়োচ্ছেদি-বাক্যরাশি অ নিঃসৃত হইতে লাগিল ॥ ৪২

ইতি শ্রীধামশান্তিপুরপুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং
শ্রীতারানাথশর্ম্মণা কৃতয়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং
তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তমোধ্যায়ঃ ॥ ৭

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

—:*:—

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

সৎসেবনীয়ো বত পূরুবংশো যল্লোকপালো ভগবৎপ্রধানঃ।
বভূবিথেহাজিতকীর্ত্তিমালাং পদে পদে নূতনয়স্যভীক্ষ্ণম্ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।—বত ! (অহো ! আশ্চর্য্যার্থে অব্যয়ং) পুরুবংশঃ সৎসেবনীয়ঃ (সদ্ভিরেব সেবিতুং যোগ্যঃ) যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) লোকপালঃ (জনপ্রতিপালকঃ) ভগবৎপ্রধানঃ (ভগবানেব প্রধানভূতো যস্য সঃ পরমভাগবত ইত্যর্থঃ) [ত্বম্] ইহ (পূরুবংশে) বভূবিথ (উৎপন্নঃ) অজিতকীর্ত্তিমালাং (অজিতস্য অচ্যুতস্য বিষ্ণোরিতি যাবৎ কীর্ত্তিমালাং) পদে পদে (প্রতিক্ষণম্) অভীক্ষ্ণম্ (পুনঃ পুনঃ) নূতনয়সি (প্রশ্নমহিম্না বিচিত্রতথ্যমাবিষ্কৃত্য নবীনামিব করোষি) ॥ ১

মূলানুবাদ।—মৈত্রেয়মুনি বলিলেন—হে বিদুর ! পুরুবংশ সাধুজনেরই সেবার যোগ্য, যেহেতু জনপ্রতিপালক পরমভাগবত তুমি ঐ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। অহো ! তুমি প্রতিক্ষণে শ্রীভগবানের কীর্ত্তিকলাপ নূতন করিয়া বিস্তার করিতেছ ॥ ১

শ্রীধরটীকা।—অষ্টমে সমভূদ্ ব্রহ্মা নাভেস্তু জলশায়িনঃ। তমজানন্ জলে বিভ্যৎ তপসাতোষয়ৎ প্রভুম্ ॥

শ্রোতারমভিনন্দতি। সতাং সেবিতুং যোগ্যঃ। বত অহো। যদ্ যস্মাৎ ইহ অস্মিন্ বংশে লোকপালো ধর্ম্মরাজস্ত্বং বভূবিথ জাতোঽসি। কথম্ভূতঃ ? ভগবানেব প্রধানভূতো যস্য সঃ। অত্র হেতুঃ—অজিতেতি। প্রতিক্ষণং নূতনয়সি নবীনাং করোষি ॥ ১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মহামতি বিদুরের মুখে এই সকল সার-প্রকাশক প্রশ্ন শুনিয়া এবং শ্রদ্ধা ও বিনয়সহকারে শ্রীভগবৎকথা আলোচনায় তাঁহার একান্ত অনুরাগ দেখিয়া মৈত্রেয়মুনি বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন। শিষ্যের প্রবল জ্ঞানপিপাসা ও উপযুক্ত প্রশ্ন উদ্ভাবনে নৈপুণ্য দেখিলে গুরুর প্রাণে অপার আনন্দ উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক ; তত্ত্বজ্ঞ বিদুরের সেই "তাঞ্চাপি যুষ্মচ্চরণসেবয়াহং পরাণুদে" প্রভৃতি পূর্ব্বতন বাক্যে যেমন প্রকাশ পাইয়াছে যে মৈত্রেয়ের সঙ্গলাভে তিনি বড়ই কৃতার্থ হইয়াছেন, তেমনি মৈত্রেয়ও বুঝাইয়া দিতেছেন যে, হে বিদুর ! ভবাদৃশ ব্যক্তির সঙ্গলাভে আমিও নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি, কারণ তুমি একজন পরম ভাগবত। তোমার মত মহাপুরুষের যে বংশে জন্ম, সেই বংশই অত্যন্ত গৌরবান্বিত হয় ; সেই সেই বংশের সংশ্রব লাভ করা নিতান্ত পুণ্যবান্ ব্যক্তির ভাগ্যেই ঘটে ; অতএব আমি যে সাক্ষাৎ তোমাকেই এইরূপে পাইয়াছি, ইহা আমারও অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় ॥ ১

সোঽহং নৃণাং ক্ষুল্লসুখায় দুঃখং মহদ্গতানাং বিরমায় তস্য ।
প্রবর্ত্তয়ে ভাগবতং পুরাণং যদাহ সাক্ষাদ্ভগবানৃষিভ্যঃ ॥ ২ ॥
আসীনমুর্ব্ব্যাং ভগবন্তমাদ্যং সঙ্কর্ষণং দেবমকুণ্ঠসত্ত্বম্ ।
বিবিৎসবস্তত্ত্বমতঃ পরস্য কুমারমুখ্যা মুনয়োঽন্বপৃচ্ছন্ ॥ ৩ ॥
স্বমেব ধিষ্ণ্যং বহু মানয়ন্তং যদ্বাসুদেবাভিধমামনন্তি ।
প্রত্যগ্ধৃতাক্ষাম্বুজকোষমীষদুন্মীলয়ন্তং বিবুধোদয়ায় ॥ ৪ ॥
স্বর্ধুন্যুদার্দ্রৈঃ স্বজটাকলাপৈরুপস্পৃশন্তশ্চরণোপধানম্ ।
পদ্মং যদর্চ্চন্ত্যহিরাজকন্যাঃ, সপ্রেম নানাবলিভির্ব্বরার্থাঃ ॥ ৫ ॥
মুহুর্গৃণন্তো বচসানুরাগ, স্খলৎপদেনাস্য কৃতানি তজ্জ্ঞাঃ ।
কিরীটসাহস্রমণিপ্রবেক-প্রদ্যোতিতোদ্দামফণাসহস্রম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।—সোঽহং (ত্বয়া পৃষ্ঠঃ অহং) ক্ষুল্লসুখায় (তুচ্ছপার্থিবসুখায়) মহৎ দুঃখং গতানাং (বি সংসার-যন্ত্রণা-প্রাপ্তানাং) নৃণাং (লোকানাং) তস্য (দুঃখস্য) বিরমায় (অপনোদনার্থং) ভাগবতং পু (ভগবন্নাম-লীলাদিমহিমপ্রকাশকং ভাগবতাখ্যং পুরাণং) প্রবর্ত্তয়ে (কথয়ামি) যৎ (ভাগবতং) সা ভগবান্ ঋষিভ্যঃ আহ (কথিতবান্) ॥ ২

মূলানুবাদ।—তুচ্ছ বিষয়-সুখের জন্য যাহারা প্রবল সংসার-দুঃখে পতিত হয়, তাহাদের সেই দূর করিবার জন্য আমি ভাগবত পুরাণকথা বলিতেছি, যাহা ভগবান্ স্বয়ং ঋষিগণকে বলিয়াছিলেন ॥ ২

শ্রীধরটীকা।—অল্পসুখায় মহদ্দুঃখং প্রাপ্তানাং তস্য দুঃখস্য বিরমায় প্রবর্ত্তয়ে প্রারেভে ॥ ২

অন্বয়ঃ।—বরার্থাঃ (পতিকামাঃ) অহিরাজকন্যাঃ (নাগরাজতনয়াঃ) নানাবলিভিঃ (নানাবি রূপহারৈঃ) সপ্রেম (প্রণয়সহকৃতং যথা স্যাৎ তথা) যৎ পদ্মং (সঙ্কর্ষণচরণাশ্রয়ভূতম্) অর্চ্চন্তি (পূজ স্বর্ধুন্যুদার্দ্রৈঃ (স্বর্ধুন্যা গঙ্গায়া উদকেন জলেন আর্দ্রাঃ সিক্তাঃ, তৈঃ) জটাকলাপৈঃ (জটাসমূহৈঃ) [ত চরণোপধানং (চরণৌ উপধীয়তে সংস্থাপ্যেতে যত্র তথাবিধং পদস্থাপনাধারভূতং) পদ্মম্ উপস্পৃশন্তঃ (প্র ইতি ভাবঃ) অনুরাগস্খলৎপদেন (প্রেমগদ্গদকণ্ঠতয়া অসম্পূর্ণোচ্চারিতশব্দেন) বচসা (বাক্যেন) (সঙ্কর্ষণস্য) কৃতানি (কর্ম্মাণি আচরণানি ইতি যাবৎ) মুহুঃ (বারং বারং) গৃণন্তঃ (কীর্ত্তয়ন্তঃ) তজ্ঞ (কৃতজ্ঞাঃ) কুমারমুখ্যাঃ (সনৎকুমারপ্রভৃতয়ঃ) মুনয়ঃ অতঃপরস্য (সঙ্কর্ষণাৎ পরবর্ত্তিনঃ শ্রীবাসুদেব তত্ত্বং বিবিৎসবঃ (বেদিতুমিচ্ছবঃ সন্তঃ) উর্ব্ব্যাম্ (পাতালতলে) আসীনম্ (উপবিষ্টম্) অকুণ্ঠসত্ত্বং (অপ্র হতসত্ত্বগুণং) স্বমেব ধিষ্ণ্যং (স্বকীয়মেবাশ্রয়ভূতং) যৎ বাসুদেবাভিধং (বাসুদেবনামকম্) আম (কথয়ন্তি শাস্ত্রকারাঃ) [তৎ] বহুমানয়ন্তং (ধ্যানপথেনানুভূয় আদরাতিশয়ং কুর্ব্বাণাং) প্রত্যগ্ধৃতাক্ষা কোষং (প্রত্যগ্ধৃতম্ অন্তর্মুখীকৃতম্ অক্ষিরূপং নেত্রস্বরূপম্ অম্বুজকোষং পদ্মমুকুলম্) বিবুধোদয়ায় (বিবু সনৎকুমারাদীনাম্ উদয়ায় উন্নতিসম্পাদনায়) ঈষৎ উন্মীলয়ন্তং (কিঞ্চিৎ প্রকাশয়ন্তং) কিরীটসাহস্র প্রবেকপ্রদ্যোতিতোদ্দামফণাসহস্রং (সহস্রমেব সাহস্রং কিরীটানাং সাহস্রে যে মণিপ্রবেকাঃ মণিশ্রে তৈঃ প্রদ্যোতিতম্ উদ্দামফণাসহস্রং যস্য তম্) আদ্যং দেবং (প্রধানং দেবং) ভগবন্তং সঙ্কর্ষণম্ অন্বপৃ (জিজ্ঞাসিতবন্তঃ) ॥ ৩—৬ ॥

প্রোক্তং কিলৈতদ্ভগবত্তমেন নিবৃত্তিধর্ম্মাভিরতায় তেন।
সনৎকুমারায় স চাহ পৃষ্টঃ সাংখ্যায়নায়াঙ্গ ধৃতব্রতায় ॥ ৭ ॥
সাংখ্যায়নঃ পারমহংস্যমুখ্যো বিবক্ষমানো ভগবদ্বিভূতীঃ।
জগাদ সোঽস্মদ্গুরবেঽন্বিতায় পরাশরায়াথ বৃহস্পতেশ্চ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ।—কোনও সময়ে শুদ্ধসত্ত্বময় আদিপুরুষ ভগবান্ সঙ্কর্ষণ, পাতালতলে অবস্থান পূর্ব্বক, স্বীয় পরবর্ত্তী আশ্রয়স্বরূপ—যাঁহাকে পণ্ডিতগণ বাসুদেব নামে অভিহিত করিয়াছেন, সেই স্বরূপ মুদ্রিত-নয়নে ধ্যানযোগে অনুভব করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতেছিলেন; তখন সনৎকুমার প্রভৃতি মুনিগণ তত্ত্বজ্ঞানের ইচ্ছায় তাঁহার নিকটে আগমন করিয়া গঙ্গাজলে আর্দ্র নিজ জটাকলাপ দ্বারা ঐ সঙ্কর্ষণের চরণতলস্থ পদ্ম স্পর্শ করিলেন (অর্থাৎ প্রণাম করিলেন)। পাতালস্থ নাগরাজকন্যাগণ পতিকামনায় নানাবিধ প্রেমোপহারে প্রণয়সহকারে এই পদ্মের সেবা করিলেন। কৃতজ্ঞ সনৎকুমার প্রভৃতি মুনিগণ প্রেমগদ্গদ বাক্যে ভগবান্ সঙ্কর্ষণের পূর্ব্বকর্ম্ম সকল পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ তত্ত্ব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। সনৎকুমারাদি তখন দেখিতে পাইলেন যে, ভগবান্ সঙ্কর্ষণ যখন তাঁহাদের অভ্যুদয়ের জন্য নয়ন ঈষৎ উন্মীলিত করিলেন, তখন তাঁহার সহস্রকীরিট-মধ্যবর্ত্তী উৎকৃষ্ট মণিরাজির প্রভায় অসঙ্খ্য সর্পের ফণা আলোকিত হইতেছিল ॥ ৩—৬

শ্রীধরটীকা।—কোঽসৌ ভগবান্, কেভ্যশ্চ ঋষিভ্য আহ, কথঞ্চ ত্বয়া প্রাপ্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ আসীনমিতি সপ্তভিঃ। উর্ব্ব্যাং পাতালতলে। অকুণ্ঠসত্ত্বম্ অপ্রতিহতজ্ঞানম্। অতঃ সঙ্কর্ষণাৎ পরস্য শ্রীবাসুদেবস্য ॥ ৩ ॥ তমেব বিশিনষ্টি। স্বমেব ধিষ্ণ্যং স্বীয়মাশ্রয়ং বাসুদেবসংজ্ঞং পরমানন্দরূপং ধ্যানপথেনানুভূয় বহুমানয়ন্তং সর্ব্বোৎকর্ষেণ পূজয়ন্তম্। প্রত্যগ্ধৃতমন্তর্ম্মুখীকৃতং নেত্রাম্বুজমুকুলং কিঞ্চিদুন্মীলয়ন্তম্। কৃপাবলোকেন সনৎকুমারাদীনামভ্যুদয়ার্থম্ ॥ ৪ ॥ মুনীনাং বিশেষণং সার্দ্ধেন। স্বর্ধুন্যা উদকেনার্দ্রৈরিতি। শ্রীভাগবত-শ্রবণার্থং সত্যলোকাৎ পাতালমবতরন্তো নিরন্তরং গঙ্গামধ্যত এবাবতীর্ণা ইতি ভাবঃ। চরণাবুপধীয়েতে যস্মিন্ পদ্মে তৎ উপস্পৃশন্তো নমন্তঃ। কথম্ভূতং, তদাহ। যৎ পদ্মং প্রেমসহিতং যথা ভবত্যেবং নানোপহারৈঃ পূজয়ন্তি বরার্থাঃ পতিকামাঃ ॥ ৫ ॥ কৃতানি কর্ম্মাণি গৃণন্তঃ। কেন? অনুরাগেণ স্খলন্তি পদানি যস্মিন্ তেন বচসা। তানি জানন্তীতি তজ্জ্ঞাঃ। সহস্রমেব সাহস্রং কিরীটানাং সাহস্রে যে মণিপ্রবেকাঃ রত্নোত্তমাস্তৈঃ প্রদ্যোতিতম্ উদ্দামফণানাং সহস্রং যস্য তম্। অপৃচ্ছন্নিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ! (হে বিদুর!) ভগবত্তমেন (অত্র স্বার্থে তমপ্ প্রত্যয়ঃ, তথা চ ভগবতা ইত্যর্থঃ) তেন (সঙ্কর্ষণেন) নিবৃত্তিধর্ম্মাভিরতায় (মোক্ষধর্ম্মপরায়ণায়) সনৎকুমারায় (তদাখ্যমুনয়ে) এতৎ (ভাগবতং তত্ত্বং) প্রোক্তং কিল (কথিতং, কিলেতি প্রসিদ্ধৌ) স চ (সনৎকুমারশ্চ) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ সন্) ধৃতব্রতায় (ব্রহ্মচর্য্যাদিব্রতাবলম্বিনে) সাঙ্খ্যায়নায় (তন্নামকমুনয়ে) আহ (কথিতবান্) ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ।—হে বিদুর! সেই ভগবান্ সঙ্কর্ষণদেব মোক্ষধর্ম্মপরায়ণ সনৎকুমারকে এই ভাগবত রহস্য বলিয়াছিলেন। আবার ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রতাবলম্বী সাঙ্খ্যায়ন ঋষি সনৎকুমারের নিকট জিজ্ঞাসা করায় তিনি (ইহা) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—তেন সঙ্কর্ষণেন সনৎকুমারায় প্রোক্তম্ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—পারমহংস্যমুখ্যঃ (পরমহংসাঃ সন্ন্যাসিবিশেষাঃ তেষাং ধর্ম্মঃ পারমহংস্যং তস্মিন্ মুখ্যঃ

প্রোবাচ মহ্যং স দয়ালুরুক্তো মুনিঃ পুলস্ত্যেন পুরাণমাদ্যম্ ।
সোঽহং তবৈতৎ কথয়ামি বৎস শ্রদ্ধালবে নিত্যমনুব্রতায় ॥ ৯ ॥

প্রধানঃ) স সাঙ্খ্যায়নঃ ভগবদ্বিভূতীঃ (ভগবতঃ বাসুদেবস্য বিভূতীঃ ঐশ্বর্য্যাণি) বিবক্ষমাণঃ (সনন্তব্রু ধাতুনিস্পন্নমিদং পদম্, অতঃ আত্মনেপদপ্রয়োগঃ সাধুঃ, বক্তুমিচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) অন্বিতায় (অনুগতায়) অস্ম গুরবে পরাশরায় আহ (কথিতবান্) অথ বৃহস্পতেশ্চ (সম্বন্ধবিবক্ষয়া ষষ্ঠী, আহ ইত্যনেন চ সম্বন্ধঃ) ॥ ৮

মূলানুবাদ।—পরমহংসদিগের ধর্ম্মবিষয়ে অতি প্রবীণ সাঙ্খ্যায়ণ ঋষি শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যসমুদায় বর্ণ করিতে অভিলাষী হইয়া আমাদের গুরু তদীয় অনুগত পরাশর মুনির নিকটে ইহা বর্ণনা করিয়াছিলেন এ বৃহস্পতিকেও উহা শুনাইয়াছিলেন ॥ ৮

শ্রীধরটীকা।—পারমহংস্যে ধর্ম্মে মুখ্যঃ। বিবক্ষমাণ ইত্যাত্মনেপদং ব্রূঞ্ঃআদেশস্য বচেরুভয়পদিত্ব অন্বিতায় অনুগতায় ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—পুলস্ত্যেন (রাক্ষসজনকেন তন্নামকমুনিনা) উক্তঃ ("পরাশর ! ত্বং পুরাণব ভবিষ্যসি" ইতি প্রদত্তবরঃ) স দয়ালুঃ (পরাশরঃ) মহ্যং (মৈত্রেয়ায়) আদ্যং (প্রধানম্) এতৎ পুরা প্রোবাচ (কথিতবান্) বৎস ! (হে স্নেহাস্পদ ! বিদুর !) তব সোঽহং (তৎসম্বন্ধে ভগবদাদিষ্টোঽহং নিত্যমনুব্রতায় (সর্ব্বদা অনুগতায়) শ্রদ্ধালবে (শ্রদ্ধাপরায়ণায়) [তুভ্যমিতি শেষঃ] এতৎ (ভাগবতং পুরা কথয়ামি ॥ ৯

মূলানুবাদ।—পুলস্ত্যের আশীর্ব্বাদবলে পরম দয়ালু সেই পরাশর মুনি আমার নিকটে এই মহাপুরা বর্ণনা করিয়াছিলেন। হে বৎস বিদুর ! তুমি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্, সর্ব্বদা আমার অনুগত, এই জন্য আ তোমার নিকট ইহা বর্ণনা করিতেছি ॥ ৯

শ্রীধরটীকা।—পুলস্ত্যেনোক্ত ইত্যত্রৈবমাখ্যায়িকা—পিতরং রাক্ষসভক্ষিতং শ্রুত্বা পরাশরো রাক্ষ সত্রে প্রবৃত্তো বশিষ্টবচনান্নিবৃত্তঃ। ততঃ পুলস্ত্যেন স্বসন্ততিরক্ষণাৎ তুষ্টেন বরো দত্তঃ পুরাণব ভবিষ্যসীতি ॥ ৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—বিদুরকে মৈত্রেয় মুনি বলিতে লাগিলেন—হে বিদুর ! তুমি আমার নিকটে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছ, সে সকল কথারই উত্তর ভাগবত নামক মহাপুরাণে আছে। স্বয়ং ভগবান্ মুনিগণের নিক এই ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ; সুতরাং ভাগবতের গুরুত্ব সম্বন্ধে আর অধিক কিছুই বলিবার নাই অতএব তদনুযায়ী সিদ্ধান্তপথে পৌছিতে পারিলেই তোমার আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ হইবে। এইজন্য আ এখন তোমার নিকট সেই ভাগবতীয় কথা বলিতে আরম্ভ করিতেছি। এস্থলে "যদাহ সাক্ষাদ্ ভগবানৃষিভ্য "স্বয়ং ভগবান্ মুনির্দিগের নিকট যে-ভাগবত বর্ণনা করিয়াছিলেন" এই কথায় বিদুরের জিজ্ঞাস্য হইতে পা যে, "ভগবান্ কোন্ অবস্থায়; কি প্রয়োজনে, কোন্ মুনিদিগের নিকট ভাগবত বর্ণনা করিয়াছিলেন, আর তাহ মৈত্রেয়ই বা জানিলেন কি প্রকারে ?" এইরূপ মনে করিয়া মহাপ্রাজ্ঞ মৈত্রেয় তাহা বুঝাইয়া বলিতেছেন— হে বিদুর ! একদা পাতালপুরীতে সঙ্কর্ষণরূপী ভগবান্ নিজেরই পরবর্ত্তী বাসুদেবাখ্য স্বরূপটী ধ্যানযোগে অনুভ করিয়া নিমীলিতনয়নে পরমানন্দ অনুভব করিতেছিলেন, এমন সময়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসু সনৎকুমার প্রভৃতি ঋষিগ সেখানে উপস্থিত হইয়া জটাজুট-বিমণ্ডিত মস্তকে তাঁহার চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া ভগবত্তত্ত্ব অর্থাৎ কিরূ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে নির্ব্বাহিত হয়, এই সকল রহস্য জানিবার জন্য সঙ্কর্ষণ দেবে নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এস্থলে ভগবানের এই সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তিটীর একটু বিশ্লেষণ আবশ্যক। স্থূলভা

উদাপ্ল ুতং বিশ্বমিদং তদাসীদ্ যন্নিদ্রয়াঽমীলিতদৃঙ্ন্যমীলয়ৎ।
অহীন্দ্রতল্পেঽধিশয়ান একঃ কৃতক্ষণঃ স্বাত্মরতৌ নিরীহঃ ॥ ১০ ॥
সোঽন্তঃশরীরেঽর্পিতভূতসূক্ষ্মঃ কালাত্মিকাং শক্তিমুদীরয়াণঃ।
উবাস তস্মিন্ সলিলে পদে স্বে যথানলো দারুনিরুদ্ধবীর্য্যঃ ॥১১ ॥

বুঝিতে গেলে "সঙ্কর্ষণ" শব্দে বলরামকে বুঝায়; প্রকৃতও তাহাই বটে, তবে বলরামের স্বরূপটী একটু সূক্ষভাবে বুঝিতে হইবে। বলরাম শেষ নাগ, সঙ্কর্ষণ অবস্থাটীও সেই শেষ নাগ অবস্থা, এইরূপ অভিপ্রায় লইয়াই মৈত্রেয় মুনি বিশেষণ দিয়াছেন—"কিরীটসাহস্রমণিপ্রবেকপ্রদ্যোতিতোদ্দামফণাসহস্রম্"। আর এই অভিপ্রায়েই শ্রীধরস্বামী ৩য় শ্লোকে "উর্ব্ব্যাং" পদটীর "পাতালতলে" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "সঙ্কর্ষণ" ভাবটী বৈষ্ণবদর্শনানুযায়ী সৃষ্টিতত্ত্বের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বুঝিতে গেলে বড়ই সূক্ষ্ম; কেননা ন্যায়ের পরমাণু, সাঙ্খ্যের প্রকৃতি, সবই অতিক্রম করিয়া ইহা সূক্ষ্মতম স্বরূপে বিরাজিত! (ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রথমস্কন্ধের ৩য় অধ্যায়ের ১ম শ্লোকের "অমৃতবর্ষিণী"তে আলোচিত হইয়াছে।) যাহা হউক, সঙ্কর্ষণ-রূপ ভগবান্ সনৎকুমারাদি মুনিবর্গের তথা-কথিত ব্যবহারে নয়ন উন্মীলিত করিয়া দয়া প্রকাশে সনৎকুমারাদিকে ভাগবতরহস্য শুনাইলেন। পরে ক্রমশঃ সনৎকুমার হইতে সাঙ্খ্যায়ন, সাঙ্খ্যায়ন হইতে পরাশর ও বৃহস্পতি ইহা অবগত হন। অনন্তর পুলস্ত্য মুনির আশীর্ব্বাদে পরাশর মুনি পুরাণবক্তা হইয়া মৈত্রেয়কে ইহা শুনাইয়াছেন; সুতরাং মৈত্রেয়ের পক্ষে এ সকল রহস্য জানা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। এস্থলে আবার একটী তথ্য উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—পুলস্ত্যের আশীর্ব্বাদে পরাশরের "পুরাণ-বক্তৃত্ব।" ইহার বিবরণ এই যে, পরাশরের পিতাকে রাক্ষসে ভক্ষণ করিয়াছে জানিয়া পরাশর রাক্ষসবধের যজ্ঞ আরম্ভ করেন। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে নিষেধ করায় অনুষ্ঠিত যজ্ঞ হইতে তিনি ক্ষান্ত হন। রাক্ষসগণ সকলেই পুলস্ত্যের বংশধর, সুতরাং তাহাদের হত্যা-যজ্ঞ হইতে পরাশর নিবৃত্ত হইয়াছেন জানিয়া আনন্দাতিশয্যবশতঃ পুলস্ত্য তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ বা বর প্রদান করিয়াছিলেন যে—"তুমি পুরাণবক্তা হইবে"। এইভাবে সঙ্কর্ষণ হইতে ভাগবত-সম্প্রদায় বিস্তার-প্রাপ্ত হইতে হইতে মৈত্রেয় পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে ॥ ২-৯ ॥

অন্বয়ঃ।—যৎ (যদা) ইদং বিশ্বম্ (লোকত্রয়ম্) উদাপ্লুতং (প্রলয়সলিলমগ্নম্) আসীৎ, তদা একঃ (কেবলঃ ভগবান্) নিরীহঃ (নিষ্ক্রিয়ঃ সন্) অহীন্দ্রতল্পে (অনন্তশয্যায়াম্, অত্র অধিকরণস্য কর্ম্মসংজ্ঞাম-কৃত্বা প্রয়োগ আর্ষঃ) অধিশয়ানঃ (শয়নং কুর্ব্বন্) স্বাত্মরতৌ (স্ব-স্বরূপানন্দে এব) কৃতক্ষণঃ (প্রাপ্তোৎসবঃ সন্) অমীলিতদৃক্ (ন মীলিতা তিরোহিতা দৃক্ চিচ্ছক্তির্যস্য তথাবিধ এব) নিদ্রয়া (যোগনিদ্রয়া) ন্যমীলয়ৎ (নেত্রে নিমীল্য) [তস্থৌ] ॥ ১০

মূলানুবাদ।—এই বিশ্ব যখন প্রলয়সলিলে মগ্ন ছিল, তখন একমাত্র ভগবান্ অনন্তশয্যায় শয়ন করিয়া নিজ স্বরূপানন্দে মগ্ন ছিলেন; তখন তাঁহার কোনও ক্রিয়া ছিল না, স্বকীয় চৈতন্যশক্তিটিকে অক্ষুন্ন রাখিয়াই তিনি যোগনিদ্রাবলে মুদ্রিত নয়নে অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—তদেবং সঙ্কর্ষণাৎ সম্প্রদায়প্রবৃত্তিং প্রদর্শ্য বিভূতিকথনায় পদ্মোদ্ভবং বক্তুমাহ। উদাপ্লুতম্ একার্ণবোদকে নিমগ্নং যদ্ যদা আসীৎ তদা অমীলিতদৃক্ অতিরোহিতচিচ্ছক্তিরেব শ্রীনারায়ণো নেত্রে নিমীলিতবানিত্যর্থঃ। মায়াবিনোদং পরিত্যজ্য স্বাত্মরতৌ স্বরূপানন্দ এব কৃতোৎসবঃ অতএব নিরীহঃ নিষ্ক্রিয়ঃ সন্ ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—কালাত্মিকাং শক্তিমুদীরয়াণঃ (পুনঃ সৃষ্ট্যবসরে উদ্বোধার্থং কালশক্তিং প্রকটিতামেব

রক্ষন্) অন্তঃশরীরেঽর্পিতভূতসূক্ষ্মঃ (অন্তঃশরীরে স্বদেহমধ্যে অর্পিতানি স্থাপিতানি ভূতসূক্ষ্মানি ত্রৈ লোক্যগতসর্ব্বজীবলিঙ্গশরীরাণি যেন সঃ) [অতএব] দারুনিরুদ্ধবীর্য্যঃ (বৃক্ষমধ্যনিরুদ্ধতেজঃপ্রস অনলো যথা (অগ্নিরিব) স্বপদে (স্বাবাসস্থানভূতে) তস্মিন্ সলিলেং (প্রলয়জলরাশৌ) উবাস (অবস্থি বান্) ॥ ১১

মূলানুবাদ।—তখন শ্রীভগবান্ সমস্ত প্রাণিবর্গের সূক্ষ্মশরীরগুলিকে নিজের মধ্যে স্থান দিয়া (পু সৃষ্টিসময়ে) উদ্‌বোধন করিবার জন্য, অগ্নি যেমন বৃক্ষাদির মধ্যে প্রচ্ছন্ন শক্তিতে অবস্থান করেন, তিনিও তদ্র নিজ কালশক্তিটীকে বাহিরেই প্রকটিত রাখিয়া, জগতের সমস্ত বৃত্তিগুলিকে নিজের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া প্রলয়জলরাশিরূপ বাসস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১১

শ্রীধরটীকা।—কালশক্তেঃ প্রেরণং পুনঃ সৃষ্ট্যবসরে প্রবোধনার্থম্। স্বে পদে অধিষ্ঠানে। বহির্ভ ভাবে দৃষ্টান্তঃ—যথানল ইতি ॥ ১১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—বিশ্বের সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি অনন্ত—একবার সৃষ্টি আবার প্রলয়, আব সৃষ্টি আবার প্রলয়, এইরূপ প্রবাহ আবহমান কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে—ইহার আদি নাই, অন্ত নাই তবে "সৃষ্টির প্রারম্ভ" কথাটীতে বুঝিতে হয় যে, পূর্ব্বসৃষ্টির নাশ অর্থাৎ লয় হওয়ার পর আবার যে সৃষ্টি তাহার প্রথম অবস্থাকেই আরম্ভ বলে ; সুতরাং সৃষ্টিপ্রারম্ভ হইতে বর্ণনা করিতে হইলে প্রলয়কা অবস্থাটিও কিছু বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। সুতরাং মৈত্রেয় প্রথমতঃ বিদুরের নিকট প্রলয় হইতেই বর্ণনা আর করিলেন। "যাবতীয় জন্য-ভাব-পদার্থের ধ্বংস" ইহাই এক কথায় এই প্রলয়ের স্বরূপ বলা যাইতে পার তবে ঐ ধ্বংস বলিতে কি বুঝিতে হইবে এবং কি ভাবে ধ্বংস সাধিত হয়, এসকল বিষয়ে ন্যায়, সাঙ্খ্য প্রভৃ দার্শনিক মত ও ভাগবতের মতে পরস্পর একটু পার্থক্য থাকিলেও এই জন্য-ভাব-সমূহ ধ্বংস বা প্রপঞ্চধ্বংস প্রলয়ের স্বরূপ ফলতঃ একই। অন্য দর্শনের মত উল্লেখ করিয়া বৃথা গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক ; সুতরাং শ্রীমদ্‌ভাগবতের বা সমস্ত বৈষ্ণবদর্শনের মতসিদ্ধ যে প্রলয়ের অবস্থা, তাহাই মাত্র উল্লেখ করা হইতেছে। সত্য ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই চারি যুগকে এক কল্প বলে, এই কল্পের সহস্রবার আবর্ত্তনে ব্রাহ্ম পরিমাণে একদি হয়, এই দিনই সৃষ্টি-প্রপঞ্চের কাল। এই দিনের যখন অবসান হয়, তখন শ্রীভগবান্ সৃষ্টিপ্রপঞ্চের সকল বস্তু সৃষ্টির বিলোপক্রমে অর্থাৎ কার্য্যগুলিকে ক্রমশঃ কারণের মধ্যে লয় করিতে করিতে সমস্ত চরমে আদি প্রকৃতিতে লয় করেন। তাহার পর সেই প্রকৃতি এবং সমস্ত জীবের লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মদেহগুলি সঙ্কর্ষণে লী হয়, তখন প্রাকৃত কোন বস্তুই থাকে না, কেবল অপ্রাকৃত নিত্য-সিদ্ধ বৈকুণ্ঠাদি ধাম ও সেই আনন্দঘন লীলাময়রূপে সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবান্ ও তাঁহার নিত্য পার্ষদগণ অবস্থান করেন। বিশ্ব তখন জলময় হই যায়, সেই জলরাশির মধ্যে কেবল সঙ্কর্ষণদেব অবস্থান করেন। এই অবস্থাটিই অনন্তশয্যাশায়ী অবস্থা, এ অবস্থাতেই শ্রীভগবানের যোগনিদ্রায় অধিষ্ঠান ; এই ভাবে সঙ্কর্ষণরূপে যোগনিদ্রায় বিশ্রান্ত থাকিবার কাল পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রাহ্ম পরিমিত এক রাত্রি অর্থাৎ সহস্রকল্প ; "সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ। রাত্রি যুগসহস্রান্তাঃ" ইত্যাদি গীতাবাক্যেও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। কালশক্তি সর্ব্বদাই প্রকটিত থাকে, "কালাত্মিকাং শক্তিমুদীরয়াণঃ" এই কথাটীর উল্লেখ সূচিত হইয়াছে। কালশক্তির অনুসারেই রাত্রির অবসান দিনের প্রারম্ভ ; দিন আসিলেই আবার সৃষ্টি-প্রারম্ভ ; এইভাবে দিন, রাত্রি ও সৃষ্টিপ্রলয়ের ধারা চলিতেছে শ্রীভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে এই কথায়ই সংক্ষিপ্তভাবে সৃষ্টিপ্রলয়ের পরিমাণ বুঝাইয়াছেন—"অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব প্রভবন্ত্যহরাগমে। রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে" ॥ ১০।১১

চতুর্যুগাণাঞ্চ সহস্রমপ্সু স্বপন্ স্বয়োদীরিতয়া স্বশক্ত্যা।
কালাখ্যয়াসাদিতকর্ম্মতন্ত্রো লোকানপীতান্ দদৃশে স্বদেহে ॥ ১২ ॥
তস্যার্থসূক্ষ্মাভিনিবিষ্টদৃষ্টেরন্তর্গতোঽর্থো রজসা তনীয়ান্।
গুণেন কালানুগতেন বিদ্ধঃ সূষ্যংস্তদাভিদ্যত নাভিদেশাৎ ॥ ১৩ ॥
স পদ্মকোষঃ সহসোদতিষ্ঠৎ কালেন কর্ম্মপ্রতিবোধনেন।
স্বরোচিষা তৎ সলিলং বিশালং বিদ্যোতয়ন্নর্ক ইবাত্মযোনিঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ।—স্বশক্ত্যা (স্ব-স্বরূপয়া চিচ্ছক্ত্যা সহ) চতুর্যুগাণাং সহস্রং (ব্রাহ্মদিনৈকং ব্যাপ্য) অপ্সু (জলেষু মধ্যে) স্বপন্ (যোগনিদ্রয়া তিষ্ঠন্) উদীরিতয়া (প্রবোধার্থং প্রাগেব প্রকটিতয়া) কালাখ্যয়া স্বয়া (কালরূপয়া স্বশক্ত্যা) আসাদিতকর্ম্মতন্ত্রঃ (আসাদিতং জীবেষু সংযোজিতং কর্ম্মতন্ত্রং পুনঃকর্ম্মপ্রবর্ত্তনং যস্য সঃ ভগবান্) স্বদেহে (নিজশরীরাভ্যন্তরে) ইতান্ (প্রাপ্তান্ অবস্থিতানিতি যাবৎ) লোকানপি (সূক্ষ্মজীব-দেহানপি) দদৃশে (দদর্শ ইতি যাবৎ) ॥ ১২

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ স্বীয় চৈতন্যশক্তিসহকারে সহস্রকল্প পর্য্যন্ত জলমধ্যে যোগনিদ্রায় বিশ্রান্ত আছেন; এই সময়ে পূর্ব্ব হইতেই প্রকটিত কালশক্তির প্রভাবে নিজ মধ্যে লয়প্রাপ্ত জীবসমূহে কর্ম্মপ্রবৃত্তি সযোজিত হইলে ভগবান্ জাগিয়া দেখিলেন, জীবগণের লিঙ্গশরীরগুলি তাঁহার মধ্যেই রহিয়াছে ॥ ১২

শ্রীধরটীকা।—স্বয়া চিচ্ছক্ত্যা সহ বর্ত্তমান এব যোগনিদ্রয়া স্বপন্। পূর্ব্বমেব প্রবোধনার্থং নিযুক্তয়া স্বকালশক্ত্যা আসাদিতং প্রাপিতং কর্ম্মতন্ত্রং ক্রিয়াকলাপো যস্য সঃ। অপীতান্ লীনান্ দদর্শ ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—অর্থসূক্ষ্মাভিনিবিষ্টদৃষ্টেঃ (অর্থসূক্ষ্মেষু লিঙ্গদেহেষু অভিনিবিষ্টা দৃষ্টির্যস্য তথাবিধস্য) তস্য (ভগবতঃ) অন্তর্গতঃ তনীয়ান্ (অতিসূক্ষ্মঃ) অর্থঃ (প্রাকৃতপদার্থসমূহঃ) কালানুগতেন (কালানুযায়িনা) রজসা গুণেন বিদ্ধঃ (ক্ষোভিতঃ) [অতএব] সূষ্যন্ (উদ্‌ভবিষ্যন্ সন্) তদা নাভিদেশাৎ অভিদ্যত (স্বয়মেব উদ্‌ভিন্নো বভূব) ॥ ১৩

মূলানুবাদ।—তখন শ্রীভগবান্ ঐ সকল লিঙ্গশরীর প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কালানুযায়ী রজোগুণের দ্বারা বিচলিত এই সূক্ষ্ম পদার্থ সকল উদ্ভূত হইবার জন্য তাঁহার নাভিদেশ হইতে স্বয়ংই প্রকাশ পাইল ॥ ১৩

শ্রীধরটীকা।—লোকসৃষ্ট্যর্থম্ অর্থসূক্ষ্মে অভিনিবিষ্টা দৃষ্টির্যস্য। কালানুসারিণা রজোগুণেন বিদ্ধঃ ক্ষোভিতঃ সন্ তদীয়ানতিসূক্ষ্মোঽর্থঃ সূষ্যন্ প্রসোষ্যন্ উদ্ভবিষ্যন্ নাভিদেশাদুদ্ভূত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—সঃ (উদ্ভিন্নসূক্ষ্মার্থনিবহঃ) কর্ম্মপ্রতিবোধনেন (কর্ম্মাণি জীবাদৃষ্টাণি প্রতিবোধয়তীতি "নন্দ্যাদেরনঃ" ইতি কর্ত্তর্য্যনপ্রত্যয়ঃ, তেন অদৃষ্টোদ্‌বোধকরেণ ইত্যর্থঃ) কালেন সহসা (অকস্মাৎ) স্বরোচিষা (নিজপ্রভয়া) তৎ বিশালং সলিলং (প্রলয়জলরাশিম্) আত্মযোনিঃ (আত্মা বিষ্ণুঃ যোনিঃ কারণং যস্য তথাবিধঃ "চক্ষোঃ সূর্য্যঃ অজায়ত" ইত্যাদিশ্রুতেঃ) অর্ক ইব (সূর্য্য ইব) বিদ্যোতয়ন্ (আলোকিতং কুর্ব্বন্) পদ্মকোষঃ (পদ্মমুকুলাকারঃ সন্) উদতিষ্ঠৎ (প্রলয়সলিলাদপ্যুপরি উত্থিতবান্) ॥ ১৪

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবানের নাভিপথে উদ্‌ভিন্ন ঐ সকল সূক্ষ্ম পদার্থ জীবের অদৃষ্টোদ্‌বোধকারী

তল্লোকপদ্মং স উ এব বিষ্ণুঃ প্রাবীবিশৎ সর্ব্বগুণাবভাসম্ ।
তস্মিন্ স্বয়ং বেদময়ো বিধাতা স্বয়ম্ভুবং যং স্ম বদন্তি সোঽভূৎ ॥ ১৫ ॥
তস্যাং স চাম্ভোরুহকর্ণিকায়ামবস্থিতো লোকমপশ্যমানঃ ।
পরিক্রমন্ ব্যোম্নি বিবৃত্তনেত্রশ্চত্বারিলেভেঽনুদিশং মুখানি ॥ ১৬ ॥

কালের প্রভাবে সহসা বিষ্ণু হইতে উদ্‌ভূত সূর্য্যদেবের ন্যায় নিজ প্রভাজালে বিশাল জলরাশির উপ
আলোকময় পদ্মমুকুলাকারে পরিণত হইয়া উত্থিত হইল ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—স তনীয়ানর্থঃ পদ্মকোষঃ সন্ উদতিষ্টৎ। কর্ম্মাণি জীবাদৃষ্টানি প্রতিবোধয়তি
কালস্তেন। আত্মা শ্রীবিষ্ণুর্যোনির্যস্য ॥ ১৪ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—এক্ষনে ভগবান্ সঙ্কর্ষণ হইতে ক্রমিক সৃষ্টিবিস্তার বর্ণনা প্রস
প্রথমতঃ তাঁহার নাভিদেশ হইতে পদ্মসৃষ্টির প্রস্তাব বর্ণনা করিয়া মৈত্রেয়মুনি বলিতেছেন, হে বিদুর! শ্রীভগব
যখন সমস্ত মায়িকপ্রপঞ্চ নষ্ট করিয়া নিজের সঙ্কর্ষণ স্বরূপে সমস্ত বস্তুর সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন প্রকৃতি ও জীবসমূহ
স্থান দিয়া সহস্রকল্প পর্য্যন্ত যোগনিদ্রায় বিশ্রাম করিলেন, রাত্রি শেষ হইল, আবার দিন আসিল, অন
কালশক্তি তখন শ্রীভগবানে লয়প্রাপ্ত জীবশক্তিতে কর্ম্মের সাড়া জাগাইয়া দিল, শ্রীভগবান্ যোগনিদ্রা সম
করিয়া তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। এই দৃষ্টিপাতই "স ঐক্ষত" ইত্যাদি শ্রুতিলভ্য ঈক্ষণ,
ঈক্ষণের বশেই গুণত্রয়ের সাম্য বিদূরিত হইয়া রজোগুণের প্রবলতায় প্রকৃতির কার্য্যোন্মুখতা উপস্থি
হইল। তখন লয়প্রাপ্ত জীব ও অন্যান্য সূক্ষ্মপদার্থ সকল রজোগুণের প্রেরণায় আত্মপ্রকাশের জন্য বিচলিত হই
শ্রীভগবানের নাভিপথে নির্গত হইল এবং সূর্য্যের মত প্রভাসম্পন্ন একটি নালাগ্রথিত পদ্মমুকুলরূপে পরিণ
হইয়া সেই বিরাট্ জলরাশিকে আলোকময় করিয়া তাহার উপরিভাগে উত্থিত হইল ॥ ১২—১৪

অন্বয়ঃ।—উ! (ভো বিদুর!) সর্ব্বগুণাবভাসং (সর্ব্বান্ গুণজনিতান্ জীবভোগ্যান্ অর্থা
অবভাসয়তি যৎ তৎ) তৎ (পূর্ব্বকথিতং নাভিসমূদ্ভূতং) লোকপদ্মং (লোকাত্মকং পদ্মং) [যস্মাদুদ্ভূতমি
শেষঃ] স বিষ্ণুরেব প্রাবীবিশৎ (অত্র স্বার্থে ণিচ্, তথাচ তৎপদ্মমধ্যে অন্তর্য্যামিতয়া প্রবিষ্টবানিত্যর্থ
তস্মিন্ (বিষ্ণুনা অধিষ্ঠিতে পদ্মে) বেদময়ঃ (স্বতঃসিদ্ধবেদঃ, ন তু অধ্যয়নাদিভিঃ প্রাপ্তবেদঃ) স বিধা
(ব্রহ্মা) অভূৎ, যং (ব্রহ্মাণং) স্বয়ম্ভুবং (অদৃষ্টপিতৃকত্বাৎ আত্মযোনিং) বদন্তি স্ম (কথিতবন্তঃ) [শাস্ত্রকা
ইতি শেষঃ] ॥ ১৫

মুলানুবাদ।—হে বিদুর! জীবের ভোগ্য সুখ-দুঃখাদি বিষয় সমূহের প্রকাশক ঐ পদ্মটিই বৈ
নামক লোকস্বরূপ, উহা যাঁহা হইতে উদ্ভুত হইয়াছে, সেই ভগবান্ বিষ্ণু উহাতে অন্তর্য্যামীরূপে প্র
করিলেন। তাহাতে স্বতঃসিদ্ধ বেদসম্পন্ন ব্রহ্মা উদ্ভুত হইলেন। এই ব্রহ্মাকে পণ্ডিতগণ স্বয়ম্ভু বলি
নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা।—তল্লোকাত্মকং পদ্মং সর্ব্বান্ গুণান্ জীবভোগ্যান্ অর্থান্ অবভাসয়তীতি তথা
তস্মাজ্জাতং স এব বিষ্ণুঃ। উ ইতি সম্বোধনে। প্রাবীবিশৎ প্রকর্ষেণ অলুপ্তশক্তিরেব অন্তর্য্যামিতয়া বিবে
তস্মিন্ বিষ্ণুনাধিষ্ঠিতে পদ্মে বিধাতা ব্রহ্মাভূৎ। কথম্ভূতঃ? স্বয়মেব বেদময়ঃ, ন ত্বধ্যয়নেন প্রাপ্তবে
কোঽসৌ? অদৃষ্টপিতৃকত্বেন যং স্বয়ম্ভুবং বদন্তি সঃ। প্রাক্‌কল্পান্তে নারায়ণেন সহ নিদ্রয়ৈকীভূত আ
তস্মিংশ্চ প্রবুদ্ধে তত এব পাদ্মে কল্পে পদ্মদ্বারেণাভিব্যক্তিং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫

তস্মাদ্‌যুগান্তশ্বসনাবঘূর্ণজলোর্ম্মিচক্রাৎ সলিলাদ্বিরূঢ়ম্।
অপাশ্রিতঃ কঞ্জমু লোকতত্ত্বং নাত্মানমধ্বাবিদদাদিদেবঃ॥ ১৭॥

অন্বয়ঃ।—তস্যাম্ অম্ভোরুহকর্ণিকায়াং (পদ্মমধ্যভাগে) অবস্থিতঃ স চ (ব্রহ্মা) লোকমপশ্যমানঃ (ভুবনাদিকং কিমপি বস্তু অবিলোকয়ন্) পরিক্রমন্ (তত্র স্থিত এব চতুর্দ্দিক্ষু গ্রীবাং সঞ্চালয়ন্) ব্যোম্নি (আকাশে) অনুদিশং (চতুর্ষু দিক্ষু) বিবৃত্তনেত্রঃ (বিক্ষিপ্তদৃষ্টিঃ সন্) চত্বারি মুখানি লেভে (প্রাপ্তবান্)॥ ১৬

মূলানুবাদ—ব্রহ্মা পূর্ব্বোল্লিখিত পদ্মের মধ্যভাগে বসিয়া আর কিছুই দেখিতে না পাইয়া তথায় বসিয়াই গ্রীবাসঞ্চালনপূর্ব্বক শূন্যময় চারিদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে যাইয়া চারিটী মুখ লাভ করিলেন॥ ১৬

শ্রীধরটীকা।—স চ তস্মিন্ কল্পে চতুর্ম্মুখোঽভূদিত্যাহ—তস্যামিতি। পরিক্রমন্ তত্রস্থ এব গ্রীবাং চালয়ন্। লোকনিরীক্ষণার্থং বিবৃত্তে বিচলিতে নেত্রে যস্য॥ ১৬

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—"পাদ্মং কল্পমথো শৃণু" প্রভৃতি পূর্ব্বপ্রস্তাব অনুসারে মৈত্রেয় মুনি সম্প্রতি পাদ্মকল্পেরই বর্ণনা করিতেছেন। যে সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকাল পরিমিত কল্প, সেই ব্রহ্মা সেই কল্পে পদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন বলিয়া ইহার নাম "পাদ্ম" কল্প। সঙ্কর্ষণরূপী শ্রীভগবানের নাভি হইতে প্রথমতঃ ঐ পদ্মের উদ্ভব বর্ণিত হইয়াছে এবং সম্প্রতি সেই পদ্ম হইতে ব্রহ্মার কিরূপে উদ্ভব হইল ও তিনি কেন চতুর্ম্মুখ হইলেন, এই বিষয় মৈত্রেয় বিদুরকে বলিতেছেন। মৈত্রেয় পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—এই পদ্মটী সাধারণ পদ্মের মত নহে, সঙ্কর্ষনে লীন সমস্ত সূক্ষ্মপদার্থগুলিই এই পদ্মরূপে উদ্ভূত হইয়াছেন। এখানে "লোকাত্মকং" শব্দটীর মর্ম্ম এই যে, ব্রহ্মার তিনটী অবস্থা; স্থূল অবস্থায় তিনি বৈরাজ, সূক্ষ্ম অবস্থায় তিনি হিরণ্যগর্ভ, আর সৃষ্টিকর্ত্তা অবস্থায় তিনি চতুর্ম্মুখ। সূক্ষ্ম অবস্থায় অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপে তিনি গর্ভোদকশায়ী শ্রীভগবানের অভ্যন্তরে লীন হইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। কালক্রমে প্রকৃতির গুণক্ষোভে যখন তিনি স্থূলপদ্মরূপে অভিব্যক্ত হইলেন, তখন তিনি বৈরাজ, এইটুকু সূচনার জন্যই ইতিপূর্ব্বে মূলে "অন্তর্গতোঽর্থো রজসা তনীয়ান্" আর এখানে "লোকপদ্মং" এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে; আবার পরক্ষণেই ঐ পদ্ম হইতে স্বয়ম্ভু বেদময় ব্রহ্মার উদ্ভব ও চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে যাইয়া চারিটি মুখপ্রাপ্তি তাঁহার "চতুর্ম্মুখ" অবস্থা, অর্থাৎ যে অবস্থায় তিনি সৃষ্টিবিস্তার করিবেন তাহাই উল্লেখ করা হইয়াছে॥ ১৫।১৬

অন্বয়ঃ।—আদিদেবঃ (আদিঃ, সৃষ্টেরাদিভূতঃ, স চাসৌ দেবশ্চেতি, ব্রহ্মা ইত্যর্থঃ) যুগান্তশ্বসনাবঘূর্ণজলোর্ম্মিচক্রাৎ (যুগান্তশ্বসনঃ প্রলয়বায়ুঃ তেন অবঘূর্ণং, চতুর্দ্দিক্ষু আবর্ত্তনশীলং যৎ জলং তস্মাৎ উর্ম্মিচক্রং যস্মিন্ তথাবিধাৎ) সলিলাৎ (প্রলয়জলরাশেঃ) বিরূঢ়ং (উদ্‌গতং) কঞ্জং (পদ্মম্) অপাশ্রিতঃ (অধ্যাসীনঃ সন্) লোকতত্ত্বং (লোকাত্মকস্য কঞ্জস্য তত্ত্বং রমস্যম্) আত্মানং (নিজঞ্চ) উ (বিস্ময়ে অব্যয়ম্) অধ্বা (যথার্থতঃ) ন অবিদৎ (ন জ্ঞাতবান্, বিদ্‌ৢ লাভে ইত্যস্য লুঙি রূপমেতৎ, তথাপি "সর্ব্বে প্রাপ্ত্যর্থা জ্ঞানার্থাশ্চ" ইতি ন্যায়াৎ তস্য জ্ঞানার্থত্বম্)॥ ১৭

মূলানুবাদ।—সেই আদিদেব ব্রহ্মা প্রলয়বায়ু-বিঘূর্ণিত তরঙ্গ-পরিব্যাপ্ত জলরাশি হইতে উর্দ্ধে উত্থিত ঐ পদ্মে অবস্থিত থাকিয়া পদ্মের বা নিজের তথ্য কিছুই বুঝিতে পারিলেন না॥ ১৭

শ্রীধরটীকা।—তস্য চ শ্রীনারায়ণোপাসনয়ৈবাভিভূর্তজ্ঞানক্রিয়াশক্তের্লোককর্ত্তৃত্বং, ন স্বত ইতি বক্তুং প্রথমং তস্য বিমোহমাহ। তস্মাৎ সলিলাৎ বিরূঢ়মুদ্গতং কঞ্জমাশ্রিতোঽপি সাকল্যেন তং কঞ্জং লোকতত্ত্ব-

ক এষ যোঽসাবহমব্জপৃষ্ঠে এতৎ কুতো বাব্জমনন্যদপ্‌সু।
অস্তি হ্যধস্তাদিহকিঞ্চনৈতদধিষ্ঠিতং যত্র সতানুভাব্যম্ ॥ ১৮ ॥
স ইত্থমুদ্বীক্ষ্য তদব্জনাল-নাড়ীভিরন্তর্জ্জলমাবিবেশ।
নার্ব্বাগ্‌গতস্তৎখরনালনাল-নাভিং বিচিন্বন্‌স্তদবিন্দতাজঃ ॥ ১৯ ॥
তমস্যপারে বিতুরাত্মসর্গং বিচিন্বতোঽভূৎ সুমহাংস্ত্রিনেমিঃ।
যো দেহভাজাং ভয়মীরয়াণঃ পরিক্ষিণোত্যায়ুরজস্য হেতিঃ ॥ ২০ ॥

শ্চাত্মানঞ্চ সাক্ষান্ন জ্ঞাতবান্। উ ইতি বিস্ময়ে। কথম্ভূতাৎ? যুগান্তশ্বসনঃ প্রলয়বায়ুঃ তেনাবঘূর্ণং তত্র ত্র প্রকম্পিতং যজ্জলং তস্মাৎ সর্ব্বত উর্ম্মিচক্রং যস্মিন্ ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—যোঽসৌ অহম্ অব্জপৃষ্ঠে (পদ্মোপরি) তিষ্ঠামি এষঃ কঃ? অপ্‌সু (জলমধ্যে) অনন্যং (অদ্বিতীয়ম্) এতৎ অব্জং বা (পদ্মং বা) কুতঃ? হি (নিশ্চিতম্) অধস্তাৎ (নিম্নভাগে) সতা (সুবিজ্ঞ অনুভাব্যম্ (অনুভবিতুং যোগ্যং) কিঞ্চন অস্থি (কিমপি বিদ্যতে) যত্র (যস্মিন্) এতৎ (পদ্মম্ অধিষ্ঠিতম্ ॥ ১৮

মূলানুবাদ।—এই যে আমি পদ্মোপরি অবস্থান করিতেছি, আমি কে? জলমধ্যে এই অদ্বিতী পদ্মটই বা কোথা হইতে।আসিল? ইহার নিম্নে সুবুদ্ধিজনের অনুভবযোগ্য এমন কিছু নিশ্চয়ই আছে, যাহাতে ইহা (পদ্মটী) অধিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ১৮

শ্রীধরটীকা।—অবিতুষস্তস্য বিতর্কমাহ। যোঽসাবহমব্জপৃষ্ঠে এষ কঃ? অনন্যদেকমেবৈতদব্জং কুতো বা জাতম্? যত্রৈতদধিষ্ঠিতং তেঽধস্তাৎ সতা বর্ত্তমানেন নু নিশ্চিতং ভাব্যম্। স ইত্থমুদ্বীক্ষ্যেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। তথাচ শ্রুতিঃ—"সোঽপশ্যৎ পুষ্করপর্ণে তিষ্ঠন্ সোঽমন্যত অস্তি বৈতদ্ যস্মিন্নিদমধিতিষ্ঠতী"তি ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—সঃ (ব্রহ্মা) ইত্থম্ (পূর্ব্বোক্তপ্রকারম্) উদ্বীক্ষ্য (বিতর্ক্য) তদব্জনালনাড়ীভিঃ (তস্য অব্জস্য যৎ নালং তস্য নাড়ীভিঃ অন্তশ্ছিদ্রৈঃ) অন্তর্জ্জলং (জলমধ্যম্) আবিবেশ (প্রবিষ্টবান্) অজঃ (ব্রহ্মা) বিচিন্বন্ (অনুসন্ধানং কুর্ব্বন্) অর্ব্বাগ্‌গতঃ (তন্নিকটগতোঽপি) তৎখরনাল-নালনাভিং (খর কর্কশং নালং যস্য তৎ খরনালং পদ্মং তস্য যৎ নালম্ আশ্রয়দণ্ডঃ, তদাশ্রয়ং নাভিং) ন অবিন্দত (ন প্রাপ্তবান্) ॥ ১৯

মূলানুবাদ।—(সেই) ব্রহ্মা এইরূপ বিতর্ক করিয়া সেই পদ্মনালের সূক্ষ্মরন্ধ্র পথে জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন (এবং) অনুসন্ধান করিতে করিতে বিষ্ণুর নাভির নিকটে যাইয়াও সেই পদ্মনালের মূল খুঁজিয়া পাইলেন না ॥ ১৯

শ্রীধরটীকা।—তস্য চ বহির্মুখপ্রবৃত্ত্যা মহতাপি কালেন তদপ্রাপ্তিমাহ—স ইতি দ্বাভ্যাম্। তস্যাব্জস্য ফলাফলং তস্য নাড়ীভিরন্তশ্ছিদ্রৈঃ। তস্য খরনালস্য পদ্মস্য যন্নালং তস্য নাভিমধিষ্ঠানং বিচিন্বন্ অর্ব্বাগ্‌গতোঽপি তৎ তদা নাবিন্দত ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—[হে] বিতুর! আত্মসর্গং (আত্মনঃ সর্গঃ সৃষ্টির্যস্মাৎ তৎ, নিজকারণং) বিচিন্বতঃ (অনুসন্ধধতঃ ব্রহ্মণঃ) অপারে তমসি (মহতি অজ্ঞানান্ধকারে) সুমহান্ ত্রিনেমিঃ (প্রবলঃ কালঃ) অভূৎ (উপস্থিতো বভূব) অজস্য (বিষ্ণোঃ) হেতিঃ (সুদর্শনাস্ত্রস্বরূপঃ সন্) যঃ (কালঃ) দেহভাজাং (প্রাণিনাং) ভয়ম্ ঈরয়াণঃ (উৎপাদয়ন্) আয়ুঃ পরিক্ষিণোতি (সংহরতি) ॥ ২০

ততো নিবৃত্তোঽপ্রতিলব্ধকামঃ স্বধিষ্ণ্যমাসাদ্য পুনঃ স দেবঃ।
শনৈর্জিতশ্বাসনিবৃত্তচিত্তো ন্যষীদদারূঢ়সমাধিযোগঃ ॥ ২১ ॥
কালেন সোঽজঃ পুরুষায়ুষাভিপ্রবৃত্তযোগেন বিরূঢ়বোধঃ।
স্বয়ং তদন্তর্হৃদয়েঽবভাতমপশ্যতাপশ্যত যন্ন পূর্ব্বম্ ॥ ২২ ॥

মূলানুবাদ।—হে বিদুর! ব্রহ্মা স্বীয় মূলকারণ অনুসন্ধান করিয়া অজ্ঞানান্ধকার কিছুই দূর করিতে পারিলেন না; যে-কাল শ্রীভগবানের সুদর্শন অস্ত্ররূপে প্রাণিবর্গের ভীতি উৎপাদন পূর্ব্বক আয়ু শেষ করিয়া দেয়, ক্রমশঃ আবার সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—হে বিদুর! আত্মসর্গং স্বকারণম্। ত্রিনেমিঃ কালঃ, অজস্য বিষ্ণুর্হেতিঃ সুদর্শনরূপঃ শস্ত্রং, দেহভাজাং নরাণাং ভয়মুৎপাদয়ন্নিতি সংবৎসরশতমতিক্রান্তমিত্যুক্তং ভবতি ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তদনন্তরম্) অপ্রতিলব্ধকামঃ (ন প্রতিলব্ধঃ কামো যেন সঃ অপ্রাপ্তবাঞ্ছিততত্ত্ব ইত্যর্থঃ) স দেবঃ (ব্রহ্মা) নিবৃত্তঃ (জলতলাৎ প্রত্যাবৃত্তঃ সন্) পুনঃ স্বধিষ্ণ্যং (তৎপদ্মরূপং স্বস্থানম্) আসাদ্য (প্রাপ্য) শনৈঃ (মন্দং মন্দং) জিতশ্বাসনিবৃত্তচিত্তঃ (জিতেন শ্বাসেন নিবৃত্তং সংযতং চিত্তং যস্য সঃ, প্রাণায়ামনিরুদ্ধচিত্ত ইত্যর্থঃ) [অতএব] আরূঢ়সমাধিযোগঃ (আশ্রিতধ্যানযোগঃ সন্) ন্যষীদৎ (অবস্থিতঃ) ॥ ২১

মূলানুবাদ।—অনন্তর ব্রহ্মা আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে না পারিয়া জলতল হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই পদ্মরূপ স্বস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রাণায়াম দ্বারা চিত্তসংযম সহকারে ধ্যানযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিলেন ॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—অন্তর্ম্মুখতয়া ভগবন্তং দৃষ্টবানিত্যাহ দ্বাভ্যাম্, ততোঽন্বেষণান্নিবৃত্তঃ। ন প্রতিলব্ধঃ কামো মনোরথো যেন, স্বধিষ্ণ্যং পদ্মম্। জিতেন শ্বাসেন নিবৃত্তং সংযতং চিত্তং যস্য, অত এবারূঢ় আশ্রিতঃ সমাধিযোগো যেন তথাভূতঃ সন্ ন্যষীদৎ উপবিবেশ ॥ ২১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীভগবানের অনুগ্রহদত্ত শক্তি না পাইলে জগতে কাহারও কোন ক্ষমতা থাকে না। ব্রহ্মা যদিও সৃষ্টিনৈপুণ্যে অনাদিকল্প হইতেই সম্যক্ অভ্যস্ত, তথাপি যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি বহির্ম্মুখ চিত্তকে সংযত করিয়া শ্রীভগবানের প্রতি নিবিষ্ট না হন, স্বাভিমান যতক্ষণ বিদূরিত না হয়, ততক্ষণ তাঁহাকেও মোহাচ্ছন্ন থাকিতে হয়। সাধনা দ্বারা শ্রীভগবানের কৃপাভাজন হইলে যে মোহ দূর হইয়া যায় ও সমস্ত নৈপুণ্য আবার পরিস্ফূট হইয়া উঠে, এই সকল তথ্য ব্রহ্মার অবস্থা বর্ণনে প্রকাশিত হইতেছে। ব্রহ্মা যখন পদ্ম হইতে উদ্ভুত হইলেন, তখন তিনি নিজের সত্তা বা এই পদ্মের সত্তা কিরূপে কোথা হইতে সংঘটিত হইয়াছে, এমন কি স্বয়ং তিনি কে, ইহা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলেন না; মনে ভাবিলেন, ইহা যখন পদ্ম, সুতরাং অবশ্যই ইহার মূল আছে; এই মূলটী খুঁজিয়া পাইলেই পদ্মের তথ্য নিরূপিত হইতে পারে, নিজের রহস্যও কতকটা বুঝা যাইতে পারে। এই ধারণার বশে তিনি সেই পদ্মটির নালমধ্যস্থিত সূক্ষ্ম ছিদ্র অবলম্বন করিয়া জলের তলাভিমুখে ধাবিত হইলেন ও প্রায় নাভির নিকট পর্য্যন্ত পৌছিলেন, কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোনও মূল খুঁজিয়া পাইলেন না। এই ভাবে শত বৎসর কাটিয়া গেল, ব্রহ্মা নিজের বা পদ্মের রহস্য বুঝিবার কোনও সূত্র পাইলেন না, হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন মনের মধ্যে ভগবদ্ভাব জাগিয়া উঠিল, তাই পুনরায় স্বস্থানে সেই পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া ধীরে ধীরে প্রাণায়াম দ্বারা চিত্তবিক্ষেপ নিবারণপূর্ব্বক তন্ময়চিত্তে শ্রীভগবানের ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ১৭—২১

মৃণালগৌরায়তশেষভোগপর্য্যঙ্ক একং পুরুষং শয়ানম্ ।
ফণাতপত্রায়ুতমূর্দ্ধরত্নদ্যুভির্হতধ্বান্তযুগান্ততোয়ে ॥ ২৩ ॥
প্রেক্ষাং ক্ষিপন্তং হরিতোপলাদ্রেঃ সন্ধ্যাভ্রনীবেরুরুরুক্মমূর্দ্ধ্নঃ ।
রত্নোদধারৌষধিসৌমনস্যবনস্রজো বেণুভুজাঙ্ঘ্রিপাঙ্ঘ্রেঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ।—সঃ অজঃ (ব্রহ্মা) পুরুষায়ুষা কালেন ("পুরুষায়ুষা" ইত্যত্র সমাসান্তপ্রত্যয়াভাব আর্ষঃ, বর্ষশতপরিমিতকালেন ইতি তদর্থঃ, "বিরিঞ্চোঽপি তথা চক্রে দিব্যং বর্ষশতং তপঃ" ইতি দশমাধ্যায়ে তদুক্ত প্রতিপাদনাৎ) অভিপ্রবৃত্তযোগেন (অভিপ্রবৃত্তঃ সুসম্পন্নো যো যোগঃ তেন) বিরূঢ়বোধঃ (উৎপন্নজ্ঞানঃ সন্) পূর্ব্বং যৎ ন অপশ্যত, তৎ (স্বাশ্রিতপদ্মমূলাদিকং) স্বয়ম্ (আত্মনা এব) অন্তর্হৃদয়ে (মনোমধ্যে) অবভাতং (সুপ্রকাশিতম্) অপশ্যত (দৃষ্টবান্) ॥ ২২

মূলানুবাদ।—(সেই ভাবে) শত বৎসর কাল সম্যক্‌রূপে যোগসাধনা করিয়া জ্ঞানোদয় হওয়ায় ব্রহ্মা এই পদ্মের মূলকারণাদি, যাহা পূর্ব্বে বহু অনুসন্ধান করিয়াও দেখিতে পান নাই, সেই সমস্তই নিজের হৃদয়মধ্যে সুপ্রকাশিতরূপে দেখিতে পাইলেন ॥ ২২

শ্রীধরটীকা।—পুরুষায়ুষা সংবৎসরশতেন কালেন অভিপ্রবৃত্তঃ সুসম্পন্নো যো যোগস্তেন বিরূঢ় উৎপন্নো বোধো যস্য, যৎপূর্ব্বং বিচিন্বন্নপি নাপশ্যৎ তৎস্বয়মেবান্তর্হৃদয়েঽবভাতমপশ্যৎ ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—[ব্রহ্মা যদ্দৃষ্টবান্ তদিদানীং নবভিঃ শ্লোকৈর্বর্ণয়তি—] ফণাতপত্রায়ুতমূর্দ্ধরত্নদ্যুভির্হতধ্বান্তযুগান্ততোয়ে (ফণা এব আতপত্রাণি ছত্রাণি, তৈঃ আ সর্ব্বতঃ যুতাঃ যে মূর্দ্ধানঃ, তেষাং যানি রত্নানি কিরীটস্থিতানি ইতি যাবৎ, তেষাং দ্যুভিঃ প্রভাভিঃ হতধ্বান্তং বিদূরিতান্ধকারং যৎ যুগান্ততোয়ং প্রলয়সলিলং, তস্মিন্) মৃণালগৌরায়তশেষভোগপর্য্যঙ্কে (মৃণালবদ্গৌরঃ শুভ্রঃ আয়তশ্চ যঃ শেষঃ অনন্তনাগঃ, তস্য ভোগো দেহ এব পর্য্যঙ্কঃ তস্মিন্) শয়ানম্ একম্ (অদ্বিতীয়ং) পুরুষং [দদর্শেতি পরত্রান্বয়ঃ] ॥ ২৩

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন যে, শেষ-নাগের ফণারূপ ছত্র দ্বারা সম্যক্ আচ্ছাদিত যে পুরুষের মস্তকসমূহ, তাহাতে বিরাজমান কিরীটস্থিত রত্নপ্রভায় যে জলরাশির অন্ধকার দূরীকৃত হইয়াছে সেই জলরাশির মধ্যে মৃণালের ন্যায় শুভ্র অথচ বিস্তৃত শেষ-নাগের দেহরূপ পর্য্যঙ্কে একটী পুরুষ শয়ন করিয়া আছেন ॥ ২৩

শ্রীধরটীকা।—যদপশ্যৎ তদ্বর্ণয়তি মৃণালেতি নবভিঃ। নবস্বপশ্যদিত্যস্যৈবানুষঙ্গঃ মৃণালবদ্গৌরশ্চাসাবায়তশ্চ যঃ শেষস্তস্য ভোগো দেহঃ স এব পর্য্যঙ্কস্তস্মিন্। কুত্র স্থিতে পর্য্যঙ্কে? ফণাতপত্রৈরায়ুতাঃ সর্ব্বতো যুক্তা যে মূর্দ্ধানস্তেষাং রত্নানি কিরীটস্থানি, তেষাং দ্যুভিঃ প্রভাভির্হতধ্বান্তে যুগান্ততোয়ে ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—সন্ধ্যাভ্রনীবেঃ (সন্ধ্যাকালীনং যৎ অভ্রং পিঙ্গলাভমেঘঃ, তদেব নীবি পরিধানং যস্য তস্য) উরুরুক্মমূর্দ্ধ্নঃ (বহুলসুবর্ণশিখরযুক্তস্য) রত্নোদধারৌষধিসৌমনস্যবনস্রজঃ (রত্নানি চ, উদধারাঃ প্রস্রবণরূপ প্রবাহশ্চ, ওষধয়শ্চ, সৌমনস্যানি পুষ্পসমূহাশ্চ তেষাং বনস্রজঃ মাল্যানি যস্য তস্য) বেণুভুজাঙ্ঘ্রিপাঙ্ঘ্রেঃ (বেনব এব ভুজাঃ অঙ্ঘ্রিপাঃ পাদপা এব চ অঙ্ঘ্রয়ঃ পদানি যস্য তস্য তথাবিধস্য) হরিতোপলাদ্রেঃ (মরকতমণিময়পর্ব্বতস্য) প্রেক্ষাং (শোভাং) ক্ষিপন্তং (স্বসৌন্দর্য্যেণ পরাভবন্তং) [পুরুষং দদর্শেতি সম্বন্ধঃ] ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—এই পুরুষ নিজ সৌন্দর্য্যগুণে নীলকান্তমণিময় পর্ব্বতের শোভা পরাভূত করিয়া

আয়ামতো বিস্তরতঃ স্বমান-দেহেন লোকত্রয়সংগ্রহেণ।
বিচিত্রদিব্যাভরণাংশুকানাং কৃতশ্রিয়াপাশ্রিতবেশদেহম্ ॥ ২৫ ॥
পুংসাং স্বকামায় বিবিক্তমার্গৈরভ্যর্চ্চতাং কামদুঘাঙ্ঘ্রিপদ্মম্।
প্রদর্শয়ন্তং কৃপয়া নখেন্দু-ময়ূখভিন্নাঙ্গুলিচারুপত্রম্ ॥ ২৬ ॥

ছিলেন, কারণ ঐ পর্ব্বতে বস্ত্রের ন্যায় শোভমান সন্ধ্যাকালীন পিঙ্গলবর্ণ মেঘের শোভা এই পুরুষের পীত-বসনের শোভায় পরাজিত, (উহার) স্বর্ণময় শিখরের শোভা ইহার কিরীটের শোভায় পরাজিত, জলধারা, ওষধি ও পুষ্পসমূহের যে মাল্যবৎ শোভা, তাহা এই পুরুষের বনমালার শোভায় পরাজিত, পর্ব্বতের বংশগুচ্ছের শোভা পুরুষের বাহুর শোভায় পরাজিত এবং পর্ব্বতীয় বৃক্ষের শোভা ইহার চরণশোভায় পরাজিত হইয়াছিল ॥ ২৪

শ্রীধরটীকা।—কথম্ভূতং পুরুষম্? হরিতোপলাদ্রের্মরকতশিলাময়পর্ব্বতস্য প্রেক্ষাং শোভাং ক্ষিপন্তং স্বলাবণ্যাতিশয়েন তিরস্কুর্ব্বন্তম্; সন্ধ্যাভ্রং নীবিঃ পরিধানং যস্য তস্য শোভাং পীতাম্বরেণ ক্ষিপন্তম্। উরুরুক্মমূর্দ্ধ্নঃ অনেকসুবর্ণশিখরস্য তস্য স্বকিরীটৈঃ। রত্নানি চ উদধারাশ্চ ওষধয়শ্চ সৌমনস্যানি চ পুষ্পসমূহাঃ সুমনস এব বা তেষাং বনস্রজো বনমালা যস্য। বেনব এব ভুজা যস্য, অঙ্ঘ্রিপা এবাঙ্ঘ্রয়ো যস্য,স চাসৌ স চ তস্য। অয়মর্থঃ—যদি তস্মিন্ মালা ইব স্থিতা রত্নাদয়ো ভবন্তি, বেনবশ্চ ভুজা ইব, বৃক্ষাশ্চ পাদা ইব; তর্হি তস্য শোভাং স্বীয়রত্নমুক্তাতুলসীপুষ্পদামভির্ভুজৈরঙ্ঘ্রিভিশ্চ ক্ষিপন্তমিতি ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—আয়ামতঃ (দৈর্ঘ্যেণ) বিস্তরতঃ (প্রসারেণ চ) স্বমানদেহেন (সু সম্যক্ অমানঃ অপরিচ্ছিন্নঃ অপরিমেয় ইত্যর্থঃ, যো দেহস্তেন) [অতএব] লোকত্রয়সংগ্রহেণ (ত্রিভুবনব্যাপিনা) বিচিত্রদিব্যাভরণাংশুকানাং (বিচিত্রাণাং নানাবিধানাং দিব্যানাং মনোজ্ঞানাম্ আভরণানাম্ অংশুকানাং বস্ত্রাণাঞ্চ) কৃতশ্রিয়া (শোভাবিস্তারিণা অপীতি শেষঃ) অপাশ্রিতবেশদেহম্ (অপাশ্রিতঃ গৃহীতঃ বেশঃ বস্ত্রালঙ্কারাদিরূপো যত্র তথাবিধো দেহো যস্য তম্) [দদর্শেতি ক্রিয়ান্বয়ঃ] ॥ ২৫

মূলানুবাদ।—এই পুরুষের দেহ দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে অপরিসীম, অতএব ত্রিভুবন তাঁহার দেহমধ্যে অবস্থিত ছিল; সুতরাং নানাবিধ মনোজ্ঞ বস্ত্রালঙ্কারাদির শোভা তাঁহার দেহে স্বভাবতঃই বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি পীতবসন ও কিরীট-কুণ্ডলাদি অলঙ্কার প্রভৃতি পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ২৫

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ আয়ামতো দৈর্ঘ্যেণ বিস্তরতশ্চ স্বমানদেহেন। মীয়তেঽনেনেতি মানমুপমানম্। শোভনশ্চাসাবমানো নিরুপমশ্চ যো দেহস্তেন। যদ্বা সুষ্ঠু অমানঃ অপরিচ্ছিন্নস্তেন। যদ্বা তাভ্যাং স্বানুরূপপ্রমাণেন। অতএব লোকত্রয়ং সংগৃহ্যতে যস্মিন্। তথা বিচিত্রাণি নানাবিধানি দিব্যান্যপূর্ব্বাণি চ আভরণানি অংশুকানি চ তেষাং কৃতা শ্রীঃ শোভা যেন তেন দেহেন বিশিষ্টম্। এবং স্বত এবাতিরমত্বেঽপি অপাশ্রিতবেশঃ স্বীকৃতালঙ্কারো দেহো যস্য তমপশ্যৎ। যদ্বা কেন প্রেক্ষাং ক্ষিপন্তমিত্যপেক্ষায়াম্ এবম্ভূতেন দেহেনেতি সম্বন্ধঃ ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—স্বকামায় (স্বাভিপ্রেতফলায়) বিবিক্তমার্গৈঃ (বিবিক্তৈঃ বিশুদ্ধৈঃ বেদবিহিতৈরিতি যাবৎ, মার্গৈঃ উপায়ৈঃ) অভ্যর্চ্চতাং (সাধনপরায়ণানাং) পুংসাং (জনানাং সম্বন্ধে) কৃপয়া নখেন্দুময়ূখভিন্নাঙ্গুলিচারুপত্রং (নখানি এব ইন্দবঃ তেষাং ময়ূখৈঃ কিরণৈঃ ভিন্নাঃ মিলিতাঃ অঙ্গুলয় এব চারূণি মনোজ্ঞানি পত্রানি দলানি যস্য তথাবিধং) কামদুঘাঙ্ঘ্রিপদ্মং (বাঞ্ছিতফলপ্রদং পাদপদ্মং) প্রদর্শয়ন্তং (কিঞ্চিৎ উত্তোল্য দৃষ্টিবিষয়ে স্থাপয়ন্তম্) ॥ ২৬

মুখেন লোকার্ত্তিহরস্মিতেন পরিস্ফুরৎকুণ্ডলমণ্ডিতেন ।
শোণায়িতেনাধরবিম্বভাসা প্রত্যর্হয়ন্তং সুনসেন সুভ্র্বা ॥ ২৭ ॥
কদম্বকিঞ্জল্কপিশঙ্গবাসসা স্বলঙ্কৃতং মেখলয়া নিতম্বে ।
হারেণ চানন্তধনেন বৎস শ্রীবৎসবক্ষঃস্থলবল্লভেন ॥ ২৮ ॥
পরার্দ্ধ্যকেয়ূরমণিপ্রবেকপর্য্যস্তদোর্দ্দণ্ডসহস্রশাখম্ ।
অব্যক্তমূলং ভুবনাঙ্ঘ্রিপেন্দ্রমহীন্দ্রভোগৈরধিবীতবল্শম্ ॥ ২৯ ॥

মূলানুবাদ।—যে সকল ব্যক্তি স্ব স্ব বাঞ্ছিত ফলের জন্য বেদবিহিত পদ্ধতি অনুসারে করিয়া থকেন, এই পুরুষ তাঁহাদের প্রতি কৃপা করিয়া নিজ পাদপদ্ম (কিঞ্চিৎ উত্তোলন পূর্ব্বক) দৃষ্টিপথে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই পাদপদ্ম সেবকদিগের বাঞ্ছিতফলদায়ক এবং ইহার নখচন্দ্রের প্রভায় অঙ্গুলিরূপ দলগুলি অভিরঞ্জিত ছিল ॥ ২৬

শ্রীধরটীকা।—স্বাভিলষিতফলায় বিবিক্তৈঃ শুদ্ধৈর্ব্বেদোক্তৈর্মার্গৈঃ অভ্যর্চ্চতাং পুংসাং কামদুঘাঙ্ঘ্রি পদ্মং প্রদর্শয়ন্তং কিঞ্চিদুন্নময্য সমর্পয়ন্তম্। নখা এবেন্দবস্তেষাং ময়ূখা রশ্ময়স্তৈর্ভিন্নাঃ সংভিন্না অঙ্গুলয় চারূণি পত্রাণি যস্য তৎ ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—লোকার্ত্তিহরস্মিতেন (হাস্যমাধুর্য্যাৎ জনদুঃখবারকেণ) পরিস্ফুরৎকুণ্ডলমণ্ডিতেন (স্ফুরদ্ভ্যাং দীপ্তাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং কর্ণভূষণাভ্যাং মণ্ডিতেন ভূষিতেন) সুনসেন (সুন্দরনাসিকাযুক্তেন) (শোভনভ্রূশালিনা) মুখেন, শোণায়িতেন (রক্তবর্ণেন) অধরবিম্বভাসা (বিম্বতুল্যাধরপ্রভয়া চ) (সেবকান্ প্রতিসেবমানম্) ॥ ২৭

মূলানুবাদ।—এই পুরুষ প্রদীপ্ত-কুণ্ডলশোভিত সুন্দর-নাসিকাযুক্ত মনোজ্ঞ-ভ্রূবিরাজিত মণ্ডলের বিম্বতুল্য রক্তাক্ত অধরপ্রভায় ও মৃদুহাস্যচ্ছটায় সেবকদিগকে যেন প্রত্যভিবাদন করিয়া ঐ মুখের হাসি দেখিলে লোকের সমস্ত দুঃখ দূর হইয়া যায় ॥ ২৭

শ্রীধরটীকা।—লোকার্ত্তিহরং স্মিতং যস্মিন্ তেন। পরিস্ফুরদ্ভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং মণ্ডিতেন। দীপ্ত্যা শোণবদাচরিতেন। শোভননাসাযুক্তেন শোভনয়া ভ্রুবা চ প্রত্যর্হয়ন্তং পূজকান্ সম্মানয়ন্তম্ ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—বৎস! (হে বিদুর!) কদম্বকিঞ্জল্কপিশঙ্গবাসসা (কদম্বকিঞ্জল্কবৎ কদম্বকেশরতুল্যং পিঙ্গলবর্ণং যদ্ বাসঃ বস্ত্রং তেন) নিতম্বে (জঘনস্থলে) [শোভমানয়া ইতি শেষঃ] মেখলয়া (চ) শ্রীবৎসবক্ষঃস্থলবল্লভেন (শ্রীবৎসঃ বিষ্ণুহৃদয়স্থিতঃ শুক্লবর্ণদক্ষিণাবর্ত্তরোমাবলীরূপচিহ্নবিশেষঃ, তদ্যুক্তং বক্ষঃস্থলং তস্য বল্লভেন প্রিয়েন) অনন্তধনেন (অমূল্যেন) হারেণ চ স্বলঙ্কৃতং (সুষ্ঠু শোভিতম্) ॥ ২৮

মূলানুবাদ।—হে বৎস বিদুর! এই পুরুষ কদম্ব-কেশরের ন্যায় পীতবর্ণ বসন, নিতম্বস্থিত ও শ্রীবৎসচিহ্নিত বক্ষঃস্থলের অতিপ্রিয় অমূল্য হার প্রভৃতি দ্বারা সম্যক্ শোভা পাইতেছিলেন ॥ ২৮

শ্রীধরটীকা।—কদম্বকিঞ্জল্কবৎ পিশঙ্গং যদ্বাসস্তেন মেখলয়া চ নিতম্বেঽলঙ্কৃতম্। হে বৎস! যুক্তং যদ্বক্ষস্থলং তস্য বল্লভেন বক্ষস্যনর্ঘ্যেণ হারেণ স্বলঙ্কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—পরার্দ্ধ্যকেয়ূরমণিপ্রবেকপর্য্যস্তদোর্দ্দণ্ডসহস্রশাখং (পরার্দ্ধ্যৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ কেয়ূরৈঃ রত্নোত্তমৈশ্চ পর্য্যস্তা ব্যাপ্তা দোর্দ্দণ্ডা বাহুদণ্ডা এব সহস্রং শাখা যস্য তম্) অব্যক্তমূলম্ (

চরাচরৌকো ভগবন্মহীধ্র-মহীন্দ্রবন্ধুং সলিলোপগূঢ়ম্।
কিরীটসাহস্রহিরণ্যশৃঙ্গমাবির্ভবৎকৌস্তুভরত্নগর্ভম্ ॥ ৩০ ॥
নিবীতমাম্নায়মধুব্রতশ্রিয়া স্বকীর্ত্তিময্যা বনমালয়া হরিম্।
সূর্য্যেন্দুবায়্বগ্ন্যগমং ত্রিধামভিঃ পরিক্রমৎপ্রাধনিকৈর্দুরাসদম্ ॥ ৩১ ॥

শাস্ত্রকৃদ্ভির্ন কথিতং মূল্যং যস্য তং, সর্ব্বমূলত্বাৎ স্বয়ং মূলান্তররহিতম্) অহীন্দ্রভোগৈঃ (অহীন্দ্রস্য সর্পরাজস্য অনন্তস্য ভোগৈঃ ফণামণ্ডলৈঃ) অধিবীতবল্শম্ (অধিবীতঃ অধিষ্ঠিতঃ বল্শঃ স্কন্ধদেশো যস্য তং) ভুবনাঙ্ঘ্রি-পেন্দ্রং (ভুবনবিশ্রুতা যে অঙ্ঘ্রিপা বৃক্ষাঃ তেষু ইন্দ্রং শ্রেষ্ঠং চন্দ্রনবৃক্ষাদিরূপমিত্যর্থঃ) ॥ ২৯

মূলানুবাদ।—এই পুরুষ চন্দনবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন; কারণ চন্দনবৃক্ষের স্কন্ধদেশে যেমন সর্পবেষ্টিত থাকে, সেইরূপ এই পুরুষের স্কন্ধটীও অনন্ত সর্পের ফণায় সম্বদ্ধ ছিল; চন্দন তরুর মূল যেমন বাহিরে প্রকাশিত থাকে না, সেইরূপ ইহারও মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; চন্দন বৃক্ষে যেমন বহুল শাখা বিরাজমান থাকে, ইহারও অমূল্য কেয়ূর ও উৎকৃষ্ট মণিপরিব্যাপ্ত সহস্র বাহুমণ্ডলই শাখার ন্যায় শোভা বিস্তার করে ॥ ২৯

শ্রীধরটীকা।—মহাচন্দনবৃক্ষরূপকেণ নিরূপয়িতুং তং বিশিনষ্টি—পরার্দ্ধ্যানি শ্রেষ্ঠানি কেয়ূরাণি অঙ্গদানি মণিপ্রবেকাশ্চ মণ্যুত্তমাস্তৈঃ পর্য্যস্তা ব্যাপ্তা দোর্দ্দণ্ডা এব সহস্রম্ অনন্তা শাখা যস্য। চন্দনবৃক্ষোঽপি কেয়ূরাদিতুল্যৈঃ ফলপুষ্পাদিভির্ব্যাপ্তশাখো ভবতি। অব্যক্তং প্রধানং মূলম্ অধোভাগো যস্য। যদ্বা—অব্যক্তং ব্রহ্ম মূলং যস্য, ব্রহ্মাভিব্যক্তিরূপত্বাৎ। বৃক্ষস্যাপি মূলং ন ব্যক্তম্। ভুবনাত্মকমঙ্ঘিপেন্দ্রং বৃক্ষশ্রেষ্ঠম্। অহীন্দ্রস্যানন্তস্য ভোগৈঃ ফণৈঃ দেহাবয়বৈর্বা অধিবীতাঃ সংবেষ্টিতাঃ স্পৃষ্টা বল্শাঃ স্কন্ধা যস্য। "বনস্পতে শতবল্শো বিরোহে"তি শ্রুতেঃ। সোঽপি সর্পৈর্বেষ্টিতো ভবতি ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—চরাচরৌকঃ (চরাণাং মনুষ্যাদীনাম্ অচরাণাং জড়পদার্থানাম্ ওকঃ স্থানস্বরূপম্) অহীন্দ্রবন্ধুম্ (অহীন্দ্রস্য সর্পশ্রেষ্ঠস্য অনন্তস্য বন্ধুং প্রিয়ং) সলিলোপগূঢ়ং (প্রলয়জলপরিব্যাপ্তং) কিরীটসাহস্রহিরণ্যশৃঙ্গং (সহস্রমেব সাহস্রং স্বার্থেঽঞঃ, কিরীটসাহস্রমেব হিরণ্যশৃঙ্গাণি যস্য তম্) আবির্ভবৎকৌস্তুভরত্নগর্ভম্ (আবির্ভবৎ দৃশ্যমানং কৌস্তুভরত্নং গর্ভে মূর্ত্তিমধ্যে যস্য তং) ভগবন্মহীধ্রং (ভগবানেব মহীধ্রঃ পর্ব্বতঃ, তম্) ॥ ৩০

মূলানুবাদ।—পর্ব্বত যেমন স্থাবর জঙ্গমাদির আবাস স্থান এবং সর্পযুক্ত ও (অনেক স্থানে) জলপরিব্যাপ্ত ও বহুল স্বর্ণশিখরযুক্ত এবং নানারূপ রত্নপরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, এই পুরুষও তদ্রূপ স্থাবর জঙ্গমাদি সকল পদার্থের আশ্রয়স্থান, অনন্ত সর্পের অধিষ্ঠিত, প্রলয়জলরাশি পরিব্যাপ্ত, স্বর্ণকিরীটে অলঙ্কৃত ও দৃশ্যমান্ কৌস্তুভ মণিদ্বারা তাঁহার দেহাবয়ব (বক্ষঃস্থল) সমলঙ্কৃত, (সুতরাং তিনি তথাবিধ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন) ॥ ৩০

শ্রীধরটীকা।—প্রেক্ষাং ক্ষিপন্তমিত্যত্রৈব পর্ব্বতরূপকেণ নিরূপিতমপি বিশেষণান্তরৈঃ পুনর্নিরূপয়তি। ভগবানেব মহীধ্রস্তম্। চরাচরাণামোকঃ স্থানম্। সোঽপি তথা। অহীন্দ্রস্য বন্ধুম্। সোঽপ্যহীন্দ্রাণাং বন্ধুঃ। সলিলেন উপগূঢ়মাবৃতম্, পর্ব্বতোঽপি মৈনাকাদিস্তথা। কিরীটসাহস্রমেব হিরণ্যশৃঙ্গাণি যস্য। সোঽপি মের্ব্বাদিস্তথা। যথা পর্ব্বতস্য গর্ভে ক্বচিৎ রত্নমাবির্ভবতি তথা আবির্ভবৎ স্পষ্টং দৃশ্যমানং কৌস্তুভরত্নং গর্ভে মূর্ত্তিমধ্যে যস্য তম্ ॥ ৩০

তর্হে'ব তন্নাভিসরঃসরোজমাত্মানমম্ভঃ শ্বসনং বিয়চ্চ ।
দদর্শ দেবো জগতো বিধাতা নাতঃ পরং লোকবিসর্গদৃষ্টিঃ ॥ ৩২ ॥
স কর্ম্মবীজং রজসোপরক্তঃ প্রজাঃ সিসৃক্ষন্নিয়দেব দৃষ্ট্বা ।
অস্তৌদ্বিসর্গাভিমুখস্তমীড্যমব্যক্তবর্ত্মন্যভিবেশিতাত্মা ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
বিতুর-মৈত্রেয়সংবাদে ব্রহ্মণো ভগবদ্দর্শননামমষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।—আম্নায়মধুব্রতশ্রিয়া (আম্নায়া বেদাঃ ত এব, মধুব্রতাঃ ভ্রমরাঃ তৈঃ শ্রীর্বস্যাঃ স্বকীর্ত্তিময্যা (নিজকীর্ত্তিস্বরূপয়া) বনমালয়া নিবীতং (কণ্ঠলম্বিন্যা যুক্তং) হরিম্ (অয়মেব শ্রীহরিরিতি হরিত্বেনাবগতং) সূর্য্যেন্দুবায়্বগ্ন্যগমং (সূর্য্যশ্চ ইন্দুশ্চ বায়ুশ্চ তৈঃ অগমং স্বস্বব্যাপারৈরবধারয়িতুং যোগ্যং) ত্রিধামভিঃ (ত্রিষু স্বর্গাদিলোকেস্বপি ধাম স্ফুরণং যেষাং তৈঃ) পরিক্রমৎপ্রাধনিকৈঃ (পরি ক্রমদ্ভিঃ পরিতো বিচরদ্ভিঃ, প্রাধনিকৈঃ সংগ্রামপ্রয়োজনৈঃ সুদর্শনপ্রভৃতিভিঃ হেতুভিঃ) দুরন্ত (অন্যৈর্দুর্দ্ধর্ষম্) ॥ ৩১

মূলানুবাদ।—এই পুরুষের কণ্ঠদেশে বেদরূপ ভ্রমরগণ কর্ত্তৃক পরিশোভিত স্বীয় কীর্ত্তিস্বরূপ বনমা লম্বিত থাকায় "ইনিই শ্রীহরি" এইরূপে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ইনি অবধারিত, (অথচ) সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি প্র দেবগণেরও ইনি দুর্জ্ঞেয় এবং দীপ্তিসহকারে ত্রিভুবনে বিচরণশীল সুদর্শন প্রভৃতি সংগ্রামপটু বস্তুর সহযোগি এই পুরুষ অন্যের পক্ষে একান্ত দুর্দ্ধর্ষ ॥ ৩১

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ বনমালয়া নিবীতং কণ্ঠলম্বিন্যা ব্যাপ্তম্। আম্নায়া বেদা এব মধুব্রতাস্তৈঃ শ্রী স্তয়া। হরিমিতি পর্ব্বতাদিরূপমপশ্যৎ। হরিরসাবিতি জ্ঞাতবানিত্যর্থঃ সূর্য্যাদিভিরগমমগম্যম্। স্বস্বব্যাপা রাকলয়িতুমশক্যমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ ত্রিষ্বপি লোকেষু ধাম স্ফুর্ত্তির্যেষাং তৈঃ রক্ষণার্থং পরিক্রমদ্ভিঃ পরি ধাবদ্ভিঃ প্রাধনিকৈঃ প্রধনং সংগ্রামস্তৎ প্রয়োজনৈঃ সুদর্শনাদিভির্হেতুভূতৈর্দুরাসদং দুষ্প্রাপম্ ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—জগতো বিধাতা দেবঃ (ব্রহ্মা) তর্হি এব (যদৈব তথাবিধং ভগবন্তং দৃষ্টবান্ তদৈব) লোক বিসর্গদৃষ্টিঃ (লোকানাং ভুবনানাং বিসর্গায় সৃষ্টয়ে দৃষ্টিঃ অবধানং যস্য স তথাবিধঃ সন্) তন্নাভিসরঃসরোজ (তস্য ব্রহ্মণঃ নাভিরূপং যৎ সরোবরং তত্র স্থিতং সরোজং পদ্মম্) আত্মানম্ অম্ভঃ (জলং) শ্বসনং (প্রলয়বায়ুং বিয়ৎ চ (আকাশঞ্চ) দদর্শ (দৃষ্টবান্) অতঃপরং (উক্তেভ্যঃ অধিকং) ন (কিমপ্যন্যৎ ন দদর্শ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩২

মূলানুবাদ।—জগৎসৃষ্টিকারী ব্রহ্মা যখন ঐরূপ পুরুষমূর্ত্তি দর্শন করিলেন, তখন লোকসৃষ্টির আগ্রহান্বিত হইয়া তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া তাঁহার নাভিসরোবরে অবস্থিত পদ্ম এবং তাহাতে তিনি উপবিষ্ট, চতুর্দ্দিক্ ব্যাপী জল, প্রলয়কালীন প্রচণ্ড বায়ু ও আকাশ—এই কয়েকটি বিষয় তাঁহার দৃষ্টিগো হইল, আর কিছুই তিনি দেখিতে পাইলেন না ॥ ৩২

শ্রীধরটীকা।—যদৈবং হরিমপশ্যৎ তর্হে'ব তদৈব লোকবিসর্গদৃষ্টিঃ সন্ তস্য নাভিসরসি সরো শ্বসনং প্রলয়বায়ুং বিয়দাকাশঞ্চ দদর্শ ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—সঃ (ব্রহ্মা) রজসা (রজোগুণেন) উপরক্তঃ (যুক্তঃ সন) প্রজাঃ (লোকান্) সিসৃক্ষন্ (স্রষ্টুমিচ্ছন্) ইয়দেব (নাভিসরোজাদিপঞ্চকমাত্রমেব) কর্ম্মবীজং (সৃষ্ট্যুপকরণং) দৃষ্ট্বা বিসর্গাভি

(বিসর্গায় সৃষ্টয়ে অভিমুখঃ উৎসুকঃ) [অতএব] অব্যক্তবর্ত্মনি (ভগবতি) অভিবেশিতাত্মা (সংস্থাপিতচিত্তঃ) ঈড্যং (স্তুত্যং ভগবন্তমেব) অস্তৌৎ (স্তুতবান্) ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

মূলানুবাদ।—সেই ব্রহ্মা রজোগুণযুক্ত হইয়া লোকসৃষ্টির জন্য ইচ্ছা করিতেছেন, অথচ সৃষ্টির উপকরণ ঐ নাভিপদ্মাদি পাঁচটি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না; এজন্য সৃষ্টিবিষয়ে অত্যন্ত ঔৎসুক্যনিবন্ধন শ্রীভগবানের প্রতি চিত্তস্থাপন করিয়া তিনি পরমারাধ্য শ্রীভগবানেরই স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥৮

শ্রীধরটীকা।—কর্ম্মবীজং লোকসৃষ্টেঃ কারণম্। রজসা উপরক্তঃ রজোগুণযুক্তঃ অতঃ প্রজাঃ স্রষ্টুমিচ্ছন্। ইয়দেব নাভিসরোজাদিপঞ্চকমেব। বিসর্গেঽপি অভিমুখো দত্তচিত্তঃ। অব্যক্তবর্ত্মনি ভগবতি নিবেশিতচিত্তঃ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পূর্ব্বে আলেচিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা নিজের ও পদ্মের তথ্য অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও কৃতকার্য্য না হইয়া পুনরায় পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া শ্রীভগবানের ধ্যান করিতে লাগিলেন। যে কোনও বিষয়ে ধ্যান অর্থাৎ চিন্তা যতই ঘনীভূত হইয়া উঠিবে, অন্য বিষয় হইতে অন্তঃকরণের বিক্ষেপ ততই কমিয়া আসিবে। ধ্যানের প্রগাঢ়তা জন্মিলে আর অন্য কোনও বিষয় অন্তঃকরণে প্রতিভাত হয় না, কেবল সেই ধ্যেয় পদার্থই হৃদয়ে বিরাজ করিতে থাকে, ইহাই যোগের চরম পরিণত অবস্থা। এইরূপে যোগসিদ্ধি বা যোগজশক্তি লাভ করিতে পারিলে তাহার ফলে আরাধ্য বস্তুর অপরোক্ষ অনুভূতি অর্থাৎ সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। ব্রহ্মারও এইভাবে শতবৎসরব্যাপী সমাধির ফলে যোগজদৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল, তিনি সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, প্রভৃতি প্রধান দেবতাগণেরও দুর্লভ, কৌস্তুভশোভিত কিরিটকুণ্ডলধারী শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, বনমালাবিভূষিত "সহস্রশীর্ষা পুরুষ" অনন্তনাগের দেহশয্যায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া সুরক্ত অধরবিম্বে মৃদুমধুর হাস্যচ্ছটা বিস্তার করিয়া সেবকদিগকে যেন প্রত্যভিবাদন করিতেছেন—এইরূপ হৃদয়মধ্যে প্রত্যক্ষ করিলেন। এস্থলে আলোচ্য এই যে, "প্রেক্ষাং ক্ষিপন্তম্" ইত্যাদি ২৪শ সংখ্যক শ্লোকে একবার পুরুষে পর্ব্বতসাদৃশ্য বর্ণনা করিয়া আবার "চরাচরৌকো ভগবন্মহীধ্রম্" ইত্যাদি ৩০শ সংখ্যক শ্লোকেও পুনর্ব্বার পর্ব্বতসাদৃশ্যই যে বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য কি? এক রকমের এই উত্তর করা যাইতে পারে যে, বিভিন্ন প্রকার বিশেষণ দ্বারা পুরুষের নানাবিধ বৈচিত্র্য বর্ণনা করিবার উপলক্ষ্যেই ঐরূপ দ্বিবিধ ভাবে পার্ব্বতসাদৃশ্য যে বর্ণনা করা হইয়াছে, অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, ২৪শ শ্লোকের বর্ণনায় মরকত শিলাময় পর্ব্বতের সাদৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ৩০শ শ্লোকে তাহা নহে, তবে ২৯শ শ্লোকে তাঁহাকে চন্দনবৃক্ষস্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং তারপর ৩০শ শ্লোকে যে পর্ব্বত-স্বরূপ বর্ণনা আছে ঐ স্থলে সামান্যতঃ পর্ব্বতমাত্রই যে তাৎপর্য্যের বিষয়, তাহা নহে, কিন্তু মাত্র মলয়পর্ব্বত। পূর্ব্বশ্লোকে চন্দনবৃক্ষ-স্বরূপ, পরশ্লোকে মলয়পর্ব্বতস্বরূপ বলায় বর্ণনার এই তাৎপর্য্যটুকু বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ অনন্তশয্যাশায়ী পুরুষ নিজেই নিজের আশ্রয়, তাঁহার স্বতন্ত্র অন্য কোনওআশ্রয় নাই; আধারও তিনি, আধেয়ও তিনি;

চন্দনবৃক্ষ আধেয়, তাহাও তিনি; মলয়পর্ব্বত আধার, তাহাও তিনি। এই ভাবে সর্ব্বময় অবস্থাটী স্থচনা করাই ঐরূপ বর্ণনার উদ্দেশ্য মনে হয়। যাহা হউক, ব্রহ্মা আরও দেখিলেন—এই পুরুষের নাভিটী সরোবরের ন্যায় শোভা পাইতেছে, তাহা হইতে একটী পদ্ম প্রকাশ পাইয়াছে, সেই পদ্মে তিনি নিজে বসিয়া আছেন; আর জল, বায়ু ও আকাশ এই ভূতত্রয় সেখানে বিরাজমান আছে, সৃষ্টির আর অন্য উপকরণ কিছুই নাই। এই সকল দেখিয়া ব্রহ্মা শ্রীভগবানের প্রতি চিত্তস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহারই স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২১—৩৩

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং
শ্রীতারানাথশর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং
তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

জ্ঞাতোঽসি মেঽদ্য সুচিরান্ননু দেহভাজাং ন জ্ঞায়তে ভগবতো গতিরিত্যবদ্যম্।
নান্যৎ ত্বদস্তি ভগবন্নপি তন্ন শুদ্ধং মায়াগুণব্যতিকরাদ্ যদুরুর্বিভাসি ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।—ননু ভগবন্! সুচিরাৎ (বহুকালতপস্যাকরণানন্তরম্) অদ্য (অধুনা) জ্ঞাতোঽসি (ত্বং ময়া বিদিতো ভবসি) ভগবতো গতিঃ (তত্ত্বং) ন জ্ঞায়তে (জীবৈর্ন বোদ্ধুং শক্যতে) ইতি (বোধাসামর্থ্যং) দেহভাজাং (জীবানাং) অবদ্যং (দৌর্ভাগ্যং) ত্বদন্যৎ (ত্বদ্ব্যতিরিক্তং কিমপি) ন অস্তি, যৎ অপি (ত্বদ্ব্যতিরিক্ততয়া অস্তীতি প্রতীয়তে তৎ) ন শুদ্ধং (সত্যং ন ভবতীত্যর্থঃ) [অসত্যত্বে হেতুমাহ] ত্বং মায়াগুণব্যতিকরাৎ (মায়ায়াঃ গুণক্ষোভবশাৎ) উরুঃ (বহুলরূপঃ) বিভাসি (প্রতীয়সে) ॥১॥

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা বলিলেন—হে ভগবন্! বহুকাল ধ্যান করিয়া আজ আমি তোমাকে জানিতে পারিলাম। প্রাণিগণ যে তোমাকে জানিতে পারে না ইহা বড়ই দুর্ভাগ্য, কারণ জগতে একমাত্র তুমিই সত্য, তোমা ভিন্ন কিছুই নাই; যদিও তোমা হইতে পৃথক্ বলিয়া জাগতিক পদার্থের প্রতীতি হয়, কিন্তু ঐ পৃথক্ সত্তাটী যথার্থ নহে, কারণ মায়ার গুণবৈষম্যে তুমিই বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাক ॥১॥

শ্রীধরটীকা।—নবমে তপসা তুষ্টং দৃষ্ট্বা নারায়ণত্বজঃ। অম্ভোদেকার্ণবে সীদন্ লোকসর্গচিকীর্ষয়া॥

ভগবজ্‌জ্ঞানেনাত্মনঃ কৃতার্থতামাবিষ্কুর্ব্বন্ অজ্ঞাংশ্চ শোচন্নাহ—জ্ঞাতোঽসীতি। সুচিরাদ্বহুকালোপাসনেন। অদ্য মে ময়া জ্ঞাতোঽসি। ননু অহো দেহভাজামেতদবদ্যং দোষঃ। কিং তৎ? যদ্ভগবতস্তব গতিস্তত্ত্বং ন জ্ঞায়ত ইতি। যতস্ত্বমেব জ্ঞাতুং যোগ্যঃ সত্যত্বাৎ নান্যৎ অসত্যত্বাদিত্যাহ। ত্বং ত্বত্তোঽন্যন্নাস্তি। যদ্যপ্যস্তীতি প্রতিভাতি তদপি শুদ্ধং সত্যং ন ভবতি। কথমসতঃ প্রতীতিস্তত্রাহ। যদ্ যতঃ মায়াগুণক্ষোভাৎ ত্বমেব উরুর্ব্বহুরূপো বিভাসি ॥১॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে উল্লিখিত হইয়াছে যে বহুকাল ধ্যান করিয়া ব্রহ্মা অনন্তশয্যাশায়ী শ্রীভগবানের স্বরূপ সাক্ষাৎ করিয়াছেন, কিন্তু সৃষ্টির উপযোগী অন্য কিছুই দেখিতে পান নাই, অথচ রজোগুণস্বভাবে সৃষ্টির জন্য তিনি অত্যন্ত উৎসুক, এজন্য, ভগবানের তিনি স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। সম্প্রতি ব্রহ্মার সেই স্তুতিগাথা বর্ণিত হইতেছে। স্তবপ্রসঙ্গে ব্রহ্মা বলিতেছেন—হে ভগবন্! জগতে তোমা ভিন্ন যাহা কিছু আছে সকলই মায়িক, তাহাদের পারমার্থিক সত্তা নাই, একমাত্র তুমিই পরমার্থ সৎ, অথচ

রূপং যদেতদববোধরসোদয়েন শশ্বন্নিবৃত্ততমসঃ সদনুগ্রহায় ।
আদৌ গৃহীতমবতারশতৈকবীজং যন্নাভিপদ্মভবনাদহমাবিরাসম্ ॥ ২ ॥
নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপমানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্ ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি ॥ ৩ ॥

জীবগণ যদি তোমাকেই জানিতে না পারিল, তবে তাহা অপেক্ষা আর দুর্ভাগ্য কি হইতে পারে? হে পরমেশ্বর! বহুকাল আরাধনার ফলে আমি তোমার এই স্বরূপ দেখিতে পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইলাম ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।—অববোধরসোদয়েন (অববোধরসঃ স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিঃ, তস্য উদয়ঃ প্রকটনং তেন) শশ্বৎ (সর্ব্বদা) নিবৃত্ততমসঃ (তমোগুণাসংস্পর্শিনঃ তব) অবতারশতৈকবীজম্ (অসঙ্খ্যাবতারমূলহেতুভূতং) যদেতৎ রূপং (স্বরূপং) যন্নাভিপদ্মভবনাৎ (যস্য ত্বদীয়স্বরূপস্য নাভিপদ্মমেব ভবনং স্থানং তস্মাৎ) অহম্ আবিরাসম্ (উদ্ভূতোঽস্মি) [তৎস্বরূপং] সদনুগ্রহায় (সৎসু উপাসকেষু অনুগ্রহায়) আদৌ (প্রাক্) গৃহীতং (ত্বয়ৈব প্রকটিতম্) ॥ ২

মূলানুবাদ।—হে ভগবন্! তোমার স্বীয় চৈতন্যশক্তির প্রকাশে সর্ব্বদাই তোমা হইতে তমোগুণ বিদূরিত থাকে। তোমার এই যে স্বরূপ, যাহার নাভিপদ্ম হইতে আমি উদ্ভূত হইয়াছি, ইহা তুমি সাধকদিগের প্রতি কৃপা করিয়া পূর্ব্বে স্বয়ংই প্রকাশ করিয়াছ, এই স্বরূপটীই তোমার অন্যান্য অসংখ্য অবতারের মূল কারণ॥২

শ্রীধরটীকা।—নন্থ ত্বমপি সম্যঙ্ ন জানাসি যৎ ত্বয়া দৃষ্টম্ এতদপি গুণাত্মকমেব নির্গুণং ব্রহ্মৈব তু সত্যং তত্রাহ—রূপমিতি দ্বাভ্যাম্। অববোধরসোদয়েন চিচ্ছক্ত্যাবির্ভাবেন শশ্বৎ সদা নিবৃত্তং তমো যস্মাৎ তস্য তব যদেতদ্রূপং ত্বয়ৈব স্বাতন্ত্র্যেণ সতামুপাসকানাম্ অনুগ্রহায় গৃহীতমাবিষ্কৃতম্ অবতারশতস্য শুদ্ধসত্ত্বাত্মকস্য যদেকং বীজং মূলম্। তৎপ্রদর্শনার্থং গুণাবতারবীজত্বং দর্শয়তি—যন্নাভীতি ॥ ২

অন্বয়ঃ।—পরম! (হে পরমেশ্বর!) অবিকল্পং (ন বিদ্যতে বিভিন্নঃ কল্পঃ বাল্যযৌবনজরামরণাদ্যবস্থাভেদো যস্য তম্) অবিদ্ধবর্চ্চঃ (ন বিদ্ধং মায়য়া নাবৃতং বর্চ্চঃ তেজো যস্য তম্) আনন্দমাত্রং (নিত্যানন্দস্বভাবং) ভবতঃ যৎ স্বরূপং [তৎ] অতঃ (অস্মাৎ স্বরূপাৎ) পরং ন পশ্যামি (ভিন্নং ন পশ্যামি)। আত্মন্! (হে পরমাত্মস্বরূপ!) তে (তব) বিশ্বসৃজং (বিশ্বং সৃজতি যৎ তৎ, বিশ্বনির্ম্মাণকরম্) অবিশ্বং (সর্ব্ববিলক্ষণং) ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং (ভূতানামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ আত্মা প্রধানাখ্যং স্বরূপং যত্র তথাবিধম্) একম্ (অদ্বিতীয়ম্) অদঃ (দৃশ্যমানমিদং স্বরূপম্) উপাশ্রিতোঽস্মি (শরণাগতো ভবামি) ॥ ৩

মূলানুবাদ।—হে পরমাত্মস্বরূপ ভগবন্! তোমার যে স্বরূপ মায়ার আবরণে আচ্ছন্ন হয় না, যাহার কোনরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে না—সেই নিত্যানন্দময় স্বরূপটী এই প্রকটিত স্বরূপ হইতে পৃথক্ বলিয়া অনুভব করি না; সুতরাং তোমার এই অদ্বিতীয় সর্ব্ববিলক্ষণ বিশ্বজনক স্বরূপটীই আমি উপাস্যরূপে আশ্রয় করিতেছি ॥ ৩

শ্রীধরটীকা।—হে পরম! অবিদ্ধবর্চ্চঃ অনাবৃতপ্রকাশম্ অতঃ অবিকল্পং নির্ভেদম্ অতএবানন্দমাত্রম্। এবম্ভূতং যদ্ভবতঃ স্বরূপম্। তৎ অতো রূপাৎ পরং ভিন্নং ন পশ্যামি কিন্তু ইদমেব তৎ। অতঃ কারণাৎ তে তব অদঃ ইদং রূপম্ উপাশ্রিতোঽস্মি। যোগ্যত্বাদপীত্যাহ। একম্ উপাস্যেষু মুখ্যম্। যতঃ বিশ্বসৃজং বিশ্বং সৃজতীতি, অতএব অবিশ্বং বিশ্বস্মাদন্যৎ। কিঞ্চ ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভূতানামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ আত্মানং কারণমিত্যর্থঃ ॥ ৩

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গলমঙ্গলায় ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং যোঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ ।—[নন্থ সোপাধিকমিদং শরীরং কিমিতি সমাশ্রয়সি ? ইত্যাশঙ্কায়ামাহ] ভুবনমঙ্গল ! (হে বিশ্বকল্যাণপরায়ণ !) উপাসকানাং নঃ (অস্মাকং) মঙ্গলায় (ধ্যানধারণাদিসৌকর্য্যায়) [ত্বয়া] ধ্যানে দর্শিতং (ধ্যানসময়ে গোচরীকৃতং) তে (তব) ইদং (স্বরূপং) তদ্ বৈ (তদেবেত্যর্থঃ) যঃ (ত্বং) অসৎপ্রসঙ্গৈঃ (নিরীশ্বরত্বাদিকুতর্কনিষ্ঠৈঃ) নরকভাগভিঃ (নরকাধিকারিভিঃ) নাদৃতঃ (আদরণীয়ো ন ভবসি) তস্মৈ ভগবতে তুভ্যং নমঃ (অনুবৃত্ত্যা নমস্কারং সম্পাদয়ামঃ, “বিধেম” ইতি আর্ষম্) ॥ ৪

মূলানুবাদ ।—হে বিশ্বকল্যাণময় ! আমরা তোমার উপাসক, আমাদেরই মঙ্গলের জন্য তুমি ধ্যানকালে যে-মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছ, তাহা নিশ্চয়ই তোমার পারমার্থিক স্বরূপ ; পাপপ্রবৃত্ত কুতর্কাদি-পরায়ণ নারকিগণ ইহা শ্রদ্ধা করিতে না পারে, আমি কিন্তু ঐ স্বরূপেই তোমাকে অনুগতভাবে নমস্কার করি ॥ ৪

শ্রীধরটীকা—নন্বেবমপি সোপাধিকমেতদর্ব্বাচীনমেত্যাশঙ্ক্যাহ। তদ্বৈ তদেবেদম্। হে ভুবনমঙ্গল ! যতস্তে ত্বয়া নোঽস্মাকমুপাসকানাং মঙ্গলায় ধ্যানে দর্শিতম্। ন হি অব্যক্তবর্ত্মাভিনিবেশিতচিত্তানামস্মাকং ত্বয়া সোপাধিকদর্শনং দাতুং যুক্তমিতি ভাবঃ। অতস্তুভ্যং নমোঽনুবিধেম অনুবৃত্ত্যা করবাম। তর্হি কিমিতি কেচিন্মাং নাদ্রিয়ন্তে ? তত্রাহ—যোঽনাদৃত ইতি। অসৎপ্রসঙ্গৈর্নিরীশ্বরকুতর্কনিষ্ঠৈঃ ॥ ৪

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী—ধ্যান করিতে করিতে হৃদয়মধ্যে প্রকাশিত যে মধুরমূর্ত্তি ব্রহ্মা দর্শন করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে এবং তদ্দর্শনে তিনি শ্রীভগবানের যে স্তব করিয়াছেন, তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রহ্মা সেই স্তব প্রসঙ্গে বলিতেছেন—হে ভগবন্! আমি তোমার যে-মূর্ত্তির নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছি, অর্থাৎ ভূত ও ইন্দ্রিয়বর্গের মূল সেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি পর্য্যন্তও যে-সঙ্কর্ষণে লীন হইয়া থাকে, এই স্বরূপটি তোমার সেই নিত্যানন্দময় মায়াতীত স্বরূপ হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে হয় না, কারণ তুমি মঙ্গলময়। আমরা তোমার উপাসক, তোমাকে উপাসনা করিয়া-তোমারই মাঙ্গলিক ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য আমরা প্রবৃত্ত, তুমিও আমাদের হিতের জন্য অর্থাৎ ধ্যান, ধারণ প্রভৃতির সুবিধার জন্য ধ্যানকালে স্বরূপগ্রহণ করিয়া হৃদয়কেন্দ্রে আবির্ভূত হইয়াছ। তোমার এই স্বরূপ কখনও সোপাধিক বা মায়িক হইতে পারে না, কেননা, সাধকের হিতের জন্য স্বরূপ প্রকাশ করিবার সময় অবশ্যই সাধকের উপযোগীরূপে উহা প্রকাশ করাই স্বাভাবিক। আমি নিরুপাধিক ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে ধ্যান করিতে বসিয়া যাহা দেখিলাম, অর্থাৎ যে-স্বরূপে তুমি দেখা দিলে, তাহা সোপাধিক হওয়া নিতান্ত অনুপযোগী। অন্যে কুবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া যাহাই বলুক না কেন, আমি তোমার এই স্বরূপকেই একান্ত অনুগত ভাবে নমস্কার করি। এখন কথা হইতেছে এই যে, শ্রীভগবানের নানাপ্রকার স্বরূপ পরিগ্রহ নানা কারণে ও নানা ভাবে সম্ভব হইয়া থাকে। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম যে মহত্তত্ত্ব, তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল জগতের চরম পর্যন্ত সমস্তই শ্রীভগবানের স্বরূপ বটে, অথচ তাহা মায়িক অর্থাৎ মায়া নামক শক্তি বা উপাধি সহযোগে সৃষ্ট হইয়াছে। অধিক কি—সকল জীবই সোপাধিক ঈশ্বর, যেহেতু তাহা মায়া বা অবিদ্যাযুক্ত অবস্থার ফল কিন্তু ব্রহ্মার ধ্যানকালে যে মূর্ত্তি তাঁহার চিত্তে জাগরিত হইয়াছে, তাহা মায়া সম্পাদিত নহে, কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ নিত্যপদার্থ। এই সঙ্কর্ষণ অবস্থার কথা পূর্ব্বেও আলোচনা করা হইয়াছে। তিনি যে শ্রীভগবানের চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত অন্যতম, ইহা বৈষ্ণবশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত, এইজন্যই ব্রহ্মার স্তুতিবাক্যে দৃঢ়রূপে বলা হইয়াছে “তদ্বৈ ইদম্”—তোমার এই স্বরূপই সেই নিত্যানন্দময়স্বরূপ ॥ ২—৪

যে তু ত্বদীয়চরণাম্বুজকোষগন্ধং জিঘ্রন্তি কর্ণবিবরৈঃ শ্রুতিবাতনীতম্।
ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাম্ ॥ ৫ ॥
তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ॥৬ ॥
দৈবেন তে হতধিয়ো ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ সর্ব্বাশুভোপশমনাদ্বিমুখেন্দ্রিয়া যে।
কুর্ব্বন্তি কামসুখলেশলবায় দীনা লোভাভিভূতমনসোঽকুশলানি শশ্বৎ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।—নাথ! (হে প্রভো!) যে তু (ভক্তাঃ) শ্রুতিবাতনীতং (শ্রুতির্বেদঃ স এব বাতঃ বায়ুঃ তেন নীতং প্রাপিতং) ত্বদীয়চরণাম্বুজকোষগন্ধং (ত্বদীয়পাদপদ্মসৌরভং) কর্ণবিবরৈঃ (কর্ণরন্ধ্রৈঃ) জীঘ্রন্তি (অনুভবন্তি, রূপকমিদং, তথাচ বেদবর্ণিতং ত্বৎপদমাহাত্ম্যং যে শৃণ্বতি ইত্যর্থঃ) তেষাং স্বপুংসাং (স্বভক্তানাং) পরয়া ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ (ভক্তিরজ্জুবদ্ধচরণঃ সন্) হৃদয়াম্বুরুহাৎ (ভক্তানাং হৃদয়পদ্মাৎ) [ত্বমপি] নাপৈষি (অপগন্তুং ন প্রভবসি) ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ।—হে প্রভো! বায়ু কর্ত্তৃক নানা স্থানে বিস্তারিত পদ্মগন্ধ লোকে যেমন আঘ্রাণ করিয়া থাকে, সেইরূপ বেদ কর্ত্তৃক বিস্তারিত তোমার পাদপদ্মের মহিমা যাঁহারা শ্রবণ করিয়াছেন, তোমার সেই সকল ভক্ত স্বজনগণের ঐকান্তিক ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তুমিও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হও না ॥ ৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—আদরেণ তু ত্বাং ভজন্তঃ কৃতার্থা ইত্যাহ যে ত্বিতি। শ্রুতির্বেদঃ স এব বাতস্তেন নীতং প্রাপিতম্। নাপৈষি নাপযাসি। যে ত্বৎকথাশ্রবণমত্যাদরেণ কুর্ব্বন্তি তেষাং হৃদি নিত্যং প্রকাশয় ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।—লোকঃ যাবৎ তে অভয়ম্ অঙ্ঘ্রিং (ভয়হরং পাদপদ্মং) ন প্রবৃণীত (অনন্যভাবনয়া ন আশ্রয়েৎ) তাবৎ আর্ত্তিমূলং (দুঃখনিদানং) "মম"ইতি অসদবগ্রহঃ (অহঙ্কারঃ মমাকারাদিরূপেণ মিথ্যাভিমানঃ) [অতএব] দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং (ধনস্বাস্থ্যস্বজনাদ্যর্থং) ভয়ম্ (অনিষ্টাশঙ্কনং) শোকঃ স্পৃহা (আকাঙ্ক্ষা) পরিভবঃ (ইষ্টহানৌ দৈন্যং) বিপুলঃ লোভশ্চ তাবৎ (তাবৎকালপর্য্যন্তং) [তিষ্ঠতীতি শেষঃ] ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ।—জীবগণ যতকাল তোমার অভয়প্রদ পাদপদ্ম আশ্রয় না করে, ততকাল পর্য্যন্তই তাহাদের সমস্ত দুঃখের মূল "আমি আমার" অভিমান থাকে; সুতরাং ধন, স্বাস্থ্য, স্বজন প্রভৃতির জন্য ভয়, শোক, আগ্রহ, দৈন্য ও লোভাতিশয় প্রভৃতিও ততদিন পর্য্যন্তই বর্ত্তমান থাকে ॥ ৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—ততঃ কিমত আহ—তাবদিতি। দ্রবিণাদৌ বিদ্যমানে ভয়ং, গতে শোকঃ, পুনশ্চ স্পৃহা, ততশ্চ পরিভবঃ, তথাপি বিপুলো লোভস্তৃষ্ণা, পুনঃ কথঞ্চিৎ প্রাপ্তে মমেত্যসদাগ্রহঃ। আর্ত্তিমূলং ভয়শোকাদেঃ কারণম্। ন প্রবৃণীত নাশ্রয়েত। ত্বৎপাদাশ্রয়ণমাত্রেণ ভয়াদিনিবৃত্তিঃ, কিং পুনস্ত্বৎপ্রকাশে সতীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।—যে (জনাঃ) সর্ব্বাশুভোপশমনাৎ (সর্ব্বদুঃখনিবারকাৎ) ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ (ভবন্নামলীলারহস্যাদিশ্রবণকীর্ত্তনাদিতঃ) বিমুখেন্দ্রিয়াঃ (বিমুখানি বিরক্তানি ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রবাগাদীনি যেষাং তে তথাবিধা ভবন্তীতি শেষঃ) দৈবেন (দুরদৃষ্টেন) হতধিয়ঃ (দুর্বুদ্ধিসম্পন্নাঃ সন্তঃ) লোভাভিভূতমনসঃ (লোভাকুলিতচিত্তাঃ) [অতএব] কামসুখলেশলবায় (কামেন বিষয়োপভোগেন যৎ সুখং তস্য লেশ সম্পর্ক

ক্ষুৎতৃট্‌ত্রিধাতুভিরিমা মুহুরর্দ্দ্যমানাঃ শীতোষ্ণবাতবর্ষৈরিতরেতরাচ্চ।
কামাগ্নিনাচ্যুতরুষা চ সুদুর্ভরেণ সম্পশ্যতো মন উরুক্রম সীদতে মে ॥ ৮ ॥
যাবৎ পৃথক্ত্বমিদমাত্মন ইন্দ্রিয়ার্থমায়াবলং ভগবতো জন ঈশ পশ্যেৎ।
তাবন্ন সংস্থতিরসৌ প্রতিসংক্রমেত ব্যর্থাপি দুঃখনিবহং বহতী ক্রিয়ার্থা ॥ ৯ ॥

(প্রাপ্তিরিতি যাবৎ, তস্য লবায় কণামাত্রায় অপি) দীনাঃ (ব্যাকুলাঃ সন্তঃ) শশ্বৎ (সর্ব্বদা) অকুশলানি (অমঙ্গলজনকানি দুষ্কর্ম্মাণি) কুর্ব্বন্তি ॥ ৭

মূলানুবাদ।—(হে ভগবন্!) তোমার নামলীলাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্তিময় প্রসঙ্গে লোকের সমস্ত দুঃখ নিবারণ করিতে পারে। যাহাদের ইন্দ্রিয় এই প্রসঙ্গে বিমুখ, তাহারা নিতান্ত দুর্ভাগ্যের ফলে হতবুদ্ধি হইয়া লোভপরায়ণচিত্তে বিষয়সুখের কণামাত্রের জন্যও ব্যাকুল হইয়া সর্ব্বদা অমঙ্গলজনক কুকর্ম্ম করিতে থাকে ॥ ৭

শ্রীধরটীকা।—যে নিষ্কামা অপি সন্তস্ত্বাং নাদ্রিয়ন্তে তে নরকভাজ ইত্যুক্তম্। যে তু ত্বৎকথাশ্রবণাদি-বিমুখাঃ সন্তঃ কাম্যকর্ম্মপরাস্তেঽতিমন্দা ইত্যাহ। দৈবেন তে হতধিয়ঃ নষ্টমতয়ঃ। প্রসঙ্গাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদি-রূপাৎ সর্ব্বদুঃখনিবর্ত্তকাৎ বিমুখানীন্দ্রিয়াণি যেষাম্। অকুশলানি অক্ষেমকরাণি ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—উরুক্রম! (হে বিপুলপরাক্রম!) ইমাঃ (উক্তরূপাঃ প্রজাঃ) ক্ষুত্তৃট্ত্রিধাতুভিঃ (ক্ষুৎ ক্ষুধা, তৃট্ তৃষ্ণা, ত্রিধাতবঃ বাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ, তৈঃ) শীতোষ্ণবাতবর্ষৈঃ সুদুর্ভরেণ (সুদুঃসহেন) কামাগ্নিনা (কামানলেন) অচ্যুতরুষা চ (অবিচ্ছিন্নক্রোধেন চ) ইতরেতরাচ্চ (অন্যান্যকারণাচ্চ) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) অর্দ্দ্যমানাঃ (পীড্যমানাঃ) সংপশ্যতঃ (অবলোকয়তঃ) মে (মম) মনঃ সীদতে (আত্মনেপদমার্ষং, বিষাদং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ) ॥ ৮

মূলানুবাদ।—হে ত্রিবিক্রম! এই সকল লোক সর্ব্বদা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, শীত, গ্রীষ্ম, বায়ু, বর্ষা, অসহ্য কামানল, অবিচ্ছিন্ন ক্রোধ এবং অন্যান্য আরও নানাবিধ কারণে নিতান্ত পীড়িত হইয়া থাকে দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত বিষণ্ণ হয় ॥ ৮

শ্রীধরটীকা।—অকুশলত্বমেব দর্শয়তি। ক্ষুচ্চ তৃট্ চ ত্রিধাতবশ্চ বাতপিত্তশ্লেষ্মাণস্তৈঃ। ইমাঃ প্রজাঃ সুদুর্ভরেণ সুদুঃসহেন কামাগ্নিনা, অচ্যুতয়া রুষা অবিচ্ছিন্নক্রোধেন চ পীড্যমানাঃ সম্পশ্যতো মে মনঃ সীদতি ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—ঈশ! (হে পরমেশ্বর!) জনঃ যাবৎ (যাবৎকালপর্য্যন্তং) ভগবতঃ (পরমেশ্বরাৎ ভবতঃ) আত্মনঃ (জীবস্য) ইন্দ্রিয়ার্থমায়াবলম্ (ইন্দ্রিয়েষু চক্ষুরাদিষু বিষয়েষু রূপাদিষু চ যা মায়া যো মোহঃ সৈব বলং মূলং যস্য তৎ) ইদং পৃথক্ত্বং (দেহাদিভাবং) পশ্যেৎ (মন্যেত) তাবৎ ক্রিয়ার্থা (ক্রিয়াণাং কর্ম্মণাম্ অর্থঃ ফলং যস্যাং সা) [অতএব] দুঃখনিবহং (দুঃখসমূহং) বহতী (প্রাপয়ন্তী) ব্যর্থাপি (অবস্তুভূতাপি) অসৌ সংস্থতিঃ (সংসারাবস্থা) ন প্রতিসংক্রমেত (ন বিরমেৎ) ॥ ৯

মূলানুবাদ।—হে ভগবন্! যাবৎকাল পর্য্যন্ত লোক ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের প্রতি মোহবশতঃ শ্রীভগবান্ হইতে জীবের পৃথকত্ব অর্থাৎ দেহাদিভাব মনে করিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত এই সংসার অবস্থা কিছুতেই দূর হইবে না। যদিও সংসার মিথ্যা, তথাপি কর্ম্মের ফলভোগ করিতেই হয়, সুতরাং অবশ্যই দুঃখপ্রাপ্তি হইবে ॥ ৯

অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥ ১০ ॥

শ্রীধরটীকা।—নন্বেবম্ভূতায়াঃ সংসৃতেরপরমার্থত্বাৎ কিমর্থং বিষাদঃ ক্রিয়তে ? তত্রাহ—যাবদিতি আত্মন ইদং পৃথক্ত্বং দেহাদিভাবম্। ভগবতস্তব ইন্দ্রিয়ার্থরূপা যা মায়া তয়া বলম্ আধিক্যং যস্য তৎ। ন প্রতিসংক্রমেত নোপরমেত। দুঃখসমূহং প্রাপয়ন্তী। ক্রিয়াণামর্থঃ ফলং যস্যাম্ ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—দেব ! (হে ভগবন্ !) ঋষয়ঃ অপি (যোগতপস্যাদিদ্বারা লব্ধবিবেকা অপি) [যদি] যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখাঃ (ত্বদীয়ভক্তিমার্গাপরক্তা ভবন্তি) [তর্হি] অহ্নি (দিবসে) আপৃতার্ত্তকরণাঃ (আপৃতানি নানাবিষয়বিক্ষিপ্তানি আর্ত্তানি ক্লান্তানি করণানি ইন্দ্রিয়াণি যেষাং তে) নিশি (রাত্রৌ) নিঃশয়ানাঃ (নিদ্রিতা অপীতি শেষঃ) নানামনোরথধিয়া (নানামনোরথেষু বহুলাভিপ্রেতবিষয়েষু যা ধীঃ বুদ্ধিঃ, তয়া) ক্ষণভগ্ননিদ্রা (ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রাভঙ্গং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ) দৈবাহতার্থরচনাঃ (দৈবেন প্রতিকূলাদৃষ্টেন আহতাঃ বিঘ্নিতাঃ অর্থরচনাঃ কর্ম্মসাধনানি যেষাং তে তথাবিধাঃ সন্তঃ) ইহ (নশ্বরজগতি) সংসরন্তি (কর্ম্মানুসারিশরীরপরিগ্রহপূর্ব্বকং ফলভোগং কুর্ব্বন্তি) ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ।—হে দেব ! মুনিগণ পর্য্যন্তও যদি তোমার ভজনপথে বিমুখ হ’ন, তবে তাঁহাদিগকেও সংসারী হইতে হয় অর্থাৎ দিবসে ইন্দ্রিয়বর্গ কর্ম্মব্যাপৃত থাকায় ক্লান্ত হইতে হয়, রাত্রিতে নিদ্রাগত হইলেও নানা বিষয়ে বুদ্ধির বিক্ষেপ বশতঃ ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। প্রতিকূল দৈবের বশে প্রতিকর্ম্মে বিঘ্ন ঘটে, (এইরূপে তাঁহারা সাংসারিক যন্ত্রণার মধ্যে লিপ্ত থাকিতে বাধ্য হ’ন) ॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—ননু ভবত্যেবমবিবেকিনাং, বিবেকিনস্তু মুক্তা এবেতি কিং তেষাং ভক্ত্যা কৃত্যম্, অত আহ। অহ্নি আপৃতানি ব্যাপৃতানি চ তান্যার্ত্তানি ক্লিষ্টানি করণানীন্দ্রিয়াণি যেষাম্। রাত্রৌ বিষয়সুখলবোঽপি নাস্তি, যতো নিঃশয়ানাঃ, স্বপ্নদর্শনেন চ ক্ষণে ক্ষণে ভগ্ননিদ্রাঃ। দৈবেনাহতাঃ সর্ব্বতঃ প্রতিহতাঃ অর্থানাং রচনা অর্থার্থোদ্যমা যেষাম্ ॥ ১০

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ব্রহ্মা সর্ব্বকারণকারণ শ্রীভগবানের স্তবপ্রসঙ্গে ভক্তিপথের উৎকর্ষ প্রতিপাদনের জন্য “যে তু ত্বদীয় প্রভৃতি শ্লোকে বলিয়াছেন যে—ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বাধ্য, ভক্তির আকর্ষণে তিনি এতই আকৃষ্ট হ’ন যে, ভক্তের হৃদয় হইতে ক্ষণকালের জন্যও তিনি বিচ্যুত হইতে পারেন না। পক্ষান্তরে ভক্তিহীনের যে কিছুতেই উদ্ধার নাই. অশেষ সংসারক্লেশের পার নাই, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন। যত দিন না জীব শ্রীভগবানের অভয়চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারিবে, “আমি আমার” করিয়া বৃথা অভিমানে যতকাল মত্ত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত রোগ, শোক, ভয়, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, উষ্ণ এবং কামক্রোধাদি রিপু, সকলেই তাহাকে আক্রমণ করিবে, কাহারও হাতে নিষ্কৃতি নাই। অবশ্য মনে হইতে পারে যে—এই রোগ, শোক প্রভৃতি সকলই ত সাংসারিক ধর্ম্ম, সুতরাং সে যন্ত্রণা আর কয় দিনের জন্য! কেননা চিরদিন ত আর সংসার করিতে হইবে না, অনিত্য সংসারে দু’চার দিনের খেলা, তাহাতে আবার সুখ দুঃখ কি ? ইহা একটু বুঝিবার কথা বটে ! সংসার অনিত্য তাহাই ঠিক, কাহাকেও ব্যক্তিগত হিসাবে চিরস্থিরভাবে সংসার করিতে হয় না সত্য, কিন্তু প্রবাহক্রমে অর্থাৎ ধারাবাহিক হিসাবে সংসার ত অনাদি অনন্ত। সুতরাং এই অনাদি অনন্ত সংহারপ্রবাহে অবিরাম যাওয়া-আসা আর শোক দুঃখাদির ঘাত প্রতিঘাতে জর্জ্জরিত হওয়া, ইহা ত দু’চারদিনের ব্যাপার নহে, অনন্ত অপার যাতনা-সমুদ্র! জীবগণ যদি ইহা পার হইতে চায় তবে আত্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে, দেহাদি মায়িক পদার্থে “অহং” ভাব লইয়া

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ আস্‌সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্‌যদ্‌ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ১১ ॥
নাতিপ্রসীদতি তথোপচিতোপচারৈরারাধিতঃ সুরগণৈর্হৃদিবদ্ধকামৈঃ।
যৎ সর্ব্বভূতদয়য়াঽসদলভ্যয়ৈকো নানাজনেষ্ববহিতঃ সুহৃদন্তরাত্মা ॥ ১২ ॥

বসিয়া থাকিলে চলিবে না, শ্রীভগবানের সঙ্গে তোমার ঐ "অহং" বস্তুর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। সুতরাং তাঁহাকে তোমার পাওয়া চাই, কারণ তাঁহার স্বরূপটী ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে, নতুবা "তোমার" অর্থাৎ জীবের সম্বন্ধ প্রকাশ পাইবে কেন ? এখন দেখা যাউক কোন পথে তাঁহাকে পাওয়া সম্ভব। সুতরাং ব্রহ্মার স্তুতিপ্রসঙ্গে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে "ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাং"—পরমভক্তি দ্বারা তাঁহার শ্রীচরণ এমন ভাবে লাভ করা যাইবে যে তিনি আর ছাড়িয়া যাইবেন না। ভগবদ্‌গীতাতেও শ্রীভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন,—"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন ! জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ !" "হে অর্জ্জুন ! একমাত্র ভক্তিদ্বারাই এই বিশ্বরূপময় আমাকে জানিতে ও দেখিতে এবং আমার মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হওয়া যায়।" তাই ব্রহ্মার স্তুতিতে ভক্তিহীন মুনিগণের পর্য্যন্ত অগতি ও ভক্তিমানের গতি যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রণিধানযোগ্য ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—নহু নাথ ! (হে প্রভো !) পুংসাং (জনানাং) ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজে (ভক্তিযোগসংশোধিতহৃৎপদ্মে) শ্রুতেক্ষিতপথঃ (শ্রুতেন ভক্তিশাস্ত্রশ্রবণাদিনা ঈক্ষিতঃ অবগতঃ পন্থা যস্য স তথাবিধঃ) ত্বম্ আস্‌সে (তিষ্ঠসি) উরুগায় ! (হে বিপুলকীর্ত্তেঃ !) তে (ভক্তিযোগশোধিতচিত্তঃ) ধিয়া (মনসা) যদ্ যদ্ বপুঃ (যাং যাং মূর্ত্তিং) বিভাবয়ন্তি (ধ্যায়ন্তি) সদনুগ্রহায় (সৎসু তেষু ভক্তেষু অনুগ্রহায়) তত্তদ্ (তাং তাং মূর্ত্তিং) প্রণয়সে (প্রকটয়সি) ॥ ১১

মূলানুবাদ।—হে নাথ ! ভক্তিশাস্ত্রাদি অনুশীলন পূর্ব্বক তোমার পথ অনুসন্ধান করিয়া লোক যখন ভক্তিযোগ-অবলম্বনে নিজ হৃৎপদ্ম বিশুদ্ধ করিতে পারে, তখন তুমি তাহাতে অধিষ্ঠান করিয়া থাক এবং ভক্তগণ নিজ নিজ রুচি অনুসারে তোমার যেরূপ মূর্ত্তি হৃদয়ে কল্পনা করিয়া ধ্যান করেন, তুমি কৃপাপ্রকাশে সেইরূপ মূর্ত্তিতেই তাঁহাদের নিকট প্রকটিত হইয়া থাক ॥ ১১

শ্রীধরটীকা।—তদেবমভক্তানাং সংসারনিবৃত্তিমুক্ত্বা ভক্তানাং তন্নিবৃত্তিমাহ—ত্বমিতি। ভক্তিযোগেন শোধিতে হৃৎসরোজে আস্‌সে তিষ্ঠসি। শ্রুতেন শ্রবণেন ঈক্ষিতঃ পন্থা যস্য সঃ। কিঞ্চ শ্রবণং বিনাপি ত্বদ্ভক্তা মনসা যদ্‌যদ্বপুঃ রূপং স্বেচ্ছয়া ধ্যায়ন্তি তত্তৎ প্রণয়সে প্রকটয়সি। সতাং ত্বদ্ভক্তানামনুগ্রহায় ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—যৎ (যথা) একঃ (অদ্বিতীয়ো ভবান্) অসদলভ্যয়া (অসতামভক্তানাম্ অলভ্যয়া লব্ধুমশক্যয়া) সর্ব্বভূতদয়য়া [হেতুনা] নানাজনেষু (সাধারণজনেষু) সুহৃৎ (প্রীতিপ্রবণঃ) অন্তরাত্মা (অন্তর্য্যামী চ সন্) অবহিতঃ (কথমেষামুপকারো ভবেদিত্যবধানযুক্তঃ ভবতীতি শেষঃ) হৃদিবদ্ধকামৈঃ (কামনাপরায়ণৈঃ) সুরগণৈঃ (দেববৃন্দৈরপি) উপচিতোপচারৈঃ (প্রচুরোপকরণৈঃ) আরাধিতঃ (পূজিতঃ সন্নপি) তথা নাতিপ্রসীদতি (তাদৃক্‌প্রসন্নো ন ভবতি) ॥ ১২

মূলানুবাদ।—হে প্রভো ! সর্ব্বভূতে তোমার করুণা (থাকে) বলিয়া সকাম ব্যক্তি তোমার অনুগ্রহলাভে ততদূর সমর্থ হয় না ; তুমি সর্ব্বজীবে অন্তর্য্যামিরূপে সুহৃদ্‌ভাবে কল্যাণচিন্তাপরায়ণ থাক সত্য, কিন্তু যাহারা কামনায় মত্ত হইয়া ভক্তিহীন হয়, তাহাদের পক্ষে তোমার করুণা অতি দুর্লভ, এমন কি

পুংসাময়তো বিবিধকর্ম্মভিরধ্বরাদ্যৈর্দানেন চোগ্রতপসা পরিচর্য্যয়া চ ।
আরাধনং ভগবতস্তব সৎক্রিয়ার্থো ধর্ম্মোঽর্পিতঃ কর্হিচিন্ম্রিয়তে ন যত্র ॥ ১৩ ॥

দেবগণও যদি কামনামত্ত হইয়া প্রচুর উপকরণেও তোমার অর্চ্চনা করেন, তবে তাঁহাদের প্রতিও তুমি তেমন প্রসন্ন হও না ॥ ১২

শ্রীধরটীকা ।—ভক্তানাঞ্চ নিষ্কামানাং ত্বমতিসুলভঃ নেতরেষামিত্যাহ—নেতি। উপচিতৈরূর্জ্জিতৈরুপচারৈঃ পুষ্পোপহারাদিভিঃ। যৎ যথা অসতামভক্তানাম্ অলভ্যয়া সর্ব্বভূতদয়য়া। প্রসাদে হেতুঃ—এ ইত্যাদি ॥ ১২

অন্বয়ঃ ।—অতঃ (সকামান্ প্রতি ভবতঃ প্রসাদাতিশয়াভাবাৎ) পুংসাং (জনানাং, কর্ত্তরি ষষ্ঠী) অধ্বরাদ্যৈঃ (যজ্ঞাদিভিঃ) দানেন উগ্রতপসা (কঠোরতপস্যয়া) পরিচর্য্যয়া চ (শুশ্রূষয়া চ) [ইত্যেবং] বিবিধকর্ম্মভিঃ (নানাবিধানুষ্ঠানৈঃ) ভগবতস্তব (কর্ম্মণি ষষ্ঠী) অরাধনং (প্রীণনং) সৎক্রিয়ার্থঃ (শ্রেষ্ঠ ক্রিয়াফলং) [যতঃ] যত্র (ত্বয়ি) অর্পিতঃ (ত্বৎপ্রীতিমাত্রোদ্দেশ্যেন বিহিতঃ) ধর্ম্মঃ কর্হিচিৎ (কদাচিদপি) ন ম্রিয়তে (ন নশ্যতি) [অপি তু ত্বৎপ্রীতিং জনয়ন্নেব তিষ্ঠতীতি ভাবঃ] ॥ ১৩

মূলানুবাদ ।—হে ভগবন্! সকাম ব্যক্তিগণের পক্ষে তোমার অনুগ্রহ যখন সুলভ নহে, অথচ তোমার প্রীতিমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহার যখন ধ্বংস নাই, সুতরাং যাগ-যজ্ঞাদি, দান, কঠোর তপস্যা ও সেবা প্রভৃতি নানাবিধ কর্ম্ম দ্বারা তোমার প্রীতিসম্পাদন করাই লোকের শ্রেষ্ঠ ক্রিয়াফল ॥ ১৩

শ্রীধরটীকা ।—যতঃ সকামানাং ভবান্ নাতিপ্রসীদতি অতঃ কামপ্রাপ্তিঃ ক্রিয়াণামুত্তমং ফলং ন ভবতি, কিন্তু ত্বৎপ্রীণনমেব। কামসংযোগস্তু অবান্তরফলেন প্ররোচনার্থমিত্যাহ—পুংসামিতি। ভগবতস্তবারাধনমেব সংশ্চাসৌ ক্রিয়ার্থশ্চ শ্রেষ্ঠঃ ক্রিয়াফলম্। শ্রেষ্ঠত্বে হেতুঃ—যত্র ত্বয়ি অর্পিতো ধর্ম্মঃ ন কদাচিন্ম্রিয়তে ন নশ্যতি। কামার্থস্তু ধর্ম্মঃ কামং দত্ত্বা নশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—শ্রীভগবানের স্তুতিপ্রসঙ্গে ব্রহ্মা ভক্তিমার্গের উৎকর্ষ পূর্ব্বেই কিছু বর্ণনা করিয়া অভক্তের দুরবস্থা উল্লেখ করিয়াছেন ; এখনও সেই প্রস্তাবই চলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে সকাম ও নিষ্কাম অবস্থার ফলভেদও বর্ণিত হইতেছে। ভক্তি শব্দের অর্থ ভজন করা, এই "ভজন" ব্যাপার শান্ত, দাস্য প্রভৃতি নানা স্তরে নানাবিধ লক্ষণে বিভক্ত। কিন্তু বিভাগ যতই থাকুক না কেন, প্রত্যেক অবস্থাতেই শ্রীভগবানের তৃপ্তিসাধনই ভক্তসম্প্রদায়ের প্রধান লক্ষ্য। নিজস্বার্থসিদ্ধি অর্থাৎ কাম্যফলের প্রতি ভক্তের তেমন বাসনা থাকে না, অধিকন্তু ভক্তির স্বভাবই এইরূপ যে, সকল রকমে উপাস্যের তৃপ্তির জন্যই ভক্তকে প্রেরণা করে। যাহারা নিজের নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমানে নিজের ভোগসুখাদি কামনায় মত্ত হইয়া ভগবানের প্রতি শরণাগতিবিহীন, তাদৃশ কোনও ব্যক্তির প্রতি, এমন কি সে ভাবের দেবতার প্রতি পর্য্যন্ত ভগবানের অনুগ্রহ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব যে কোনও কর্ম্ম করিবে, সবই যদি শ্রীভগবানের তৃপ্তিমাত্র লক্ষ্য করিয়া কর, "ময়া যদেতৎ কর্ম্ম কৃতং তৎ সর্ব্বং ভগবচ্চরণে সমর্পিতমস্তু" "আমি যাহা কিছু কার্য্য করিলাম, সকলই শ্রীভগবানের চরণে সমর্পণ করিলাম"—ইহার দোষ-গুণ ফলাফল আমি কিছুই জানি না, কিছুই প্রার্থনা করি না, তাঁহারই উদ্দেশ্যে করিলাম, সবই তিনি বুঝিবেন—এই ভাবের নিষ্কাম নির্ভর-রূপ দৃঢ় ভক্তিভাবে আন্তরিক ভাব প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারিলে তাহারই কর্ম্মানুষ্ঠান সার্থক হয় ; কারণ সে যাহাই করুক না কেন, তাহাতেই শ্রীভগবানের তৃপ্তি সাধিত হয়। গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছে "সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।

শশ্বৎ স্বরূপমহসৈব নিপীতভেদমোহায় বোধধিষণায় নমঃ পরস্মৈ।
বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়েষু নিমিত্তলীলারাসায় তে নম ইদং চকৃমেশ্বরায় ॥ ১৪ ॥
যস্যাবতারগুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে ॥ ১৫ ॥

মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্” “আমার প্রতি নির্ভর করিয়া যে কোনও কার্য্য করিবে, আমার অনুগ্রহে তাহাতেই নিত্য অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইবে।” অতএব যাগ, তপস্যা, দান প্রভৃতি যে কোন কর্ম্মই তাঁহার প্রতি ভক্তিসহকারে করা হউক না কেন, শ্রীভগবানের তৃপ্তিসম্পাদনই যেন সকল কর্ম্মের মুখ্য ফল হয়, “তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং” তাঁহার তৃপ্তিতেই যেন জগৎ তৃপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১১—১৩

অন্বয়ঃ।—শশ্বৎ (সর্ব্বদা) স্বরূপমহসৈব (চৈতন্যাত্মকস্বরূপশক্ত্যৈব) নিপীতভেদমোহায় (নিপীতঃ দূরীকৃতঃ ভেদমোহঃ স্বেন সহ জীবানাং ভেদভ্রমো যেন তস্মৈ, জীবেশ্বরয়োর্ভেদভ্রান্তিনিবারকায়) বোধধিষণায় (জ্ঞানাশ্রয়ায়) পরস্মৈ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠায়) বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়েষু নিমিত্তলীলারাসায় (জগতাং সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াদি-বিষয়েষু নিমিত্তং হেতুভূতা যা মায়া তদীয়া যা লীলা তয়া সহ রাসঃ ক্রীড়নং যস্য তস্মৈ) ঈশ্বরায় তে (তুভ্যং) নমঃ চকৃম (চিরং নমস্কারং কৃতবানস্মি) [অধুনা চ] ইদং (নমঃ করোমিতি শেষঃ) ॥ ১৪

মূলানুবাদ।—হে প্রভো! তোমার সহিত জীবের ভেদবুদ্ধিরূপ ভ্রান্তি তুমিই স্বীয় চৈতন্যশক্তি দ্বারা নিরাস করিয়া থাক। সর্ব্বদা জ্ঞানময় তোমার স্বরূপ, জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের হেতুভূত মায়ার লীলা সহকারে তোমার ক্রীড়া (হইয়া থাকে), অতএব হে পরাৎপর! চিরদিনই তোমাকে নমস্কার করিয়াছি, আবার সম্প্রতিও এই নমস্কার করিতেছি ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—অতস্ত্বামেব বয়ং নতা ইত্যাহ। শশ্বৎ সর্ব্বদা স্বরূপচৈতন্যেনৈব নিরস্তভেদভ্রমায়। পুনশ্চ বোধ এব ধিষণা বিদ্যাশক্তির্যস্য। যদ্বা ধিষণমাশ্রয়ঃ। অতএব পরস্মৈ। তত্র হেতুঃ—বিশ্বোদ্ভবাদি-নিমিত্তং যা মায়া তস্যা লীলা বিলাসস্তয়া রাসঃ ক্রীড়া যস্য। তে তুভ্যম্ ইদং নমঃ নমনং চকৃম কৃতবন্তো বয়ম্ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—যে (জনাঃ) অসুবিগমে (প্রাণাত্যয়াসন্নকালে) বিবশাঃ (বিলুপ্তপ্রায়চৈতন্যা অপি) যস্য (তব) অবতারগুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি (অবতারগুণকর্ম্মণাং বিড়ম্বনম্ অনুসরণং যত্র তানি, অবতারাদ্যনু-সারীণি ইত্যর্থঃ) নামানি (নৃসিংহভক্তবৎসলেত্যাদীনি) গৃণন্তি (উচ্চারয়ন্তি কেবলং) তে (উচ্চারকা জনাঃ) সহসৈব (অচিরমেব) অনেকজন্মশমলং (বহুজন্মীয়পাপং) হিত্বা (দূরীকৃত্য) অপাবৃতং (নিরস্তাবরণং নিত্যমুক্তস্বভাবম্) ঋতং (সচ্চিদানন্দরূপম্) অজম্ (অনাদিং) যং (ভগবন্তং) যান্তি, তং প্রপদ্যে (শরণং গচ্ছামি), [অহমিতি শেষঃ] ॥ ১৫

মূলানুবাদ।—হে ভগবন্! যে সকল লোক প্রাণত্যাগকালে অবশ (অসাড়) অবস্থায়ও তোমার অবতার, গুণ বা কর্ম্মের অনুযায়ী নাম কেবল উচ্চারণও করে, তাহারাও তৎক্ষণাৎ বহুজন্মার্জ্জিত পাপ পরিহার করিয়া নিত্য-মুক্ত-সচ্চিদানন্দময় যে-ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, তুমি সেই ভগবান্, আমি তোমার শরণাগত হইতেছি ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা।—নামগ্রহণমাত্রতঃ কৈবল্যপ্রদত্বেনৈশ্বর্য্যং ব্যঞ্জয়ন্ নমস্করোতি—যস্যেতি। অবতারা-দীনাং বিড়ম্বনমনুকরণমস্তি যেষু। তত্রাবতারবিড়ম্বনানি দেবকীনন্দন ইত্যাদিনী। গুণবিড়ম্বনানি সর্ব্বজ্ঞো

যো বা অহঞ্চ গিরিশশ্চ বিভুঃ স্বয়ঞ্চ স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতব আত্মমূলম্ ।
ভিত্ত্বা ত্রিপাদ্ববৃধ এক উরুপ্ররোহস্তস্মৈ নমো ভগবতে ভুবনদ্রুমায় ॥ ১৬ ॥

ভক্তবৎসল ইত্যাদীনি। কর্ম্মবিড়ম্বনানি গোবর্দ্ধনোদ্ধরণঃ কংসারাতিরিত্যাদীনি। অসুবিগমেঽপি বিবশা অপি, গৃণন্তি কেবলমুচ্চারয়ন্তি। শমলং পাপম্। অপাবৃতং নিরস্তাবরণম্ ঋতং ব্রহ্ম প্রাপ্নুবন্তি ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—একঃ (অদ্বিতীয়ঃ) যো বৈ (য এব ভবান্) আত্মমূলম্ (আত্মা স্বয়মেব মূলম্ অধিষ্ঠানং যস্য তৎ প্রধানাখ্যং তত্ত্বং প্রকৃতিরিতি যাবৎ) ভিত্ত্বা (সত্ত্বাদিগুণত্রয়রূপেণ বিভজ্য) স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতবঃ (সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্তারঃ) অহং (ব্রহ্মা) বিভুঃ স্বয়ং (প্রভুর্ভবান্ বিষ্ণুঃ) গিরিশঃ (শিবশ্চ) [ইত্যেবং প্রকারেণ] ত্রিপাৎ (ত্রয়ঃ পাদাঃ স্কন্ধা যস্য সঃ) উরুপ্ররোহঃ (বহুলশাখাপ্রশাখাসমন্বিতঃ সন্) ববৃধে (আত্মবিস্তারং কৃতবান্) তস্মৈ (তথাবিধায়) ভুবনদ্রুমায় (ভুবনাকারবৃক্ষস্বরূপায়) ভগবতে (তুভ্যং) নমঃ [করোমিতি শেষঃ] ॥ ১৬

মূলানুবাদ।—হে প্রভো ! তুমি স্বয়ং যাহার মূল অধিষ্ঠানকর্ত্তা, সেই প্রকৃতিকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্ত্তা আমি, তুমি স্বয়ং এবং রুদ্র, এই ত্রিমূর্ত্তিতে বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক একাকী হইয়াও বিশ্বরূপে আত্মবিস্তার সম্পাদন করিয়াছ। সেই ভুবনাকার বৃক্ষস্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৬

শ্রীধরটীকা।—তত্র গুণাবতারকর্ম্মাণি দর্শয়ন্ প্রণমতি। যো বৈ একঃ ত্রিপাৎ ব্রহ্মাদয়ঃ পাদাঃ স্কন্ধা যস্য ; প্রত্যেকঞ্চ উরবঃ প্ররোহাঃ শাখোপশাখা মরীচ্যাদিমন্বাদিরূপা যস্য তথাভূতঃ সন্ ববৃধে, তস্মৈ ভুবনাকারায় দ্রুমায় নমঃ। কিং কৃত্বা ববৃধে ? আত্মা স্বয়মেব মূলমধিষ্ঠানং যস্য তৎ প্রধানং ভিত্ত্বা গুণত্রয়রূপেণ বিভজ্য। ত্রিপাত্ত্বমেবাহ—অহং ব্রহ্মা গিরিশশ্চ স্বয়ং বিভুর্বিষ্ণুশ্চেতি স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতবো যে বয়ম্। এবং ত্রিপাৎ ভূত্বা যো ববৃধ ইত্যর্থঃ ॥ ১৬

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—সম্প্রতি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি, নাম, মাহাত্ম্য ও গুণাবতার প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মা স্তব করিতেছেন। অনন্তশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবান্ প্রয়োজনভেদে পৃথক্ পৃথক্ শক্তি প্রকটন করিয়া পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। তাঁহার স্বরূপশক্তি, চৈতন্য বা বিদ্যা ; এই শক্তির প্রভাবে লোকের অবিদ্যা বা ভেদবুদ্ধি নিরাকৃত হইয়া থাকে। জ্ঞানপথানুসারী যোগিগণ তাঁহার এই চৈতন্যময় স্বরূপকেই উপাস্যরূপে ধ্যান-ধারণা করিয়া সকল প্রকার মোহ অতিক্রম করিয়া "সোঽহং" রূপে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যরূপ তত্ত্বসাক্ষাৎকার লাভ করেন। আবার ভক্তিপথাবলম্বী সাধকগণ শুধু তাঁহার স্বরূপশক্তি কেন—যে কোনও শক্তিময় অবস্থা এবং নাম, রূপ, লীলারহস্য প্রভৃতি তদীয় যে কোনও বস্তুতেই অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবেই তাঁহার সেবা করিয়া কৃতার্থতা লাভ করেন। এই প্রস্তাবে শ্রীভগবানের নামের অনির্ব্বচনীয় মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞানী বা অজ্ঞান, ভক্ত বা অভক্ত, যে কেহ যে কোনও অবস্থায় তাঁহার নাম শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে নামের গুণে তাহার জন্মজন্মান্তরীয় সকল পাপ দূর হইয়া যায় ও ভক্তির ভাব হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে। যে-ভক্তির পরিপক্কতায় অর্জ্জুন বিশ্বরূপদর্শনেও সমর্থ হইয়াছিলেন, শ্রীভগবানের সেই বিশ্বরূপত্ব ব্রহ্মা রূপকচ্ছলে উল্লেখ করিয়া স্তব করিতেছেন—"তস্মৈ নমো ভগবতে ভুবনদ্রুমায়"—একটি মাত্র বীজ যেমন মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি সহকারী শক্তিসংযোগে অঙ্কুররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া ক্রমশঃ স্কন্ধ, শাখা, প্রশাখাদিরূপে বহুলবিস্তারপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ একমাত্র শ্রীভগবান্ নিজশক্তি, রূপ প্রভৃতি সহযোগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু

লোকো বিকর্ম্মনিরতঃ কুশলে প্রমত্তঃ কর্ম্মণ্যয়ং ত্বদুদিতে ভবদর্চ্চনে স্বে।
যস্তাবদস্য বলবানিহ জীবিতাশাং সদ্যশ্ছিনত্ত্যনিমিষায় নমোঽস্তু তস্মৈ ॥ ১৭ ॥
যস্মাদ্বিভেম্যহমপি দ্বিপরার্দ্ধধিষ্ণ্যমধ্যাসিতঃ সকললোকনমস্কৃতং যৎ।
তেপে তপো বহুসবোঽবরুরুৎসমানস্তস্মৈ নমো ভগবতেঽধিমখায় তুভ্যম্ ॥ ১৮ ॥

মহেশ্বরাদি তিন স্কন্ধ ও মরীচি, মনু প্রভৃতি বহুল শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে করিতে ক্রমশঃ এই বিপুল বিশ্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ১৪—১৬

অন্বয়ঃ।—অয়ং লোকঃ (বিশ্ববাসীজনঃ) বিকর্ম্মনিরতঃ (বিরুদ্ধকর্ম্মনিষ্ঠঃ সন্) ত্বদুদিতে (ত্বয়া ভগবতা উদিতে পঞ্চরাত্রাদিপ্রবন্ধনে কথিতে) ভবদর্চ্চনে (ভবতঃ আরাধনরূপে) স্বে (স্বকীয়ে) কুশলে (হিতকরে) কর্ম্মণি প্রমত্তঃ (অনবহিতঃ অনাসক্ত ইতি যাবৎ) [ভবতীতি শেষঃ] ইহ (সংসারে) বলবান্ (প্রবলঃ) যঃ (কালঃ "কালো হি বলবত্তর" ইতি স্মৃতেঃ) অস্য (বিকর্ম্মনিরতস্য) জীবিতাশাং (জীবনাশাং) সদ্যঃ (অকস্মাৎ) ছিনত্তি (খণ্ডয়তি) অনিমিষায় (কালস্বরূপায়) তস্মৈ (তুভ্যং) নমঃ ॥ ১৭

মূলানুবাদ ।—হে ভগবন্ ! তুমি নিজেই তোমার অর্চ্চনাদি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছ, অথচ লোক বিরুদ্ধকর্ম্মে আশক্ত হইয়া স্বীয় কল্যাণকর সেই অর্চ্চনাদিতে পরাঙ্মুখ হওয়ায় যে প্রবল কাল কর্ত্তৃক তাহার (লোকের) জীবনের আশা পর্য্যন্ত বিনাশিত হয়, হে পরমেশ্বর ! তুমিই ত সেই কালস্বরূপ; অতএব তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৭

শ্রীধরটীকা।—এবং গুণাবতারকর্ম্মবিড়ম্বনমুক্ত্বা তস্যৈব তৎকালাখ্যং রূপং তৎ কর্ম্ম চ দর্শয়ন্ প্রণমতি—লোক ইতি দ্বাভ্যাম্। বিকর্ম্মনিরতো বিরুদ্ধকর্ম্মনিষ্ঠঃ। কুশলে হিতে স্বে আত্মীয়ে ত্বদুদিতে ত্বয়ৈব সাক্ষাদুক্তে ভগবদর্চ্চনরূপে কর্ম্মণি। উক্তং হি গীতাসু—"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণমিতি"। তস্মিন্ প্রমত্তঃ অদত্তচিত্তো যাবদ্বর্ত্ততে তাবদস্য লোকস্য। অনিমিষায় কালায় ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—সকললোকনমস্কৃতং (সর্ব্বলোকবহুমানিতং) যৎ দ্বিপরার্দ্ধধিষ্ণ্যং (দ্বিপরার্দ্ধকালাবস্থায়িস্থানং) [তৎ] অধ্যাসিতঃ (অধিষ্ঠিতঃ) অহমপি (কিমুত অন্যঃ) যস্মাৎ (অনিমিষাৎ কালাদিত্যর্থঃ) বিভেমি [অতএব] অবরুরুৎসমান (কালম্ অবরোদ্ধুমিচ্ছন্, ত্বামেব প্রাপ্তুমিচ্ছন্ ইতি স্বামিপাদাঃ) বহুসবঃ (বহুলযাগাদিপরায়ণঃ সন্) তপঃ তেপে (তপস্যাং কৃতবানস্মি) [অতঃ] তস্মৈ (কালরূপায়) অধিমখায় (যোগাদ্যধিষ্ঠাতৃস্বরূপায়) ভগবতে তুভ্যং নমঃ ॥ ১৮

মূলানুবাদ।—যে স্থল দ্বিপরার্দ্ধকালস্থায়ী এবং সকল লোক যাহাকে নমস্কার করে, সেই সত্য লোকে অবস্থিত থাকিয়াও আমি যে-কাল হইতে ভয় পাইয়া থাকি এবং ভীত হইয়া তোমাকে পাইবার জন্য বহুল যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তপস্যাচরণ করিয়াছি, হে ভগবন্! তুমি সেই কালস্বরূপ এবং যজ্ঞাদির অধিদেবতা, অতএব তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৮

শ্রীধরটীকা।—আস্তাং তাবৎ লোকস্য কথা। যস্মাৎ কালাখ্যাৎ ত্বত্তঃ যদ্দ্বিপরার্দ্ধাবস্থায়ি ধিষ্ণ্যং স্থানং তদারূঢ়োঽপি বিভেমি। ভীতশ্চ সন্ ত্বামেবাবরুরুৎসমানঃ প্রাপ্তুমিচ্ছন্। কথম্ভূতঃ? বহুসবঃ বহবঃ সবা যাগাঃ সংবৎসরা বা যস্য বহূন্ যাগান্ কৃত্বা বহূন্ সংবৎসরান্ বা তপস্তপ্তবানিত্যর্থঃ। অধিমখায় মখাদিকর্ম্মাধিষ্ঠাত্রে ॥ ১৮

তির্য্যঙ্মনুষ্যবিবুধাদিষু জীবযোনিষ্বাত্মেচ্ছয়াত্মকৃতসেতুপরীপ্সয়া যঃ ।
রেমে নিরস্তবিষয়োঽপ্যবরুদ্ধদেহস্তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায় ॥ ১৯ ॥
যোঽবিদ্যয়ানুপহতোঽপি দশার্দ্ধবৃত্ত্যা নিদ্রামুবাহ জঠরীকৃতলোকযাত্রঃ ।
অন্তর্জ্জলেঽহিকশিপুস্পর্শানুকূলাং ভীমোর্ম্মিমালিনি জনস্য সুখং বিবৃণ্বন্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ ।—নিরস্তবিষয়োঽপি (বিগতবিষয়স্পৃহোঽপি) যঃ (ত্বং) তির্য্যঙ্‌মনুষ্যবিধুধাদিষু (দেবমনুষ্য পশুপক্ষ্যাদিষু) জীবযোনিষু (প্রাণিজাতিষু) আত্মেচ্ছয়া (স্বেচ্ছয়া) আত্মকৃতসেতুপরীপ্সয়া (স্বকৃতভক্তজনানুগ্রহমর্য্যাদাপালনেচ্ছয়া) অবরুদ্ধদেহঃ (স্বীকৃতমূর্ত্তিঃ সন্) রেমে (ক্রীড়িতবানসি) তস্মৈ ভগবতে পুরুষোত্তমায় (তুভ্যং) নমঃ ॥ ১৯

মূলানুবাদ ।—হে প্রভো ! তোমার কোনরূপ বিষয়-সুখের আকাঙ্খা না থাকিলেও ভক্তজনের প্রতি স্বকৃত অনুগ্রহরক্ষার জন্য তুমি স্বেচ্ছাক্রমে দেব, মনুষ্য বা পশু-পক্ষ্যাদি প্রাণিজাতিতে মূর্ত্তি প্রকটন করিয়া ক্রীড়া কর । অতএব হে ভগবন্ ! তুমিই পুরুষোত্তম, সুতরাং তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৯

শ্রীধরটীকা ।—ইদানীং তৎকালভাবিলীলাবতারকর্ম্মাণি দর্শয়ন্নাহ । তির্য্যগাদিষু স্বেচ্ছয়া স্বকৃতমূর্ত্তিঃ সন্ স্বকৃতধর্ম্মমর্য্যাদাপালনেচ্ছয়া রেমে । বস্তুতঃ স্বানন্দানুভবেনৈব নিরস্তবিষয়সুখোঽপি যঃ অতএব পুরুষোত্তমঃ ; তত্তদুপাধিধর্ম্মাসংস্পর্শাৎ । তদুক্তং গীতাসু—“যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তম” ইতি ॥ ১৯

অন্বয়ঃ ।—যঃ (ভবান্) দশার্দ্ধবৃত্ত্যা (দশার্দ্ধাঃ পঞ্চ, বৃত্তয়ঃ প্রমাণ-বির্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা স্মৃতিরূপাশ্চিত্তপরিণামবিশেষা যতঃ তয়া) অবিদ্যয়া অনুপহতোঽপি (অনভিভূতোঽপি) জঠরীকৃতলোকযাত্রঃ (জঠরীকৃতা স্বকুক্ষৌ লীনীকৃতা লোকযাত্রা লোকপরম্পরা যেন সঃ) জনস্য (প্রাক্‌কল্পকর্ম্মক্লান্তস্য জীবস্য) সুখং বিবৃণ্বন্ (বিশ্রামং সম্পাদয়ন্) ভীমোর্ম্মিমালিনি (ভয়ঙ্করে প্রলয়সমুদ্রে) অন্তর্জলে (জলমধ্যে) অহিকশিপুস্পর্শানুকূলম্ (অহিঃ সর্পঃ, স এব কশিপুঃ শয্যা, তস্য স্পর্শঃ অনুকূলো যস্যাং তাং) নিদ্রামুবাহ (যোগনিদ্রামাশ্রিতবান্) ॥ ২০

মূলানুবাদ ।—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পঞ্চবিধ বৃত্তি অবিদ্যাকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে, কিন্তু হে প্রভো ! তুমি সেই অবিদ্যায় অভিভুত না হইলেও প্রলয়কালে সমস্ত লোকশ্রেণী উদরস্থ করিয়া ভয়ঙ্কর তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশিমধ্যে সর্পশয্যায় শয়ন করিয়া তদীয় অনুকূলস্পর্শে সুখে নিদ্রাভোগ করিয়াছ । মনে হয় যেন পূর্ব্বকল্পের কর্ম্মক্লান্ত জীবগণকে বিশ্রামসুখ প্রদান করিবার জন্য তোমার এই যোগনিদ্রা ॥ ২০

শ্রীধরটীকা ।—ইদানীং দৃশ্যমানামেব মূর্ত্তিং প্রণমতি যোঽবিদ্যয়েতি দ্বাভ্যাম্ । দশার্দ্ধাঃ পঞ্চ বৃত্তয়ো যস্যাস্তয়া অবিদ্যয়া নিদ্রাহেতুভূতয়া অনভিভূতোঽপি যো নিদ্রামুবাহ তস্মৈ তে নম ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ । জঠরীকৃতা উদরে প্রবিলাপিতা লোকযাত্রা লোকস্থিতির্যেন । অহিরেব কশিপুঃ শয্যা তস্যাঃ স্পর্শোঽনুকুলো যস্যাং তাং নিদ্রাম্ । ভীমানামূর্ম্মীণাং মালা বিদ্যন্তে যস্মিন্ অন্তর্জ্জলে । নিদ্রানস্যাবিবেকিনো জনস্য নিদ্রাসুখমীদৃগিতি বিবৃণ্বন্ প্রদর্শয়ন্ উপহসন্নিত্যর্থঃ । অতএবান্তর্জ্জললাদিবিশেষণানি । যদ্বা পুর্ব্বকল্পে শ্রান্তস্য জনস্য বিশ্রামসুখং বিবৃণ্বন্ স্মারয়ন্ । তদা তু পরোপকারায় স্বয়ং দুঃসহমপি দুঃখং সোঢ়ব্যমিতি দ্যোতনার্থং বিশেষণানি ॥ ২০

যন্নাভিপদ্মভবনাদহমাসমীড্য লোকত্রয়োপকরণো যদনুগ্রহেণ।
তস্মৈ নমস্ত উদরস্থভবায় যোগনিদ্রাবসানবিকসন্নলিনেক্ষণায় ॥ ২১ ॥
সোহয়ং সমস্তজগতাং সুহৃদেক আত্মা সত্ত্বেন যন্মৃড়য়তে ভগবান্ ভগেন।
তেনৈব মে দৃশমনুস্পৃশতাদ্ যথাহং স্রক্ষ্যামি পূর্ব্ববদিদং প্রণতপ্রিয়োহসৌ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ।—ঈড্য ! (হে স্তবনীয় !) যন্নাভিপদ্মভবনাৎ (যস্য তব নাভ্যুৎপন্নং যৎ পদ্মং তদেব ভবনং স্থানং তস্মাৎ) অহম্ আসম্ (উৎপন্নঃ) যদনুগ্রহেণ (যস্য তব অনুগ্রহেণ কৃপয়া) লোকত্রয়োপকরণঃ (সৃষ্ট্যাদিদ্বারা ত্রিভুবনস্য উপকারকশ্চাস্মি) উদরস্থভবায় (উদরস্থঃ ভবঃ সংসারপ্রপঞ্চো যস্য তস্মৈ) যোগনিদ্রাবসানবিকসন্নলিনেক্ষণায় (যোগনিদ্রায়াঃ অবসানে ভঙ্গে বিকসৎ উন্মীলৎ নলিনমিব পদ্মতুল্যম্ ঈক্ষণং যস্য) তস্মৈ (তথাবিধায়) তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ২১

মূলানুবাদ।—হে স্তবার্হ ! তোমার নাভিপদ্ম হইতে আমি উদ্ভুত হইয়াছি এবং তোমারই অনুগ্রহে আমি সৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা ত্রিভুবনের উপকারে সমর্থ। প্রলয়কালে তুমি সমস্ত লোক উদরসাৎকরিয়া যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিলে, সম্প্রতি ঐ নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় তুমি পদ্মতুল্য নয়ন উন্মীলিত করিয়াছ। প্রভো তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ যস্য নাভিপদ্মমেব ভবনং তস্মাৎ। লোকত্রয়মুপকরণং যস্য। যদ্বা লোকত্রয়স্য সৃষ্ট্যাদিদ্বারেণোপকরোতীতি তথা। তাদৃশোহহং যদনুগ্রহেণাসম্। উদরে স্থিতো ভবঃ সংসারপ্রপঞ্চো যস্য। যোগনিদ্রাবসানে বিকসন্নলিনবদীক্ষণং যস্য ॥ '২১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ব্রহ্মা শ্রীভগবানের স্তুতিপ্রসঙ্গে তাঁহার স্বরূপশক্তি, মায়াশক্তি, কালশক্তি প্রভৃতি অচিন্ত্য শক্তিসমূহের বর্ণনা করিয়া সম্প্রতি উপসংহারে তাঁহার অপার কৃপাশক্তি বর্ণন করিতেছেন। অনন্তশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবান্ কোনও সুখে বঞ্চিত নহেন, নিত্যানন্দস্বরূপে তিনি সর্ব্বদাই পূর্ণ আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, কোনও অতৃপ্ত ভোগবাসনা তাঁহার থাকিতে পারে না, তবে যে, দেব,মনুষ্য, এমন কি পশ্বাদি তির্য্যক্ যোনিতেও তিনি মূর্ত্তিপ্রকাশ করিয়াছেন, ইহা কেবল তাঁহার ভক্তের প্রতি অসীম করুণা। "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতম্ অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥" "পত্র, পুষ্প, ফল ও জল যে যাহা কিছু ভক্তি সহকারে আমাকে দান করে, একাগ্রচিত্ত ব্যক্তির সেই ভক্তিপ্রদত্ত উপহার অবশ্য আমি ভোগ করিয়া থাকি।" এই সকল আশ্বাস বাক্যের পূর্ণ সত্যতা প্রদর্শনের জন্যই শ্রীভগবান্ ঐ সকল মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া পার্থিব জগতে প্রকাশিত হইয়া থাকেন ও নানাবিধ ক্রীড়াভোগ প্রভৃতি লীলা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাকে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, কৃষ্ণ ও বিষ্ণু যাহাই ভাবি ও বুঝি না কেন, তিনি কিন্তু সেই "লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ"—বেদবর্ণিত সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ পুরুষোত্তম ॥ ১৭—২১

অন্বয়ঃ।—[এবংপ্রকারেণ স্তুতিমুপসংহৃত্য সম্প্রতি তৎকৃপাং প্রার্থয়তে—] সোহয়ং (যঃ স্তুতঃ অয়ং শয়ানঃ স) সমস্তজগতাসুহৃৎ, একঃ আত্মা (সর্ব্বান্তর্য্যামী) ভগবান্ (বিষ্ণুঃ) যৎ (যেন) সত্ত্বেন (জ্ঞানেন) ভগেন (ঐশ্বর্য্যেণ চ) মৃড়য়তে (বিশ্বং সুখয়তি) তেনৈব (ভগেন সত্ত্বেন চ) মে (মম) দৃশং (প্রজ্ঞাম্) অনুস্পৃশতাৎ (যোজয়তু) যথা অহং পূর্ব্ববৎ (কল্পান্তরবৎ) ইদং (বিশ্বং) স্রক্ষ্যামি (নির্ম্মাতুং সমর্থো ভবিষ্যামি) [যতঃ] অসৌ (ভগবান্) প্রণতপ্রিয়ঃ (প্রণতঃ প্রিয়ঃ যস্য সঃ তথাবিধ প্রণতেষু কৃপাবান্, অহঞ্চ প্রণত ইতি কৃপামর্হামি) ॥ ২২

এষ প্রপন্নবরদো রময়াত্মশক্ত্যা যদ্‌যৎ করিষ্যতি গৃহীতগুণাবতারঃ ।
তস্মিন্ স্ববিক্রমমিদং সৃজতোঽপি চেতো যুঞ্জীত কর্ম্মশমলঞ্চ যথা বিজহ্যাম্ ॥ ২৩ ॥
নাভিহ্রদাদিহ সতোঽম্ভসি যস্য পুংসো বিজ্ঞানশক্তিরহমাসমনন্তশক্তেঃ ।
রূপং বিচিত্রমিদমস্য বিবৃণ্বতো মে মা রীরিষীষ্ট নিগমস্য গিরাং বিসর্গঃ ॥ ২৪ ॥

মূলানুবাদ।—সর্ব্বলোকের সুহৃৎ একমাত্র অন্তর্য্যামীস্বরূপ ইনিই সেই ভগবান্ ; (ইনি) যে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যবলে সমস্ত জগৎকে সুখ দান করিয়া থাকেন, সেই: জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য আমার অন্তরে যোজনা করুন, যাহাতে আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় আবার বিশ্বসৃষ্টি করিতে সমর্থ হই, ভগবান্ প্রণতের প্রতি কৃপাশীল, আমিও প্রণত হইতেছি, সুতরাং তাঁহার কৃপা পাইবার আশা করি ॥ ২২ ॥

শ্রীধরটীকা।—এবং স্তুত্বা প্রার্থয়তে সোঽয়মিতি চতুর্ভিঃ। যদ্‌যেন সত্ত্বেন জ্ঞানেন ভগেন ঐশ্বর্য্যেণ, মৃড়য়তে সুখয়তি বিশ্বম্। দৃশং প্রজ্ঞাম্ অনুস্পৃশতাৎ যোজয়তু, যথাহং স্রষ্টুং ক্ষমো ভবিষ্যামি। যতঃ প্রণতি-প্রিয়োঽসৌ, অহঞ্চ প্রণতঃ। ন চান্যঃ প্রার্থনীয়োঽস্তি, যতো ভগবান্। স এব সমস্তজগতাং সুহৃৎ, যতোঽসৌ একোঽনুস্যূতঃ আত্মা অন্তর্য্যামী ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ।—প্রপন্নবরদঃ (শরণাগতবাঞ্ছিতফলপ্রদঃ) এষঃ (ভগবান্) গৃহীতগুণাবতারঃ (গৃহীতা গুণা ভক্তবাৎসল্যাদয়ো যেষু তাদৃশা অবতারা যস্য স তথাবিধঃ সন্) আত্মশক্ত্যা (স্বরূপশক্তিভূতয়া) রময়া [সহ] যদ্‌যৎ কর্ম্ম করিষ্যতি, স্ববিক্রমং (স্বস্য বিষ্ণোরেব বিক্রমঃ প্রভাবো যেষু তৎ) ইদং (বিশ্বং) সৃজতোঽপি [মম) চেতঃ যুঞ্জীত (তথাবিধকর্ম্মশক্ত্যা যোজয়তু) শমলং (কর্ম্মজনিতপাপং) যথা বিজহ্যাং (পরিহরেয়ং, তথা চ করোতু ইতি ভাবঃ) ॥ ২৩ ॥

মূলানুবাদ।—শরণাগতজনের বাঞ্ছিতফলপ্রদ শ্রীভগবান্ ভক্তবাৎসল্যাদি গুণময় অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক রমানাম্নী স্বরূপশক্তি সহযোগে (জগতের বৈচিত্র্যজনক) যে সকল কার্য্য সম্পাদন করিবেন, তাঁহার প্রভাবময় বিশ্বসৃষ্টিতে আমি নিযুক্ত, আমার চিত্তে সেই সকল কর্ম্মশক্তি দান করুন, যাহাতে আমায় কর্ম্মজনিত পাপভোগ করিতে না হয় ॥২৩॥

শ্রীধরটীকা।—আত্মশক্ত্যা রময়া সহ যদ্‌যৎ কর্ম্ম করিষ্যতি। স্ববিক্রমং স্বস্য বিষ্ণোরেব বিক্রমঃ প্রভাবো যস্মিন্ তদিদং বিশ্বং তদাজ্ঞয়া সৃজতোঽপি মে চেতঃ স এব যুঞ্জীত প্রবর্ত্তয়তু। কর্ম্মাসক্তিং তৎকৃতং শমলঞ্চ বৈষম্যাদিপাপং যথা বিজহ্যাং ত্যক্ষ্যামি ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ।—ইহ অম্ভসি (প্রলয়সমুদ্রে) সতঃ (বিদ্যমানস্য, শয়ানস্যেত্যর্থঃ) অনন্তশক্তেঃ (অপ্রতিহতশক্তিশালিনঃ) যস্য পুংসঃ (পুরুষস্য, তবেত্যর্থঃ) নাভিহ্রদাৎ (নাভি-সরোবরাৎ) বিজ্ঞানশক্তিঃ (মহত্ত্বাভিমানী) অহং (ব্রহ্মা) আসম্ (উৎপন্নোঽভবম্) অস্য (তব) রূপং (বিভূতি-স্বরূপং) বিচিত্রং (বৈচিত্র্যপূর্ণম্) ইদং (বিশ্বং) বিবৃণ্বতঃ (বিস্তারয়তঃ সৃজত ইত্যর্থঃ) মে (মম) নিগমস্য (বেদস্য) গিরাম্ (অবয়বভূতানাং বাক্যানাং) বিসর্গঃ (উচ্চারণং) মা রীরিষীষ্ট (মা লুপ্যতাম্ ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—(হে ভগবন্!) এই প্রলয়-সমুদ্রে শয়ান অনন্তশক্তিশালী যে-পুরুষের (তোমার) নাভি-সরোবর হইতে আমি জন্মগ্রহণপূর্ব্বক মহত্ত্বাভিমানী হইয়া তোমার বিভূতি-স্বরূপ বৈচিত্র্যময় এই বিশ্বের সৃষ্টি-বিস্তারে উদ্যত হইয়াছি, সেই তুমি আমার সৃষ্টির অবয়ব-স্বরূপ বেদবাক্যসমূহের উচ্চারণশক্তি লোপ করিও না ॥ ২৪ ॥

সোঽসাবদভ্রকরুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধপ্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্।
উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং মাধ্ব্যা গিরাপনয়তাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—অম্ভসি জলে সতো যস্য নাভিহ্রদাদিহ আসম্। বিজ্ঞানে শক্তির্যস্য মহত্তত্ত্বাত্মকস্য চিত্তস্য তদভিমানী। অস্য রূপমিদং বিশ্বং বিস্তারয়তো মম নিগমস্যাবয়বভূতানাং গিরাং বিসর্গ উচ্চারণং মা রীরিষীষ্ট, হলান্তং ব্রহ্মবর্চ্চসমিতি ন্যায়েন মা লুপ্যতামিত্যর্থঃ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—অদভ্রকরুণঃ (অদভ্রা বহুলা করুণা যস্য সঃ অসীমকৃপাশালী) পুরাণঃ পুরুষঃ সঃ অসৌ ভগবান্ (শ্রীহরি) বিবৃদ্ধপ্রেমস্মিতেন (প্রেমাতিশয়জনিতহাস্যেন) নয়নাম্বুরুহং (নেত্রপদ্মং) বিজৃম্ভন্ (বিকাশয়ন্) উত্থায় (গাত্রোত্থানং কৃত্বা) বিশ্ববিজয়ায় চ (বিশ্বস্য জগতঃ বিজয়ায় উদ্ভবায়, চকারাৎ অস্মদনুগ্রহায়াপি ইত্যর্থঃ) মাধ্ব্যা গিরা (মাধুর্য্যপূর্ণয়া বাচা) নঃ (অস্মাকং) বিষাদং (দুঃখম্) অপনয়তাৎ (দূরীকরোতু) ॥ ২৫

মূলানুবাদ।—অপার করুণানিকেতন আদি পুরুষ সেই শ্রীভগবান্ অতিশয় প্রীতিপূর্ণ হাস্যসহকারে নিজ নয়নপদ্ম বিকসিত করিয়া বিশ্বের উদ্ভব ও আমার প্রতি অনুগ্রহ সম্পাদনের জন্য গাত্রোত্থান করিয়া সুমধুর বাক্যপ্রয়োগে আমার দুঃখ দূর করুন ॥ ২৫

শ্রীধরটীকা।—বিবৃদ্ধপ্রেমস্মিতেন বিজৃম্ভয়ন্। বিশ্বস্য বিজয়ায় উদ্ভবায় চকারাদনুগ্রহায় চোত্থায় ॥ ২৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ব্রহ্মা শতবৎসরব্যাপী সমাধির ফলে নিজ মূলতথ্যস্বরূপ অনন্তশয্যাশায়ী শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বহুপ্রকার স্তুতিবাক্যে তাঁহার আরাধনা করিয়াছেন ও তাহাতে শ্রীভগবান্ "বিকসন্নলিনেক্ষণ" অর্থাৎ নয়ন ঈষৎ উন্মীলিত করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। সম্প্রতি চারিটি শ্লোকে শ্রীভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মার কতিপয় প্রার্থনা বর্ণিত হইতেছে। যে কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে ঐ কার্য্যের উপাদানগুলি দেখিয়া শুনিয়া লওয়া আবশ্যক হয়, নতুবা কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারেন না। ঘটের উপাদান মৃত্তিকা, যদি কুম্ভকারের ঐ উপাদান মৃত্তিকা প্রভৃতি জানাশুনা না থাকে, তবে কখনও তাহার কার্য্যে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এই জন্যই ন্যায়শাস্ত্রে "উপাদানস্য চাধ্যক্ষং প্রবৃত্তৌ জনকং ভবেৎ" "প্রবৃত্তির প্রতি উপাদানের প্রত্যক্ষই কারণ হইবে" এইরূপ কার্য্য-কারণভাব কথিত আছে। সেইরূপ ব্রহ্মা জগৎসৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, সুতরাং সমস্ত উপাদান তখন তাঁহার প্রত্যক্ষ হওয়া আবশ্যক, কিন্তু সমাধিকালে তিনি যখন ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তখন মাত্র জল, বায়ু ও আকাশ এই ভূতত্রয় তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়, অন্য উপাদান কিছুই তিনি দেখিতে পান নাই। সেই জন্যই ব্যাকুল হইয়া তিনি স্তব করিয়াছেন এবং স্তবের ফলস্বরূপ শ্রীভগবানের নেত্রোন্মীলনদর্শনে আশান্বিত হইয়া সৃষ্টির উপযোগী সমস্ত উপাদানের অনুভূতি ও সর্ব্বপ্রকার শক্তি সেই শ্রীভগবানেরই নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। ব্রহ্মা বলিতেছেন—সর্ব্বান্তর্য্যামী বিশ্ববন্ধু শ্রীভগবান্ যে সকল জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যবলে বিশ্বের শান্তিসাধন করিয়া থাকেন, সেই সকল জ্ঞান-ঐশ্বর্য্যাদি তিনি আমাতে যোজনা করুন এবং সৃষ্টি করিতে ভাল মন্দ সকলই আমায় সৃষ্টি করিতে হইলে, তন্মধ্যে মন্দ সৃষ্টির অপরাধে আমি যেন অপরাধী না হই। আমারই মুখে বেদ উচ্চারিত হয়, সুতরাং ইহার গৌরব যেন একেবারে লুপ্ত হইয়া না যায়। অনন্তশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া কৃপাদৃষ্টিপাত ও সুমধুর উপদেশবাক্য প্রয়োগ করিয়া শ্রীভগবান্ আমাকে কৃতকৃতার্থ করুন ॥ ২২—২৫

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

স্বসম্ভবং নিশাম্যৈবং তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ ।
যাবন্মনোবচঃ স্তুত্বা বিররাম স খিন্নবৎ ॥ ২৬ ॥
অথাভিপ্রেতমন্বীক্ষ্য ব্রহ্মণো মধুসূদনঃ ।
বিষণ্ণচেতসস্তেন কল্পব্যতিকরাম্ভসা ॥ ২৭ ॥
লোকসংস্থানবিজ্ঞান আত্মনঃ পরিখিদ্যতঃ ।
তমাহাগাধয়া বাচা কশ্মলং শময়ন্নিব ॥ ২৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

মা বেদগর্ভ গাস্তন্দ্রীং সর্গ উদ্যমমাবহ ।
তন্ময়াপাদিতং হ্যগ্রে যন্মাং প্রার্থয়তে ভবান্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ ।—সঃ (ব্রহ্মা) তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ (তপঃ শরীরবৈধক্লেশসহনং, বিদ্যা উপাসনা, সমাধিরেকাগ্রতা, তৈঃ) স্বসম্ভবং (স্বকীয়োৎপত্তিহেতুভূতং ভগবন্তং) নিশাম্য (দৃষ্ট্বা) যাবন্মনোবচঃ (মনসঃ বাক্যস্য চ শক্ত্যনুসারেণ) এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) স্তুত্বা খিন্নবৎ (বিষন্ন ইব) বিররাম (বিরতো বভূব) ॥ ২৬

মূলানুবাদ ।—মৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর ! ব্রহ্মা এই প্রকার তপস্যা, জ্ঞান ও একাগ্রতা দ্বারা স্বীয় উৎপত্তির হেতুভূত শ্রীভগবান্‌কে সাক্ষাৎ করিয়া মন ও বাক্যের শক্তি অনুসারে তাঁহার স্তব করিয়া অবসন্নের ন্যায় বিরত হইলেন ॥ ২৬

শ্রীধরটীকা ।—স্বস্য সম্ভবো যস্মাৎ তম্ । তপঃ শারীরং, বিদ্যা উপাসনা, সমাধিরৈকাগ্র্যং তৈর্নিশাম্য দৃষ্ট্বা যথাশক্তি স্তুত্বা শ্রান্তবদ্বিররাম ॥ ২৬

অন্বয়ঃ ।—অথ (অনন্তরং) মধুসূদনঃ (ভগবান্) তেন (অনুভূয়মানেন) কল্পব্যতিকরাম্ভসা (কল্পান্তকালমিলিতজলরাশিনা হেতুনা) বিষন্নচেতসঃ (দুঃখিতচিত্তস্য) আত্মনঃ (নিজস্য) লোকসংস্থানবিজ্ঞানে (লোকানাং দেবমনুষ্যতির্য্যগাদীনাং যৎ সংস্থানং সুব্যবস্থয়া নির্ম্মাণং তস্য বিজ্ঞানে সম্যক্‌জ্ঞানার্থং) পরিখিদ্যতঃ (খেদং কুর্ব্বতঃ) ব্রহ্মণঃ অভিপ্রেতং (মনোভাবম্) অন্বীক্ষ্য (জ্ঞাত্বা) অগাধয়া বাচা (গম্ভীরেণ বাক্যেন) কশ্মলং (ব্রহ্মণো মোহং) শময়ন্নিব (অপগতং কুর্ব্বন্নিব) তং (ব্রহ্মাণম্) আহ (কথিতবান্) ॥ ২৭।২৮

মূলানুবাদ ।—অনন্তর প্রলয়জলরাশিদর্শনে ব্রহ্মাকে অতিশয় দুঃখিত ও সুশৃঙ্খলরূপে লোকসৃষ্টির অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ব্যাকুলচিত্ত দেখিয়া শ্রীভগবান্ গম্ভীর বাক্যে তাঁহার মোহ নিবারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ২৭।২৮

শ্রীধরটীকা ।—আত্মনো লোকসংস্থানবিজ্ঞানে পরিখিদ্যতো ব্রহ্মণোঽভিপ্রেতমালক্ষ্য—তমাহেতি দ্বয়োরন্বয়ঃ । তেন প্রলয়োদকেন বিষণ্ণচেতসঃ । কশ্মলং মোহং শময়ন্নিবেতি সমস্তমোহশমনং দর্শয়তি ॥ ২৭।২৮

ভূয়স্ত্বং তপ আতিষ্ঠ বিদ্যাঞ্চৈব মদাশ্রয়াম্।
তাভ্যামন্তর্হৃদি ব্রহ্মন্ লোকান্ দ্রক্ষ্যস্যপাবৃতান্॥ ৩০॥
তত আত্মনি লোকে চ ভক্তিযুক্তঃ সমাহিতঃ।
দ্রষ্টাসি মাং ততং ব্রহ্মন্ ময়ি লোকাংস্ত্বমাত্মনঃ॥ ৩১॥
যদা তু সর্ব্বভূতেষু দারুষ্বগ্নিমিব স্থিতম্।
প্রতিচক্ষীত মাং লোকো জহ্যাৎ তর্হ্যেব কশ্মলম্॥ ৩২॥

অন্বয়ঃ।—(হে) বেদগর্ভ! (বেদঃ গর্ভে অন্তঃকরণে যস্য তৎসম্বোধনং, হে সর্ব্ববেদাভিজ্ঞ! ইত্যর্থঃ) তন্দ্রীং (বিষাদকৃতমালস্যং) মা গাঃ (ন অবলম্বস্ব) সর্গে (সৃষ্টিব্যাপারে) উদ্যমম্ (উদ্যোগম্) আবহ (গৃহাণ) ভবান্ যৎ প্রার্থয়তে ("তেনৈব মে দৃশমনুস্পৃশতাৎ" ইত্যাদিকং যৎ ত্বং যাচসে) তৎ (তব প্রজ্ঞায়াং জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিসংযোজনং) অগ্রে হি (পূর্ব্বমেব) ময়া আপাদিতং (সম্পাদিতম্)॥ ২৯

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ বলিতে লাগিলেন—হে সর্ব্ববেদাশ্রয়! তুমি অবসাদগ্রস্ত হইও না, সৃষ্টিব্যাপারে উদ্যোগী হও; তুমি আমার নিকট যে সকল জ্ঞান ঐশ্বর্য্যাদি প্রার্থনা করিতেছ, তাহা আমি পূর্ব্বেই সম্পাদন করিয়া রাখিয়াছি॥ ২৯

শ্রীধরটীকা।—হে বেদগর্ভ! তন্দ্রীং বিষাদকৃতমালস্যং মা গাঃ! তেনৈব মে দৃশমনুস্পৃশতাদিত্যাদি যৎ প্রার্থয়তে তৎ অগ্রে পূর্ব্বমেব সম্পাদিতম্॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—[হে] ব্রহ্মন্! ত্বং ভূয়ঃ (পুনরপি) তপঃ (প্রাণায়ামাদিকং) মদাশ্রয়াং (মদ্বিষয়িণীং) বিদ্যাঞ্চৈব (মন্ত্রোপাসনাদিকমপি) আতিষ্ঠ (কুরু) তাভ্যাং (তপোবিদ্যাভ্যাম্) অন্তর্হৃদি (হৃদয়াভ্যন্তরে) অপাবৃতান্ (সুব্যক্তান্) লোকান্ (ভূঃপ্রভৃতীন্) দ্রক্ষ্যসি (অবলোকয়িষ্যসি)॥ ৩০

মূলানুবাদ।—হে ব্রহ্মন্! তুমি পুনর্ব্বার প্রাণায়ামাদি ও আমার মন্ত্রোপাসনাদি অনুষ্ঠান কর; এই উভয় কার্য্য দ্বারা তুমি নিজ হৃদয়মধ্যে ভূঃ প্রভৃতি লোক সকল সুব্যক্তরূপে দেখিতে পাইবে॥ ৩০

শ্রীধরটীকা।—তর্হি কথমহং ন জানামীত্যত আহ—ভূয় ইতি॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—[হে] ব্রহ্মন্! ত্বং ভক্তিযুক্তঃ সমাহিত (একাগ্রচিত্তশ্চ সন্) আত্মনি (স্বস্মিন্) লোকে চ (সর্ব্বস্মিন্ ভুবনে চ) মাং ততং (ব্যাপ্য স্থিতং) ময়ি লোকান্ (ভুবনানি) আত্মনঃ (জীবাংশ্চ) [দ্রক্ষ্যসি]॥ ৩১

মূলানুবাদ।—হে ব্রহ্মন্! তুমি ভক্তিমান্ ও একাগ্রচিত্ত হইলেই দেখিতে পাইবে যে—তোমার নিজের মধ্যে ও সমগ্র বিশ্বে আমি সর্ব্বব্যাপিরূপে অবস্থান করিতেছি এবং জীব ও জীবলোক সকল আমাতে অবস্থান করিতেছে॥ ৩১

শ্রীধরটীকা।—ভক্তিযুক্তঃ সমাহিতশ্চ সন্ আত্মনি স্বস্মিন্ লোকে চ মাং ততং ব্যাপ্য স্থিতং দ্রষ্টাসি দ্রক্ষ্যসি। আত্মনো জীবাংশ্চ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—লোকঃ (জনঃ) যদা (যস্মিন্ সময়ে) দারুষু (কাষ্ঠেষু) অগ্নিমিব সর্ব্বভূতেষু স্থিতং মাং প্রতিচক্ষীত (পশ্যেৎ) তর্হি এব (তদৈব) কশ্মলং (মোহাদিকং) জহ্যাৎ (পরিত্যক্তুং শক্নুয়াৎ)॥ ৩২

মূলানুবাদ।—অগ্নি যেমন কাষ্ঠমধ্যে অবস্থান করে, আমিও সেইরূপ সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত—ইহা যখন লোকে অনুভব করে, তখন সকল মোহ অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়॥ ৩২

যদা রহিতমাত্মানং ভূতেন্দ্রিয়গুণাশয়ৈঃ।
স্বরূপেণ ময়োপেতং পশ্যন্ স্বারাজ্যমৃচ্ছতি ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—সর্ব্বত্র মদ্দর্শনে মোহো নিবর্ত্তত ইত্যাহ—যদা ত্বিতি। প্রতিচক্ষীত পশ্যেৎ ॥ ৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ব্রহ্মা সমাধিবলে নিজ উৎপত্তির মূলীভূত কারণস্বরূপ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যথাশক্তি স্তব করিয়াও বাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্তি না হওয়ায় অবসন্নচিত্তে বিরত হইয়াছেন। শ্রীভগবান্ তখন গভীর ভাবময় বাক্যবিন্যাসে ব্রহ্মার মোহ অপসারণ করিয়া যাহা উপদেশ দিয়াছিলেন, মৈত্রেয় মুনি সেই সকল বিষয় বিদুরের নিকট বলিতে লাগিলেন,—হে বিদুর! শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে এইরূপ আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! তুমি হতাশ হইও না, উৎসাহ সহকারে সৃষ্টিকার্য্যে ব্রতী হও, সৃষ্টির জন্য জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি মদীয় শক্তি সকল আমি তোমাতে সংক্রামিত করিয়াছি। তুমি আবার একাগ্রচি হও, তাহা হইলে নিজ হৃদয়মধ্যেই তোমার আবশ্যকীয় সৃষ্টি ব্যাপারের সুস্পষ্ট আদর্শ দেখিতে পাইবে এবং আরও দেখিতে পাইবে যে, আমি সর্ব্বব্যাপিরূপে অবস্থান করি এবং সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমাতে অবস্থান করে। আমার সহিত যে বিশ্বজগতের এইরূপ ওতঃপ্রোত সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে, ইহা জানিতে পারিলেই তোমার আর মোহ থাকিবে না, আর ভাবিতে হইবে না, দেখিবে—আমি সর্ব্বদা নিজের মধ্যে বিশ্বের আদর্শ লইয়া তোমার প্রত্যক্ষরূপে অবস্থান করিতেছি। এইরূপে অন্তর্দৃষ্টিতে আদর্শের সন্ধান পাইলেই আর বহির্জগৎ সৃষ্টি করিতে কোনও অসুবিধা ঘটিবে না ॥ ২৬—৩২

অন্বয়ঃ।—যদা (যস্যামবস্থায়াং লোকঃ) ভূতেন্দ্রিয়গুণাশয়ৈঃ (ভূতানি পৃথিব্যাদীনি পঞ্চ, ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি, গুণাঃ রূপাদয়ঃ, আশয়ঃ কর্ম্মবাসনাঃ, তৈঃ) রহিতং (শূন্যম্) আত্মানং (জীবং) স্বরূপে (স্বস্য আত্মভূতেন) ময়া ("তত্ত্বমসি"বাক্যলভ্যেন তৎপদার্থেন নিরুপাধিকচৈতন্যেন সহ) উপেতম্ (একী-ভূতং) পশ্যন্ (অনুভবশালী ভবতি, তদা) স্বারাজ্যং (স্বস্মিন্ আত্মনি রাজতে রমতে যঃ স স্বারাট্ আত্মা-রামঃ তস্য ভাবঃ স্বারাজ্যম্ আত্মারামত্বং মুক্তভাবমিতি যাবৎ) ঋচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৩৩

মুলানুবাদ।—লোক যখন ভূত, ইন্দ্রিয়, গুণ ও কর্ম্মবাসনাশূন্য জীবকে আমার সহিত অভিন্নরূপে দর্শন করে, তখনই মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৩

শ্রীধরটীকা।—তদা চ মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তৌমুচ্যতে ইত্যাহ—যদেতি। ভূতাদিভির্বিরহিতমাত্মানং জীবং শুদ্ধং ত্বম্পদার্থং স্বরূপেণ স্বস্যাত্মভূতেন ময়া তৎপদার্থেন উপেতমেকীভূতং পশ্যন্ ভবতি তদা স্বারাজ্যং মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীধরস্বামিপাদ এই শ্লোকটির যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অদ্বৈ সিদ্ধান্তানুসারী। জ্ঞানমার্গানুসারী সাধকের পক্ষে উপযোগী ঐ ব্যাখ্যার তাৎপর্য্যলভ্য অর্থ এইরূপ—জীব ও ব্রহ্মে বাস্তব কোনও ভেদ নাই, উভয়ই এক চৈতন্যস্বরূপ পদার্থ, কেবল অবিদ্যারূপ উপাধির ফলে চৈতন্য জীবভাব লাভ করিয়া ভৌতিকদেহ, ইন্দ্রিয়রূপরসাদি বিষয় ও কর্ম্মজনিত নানাবিধ সংস্কারের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থা অতিক্রম করিতে হইলে তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক, সেই তত্ত্বজ্ঞান জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যানুভূতি; ইহা বহুতর সাধনার ফল। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি বেদবিহিত উপায় অবলম্বন করিয়া যুগযুগান্তরের সাধনাবলে এইরূপ তত্ত্বদর্শন ও তাহার ফলে মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। এইরূপ সিদ্ধান্ত জ্ঞানমার্গ অনুযায়ী। আর ভক্তিপথের সিদ্ধান্তানুসারে ইহার যে সকল ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মর্ম্ম এই

নানাকর্ম্মবিতানেন প্রজা বহ্বীঃ সিসৃক্ষতঃ।
নাত্মাবসীদত্যস্মিংস্তে বর্ষীয়ান্ মদনুগ্রহঃ ॥ ৩৪ ॥
ঋষিমাদ্যং ন বধ্নাতি পাপীয়াংস্তাং রজোগুণঃ।
যন্মনো ময়ি নির্ব্বদ্ধং প্রজাঃ সংসৃজতোঽপি তে ॥ ৩৫ ॥

জীব যদি ভক্তিপথের পথিক হয়, তবে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর ইহার যে স্তরের ভক্তই হউক না কেন, ভক্তির মহিমায় ক্রমশঃ চিত্তবৃত্তি সেই উপাস্যের প্রতি তন্ময় হইয়া উঠিলে, তাহার অন্তঃকরণ আর ভৌতিক জগতের কোন বস্তুতে যুক্ত থাকে না, সমস্ত বস্তুর সম্পর্ক বিচ্যুত হইয়া একমাত্র ইষ্টদেবের সেবায় নিযুক্ত হয়। এইরূপ ভজনের ফলে বাঞ্ছিতরূপে শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়া জীব পরমানন্দ অনুভব করে ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—নানাকর্ম্মবিতানেন (বহুবিধকর্ম্মবিস্তারেণ) বহ্বীঃ প্রজাঃ (বহুলান্ লোকান্) সিসৃক্ষতঃ (স্রষ্টুমিচ্ছতঃ) তে (তব) আত্মা (অন্তঃকরণং) অস্মিন্ (সৃষ্টিব্যাপারে) ন অবসীদতি (অত্র ভবিষ্যৎ-সমীপ্যে বর্ত্তমানা বিভক্তিঃ, তথা চ অবসাদং ন প্রাপ্স্যতি ইত্যর্থঃ) [যতঃ ত্বয়ি] বর্ষীয়ান্ (অধিকতরঃ) মদনুগ্রহঃ (মম কৃপা) [অস্তীতি শেষঃ] ॥ ৩৪

মূলানুবাদ।—হে ব্রহ্মন্! তুমি নানা প্রকার কর্ম্ম বিস্তার করিয়া বহু লোক সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তোমার অন্তঃকরণ এ বিষয়ে অবসন্ন হইবে না, যেহেতু তোমার প্রতি আমার যথেষ্ট অনুগ্রহ আছে ॥ ৩৪

শ্রীধরটীকা।—যতঃ বর্ষীয়ান্ বৃদ্ধতরঃ অত্যধিকোঽস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—পাপীয়ান্ (জঘন্যতরঃ) রজোগুণঃ আদ্যম্ ঋষিম্ (আদিকর্ত্তারং) ত্বাং ন বধ্নাতি (অভিভবিতুং ন শক্নোতি) তৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) প্রজাঃ (লোকান্) সংসৃজতোঽপি (স্রষ্টুং প্রবর্ত্তমানস্যাপি) তে (তব) মনঃ (চিত্তং) ময়ি নিবদ্ধং (নির্ভরযুক্তম্ অস্তীতি শেষঃ) ॥ ৩৫

মূলানুবাদ।—হে ব্রহ্মন্! তুমি আদিকর্ত্তা, নিকৃষ্টতর রজোগুণ তোমাকে অভিভূত করিতে কখনও সমর্থ নহে, কারণ তুমি লোক সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়াও তোমার মনকে আমার প্রতিই নির্ভরশীল রাখিয়াছ ॥ ৩৫

শ্রীধরটীকা।—অনুগ্রহমেবাহ—ঋষিমাদ্যমিতি চতুর্ভিঃ। যদ্‌যতস্তে মনো ময়ি নির্ব্বদ্ধম্ ॥ ৩৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পূর্ব্বে ব্রহ্মা শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিয়াছেন—"উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং, মাধ্ব্যা গিরাপনয়তাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ" "আদিপুরুষ শ্রীভগবান্ বিশ্বের সৃষ্টি ও আমার প্রতি অনুগ্রহ সম্পাদনের জন্য গাত্রোত্থান করিয়া সুমধুর বাক্যে আমার দুঃখ দূর করুন।" সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ তাঁহার সে প্রার্থনা অবগত হইয়াছিলেন; সুতরাং যোগনিদ্রা পরিহার পূর্ব্বক ব্রহ্মাকে অনেক প্রকার আশ্বাস ও উপদেশ প্রদান করিয়া প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিতেছেন—হে ব্রহ্মন্! সৃষ্টিক্রিয়া অবশ্য রজোগুণের কার্য্য, তুমি যদিও সেই সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত, তথাপি তোমার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা আমার প্রতি অর্পিত, অর্থাৎ স্বীয় কর্ত্তৃত্বাভিমানবর্জ্জিত হইয়া তুমি সর্ব্বদা আমার প্রতিই নির্ভরশীল, অতএব আমিও সর্ব্বদাই তোমার প্রতি অনুগ্রহশালী, সুতরাং রজোগুণ কখনও তোমাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই তৃতীয় স্কন্ধেরই অষ্টম অধ্যায়ে "নাত্মানবধ্যাবিদদাদিদেবঃ" অর্থাৎ ব্রহ্মা তখন যথার্থরূপে নিজতথ্য বুঝিতে পারিলেন না—এইরূপ উক্তিদ্বারা ব্রহ্মার মোহ বর্ণনা করা হইয়াছিল। মোহ অবস্থাটী তমোগুণের কার্য্য, যদি সেই তমো-

জ্ঞাতোঽহং ভবতা ত্বদ্য দুর্ব্বিজ্ঞেয়োঽপি দেহিনাম্ ।
যন্মাং ত্বং মন্যসেঽযুক্তং ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মভিঃ ॥ ৩৬ ॥
তুভ্যং মদ্বিচিকিৎসায়ামাত্মা মে দর্শিতোঽবহিঃ ।
নালেন সলিলে মূলং পুষ্করস্য বিচিন্বতঃ ॥ ৩৭ ॥
যচ্চকর্থাঙ্গ মৎস্তোত্রং মৎকথাভ্যুদয়াঙ্কিতম্ ।
যদ্বা তপসি তে নিষ্ঠা স এষ মদনুগ্রহঃ ॥ ৩৮ ॥

গুণের আক্রমণে ব্রহ্মাকেই মোহগ্রস্ত হইতে হইল, তবে আর এখন "ন বধ্নাতি পাপীয়াংস্ত্বাং রজোগুণঃ" একথা বলিয়া ব্রহ্মাকে বিশেষ কি আশ্বস্ত করা হইল ? এইরূপ প্রশ্নের সমাধানে প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, পদ্ম হইতে উদ্ভুত হওয়া মাত্র যদিও ব্রহ্মার ক্ষণিক মোহ উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু অতি অল্পকাল মধ্যেই ব্রহ্মা নিজ জ্ঞানবলে তাহা অপসারিত করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার স্তুতিবাক্যের অর্থগৌরবেই বিশেষ প্রমাণিত এবং "চেতো যুঞ্জীত কর্ম্মশমলঞ্চ যথা বিজহ্যাং" অর্থাৎ শ্রীভগবান্ আমার চিত্তকে তেমন ভাবে কর্ম্মশক্তিযুক্ত করুন, যাহাতে কর্ম্মজনিত পাপাদিবন্ধন আমায় ভোগ করিতে না হয়" এইরূপ প্রার্থনা বাক্যেও সম্যক্ প্রকৃতিস্থভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং তমোগুণের অবিভব কিছুমাত্র শঙ্কাযোগ্যই নহে। তবে এই যে পাপবন্ধন ভোগ করিতে না হয় এই প্রার্থনা, যাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারই উত্তরে শ্রীভগবান্ বুঝাইতেছেন যে, রজোগুণ তোমাকে পাপবন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারিবে না, কারণ আমার প্রতি তোমার নির্ভরশীলতায় আমি নিতান্ত প্রীত হইয়াছি, সুতরাং আমারই অনুগ্রহে তুমি ঐ বন্ধন হইতে মুক্ত থাকিবে। শ্রীভগবানের উক্তির এইরূপ তাৎপর্য্য বুঝিলে আর কোনও বিরোধ থাকিবে না ॥ ৩৪।৩৫

অন্বয়ঃ।—দেহিনাং (প্রাকৃতজীবানাং) দুর্বিজ্ঞেয়োঽপি (জ্ঞাতুমশক্যোঽপি) অহং ভবতা তু (ব্রহ্মণা) অদ্য জ্ঞাতঃ, তৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) ত্বং মাং ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মভিঃ (ভূতানি ক্ষিত্যাদীনি, ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি, গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ, আত্মা অহঙ্কারঃ তৈঃ) অযুক্তং (সম্পর্কশূন্যং) মন্যসে (অবগচ্ছসি) ॥ ৩৬

মূলানুবাদ।—হে ব্রহ্মন্ ! আমি সাধারণ লোকের দুর্জ্ঞেয় হইলেও তুমি আমাকে জ্ঞাত হইয়াছ, যেহেতু আমি যে ভূতপঞ্চক, ইন্দ্রিয়, সত্তাদিগুণত্রয় ও অহঙ্কার হইতে মুক্ত ইহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ ॥ ৩৬

শ্রীধরটীকা।—যদ্যস্মাদ্ভূতৈঃ ইন্দ্রিয়ৈর্গুণৈঃ সত্তাদিভিঃ আত্মনা অহঙ্কারেণ চ অযুক্তং মন্যসে ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—পুষ্করস্য (স্বোৎপত্তিস্থানভূতস্য ভগবন্নাভিসম্ভূতপদ্মস্য) নালেন (নালদণ্ডরন্ধ্রপথেন) সলিলে (জলমধ্যে) মূলম্ (পদ্মোৎপত্ত্যধিষ্ঠানং) বিচিন্বতঃ (অনুসন্দধতঃ) [তব] মদ্বিচিকিৎসায়াং (অনুসন্ধানেন মূলাপ্রাপ্ত্যা অস্তি নাস্তীতি মদ্বিষয়কসন্দেহে সতি) মে (মম) আত্মা (স্বরূপং) তুভ্যং (ত্বন্নিমিত্তম্) অবহিঃ (হৃদয়াভ্যন্তরে) দর্শিতঃ (প্রকাশিতঃ) [অভূদিতি শেষঃ] ॥ ৩৭

মূলানুবাদ।—পদ্মনালের ছিদ্রপথে জলমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিতে করিতে (কিছুই না পাইয়া) যখন "মূল আছে কিনা" এইরূপ সন্দেহ তোমার জন্মিয়াছিল, তখনই আমি সেই সন্দেহ নিবৃত্তির জন্য তোমার হৃদয়মধ্যে আমার স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলাম্ ॥ ৩৭

শ্রীধরটীকা।—তুভ্যং তব নালেন মার্গেণ পুষ্করস্য মূলমধিষ্ঠানং সলিলে বিচিন্বতো ময়ি বিচিকিৎসায়াং ভবিতব্যমস্যাশ্রয়েণ ন চ দৃশ্যতে ততোঽস্তি নাস্তীতি সন্দেহে সতি আত্মা স্বরূপং মে ময়া অবহিরন্তর্হৃদি দর্শিতঃ ॥ ৩৭

প্রীতোঽহমস্তু ভদ্রং তে লোকানাং বিজয়েচ্ছয়া।
যদস্তৌষীর্গুণময়ং নির্গুণং মানুবর্ণয়ন্॥ ৩৯॥

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ! (হে ব্রহ্মন্!) মৎকথাভ্যুদয়াঙ্কিতং (মম কথা নামলীলাদিকীর্ত্তনং সৈব অভ্যুদয়ঃ মঙ্গলং, তেন অঙ্কিতং যুক্তং) মৎস্তোত্রং (-মদীয়স্তবং) যৎ চকর্থ (কৃতবানসি) যদ্বা তে (তব) তপসি নিষ্ঠা (একাগ্রতা) স এবঃ (তথাবিধস্তোত্রাদিকরণমেব) মদনুগ্রহঃ (মম অনুকম্পা)॥ ৩৮

মূলানুবাদ।—হে ব্রহ্মন্! তুমি মঙ্গলময় কথায় আমার যে সকল স্তব করিয়াছ এবং তপস্যায় তোমার যে একাগ্রতা জন্মিয়াছে, এই সকলই আমার অনুগ্রহ॥ ৩৮

শ্রীধরটীকা।—অঙ্গ হে ব্রহ্মন্! চকর্থ কৃতবানসি। মৎকথৈবাভ্যুদয়স্তেনাঙ্কিতম্। স এব বদ্ধাভাবঃ ময়ি মনোনির্ব্বন্ধঃ, মজ্‌জ্ঞানং মদ্রূপস্য হৃদি দর্শনং, মৎস্তুতিঃ, তপোনিষ্ঠা চেতি যৎ স এব সর্ব্বোঽপি মদনুগ্রহঃ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—লোকানাং বিজয়েচ্ছয়া (সৃষ্টিবাঞ্ছয়া) গুণময়ম্ (আপাততো গুণময়ত্বেন প্রতীয়মানমপি) মা (মাং) নির্গুণং (গুণাতীতমেব) অনুবর্ণয়ন্ যৎ অস্তৌষীঃ (স্তুতবানসি) [অতঃ] অহং প্রীতঃ, তে (তব) ভদ্রং (কল্যাণম্) অস্তু॥ ৩৯

মূলানুবাদ।—তুমি লোকসৃষ্টির অভিলাষে আমার যে স্তব করিয়াছ, আপাততঃ তাহাতে আমাকে সগুণ বলিয়া প্রতীতি হইলেও তুমি তাহাতে নির্গুণরূপে আমার বর্ণনা করিয়াছ, এজন্য আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি; তোমার মঙ্গল হউক॥ ৩৯

শ্রীধরটীকা।—গুণময়ত্বেন প্রতীয়মানমপি নির্গুণমেবানুবর্ণয়ন্॥ ৩৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি আমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছ, কিন্তু আমি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই তোমার প্রতি সে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছি। তুমি যখন অগাধ জলরাশি মধ্যে তোমার জন্মক্ষেত্র পদ্মটীর মূল অনুসন্ধান করিয়া বিফল মনোরথে সমাধিস্থ হইয়াছিলে, তখন তোমার হৃদয়মধ্যে যে আমার দিব্যমূর্ত্তি উদ্‌ভাসিত হইয়াছিল এবং আমার লীলামহিমাদির অপূর্ব্ব মঙ্গলকথায় তুমি যে স্তবে সমর্থ হইয়াছ, এ সকলই আমার অনুগ্রহ। যাহারা সাধনভজন উপেক্ষা করিয়া উচ্ছৃঙ্খল কর্ম্মের ফলে আমার অনুগ্রহে বঞ্চিত থাকে, তাহাদের পক্ষে আমার মূর্ত্তিদর্শন ত দূরের কথা, আমার নামলীলাদি মহিমা-কীর্ত্তন বা শ্রবণ বা স্তব করা কিম্বা আমার উদ্দেশ্যে সমাধিস্থ হওয়া এ সকলই দুর্ঘট। যাহা হউক, তুমি যে ঠিক নির্গুণ-রূপ যথার্থস্বরূপে আমাকে স্তব করিয়াছ, ইহা তোমার প্রকৃষ্ট বিবেকের ফল, কারণ আমার প্রকটলীলাদিদর্শনে সাধারণতঃ সগুণ বলিয়াই আমাকে মনে করা সম্ভবপর। তোমার ঐরূপ যথার্থদর্শিতায় আমি পরম প্রীত হইয়াছি, আমি আশীর্ব্বাদ করি তোমার মঙ্গল হউক। এ স্থলেও নির্গুণভাবের উপাসনায় শ্রীভগবানের প্রীতি, ইহাই স্বামিপাদের ব্যাখ্যানুযায়ী তাৎপর্য্য। স্বামিপাদের ব্যাখ্যায় সর্ব্বত্রই উপনিষৎ প্রতিপাদ্য জ্ঞানপথ অনুসারেই সিদ্ধান্ত দেখা যায়, কিন্তু গৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতির যে ভক্তিপথানুসারিণী ব্যাখ্যা, তদনুসারে ইহার তাৎপর্য্য একটু ভিন্ন প্রকারে বুঝিতে হইবে। "যদস্তৌষীর্গুণময়ং নির্গুণং মানুবর্ণয়ন্" এই শ্লোকার্দ্ধের "মা (মাং) গুণময়ম্ (অপ্রাকৃতানন্তগুণবিশিষ্টং) নির্গুণং (প্রাকৃতজনসাধারণসত্ত্বাদিগুণাভিভবশূন্যম্) অনুবর্ণয়ন্ (বর্ণনয়া সম্যক্ প্রতিপাদয়ন্)" "অর্থাৎ আমি সাধারণের ন্যায় ত্রিগুণের আয়ত্ত নহি, কিন্তু অলোকসামান্য অনন্তগুণ আমাতে বিদ্যমান, ইহা তুমি বর্ণনাদ্বারা প্রতি-

য এতেন পুমান্ নিত্যং স্তুত্বা স্তোত্রেণ মাং ভজেৎ।
তস্যাশু সম্প্রসীদেয়ং সর্ব্বকামবরেশ্বর ॥ ৪০ ॥
পূর্ত্তেন তপসা যজ্ঞৈর্দানৈর্যোগৈঃ সমাধিনা।
রাদ্ধং নিঃশ্রেয়সং পুংসাং মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিন্মতম্ ॥ ৪১ ॥
অহমাত্মাত্মনাং ধাতঃ প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি।
অতো ময়ি রতিং কুর্য্যাদ্দেহাদের্যৎকৃতে প্রিয়ঃ ॥ ৪২ ॥

পাদন পূর্ব্বক স্তব করিয়াছ" এইরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলেই সগুণ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ ভক্ত-জন-বাঞ্ছিত অবস্থা পাওয়া যাইবে। জ্ঞান ও ভক্তি মার্গের ফলগত কোনও বিরোধ না থাকিলেও প্রণালীগত এইরূপ পার্থক্য সর্ব্বত্রই লক্ষ্য রাখিবার বিষয় ॥ ৩৬—৩৯

অন্বয়ঃ।—যঃ পুমান্ (যো জনঃ) নিত্যং (প্রত্যহম্) এতেন স্তোত্রেণ (তৎকৃতেন স্তবেন) স্তুত্বা মাং ভজেৎ (সেবেত) তস্য (জনস্য সম্বন্ধে) [অহং] সর্ব্বকামবরেশ্বরঃ (সর্ব্বেষাং কামানাং কাম্যবিষয়াণাং বরেশ্বরঃ বরপ্রদাতা সন্) আশু (শীঘ্রমেব) সংপ্রসীদেয়ং (সম্যক্ প্রসন্নো ভবেয়ম্) ॥ ৪০

মূলানুবাদ।—যে কোনও লোক তোমার কৃত ঐ স্তবে নিত্য আমার 'স্তব করিয়া সেবা করিলে আমি অচিরে তাহার প্রতি সমস্ত কাম্যবিষয়েই বরদাতারূপে প্রসন্ন হইব ॥ ৪০

শ্রীধরটীকা।—তব প্রীত ইতি কিং বক্তব্যমিত্যাহ—য ইতি ॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—পুংসাং (জানানাং) পূর্ত্তেন (কূপবাপীপ্রভৃতিখাতকর্ম্মণা) তপসা (তপস্যয়া) যজ্ঞৈ, দানৈঃ, যোগৈ (চিত্তবৃত্তিনিরোধৈঃ) সমাধিনা (একনিষ্ঠভাবনয়া চ) রাদ্ধং (সংসাধিতং) নিঃশ্রেয়সং (পরমার্থস্বরূপং যৎ, তৎ) মৎপ্রীতিরেব (মদীয়সন্তোষোৎপাদনমেবেতি) তত্ত্ববিন্মতং (তত্ত্ববিদাং যথার্থজ্ঞানবতাং মতম্) ॥ ৪১

মূলানুবাদ।—কূপ, বাপী প্রভৃতি খাতকর্ম্ম, এবং তপস্যা, জ্ঞান, দান, যোগ, সমাধি প্রভৃতি দ্বারা লোকের যে ফল সিদ্ধ হয়, আমার প্রীতিই সেই পরমার্থ ফল, ইহা তত্ত্বদর্শীদিগের সম্মত ॥ ৪১

শ্রীধরটীকা।—ন চ মৎপ্রীতেরধিকং কিঞ্চিদস্তীত্যাহ। পূর্ত্তাদিভি রাদ্ধং সিদ্ধং যন্নিশ্রেয়সং ফলং তন্মৎপ্রীতিরেবেতি তত্ত্ববিদাং মতম্ ॥ ৪১

অন্বয়ঃ।—ধাঃ! (হে বিধাতঃ) সন্ অহং (নিরুপাধিকঃ অহং) আত্মানম্ (অহঙ্কারোপাধিকানাং জীবানাম্) আত্মা (মূলভূতঃ) যৎকৃতে (যেষাং স্বস্বজীবাত্মানাং কৃতে নিমিত্তং) দেহাদিঃ প্রিয়ঃ [ভবতীতি শেষঃ] [তেষাং] প্রেয়সামপি (প্রিয়তরাণামপি স্বাত্মনাং মধ্যে) প্রেষ্ঠঃ (প্রিয়তমঃ) অতঃ ময়ি (পরমাত্মরূপে) রতিং কুর্য্যাৎ (প্রীতিং স্থাপয়েৎ) ॥ ৪২

মূলানুবাদ।—হে বিধাতঃ! নিরুপাধিক পরমাত্মস্বরূপ আমি সমস্ত সোপাধিক জীবগণের আত্মস্বরূপ ; যে জীবাত্মার জন্যই দেহাদি প্রিয় হইয়া থাকে, সেই প্রিয়তর জীবাত্মা সমূহের মধ্যেও পরমাত্মরূপী আমিই প্রিয়তম, অতএব আমাতেই প্রীতিমান হওয়া উচিৎ ॥ ৪২

শ্রীধরটীকা।—অত্র হেতুমাহ—অহমিতি। আত্মনাম্ অহঙ্কারোপাধীনাং জীবানাম্ আত্মা। অতঃ প্রেয়সামতিপ্রিয়াণামপি মধ্যে প্রেষ্ঠঃ প্রিয়তমঃ সন্ নিরবদ্যঃ। যৎকৃতে যদর্থম্ ॥ ৪২

সর্ব্ববেদময়েনেদমাত্মনাত্মাত্মযোনিনা।
প্রজাঃ সৃজ যথাপূর্ব্বং যাশ্চ ময্যনুশেরতে ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ।—আত্মা (ত্বং) যথাপূর্ব্বং (পূর্ব্বাভ্যাসানুসারেণ) আত্মযোনিনা (আত্মা অহং যোনিঃ কারণং যস্য তেন মত্তুৎপন্নেন ইত্যর্থঃ) সর্ব্ববেদময়েন (সমস্তবেদার্থবিজ্ঞেন) আত্মনা (অন্যং কমপ্যনপেক্ষ্য স্বয়মেব) ইদং (ত্রৈলোক্যং) যাং প্রজাশ্চ (যে জীবাশ্চ) ময়ি অনুশেরতে (লীনাঃ সন্তি) [তাঃ প্রজাশ্চ] সৃজ ॥ ৪৩

মূলানুবাদ।—হে ব্রহ্মন্! তুমি আমা হইতে উৎপন্ন এই সর্ব্ববেদময়স্বরূপে অন্যের অপেক্ষা না করিয়া পূর্ব্ব অভ্যাস অনুসারে স্বয়ংই ত্রিভুবন এবং যে সকল জীব প্রলয়কালে আমাতে লীন আছে, তৎসমুদয় সৃষ্টি কর ॥ ৪৩

শ্রীধরটীকা।—অতস্তং কৃতার্থ এব তথাপি মৎপ্রিয়ার্থং সৃষ্টিং কুর্ব্বিত্যাহ—সর্ব্বেতি। আত্মা ত্বম্ ইদং ত্রৈলোক্যং, যা ময্যনুশেরতে তাঃ প্রজাশ্চ সৃজ। কেন? আত্মনৈবান্যনিরপেক্ষেণ। অত্র জ্ঞাপকাপেক্ষাভাবমাহ—সর্ব্ববেদময়েনেতি। আত্মা অহং যোনিঃ কারণং যস্যেতি জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যতিশয়ং সূচয়তি। যথাপূর্ব্বমিতি তবাত্রাভ্যাসেঽপ্যস্তীত্যুক্তম্ ময্যনুশেরত ইতি স্থিতানামভিব্যক্তিমাত্রমেব কর্ত্তব্যমিত্যনায়াসত্বমুক্তম্ ॥ ৪৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ব্রহ্মার স্তুতি ও প্রার্থনাদিতে শ্রীভগবান্ যে অতিশয় প্রীত হইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সম্প্রতি সেই প্রীতভাবের কথা বিশেষ করিয়া বুঝাইতেছেন। শ্রীভগবানের উক্তির তাৎপর্য্য এই যে—যে কোনও সাধক শ্রীভগবানের প্রকৃত স্বরূপ অনুশীলন করে, তিনি তাঁহার প্রতিই প্রীত হইয়া থাকেন। দান, তপস্যা, যোগ, সমাধি যে কোন উপায়ে শ্রীভগবানের প্রীতিসম্পাদনই জীবের পরম পুরুষার্থ। এই যে বহির্জগতে স্ত্রী, পুত্র, গেহ, দেহ প্রভৃতি প্রীতির সামগ্রী দেখিতে পাই, এ সকল বস্তুতে আমাদের যে ভালবাসা, তাহা শুধু সেই শ্রীভগবানের প্রতি ভালবাসার অঙ্গীভূত, কারণ আমরা যাহা ভালবাসি, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে গেলে অবশ্যই বুঝা যাইবে যে উহা কৃমিকীটাদি পূর্ণসাধারণপাঞ্চভৌতিক জড় পদার্থমাত্রে পর্য্যবসিত নহে। যদি তাহাই হইত, তবে জগতের সমস্ত পদার্থে সমান ভালবাসা হইত। তাহা যখন হয় না, তখনই বুঝিতে হইবে যে, যাহার সহিত আমার এই দেহাভিমানী জীবাত্মার কিছু সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ মমত্ব বুদ্ধির বিষয়ীভূত যে সকল বস্তু আছে, তাহাই আমরা ভালবাসি। কেননা ঐ অহং পদের বাচ্য জীবাত্মা আমার প্রিয়, অর্থাৎ আত্মার প্রীতিসম্পাদনই আমার লক্ষ্য; সুতরাং সেই আত্মার সম্পর্কিত জিনিষগুলির প্রতিই আমার প্রীতি জন্মিয়া থাকে। এইটুকু ভালরূপে বুঝিবার মত অগ্রসর হইতে পারিলে তখন আবার লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই আত্মা কে? ইহার প্রীতির জন্য আমরা এত লালায়িত কেন? তখন বুঝিতে হইবে যে, এই জীবভাবাপন্ন আত্মা সেই পরম পদার্থ হইতে পৃথক্ নহে, কেবল অবিদ্যার প্রভাবে ইহা অহংভাবাপন্ন, সুতরাং ইহার প্রতি যে প্রীতি, তাহা সেই পরমপদার্থগত ভালবাসারই রূপান্তরে পরিণাম মাত্র। অতএব মূলে সেই বিশ্বপ্রেমাস্পদ পরম পদার্থের প্রতি প্রীতির অব্যক্ত আকর্ষণ রহিয়াছে বলিয়াই জগতের এই বাহ্যিক ভালবাসা। অতএব বুঝিতে হইবে যে, এই সকল নশ্বরমায়িক বস্তুর মধ্য দিয়া সেই সচ্চিদানন্দ মায়াতীত শ্রীভগবানের প্রীতিসাধনই সকলের চরম লক্ষ্য। তাই এখানে ভগবান বলিয়াছেন—"রাদ্ধং নিঃশ্রেয়সং পুংসাং মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিন্মতং" অর্থাৎ "আমার প্রীতিসাধনই তত্ত্বজ্ঞদিগের মতসিদ্ধ নিঃশ্রেয়স।" সুতরাং ব্রহ্মা যখন সেই শ্রীভগবানের পরমপ্রীতি সম্পাদন করিয়াছেন, তখন তাঁহার

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

তস্মা এবং জগৎস্রষ্ট্রে প্রধানপুরুষেশ্বরঃ।
ব্যজ্যেদং স্বেন রূপেণ কঞ্জনাভস্তিরোদধে॥ ৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুর-মৈত্রেয়সংবাদে পাদ্মোদ্ভবে ব্রহ্মস্তবো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

আর কিসের অভাব ! তাই শ্রীভগবান উপসংহারে বলিয়াছেন—হে ব্রহ্মন্! তুমি স্বয়ংই বিশ্বসৃষ্টি কর, আর কিছুর জন্যই তোমার অপেক্ষা করিতে হইবে না ॥৪ ০—৪৩

অন্বয়ঃ।—প্রধানপুরুষেশ্বরঃ (প্রধানপুরুষাণাং সৃষ্টিকর্তৃপুরুষাণাম্ ঈশ্বরঃ অধিপতিঃ) কঞ্জনাভঃ (পদ্মনাভঃ ভগবানিতি যাবৎ) স্রষ্ট্রে (সৃষ্টিকর্ত্রে) তস্মৈ (ব্রহ্মণে) ইদং জগৎ (সৃজ্যং বিশ্বম্) এবম্ (উপদিষ্টপ্রকারেণ) ব্যজ্য (প্রকাশ্য) স্বেন রূপেণ (নারায়ণস্বরূপেণ) তিরোদধে (অন্তর্হিতো বভূব)॥ ৪৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥৯

মূলানুবাদ।—মৈত্রেয় কহিলেন—(হে বিদুর !) বিশ্বজগতের অধিপতি ভগবান্ পদ্মনাভ, সৃষ্টিকারী ব্রহ্মার নিকট এইভাবে জগৎ প্রকাশ করিয়া শ্রীশ্রীনারায়ণস্বরূপে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

শ্রীধরটীকা।—ইদং সৃজ্যং ব্যজ্য প্রকাশ্য পদ্মনাভঃ স্বেন শ্রীনারায়ণস্বরূপেণ তিরোদধেঽদৃশ্যো বভূব ॥ ৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী—জগৎ সৃষ্টির জন্য নিজ নাভিপদ্মে উদ্ভূত ব্রহ্মাকে শ্রীভগবান্ নানাপ্রকার আশ্বাস, উৎসাহ ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছেন এবং উপদেশ দিয়াছেন যে, আবার তুমি ধ্যানস্থ হইলেই সৃষ্টির বিষয় সকল নিজ হৃদয়মধ্যেই সুব্যক্ত ভাবে দেখিতে পাইবে। হে ব্রহ্মন্! সেই ভাবে দেখিয়া তৎসমুদয়ের আদর্শ অনুসারে সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হও, তোমার আর কোনও অসুবিধা হইবে না। এই ভাবে সৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মাকে আশ্বস্ত করিয়া শ্রীভগবান্ সেই নারায়ণস্বরূপে তিরোহিত হইলেন ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীধামশান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং তৃতীয়স্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ ।

দশমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীবিদুর উবাচ ।

অন্তর্হিতে ভগবতি ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
প্রজাঃ সসর্জ্জ কতিধা দৈহিকীর্ম্মানসীর্ব্বিভুঃ ॥ ১ ॥
যে চ মে ভগবন্ পৃষ্টাস্ত্বয্যর্থা বহুবিত্তম ।
তান্ বদস্বানুপূর্ব্ব্যেণ ছিন্ধি নঃ সর্ব্বসংশয়ান্ ॥ ২ ॥

শ্রীসূত উবাচ ।

এবং সঞ্চোদিতস্তেন ক্ষত্রা কৌশারবির্ম্মুনিঃ ।
প্রীতঃ প্রত্যাহ তান্ প্রশ্নান্ হৃদিস্থানথ ভার্গব ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ ।—ভগবতি (নারায়ণে) অন্তর্হিতে (অন্তর্ধানং গতে সতি) লোকপিতামহঃ বিভুঃ ব্রহ্মা দৈহিকীঃ (কায়োৎপন্নাঃ) মানসীঃ (সংকল্পমাত্রজাতাশ্চ) কতিধা প্রজাঃ (কিয়ৎপ্রকারান্ জীবান্) সসর্জ্জ ? (উৎপাদয়ামাস ?) ॥ ১

মুলানুবাদ—বিদুর কহিলেন—ভগবান্ নারায়ণ অন্তর্হিত হইলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা কায়িক ও মানসিক কত প্রকার জীব সৃষ্টি করিয়াছিলেন ? ॥ ১

শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকা ।—

দশমে কালসম্প্রশ্নং প্রতিবক্তুং তদুদ্ভবঃ । প্রাকৃতাদিবিভাগেন সর্গস্তু দশধোচ্যতে ॥ ১

অন্বয়ঃ ।—বহুবিত্তম ! (হে বহুদর্শিপ্রবর !) ভগবন্ ! (মৈত্রেয় !) ত্বয়ি (ত্বাং প্রতি) যে চ অর্থাঃ (বিষয়াঃ) মে (ময়া) পৃষ্টাঃ (জিজ্ঞাসিতাঃ) তান্ (বিষয়ান্) আনুপূর্ব্ব্যেণ (ক্রমেণ) বদস্ব (কথয়) নঃ (অস্মাকং) সর্ব্বসংশয়ান্ ছিন্ধি (অপনোদয়) ॥ ২

মুলানুবাদ ।—হে বহুদর্শিন্ ভগবন্ মৈত্রেয় ! আমি আপনার নিকট যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তৎসমুদয়েরও আনুপূর্ব্বিক উত্তর দান করুন এবং আমার সকল সংশয় দূর করুন ॥২॥

শ্রীধরটীকা ।—মে ময়া । বদস্ব বদ ভাসয়স্ব ইতি বা ॥ ২

অন্বয়ঃ ।—ভার্গব ! (হে ভৃগুনন্দন !) তেন ক্ষত্রা (বিদুরেণ) এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) সঞ্চোদিতঃ (প্রার্থিতঃ) মুনিঃ কৌশারবিঃ (মৈত্রেয়ঃ) প্রীতঃ (আনন্দিতঃ সন্) অথ (অনন্তরং) হৃদিস্থান্

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

বিরিঞ্চোঽপি তথা চক্রে দিব্যং বর্ষশতং তপঃ ।
আত্মন্যাত্মানমাবেশ্য যথাহ ভগবানজঃ ॥ ৪ ॥
তদ্বিলোক্যাব্জসম্ভূতো বায়ুনা যদধিষ্ঠিতঃ ।
পদ্মমম্ভশ্চ তৎকালকৃতবীর্য্যেণ কম্পিতম্ ॥ ৫ ॥
তপসা হ্যেধমানেন বিদ্যয়া চাত্মসংস্থয়া ।
বিবৃদ্ধবিজ্ঞানবলো ন্যপাদ্বায়ুং সহাম্ভসা ॥ ৬ ॥
তদ্বিলোক্য বিয়দ্ব্যাপি পুষ্করং যদধিষ্ঠিতম্ ।
অনেন লোকান্ প্রাগ্লীনান্ কল্পিতাস্মীত্যচিন্তয়ৎ ॥ ৭ ॥

(মনসি সংরক্ষিতান্ ন তু উপেক্ষিতানিতি যাবৎ) তান্ (পূর্ব্বকৃতান্) প্রশ্নান্ প্রত্যাহ (প্রত্যুত্তরে সমাহিতবান্) ॥ ৩

মূলানুবাদ ।—সূত কহিলেন—হে ভৃগুনন্দন ! বিদুরের এই প্রকার প্রার্থনায় মৈত্রেয় মুনি প্রী হইয়া নিজ মনোমধ্যে অবস্থিত বিদুরের সেই পূর্ব্বতন প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩

শ্রীধরটীকা ।—সঞ্চোদিতঃ প্রার্থিতঃ । হৃদিস্থানেবাহ, ন তু তে প্রশ্নাস্তেন বিস্মৃতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩

অন্বয়ঃ ।—ভগবান্ অজঃ (নারায়ণঃ) যৎ আহ (যথা উপদিষ্টবান্) বিরিঞ্চোঽপি (ব্রহ্মাপি) তং (তদনুসারেণ) আত্মনি (ভগবতি) আত্মানম্ (অন্তঃকরণম্) আবেশ্য (সংস্থাপ্য) দিব্যং বর্ষশতং তপ চক্রে ॥ ৪

মূলানুবাদ ।—মৈত্রেয় কহিলেন—ভগবান্ নারায়ণ যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসারে ব্রহ্মা তখন শ্রীভগবানের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া দিব্য পরিমাণে শতবৎসর কাল তপস্যা করিয়াছিলেন ॥৪॥

শ্রীধরটীকা ।—আত্মনি শ্রীনারায়ণে আত্মানং মন আবেশ্য ॥ ৪

অন্বয়ঃ ।—এধমানেন (সুসমৃদ্ধেন) তপসা (তপস্যয়া) আত্মসংস্থয়া (অন্তঃকরণস্থিতয়া) বিদ্যয়া (বিবেকেন চ) বিবৃদ্ধবিজ্ঞানবলঃ (পরিপুষ্টজ্ঞানশক্তিঃ) অব্জসম্ভূতঃ (পদ্মযোনিঃ ব্রহ্মা) যৎ (পদ্মম্) অধিষ্ঠি (অধিকৃত্য স্থিতঃ) তৎ পদ্মম্ অম্ভশ্চ (জলঞ্চ) তৎকালকৃতবীর্য্যেন (তেন কালেন প্রলয়সময়েন কৃ বীর্য্যং যস্য তেন প্রলয়কালকৃতশক্তিনা) বায়ুনা কম্পিতং বিলোক্য অম্ভসা (জলেন) সহ বা ন্যপাৎ (নিপীতবান্) ॥ ৫।৬

মূলানুবাদ ।—সম্যক্ অনুষ্ঠিত তপস্যার প্রভাবে এবং মনোগত বিবেকের শক্তিতে ব্রহ্মার জ্ঞান সাতিশয় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তদানীন্তন কালশক্তিপ্রভাবে বর্দ্ধিতবে বায়ু তাঁহার আশ্রয়স্থান পদ্ম ও জলরাশিকে কম্পিত করিতেছে, ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা ঐ জলরাশি সহ বায়ু পান করিলেন ॥ ৫।৬

শ্রীধরটীকা ।—অব্জসম্ভূতো ব্রহ্মা যদধিষ্ঠায় স্থিতঃ । কর্ত্তরি ক্তঃ । তৎপদ্মম্ অম্ভশ্চ বিলোক্য কথম্ভূতং পদ্মমম্ভশ্চ ? তেন প্রলয়কালেন কৃতং বীর্য্যং যস্য তেন বায়ুনা কম্পিতং বিলোক্য ন্যপাদিত্যু রেণান্বয়ঃ ॥ ৫ ॥ বিবৃদ্ধং বিজ্ঞানং বলঞ্চ যস্য । ন্যপাৎ সর্ব্বং পীতবান্ ॥ ৬

পদ্মকোষং তদাবিশ্য ভগবৎকর্ম্মচোদিতঃ।
একং ব্যভাঙ্ক্ষীদুরুধা ত্রিধা ভাব্যং দ্বিসপ্তধা ॥ ৮॥
এতাবান্ জীবলোকস্য সংস্থাভেদঃ সমাহৃতঃ।
ধর্ম্মস্য হ্যনিমিত্তস্য বিপাকঃ পরমেষ্ঠ্যসৌ ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—যৎ পুষ্করম্ অধিষ্ঠিতং (ব্রহ্মণা যস্মিন্ পদ্মে অধিষ্ঠানং কৃতং) তং (পদ্মং) বিয়দ্ব্যাপি (গগনব্যাপি) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) প্রাক্ (প্রলয়ারম্ভে) লীনান্ (লয়প্রাপ্তান্) লোকান্ (ভুবনানি) অনেন (পদ্মেন) কল্পিতাস্মি (রচয়িষ্যামি) ইতি [ব্রহ্মা] অচিন্তয়ৎ ॥ ৭

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা যে পদ্মে অধিষ্ঠান করিয়াছেন, সেই পদ্মটীকে গগনব্যাপী দেখিয়া তিনি চিন্তা করিলেন যে, প্রলয়ারম্ভে লয়প্রাপ্ত লোকসমূহ আবার এই পদ্মদ্বারাই সৃষ্টি করিব ॥ ৭

শ্রীধরটীকা।—পুষ্করং পদ্মম্। প্রাক্ লীলান্ ত্রীন্ লোকান্ কল্পিতাস্মি স্রক্ষ্যামি ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।—ভগবৎকর্ম্মচোদিতঃ (ভগবতা নারায়ণেন, কর্ম্মণি সৃষ্টিকার্য্যে চোদিতঃ নিযুক্তঃ) [ব্রহ্মা] তদা পদ্মকোষং (তৎপদ্মমধ্যম্) আবিশ্য (প্রবিশ্য) দ্বিসপ্তধা (চতুর্দ্দশলোকরূপেণ) উরুধা (ততোঽপি বহুরূপেণ বা) ভাব্যং (ভাবয়িতুং যোগ্যম্) একং (তৎপদ্মং) ত্রিধা (লোকত্রয়রূপেণ) ব্যভাঙ্ক্ষীৎ (বিভক্তবান্) ॥ ৮

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ব্রহ্মা তখন সেই পদ্মমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই একটি পদ্মকেই ত্রিভুবনরূপে বিভাগ করিলেন। পদ্মটীর আয়তন এরূপ বৃহৎ যে, তাহাকে চতুর্দ্দশ ভুবন বা ততোধিক রূপেও বিভাগ করা চলিতে পারে ॥ ৮

শ্রীধরটীকা।—ভগবতা স্বয়ং করণীয়ে কর্ম্মণি চোদিতঃ নিযুক্তঃ সন্ তদা পদ্মকোষং প্রবিশ্য তমেকমেব পদ্মং ত্রিধা লোকত্রয়রূপেণ ব্যভাঙ্ক্ষীৎ বিবভাজ। একেন কমলকুসুমেন কথং লোকত্রয়সৃষ্টিরিত্যসম্ভাবনাং বারয়িতুং তস্য বিশালতামাহ—দ্বিসপ্তধা চতুর্দ্দশলোকরূপেণ, উরুধা ততোঽপি বহুপ্রকারেণ ভাব্যং ভাবয়িতুং যোগ্যম্। অতো ন তেন ত্রিলোকীকরণং চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—জীবলোকস্য (জীবানাং ভোগস্থানস্য প্রত্যহং সৃজ্যস্য ইতি যাবৎ) সংস্থাভেদঃ (রচনাবিভাগঃ) এতাবান্ (ভুবনত্রয়াত্মক এব) সমাহৃতঃ (উক্তঃ প্রাজ্ঞৈরিতি যাবৎ) হি (যস্মাৎ) অসৌ পরমেষ্ঠী (ব্রহ্মা) [উপলক্ষণপরতয়া তল্লোকাদিকঞ্চ] অনিমিত্তস্য ধর্ম্মস্য (নিষ্কামস্য কর্ম্মণঃ) বিপাকঃ (ফলীভূতঃ) ॥ ৯

মূলানুবাদ।—এই ত্রিভুবন প্রত্যহ সৃজ্যমান্ জীবগণের ভোগস্থানরূপে শাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, যেহেতু ব্রহ্মা বা ব্রহ্মলোক প্রভৃতি অন্যান্য ভুবন সকল নিষ্কামকর্ম্মসাধনার স্বরূপ ॥ ৯

শ্রীধরটীকা।—ত্রিলোকীরূপেণৈব বিভাগে হেতুমাহ। এতাবান্ ত্রিলোকীরূপঃ জীবলোকস্য জীবানাং ভোগস্থানস্য প্রত্যহং সৃজ্যস্য সংস্থাভেদো রচনাবিশেষ উক্তঃ। ননু পরমেষ্ঠিনোঽপি জীবত্বাবিশেষাৎ ব্রহ্মলোকস্যাপি কিমিতি প্রত্যহং সৃষ্টির্ন ভবতি তত্রাহ। হি যস্মাৎ অনিমিত্তস্য নিষ্কামস্য ধর্ম্মস্য বিপাকঃ ফলরূপোঽসৌ। উপলক্ষণমেতৎ। সত্যলোকস্য মহঃপ্রভৃতিলোকানাং তদ্বাসিনাঞ্চ। ত্রৈলোক্যস্য কাম্যকর্ম্মফলত্বাৎ প্রতিকল্পমুৎপত্তিবিনাশৌ ভবতঃ। মহঃপ্রভৃতীনাস্তূপাসনাসমুচিতনিষ্কামধর্ম্মফলত্বাৎ দ্বিপরার্দ্ধপর্য্যন্তং ন নাশঃ। তত্রস্থানাঞ্চ ততঃ পরং প্রায়েণ মুক্তিরিতি ভাবঃ ॥ ৯

শ্রীবিদুর উবাচ।

যদাত্থ বহুরূপস্য হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
কালাখ্যং লক্ষণং ব্রহ্মন্ যথা বর্ণয় নঃ প্রভো ॥ ১০ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাকে নানার বাক্য বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মৈত্রেয় মুনির নিকট ঐ বর্ণনা শুনিয়া বিদুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যে, ভগবানের অন্তর্দ্ধানের পর ব্রহ্মা শারীরিক ও মানসিক কত প্রকার জীব সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিদুর ও মৈত্রেয় মুনির এই প্রকার কথোপকথন অবলম্বনে শ্রীসূত নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণের মধ্যে ভার্গবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছনন—হে ভার্গব! মৈত্রেয়মুনি বিদুরের প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাএইরূপ পূর্ব্বে ভগবান্ যে ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন—“ভূয়স্ত্বং তপ আতিষ্ঠ” সেই সকল বাক্যানুসারে ব্রহ্মা আবার একাগ্রচিত্তে শতবৎসরব্যাপী তপস্যা করিয়া তাহার ফলে অসামান্য জ্ঞানবল লাভ করিলেন, এবং ক্রমশঃ তাৎকালিক বা ও জলরাশির ভীষণতা নিবৃত্তির জন্য অলৌকিক ক্ষমতাবলে ঐ জল ও বায়ু তিনি পান করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর নিজের উদ্ভবস্থান হইতে সেই বিশাল পদ্মটীকে ত্রিভুবনরূপে বিভাগ করিলেন। যদিও সে পদ্মের বিশালতা এত অধিক যে তাহাকে ত্রিভুবন কেন, চতুর্দ্দশ ভুবন বা ততোঽধিক যদি কিছু থাকে, তবে তত ভাগেই বিভাগ করা যাইতে পারে সত্য, কিন্তু ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন ভুবন ব্যতিরিক্ত বিভা হয় নাই; যেহেতু মহ, সত্য প্রভৃতি অন্যান্য ভুবন সমূহ প্রতিকল্পে উৎপত্তি বিনাশশীল নহে, পরন্তু বহু ক কল্পান্তর কালস্থায়ী। ইহার কারণ এই যে, নিষ্কামধর্ম্ম উপাসনার সম্যক্ পরিণত অবস্থায়ই উহা ঘটে, কি ভূঃ প্রভৃতি লোকগুলি প্রাত্যহিক উৎপত্তি বিনাশের লীলাভূমি; সুতরাং কল্পান্তে তাহার সম্পূর্ণ লয় ও কল্পারম্ভে আবার নূতন করিয়া সৃষ্টি বিস্তার, এইরূপ প্রবাহই সেখানে চলিতে থাকে। এই অভিপ্রায়ে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক পদ্মটির ত্রিধা বিভাগই বর্ণিত হইয়াছে॥ ১—৯

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মন্ (হে ব্রাহ্মণ! মৈত্রেয়!) বহুরূপস্য (বিশ্বরূপস্য) অদ্ভূতকর্ম্মণঃ (আশ্চর্য্যকার্য্য-শক্তেঃ) হরেঃ (ভগবতঃ) কালাখ্যং (কালনামকং) যৎলক্ষণম্ (স্বরূপম্) আত্থ (ব্রবীষি) হে প্রভো! (তৎ সর্ব্বং) নঃ (অস্মাকং সমীপে) যথা (যথাযথরূপেণ) বর্ণয় (কথয়)॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ।—বিদুর কহিলেন—হে বিপ্রবর! অদ্ভূতকর্ম্মা বিশ্বরূপী শ্রীহরির কাল নামক শক্তিটীর কথা আপনি উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তারিতরূপে বর্ণন করুন॥ ১০ ॥

শ্রীধরটীকা।—কালভেদেন লোকসৃষ্টিভেদং শ্রুত্বা তমেব কালং জিজ্ঞাসুঃ পৃচ্ছতি। যৎ কালাখ্য লক্ষণং স্বরূপম্ আত্থ অব্রবীঃ। কথং কালং কল্পতে কিংবা তস্য সূক্ষ্মং স্থূলং বা রূপমিতি যথাবদ্বর্ণয়েত্যর্থঃ॥ ১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—কাল নামক পদার্থটীও অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিশালী বিশ্বরূপম শ্রীভগবানের একটি শক্তিবিশেষ। বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রে শক্তি আর শক্তিমানকে অভিন্ন পদার্থ বলিয়া সিদ্ধা গৃহীত হইয়াছে—যেমন, ব্রহ্ম ও মায়া। মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি অথচ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ভাবে মায়ার প্রতীতি মাত্র হয় বটে, কিন্তু তাহার পারমার্থিক পৃথক্ সত্তা নাই, সুতরাং মায়া ব্রহ্মেরই স্বরূপ। সেই প্রকার কাল পদার্থটী পৃথক্‌রূপে প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ উহা শ্রীভগবানেরই স্বরূপবিশেষ। এই জন্য মূলে “কালাখ্যং লক্ষণং” “কালনামক স্বরূপ” এইরূপ কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বে মৈত্রেয় বিদুরের নিকট ভগবৎকথাপ্রসঙ্গে “কালাক্ষয়াসাদিতকর্ম্মতন্ত্রঃ” “গুণেন কালানুগতেন” “কালেন সোঽজঃ পুরুষায়ুষা” ইত্যাদি

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

গুণব্যতিকরাকারো নির্ব্বিশেষোঽপ্রতিষ্ঠিতঃ।
পুরুষস্তদুপাদানমাত্মানং লীলয়াসৃজৎ ॥ ১১ ॥
বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়য়া।
ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্তমূর্ত্তিনা ॥ ১২ ॥
যথেদানীং তথা চাগ্রে পশ্চাদপ্যেতদীদৃশম্ ॥ ১৩

নানাস্থলেই ঐ কালশক্তিটীর বিশেষ প্রাধান্য বর্ণনা করিয়াছেন। বিদুর তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন, অথচ কালের স্বরূপ কি তাহা ভালরূপ বুঝিতে পারেন নাই ; এজন্য উহার তথ্য বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিবার নিমিত্ত মৈত্রেয় মুনির নিকট এক্ষণে প্রার্থনা করিলেন ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—গুণব্যতিকরাকারঃ (গুণানাং সত্ত্বাদীনাং যো ব্যতিকরঃ মহদাদিপরিণামঃ তেনৈব আকারঃ স্বরূপজ্ঞানং যস্য সঃ) নির্ব্বিশেষঃ (নিঃ ন বিদ্যতে বিশেষঃ বিশেষকো যস্য সঃ, স্বতোবিশিষ্টস্বরূপ ইত্যর্থঃ) অপ্রতিষ্ঠিতঃ (ক্বাপি বিশ্রামশূন্যঃ, আদ্যন্তরহিত ইতি যাবৎ) [কালপদার্থ ইতি শেষঃ] পুরুষঃ (ভগবান্) তদুপাদানং (সঃ কাল এব উপাদানং নিমিত্তং যস্মিন্ তদ্‌যথা স্যাৎ তথা, সৃষ্টিক্রিয়াবিশেষণমেতৎ,) আত্মানং (স্বমেব) লীলয়া অসৃজৎ (বিশ্বরূপেণ বিস্তারয়ামাস) ॥ ১১

মূলানুবাদ।—মৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর ! সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের যে মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণতি, তাহা দ্বারা যাহার স্বরূপ ব্যক্ত হয়, তাহাই কাল ; এই কাল কোনও বস্তু দ্বারা বিশেষিত হইতে পারে না, সুতরাং স্বভাবতঃই ইহা বিলক্ষণ ও আদি-অন্তশূন্য ; ভগবান্ সেই কালকেই নিমিত্তরূপে গ্রহণ করিয়া লীলাবশতঃ নিজেকে বিশ্বরূপে প্রকটিত করিয়া থাকেন ॥ ১১

শ্রীধরটীকা।—তত্র সামান্যতঃ কালস্য স্বরূপমত্রোচ্যতে ; উত্তরাধ্যায়ে তু বিশেষতঃ। গুণানাং ব্যতিকরো মহদাদিপরিণামস্তেনৈবাক্রিয়তে যঃ স কাল ইতি শেষঃ। বক্ষ্যতে চৈকাদশে—গুণব্যতিকরঃ কালঃ স্বভাবঃ সূত্রমেব চেতি। স্বতস্তু নির্ব্বিশেষঃ। অপ্রতিষ্ঠিতঃ ক্বাপ্যপর্য্যবসিতঃ, আদ্যন্তশূন্য ইত্যর্থঃ। এতদেব দর্শয়িতুম্ ঈশ্বরঃ সৃষ্ট্যাদি তেন নিমিত্তভূতেন করোতীত্যাহ পুরুষ ইতি। উপাদীয়তে নিমিত্ততয়া স্বীক্রিয়তে ইত্যুপাদানম্। স কাল উপাদানং নিমিত্তং যস্মিন্ তমাত্মানমেব বিশ্বরূপেণাসৃজৎ। স্বব্যতিরেকেণ সৃজ্যস্যাভাবাৎ। এতচ্চ বস্তুকথনমাত্রম্। কালেন নিমিত্তভূতেনাসৃজদিত্যেতাবদেব বিবক্ষিতম্ ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—বিষ্ণুমায়য়া (বিষ্ণোর্ভগবতঃ মায়য়া সংহারশক্ত্যা) সংস্থিতং (সংহৃতং) বিশ্বং (জগৎ) ব্রহ্মতন্মাত্রং বৈ (ব্রহ্মণি বিষ্ণাবেব তন্মাত্রং তাদাত্ম্যপ্রাপ্তং লীনমিতি যাবৎ) [ততশ্চ] ঈশ্বরেণ (ভগবতা কর্ত্রা) অব্যক্তমূর্ত্তিনা কালেন (নিমিত্তীভূতেন) পরিচ্ছিন্নং (পৃথক্‌পৃথক্‌প্রকটীকৃতম্) এতৎ (বিশ্বম্) ইদানীং যথা (অনুভূয়তে) অগ্রে চ তথা, পশ্চাদপি (ভবিষ্যৎকালেঽপি) ঈদৃশম্ (এবংবিধবৈচিত্র্যময়ম্ অনুভূতম্ অনুভবিষ্যতে চ ইত্যর্থঃ) ॥ ১২।১৩

মূলানুবাদ।—এই বিশ্ব যখন শ্রীভগবানের মায়াপ্রভাবে প্রলয়প্রাপ্ত হয়, তখন সমস্তই একমাত্র শ্রীভগবানে লীন হইয়া থাকে। তাহার পর আবার ভগবান্ অব্যক্তমূর্ত্তি কালকে নিমিত্ত করিয়া বিশ্বকে পৃথক্

সর্গো নববিধস্তস্য প্রাকৃতো বৈকৃতস্তু যঃ।
কালদ্রব্যগুণৈরস্য ত্রিবিধঃ প্রতিসংক্রমঃ ॥ ১৪ ॥
আদ্যস্তু মহতঃ সর্গো গুণবৈষম্যমাত্মনঃ।
দ্বিতীয়স্ত্বহমো যত্র দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়োদয়ঃ ॥ ১৫ ॥

প্রকটিত করেন। সম্প্রতি এই বিশ্ব যেরূপ অনুভব করা যাইতেছে, পূর্ব্বেও এইরূপ ছিল, ভবিষ্যতেও এইরূপই থাকিবে ॥ ১১।১৩

শ্রীধরটীকা।—স্বব্যতিরিক্তসৃজ্যাভাবং দর্শয়ন্ কালস্য সৃষ্টিনিমিত্ততাং দর্শয়তি বিশ্বমিতি। বিষ্ণুমায়য়া সংস্থিতং সংহৃতং ব্রহ্মতন্মাত্রং সৎ বিশ্বম্ ঈশ্বরেণ কর্ত্রা কালেন নিমিত্তেন পরিচ্ছিন্নং পৃথক্ প্রকাশিতম্। অব্যক্তা মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্যেতি স্বতো নির্ব্বিশেষতা দর্শিতা ॥১১॥ অপ্রতিষ্ঠিতত্বং দর্শয়িতুং তৎকার্য্যবিশ্বপ্রবাহস্যাপ্রতিষ্ঠামাহ। যথেদানীমস্তি তথাগ্রে পূর্ব্বমপ্যাসীৎ পশ্চাদপি তথা ভবিষ্যতি ॥ ১৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মৈত্রেয় মুনি বিদুরকে কালতথ্য বুঝাইবার জন্য এই অধ্যায়েই ক্রমশঃ দশবিধ সৃষ্টিভেদ বর্ণনাপূর্ব্বক কালের স্বরূপ বিশেষভাবে বর্ণনা করিতেছেন ও সম্প্রতি সামান্যতঃ কালের স্বরূপ মাত্র বুঝাইতেছেন। এই কাল পদার্থটীর আদি নাই, অন্ত নাই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ ও স্বতোবিশেষিত, অর্থাৎ কোনও জাতি বা আকৃতি প্রভৃতি দ্বারা ইহাকে বর্ণনা করা যায় না, তবে প্রকৃতির মহদাদিরূপে পরিণাম দ্বারা ইহার সত্তাটী অভিব্যক্ত হয় মাত্র ; অর্থাৎ শ্রীভগবানের যে শক্তিটী প্রকৃতির মধ্যে গুণবৈষম্য সম্পাদনপূর্ব্বক বিকার উৎপাদন করে এবং ভগবান্ যে শক্তিকে অবলম্বন করিয়া প্রকৃতির মধ্যে জীবশক্তি সংক্রামিত করেন, সেই শক্তিবিশেষই প্রতীয়মান কাল। ইহার পূর্ব্বে এই স্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে—"কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ। পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যবান্" ইত্যাদি ও "ততোঽভবন্মহত্তত্ত্বমব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ" ইত্যাদি ॥ ১১—১৩

অন্বয়ঃ।—তস্য (বিশ্বস্য) নববিধঃ (বক্ষ্যমাণস্বরূপঃ) সর্গঃ (সৃষ্টিঃ) যস্তু প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চ (সোঽপি দশমো বক্ষ্যতে) অস্য (বিশ্বস্য) প্রতিসংক্রমঃ (প্রলয়োঽপি) কালদ্রব্যগুণৈঃ ত্রিবিধঃ কেবলেন কালেন নিত্যপ্রলয়ঃ, সঙ্কর্ষণমুখনির্গতানলাদিদ্বারা নৈমিত্তিকঃ প্রলয়ঃ, স্বস্বকার্য্যমাত্মসাৎকুর্ব্বদ্ভিঃ গুণৈঃ প্রাকৃতিকঃ প্রলয়শ্চেতি ত্রিধা বিভক্তো ভবতীতি শেষঃ) ॥ ১৪

মূলানুবাদ।—এই বিশ্বের সৃষ্টি নয় প্রকার, তদ্ভিন্ন প্রাকৃত ও বৈকৃত এই উভয়াত্মক যে সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা দশম। কালদ্রব্য ও গুণের দ্বারা বিশ্বের প্রলয়ও ত্রিবিধ হইয়া থাকে ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—এবং সামান্যতঃ কালং নিরূপ্য বিশেষতো নিরূপয়িষ্যন্ তন্নিমিত্তস্য সর্গস্য পূর্ব্বোক্তানেব ভেদান্ অনুবদতি সর্গ ইতি। যস্তু প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চ স তু দশমঃ। তন্নিমিত্তমেব ত্রিবিধং প্রলয়মাহ। কালেনৈব কেবলেন নিত্যঃ প্রলয়ঃ। দ্রব্যেণ সঙ্কর্ষণমুখাগ্ন্যাদিনা নৈমিত্তিকঃ। গুণৈঃ স্বস্বকার্য্যং গ্রসদ্ভিঃ প্রাকৃতিকঃ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—মহতঃ (বুদ্ধিতত্ত্বেতিনামান্তরশালিনঃ মহত্তত্ত্বস্য) সর্গঃ (সৃষ্টিঃ) প্রথমঃ, আত্মনঃ (শ্রীহরেঃ সকাশাৎ) গুণবৈষম্যং (গুণানাং সত্ত্বাদীনাং বৈষম্যম্ অসমভাবেন পরিণমনং তস্য মহতঃ লক্ষণমিতি শেষঃ) অহমঃ (অহঙ্কারস্য) [সর্গস্তু] দ্বিতীয়ঃ, যত্র (অহঙ্কারে) দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়োদয়ঃ (দ্রব্যানাং সূক্ষ্মভূতানাং জ্ঞানানাং জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং, ক্রিয়াণাং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাঞ্চ উদয়ঃ উদ্ভবঃ ভবতীতি শেষঃ) ॥ ১৫

ভূতসর্গস্তৃতীয়স্তু তন্মাত্রো দ্রব্যশক্তিমান্।
চতুর্থ ঐন্দ্রিয়ঃ সর্গো যস্তু জ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ ॥ ১৬ ॥
বৈকারিকো দেবসর্গঃ পঞ্চমো যন্ময়ং মনঃ।
ষষ্ঠস্তু তমসঃ সর্গো যস্ত্ববুদ্ধিকৃতঃ প্রভোঃ ॥ ১৭ ॥
ষড়িমে প্রাকৃতাঃ সর্গা বৈকৃতানপি মে শৃণু।
রজোভাজো ভগবতো লীলেয়ং হরিমেধসঃ ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ।—মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি প্রথম, শ্রীভগবানের মহিমায় গুণত্রয়ের তারতম্য অবস্থায় পরিণতিই এই মহত্তত্ত্বের লক্ষণ, আর অহঙ্কারের সৃষ্টিই দ্বিতীয়, যে-অহঙ্কারে সূক্ষ্মভূতবর্গ, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল উদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—তানেব সর্গান্ প্রপঞ্চয়তি আদ্য ইত্যাদিনা যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ। মহতো লক্ষণম্ আত্মনো হরেঃ সকাশাৎ গুণানাং বৈষম্যমিতি। অহমঃ অহঙ্কারস্য। তস্য লক্ষণং যত্রেতি। দ্রব্যাদয়ো বক্ষ্যমাণাস্ত্রয়ঃ সর্গাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।—দ্রব্যশক্তিমান্ (মহাভূতোৎপাদকঃ) তন্মাত্রঃ (রূপাদিপঞ্চতন্মাত্রাত্মকঃ) ভূতসর্গঃ (সূক্ষ্মভূতসৃষ্টিঃ) তৃতীয়ঃ, জ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ (জ্ঞানকর্ম্মস্বরূপঃ) যঃ ঐন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়সম্বন্ধীয়ঃ) সর্গঃ (স তু) চতুর্থঃ, [অত্র "সর্গ" ইতি ভাববিহিতঘঞ্‌প্রত্যয়ান্তপদং "কৃদ্বিহিতভাবো দ্রব্যবৎ প্রকাশতে" ইতি ন্যায়াৎ। সৃষ্টিস্বরূপার্থং প্রতিপাদয়তি, তথাচ "দ্রব্যশক্তিমান্" "তন্মাত্রঃ" ইতি বিশেষণদ্বয়স্য তত্রাভেদান্বয়তাৎপর্য্যকৃতপ্রয়োগো ন বিরুধ্যতে ইতি বোধ্যম্] ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ।—মহাভূতের উৎপাদক পঞ্চতন্মাত্ররূপ যে সূক্ষ্মভূতবর্গ, তাহার উৎপত্তিই তৃতীয়, আর জ্ঞান ও কর্ম্মাত্মক ইন্দ্রিয়বর্গের সৃষ্টিই চতুর্থ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—তন্মাত্রো ভূতসর্গঃ ভূতসূক্ষ্মসর্গ ইত্যর্থঃ। দ্রব্যশক্তিমান্ মহাভূতোৎপাদকঃ। জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াত্মকশ্চতুর্থঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।—বৈকারিকঃ (সাত্ত্বিকাহঙ্কারসম্বন্ধীয়ঃ) দেবসর্গঃ (দেবানাম্ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৄণাং দিগ্‌বাতাদীনাং সর্গঃ সৃষ্টিঃ) পঞ্চমঃ, যন্ময়ং মনঃ, (যৎসৃষ্ট্যাত্মকমেব মনঃ, অর্থাৎ মনসোঽপি সর্গঃ পঞ্চম ইতি তাৎপর্য্যং) প্রভোঃ (পরমেশ্বরস্য) অবুদ্ধিকৃতঃ (অবুদ্ধ্যা অবিদ্যয়া কৃতঃ সম্পাদিতঃ) যস্তু তমসঃ (অজ্ঞানস্য) সর্গঃ (স তু) ষষ্ঠঃ ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ।—সাত্ত্বিক অহঙ্কারের কার্য্য ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবগণ ও মনের সৃষ্টি পঞ্চম এবং ভগবানের অবিদ্যাশক্তিদ্বারা সম্পাদিত যে অজ্ঞানের সৃষ্টি, তাহাই ষষ্ঠ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—পঞ্চমো বৈকারিকঃ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারো দেবা মনশ্চ। ষষ্ঠস্তু তমসঃ পঞ্চপর্ব্বাবিদ্যায়াঃ। অবুদ্ধির্জীবানামাবরণং বিক্ষেপশ্চ। তাং করোতীত্যবুদ্ধিকৃৎ তস্য ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।—ইমে (মহদাদয়ঃ) ষট্‌সর্গাঃ (ষড়্‌বিধসৃষ্টিবিষয়াঃ) প্রাকৃতাঃ (মায়াধীনাঃ) মে (মম সকাশাৎ) বৈকৃতানপি (বৈকৃতাখ্যসর্গানপি) শৃণু, হরিমেধসঃ (হরৌ পরমেশ্বরে মেধা বুদ্ধির্যস্য তস্য, পরমেশ্বরপরায়ণস্য ইত্যর্থঃ) রজোভাজঃ (রজোগুণময়স্য) ভগবতঃ (ব্রহ্মণঃ) ইয়ং লীলা (বৈকৃতসৃষ্টিরূপা) ॥১৮॥

সপ্তমো মুখ্যসর্গস্তু ষড়্‌বিধস্তস্থুষাঞ্চ যঃ।
বনস্পত্যোষধিলতাত্বক্‌সারা বীরুধো দ্রুমাঃ ॥ ১৯ ॥
উৎস্রোতসস্তমঃপ্রায়া অন্তঃস্পর্শা বিশেষিণঃ ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত মহদাদি ছয় প্রকার পদার্থসৃষ্টিই প্রাকৃত সৃষ্টি বলিয়া কথিত হয়। হে বিদুর! (সম্প্রতি) বৈকৃত সৃষ্টিও আমার নিকট শ্রবণ কর। পরমেশ্বরের প্রতি একাগ্রচিত্ত ব্রহ্মা রজোগুণময় হইয়া এই বৈকৃত-সৃষ্টিলীলা প্রকটন করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরটীকা।—মে মত্তঃ শৃণু। অনুদ্বেগেন শ্রোতব্যতামাহ। যদ্বিষয়া মেধা সংসারং হরতি তস্য হরের্লীলা। যদ্বা ইয়মিতি তমআদিসর্গরূপা। রজোভাজ ইতি ব্রহ্মরূপস্যেত্যর্থঃ। অস্মিন্ পক্ষে অবুদ্ধিকৃত ইতি প্রথমান্তম্ অনবধানকৃত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ইতিপূর্ব্বে সামান্যতঃ কালের স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে ও সম্প্রতিদশবিধ সৃষ্টির বিভিন্ন অবস্থা লইয়া কালের বিশেষ স্বরূপ প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টিভেদ বর্ণনা প্রসঙ্গে মৈত্রেয় বিদুরকে বলিতেছেন—হে বিদুর! সৃষ্টি প্রথমতঃ নয় প্রকার বুঝিয়া লও, যথা—ষড়্‌বিধ প্রাকৃত ও ত্রিবিধ বৈকৃত। আবার প্রাকৃত ও বৈকৃত এই উভয়াত্মক এক প্রকার সৃষ্টি আছে, তাহা লইয়া সৃষ্টি দশ প্রকার। এক্ষণে এই প্রাকৃত ও বৈকৃত এইরূপ সম্প্রদায়ভেদ সম্বন্ধে একটু স্পষ্টভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। প্রকৃতি আর মায়া একই পদার্থ; ঐ প্রকৃতি বা মায়া হইতে যে, মহতত্ত্ব—ইহা প্রথম সৃষ্টি, মহৎ হইতে অহঙ্কার ইহা দ্বিতীয় সৃষ্টি। এই অহঙ্কার পদার্থটী সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের তারতম্য অনুসারে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস, এই ত্রিবিধ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার ঐ সাত্ত্বিক অহঙ্কারেরই "বৈকৃত" "বৈকারিক" প্রভৃতি আখ্যা দার্শনিকগণ উল্লেখ করিয়া থাকেন। এখন বক্তব্য এই যে, এই ত্রিবিধ অহঙ্কারের মধ্যে তামস অহঙ্কার হইতে যে পঞ্চতন্মাত্রের সৃষ্টি, ইহাই তৃতীয় সৃষ্টি, আর রাজস অহঙ্কার হইতে যে জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি ইহাই চতুর্থ। তাহার পর সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়ের অধিদেবতাগণের এবং মনের সৃষ্টি, ইহাই পঞ্চম, আর অবিদ্যা হইতে যে অজ্ঞানের সৃষ্টি, ইহাই ষষ্ঠ। এই গেল ষড়্‌বিধ প্রাকৃত সৃষ্টি, এখন "বৈকৃত" কথাটীর অর্থ বুঝা আবশ্যক; এই বৈকৃত পূর্ব্বোক্ত বৈকৃত নহে, বিকৃতি শব্দে সমষ্টি বিরাট্‌রূপ ব্রহ্মাকে বুঝায়, সেই ব্রহ্মার যে সৃষ্টিলীলা, তাহাই এস্থলে "বৈকৃত"। [এই বৈকৃত সৃষ্টি তিন প্রকার তাহা পরে বর্ণিত হইতেছে] ॥ ১৪—১৮

অন্বয়ঃ।—তস্থুষাং (স্থাবরাণাং) যঃ ষড়্‌বিধঃ (ষট্‌প্রকারঃ) মুখ্যসর্গঃ (প্রাথমিকী সৃষ্টিঃ) [সঃ] সপ্তমঃ [স্থাবরাণাং ষড়্‌বিধত্বং দর্শয়তি] বনস্পত্যোষধিলতাত্বক্‌সারাঃ (বনস্পতয়ঃ পুষ্পং বিনৈব ফলবন্তঃ, ওষধয়ঃ ফলপাকান্তাঃ লতাঃ আরোহণাশ্রয়সাপেক্ষাঃ, ত্বক্‌সারাঃ বেণুপ্রভৃতয়ঃ) বীরুধঃ (আরোহণাশ্রয়নিরপেক্ষাঃ কঠিনা লতাবিশেষাঃ) দ্রুমাঃ (পুষ্পপূর্ব্বকফলস্বভাবাঃ) ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদ।—প্রথমতঃ বনস্পতি, ওষধি, লতা, ত্বক্‌সার, বীরুধ্ ও বৃক্ষ, এই ছয় প্রকার স্থাবরের যে সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাই সপ্তম সৃষ্টি ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরটীকা।—মুখমিব প্রথমং কৃতো মুখ্যসর্গঃ। তস্থুষাং স্থাবরাণাম্। ষড়্‌বিধত্বমেবাহ। যে পুষ্পং বিনা ফলন্তি তে বনস্পতয়ঃ। ওষধয়ঃ ফলপাকান্তাঃ। লতাঃ আরোহণাপেক্ষাঃ। ত্বক্‌সারা বেণ্বাদয়ঃ। লতা এব কাঠিন্যেনারোহণানপেক্ষা বীরুধঃ। যে পুষ্পৈঃ ফলন্তি তে দ্রুমাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ।—[তেষাং সামান্যলক্ষণমাহ]—উৎস্রোতসঃ (ঊর্দ্ধং স্রোতঃ আহারসঞ্চারো যেষাং তে

তিরশ্চানষ্টমঃ সর্গঃ সোঽষ্টাবিংশবিধো মতঃ।
অবিদো ভূরিতমসো ঘ্রাণজ্ঞা হৃদ্যবেদিনঃ ॥ ২১ ॥
গৌরজো মহিষঃ কৃষ্ণঃ শূকরো গবয়ো রুরুঃ।
দ্বিশফাঃ পশবশ্চেমে অবিরুষ্ট্রশ্চ সত্তম ॥ ২২ ॥

তমঃপ্রায়াঃ (অব্যক্তচৈতন্যাঃ) অন্তস্পর্শাঃ (অন্তর্জ্ঞানশালিনঃ) বিশেষিণঃ (বিশেষঃ প্রকারভেদঃ অস্তি যেষাং তে নানাপ্রকারা ইত্যর্থঃ)॥ ২০।

মূলানুবাদ।—এই স্থাবরগণের সাধারণতঃ উর্দ্ধ অভিমুখে আহার্য্য রসাদি সঞ্চারিত হয় এবং অব্যক্ত চৈতন্যশক্তি থাকায় উহারা আভ্যন্তরীণ জ্ঞানসম্পন্ন ও বহুপ্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

শ্রীধরটীকা।—তেষাং সাধারণং লক্ষণমাহ। উর্দ্ধং স্রোত আহারসঞ্চারো যেষাম্। তমঃপ্রায়া অব্যক্তচৈতন্যাঃ। অন্তঃস্পর্শাঃ স্পর্শমেব জানন্তি নান্যৎ, তদপ্যন্তরেব ন বহিঃ। বিশেষিণঃ অব্যবস্থিত-পরিণামাস্ত্বনেকভেদবন্তঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পূর্ব্বে যে বৈকৃত-সৃষ্টি অর্থাৎ ব্রহ্মার লীলারূপ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে বনস্পতি প্রভৃতি ছয় প্রকার স্থাবরসৃষ্টিই প্রথমে হইয়াছে। ফুল ব্যতিরেকেই যাহাদের ফল হয়, তাহাদিগকে বনস্পতি বলে, যেমন বট বৃক্ষ প্রভৃতি; ফল পাকিলেই যাহারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তাহারা ওষধি, যেমন ধান্যবৃক্ষ প্রভৃতি ; যাহারা আরোহণের অবলম্বন অপেক্ষা করে, তাহারা লতা ; যাহাদের মধ্যে সার নাই, ত্বক বা উপরিতন আবরণই দেহের সর্ব্বস্ব, তাহারা ত্বকসার, যেমন বাঁশ প্রভৃতি ; লতার মধ্যে যেগুলি সুপুষ্ট ও অতিশয় দৃঢ় বলিয়া বিনা অবলম্বনেই দেহরক্ষা করিতে পারে, তাহাদিগকে বীরুধ্ বলে, আর যাহাদের ফুল হইয়া পরে ফল হয়, তাহাদিগকে বৃক্ষ বলে। এই সকল স্থাবরগুলি সাধারণতঃ নিম্ন দিক্ হইতেই মূল দ্বারা অধিক পরিমাণে নিজ নিজ আহার্য্য সংগ্রহ করে। এই সংগৃহীত বা ভুক্ত রসাদি ক্রমশঃ দেহের উর্দ্ধভাগে প্রবাহিত হয়। ইহাদের চৈতন্য শক্তিও আছে, তবে সে চৈতন্য মনুষ্যাদির ন্যায় পরিস্ফুট নহে, অব্যক্ত। এজন্য বাহ্যিক অনুভূতি অর্থাৎ মনুষ্যাদির মত দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের অনুভূতি তাহাদের জন্মে না, কিন্তু আভ্যন্তরীণ একরকমের অনুভব জন্মিয়া থাকে। শাস্ত্রে কথিত আছে—"অন্তঃসজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ" "এই সকল বৃক্ষাদিরও আন্তরিক জ্ঞান জন্মে, সুতরাং তাহাদেরও সুখ-দুঃখ আছে। [বৃক্ষাদির জ্ঞান ও সুখ-দুঃখের কথা যে আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা নূতন আবিষ্কৃত, তাহা নহে—আমাদের শাস্ত্রে উহার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে ; সুতরাং আমাদের শাস্ত্রকার ঋষিদিগের বিজ্ঞানশক্তিও ইহা অবশ্য প্রমাণিত করিয়াছিল, কিন্তু কাল ও কর্ম্মের বশে আমরা শক্তিহীন, সুতরাং এখন কিছুই প্রমাণ করিতে পারি না বটে, কিন্তু শাস্ত্রকারগণের উক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য]॥ ১৯।২০ ॥

অন্বয়ঃ।—তিরশ্চাং (পশুপক্ষ্যাদীনাং) সর্গঃ (সৃষ্টিঃ) অষ্টমঃ স চ (তির্য্যক্সর্গঃ) অষ্টাবিংশবিধঃ (অষ্টাবিংশতিপ্রকারঃ) মতঃ (খ্যাতঃ) [তেষাং সামান্যলক্ষণমাহ] অবিদঃ (ভবিষ্যজ্‌জ্ঞানশূন্যাঃ) ভূরি-তমসঃ (অত্যন্ততমোগুণসম্পন্নাঃ) ঘ্রাণজ্ঞাঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়সাহায্যেনৈব বস্তুজ্ঞানতৎপরাঃ) হৃদি অবেদিনঃ (দীর্ঘানুসন্ধানশূন্যাঃ) [তির্য্যঞ্চো ভবন্তীতি শেষঃ]॥ ২১ ॥

মূলানুবাদ।—পশুপক্ষীদিগের সৃষ্টিই অষ্টম এবং এই সৃষ্টি অষ্টাবিংশতি প্রকার বলিয়া প্রসিদ্ধ।

খরোঽশ্বোঽশ্বতরো গৌরঃ শরভশ্চমরী তথা ।
এতে চৈকশফাঃ ক্ষত্তঃ শৃণু পঞ্চনখান্ পশূন ॥ ২৩ ॥
শ্বা শৃগালো বৃকো ব্যাঘ্রো মার্জ্জারঃ শশশল্লকৌ ।
সিংহঃ কপির্গজঃ কূর্ম্মো গোধা চ মকরাদয়ঃ ॥ ২৪ ॥
কঙ্কগৃধ্রবকশ্যেন ভাসভল্লকবর্হিণঃ ।
হংসসারসচক্রাহ্ব-কাকোলূকাদয়ঃ খগাঃ ॥ ২৫ ॥

উহাদের সাধারণ স্বরূপ এই যে, উহারা ভবিষ্যৎজ্ঞানশূন্য, অত্যন্ত তমোগুণসম্পন্ন, ঘ্রাণের শক্তিতে বস্তু-জ্ঞানতৎপর ও স্থায়ী অনুসন্ধান বিরহিত ॥ ২১ ॥

শ্রীধরটীকা ।—তির্য্যক্স্রোতসাং সর্গমাহ তিরশ্চামিতি। স চাষ্টাবিংশতিভেদঃ। তিরশ্চা লক্ষণম্। অবিদঃ শ্বস্তনাদিজ্ঞানশূন্যাঃ। ভূরিতমসঃ আহারাদিমাত্রনিষ্ঠাঃ। ঘ্রাণজ্ঞাঃ ঘ্রাণেনৈবেষ্টমর্থ জানন্তি। হৃদি অবেদিনঃ দীর্ঘানুসন্ধানশূন্যাঃ। তত্রাচ শ্রুতিঃ—অথেতরেষাং পশূনামশনাপিপাসে এবাভি বিজ্ঞানং ন বিজ্ঞাতং বদন্তি ন বিজ্ঞাতং পশ্যন্তি ন বিদুঃ শ্বস্তনং ন লোকালোকাবিতি ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ ।—সত্তম ! (হে সজ্জনাগ্রগণ্য বিদুর !) গৌঃ, অজঃ (ছাগঃ), মহিষঃ, কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণসারাখ্য মৃগবিশেষঃ) শূকরঃ, গবয়ঃ (গোসদৃশঃ বনচরপশুবিশেষঃ), রুরুঃ (মৃগবিশেষঃ) অবিঃ (মেষঃ) উষ্ট্রশ্চ, ইমে (নবসঙ্খ্যকাঃ) দ্বিশফাঃ (খুরদ্বয়যুক্তাঃ) ॥ ২২ ॥

মূলানুবাদ ।—হে সজ্জনাগ্রগণ্য বিদুর ! গো, ছাগ, মহিষ, কৃষ্ণসার মৃগ, শূকর, গবয় (বনগো) রুরুমৃগ, মেষ ও উষ্ট্র এই নয় প্রকার পশুর প্রত্যেক চরণ দুইটী করিয়া খুরযুক্ত ॥ ২২

অন্বয়ঃ ।—ক্ষত্তঃ ! (হে বিদুর !) খরঃ (গর্দ্দভঃ), অশ্বঃ, অশ্বতরঃ (আশ্বায়াং গর্দ্দভেনোৎপাদিত পশুবিশেষঃ) গৌরঃ (মৃগবিশেষঃ) শরভঃ (মৃগবিশেষঃ) তথা চমরী চ (তন্নামপ্রসিদ্ধা মৃগী চ) এতে (ষড়্বিধাঃ) একশফাঃ (একৈকপদে একৈকমাত্রখুরযুক্তাঃ) [অতপরং] পঞ্চনখান্ পশূন্ শৃণু ॥ ২৩ ॥

মূলানুবাদ ।—হে বিদুর ! গর্দ্দভ, অশ্ব, অশ্বতর (খচ্চর), গৌরমৃগ, শরভমৃগ ও চমরীমৃগ এই ছয় প্রকার পশুর এক এক পদে এক একটী মাত্র খুর। অতঃপর পঞ্চনখ পশুর কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ ।—শ্বা, (কুক্কুরঃ) শৃগালঃ, বৃকঃ ব্যাঘ্রঃ, মার্জ্জারঃ, (বিড়ালঃ), শশশল্লকৌ, সিংহ, কপি (বানরঃ) গজঃ, কূর্ম্মঃ, গোধা-মকরাদয়ঃ (জলচরবর্গাঃ) কঙ্ক-গৃধ্র-বক-শ্যেন-ভাস-ভল্লক বর্হিণঃ (কঙ্কাদয়ঃ পক্ষি বিশেষাঃ ভল্লকঃ হিংস্রজন্তুবিশেষঃ, বর্হী ময়ূরঃ) হংস-সারস-চক্রাহ্ব-কাকোলূকাদয়ঃ (চক্রাহ্বঃ চক্রবাক উলূকঃ পেচকঃ) খগাঃ (পক্ষিণঃ) [তথাচ সপ্তবিংশতিসংখ্যকাঃ ভূচরাঃ মকরাদীন্ জলচর-খেচরাদীন্ একত্বেন পরিগৃহ্য স চৈক ইতি অষ্টাবিংশতিপ্রকারঃ তির্য্যক্সর্গঃ] [যদ্যপি কূর্ম্মো জলচরঃ, ভল্লুকশ্চ ভূচরঃ তথাপি কূর্ম্মস্য পঞ্চনখান্তর্গতত্বেন ভূচরাণামপি শ্বাদীনাং পঞ্চনখতয়া একোপক্রমেণোক্তিঃ, ততঃ ছন্দোহনু রোধাৎ ভল্লুকস্য ভিন্নক্রমেনাভিধানং স্বতন্ত্রেচ্ছমুনিজনপ্রয়োগো বা অনুযোগানর্হ ইতি] ॥ ২৪।২৫ ॥

মূলানুবাদ ।—কুকুর, শৃগাল, বৃক (নেকড়ে বাঘ) ব্যাঘ্র, বিড়াল, শশক, শজারু, সিংহ, বানর হস্তী, কচ্ছপ, গোধিকা, মকর প্রভৃতি মৎস্য, ভল্লুক এবং কঙ্ক, গৃধ্র (শকুনি), বক, শ্যেন, ভাস (কুক্কুট) ময়ূর, হংস, সারস, চক্রবাক, কাক, পেচক প্রভৃতি পক্ষী। (কূর্ম্ম স্থলে ভল্লুক লইয়া গো হইতে গোধা পর্য্যন্ত পশু

অর্ব্বাক্‌স্রোতস্তু নবমঃ ক্ষত্তরেকবিধোনৃণাম্।
রজোঽধিকাঃ কর্ম্মপরা দুঃখে চ সুখমানিনঃ ॥ ২৬ ॥
বৈকৃতাস্ত্রয় এবৈতে দেবসর্গশ্চ সত্তম।
বৈকারিকস্তু যঃ প্রোক্তঃ কৌমারস্তূভয়াত্মকঃ ॥ ২৭ ॥
দেবসর্গশ্চাষ্টবিধো বিবুধাঃ পিতরোঽসুরাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃসিদ্ধা যক্ষরক্ষাংসি চারণাঃ ॥ ২৮ ॥
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ বিদ্যাধ্রাঃ কিন্নরাদয়ঃ।
দশৈতে বিদুরাখ্যাতাঃ সর্গাস্তে বিশ্বসৃক্‌কৃতাঃ ॥ ২৯ ॥

করিলে ২৭টী ভূচর পাওয়া যাইতেছে, আর মকর প্রভৃতি ভূচর ভিন্ন সমুদয়গুলিকে এক বলিয়া গণনা করিয়া সমষ্টিতে ২৮ প্রকার তির্য্যক্‌সৃষ্টি বর্ণনা করা হইল) ॥ ২৪।২৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—অষ্টাবিংশতিভেদানেবাহ গবাদয় উষ্ট্রান্তা দ্বিশফাঃ দ্বিখুরা নব। খরাদয়শ্চমর্য্যন্তা একশফাঃ ষট্। শ্বাদয়ো গোধান্তাঃ পঞ্চনখা দ্বাদশ। এবমেতে ভূচরাঃ সপ্তবিংশতিঃ। মকরাদয়ো জলচরাঃ কঙ্কাদয়শ্চ খগাঃ ভূচরত্বেনৈকীকৃত্য গৃহীতাঃ। তদেবাষ্টাবিংশতিভেদান্ বদন্তি। তেষু কৃষ্ণরুরুগৌরাঃ মৃগবিশেষাঃ। অন্যেষামপি তির্য্যক্‌প্রাণিনামেতেষ্বেব যথাযথমন্তর্ভাবঃ ॥ ২২—২৫ ॥

অন্বয়ঃ।—ক্ষত্তঃ! (হে বিদুর!) অর্ব্বাক্‌স্রোতঃ (অধঃপ্রদেশে আহারসঞ্চারো যস্য সঃ অর্ব্বাক্‌স্রোতাঃ, অত্র তু মূলে স্রোত ইত্যত্র হ্রস্বত্বমার্ষং) নৃণাং (মানবানাম্) একবিধঃ (সর্গঃ) নবমঃ, [তেষাং সামান্যলক্ষণমাহ] রজোঽধিকাঃ (রজোগুণবাহুল্যযুক্তাঃ) কর্ম্মপরাঃ (কার্য্যনিরতাঃ) দুঃখে চ সুখমানিনঃ (দুঃখময়েঽপি বিষয়ে সুখজ্ঞানসম্পন্না ভবন্তীতি শেষঃ) ॥ ২৬ ॥

মুলানুবাদ।—হে বিদুর! মানবগণের যে এক প্রকার সৃষ্টি, তাহা নবম; এই মানবদিগের ভুক্ত বস্তু অধোদিকে সঞ্চারিত হয় এবং ইহারা সাধারণতঃ রজোগুণের আধিক্যসম্পন্ন হইয়া থাকে, এজন্য সর্ব্বদা কর্ম্মতৎপর এবং দুঃখময় বিষয়কেও ইহারা সুখময় বলিয়া বোধ করে ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—অধ আহারসঞ্চারো যস্য সোঽর্ব্বাক্‌স্রোতাঃ। হ্রস্বত্বমার্ষম্। নৃণাং সর্গো নৃণাং লক্ষণম্। রজঃ অধিকং যেষু তে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ।—সত্তম! (হে সজ্জনাগ্রগণ্য বিদুর!) এতে ত্রয়ঃ (সপ্তমাষ্টমনবমরূপেণোক্তাঃ স্থাবরতির্য্যঙ্‌মানবসর্গাঃ) বৈকৃতা এব, দেবসর্গশ্চ (বৈকৃতোঽপ্যস্তি) যঃ (দেবসর্গঃ) বৈকারিকঃ (স তু) প্রোক্তঃ (প্রাকৃতপ্রস্তাবে কথিতঃ)। কৌমারস্তু (সনৎকুমারাদীনাং সর্গস্তু) উভয়াত্মকঃ (প্রাকৃতবৈকৃতেতি দ্ব্যাত্মক এব ভবতীতি যাবৎ) ॥ ২৭ ॥

মূলানুবাদ।—হে সাধুবর বিদুর! এই যে সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণীতে স্থাবর, তির্য্যক্ ও মানবগণের সৃষ্টি কথিত হইল, ইহা কেবল বৈকৃত! দেবতার সৃষ্টিও বৈকৃত আছে, আর বৈকারিক দেবসৃষ্টি প্রাকৃত প্রস্তাবেই কথিত হইয়াছে। সনৎকুমার প্রভৃতির সৃষ্টি উভয়াত্মক, অর্থাৎ প্রাকৃত ও বৈকৃত উভয়স্বরূপ ॥২৭॥

শ্রীধরটীকা।—এতে ত্রয়ো বৈকৃতা এব ন কৌমারবদুভয়াত্মকাঃ। দেবসর্গশ্চ বৈকৃত ইত্যনুষঙ্গঃ। বৈকারিকস্তু দেবসর্গঃ প্রাকৃতেষু পূর্ব্বমেব প্রোক্তঃ, অয়ন্তু ততো ন্যূনত্বাৎ বৈকৃতঃ,

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি বংশান্ মন্বন্তরাণি চ।
এবং রজঃপ্লুতঃ স্রষ্টা কল্পাদিষ্বাত্মভূর্হরিঃ।
সৃজত্যমোঘসঙ্কল্প আত্মৈবাত্মানমাত্মনা ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
তৃতীয়স্কন্ধে বিদুর-মৈত্রেয়সংবাদে তত্ত্বাদ্যুৎপত্তিক্রমো
নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

দেবসর্গত্বাৎ তদন্তর্ভূতশ্চ। সনৎকুমারাদীনাং সর্গস্তু প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চ দেবত্বেন মনুষ্যত্বেন চ সৃষ্ট্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ।—দেবসর্গশ্চ (বৈকৃতো দেবসর্গশ্চেত্যর্থঃ) বিবুধাঃ (ইত্যেকঃ) পিতরঃ (দ্বিতীয়ঃ) অসুরাঃ (তৃতীয়ঃ) গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ (চতুর্থঃ) যক্ষরক্ষাংসি (পঞ্চমঃ) ভূত-প্রেত-পিশাচাঃ (ষষ্ঠঃ) সিদ্ধাঃ চারণাঃ বিদ্যাধ্রাঃ (বিদ্যাধরাঃ, এতে ত্রয়ঃ সপ্তমঃ) কিন্নরাদয়ঃ (অষ্টমঃ প্রকারঃ, অতঃ সমুদয়েন অষ্টবিধঃ বৈকৃতদেব-সর্গো বোধ্যঃ)। হে বিদুর! এতে দশ (প্রাকৃতাঃ ষট্, বৈকৃতাস্ত্রয়ঃ, উভয়াত্মক এক ইতি পূর্ব্বোক্তা মিলিতাঃ সন্তো দশবিধাঃ) বিশ্বসৃক্কৃতাঃ (বিশ্বসৃজা বিধাত্রা কৃতাঃ সম্পাদিতাঃ) সর্গাঃ (সৃষ্টয়ঃ) ॥ ২৮।২৯ ॥

মূলানুবাদ।—হে বিদুর! পূর্ব্বোক্ত বৈকৃত দেবসৃষ্টি আট প্রকার যথা—(১) দেবতা, (২) পিতৃগণ, (৩) অসুর, (৪) গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা, (৫) যক্ষ ও রাক্ষস, (৬) ভূত, প্রেত ও পিশাচ, (৭) সিদ্ধ, চারণ ও বিদ্যাধর, (৮) কিন্নর প্রভৃতি ; (এখন) সমষ্টিতে (প্রাকৃত ছয়, বৈকৃত তিন ও উভয়াত্মক এক) এই দশ প্রকার সৃষ্টি বিধাতা সম্পাদন করিয়াছেন ॥ ২৮।২৯ ॥

অন্বয়ঃ।—অমোঘসংকল্পঃ (অব্যর্থাভিপ্রায়ঃ) আত্মা (পরমাত্মস্বরূপঃ) হরিঃ (শ্রীভগবান্) কল্পাদি (এককল্পান্তে কল্পান্তরসৃষ্টিপ্রারম্ভেষু) আত্মনা এব (স্বয়মেব) রজঃপ্লুতঃ (রজোগুণাধিক্যযুক্তয়া প্রকৃত্যা স যুক্তঃ) আত্মভূঃ (ব্রহ্মাত্মকঃ) স্রষ্টা (সৃষ্টিকর্ত্তা সন্) আত্মানং (স্বমেব) সৃজতি (প্রপঞ্চরূপেণ প্রকটয়তি) অতঃপরং বংশান্মন্বন্তরাণি চ প্রবক্ষ্যামি (ক্রমশো বিস্তরেণ বর্ণয়িষ্যামি) ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ।—অব্যর্থ-ইচ্ছাসম্পন্ন পরমাত্মস্বরূপ শ্রীহরি কল্পের প্রারম্ভে স্বয়ংই রজোগুণাধিক্যযু প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারূপে প্রপঞ্চে আত্মপ্রকটন করিয়া এই ভাবেই সৃষ্টি নির্ব্বাহ করেন। (যাহা হউক) অতঃপর আমি বংশ ও মন্বন্তর বর্ণনা করিব ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরটীকা।—বৈকৃতশ্চ দেবসর্গোঽষ্টবিধঃ। তত্র বিবুধাদয়স্ত্রয়ো ভেদাঃ। গন্ধর্ব্বাপ্সরস একঃ। যক্ষরক্ষাংস্যেকঃ। ভূতপ্রেতপিশাচ একঃ। সিদ্ধচারণবিদ্যাধরা একঃ। কিন্নরাদয় একঃ। আদিশব্দাৎ কিম্পূরুষাশ্বমুখাদয়ঃ। এতচ্চ বিংশাধ্যায়ে স্পষ্টং ভবিষ্যতি ॥ ২৮—৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীমদ্ভাগবতের সাম্প্রদায়িক প্রচার প্রধানতঃ দুই ভাবে হয়। প্রথমতঃ শ্রীমন্নারায়ণ-ব্রহ্মসংবাদ দ্বারা সংক্ষিপ্তভাবে, আর দ্বিতীয়তঃ—শেষ অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ হইতে সনৎকুমারাদি-সংবাদ দ্বারা বিস্তৃতভাবে। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সংক্ষিপ্ত ভাবের বিবরণ ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধে চতুঃশ্লোকীরূ

বর্ণিত হইয়াছে এবং ব্রহ্ম-নারদসংবাদ অবলম্বনে উহাই একটু বিস্তারিত করিয়াও বলা হইয়াছে! তৃতীয়স্কন্ধে শেষোক্ত বিস্তারিত ভাগবত বর্ণনার প্রারম্ভ, সুতরাং এই প্রসঙ্গেও "সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণং" এই পুরাণের সামান্য লক্ষণ ক্রমশঃ সমন্বয় রাখিয়া বর্ণনা হওয়া আবশ্যক। এজন্য মৈত্রেয়ের সহিত বিদুরের সমাগম ও কথোপকথন আরম্ভ পর্য্যন্ত চারিটি অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়া পঞ্চম অধ্যায় হইতে ক্রমশঃ সর্গ ও প্রতিসর্গ বর্ণনা করা হইল। "সর্গ" অর্থ সৃষ্টি "প্রতিসর্গ" অর্থ পুনঃ সৃষ্টি, এই দুইটির অবান্তর ভেদ এইরূপ বুঝিতে হইবে, যাহা এই দশম অধ্যায়ে "প্রাকৃতসর্গ" ও "বৈকৃতসর্গ" নাম দিয়া বুঝান হইয়াছে, অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে ক্রমশঃ অজ্ঞান পর্য্যন্ত সৃষ্টিই "সর্গ" পদে বুঝিতে হইবে, আর রজঃ-প্রভাবে অহঙ্কারাভিমানী (সুতরাং বিকৃত) ব্রহ্মা হইতে স্থাবরাদিক্রমে যে সৃষ্টি, তাহাই "প্রতিসর্গ" পদে বুঝিতে হইবে।) ইহার মধ্যে "প্রাকৃত" সৃষ্টির ক্রম প্রায় সাংখ্যদর্শনেরই অনুরূপ, একটু পার্থক্য দেখা যায় মাত্র। সাংখ্যকারিকায় সৃষ্টিপ্রস্তাবে একাদশ ইন্দ্রিয়কেই "বৈকৃত" অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে সৃষ্ট বলা হইয়াছে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে "অহংতত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণান্মনো বৈকারিকাদভূৎ। বৈকারিকাশ্চ যে দেবা অর্থাভিব্যঞ্জনং যতঃ॥ তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব জ্ঞানকর্ম্মময়ানি চ।" ইহার মর্ম্ম এই যে, সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে কেবল মন ও ইন্দ্রিয়ের অধিদেবতাগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, আর জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল "তৈজস" অর্থাৎ রাজসিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সাংখ্যকারিকায় কিন্তু "তৈজস" অহঙ্কারকে স্বতন্ত্ররূপে কোন সৃষ্টিরই কারণ বলা হয় নাই,-সাত্ত্বিক ও তামসিক অহঙ্কারের সহকারীই বলা হইয়াছে। যাহা হউক, ফলের কোনও বিরোধ নাই, কারণ সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম প্রকাশ, ইন্দ্রিয়গুলিতে সেই ধর্ম্মবত্তা বজায় রাখিবার জন্যই সাংখ্যমতে সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে তাহাদের সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীভাগবতের মতে যদিও রাজস অহঙ্কার হইতেই ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অধিদেবতাগণ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন, সুতরাং তাঁহারা প্রকাশরূপ ধর্ম্ম লইয়া ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকায় ইন্দ্রিয়েরও প্রকাশশক্তির কোন বাধা হয় নাই। ফল কথা, এইরূপে সর্গ বর্ণনা করিয়া মৈত্রেয় বিদুরকে বলিতেছেন, হে বিদুর! অপ্রতিহত শক্তিশালী শ্রীভগবানের সর্গ, প্রতিসর্গ ও বিসর্গস্বরূপ যেরূপ বর্ণনা করিলাম, তাহা ধারণা রাখিও। অতঃপর আমি পুরাণোচিত বংশ ও মন্বন্তর কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিত ভাবে শ্রবণ করিতে থাক, ইহাতেই তোমার সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইতে থাকিবে॥ ২১—৩০॥

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং
শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী নাম তাৎপর্য্য সমালোচনায়াং
তৃতীয়স্কন্ধে দশমোধ্যায়ঃ॥ ১০॥

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

চরমঃ সদ্বিশেষাণামনেকোঽসংযুতঃ সদা।
পরমাণুঃ স বিজ্ঞেয়ো নৃণামৈক্যভ্রমো যতঃ॥ ১॥
সত এব পদার্থস্য স্বরূপাবস্থিতস্য যৎ।
কৈবল্যং পরমমহানবিশেষো নিরন্তরঃ॥ ২॥

অন্বয়ঃ।—সদ্বিশেষেণাং (সতঃ কার্য্যস্য বিশেষাণাম্ অংশানাং মধ্যে) অনেকঃ (কার্য্যভাবমপ্রাপ্তঃ) অসংযুতঃ (সমষ্টিরূপতাঞ্চাপ্রাপ্তঃ) [অতএব] সদা (সর্ব্বদা অবস্থিতঃ নিত্য ইতি যাবৎ) চরমঃ (অন্ত্যঃ যদপেক্ষয়া পুনরংশো ন সম্ভবতীত্যেবংবিধো যঃ) স পরমাণুর্বিজ্ঞেয়ঃ, যতঃ (যেভ্যঃ পরমাণুভ্য এব সমুদিতেভ্যঃ) নৃণাং (লোকানাম্) ঐক্যভ্রমঃ (অবয়বি-বুদ্ধি জায়তে ইতি শেষঃ)॥ ১॥

মূলানুবাদ।—মৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর! কার্য্যবস্তুর যত প্রকার অংশ হইতে পারে, তাহার মধ্যে চরম সূক্ষ্ম যে অংশ, যাহা কার্য্যাবস্থা ও পরস্পর মিলিতাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাই পরমাণু বলিয়া জানিবে। এই পরমাণু সমূহের মিলিত অবস্থায় লোকের অবয়বী বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে॥ ১॥

শ্রীধরটীকা।—তত একাদশে কালঃ পরমাণ্বাদিলক্ষণৈঃ। যুগমন্বন্তরাদিভ্যঃ কল্পমানাদি বর্ণ্যতে॥

তদেবং সামান্যতঃ কালস্যোপলক্ষণভূতং গুণব্যতিকরং দশবিধং নিরূপ্য ইদানীং তস্যৈব বিশেষং নিরূপয়িতুং তৎপরিচ্ছেদ্যং বস্তু লক্ষয়তি দ্বাভ্যাম্। সতঃ কার্য্যস্য বিশেষানামংশানাং যশ্চরমোঽন্ত্যঃ যস্যাংশো নাস্তি। অনেকঃ কার্য্যাবস্থামপ্রাপ্তঃ। অসংযুত সমুদায়াবস্থাঞ্চাপ্রাপ্তঃ। অতএব সদা কার্য্যসমুদায়াবস্থয়োরপগমেঽপ্যস্তি স পরমাণুর্বিজ্ঞেয়ঃ। কিং তত্র প্রমাণম্? অত আহ—যতো যেভ্যঃ সমুদিতেভ্য নৃণাং ব্যবহর্ত্তৃণাম্ ঐক্যভ্রমঃ অবয়বি-বুদ্ধিঃ। তথাচ পঞ্চমে অবয়বি-নিরাকরণে বক্ষ্যতি—যেষাং সমূহেন কৃতো বিশেষ ইতি। কার্য্যানুপপত্ত্যা কল্প্যতে ইতি ভাবঃ॥ ১॥

অন্বয়ঃ।—সতঃ (যস্য চরমঃ সূক্ষ্মাংশ পরমাণুঃ তস্য কার্য্যমাত্রস্যৈব) স্বরূপাবস্থিতস্য (প্রলয়াদিপরিণামান্তরমপ্রাপ্তস্য) পদার্থস্য (পৃথিব্যাদেঃ) যৎ কৈবল্যম্ (ঐক্যং) [সঃ] অবিশেষঃ (ইদানীন্তনতদানীন্তনাদিবিশেষবিবক্ষয়া অবিষয়ীকৃতঃ) নিরন্তরঃ (ঘটপটাদিভেদবিবক্ষয়া চ অবিষয়ীকৃতঃ) পরমমহান্ (পরমমহৎপদবাচ্যো ভবতীতি শেষঃ)॥ ২॥

মূলানুবাদ।—ক্ষিতি, জল প্রভৃতি কার্য্য-স্বরূপ যে সকল পদার্থ, যাহাদের চরম সূক্ষ্মাংশকে পরমাণু বলা হয়, ঐ সকল পদার্থ প্রলয়াদি বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ইদানীন্তন, তদানীন্তন প্রভৃতি

এবং কালোঽপ্যনুমিতঃ সৌক্ষ্ম্যে স্থৌল্যে চ সত্তম।
সংস্থানভুক্ত্যা ভগবানব্যক্তো ব্যক্তভুগ্বিভুঃ ॥ ৩ ॥

পার্থক্য ও ঘট, পট প্রভৃতি বস্তুস্বরূপে পার্থক্য বিবক্ষা না করিয়া উহার যে স্বরূপে ঐক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাই পরম মহান্ ॥ ২ ॥

শ্রীধরটীকা।—সূক্ষ্মমুক্ত্বা স্থূলমাহ সত এবেতি। যস্য চরমোঽংশঃ পরামণুস্তস্যৈব সতঃ কার্য্যমাত্রস্য স্বরূপাবস্থিতস্য পরিণামান্তরপ্রাপ্তস্য যৎ কৈবল্যমৈক্যং স পরমমহান্। পুংস্ত্বস্তু পরমাণুপ্রতিযোগিত্বাৎ। নম্ন নানাবিশেষবান্ পরস্পরং ভিন্নশ্চ সর্ব্বঃ পদার্থঃ কথমৈক্যং তস্য? তত্রাহ অবিশেষো বিশেষবিবক্ষারহিতঃ, নিরন্তরো ভেদবিবক্ষারহিতশ্চ সর্ব্বোপরি প্রপঞ্চঃ পরমমহানিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—সাধারণ ভাবে কাল পদার্থটী বুঝাইবার জন্য ইতিপূর্ব্বে কালাধীন নিত্য প্রলয়, সঙ্কর্ষণের মুখনির্গত অগ্নি প্রভৃতি দ্রব্যাধীন নৈমিত্তিক প্রলয় ও সত্বাদিগুণাধীন প্রাকৃতিক প্রলয়, এই তিন প্রকার প্রলয়, আর দশবিধ সৃষ্টি নিরূপণ করা হইয়াছে; উদ্দেশ্য—উহা দ্বারা কালের স্বরূপ অনুভব করা যাইবে। অতঃপর সম্প্রতি বিশেষ বিশেষ ভাবে, অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপে কালকে বুঝাইবার জন্য পরমাণু ও পরমমহৎ নিরূপণ করা হইল। এখানে একটু আলোচনা করা আবশ্যক যে, এই সকল সৃষ্টিপ্রলয়, পরমাণু ও পরম মহতের অবগতি দ্বারা সামান্য-বিশেষ ভাবে কাল পদার্থ টী বুঝিবার প্রণালী কিরূপ? এস্থলে প্রথমতঃ মনে করিতে হইবে যে, পূর্ব্ব অধ্যায়ে কালের সামান্য লক্ষণ নিরুপন করা হইয়াছে "গুণব্যতিকরাকারঃ" অর্থাৎ "সত্বাদি-গুণত্রয়ের যে মহদাদিরূপে পরিণতি, তাহা দ্বারা যে পদার্থটী জ্ঞাপিত হয়, তাহাই কাল।" সত্বাদি ত্রিগুণের সাম্য অবস্থার নাম প্রকৃতি, ঐ প্রকৃতির যে মহদাদিরূপে পরিণাম অর্থাৎ গুণত্রয়ের বৈষম্য রূপে যে বিকার সংঘটিত হওয়া, তাহা অবশ্যই কারণ সাপেক্ষ। সেই কারণ শ্রীভগবানেরই শক্তিবিশেষ, তাহারই নাম কাল। এই কথা "ততোঽভবন্মহত্তত্ত্বমব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ"—"অনন্তর কালশক্তিসহযোগে অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে মহৎতত্ত্ব উদ্ভূত হইল" এই সকল বিষয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনেক শ্লোকেই ভগবান্ বেদব্যাস সূচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা গেল যে, কাল পদার্থ টী বুঝিতে হইলে প্রকৃতি হইতে বিকৃতি অর্থাৎ সৃষ্টি বিষয়ের নিরূপণের উপযোগী, সৃষ্টিপ্রক্রিয়ারই সাধারণ নিমিত্তরূপে কালের অবগতি হইবে। আবার প্রলয়েও ঐরূপ সাধারণ নিমিত্তভূত পদার্থই কাল, এইজন্য নৈয়ায়িকগণ "জন্যানাং জনকঃ কালঃ" অর্থাৎ "জন্যমাত্রের কাল নিমিত্ত" এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাহারপর সেই কালের আবার সূক্ষ্মতম অবস্থা হইতে স্থূলতম প্রতিই অবস্থা পর্য্যন্ত যাহা ক্ষণ-মুহূর্ত্ত-দিন-মাস-বৎসরাদিরূপে ব্যবহারসিদ্ধ, তাহা বুঝাইবার জন্যই পরমাণু ও পরমমহতের নিরূপণ করা হইয়াছে। উহা দ্বারা কালের এই সকল ব্যবহারসিদ্ধ বিশেষ বিশেষ অবস্থা কিরূপে বুঝা যাইবে, তাহা অব্যবহিত পরেই মূল শ্লোকে বর্ণিত হইবে ॥ ১।২ ॥

অন্বয়ঃ।—(হে) সত্তম! (বিদুর!) এবং সংস্থানভুক্ত্যা (সংস্থানানাং পরমাণ্বাদীনাং ভুক্ত্যা ব্যাপ্তিবশেন) সৌক্ষ্ম্যে (সূক্ষ্মরূপেণ) স্থৌল্যে (স্থূলরূপেণ চ) অব্যক্তঃ (স্বতঃ দুরনুভবঃ অপি) ব্যক্তভুক্ (প্রপঞ্চব্যাপী) বিভুঃ (সৃষ্টিদক্ষঃ) ভগবান্ (ভগবৎশক্তিবিশেষঃ) কালোঽপি অনুমিতঃ (জ্ঞাতো ভবতি) ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ।—হে বিদুর! এই সৃষ্টিকার্য্যে উপযোগী শ্রীভগবানের শক্তিবিশেষ ঐ কাল পদার্থটি

স কালঃ পরমাণুর্বৈ যো ভুঙ্‌ক্তে পরমাণুতাম্ ।
সত্যেঽবিশেষভুগ্‌ যস্তু স কালঃ পরমো মহান্ ॥ ৪ ॥
অণুর্দ্বৌ পরমাণূ স্যাৎ ত্রসরেণুস্ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ ।
জালার্করশ্ম্যবগতঃ খমেবানুপতন্নগাৎ ॥ ৫ ॥
ত্রসরেণুত্রিকং ভুঙ্‌ক্তে যঃ কালঃ সা ত্রুটিঃ স্মৃতা ।
শতভাগস্তু বেধঃ স্যাৎ তৈস্ত্রিভিস্তু লবঃ স্মৃতঃ ॥ ৬ ॥

স্বরূপতঃ অব্যক্ত হইলেও ব্যক্ত প্রপঞ্চ ব্যাপিয়া থাকে বলিয়া পরমাণু প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার ব্যাপ্তিমূলক স্থূল, সূক্ষ্ম ও মধ্যম রূপে উহা অনুমিত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—যথা সূক্ষ্মঃ স্থূলশ্চায়ং পদার্থঃ, এবং কালোঽপ্যনুমিতঃ। চকারান্মধ্যমাবস্থা গৃহ্যতে সংস্থানং পরমাণ্বাদ্যবস্থা তস্য ভুক্তির্ব্যাপ্তিস্তয়া ভগবানিতি হরেঃ শক্তিঃ, স্বতোঽব্যক্তঃ ব্যক্তং ভুঙ্‌ক্তে ব্যাপ্নোতি পরিচ্ছিনত্তীতি তথা। বিভুঃ উৎপত্ত্যাদিষু দক্ষঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।—যঃ কালঃ সতঃ (প্রপঞ্চস্য) পরমাণুতাং (পরমাণ্বস্থাং পরমাণুবৎসূক্ষ্মতমাবস্থামিত্যর্থঃ) ভুঙ্‌ক্তে (ব্যাপ্নোতি) সঃ (কালঃ) বৈ পরমাণুঃ (পরমসূক্ষ্ম এব ভবতীত্যর্থঃ) যঃ কালস্তু অবিশেষভুক্ (অবিশেষং সাকল্যং সৃষ্ট্যাদিসংহারপর্য্যন্তসর্ব্বাবস্থামিতি যাবৎ) [ব্যাপ্নোতি] সঃ (কালঃ) পরমো মহান্ (দ্বিপরার্দ্ধরূপঃ) ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ।—যে-কাল জগৎপ্রপঞ্চের পরমাণু সদৃশ সূক্ষ্মতম অবস্থাটী মাত্র ব্যাপিয়া থাকে, সেই কাল পরম সূক্ষ্ম, আর যে-কাল সৃষ্টি হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত প্রপঞ্চের সমস্ত অবস্থা ব্যাপিয়া থাকে, সেই কালই পরম মহান্ ॥ ৪ ॥

শ্রীধরটীকা।—এতদেব প্রপঞ্চয়তি স ইত্যাদিনা। সতঃ প্রপঞ্চস্য পরমাণুতাং পরমাণ্বস্থাং যো ভুঙ্‌ক্তে স কালঃ পরমাণুঃ। তস্যৈবাবিশেষঃ সাকল্যং যো ভুঙ্‌ক্তে স পরমমহান্। অয়মর্থঃ—গ্রহর্ক্ষতারাচক্রস্থ ইত্যাদিনাং যৎ সূর্য্যপর্য্যটনং বক্ষ্যতে, তত্র সূর্য্যো যাবতা পরমাণুদেশমতিক্রামতি তাবান্ কালঃ পরমাণুঃ। যাবতা চ দ্বাদশরাশ্যাত্মকং সর্ব্বং ভুবনকোষমতিক্রামতি স পরমমহান্ সংবৎসরাত্মকঃ কালঃ। তস্যৈবাবৃত্ত্যা যুগমন্বন্তরাদিক্রমেণ দ্বিপরার্দ্ধান্তত্বমিতি। তথাচ পঞ্চমে সূর্য্যগত্যৈব কালাদিবিভাগং বক্ষ্যতি ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।—দ্বৌ পরমাণূ (মিলিতপরমাণুদ্বয়ম্) অণুঃ স্যাৎ, ত্রয়ঃ (অণবঃ মিলিতা ইতি শেষঃ) ত্রসরেণুঃ স্মৃতঃ (ত্রসরেণুনাম্না খ্যাতো ভবতি) [স চ] জালার্করশ্ম্যবগতঃ (জালমার্গপ্রবিষ্টাঃ গবাক্ষরন্ধ্রপ্রবিষ্টাঃ, যে অর্করশ্ময়ঃ ·সূর্য্যকিরণাঃ তেষু অবগতঃ উপলব্ধস্বরূপঃ) অনুপতন্ (উড্ডয়নশীলঃ) খমেব (আকাশমেব) অগাৎ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ।—দুই দুইটী পরমাণু মিলিয়া এক একটী অণু সৃষ্টি হয়, এবং তিনটী অণু মিলিত হইয়া একটী ত্রসরেণু বলিয়া খ্যাত হয় ; এই ত্রসরেণুর স্বরূপ গবাক্ষপথে সূর্য্যরশ্মিতে উপলব্ধি হইয়া থাকে এবং উহা উড়িতে উড়িতে আকাশেই বিচরণ করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—ইদানীং দ্ব্যণুকাদিলক্ষণপূর্ব্বকং মধ্যকালাবস্থাং কথয়তি। দ্বৌ পরমাণূ অণুঃ স্যাৎ ত্রয়োঽণবঃ ত্রসরেণুঃ। স তু প্রত্যক্ষ ইত্যাহ জালার্কেতি। গবাক্ষপ্রবিষ্টৈরর্করশ্মিষু অবগতঃ। কোঽসৌ?

নিমেষস্ত্রিলবো জ্ঞেয় আম্নাতাস্তে ত্রয়ঃ ক্ষণঃ ।
ক্ষণান্ পঞ্চ বিদুঃ কাষ্ঠাং লঘুতা দশ পঞ্চ চ ॥ ৭ ॥
লঘূনি বৈ সমাম্নাতা দশ পঞ্চ চ নাড়িকাঃ ।
তে দ্বে মুহূর্ত্তঃ প্রহরঃ ষড়্‌যামঃ সপ্ত বা নৃণাম্ ॥ ৮ ॥
দ্বাদশার্দ্ধপলোন্মানং চতুর্ভিশ্চতুরঙ্গুলৈঃ ।
স্বর্ণমাষৈঃ কৃতচ্ছিদ্রং যাবৎ প্রস্থজলপ্লুতম্ ॥ ৯ ॥

যোঽতিলঘুত্বেন খমেবানুপতন্ অগাৎ গতঃ। ন গামিতি পাঠে খমেবানুপতন্ অবগতঃ, ন তু গাং পৃথ্বীম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।—যঃ কালঃ ত্রসরেণুত্রিকং (ত্রসরেণুত্রয়বৎ মধ্যমাবস্থাং) ভুঙ্‌ক্তে (ব্যাপ্নোতি) সা ত্রুটিঃ স্মৃতা (ত্রুটীতি নাম্না খ্যাতা ভবতি) শতভাগস্তু (শতং ভাগাঃ ত্রুটয়ঃ যত্র স তু) বেধঃ (স্যাৎ) ত্রিভিস্তু তৈঃ (বেধৈঃ) লবঃ স্মৃতঃ (লব ইতি নাম্না খ্যাতো ভবতি) ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ।—তিনটি ত্রসরেণুর ন্যায় মধ্যম অবস্থাব্যাপী যে কাল, তাহাকে ত্রুটি বলে। শত ত্রুটি পরিমিত কালকে বেধ ও তিন বেধ পরিমিত কালকে লব বলে ॥ ৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—শতং ভাগাঃ ত্রুটিরূপা যস্মিন্ স বেধঃ। তৈর্বেধৈঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।—ত্রিলবং (ত্রিভির্লবৈঃ পরিমিতঃ কালঃ) নিমেষঃ জ্ঞেয়ঃ, তে ত্রয়ঃ (ত্রয়ো নিমেষা মিলিতাঃ সন্তঃ) ক্ষণঃ আম্নাতাঃ (ক্ষণ ইতি নাম্না কথিতা ভবন্তি) পঞ্চক্ষণান্ কাষ্ঠাং বিদুঃ (“কাষ্ঠা” ইতি নাম্না জানন্তি শাস্ত্রকারাঃ) দশ পঞ্চ চ (পঞ্চদশকাষ্ঠাপরিমিত কালঃ) লঘুতা (অত্র “দেবতা” ইতিবৎ স্বার্থে তাপ্, তথাচ লঘুনামক ইত্যর্থঃ) ॥ ৭

লানুবাদ।—তিন লবে এক নিমেষ, তিন নিমেষে এক ক্ষণ, পাঁচ ক্ষণে এক কাষ্ঠা ও পনর কাষ্ঠায় এক লঘু কথিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—তে নিমেষাস্ত্রয়ঃ ক্ষণ ইত্যাম্নাতাঃ, তাঃ কাষ্ঠাঃ পঞ্চদশ একং লঘু ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।—দশ পঞ্চ চ লঘূনি বৈ (পঞ্চদশলঘুপরিমিতঃ কাল এব) নাড়িকাঃ (দণ্ডাঃ) সমাম্নাতাঃ (কথিতাঃ) তে দ্বে (নাড়িকাদ্বয়পরিমিতঃ কালঃ) মুহূর্ত্তঃ, ষট্ সপ্ত বা (নাড়িকাঃ) প্রহরঃ [স চ] নৃণাং (মানবানাং) যামঃ (দিনস্য রাত্রেশ্চ প্রত্যেকস্যৈব চতুর্ভাগৈকভাগাত্মকো ভবতীতি শেষঃ) ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ।—পনর লঘুতে এক দণ্ড, তুই দণ্ডে এক মুহূর্ত্ত, ছয় বা সাত দণ্ডে এক প্রহর, যাহা মানবদিগের এক দিন বা এক রাত্রির প্রত্যেকেরই চারি ভাগের এক ভাগ স্বরূপ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরটীকা।—নাড়িকাঃ ষট্ সপ্ত প্রহরঃ, স এব যামোঽপি, দিনস্য রাত্রেশ্চ চতুর্থো ভাগঃ। হ্রাসে ষট্ বৃদ্ধৌ সপ্ত, সন্ধ্যাংশমুহূর্ত্তদ্বয়ং বিনেতি জ্ঞাতব্যম্। তত্রাপ্যনিয়মার্থো বাশব্দঃ। প্রত্যহং তদ্ভেদানাং গণয়িতুমশক্যত্বাৎ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।—চতুরঙ্গুলৈঃ (চতুরঙ্গুলপরিমিতৈঃ) চতুর্ভিঃ স্বর্ণমাষৈঃ (পঞ্চ গুঞ্জা মাষঃ, স্বর্ণনির্ম্মিতাঃ মাষাঃ, তৈঃ কৃতচ্ছিদ্রং) দ্বাদশার্দ্ধপলোন্মানম্ (উন্মীয়ত অনেন ইতি উন্মানং পাত্রং, দ্বাদশার্দ্ধপলৈঃ:ষট্পলপরিমিতৈস্তাম্রৈঃ রচিতম্ উন্মানং) যাবৎ (যাবতা কালেন) প্রস্থজলপ্লুতং (প্রস্থপরিমিতেন জলেন পূর্ণং ভবতি,) তাবান্ কালঃ নাড়িকা ইতি বোধ্যম্) ॥ ৯ ॥

যামাশ্চত্বারশ্চত্বারো মর্ত্ত্যানামহনী উভে ।
পক্ষঃ পঞ্চদশাহানি শুক্লঃ কৃষ্ণশ্চ মানদ ॥ ১০ ॥
তয়োঃ সমুচ্চয়ো মাসঃ পিতৄণাং তদহর্নিশম্ ।
দ্বৌ তাবৃতুঃ ষড়য়নং দক্ষিণঞ্চোত্তরং দিবি ॥ ১১ ॥
অয়নে অহনী প্রাহুর্বৎসরো দ্বাদশ স্মৃতঃ ।
সংবৎসরশতং নৃণাং পরমায়ুর্নিরূপিতম্ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ ।—পাঁচ রতি স্বর্ণদ্বারা চারি অঙ্গুল দীর্ঘ এক একটী স্বর্ণশলাকা হইবে, এইরূপ চারিটী স্বর্ণশলাকা দ্বারা মূলদেশ ছিদ্রযুক্ত করিয়া ছয় পল পরিমিত তাম্রনির্ম্মিত একটী পাত্র প্রস্তুত করিতে হইবে, ঐ পাত্রটির মধ্যে এক প্রস্থ পরিমিত জল সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করিতে যতটা সময় লাগে, তাদৃশ সময়কে এক নাড়িকা বা দণ্ড বলা হয় ॥ ৯ ॥

শ্রীধরটীকা ।—নাড়িকায়া উন্মানমাহ। উন্মীয়তে অনেনেতি উন্মানং পাত্রং, ষট্‌পলতাম্রবিরচিতম্। পঞ্চ গুঞ্জা মাষঃ, তৈশ্চতুর্ভিশ্চতুরঙ্গুলায়ামশলাকারূপেণ রচিতৈঃ কৃতমূলচ্ছিদ্রম্। তেন চ্ছিদ্রেণ যাবৎ প্রস্থ-পরিমিতং জলং প্রবিশতি তেন চ প্লুতং নিমগ্নং ভবতি তাবান্ কালো নাড়িকা। তত্র পলচ্ছিদ্রয়োরাধিক্যে শীঘ্রং নিমজ্জেৎ অল্পত্বে চ বিলম্বেনেতি পলশলাকয়োর্নিয়মঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ ।—মানদঃ ! (হে সম্মানকারিন্ বিদুর !) চত্বারঃ চত্বারঃ যামাঃ (পূর্ব্বোক্তপ্রহরাত্মক-কালাঃ) মর্ত্ত্যানাং (মর্ত্ত্যলোকবাসিনাং সম্বন্ধে) উভে অহনী (দিবসশ্চ যামচতুষ্টয়াত্মকঃ রাত্রিশ্চ তথা ইত্যর্থঃ) পঞ্চদশাহানি (পঞ্চদশসংখ্যকরাত্রিন্দিনাত্মকঃ কালঃ পক্ষঃ), [স চ] শুক্লঃ কৃষ্ণশ্চ (দ্বিধাবিভক্তো ভবতীতি শেষঃ) ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ ।—হে বিদুর ! চারিটী চারিটী প্রহরে মর্ত্ত্যবাসীদিগের এক একটী দিন ও এক একটী রাত্রি হইয়া থাকে ; এইরূপ পনর দিন রাত্রিতে এক পক্ষ হয়, এই পক্ষ আবার শুক্ল ও কৃষ্ণ ভেদে দুই প্রকার ॥ ১০ ॥

শ্রীধরটীকা ।—অহনী অহোরাত্রে ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ ।—তয়োঃ (পক্ষয়োঃ) সমুচ্চয়ঃ (মিলনাত্মকঃ কালঃ) মাসঃ, তৎ (মাসস্বরূপং) পিতৄণাং (পিতৃলোকপ্রাপ্তানাম্) অহর্নিশম্ (একাহোরাত্রাত্মকং), তৌ দ্বৌ (লৌকিকং মাসদ্বয়ম্) ঋতুঃ ষট্ (মাসাঃ) অয়নং, (তচ্চ) দক্ষিণঞ্চ উত্তরঞ্চ (দ্বিবিধং) [দিবীতি পরশ্লোকে অন্বেতি) ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ ।—দুই পক্ষের মিলনে এক মাস হয় ; এই এক মাসে পিতৃলোকের এক অহোরাত্র, দুই মাসে এক ঋতু, ছয় মাসে এক অয়ন। অয়ন আবার দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরটীকা ।—ষণ্মাসা অয়নং, দিবীত্যস্যোত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ ।—অয়নে (অয়নদ্বয়ং), দিবি (দেবলোকে) অহনী (দেবানাম্ অহোরাত্রৌ ভবতঃ), দ্বাদশ (মাসাঃ) বৎসরঃ, সংবৎসরশতং নৃণাং পরমায়ুঃ (জীবনকালঃ) নিরূপিতং (নির্দ্ধারিতং বিধাত্রা, "শতায়ুর্বৈপুরুষঃ" ইত্যাগমপ্রসিদ্ধেঃ) [ইতি] প্রাহুঃ (শাস্ত্রকারা বদন্তি) ॥ ১২ ॥

গ্রহর্ক্ষতারাচক্রস্থঃ পরমাণ্বাদিনা জগৎ ।
সংবৎসরাবসানেন পর্য্যেত্যনিমিষো বিভুঃ ॥ ১৩ ॥
সংবৎসরঃ পরিবৎসর ইদাবৎসর এব চ ।
অনুবৎসরো বৎসরশ্চ বিদুরৈবং প্রভাষ্যতে ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ ।—দুই অয়নে দেবলোকের এক অহোরাত্র, এই অহোরাত্রই মনুষ্যলোকে বারমাস বা এক বৎসর বলিয়া কথিত হয় । এইরূপ শত বৎসর মনুষ্যের পরমায়ু নিরূপিত আছে ॥ ১২ ॥

শ্রীধরটীকা ।—দিবীতি দেবানামহোরাত্রে প্রাহুঃ । দ্বাদশমাসাঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ ।—গ্রহর্ক্ষতারাচক্রস্থঃ (গ্রহাঃ চন্দ্রাদয়ঃ, ঋক্ষাণি অশ্বিন্যাদীনি, তারাঃ অপরাণি চ নক্ষত্রাণি, তেষাং চক্রে মণ্ডলে তিষ্ঠতি যঃ সঃ) অনিমিষঃ (কালস্বরূপঃ) বিভুঃ (ভগবান্ সূর্য্যঃ) পরমাণ্বাদিনা (সূক্ষ্মতমকালাদারভ্য) সংবৎসরাবসানেন (বর্ষৈকপর্য্যন্তেন কালেন) জগৎ (দ্বাদশরাশ্যাত্মকং সমগ্রং ভুবনকোষং) পর্য্যেতি (পরিক্রামতি) ॥১৩ ॥

মূলানুবাদ ।—চন্দ্রাদি গ্রহ, অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র ও অন্যান্য নক্ষত্র, এই সমূদয় জোতিষ্কমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা কালস্বরূপ ভগবান্ সূর্য্যদেব পরমাণুস্বরূপ সূক্ষ্মকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সংবৎসর পর্য্যন্ত ব্যাপক কালের দ্বারা মেষাদি দ্বাদশরাশি পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরটীকা ।—অনেন ক্রমেণাসৌ সূর্য্যো নিত্যমায়ুঃ ক্ষপয়তীত্যাহ । গ্রহাশ্চন্দ্রায়ঃ, ঋক্ষাণ্যশ্বিন্যাদীনি, তারা অন্যানি নক্ষত্রাণি, তদুপলক্ষিতং যৎ কালচক্রং তত্র স্থিতঃ অনিমিষঃ কালাত্মা বিভুরীশ্বরঃ সূর্য্যঃ জগৎ দ্বাদশরাশ্যাত্মকঃ ভুবনকোষং পর্য্যেতি পর্য্যটতি ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ ।—(হে) বিদুর ! সংবৎসরঃ পরিবৎসরঃ, ইদাবৎসরঃ, অনুবৎসরঃ, বৎসরশ্চৈব, এবম্ (উক্তপঞ্চবিধাখ্যয়া) প্রভাষ্যতে (বৎসরপদার্থ এব পূর্ব্বোক্তপঞ্চবিধনাম্না অভিধীয়তে) ॥ ১৪ ॥

মুলানুবাদ ।—হে বিদুর ! বৎসর পদার্থটীই আবার সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর, ও বৎসর এই পঞ্চবিধ নামে কথিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরটীকা ।—সংবৎসরাদিভেদশ্চ সৌরবার্হস্পত্যসাবনচান্দ্রনাক্ষত্রমাসভেদেন দ্রষ্টব্যঃ । কেচিৎ পুনরেবমাহুঃ,—যদা শুক্লপ্রতিপদি সংক্রান্তির্ভবতি তদা সৌরচান্দ্রমাসয়োর্যুগপদুপক্রমো ভবতি, স সংবৎসরঃ। ততঃ সৌরমাসেন বর্ষে ষট্ দিনানি বর্দ্ধন্তে, চান্দ্রমানেন ষট্ দিনানি হ্রসন্তীনি দ্বাদশদিনব্যবধানাদুভয়োরগ্রপশ্চাদ্ভাবো ভবতি । এবং ব্যবধানতারতম্যেন পঞ্চ বর্ষাণি গচ্ছন্তি, তন্মধ্যে দ্বৌ মলমাসৌ ভবতঃ, ততঃ পুনঃ ষষ্ঠং সর্ব্বং সংবৎসরো ভবতীতি ॥ ১৪ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—এই সৌর জগতে পরমাণু হইতে পরম মহৎ পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুর সহিতই সূর্য্যক্রিয়ার সম্বন্ধ আছে । এই সম্বন্ধের তারতম্য লইয়াই কালের তারতম্য ; অর্থাৎ সূর্য্য যে পরিমাণের ক্রিয়ার দ্বারা ক্ষিতি, জল প্রভৃতি সাবয়ব পদার্থের যতটুকু অবয়বকে অতিক্রম করিয়া থাকেন, সেই অবয়বের পরিমাণ অনুসারে উক্ত ক্রিয়াবিশিষ্ট খণ্ডকালের নাম বা শ্রেণী বিভাগ করা হইতেছে । যেমন পরমাণু অতি সূক্ষ্মতম দ্রব্য, সূর্য্যের যতটুকু ক্রিয়ায় ঐ পরমাণুপরিমিত স্থানকে তিনি অতিক্রম করিয়া থাকেন, ততটুকু ক্রিয়াবিশিষ্ট কালই পরমাণুরূপ সূক্ষ্মতম খণ্ডকাল । কোন কোন সাম্প্রদায়িক মতে “ক্রিয়ৈব কালঃ” অর্থাৎ ক্রিয়াই কাল, কিন্তু ভাগবতের মতে ঠিক এরূপ সিদ্ধান্ত নহে। ইহা “গুণব্যতিকরাকারঃ” “কালোঽপ্য-

যঃ সৃজ্যশক্তিমুরুধোচ্ছ্বসয়ন্ স্বশক্ত্যা পুংসোঽভ্রমায় দিবি ধাবতি ভূতভেদঃ।
কালাখ্যয়া গুণময়ং ক্রতুভির্বিতন্বং স্তস্মৈ বলিং হরত বৎসরপঞ্চকায় ॥ ১৫ ॥

নুমিতঃ” ইত্যাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু স্থলে এবং “যঃ সৃজ্যশক্তিমুরুধোচ্ছ্বসয়ন্” ইত্যাদি পরবর্ত্তী সন্দর্ভগুলির আলোচনায় বেশ পরিষ্কার বুঝা যায়। কাল শ্রীভগবানের শক্তিবিশেষ, এই শক্তির স্বরূপ যে কি, তাহ যদিও স্পষ্টভাবে উল্লিখিত নাই কিন্তু “গ্রহর্ক্ষতারাচক্রস্থঃ” এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে এবং টীকাকা শ্রীমৎ স্বামিপাদের ঐ শ্লোক ব্যাখ্যায় “কালাত্মা বিভুরীশ্বরঃ সূর্য্যঃ” ইত্যাদি সিদ্ধান্তদর্শনে এবং ভাগবত-প্রবর শ্রীমৎ জীবগোস্বামিকৃত ক্রমসন্দর্ভ টীকার “বক্ষ্যতে চ তস্য কালস্য সূর্য্যেণাভেদঃ” ইত্যাদি উল্লে দর্শনে বেশ বুঝা যাইতেছে যে. শ্রীভগবানের অতিতেজঃপুঞ্জময় যে-শক্তি সূর্য্যরূপে অবিরাম ক্রিয়াসম্পাদ করিতেছে, উহাই কাল এবং সেই কালই যে বিভিন্ন আশ্রয়গত বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়াস্বরূপ উপাধিবশে ব প্রকার খণ্ড সংজ্ঞায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইতিপূর্ব্বেই তাহা পরমাণুর কথায় উল্লেখ করা হইয়াছে। এ স্থ এই কালতত্ত্বনিরূপণ অনেকটা নব্যন্যায়ের কালপদার্থ সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ। নব্যন্যায়ে কালিক পর ও অপরত্ব অর্থাৎ জ্যেষ্ঠত্ব আর কনিষ্ঠত্ব সম্পর্কে কথিত আছে যে—

“পরত্বং সূর্য্যসংযোগভুয়স্ত্বজ্ঞানতো ভবেৎ। অপরত্বং তদল্পত্ববুদ্ধিতঃ স্যাদিতীরিতং ॥”

অর্থাৎ “সূর্য্যকিরণসম্পর্কের বাহুল্যে জ্যেষ্ঠত্ব আর ইহার অল্পতায় কনিষ্ঠত্ব।” নব্যন্যায়ের মতেও কা এক মহান্, কেবল নানাবিধ কর্ম্মাদিরূপ উপাধি দ্বারা ক্ষণাদিরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে সিদ্ধান্তও “অনিমিষো বিভুঃ” “কালস্বরূপো মহান্ ঈশ্বরঃ” আবার “স কালঃ পরমাণুর্বৈ যো ভুঙ্ক্তে প-মাণুতাং” অর্থাৎ যাহাতে পরমসূক্ষ্ম স্থান ব্যাপিয়া থাকে, তাহাই পরমাণুরূপ কাল। ইহাতে বুঝা গেল যে স্থ অবস্থাব্যাপনরূপ যে ক্রিয়া, এই ক্রিয়ারূপ উপাধি দ্বারা এই মহান্ কালকে খণ্ডকালরূপে বিভাগ করি লওয়া হইয়াছে। যাহা হউক, এই যে ভগবৎশক্তি বা সূর্য্যস্বরূপ যে কালপদার্থ বুঝান হইল, ইহার প্রকৃ পক্ষে অবয়ব নাই, ইহা এক নিত্য মহান্ পদার্থ, তবে সূক্ষ্ম হইতে স্থূল পর্য্যন্ত যত প্রকার ভেদ ব্যব হইয়া থাকে, উহা কেবল কালসম্বদ্ধ জাগতিক পদার্থের দ্বারা ; সুতরাং জাগতিক পদার্থের মধ্যে ছোট, ব মধ্যম প্রভৃতি না বুঝিলে কালেরও ঐ সকল অবস্থা বুঝিতে পারা যাইবে না। এইজন্যই পূর্ব্বে সৃষ্টি প্রক্রিয়া ও সূক্ষ্ম হইতে স্থূল পর্য্যন্ত বিভিন্ন ভাবে পদার্থের স্বরূপ নাম প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া তদনুসারে কালের স্বরূ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইল। কালের মধ্যে যাহা মহৎ অবস্থা অর্থাৎ বৎসর, তাহাকে আবার সংবৎস প্রভৃতি পাঁচভাগে বিভাগ করা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কালের পরিগণনার সঙ্কেত বা প্রণালী নানাপ্রকার, সেই সকল প্রণালীভেদ অনুসারেই বৎসরের নাম ও স্বরূপগত পার্থক্য হয়; যথা—সূর্য্যের দ্বাদ-রাশি ভোগ করিতে যতটা কাল লাগে, তাহার নাম “সংবৎসর”! ইহাকে সৌরগণনা বলে। আবার ঐ দ্বাদ-রাশি ভোগ করিতে বৃহস্পতির যতটা সময় লাগে তাহাকে “পরিবৎসর” বলে, ইহা বৃহস্পতির গণনা। ত্রি ত্রিশ অহোরাত্রে মাস গণিয়া তাহার বার মাসে একবৎসর গণিলে তাহার নাম “ইদাবৎসর” ; ইহা সাব গণনা। চন্দ্রের দ্বাদশরাশি ভোগ করিতে যে কালক্ষেপ হয়, তাহার নাম “অনুবৎসর”, ইহা চান্দ্র গণনা। আর নক্ষত্র অনুসারে মাস গণিয়া তাহার দ্বাদশ মাসে যে বৎসর হয়, তাহাই “বৎসর”; ইহা নাক্ষত্র গণনা ॥৩—১৪

অন্বয়ঃ।—যঃ (কালাত্মা) ভূতভেদঃ (মহাভূতবিশেষঃ তেজোমণ্ডলরূপী সূর্য্যঃ) কালাখ্যয়া স্বশক্ত্যা (স্বস্বরূপয়া কালনামকভগবচ্ছক্ত্যা) সৃজ্যশক্তিং (সৃজ্যানাম্ অঙ্কুরাদীনাং শক্তিমুৎপত্তিসামর্থ্যং) উৰ্দ্ধ

শ্রীবিদুর উবাচ।

পিতৃদেবমনুষ্যাণামায়ুঃ পরমিদং স্মৃতম্।
পরেষাং গতিমাচক্ষ্ব যে স্যুঃ কল্পাদ্বহির্ব্বিদঃ ॥ ১৬ ॥

(বহুধা) উচ্ছ্বসয়ন্ (ফলোন্মুখীকুর্ব্বন্) পুংসঃ (লোকস্য) অভ্রমায় (মোহনিবৃত্তয়ে) ক্রতুভিঃ (যজ্ঞাদিভিঃ) গুণময়ং (মঙ্গলময়ং স্বর্গাদিফলং) বিতন্বন্ (প্রকটয়ন্) দিবি (আকাশে) ধাবতি (পরিক্রামতি) বৎসরপঞ্চকায় (বৎসরপঞ্চকপ্রবর্ত্তকায়) তস্মৈ (কালাত্মকায় শ্রীসূর্য্যায়) বলিং (পূজোপহারং) হরত (অর্পয়ত) ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ।—যে তেজোমণ্ডলরূপী কালস্বরূপ ভগবান্ সূর্য্যদেব নিজস্বরূপ কাল নামক শক্তির বলে অঙ্কুরাদি উৎপত্তির শক্তিকে উজ্জীবিত করিয়া এবং লোকের মোহ নিবৃত্তির জন্য যজ্ঞাদি দ্বারা মঙ্গলময় ফলোৎপাদনপূর্ব্বক অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতেছেন, সেই বৎসরপঞ্চকপ্রবর্ত্তক কালস্বরূপ সূর্য্যদেবের জন্য পূজা উপহারাদি প্রদান কর ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—এবম্ভূতঃ কালাত্মা নিত্যমপ্রমত্তৈঃ পূজনীয় ইত্যাহ য ইতি। সৃজ্যং কার্য্যমঙ্কুরাদি তদ্বিষয়াং বীজাদীনাং শক্তিং কালস্বরূপয়া স্বশক্ত্যা বহুধা উচ্ছ্বসয়ন্ কার্য্যাভিমুখীকুর্ব্বন্ দিবি অন্তরীক্ষে ধাবতি। কোঽসৌ ভূতভেদঃ মহাভূতবিশেষঃ তেজোমণ্ডলরূপী সূর্য্যঃ? কিমর্থং ধাবতি? পুংসঃ পুরুষস্যাভ্রমায় ভ্রমো মোহস্তন্নিবৃত্তয়ে। আয়ুরাদিব্যয়েন বিষয়াসক্তিং নিবর্ত্তয়ন্নিত্যর্থঃ। সকামানান্তু গুণময়ং স্বর্গাদিফলং ক্রতুভির্বিস্তারয়ন্। তস্মৈ বৎসরপঞ্চকপ্রবর্ত্তকায় পূজাং কুরুত ॥ ১৫ ॥

শ্রীভাগবতভাবানুবর্ষিণী।—কালের যে সকল বিভাগ বর্ণিত হইয়াছে, তদনুসারে খণ্ডকালগুলিকে নানাভাবে পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপে ব্যবহার করা হয়। এই সকল বিভাগ না থাকিলে অঙ্কুরাদি প্রাকৃত পদার্থের এবং যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিয়মিত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা যাইত না, অর্থাৎ প্রতিবর্ষে অমুক অমুক ঋতুতে অমুক অমুক শস্য বপন করিতে হয়, তাহাতেই তাহার উপযুক্ত পরিমাণে অঙ্কুরাদি বিকাশ পায়—এইরূপ শস্যাদি বপনের শৃঙ্খলা এবং অমুক মাসে অমুক তিথিতে অমুক দেবতার পূজা করিলেই অমুক ফল লাভ হয়, কিম্বা অমুক যজ্ঞ এত বৎসর ধরিয়া করিতে হয় ইত্যাদি ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠানের শৃঙ্খলাসম্পাদন অন্য ভাবে সম্ভবপর হয় না। এই জন্য ভগবান্ এই তেজোমণ্ডলরূপ মহাভূত সূর্য্যরূপে আত্মশক্তি প্রকটন করিয়া খণ্ডশঃ কাল বিভাগের উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিয়াছেন। অতএব হে ধার্ম্মিকগণ! সেই কালশক্তিময় ভগবান্ সূর্য্যরূপী তেজোমণ্ডলকে পূজা কর। এই ভাবে মৈত্রেয় বিদুরের কালশক্তি সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।—ইদং (স্বস্বপরিমাণেন বর্ষশতং গণিতং) পিতৃদেবমনুষ্যাণাং পরং আয়ুঃ (জীবিতকালঃ) স্মৃতং (ত্বয়া কথিতং) [ইদানীং] কল্পাৎ (কল্প্যতে সৃজ্যতে ইতি কল্পস্ত্রৈলোক্যং তস্মাৎ) বহিঃ (পরত্র) যে বিদঃ (জ্ঞানিনঃ সনকাদয়ঃ) স্যুঃ (বিদ্যন্তে) পরেষাং (শ্রেষ্ঠানাং) [তেষাং] গতিম্ (আয়ুষ্কালম্) আচক্ষ্ব (কথয়) ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ।—বিদুর কহিলেন—(হে ব্রহ্মন্!) আপনি পিতৃগণ, দেবগণ ও মনুষ্যগণের পরমায়ুর সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন, (এখন) কল্পের অর্থাৎ ত্রিলোকীর বহির্দ্দেশে জ্ঞানিপ্রবর যে সনকাদি বাস করেন, তাঁহাদের আয়ুষ্কালের বিষয় বর্ণনা করুন ॥ ১৬ ॥

ভগবান্ বেদ কালস্য গতিং ভগবতো ননু।
বিশ্বং বিচক্ষেত ধীরা যোগরাদ্ধেন চক্ষুষা ॥ ১৭ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্।
দিব্যৈর্দ্বাদশভির্ব্বর্ষৈঃ সাবধানং নিরূপিতম্ ॥ ১৮ ॥
চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈকং কৃতাদিষু যথাক্রমম্।
সংখ্যাতানি সহস্রাণি দ্বিগুণানি শতানি চ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরটীকা।—ইদং স্বস্বমানেন বর্ষশতং গণিতমায়ুর্মানম্। প্রত্যহং কল্প্যতে ইতি কল্পস্ত্রৈলোক্য তস্মাদ্বাহ্যতঃ, বিদো জ্ঞানিনঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।—ননু (নিশ্চিতং) ভগবান্ ভগবতঃ (ভগবদ্রূপস্য সর্ব্বশক্তিমত ইতি যাবৎ) কালস্য (তদাখ্য-শক্তেঃ) গতিং (স্বরূপং) বেদ (জানাতি) [যতঃ] ধীরাঃ (যোগবলশালিনো জ্ঞানিনঃ) যোগরাদ্ধেন (যোগসিদ্ধেন) চক্ষুষা (অলৌকিকসন্নিকর্ষেণ নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানেনেত্যর্থঃ) বিশ্বং (সর্ব্বং বিষয়ং) বিচক্ষেত (জানন্তি) ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ।—আপনি সেই সর্ব্বশক্তিমান্ কালের স্বরূপ জ্ঞাত আছেন, (যেহেতু) যোগিগণ অলৌকিক জ্ঞানবলে সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—যোগরাদ্ধেন যোগসিদ্ধেন ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।—কৃতং (সত্যং) ত্রেতা দ্বাপরং কলিশ্চ ইতি সাবধানং (অবধীয়তে ব্যবধীয়তে ইতি অবধানঃ সন্ধ্যা তদংশশ্চ, তেন সহ বর্ত্তমানং) চতুর্যুগং (যুগচতুষ্টয়ং) দিব্যৈঃ (দেবমানপরিমিতৈঃ) দ্বাদশভিঃ বর্ষৈঃ (অত্র উত্তরশ্লোকার্থসামর্থ্যাৎ উপলক্ষণতয়া বর্ষশব্দেন বর্ষসহস্রং বোধ্যং, তথাচ দ্বাদশভির্ব্বর্ষসহস্রৈরিত্যর্থঃ) নিরূপিতং (নির্ণীতম্) ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ।—মৈত্রেয় কহিলেন—সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ সহ দিব্যপরিমাণের দ্বাদশ সহস্র বৎসরে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগচতুষ্টয়ের পরিমাণ নিরূপিত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরটীকা।—দ্বাদশভির্বর্ষসহস্রৈরিত্যুত্তরশ্লোকসামর্থ্যাজ্ জ্ঞাতব্যম্। অবধীয়ত ইতি অবধানঃ সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তৎসহিতম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।—[তত্র] কৃতাদিষু (সত্যাদিষু চতুর্ষু যুগেষু) যথাক্রমং চত্বারি, ত্রীণি দ্বে একঞ্চ সহস্রাণি [তথা] দ্বিগুণানি (দ্বিগুণিতানি) শতানি চ (বর্ষাণীতি যাবৎ) আখ্যাতানি (যুগপরিমাণত্বেন কথিতানীতি শেষঃ) ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদ।—তন্মধ্যে সত্যাদি চারিটী যুগ যথাক্রমে চারি, তিন, দুই ও এক সহস্র বৎসরে এবং ইহার দ্বিগুণিত শত বৎসরে কথিত হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরটীকা।—কৃতযুগে চত্বারি সহস্রাণি, সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশয়োশ্চত্বারি চত্বারি শতানি ইত্যষ্টৌ শতানি চ। এবং ত্রেতাদিষ্বপি যোজ্যম ॥ ১৯ ॥

সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশয়োরন্তর্যঃ কালঃ শতসংখ্যয়োঃ।
তমেবাহুর্যুগং তজ্‌জ্ঞা যত্র ধর্ম্মো বিধীয়তে ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ ;—শতসংখ্যয়োঃ (শতানি প্রাগুক্তক্রমনির্দ্ধারিতানি অষ্টাদীনি সংখ্যা যয়োঃ তয়োঃ) সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশয়োঃ (যুগস্যাদৌ সন্ধ্যা, অন্তে সন্ধ্যাংশঃ, তয়োঃ) অন্তঃ (মধ্যবর্ত্তী) যঃ কালঃ তমেব তজ্‌জ্ঞাঃ (কালজ্ঞাঃ) যুগম্ আহুঃ (বদন্তি) যত্র (যুগে) ধর্ম্মঃ (গবালম্ভনাদিরূপঃ, ধ্যানযজ্ঞ পরিচর্য্যা-কীর্ত্তনাদিরূপো বা) বিধীয়তে (বিশেষেণ ব্যবস্থাপ্যতে) [সন্ধ্যাতদংশয়োস্তু সামান্যধর্ম্মোঽপি অস্ত্যেব ইতি ভাবঃ] ॥ ২০

মূলানুবাদ।—যুগের আদিতে সন্ধ্যা ও অন্তে সন্ধ্যাংশ, ইহার পরিমাণ অষ্টশতাদি বৎসরক্রমে বর্ণিত হইয়াছে; এই সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের মধ্যবর্ত্তী যে কাল, তাহাকেই কালজ্ঞ পণ্ডিতগণ যুগ বলিয়া থাকেন, ইহাতে যুগবিশেষের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে ॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—যুগস্যাদৌ সন্ধ্যা, অন্তেঽংশঃ সন্ধ্যাংশঃ। উক্তানি শতানি সংখ্যা যয়োস্তয়োরন্তর্মধ্যে যুগম্। তস্য বিশেষমাহ যত্রেতি। গবালম্ভাদিধর্ম্মবিশেষো যত্র বিধীয়ত ইত্যর্থঃ। সাধারণধর্ম্ম সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশয়োরপ্যস্ত্যেব ॥ ২০

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ;—ইতিপূর্ব্বে মৈত্রেয় মুনি বিস্তৃতভাবে কালতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা প্রসঙ্গে কেবল যে মনুষ্যলোকের গণনানুযায়ী কালপরিমাণ নিরূপিত হইয়াছে তাহা নহে, পিতৃলোক এবং দেবলোকের কালপরিমাণও কথিত হইয়াছে। তৎপরে কথিত হইয়াছে যে, "সংবৎসরশতং নৃণাং পরমায়ুর্নিরূপিতং।" "মনুষ্যদিগের পরমায়ু শতবৎসর"। মৈত্রেয়মুনির ঐ কথাতেই বিদুর বুঝিয়া লইয়াছেন যে, যেমন মনুষ্যলোকের কালপরিমাণ অনুসারে মনুষ্যের আয়ুঃ শতবৎসর, তেমনি দেবলোক এবং পিতৃলোকের আয়ুষ্কালও স্ব স্ব কালপরিমাণ অনুসারে শতবৎসর ; কিন্তু ব্রহ্মা, ভৃগু ও সনকাদি ঋষিগণের সম্বন্ধে শাস্ত্রে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা কল্পান্তেও বর্ত্তমান থাকেন, অতএব তাঁহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কোন পরিমাণেই শতবৎসর পরমায়ুঃ হইতে পারে না। এইজন্য সন্দিগ্ধ হইয়া বিদুর আবার মৈত্রেয়ের নিকট ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মৈত্রেয় মুনি যোগশক্তিবলে সমস্তই অবগত আছেন, সুতরাং বিদুরের জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ ব্রহ্মার পরমায়ুঃ নিরূপণের উপযোগী যুগমন্বন্তরাদির বর্ণনা করিতেছেন—উদ্দেশ্য যে ব্রহ্মার পরমায়ু বুঝাইয়া দিলেই তত্তুল্যজীবী ভৃগু সনকাদিরও পরমায়ু তাহাতেই বুঝান হইবে। মৈত্রেয় মুনি দিব্যপরিমাণ অনুসারে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির যথাক্রমে চারি, তিন, দুই ও এক হাজার বৎসর স্থায়িত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা আমাদের লৌকিক হিসাবে বুঝিতে হইলে "অয়নে অহনী প্রাহুঃ" অর্থাৎ আমাদের লৌকিক দুই অয়নে (একবৎসরে) দেবলোকের এক অহোরাত্র হয়। সুতরাং লৌকিক হিসাবে ৩৬০ তিনশত ষাট বৎসর দিব্যমানের ১ এক বৎসর, এইভাবে গণনা করিয়া সত্যযুগের ১৭২৮০০০ সতর লক্ষ আটাইশ হাজার বৎসর, ত্রেতাযুগের ১২৯৬০০০ বার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার বৎসর, দ্বাপরের ৮৬৪০০০ আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার বৎসর ও কলির ৪৩২০০০ চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর স্থিতি ; ইহাই লৌকিক পরিমাণের হিসাব। ইহা ছাড়া আবার প্রত্যেক যুগেরই সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ আছে। যুগের আদিতে সন্ধ্যা, অন্তে সন্ধ্যাংশ। সত্যযুগের সন্ধ্যা পরিমাণ চারিশত বৎসর, সন্ধ্যাংশও তাহাই ; ত্রেতার সন্ধ্যা তিন শত বৎসর, সন্ধ্যাংশও তাহাই, দ্বাপরের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুই শত বৎসর করিয়া এবং কলির একশত

ধর্ম্মশ্চতুষ্পান্মনুজান্ কৃতে সমনুবর্ত্ততে ।
স এবান্যেষ্বধর্ম্মেণ ব্যেতি পাদেন বর্দ্ধতা ॥ ২১ ॥
ত্রিলোক্যা যুগসাহস্রং বহিরাব্রহ্মণো দিনম্ ।
তাবত্যেব নিশা তাত যন্নিমীলতি বিশ্বসৃক্ ॥ ২২ ॥
নিশাবসান আরব্ধো লোককল্পোঽনুবর্ত্ততে ।
যাবদ্দিনং ভগবতো মনূন্ ভুঞ্জংশ্চতুর্দ্দশ ॥ ২৩ ॥

বৎসর করিয়া। যুগভেদে যে ধর্ম্মের বিশেষ ব্যবস্থা আছে, তাহা শুধু যুগের সম্বন্ধেই, সন্ধ্যাদিতে নহে; যেমন—"দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি কলিতে বর্জ্জনীয়" বলিলে ইহা শুধু কলিযুগেই বুঝিতে হইবে, কলির সন্ধ্যা বা সন্ধ্যাংশে সে ব্যবস্থা নহে ॥ ১৬—২০

অন্বয়ঃ।—কৃতে (সত্যযুগে) চতুষ্পাৎ (সম্পূর্ণরূপঃ) ধর্ম্মঃ মনুজান্ (লোকান্) সমনুবর্ত্ততে (অধিতিষ্ঠতি) অন্যেষু (ত্রেতাদিষু যুগেষু) স এব (ধর্ম্মঃ) পাদেন (একৈকপাদক্রমেণ) বর্দ্ধতা (বৃদ্ধিং গচ্ছতা) অধর্ম্মেণ (হেতুনা) ব্যেতি (হ্রাসং প্রাপ্নোতি) ॥ ২১

মূলানুবাদ।—সত্যযুগে চতুষ্পাদ (সম্পূর্ণ) ধর্ম্ম লোকসমাজে অধিষ্ঠিত থাকে, ত্রেতা প্রভৃতি অ সকল যুগে ক্রমশঃ এক এক পাদ করিয়া অধর্ম্ম বৃদ্ধি পাইতে থাকে বলিয়া ধর্ম্ম ক্রমশঃ এক এক পাদ হ্রাস পাইয়া থাকে ॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—চতুষ্পাৎ সম্পূর্ণঃ। ত্রেতাদিষু পাদেন পাদেন ব্যেতি হ্রসতি। পাদেন পাদেন বর্দ্ধমানেনাধর্ম্মেণ হেতুনা। এতচ্চ স্বরূপকথনমাত্রং, বৈরাগ্যার্থং ন তু ধর্ম্মসঙ্কোচনার্থম্ ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—তাত ! (হে বৎস বিদুর !) ত্রিলোক্যা বহিঃ (ত্রিভুবনাৎ পরং মহর্লোকাদিকমারভ্য আ ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মলোকমভিব্যাপ্য) যুগসাহস্রং দিনং (সহস্রযুগপরিমিতং ব্রাহ্মং দিনমিত্যর্থঃ) নিশা (রাত্রিরপি) তাবত্যেব (সহস্রযুগপরিমিতৈব) যৎ (যস্যাং নিশায়াং , বিশ্বসৃক্ (ব্রহ্মা) নিমীলতি (স্বপিতি) ॥ ২২

মূলানুবাদ।—বৎস বিদুর ! ত্রিলোকের বাহিরে অর্থাৎ মহর্লোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সর্ব্ব সহস্রযুগপরিমিত ব্রহ্মদিন এবং রাত্রিও এইরূপ সহস্রযুগপরিমিত—যে রাত্রিতে ব্রহ্মা নিদ্রিত হইয়া থাকেন ॥ ২২

শ্রীধরটীকা।—ত্রিলোক্যা বহির্মহর্লোকপ্রভৃতি ব্রহ্মলোকমভিব্যাপ্য চতুর্যুগসহস্রমেকং দিনম্। যস্মাৎ বিশ্বসৃক্ ব্রহ্মা নিমীলতি স্বপিতি ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—ভগবতঃ (ব্রহ্মণঃ) নিশাবসানে (সহস্রযুগাত্মকরাত্র্যপগমে) আরব্ধঃ লোককল্পঃ (লোকসৃষ্টিপ্রবাহঃ) চতুর্দ্দশ মনূন্ ভুঞ্জন্ (ব্যাপ্নুবন্) দিনং যাবৎ (প্রাগুক্তসহস্রবর্ষপরিমিতদিনপর্য্যন্তম্) অনুবর্ত্ততে (প্রচলতি) ॥ ২৩

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মার এই নিশার অবসান হইলে লোকসৃষ্টি আরম্ভ হইয়া চতুর্দ্দশমনুর আধিপত্য কাল পর্য্যন্ত সেই দিবাভাগ ব্যাপিয়া তাহা চলিতে থাকে ॥ ২৩

শ্রীধরটীকা।—তত্র দিনস্থিতিমাহ নিশাবসান ইত্যাদিসার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। চতুর্দ্দশমনূন্ ভুঞ্জন্ পালয়ন্ ব্যাপ্নুবন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৩

স্বং স্বং কালং মনুর্ভুঙ্‌ক্তে সাধিকাং হ্যেকসপ্ততিম্ ॥ ২৪ ॥
মন্বন্তরেষু মনবস্তদ্বংশ্যা ঋষয়ঃ সুরাঃ ।
ভবন্তি চৈতে যুগপৎ সুরেশাশ্চানু যে চ তান্ ॥ ২৫ ॥
এষ দৈনন্দিনঃ সর্গো ব্রাহ্মস্ত্রৈলোক্যবর্ত্তনঃ ।
তির্য্যঙ্‌-নৃ-পিতৃ-দেবানাং সম্ভবো যত্র কর্ম্মভিঃ ॥ ২৬ ॥
মন্বন্তরেষু ভগবান্ বিভ্রৎ সত্ত্বং স্বমূর্ত্তিভিঃ ।
মন্বাদিভিরিদং বিশ্বমবত্যুদিতপৌরুষঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ :—মনুঃ (স্বায়ম্ভুবাদিঃ) সাধিকাম্ একসপ্ততিং (কিঞ্চিদধিকাং যুগানামেকসপ্ততিং) স্বং স্বং হি কালং (নিজনিজমেব ভোগ্যসময়ং) ভুঙ্‌ক্তে (আধিপত্যং করোতি) ॥ ২৪

মূলানুবাদ ।—স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি এক এক মনু কিঞ্চিদধিক একাত্তর (৭১) যুগপরিমিত নিজ নিজ ভোগ্যকাল ব্যাপিয়া আধিপত্য করিয়া থাকেন ॥ ২৪

শ্রীধরটীকা ।—কিঞ্চিদধিকাং যুগানামেকসপ্ততিম্ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ ।—মন্বন্তরেষু (মনুভির্ভোগ্যকালেষু) মনবঃ তদ্বংশ্যাঃ (মনুবংশীয়াঃ রাজানশ্চ) [ক্রমেণ ভবন্তীতি শেষঃ] ঋষয়ঃ (সপ্তর্ষিপ্রভৃতয়ঃ) সুরাঃ (তত্তন্মন্বন্তরপ্রসিদ্ধদেবাঃ) সুরেশাঃ (ইন্দ্রাঃ) তান্ অনু চ যে (যে গন্ধর্ব্বাদয়স্তানিন্দ্রাদীননুবর্ত্তন্তে তে চ ইত্যর্থঃ) এতে (সপ্তর্ষিপ্রমুখাঃ সর্ব্বে) যুগপৎ (সমকালমেব) ভবন্তি (উৎপদ্যন্তে) ॥ ২৫

মূলানুবাদ :—এই মনুগণের ভোগ্যকালমধ্যে মনু ও তত্তদ্বংশধর নরপতিগণ ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়া থাকেন ; আর সপ্তর্ষি, দেবগণ, ইন্দ্রগণ ও তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তনকারী গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি—ইহারা সকলে এককালেই উৎপন্ন হইয়া থাকেন ॥ ২৫

শ্রীধরটীকা :—মনুবংশ্যাঃ পৃথ্বীপালকাঃ ক্রমেণ ভবন্তি । সপ্তর্ষিপ্রভৃতয়স্তু যুগপৎ সমকালমেব ভবন্তি । সুরেশাঃ ইন্দ্রাঃ । তাননুবর্ত্তন্তে যে গন্ধর্ব্বাদয়স্তেঽপি ॥ ২৫

অন্বয়ঃ ।—ত্রৈলোক্যবর্ত্তনঃ (ত্রিভুবনসম্পাদকঃ) এষঃ (পূর্ব্ববর্ণিতঃ) ব্রাহ্মঃ সর্গঃ (ব্রহ্মকর্ত্তৃকঃ সৃষ্টি-ব্যাপারঃ) দৈনন্দিনঃ (প্রাত্যহিকঃ) যত্র (সৃষ্টিব্যাপারে) কর্ম্মভিঃ (স্বস্ব কর্ম্মানুসারেণ) তির্য্যঙ্‌-নৃ-পিতৃ-দেবানাং সম্ভবঃ (উৎপত্তিঃ ভবতীতি শেষঃ) ॥ ২৬

মূলানুবাদ :—ত্রিভুবনের সম্পাদনকারী ব্রহ্মার এই সৃষ্টিকার্য্য তাঁহার দৈনন্দিন ব্যাপার, ইহাতে পশু, পক্ষী, মনুষ্য, পিতৃগণ ও দেবতাদিগের নিজ নিজ প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে জন্ম হইয়া থাকে ॥ ২৬

শ্রীধরটীকা ।—ত্রৈলোক্যং বর্ত্তয়তীতি তথা ॥ ২৬

অন্বয়ঃ :—ভগবান্ (পরমেশ্বরঃ শ্রীহরিঃ) মন্বন্তরেষু সত্ত্বং বিভ্রৎ (সত্ত্বগুণাবলম্বী সন্) স্বমূর্ত্তিভিঃ মন্বাদিভিঃ (মন্বাদিস্বরূপৈঃ) উদিতপৌরুষঃ (প্রকটিতপুরুষকারঃ সন্) ইদং বিশ্বং (জগৎপ্রপঞ্চম্) অবতি (রক্ষতি) ॥ ২৭

মূলানুবাদ ।—প্রতি মন্বন্তরেই ভগবান শ্রীহরি সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া মন্বাদিরূপ স্বীয় মূর্ত্তি-বিশেষে পুরুষকার প্রকটনপূর্ব্বক এই বিশ্ব-প্রপঞ্চ রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ২৭

তমোমাত্রামুপাদায় প্রতিসংরুদ্ধবিক্রমঃ ।
কালেনানুগতাশেষ আস্তে তূষ্ণীং দিনাত্যয়ে ॥ ২৮ ॥
তমেবান্বপিধীয়ন্তে লোকা ভূরাদয়স্ত্রয়ঃ ।
নিশায়ামনুবৃত্তায়াং নির্ম্মুক্তশশিভাস্করম্ ॥ ২৯ ॥
ত্রিলোক্যাং দহ্যমানায়াং শক্ত্যা সঙ্কর্ষণাগ্নিনা ।
যান্ত্যূষ্মণা মহর্লোকাজ্জনং ভৃগ্বাদয়োঽর্দ্দিতাঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরটীকা ।—স্বমূর্ত্তিভির্মন্বন্তরাবতারৈঃ মন্বাদিভির্দ্বারভূতৈঃ আবিষ্কৃতপুরুষকারঃ সন্ ইদং বি রক্ষতি ॥ ২৭

অন্বয়ঃ ।—কালেন (কালক্রমেণ) দিনাত্যয়ে (দিনস্য সহস্রযুগাত্মকস্য ব্রহ্মণো দিবাভাগস্য অত্য অপগমে সতি) প্রতিসংরুদ্ধবিক্রমঃ (প্রত্যাহৃতপুরুষকারঃ, ভগবানিতি যাবৎ) তমোমাত্রাম্ (তমসঃ প্রলয়া কারস্য মাত্রাং সম্পর্কম্) উপাদায় (স্বীকৃত্য) অনুগতাশেষঃ (অনুগতং স্বস্মিন্ অনুপ্রবিষ্টম্ অশেষং বি যত্র স তথাবিধঃ সন্) তূষ্ণীম্ আস্তে (মায়াবিনোদং পরিত্যজ্য তিষ্ঠতীত্যর্থঃ) ॥ ২৮

মূলানুবাদ ।—কালক্রমে ব্রহ্মার সহস্রবৎসরাত্মক দিবাভাগ অতীত হইলে শ্রীভগবান্ নিজপুরু কার প্রত্যাহার করিয়া প্রলয়কালীন অন্ধকারের সম্পর্কগ্রহণে নিজের অভ্যন্তরে সমগ্র বিশ্ব প্রবিষ্ট করি মায়ার খেলা পরিহারপূর্ব্বক নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করেন ॥ ২৮

শ্রীধরটীকা ।—রাত্রিগতাং স্থিতিমাহ পঞ্চভিঃ । তমসো মাত্রাং লেশম্ । প্রতিসংরুদ্ধঃ প্রত্যাহৃ বিক্রমো যেন । অনুগতমনুপ্রবিষ্টমশেষং যস্মিন্ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ ।—নিশায়াং (ব্রাহ্মকালানুযায়িন্যাং রাত্রৌ) অনুবৃত্তায়াম্ (উপস্থিতায়াং সত্যাং) ভূরাদ ত্রয়ো লোকাঃ (ভূর্ভুবঃস্বরিতি ত্রীণি ভুবনানি) নির্মুক্তশশিভাস্করং (নির্মুক্তঃ বিলুপ্তঃ শশী ভাস্করশ্চ যথা তথা) তমেব অনু (অত্র সহার্থঃ অনুশব্দঃ, তদ্‌যোগেন চ "তম্" ইত্যত্র দ্বিতীয়া, তথা চ তেন ভগবতা স ইত্যর্থঃ) অপিধীয়ন্তে (লীনা ভবন্তি) ॥ ২৯

মূলানুবাদ ।—ব্রহ্মার রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিভুবন শ্রীভগবানের মধ্যে এম ভাবে লয়প্রাপ্ত হইয়া যায় যে, চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যন্ত একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় ॥ ২৯

শ্রীধরটীকা ।—তদেব স্পষ্টয়তি তমেবেতি । অপিধীয়ন্তে ইতি কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ । তিরোহি ভবন্তীত্যর্থঃ । কথম্ ? নির্ম্মুক্তো রহিতঃ শশী ভাস্করশ্চ যথা ভবতি তথা ॥ ২৯

অন্বয়ঃ ।—শক্ত্যা (ভগবৎশক্তিরূপেণ) সঙ্কর্ষণাগ্নিনা (সঙ্কর্ষণমুখনির্গতেন প্রলয়বহ্নিনা) ত্রিলোকা দহ্যমানায়াং (ত্রিভুবনে দাহযুক্তে সতি) উষ্মণা (সন্তাপেন) আর্দ্দিতাঃ (পীড়িতাঃ) ভৃগ্বাদয়ঃ মহর্লোকা জনং (জননামকং লোকং) যান্তি (গচ্ছন্তি) ॥ ৩০

মূলানুবাদ ।—শ্রীভগবানের শক্তিস্বরূপ সঙ্কর্ষণমুখনির্গত অগ্নির দ্বারা ত্রিভুবন যখন দগ্ধ হইতে পারে তখন ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ ঐ অগ্নির তাপে সন্তপ্ত হইয়া মহর্লোক হইতে জনলোকে গমন করেন ॥ ৩০

শ্রীধরটীকা ।—ভগবচ্ছক্তিরূপো যঃ সঙ্কর্ষণমুখাগ্নিস্তেন উষ্মণা অর্দ্দিতাঃ সন্তঃ জনলোকং যান্তি ॥ ৩

তাবৎ ত্রিভুবনং সদ্যঃ কল্পান্তৈধিতসিন্ধবঃ।
প্লাবয়ন্ত্যুৎকটাটোপ-চণ্ডবাতেরিতোর্ম্ময়ঃ ॥৩১॥
অন্তঃ স তস্মিন্ সলিলে আস্তেঽনন্তাসনো হরিঃ।
যোগনিদ্রানিমীলাক্ষঃ স্তূয়মানো জনালয়ৈঃ ॥৩২॥
এবংবিধৈরহোরাত্রৈঃ কালগত্যোপলক্ষিতৈঃ।
অপক্ষিতমিবাস্যাপি পরমায়ুর্ব্বয়ঃশতম্ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ।—উৎকটাটোপচণ্ডবাতেরিতোর্ম্ময়ঃ (উৎকটঃ বিষমঃ আটোপঃ ক্ষোভো যেষাং তে তথা-বিধাঃ চণ্ডবাতেরিতাঃ প্রবলবায়ুসঞ্চালিতাঃ উর্ম্ময়ঃ তরঙ্গা যেষু তে) কল্পান্তৈধিতসিন্ধবঃ (প্রলয়োচ্ছ্বসিত-সমুদ্রাঃ) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) তৎ ত্রিভুবনং (সম্পূর্ণং ভুবনত্রয়ং) প্লাবয়ন্তি (জলপ্লাবিতং কুর্ব্বন্তি) ॥ ৩১

মূলানুবাদ।—প্রবলবায়ুসঞ্চালিত বিষম তরঙ্গসঙ্কুল প্রলয়োচ্ছ্বসিত সমুদ্র তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ ত্রিভুবনকে প্লাবিত করে ॥ ৩১

শ্রীধরটীকা।—কল্পান্তেন এধিতাঃ সিন্ধবঃ সমুদ্রাঃ। উৎকট আটোপঃ ক্ষোভো যেষাং তে চ তে চণ্ডবাতৈরীরিতোর্ম্ময়শ্চ ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—তস্মিন্ (ত্রিভুবনপ্লাবিনি) সলিলে (প্রলয়ার্ণবজলে) অন্তঃ (অভ্যন্তরে) অনন্তাসনঃ (অনন্তশয্যাধিষ্ঠিতঃ) যোগনিদ্রয়া নিমীলাক্ষঃ (যোগনিদ্রয়া নিমীলে মুদ্রিতে অক্ষিণী যস্য সঃ) স হরিঃ (ভগবান্ নারায়ণঃ) জনালয়ৈঃ ("জন"লোকাবস্থিতৈঃ ভৃগুপ্রভৃতিভিঃ তত্রত্যৈরন্যৈশ্চ) স্তূয়মানঃ (সন্) আস্তে (তিষ্ঠতি) ॥ ৩২

মূলানুবাদ।—সেই ত্রিভুবনপ্লাবী প্রলয়জলরাশিমধ্যে ভগবান্ শ্রীহরি অনন্তশয্যায় শয়ন করিয়া যোগনিদ্রায় মুদ্রিতনয়নে অবস্থান করেন, তখন জনলোকস্থিত ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ ও তত্রত্য লোকগণ তাঁহার স্তব করিতে থাকেন ॥ ৩২

শ্রীধরটীকা।—জনলোক আলয়ো যেষাং মহর্লোকাদাগতানাম্ অন্যেষাঞ্চ তৈঃ ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—কালগত্যা (কালক্রমানুসারেণ) উপলক্ষিতৈঃ (পূর্ব্বনিরূপিতৈঃ) এবংবিধৈঃ (দ্বিসহস্র-যুগপরিমিতৈঃ) অহোরাত্রৈঃ (অহোরাত্রসমূহৈঃ) [গণিতমিতি শেষঃ] শতং বয়ঃ (শতবর্ষবয়ঃপর্য্যন্তম্) অস্যাপি (ব্রহ্মণোঽপি) আয়ুঃ (জীবনকালঃ) অপক্ষিতমিব (পরিক্ষীণমিব) [পরিগণত্যে ইতি শেষঃ] ॥ ৩৩

মূলানুবাদ।—কালের গতি অনুসারে পূর্ব্বোক্তক্রমে দুই সহস্র যুগ পরিমিত এক এক অহোরাত্রের গণনা অনুসারে শত বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মার যে পরমায়ুঃ, তাহাও গতপ্রায় বলিয়া মনে হইয়া থাকে ॥ ৩৩

শ্রীধরটীকা।—বৈরাগ্যার্থমাহ। এবংবিধৈরহোরাত্রৈর্বর্ষশতং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাম্ আয়ুষঃ পরমধিকম্ অস্য ব্রহ্মণো যদায়ুঃ তদপ্যপক্ষিতং অপক্ষীণমিবেতি লোকোক্তিঃ। গতপ্রায়মিত্যর্থঃ ॥ ৩৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—যুগচতুষ্টয় এবং তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ পূর্ব্বে নিরূপণ করা হইয়াছে। ভূঃ, ভুবঃ এবং স্ব এই ত্রিভুবন ভিন্ন মহর্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এইরূপ চতুর্যুগ-সহস্রে একদিন ও চতুর্যুগ সহস্রে একরাত্রি হয়; ইহাকেই ব্রাহ্মমানের দিন-রাত্রি বলে। এই দিবাভাগই ব্রহ্মার সৃষ্টিকাল, এই সৃষ্টিকালের মধ্যে স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, (বর্ত্তমানে

যদর্দ্ধমায়ুষস্তস্য পরার্দ্ধমভিধীয়তে ।
পূর্ব্বঃ পরার্দ্ধোঽপক্রান্তো হ্যপরোঽদ্য প্রবর্ত্ততে ॥৩৪॥
পূর্ব্বস্যাদৌ পরার্দ্ধস্য ব্রাহ্মো নাম মহানভূৎ ।
কল্পো যত্রাভবদ্‌ব্রহ্মা শব্দব্রহ্মেতি যং বিদুঃ ॥৩৫॥
তস্যৈবান্তে চ কল্পোঽভূদ্‌ যং পাদ্মমভিচক্ষতে ।
যদ্ধরের্নাভিসরস আসীল্লোকসরোরুহম্ ॥৩৬॥

এই বৈবস্বত মন্বন্তর চলিতেছে) সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণ এই চতুর্দ্দশ মনু ক্রমশঃ সৃষ্ট হইয়া আধিপত্য করিয়া থাকেন। ইহাদের প্রত্যেকেরই ভোগকাল একাত্তর যুগের কিছু অধিক ; এইরূপে এক এক জন মনুর উপভোগ্য যে সময়, তাহাকে এক এক মন্বন্তর বলে। প্রত্যেক মন্বন্তরেই দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি নানাবিধ জীব নিজ নিজ প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এই ভাবে দিবাভাগ অতীত হইলে অর্থাৎ চতর্যুগ সহস্রবার আবর্ত্তিত হইলে ব্রহ্মার রাত্রি উপস্থিত হয়, এই রাত্রিই ত্রিলোকের প্রলয়কাল, ইহারও পরিমাণ চতুর্যুগসহস্র। এইভাবের সৃষ্টি-প্রলয় ব্রহ্মার দৈনন্দিন ব্যাপার। এইরূপ দিন ও রাত্রি লইয়া ব্রহ্মার এক অহোরাত্র, এবম্বিধ ৩০ ত্রিশ অহোরাত্রে ব্রহ্মার একমাস, এইরূপ ১২ বার মাসে একবৎসর, এই হিসাবে ব্রহ্মারও শতবৎসর পরমায়ু। ভৃগু, সনক প্রভৃতি ঋষিগণেরও তাহাই অর্থাৎ এই ব্রাহ্মপরিমাণের শতবৎসর পর্য্যন্ত তাহাদেরও পরমায়ুঃ ॥ ১—৩৩

অন্বয়ঃ ।—তস্য (ব্রহ্মণঃ) আয়ুষঃ (নিরুক্তজীবনকালস্য) যৎ অর্দ্ধং (তৎ) পরার্দ্ধম্ অভিধীয়তে (কথ্যতে) পূর্ব্বঃ পরার্দ্ধঃ (ব্রহ্মণ আয়ুষঃ প্রথমার্দ্ধঃ) অপক্রান্তঃ (গতঃ) অদ্য (সম্প্রতি) অপরঃ (দ্বিতীয়ার্দ্ধঃ) প্রবর্ত্ততে (প্রচলতি) ॥ ৩৪

মূলানুবাদ ।—ব্রহ্মার সেই আয়ুর অর্দ্ধেক কালকে পরার্দ্ধ বলে, তন্মধ্যে প্রথম পরার্দ্ধ অতীত হইয়াছে, সম্প্রতি দ্বিতীয় পরার্দ্ধ চলিতেছে ॥ ৩৪

শ্রীধরটীকা ।—তদেবাহ যদিতি ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ ।—পূর্ব্বস্য পরার্দ্ধস্য আদৌ (প্রথমে ভাগে) ব্রাহ্মো নাম মহান্ কল্পঃ অভূৎ, যত্র ব্রহ্মা অভূৎ (উৎপন্নো বভূব) যং (ব্রহ্মাণং) শব্দব্রহ্মেতি আহুঃ (পণ্ডিতা বদন্তি) ॥ ৩৫

মূলানুবাদ ।—উক্ত পূর্ব্ব পরার্দ্ধের প্রথমভাগে ব্রাহ্ম নামে যে মহান্ কল্প হইয়াছিল, তাহাতেই ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ এই ব্রহ্মাকে শব্দব্রহ্ম বলিয়া থাকেন ॥ ৩৫

শ্রীধরটীকা ।—পূর্ব্বস্য পরার্দ্ধস্যাদাবিতি ত্রিভির্বস্তুকথনমাত্রম্ ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ ।—তস্যৈব (ব্রাহ্মকল্পস্যৈব) অন্তে (অবসানে সতি) যং পাদ্মমভিচক্ষতে (পাদ্মনামকং যং বদন্তি সঃ) কল্পঃ অভূৎ, [কথমস্য পাদ্মেতি নাম ইত্যাহ যদিত্যাদি] যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) হরেঃ (ভগবতো নারায়ণস্য) নাভিসরসঃ (নাভিরূপাৎ সরোবরাৎ) লোকসরোরুহং (চতুর্দ্দশভুবনাত্মকং পদ্মম্) আসীৎ (উৎপন্নমভূৎ) ॥ ৩৬

মূলানুবাদ ।—সেই ব্রাহ্মকল্পের অবসানে যে কল্প হইয়াছে, তাহাই পাদ্মকল্প বলিয়া কথিত হয়, যেহেতু (এই কল্পের প্রারম্ভে) শ্রীভগবানের নাভিসরোবর হইতে চতুর্দ্দশভুবনাত্মক পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৩৬

শ্রীধরটীকা ।—পাদ্মত্বে হেতুঃ যদিতি ॥ ৩৬

অয়ন্তু কথিতঃ কল্পো দ্বিতীয়স্যাপি ভারত ।
বারাহ ইতি বিখ্যাতো যত্রাসীচ্ছূকরো হরিঃ ॥ ৩৭ ॥
কালোঽয়ং দ্বিপরার্দ্ধাখ্যো নিমেষ উপচর্য্যতে ।
অব্যাকৃতস্যানন্তস্য হ্যনাদের্জগদাত্মনঃ ॥ ৩৮ ॥
কালোঽয়ং পরমাণ্বাদির্দ্বিপরার্দ্ধান্ত ঈশ্বরঃ ।
নৈবেশিতুং প্রভুর্ভূম্ন ঈশ্বরো ধামমানিনাম্ ॥ ৩৯ ॥
বিকারৈঃ সহিতো যুক্তৈর্বিশেষাদিভিরাবৃতঃ ।
অণ্ডকোষো বহিরয়ং পঞ্চাশৎকোটিবিস্তৃতঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ ;—ভারত ! (হে ভরতবংশনন্দন ! বিদুর !) কথিতঃ অয়ং ক ঃ (পাদ্মনামকঃ কল্পঃ) দ্বিতীয়স্য (দ্বিতীয়পরার্দ্ধস্য) [আদিভাগে ইতি শেষঃ] বারাহ ইত্যপি বিখ্যাতঃ, যত্র (অস্মিন্ কল্পে) হরিঃ (ভগবান্) শূকরঃ (বরাহরূপী) আসীৎ ॥ ৭

মূলানুবাদ ।—হে ভারত ! উল্লিখিত ঐ পাদ্ম নামক কল্প দ্বিতীয় পরার্দ্ধের আদিভাগে বারাহকল্প নামে বিখ্যাত হইয়াছে ; যেহেতু এই সময়ে ভগবান্ বরাহরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৩৭

শ্রীধরটীকা ;—অয়ন্তু দ্বিতীয়স্যাদৌ কথিতঃ ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ ; -অয়ং (পূর্ব্ববর্ণিতঃ ব্রহ্মণঃ পরমায়ুঃ স্বরূপঃ) দ্বিপরার্দ্ধাখ্যঃ (দ্বিপরার্দ্ধনামকঃ) কালঃ অব্যাকৃতস্য (বিকাররহিতস্য) অনাদেঃ অনন্তস্য (উৎপত্তিবিনাশশূন্যস্য নিত্যস্যেতি যাবৎ) জগদাত্মনঃ (জগৎকারণস্য শ্রীহরেঃ সম্বন্ধে) নিমেষ ইতি উপচর্য্যতে (ব্যবহ্রিয়তে, ন তু বস্তুতোঽপি তস্য নিমেষঃ, কালপরিচ্ছেদরাহিত্যাৎ ইতি ভাবঃ) ॥ ৩৮

মূলানুবাদ ;—পূর্ব্ববর্ণিত দ্বিপরার্দ্ধস্বরূপ এই কাল অনাদি, অনন্ত, নির্ব্বিকার, জগৎকারণ শ্রীভগবানের নিমেষমাত্র বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥ ৩৮

শ্রীধরটীকা ;—তদেবং কালেন নিমিত্তেন সৃজ্যানামায়ুঃপরিণামমুক্ত্বা কালপরিচ্ছেদরহিতং তত্ত্বমাহ কালোঽয়মিতি পঞ্চভিঃ । উপচর্য্যতে কেবলং, ন ত্বনেনাপি ক্রমেণায়ুর্গণনং তস্যেত্যাহ অব্যাকৃতস্য কার্য্যোপাধিশূন্যস্য অতএবানন্তস্য অনাদেশ্চ জগদাত্মনো জগৎকারণস্য ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ ;—ঈশ্বরঃ (অসীমসামর্থ্যসম্পন্নোঽপি) অয়ং (পরমাণ্বাদিঃ দ্বিপরার্দ্ধান্তঃ কালঃ) ভূম্নঃ (পূর্ণস্বভাবস্য, পরিচ্ছেদাতীতস্য ভগবতঃ সম্বন্ধ ইতি যাবৎ) ঈশিতুম্ (আধিপত্যং কর্ত্তুং) নৈব প্রভুঃ (ন সমর্থ এব) [যতঃ কালো হি] ধামমানিনাং (দেহাদ্যভিমানশালিনাম্) ঈশ্বরঃ (আধিপত্যশালী ভবতীতি শেষঃ. ॥ ৩৯

মূলানুবাদ ;—পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিপরার্দ্ধ পর্য্যন্ত এই পূর্ব্বকথিত কাল অসীম শক্তিশালী হইলেও এই পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ শ্রীভগবানের প্রতি আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ নহে ; কারণ দেহাদিতে অভিমানী ব্যক্তির প্রতি প্রভুত্ব করাই কালের স্বভাব ॥ ৩৯

শ্রীধরটীকা ।—তৎপরিচ্ছেদে কালস্যাসামর্থ্যাদিত্যাহ । কালোঽয়মীশ্বরঃ সমর্থোঽপি ভূম্নঃ পরিপূর্ণস্য ঈশিতুং নৈব প্রভুঃ ন সমর্থঃ । যতো ধামমানিনাং দেহগেহাদ্যভিমানিনামেবেশ্বরঃ ॥ ৯

দশোত্তরাধিকৈর্যত্র প্রবিষ্টঃ পরমাণুবৎ ।
লক্ষ্যতেঽন্তর্গতাশ্চান্যে কোটিশো হ্যণ্ডরাশয়ঃ ॥ ৪১ ॥
তদাহুরক্ষরং ব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণম্ ।
বিষ্ণোর্ধাম পরং সাক্ষাৎ পুরুষস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়সংবাদে কালস্বরূপকথনং
নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ ;—যুক্তৈঃ (প্রকৃতিমহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্ররূপাঃ যা অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ তাভিঃ সহিতৈঃ) বিকারৈঃ (একাদশেন্দ্রিয়-পঞ্চমহাভূতরূপৈঃ ষোড়শভিঃ) সহিতঃ (আরব্ধঃ) পঞ্চাশৎকোটিবিস্তৃতঃ (পঞ্চাশৎকোটি-যোজনবিস্তৃতঃ) বহিঃ দশোত্তরাধিকৈঃ (অণ্ডকোষপ্রমাণাদ্দশগুণ উত্তরোত্তরঃ অধিকো যেষু, তৈঃ তথাবিধৈঃ) বিশেষৈঃ (পৃথিব্যাদিভিঃ সপ্তভিঃ) আবৃতঃ (আচ্ছাদিতঃ) অয়ম্ অণ্ডকোষঃ (বিশ্বগোলকঃ) যত্র (পরমধামনি মহাবিষ্ণুতত্ত্বে ইতি যাবৎ) প্রবিষ্টঃ (লীনঃ সন্) পরমাণুবৎ লক্ষ্যতে (প্রতীয়তে) অন্তর্গতাঃ (যদভ্যন্তরলীনাঃ) অন্যে চ কোটিশঃ অণ্ডরাশয়ঃ [পরমাণুবৎ লক্ষ্যন্তে ইতি যোজনা] ॥ ৪০।৪১

মূলানুবাদ ।—অষ্টবিধ প্রকৃতি ও ষোড়শ প্রকার বিকারের দ্বারা অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব দ্বারা সৃষ্ট পঞ্চাশকোটিযোজনবিস্তৃত এই ব্রহ্মাণ্ড নিজ বহির্ভাগে পৃথিবী প্রভৃতি সপ্তপদার্থে আচ্ছাদিত। এই সপ্তপদার্থের পরিমাণও ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ অপেক্ষা উত্তরোত্তর দশগুণ অধিক। এইরূপ বিশাল ব্রহ্মাণ্ড এবং ঐরূপ আরও কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যাঁহাতে প্রবিষ্ট হইলে পরমাণুর ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে, (শ্রীভগবানের সেই নিত্যস্বরূপকেই পণ্ডিতগণ “অক্ষর ব্রহ্ম” বলিয়া থাকেন) ॥ ৪০।৪১

শ্রীধরটীকা ।—ভূম্নঃ ইত্যুক্তং, তৎ প্রপঞ্চয়ন্নাহ। বিকারৈঃ ষোড়শভিঃ যুক্তৈঃ অষ্টপ্রকৃতিসংযুক্তৈঃ সহিতঃ তদারব্ধ ইত্যর্থঃ। অয়মণ্ডকোষো যত্র প্রবিষ্টঃ পরমাণুবল্লক্ষ্যতে ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কীদৃশঃ ? অণ্ডঃ পঞ্চাশৎকোটিযোজনবিস্তৃতঃ বহিশ্চ বিশেষাদিভিঃ পৃথিব্যাদিভিঃ সপ্তভিরাবৃতঃ ॥ ৪০ ॥ কীদৃশৈঃ ? অণ্ডকোষ-প্রমাণাদ্দশগুণোত্তরোঽধিকো যেষু তৈঃ ন কেবলময়মেক এব, অপি তু অন্যেঽপি লক্ষ্যন্তে ॥ ৪১

অন্বয়ঃ ।—মহাত্মনঃ পুরুষস্য (ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য) বিষ্ণোঃ সর্ব্বকারণকারণং (সর্ব্বেষাং সৃষ্ট-পদার্থানাং যৎকারণং প্রকৃতিস্বরূপং তস্যাপি কারণং নিয়ামকং) পরং (পরমং) সাক্ষাৎ (স্বতঃসিদ্ধং) [যৎ] ধাম (স্বরূপং) তৎ অক্ষরং ব্রহ্ম আহুঃ (বদন্তি শাস্ত্রকারা ইতি শেষঃ) ॥ ৪২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ১১

মূলানুবাদ ।—জাগতিক সর্ব্ববস্তুর কারণ প্রকৃতি, তাহারও প্রকাশক যে ভগবান্ পুরুষোত্তমের নিত্য স্বরূপ, তাঁহাকেই পণ্ডিতগণ অক্ষর ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ৪২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

শ্রীধরটীকা ;—সর্ব্বেষাং কারণানাং কারণম্। ধাম স্বরূপম্ ॥ ৪২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ;—পূর্ব্বাধ্যায়ে বিদুর মৈত্রেয়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, “যদার্থ

বহুরূপস্য হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ। কালাখ্যং লক্ষণং ব্রহ্মন্ যথা বর্ণয় নঃ প্রভো॥" অর্থাৎ "হে ব্রহ্মন্! অনন্তস্বরূপসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীহরির কাল নামক যে স্বরূপটীর কথা আপনি বলিয়াছেন, তাহা আমার নিকট বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করুন"। বিদুরের এই প্রার্থনা অনুসারে মৈত্রেয় মুনি কালোপপন্ন দশবিধ সৃষ্টি বর্ণনা করিয়াছেন এবং সৃষ্টপদার্থের তারতম্য অনুসারেই যে কালেরও পরিমাণগত তারতম্য অনুভূত হয় এবং পরিমাণের পার্থক্য লইয়াই আবার নানাবিধ সংজ্ঞাভেদও হইয়া থাকে,তাহার বর্ণনপ্রসঙ্গে ক্রমশঃ পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া যুগ-কল্প-মন্বন্তরাদি এবং ব্রহ্ম ও ভৃগু সনকাদি মহর্ষিবর্গের সেই দ্বিপরার্দ্ধ অর্থাৎ ব্রহ্মমানের শত বৎসর পরমায়ুঃ পর্য্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রস্তাবে এইরূপ তাৎপর্য্যও প্রকাশ পাইয়াছে যে অণু হইতে মহৎ, তির্য্যক্ হইতে দেবতা, এমন কি সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং ব্রহ্মা পর্য্যন্ত কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ কালশক্তির আয়ত্ত, কেননা যথাযোগ্য কাল অনুসারেই সকলকেই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়প্রাপ্ত হইতে হয়। এই কালনিয়মকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে, তাই ভগবান্ ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—"যস্মাদ্বিভেম্যহমপি দ্বিপরার্দ্ধধিষ্ণ্য-মধ্যাসিতঃ সকললোকনমস্কৃতং যৎ"। "সর্ব্বলোকের নমস্কৃত দ্বিপরার্দ্ধকালস্থায়ী সত্যলোকাধিষ্ঠিত হইয়াও আমি যে কালভয়ে ভীত হই"। এইরূপ দুরতিক্রম কালপ্রভাব বর্ণনা করিয়া সম্প্রতি বৈরাগ্য সম্পাদন উদ্দেশ্যে মৈত্রেয় বলিলেন—হে বিদুর! এই কালের প্রভুত্ব সর্ব্বব্যাপী হইলেও পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীহরির উপর তাহার কোনও প্রভুত্ব নাই। এই দ্বিপরার্দ্ধকাল তাঁহার নিমেষমাত্র বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অবশ্য এই নিমেষ বলাও প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ব্যবচ্ছেদেক নহে, অর্থাৎ নিমেষাদিক্রমে তাঁহার আয়ুর্গণনা করা চলিবে না, কারণ তিনি অনাদি,অনন্ত; তাঁহার স্বরূপ এত মহৎ যে, অন্য কোনও মহৎ বস্তর দ্বারা তাঁহার ইয়ত্তা হইতে পারে না, পঞ্চাশকোটিযোজনবিস্তৃত এই ব্রহ্মাণ্ড এবং আরও কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার স্বরূপমধ্যে পরমাণুর ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকে। মহাবিষ্ণুরূপ শ্রীভগবানের এইরূপ যে অসীমত্ব, ইহাই তাঁহার পূর্ণব্রহ্মত্ব বা পরমেশ্বরভাব॥ ৩৪—৪২

ইতি শ্রীধামশান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং
শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং
তৃতীয়স্কন্ধে একাদশোধ্যায়ঃ॥ ১১

তৃতীয় স্কন্ধঃ ।

—০ঃ০—

মৈত্রেয় উবাচ ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

ইতি তে বর্ণিতঃ ক্ষত্তঃ কালাখ্যঃ পরমাত্মনঃ ।
মহিমা বেদগর্ভোঽথ যথাস্রাক্ষীন্নিবোধ মে ॥ ১ ॥
সসর্জাগ্রেঽন্ধতামিস্রমথ তামিস্রমাদিকৃৎ ।
মহামোহঞ্চ মোহঞ্চ তমশ্চাজ্ঞানবৃত্তয়ঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ ।—ক্ষত্তঃ ! (হে বিদুর !) পরমাত্মনঃ (শ্রীহরেঃ) কালাখ্যঃ (কালস্বরূপঃ) মহিম (প্রভাবঃ) তে (তব সমীপে) ইতি (এবং প্রকারেণ) বর্ণিতঃ, অথ (অনন্তরং) বেদগর্ভঃ (ব্রহ্মা) যথা অস্রাক্ষীৎ (সৃষ্টবান্) [তৎ] মে (মম সকাশাৎ) নিবোধ (অবগচ্ছ) ॥ ১

মূলানুবাদ ।—হে বিদুর ! ভগবান্ শ্রীহরির যে কাল নামক শক্তি, তাহা তোমার নিকট এ বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিলাম ; অতঃপর ব্রহ্মা যে প্রকারে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ১

অন্বয়ঃ ।—আদিকৃৎ (আদিকর্ত্তা ব্রহ্মা) অগ্রে (সৃষ্টিপ্রারম্ভে) অন্ধতামিস্রং (ভোগ্যবস্তুনাশে ভোক্তুঃ "স্বয়মেব মৃতোঽস্মী"তি বুদ্ধিং) তামিস্রং (ভোগপ্রতিঘাতে ক্রোধং) মহামোহং (ভোগেচ্ছাং) মোহং (দেহাদাবহংজ্ঞানং) তমশ্চ (জীবানাং স্বরূপাপ্রকাশঞ্চ) সসর্জ (সৃষ্টবান্)। [তানি চ] অজ্ঞানবৃত্তয়ঃ (অবিদ্যাজনিতচিত্তপরিণামবিশেষাঃ) ॥ ২

মূলানুবাদ ।—আদিকর্ত্তা ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রথমতঃ অন্ধতামিস্র, তামিস্র, মহামোহ, মোহ ও তমঃ নামক পাঁচটি অবিদ্যার কার্য্য সৃষ্টি করিলেন ॥ ২

শ্রীধরটীকা ।—

দ্বাদশে তু কুমারাদিমনঃসর্গোঽসমেধনাৎ । কায়দ্বৈধেন যৌনস্তু মনুসর্গোঽনুবর্ণ্যতে ॥

অগ্র ইতি ব্রহ্মা স্বসৃষ্টৌ প্রথমমবিদ্যাবৃত্তীঃ সসর্জ। তত্র তমো নাম স্বরূপাপ্রকাশঃ। মোহো দেহাদ্যহংবুদ্ধিঃ। মহামোহো ভোগেচ্ছা। তামিস্রঃ তৎপ্রতিঘাতে ক্রোধঃ। অন্ধতামিস্রঃ তন্নাশেঽহমেব মৃতোঽস্মীতি বুদ্ধিঃ। তদেবোক্তং বৈষ্ণবে—তমোঽবিবেকো মোহঃ স্যাদন্তঃকরণবিভ্রমঃ। মহামোহস্তু বিজ্ঞেয়ো গ্রাম্যভোগসুখৈষণা ॥ মরণং হ্যন্ধতামিস্রঃ তামিস্রঃ ক্রোধ উচ্যতে। অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ ॥ ইতি। পাতঞ্জলেঽপ্যেত এবোক্তাঃ—অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশা ইতি। শ্রীবিষ্ণু স্বামিপ্রোক্তা বা অজ্ঞানবিপর্য্যাসভেদভয়শোকাঃ। তদুক্তম্—স্বাদৃগুখবিপর্য্যাসেত্যাদি ॥ ১।২

দৃষ্ট্বা পাপীয়সীং সৃষ্টিং নাত্মানং বহ্বমন্যত।
ভগবদ্ধ্যানপূতেন মনসান্যাংস্ততোঽসৃজৎ ॥ ৩ ॥
সনকঞ্চ সনন্দঞ্চ সনাতনমথাত্মভূঃ।
সনৎকুমারঞ্চ মুনীন্ নিষ্ক্রিয়ানূর্দ্ধরেতসঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ ।—[সঃ] পাপীয়সীং সৃষ্টিং দৃষ্ট্বা (পূর্ব্বোক্তবৃত্তিপঞ্চকসৃষ্টিং পাপবহুলাং মত্বা) আত্মানং (নিজং) ন বহ্বমন্যত (নাভিনন্দিতবান্) ততঃ (তদনন্তরং) ভগবদ্ধ্যানপূতেন মনসা অন্যান্ (বক্ষমাণান্) অসৃজৎ ॥ ৩

মূলানুবাদ ।-(ব্রহ্মা) নিজের প্রথম সৃষ্টি অতি পাপময় হইল দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না; এইজন্য পরে আবার ঈশ্বরচিন্তায় মন পবিত্র করিয়া সেই পবিত্রমনে অন্য কতিপয় সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩

অন্বয়ঃ ।—অথ (অনন্তরম্) আত্মভূঃ (ব্রহ্মা) সনকং সনন্দং সনাতনং সনৎকুমারঞ্চ (এতচ্চতুষ্টয়নামকান্ চতুরঃ) নিষ্ক্রিয়ান্ (সৃষ্টিক্রিয়াবিমুখান্) ঊর্দ্ধরেতসঃ মুনীন্ [অসৃজদিতি পূর্ব্বশ্লোকস্থক্রিয়য়া সম্বন্ধঃ] ॥ ৪

মূলানুবাদ ।—অনন্তর ব্রহ্মা, সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নামক চারিজন নিষ্ক্রিয় ঊর্দ্ধরেতাঃ মুনির সৃষ্টি করিলেন। (পূর্ব্ব শ্লোকে যে "অন্য কতিপয় সৃষ্টি করিলেন" বলা হইয়াছে, এই শ্লোকের সনকাদি মুনিচতুষ্টয়ই সেই অন্য কতিপয়) ॥ ৪

শ্রীধরটীকা ।—ন বহ্বমন্যত নাভ্যনন্দৎ ॥ ৩ ॥ যদ্যপি প্রতিকল্পং সনকাদিসৃষ্টির্নাস্তি, তথাপি ব্রাহ্মসর্গত্বাদিহোচ্যতে। বস্তুতস্তু মুখ্যসর্গাদয় এব প্রতিকল্পং ভবন্তি, সনকাদয়স্তু ব্রাহ্মকল্পসৃষ্টা এবানুবর্ত্তন্তে ॥ ৪

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—দ্বাদশ অধ্যায়ে মৈত্রেয় মুনি ব্রহ্মার মানসসৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া যৌনসৃষ্টি পর্য্যন্ত কি প্রকারে ক্রমশঃ প্রবর্ত্তিত হইল, তাহাই বর্ণনা করিয়া কহিলেন—"হে বিদুর! ব্রহ্মা প্রথমতঃ অন্ধতামিস্রাদি পাঁচটি সৃষ্টি করিলেন"। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়—কোনও লোক হয়ত তাহার কোনও প্রিয়বস্তু ভোগ করিতে করিতে সেই বস্তুর প্রতি এতই অনুরক্ত হইয়া পড়ে যে ঐ বস্তুটির নাশ হইলে সেই ব্যক্তি তখন নিজেকেই নষ্টপ্রায় মনে করে। অন্তঃকরণের এই যে অবস্থা, ইহারই নাম "অন্ধতামিস্র"। ভোগে বাধাপ্রাপ্ত হইলে যে ক্রোধ জন্মে, তাহার নাম "তামিস্র", ভোগের ইচ্ছাকে বলে "মহামোহ", দেহাদিতে আত্মা বলিয়া ধারণা করার নাম "মোহ" এবং জীবের জীবত্ব অর্থাৎ চেতনাশক্তিটী পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ হইতে না পারাই "তমঃ"। এই পাঁচটি অজ্ঞানের কার্য্য ; পাতঞ্জলদর্শনে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পঞ্চক্লেশ নামে এই বৃত্তিগুলিই কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রবল আকাঙ্ক্ষায় রজঃ ও তমোগুণময় চিত্তে উহা সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু সৃষ্টির পরেই দেখিলেন যে, ইহা ভাল হইল না, যাহা সৃষ্টি করিলাম, সকলই নিতান্ত জঘন্য। এই সকল ভাবিয়া একমনে তিনি শ্রীভগবানের চিন্তা করিতে লাগিলে তাঁহার মনের মধ্যে সাত্ত্বিকতা আসিয়া দেখা দিল, তখন ঐ পবিত্র সত্ত্বময়চিত্তে তিনি সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নামে চারিজন মুনির সৃষ্টি করিলেন। ইঁহারা ব্রহ্মার তাৎকালিক পবিত্র মন হইতেই জন্মিলেন বলিয়া এই সৃষ্টিকে মানস-সৃষ্টি বলে। এই স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সনকাদি ঋষিগণ ব্রহ্মার তুল্য দ্বিপরার্দ্ধকাল পরমায়ুসম্পন্ন, ইহা পূর্ব্বে সূচিত হইয়াছে, সুতরাং প্রতিকল্পে তাঁহাদের সৃষ্টি অসম্ভব, তবে এই পাদ্মকল্পে তাঁহাদের উৎপত্তির বর্ণনা কিরূপে সঙ্গত হয় ? ইহার সমাধানের জন্য শ্রীজীবগোস্বামিপাদ "অসৃজৎ" ক্রিয়াটির "ব্রাহ্মকল্পসৃষ্টানেব

তান্ বভাষে স্বভূঃ পুত্রান্ প্রজাঃ সৃজত পুত্রকাঃ ।
তন্নৈচ্ছন্মোক্ষধর্ম্মাণো বাসুদেবপরায়ণাঃ ॥৫॥
সোঽবধ্যাতঃ সুতৈরেবং প্রত্যাখ্যাতানুশাসনৈঃ ।
ক্রোধং দুর্ব্বিষহং জাতং নিয়ন্তুমুপচক্রমে ॥৬॥
ধিয়া নিগৃহ্যমাণোঽপি ভ্রুবোর্মধ্যাৎ প্রজাপতেঃ ।
সদ্যোঽজায়ত তন্মন্যুঃ কুমারো নীললোহিতঃ ॥৭॥
স বৈ রুরোদ দেবানাং পূর্ব্বজো ভগবান্ ভবঃ ।
নামানি কুরু মে ধাতঃ স্থানানি চ জগদ্‌গুরো ॥৮॥

তান্ ত্রৈলোক্যসৃষ্টৌ তত্র প্রকটয়ামাস” এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। ইহার মর্ম্ম এই যে—ব্রহ্মা যেম ব্রাহ্মকল্পেই সৃষ্ট, অথচ কল্পাবসানে ভগবানের স্বরূপে লীন থাকিয়া “পাদ্ম” কল্পে প্রকাশিত হইয়াছে, সনকাদিও তদ্রূপ ব্রাহ্মকল্পেই উৎপন্ন, তবে কল্পান্তরে ব্রহ্মার ধ্যানপূত মনের শক্তিতে তাঁহাদের প্রকাশ মা উৎপত্তি নহে ॥ ১—৪

অন্বয়ঃ ।—স্বভূঃ (ব্রহ্মা) তান্ পুত্রান্ (সনকাদীন্) বভাষে (কথিতবান্) পুত্রকাঃ ! (বৎসাঃ!) প্রজাঃ (সন্ততীঃ) সৃজত (উৎপাদয়ত) মোক্ষধর্ম্মাণঃ (মোক্ষমাত্রাভিলাষিণঃ) বাসুদেবপরায়ণাঃ (তে সন কাদয়ঃ) তৎ (সৃষ্টিকর্ম্ম) ন ঐচ্ছন্ (ন স্বীকৃতবন্তঃ) ॥ ৫

মূলানুবাদ ।—ব্রহ্মা সেই সনকাদি পুত্রগণকে বলিলেন—হে পুত্রগণ ! তোমরা সন্তান সৃষ্টি কর কিন্তু তাঁহারা মোক্ষাভিলাষী, সুতরাং সর্ব্বদা কেবল শ্রীহরির চিন্তায় অনুরক্ত, এইজন্য ঐ সৃষ্টি তাঁহারা অস্বীকার করেন ॥ ৫

অন্বয়ঃ ।—সঃ (ব্রহ্মা) প্রত্যাখ্যাতানুশাসনৈঃ (প্রত্যাখ্যাতম্ উপেক্ষিতম্ অনুশাসনম্ উপদেশ যৈঃ তৈঃ) সুতৈঃ (সনকাদিভিঃ) এবম্ (উক্তপ্রকারেণাস্বীকারেণ) অবধ্যাতঃ (অবজ্ঞাতঃ সন্) জাত (আত্মনি উৎপন্নং) দুর্ব্বিষহম্ (অসহ্যপ্রায়ং) ক্রোধং নিয়ন্তুং (সংবরীতুম্) উপচক্রমে (প্রবৃত্তো বভুব)।

মূলানুবাদ ।—আদেশলঙ্ঘনকারী পুত্রগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মা এইরূপে অবজ্ঞাত হওয়ায় তাঁহার অসহনী ক্রোধ জন্মিয়াছিল, তাহা তিনি সংবরণ করিতে যত্নবান্ হইলেন ॥ ৬

শ্রীধরটীকা ।—স্বভূর্ব্রহ্মা ॥ ৫ ॥ অবধ্যাতঃ অবজ্ঞাতঃ । প্রত্যাখ্যাতমনুশাসনং যৈঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ ।—তন্মন্যুঃ (স ক্রোধঃ) ধিয়া (বিবেকেন) নিগৃহ্যমাণোঽপি (সংবার্য্যমাণোঽপি) প্রজাপতেঃ (ব্রহ্মণঃ) ভ্রুবোর্মধ্যাৎ সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) নীললোহিতঃ (কৃষ্ণরক্তমিশ্রিতবর্ণঃ) কুমারঃ (বালকরূপঃ সন্) অজায়ত (আবির্ব্বভূব) ॥ ৭

মূলানুবাদ ।—ব্রহ্মা নিজ বিবেকদ্বারা উৎপন্ন ক্রোধ সংবরণ করিতে চেষ্টা করিলেও তৎক্ষণা তাঁহার ভ্রূযুগলের মধ্যস্থান হইতে উহা নীললোহিতবর্ণ বালকরূপে আবির্ভূত হইল ॥ ৭

অন্বয়ঃ ।—দেবানাং (মধ্যে) পূর্ব্বজঃ (প্রথমোৎপন্নঃ) ভগবান্ ভবঃ (রুদ্ররূপঃ) সঃ (বালকঃ) বৈ (পাদপূরণে) রুরোদ (বক্ষ্যমাণরূপেণ বিলপিতবান্) [হে] জগদগুরো ! (বিশ্বপিতঃ !) ধাতঃ (ব্রহ্মন্ !) মে (মম) নামানি স্থানানি চ কুরু ॥ ৮

ইতি তস্য বচঃ পাদ্মো ভগবান্ পরিপালয়ন্।
অভ্যধাদ্ভদ্রয়া বাচা মা রোদীস্তৎ করোমি তে ॥ ৯ ॥
যদরোদীঃ সুরশ্রেষ্ঠ সোদ্বেগ ইব বালকঃ।
অতস্ত্বামভিধাস্যন্তি নাম্না রুদ্র ইতি প্রজাঃ ॥ ১০ ॥
হৃদিন্দ্রিয়াণ্যসুর্ব্যোম বায়ুরগ্নিজলং মহী।
সূর্য্যশ্চন্দ্রস্তপশ্চৈব স্থানান্যগ্রে কৃতানি তে ॥ ১১ ॥
মন্যুর্মনুর্মহিনসো মহাঞ্ছিব ঋতধ্বজঃ।
উগ্ররেতা ভবঃ কালো বামদেবো ধৃতব্রতঃ ॥ ১২ ॥
ধীর্ধৃতী রসলোমা চ নিয়ুৎ সর্পিরিলাম্বিকা।
ইরাবতী স্বধা দীক্ষা রুদ্রাণ্যো রুদ্র তে স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৩

মূলানুবাদ।—দেবগণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন রুদ্ররূপী সেই বালক এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন—"হে বিশ্বপিতঃ! ব্রহ্মন্! আপনি আমার নাম ও স্থান নির্দ্দেশ করুন" ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—ভগবান্ পাদ্মঃ (পদ্মযোনিঃ ব্রহ্মা ইতি যাবৎ) তস্য (বালকস্য) ইতি বচঃ (উক্তং বাক্যং) পরিপালয়ন্ (সম্মতিং দর্শয়ন্) ভদ্রয়া (মঙ্গলময্যা) বাচা (বাক্যেন) অভ্যধাৎ (কথিতবান্) [হে বৎস!] মা রোদীঃ (ন বিলপ) তে (তব) তৎ (নামাদিকং) করোমি ॥ ৯

মূলানুবাদ।—ভগবান্ ব্রহ্মা ঐ বালকের উক্ত বাক্যে সম্মত হইয়া মঙ্গলময় বাক্যে বলিলেন—বৎস! রোদন করিও না, আমি তোমার নাম ও স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—সুরশ্রেষ্ঠ! (হে দেবশ্রেষ্ঠ!) যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) সোদ্বেগঃ (উদ্‌বিগ্নঃ) বালক ইব (বালকসদৃশঃ সন্) অরোদীঃ, ততঃ (তস্মাদ্ধেতোঃ) প্রজাঃ (জনাঃ) ত্বাং "রুদ্র" ইতি নাম্না অভিধাস্যন্তি (কথয়িষ্যন্তি) ॥ ১০

মূলানুবাদ।—হে সুরশ্রেষ্ঠ! তুমি উদ্বিগ্ন বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছ, এজন্য লোকগণ তোমাকে "রুদ্র" এই নামে অভিহিত করিবে ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—হৃৎ (হৃদয়ম্) ইন্দ্রিয়াণি (চক্ষুরাদীনি) অসুঃ (প্রাণাঃ) ব্যোম (আকাশং) বায়ুঃ, অগ্নিঃ, জলং, মহী, সূর্য্যঃ, চন্দ্রঃ, তপশ্চৈব [এতানি] তে (তব) স্থানানি অগ্রে (প্রাগেব) কৃতানি (ময়া নির্দ্দিষ্টানি) ॥ ১১

মূলানুবাদ।—হৃদয়, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, আকাশ, বায়ু, জল, অগ্নি, পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র ও তপস্যা এই সকল স্থান পূর্ব্বেই তোমার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—মন্যুঃ, মনুঃ মহিনসঃ, মহান্, শিবঃ, ঋতধ্বজঃ, উগ্ররেতাঃ, ভবঃ, কালঃ, বামদেবঃ, ধৃতব্রতঃ [এতানি তব একাদশ নামানি ইতি শেষঃ] ॥ ১২

মূলানুবাদ।—মন্যু, মনু, মহিনস, মহান্, শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতা, ভব, কাল, বামদেব ও ধৃতব্রত (এই একাদশটী তোমার নাম) ॥ ১২

গৃহাণৈতানি নামানি স্থানানি চ সযোষণঃ।
এভিঃ সৃজ প্রজা বহ্বীঃ প্রজানামসি যৎ পতিঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ।—[হে] রুদ্র! ধীঃ, বৃতিঃ, রসলোমা, নিযুৎ, সর্পিঃ, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা, দীক্ষা, রুদ্রাণ্যঃ [এতা একাদশ] তে (তব) স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৩

মূলানুবাদ।—হে রুদ্র! ধী, বৃতি, রসলোমা, নিযুৎ, সর্পিঃ, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা, দীক্ষা ও রুদ্রাণী, এই সকল তোমার স্ত্রী ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—এতানি (পূর্ব্বোক্তানি মন্যুপ্রভৃতীনি) নামনি স্থানানি [চ] (হৃদাদীনি) গৃহাণ, এভিঃ (নামভিঃ স্থানৈশ্চ যুক্তস্ত্বং) সযোষণঃ (সস্ত্রীকঃ সন্) বহ্বীঃ (বহুলাঃ) প্রজাঃ (সন্ততীঃ) সৃজ (উৎপাদয়) যৎ (যতঃ) প্রজানাং পতিঃ অসি (ত্বং কশ্চিৎ প্রজাপতিরেব নির্দ্দিষ্টোঽসি) ॥ ১৪

মূলানুবাদ।—এই সমস্ত পূর্ব্বোল্লিখিত নাম ও স্থান গ্রহণ কর এবং পূর্ব্বোক্ত পত্নীগণসহকারে বহুপরিমাণে সন্তান সৃষ্টি কর, যেহেতু তুমি একজন প্রজাপতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—স চাসৌ মন্যুশ্চ তন্মন্যুঃ ॥ ৭—৯ ॥ বালক ইব ॥ ১০ ॥ অগ্রে পূর্ব্বমেব ময়া কৃতানি ॥ ১১—১৩ ॥ সযোষণঃ সস্ত্রীকঃ। এভিঃ স্থানৈর্নামভিশ্চ যুক্তঃ প্রজাঃ সৃজ ॥ ১৪

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা শ্রীভগবানের ধ্যান করিতে করিতে অন্তঃকরণ অতি পবিত্র করিয়া সেই পবিত্র মনের শক্তিদ্বারা সনকাদি মুনিচতুষ্টয়কে আবির্ভূত করিলেন, ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মার অভিপ্রায়—এই সকল মানস-পুত্রগণের দ্বারা ক্রমশঃ সৃষ্টিকার্য্যের প্রসার করিবেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা বিফল হইল, সনকাদি ব্রহ্মার মানস পুত্রচতুষ্টয় কোনরূপ সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হইলেন না; সর্ব্বদা মুক্তপ্রাণে ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দধ্যান করাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মার আদেশ সত্ত্বেও সৃষ্টিকার্য্যে অসম্মত হইলেন। ইহাতে ব্রহ্মার অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিল এবং নিজ বিবেক দ্বারা তিনি সেই ক্রোধ দমন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্ত্বেও হঠাৎ উহা নীললোহিতবর্ণ রুদ্রমূর্ত্তি এক বালকরূপে পরিণত হইয়া ব্রহ্মার ভ্রূমধ্য হইতে আবির্ভূত হইল। মূর্ত্তিমান্ ক্রোধস্বরূপ এই রুদ্রদেব অহঙ্কারের অধিদেবতা, সুতরাং অহঙ্কারের কার্য্যমাত্রেই তাঁহার অধিষ্ঠান সম্ভাবিত হইলেও হৃদয়, ইন্দ্রিয়, প্রভৃতি একাদশটি স্থান তাঁহার জন্য বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হইল, অর্থাৎ এই সকল স্থানকে আশ্রয় করিয়াই রুদ্রদেবের ক্রোধরূপ স্বরূপটি প্রকাশ পাইবে। ক্রোধ যেমন প্রথমতঃ হৃদয়ের মধ্যে উৎপন্ন হয়, তাহারপর চাঞ্চল্যাদিস্বরূপে চক্ষু ও হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়ে, শ্বাস-প্রশ্বাসাদিরূপে প্রাণবায়ুতে, তর্জ্জন-গর্জ্জনাদি শব্দরূপে আকাশে, শোষণরূপে বায়ুতে, দাহকতারূপে অগ্নিতে, প্লাবনরূপে জলে, যষ্টি মুদ্গরাদিরূপে পৃথিবীতে, প্রবল তাপরূপে সূর্য্যে, প্রবল হিমরূপে চন্দ্রে ও অভিশাপাদিরূপে তপস্যায় ক্রোধের প্রকাশ হইয়া থাকে। অবশ্য এই সকল ক্রোধের মধ্যে সমস্তগুলিই আমাদের অনুভবসিদ্ধ নহে; যেমন—জল, বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্রের ক্রোধ। কিন্তু ইহা অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, জল বায়ু প্রভৃতি প্রত্যেকেরই একটা পরিমিত ক্রিয়া আছে, যাহা জগতের উপকারের জন্যই নিয়ত প্রকাশ পায়; কিন্তু যখনই জীবের কর্ম্মদোষে উহাদের কাহারও ক্রোধের কারণ উপস্থিত হয়, তখনই উহাদের ক্রিয়াও আর পরিমিত থাকে না, অপরিমিতভাবে প্রকটিত হইয়া জগতের অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়। ইহাই ক্রোধের প্রকাশ বা রুদ্রভাবের প্রকটন ॥ ৫—১৪

ইত্যাদিষ্টঃ স্বগুরুণা ভগবান্ নীললোহিতঃ।
সত্ত্বাকৃতিস্বভাবেন সসর্জ্জাত্মসমাঃ প্রজাঃ ॥১৫॥
রুদ্রাণাং রুদ্রসৃষ্টানাং সমন্তাদ্ গ্রসতাং জগৎ।
নিশাম্যাসংখ্যশো যূথান্ প্রজাপতিরশঙ্কত ॥১৬॥
অলং প্রজাভিঃ সৃষ্টাভিরীদৃশীভিঃ সুরোত্তম।
ময়া সহ দহন্তীভির্দ্দিশশ্চক্ষুর্ভিরুল্বণৈঃ ॥১৭॥
তপ আতিষ্ঠ ভদ্রং তে সর্ব্বভূতসুখাবহম্।
তপসৈব যথা পূর্ব্বং স্রষ্টা বিশ্বমিদং ভবান্ ॥১৮॥
তপসৈব পরং জ্যোতির্ভগবন্তমধোক্ষজম্।
সর্ব্বভূতগুহাবাসমঞ্জসা বিন্দতে পুমান্ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ।—ভগবান্ নীললোহিতঃ (রুদ্রদেবঃ) স্বগুরুণা (স্বস্য উৎপাদকেন ব্রহ্মণা) ইতি ("প্রজাঃ সৃজঃ" ইত্যেবংরূপেণ) আদিষ্টঃ সত্ত্বাকৃতিস্বভাবেন (সত্ত্বং বলম্, আকৃতিঃ নীললোহিতমূর্ত্তিঃ, স্বভাবঃ উগ্রতা, তেষাং সমবায়ানুসারেণ) আত্মসমাঃ (নিজতুল্যাঃ) প্রজাঃ (সন্ততীঃ) সসর্জ্জ (সৃষ্টবান্) ॥ ১৫

মূলানুবাদ।—ভগবান্ রুদ্রদেব নিজজনক ব্রহ্মার এইরূপ (সন্তান সৃষ্টি কর) আদেশ প্রাপ্ত হইয়া নিজ বল, মূর্ত্তি ও উগ্রতা অনুসারে নিজেরই অনুরূপ কতকগুলি সন্তান উৎপাদন করিলেন ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা।—সত্ত্বং বলম্, আকৃতিঃ নীললোহিততা, স্বভাবঃ তীব্রতা, তেন ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—রুদ্রসৃষ্টানাং (রুদ্রেণোৎপাদিতানাং) সমন্তাৎ জগৎ গ্রসতাং (চতুর্দ্দিক্ষু জগদ্ভক্ষণোদ্যতানাং) রুদ্রাণাম্ অসংখ্যশো যূথান্ (অসঙ্খ্যদলানি) নিশাম্য (দৃষ্ট্বা) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) অশঙ্কত (আশঙ্কান্বিতো বভুব) ॥ ১৬

মূলানুবাদ।—সেই রুদ্রদেব যে রুদ্রগণকে সৃষ্টি করিলেন, তাঁহারা অসংখ্য দলবদ্ধ হইয়া চারিদিকে জগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন দেখিয়া ব্রহ্মা শঙ্কিত হইলেন ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—[হে] সুরোত্তম! (রুদ্র!) উল্বণৈঃ (তীব্রৈঃ) চক্ষুর্ভিঃ (দৃষ্টিপাতৈঃ) ময়া সহ দিশঃ দহন্তীভিঃ (ভস্মীকর্ত্তুং প্রবৃত্তাভিঃ) ঈদৃশীভিঃ প্রজাভিঃ (সৃষ্টাভিঃ) অলং (ঈদৃশসন্তানসৃষ্টেঃ প্রয়োজনং নাস্তি) ॥ ১৭

মূলানুবাদ।—হে সুরোত্তম! আর এরূপ সন্তান সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু ইহারা তীব্রদৃষ্টিপাতে আমাকে ও সমগ্র দিঙ্মণ্ডলকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ॥ ১৭

শ্রীধরটীকা।—রুদ্রাণাং যূথানি দৃষ্ট্বা অশঙ্কত ত্রাসং প্রাপ্তঃ ॥ ১৬।১৭

অন্বয়ঃ।—তে (তব) ভদ্রং (মঙ্গলম্) [অস্তু ইতি শেষঃ] সর্ব্বভূতসুখাবহং (সমস্তপ্রাণিসুখজনকং) তপঃ আতিষ্ঠ (আচর) ভবান্ তপসা এব যথাপূর্ব্বং (পূর্ব্ববৎ) ইদং বিশ্বং স্রষ্টা (স্রক্ষ্যতি) ॥ ১৮

মূলানুবাদ।—তোমার মঙ্গল হউক, তুমি সমস্ত প্রাণীর শান্তিজনক তপস্যার আচরণ কর, পূর্ব্বে যেমন জগৎ ছিল, তুমি তপোবলে আবার সেইরূপ জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিবে ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।— পুমান্ (লোকঃ) তপসৈব সর্ব্বভূতগুহাবাসং (সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং গুহাবাসং

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

এবমাত্মভুবাদিষ্টঃ পরিক্রম্য গিরাং পতিম্ ।
বাঢ়মিত্যনুমামন্ত্র্য বিবেশ তপসে বনম্ ॥২০॥
অথাভিধ্যায়তঃ সর্গং দশ পুত্রাঃ প্রজজ্ঞিরে ।
ভগবচ্ছক্তিযুক্তস্য লোকসন্তানহেতবঃ ॥২১॥
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ।
ভৃগুর্বশিষ্ঠো দক্ষশ্চ দশমস্তত্র নারদঃ ॥২২॥
উৎসঙ্গান্নারদো জজ্ঞে দক্ষোঽঙ্গুষ্ঠাৎ স্বয়ম্ভুবঃ ।
প্রাণাদ্বশিষ্ঠঃ সঞ্জাতো ভৃগুস্ত্বচি করাৎ ক্রতুঃ ॥২৩॥
পুলহো নাভিতো জজ্ঞে পুলস্ত্যঃ কর্ণয়োর্ঋষিঃ ।
অঙ্গিরা মুখতোঽক্ষ্ণোঽত্রির্মরীচির্মনসোঽভবৎ ॥২৪॥

অন্তর্য্যামিণং) পরং জ্যোতিঃ (উত্তমজ্যোতিঃস্বরূপং) ভগবন্তম্ অধোক্ষজং (শ্রীহরিম্) অঞ্জসা (দ্রুতং) বিন্দতে (লভতে) ॥ ১৯

মূলানুবাদ ।—তপস্যা দ্বারাই লোকে উত্তম জ্যোতিঃস্বরূপ সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীহরিকে দ্রুত লাভ করিতে পারে ॥ ১৯

অন্বয়ঃ ।—আত্মভুবা (ব্রহ্মণা) এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) আদিষ্টঃ (অনুজ্ঞাতঃ রুদ্রদেবঃ) গিরাং পতিং (বেদবাদিনং তং ব্রহ্মাণং) পরিক্রম্য (প্রদক্ষিণীকৃত্য) বাঢ়মিতি (তথাস্তু ইতি স্বীকৃত্য) অনু [ব্রহ্মাণম্] আমন্ত্র্য (সম্ভাষ্য) তপসে (তপস্যার্থং) বনং বিবেশ (গতবান্) ॥ ২০

মূলানুবাদ ।—মৈত্রেয় বলিলেন—ব্রহ্মার এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রদেব বেদবাদী ব্রহ্মাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক যথা আজ্ঞা বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া তপস্যা করিবার জন্য বনে প্রবেশ করিলেন ॥ ২০

অন্বয়ঃ ।—অথ (অনন্তরং) সর্গং (সৃষ্টিব্যাপারম্) অভিধ্যায়তঃ (একাগ্রমনসা চিন্তয়তঃ) ভগবচ্ছক্তিযুক্তস্য (শ্রীগোবিন্দানুগ্রহপ্রাপ্তস্য ব্রহ্মণঃ) লোকসন্তানহেতবঃ (লোকবিস্তারোপযোগিনঃ) মরীচিঃ, অত্র্যঙ্গিরসৌ, (অত্রিঃ অঙ্গিরাশ্চ) পুলস্ত্যঃ, পুলহঃ, ক্রতুঃ, ভৃগুঃ, বশিষ্ঠঃ, দক্ষঃ, দশমঃ নারদশ্চ [ইতি দশ পুত্রাঃ] তত্র (তদা) প্রজজ্ঞিরে (উৎপন্না বভুবুঃ) ॥ ২১।২২

মূলানুবাদ ।—অনন্তর ব্রহ্মা সৃষ্টিবিষয়ে একাগ্রমনে ভাবনা করায় ভগবান্ তাঁহার প্রতি শক্তি প্রয়োগ করায় তৎকালে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ, (এই নয়জন, আর) দশম নারদ, এই দশটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ২১।২২

অন্বয়ঃ ।—স্বয়ম্ভুবঃ (ব্রহ্মণঃ) উৎসঙ্গাৎ (ক্রোড়দেশাৎ) নারদঃ জজ্ঞে (উৎপন্নঃ), অঙ্গুষ্ঠাৎ দক্ষঃ ('জজ্ঞে'ইত্যনেন সম্বন্ধঃ), বশিষ্ঠঃ প্রাণাৎ সঞ্জাতঃ, ত্বচি (চর্ম্মণ ইত্যর্থঃ) ভৃগুঃ, করাৎ ক্রতুঃ [সঞ্জাতঃ] নাভিতঃ পুলহঃ জজ্ঞে, কর্ণয়োঃ (কর্ণাভ্যাং) পুলস্ত্যঋষিঃ, মুখতঃ অঙ্গিরাঃ, অক্ষ্ণঃ (নেত্রাৎ) অত্রিঃ, মনসঃ মরীচিশ্চ অভবৎ ॥ ২৩।২৪

ধর্ম্মঃ স্তনাদ্দক্ষিণতো যত্র নারায়ণঃ স্বয়ম্ ।
অধর্ম্মঃ পৃষ্ঠতো যস্মান্মৃত্যুর্লোকভয়ঙ্করঃ ॥ ২৫ ॥
হৃদি কামো ভ্রুবোঃ ক্রোধো লোভশ্চাধরদচ্ছদাৎ ।
আস্যাদ্বাক্ সিন্ধবো মেঢ্রান্নির্ঋতিঃ পায়োরঘাশ্রয়ঃ ॥ ২৬ ॥
ছায়ায়াঃ কর্দ্দমো জজ্ঞে দেবহূত্যাঃ পতিঃ প্রভুঃ ।
মনসো দেহতশ্চেদং জজ্ঞে বিশ্বকৃতো জগৎ ॥ ২৭ ॥
বাচং দুহিতরং তন্বীং স্বয়ম্ভূর্হরতীং মনঃ ।
অকামাং চকমে ক্ষত্তঃ সকাম ইতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ২৮ ॥

মূলানুবাদ ।—ব্রহ্মার ক্রোড়দেশ হইতে নারদ, অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ, প্রাণ হইতে বশিষ্ঠ, চর্ম্ম হইতে ভৃগু, হস্ত হইতে ক্রতু, নাভি হইতে পুলহ, কর্ণদ্বয় হইতে পুলস্ত্য, মুখ হইতে অঙ্গিরা, চক্ষুঃ হইতে অত্রি ও মনঃ হইতে মরীচি নামক ঋষি উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ২৩।২৪

অন্বয়ঃ ।—দক্ষিণতঃ স্তনাৎ ধর্ম্মঃ [অভবদিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ] যত্র (দক্ষিণস্তনে) স্বয়ং নারায়ণঃ [তিষ্ঠতীতি শেষঃ] পৃষ্ঠতঃ অধর্ম্মঃ [অভবৎ] যস্মাৎ (অধর্ম্মাৎ) লোকভয়ঙ্করঃ (বিশ্বভয়প্রদঃ) মৃত্যুঃ [ভবতীতি শেষঃ] ॥ ২৫

মূলানুবাদ ।—ব্রহ্মার দক্ষিণস্তন হইতে ধর্ম্ম উৎপন্ন হইলেন, এই স্তনে স্বয়ং নারায়ণ অবস্থান করেন। পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্ম্ম উৎপন্ন হইলেন, যে অধর্ম্ম হইতে বিশ্বের ভীতিজনক মৃত্যু সংঘটিত হয় ॥ ২৫

অন্বয়ঃ ।—হৃদি (অধিকরণবিবক্ষয়া সপ্তমী, এবমন্যত্রাপি বোধ্যং, তথা চ হৃদয়রূপে স্থানে ইত্যর্থঃ) কামঃ, ভ্রুবোঃ (ভ্রুযুগলে) ক্রোধঃ, অধরদচ্ছদাৎ (অধরোষ্ঠাৎ) লোভঃ, আস্যাৎ (মুখাৎ) বাক্, মেঢ্রাৎ (লিঙ্গদেশাৎ) সিন্ধবঃ, (সমুদ্রাঃ) পায়োঃ (গুহ্যদেশাৎ) অঘাশ্রয়ঃ (পাপময়ঃ) নির্ঋতিশ্চ (রাক্ষসাধিপতিঃ) [অভবদিতি পূর্ব্বক্রিয়য়া অন্বেতি] ॥ ২৬

মূলানুবাদ ।—ব্রহ্মার হৃদয়ে কাম, ভ্রুযুগলে ক্রোধ, অধর হইতে লোভ, মুখ হইতে বাক্য, লিঙ্গ হইতে সমুদ্রগণ এবং গুহ্যদেশ হইতে পাপময় নির্ঋতি (রাক্ষসাধিপতি) জন্মিল ॥ ২৬

অন্বয়ঃ ।—দেবহূত্যাঃ পতিঃ প্রভুঃ (প্রভাবশালী) কর্দ্দমঃ (তন্নামকো মুনিঃ) ছায়ায়াঃ (কান্তেঃ) জজ্ঞে (জাতঃ) বিশ্বকৃতঃ (ব্রহ্মণঃ) মসনঃ দেহতশ্চ ইদং জগৎ জজ্ঞে (উৎপন্নং) ॥ ২৭

মূলানুবাদ ।—দেবহূতির পতি প্রভাবশালী কর্দ্দম নামক ঋষি ব্রহ্মার কান্তি হইতে জন্মিলেন ; এইরূপে তাঁহার মন ও দেহ হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইল ॥ ২৭

অন্বয়ঃ ।—ক্ষত্তঃ ! (হে বিদুর !) স্বয়ম্ভূঃ (ব্রহ্মা) সকামঃ (কামমত্তঃ সন্) তন্বীং (কৃশাঙ্গীং) মনো হরতীং (মনোহারিণীম্) অকামাং (কামরহিতাং) দুহিতরং (কন্যাং) বাচং (বাগ্দেবীং সরস্বতীং) চমকে (অভিলষিতবান্) ইতি নঃ (অস্মাকং) শ্রুতম্ (আকর্ণিতমস্তীতি শেষঃ) ২৮

মূলানুবাদ ।—হে বিদুর ! ব্রহ্মা কামোন্মত্ত হইয়া কৃশাঙ্গী মনোহারিণী কামশূন্যা নিজকন্যা সরস্বতীর প্রতি অভিলাষী হইয়াছিলেন, এইরূপ আমাদের শ্রুত আছে ॥ ২৮

তমধর্ম্মে কৃতমতিং বিলোক্য পিতরং সুতাঃ ।
মরীচিমুখ্যা মুনয়ো বিস্রম্ভাৎ প্রত্যবোধয়ন্ ॥ ২৯ ॥
নৈতৎ পূর্ব্বৈঃ কৃতং ত্বদ্‌যে ন করিষ্যন্তি চাপরে ।
যস্ত্বং দুহিতরং গচ্ছেরনিগৃহ্যাঙ্গজং প্রভুঃ ॥ ৩০ ॥
তেজীয়সামপি হ্যেতন্ন সুশ্লোক্যং জগদ্‌গুরো ।
যদ্বৃত্তমনুতিষ্ঠন্ বৈ লোকঃ ক্ষেমায় কল্পতে ॥ ৩১ ॥
তস্মৈ নমো ভগবতে য ইদং স্বেন রোচিষা ।
আত্মস্থং ব্যঞ্জয়ামাস স ধর্ম্মং পাতুমর্হতি ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ ।—মুনয়ঃ মরীচিমুখ্যাঃ (মরীচিপ্রভৃতয়ঃ) সুতাঃ (পুত্রাঃ) পিতরং (ব্রহ্মাণম্) অধর্ম্মে কৃতমতিং (কন্যাধর্ষণে প্রবৃত্তং) বিলোক্য বিস্রম্ভাৎ (রহসি) তং (পিতরং) প্রত্যবোধয়ন্ (বোধয়ামাসুঃ) ॥ ২৯

মূলানুবাদ ।—ব্রহ্মার পুত্র মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ পিতাকে এইরূপ অধর্ম্মে অভিলাষী দেখিয়া নির্জ্জনে তাঁহাকে এইরূপ বুঝাইয়াছিলেন ॥ ২৯

শ্রীধরটীকা ।—স্রষ্টা স্রক্ষ্যতি ॥ ১৮—২৫ ॥ অধরদচ্ছদাৎ অধরৌষ্ঠাৎ ॥ ২৬।২৭ ॥ দেহান্তরেণ রুদ্র সর্গং বক্তুং তদ্দেহত্যাগে কারণমাহ বাচমিত্যাদিনা ॥ ২৮।২৯

অন্বয়ঃ ।—প্রভুঃ (অসীমপ্রভাবসম্পন্নোঽপি) যঃ ত্বম্ অঙ্গজং (কামম্) অনিগৃহ্য (অসংযম্য) দুহিতরং (কন্যাং) গচ্ছেঃ, ত্বৎপূর্ব্বৈঃ (প্রাক্‌কল্পবর্ত্তিভিঃ কৈরপি) এতৎ (কন্যাগমনরূপং দুষ্কর্ম্ম) ন কৃতং যে চ অপরে (ভবিষ্যন্তঃ) [তেঽপি] ন করিষ্যন্তি ॥ ৩০

মূলানুবাদ ।—আপনি অসীমপ্রভাবশালী হইয়াও কাম সংযত করিতে না পারিয়া নিজ কন্যার প্রতি যে অভিলাষী হইয়াছেন, এরূপ কার্য্য পূর্ব্বে আর কেহ করে নাই এবং ভবিষ্যতেও করিবে না। ৩০

শ্রীধরটীকা ।—ত্বৎ ত্বত্তো যে পূর্ব্বে ব্রহ্মাদয়োঽন্যে বা তৈরেতন্ন কৃতম্ । অঙ্গজং কামম্ । ৩০

অন্বয়ঃ ।—[হে] জগদ্‌গুরো ! তেজীয়সামপি (প্রভাবাতিশয়শালিনামপি) এতৎ (ঈদৃশং দুষ্কর্ম্ম) ন সুশ্লোক্যং (কীর্ত্তিকরং ন ভবতি) যদ্বৃত্তং (যেষাং ব্যবহারম্) অনুতিষ্ঠন্ বৈ (অনুকুর্ব্বন্নেব) লোকঃ ক্ষেমায় (মঙ্গলায়) কল্পতে (সমর্থো ভবতি) ॥ ৩১

মূলানুবাদ ।—হে জগদ্‌গুরো ! অত্যন্ত তেজস্বীদিগের পক্ষেও ইহা প্রশংসনীয় নহে, কারণ লোকগণ তেজস্বিগণের অনুকরণ করিয়াই মঙ্গলসাধন করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩১

অন্বয়ঃ ।—যঃ (ভগবান্) স্বেন রোচিষা (স্বকীয়েন তেজসা) আত্মস্থং , স্বাভ্যন্তরলীনম্) ইদং (বিশ্বং) ব্যঞ্জয়ামাস (প্রকটিতবান্) তস্মৈ ভগবতে (শ্রীগোবিন্দায়) নমঃ, সঃ (ভগবান্) ধর্ম্মং পাতুং (রক্ষিতুম্) অর্হতি (যোগ্যো ভবতি) ॥ ৩২

মূলানুবাদ ।—যে-ভগবান্ শ্রীহরি নিজ প্রভাবে নিজের অভ্যন্তরস্থ এই বিশ্বকে প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই ভগবান্‌কে নমস্কার করি, তিনি ধর্ম্মরক্ষা করিতে সমর্থ ॥ ৩২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী—ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে রুদ্রদেবের সৃষ্টি এবং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক তাঁহার একা

স ইত্থং গৃণতঃ পুত্রান্ পুরো দৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্।
প্রজাপতিপতিস্তন্বং তত্যাজ ব্রীড়িতস্তদা।
তাং দিশো জগৃহুর্ঘোরাং নীহারং যদ্বিদুস্তমঃ ॥ ৩৩ ॥
কদাচিদ্ধ্যায়তঃ স্রষ্টুর্বেদা আসংশ্চতুর্ম্মুখাৎ।
কথং স্রক্ষ্যাম্যহং লোকান্ সমবেতান্ যথা পুরা ॥ ৩৪ ॥

স্থান, নাম ও পত্নীনির্দ্দেশ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর রুদ্রদেব ব্রহ্মার আদেশে সৃষ্টি বিস্তারের জন্য নিজ প্রবলশক্তি ও অত্যুগ্র স্বভাবের অনুরূপ কতকগুলি সন্তান সৃষ্টি করিলেন। এই সন্তানগণ ভীষণ রুদ্রভাবসম্পন্ন হইয়া সমস্ত বিশ্ব গ্রাস করিতে উদ্যত হইল দেখিয়া ব্রহ্মা অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া এইরূপ সন্তান উৎপাদন করিতে রুদ্রদেবকে নিষেধ করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন—"হে রুদ্রদেব! তুমি এইরূপ সন্তান আর সৃষ্টি করিও না, এখন তুমি তপস্যা কর, তপোবলে উপযুক্ত সন্তান সৃষ্টি করিতে পারিবে"। ব্রহ্মার আদেশে রুদ্রদেব তপস্যা করিবার জন্য বনে গমন করিলেন। এদিকে ব্রহ্মা আবার সৃষ্টিক্রিয়ার জন্য একান্ত মনে শ্রীভগবান্‌কে ভাবিতে ভাবিতে তদীয় অনুগ্রহ লাভ করিয়া নিজ দেহ হইতে মরীচি প্রভৃতি দশজন মহর্ষি, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কাম, ক্রোধ, লোভ, বাগ্‌দেবী ও নির্ঋতিদেবকে (রাক্ষসের অধিপতিকে) এবং নিজকান্তি হইতে কর্দ্দম নামক ঋষিকে সৃষ্টি করিলেন। এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চে কাম এমনই প্রবল রিপু যে, সে তাহার নিজ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে পর্য্যন্ত মুগ্ধ করিয়াছিল, ব্রহ্মা কামের প্রভাবে নিজকন্যা বাগ্‌দেবী সরস্বতীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া মরীচি প্রভৃতি পুত্রগণ তাঁহাকে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, "হে পিতঃ! এইরূপ কুৎসিত প্রবৃত্তি আপনার পক্ষে সমীচিন নহে, কারণ লোকসমূহ আপনার আদর্শেরই অনুকরণ করিবে। যদিও আপনি অসাধারণ তেজসম্পন্ন, সুতরাং কোনরূপ কর্ম্মই আপনাদিগের দোষজনক হইতে পারে না, নিজ তেজঃপ্রভাবেই অর্থাৎ সত্ত্বগুণের অসাধারণ শক্তিবলেই এই সকল সাময়িক রজোবৃত্তি বা তমোবৃত্তি আপনা হইতেই প্রশমিত হইতে বাধ্য হইবে, এজন্য শাস্ত্রেও কথিত আছে যে, "তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভূজো যথা।" "অসাধারণ তেজস্বী হইলে তাহার কিছুতেই দোষ হয় না, যেমন বহ্নি সর্ব্বভুক্ হইলেও তাঁহার পবিত্রতা কখনও নষ্ট হয় না—" ইহা অবশ্য সত্য, কিন্তু তথাপি জগতের আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সুতরাং আপনার নিজের ব্যক্তিগত হিসাবে দোষ হউক বা না হউক, জগতের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য করিয়া আপনি সংযত হউন, আমরা আর অধিক কি বলিব! শ্রীভগবানের চরণে প্রণাম করি, তিনি সর্ব্বমঙ্গলময়, সুতরাং যেরূপে হয় তিনিই ধর্ম্মরক্ষা করিবেন ॥ ১৫—৩২

অন্বয়ঃ।—প্রজাপতিঃ (প্রজাপতীনাং সৃষ্টিকর্ত্তৃণাং পতিঃ প্রধানঃ) সঃ (ব্রহ্মা) পুরঃ (সমীপে) ইত্থং (পূর্ব্বোক্তবাক্যং গৃণতঃ) (কথয়তঃ) পুত্রান্ (মরীচ্যাদীন্) দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতঃ (লজ্জিতঃ সন্) তদা তন্বং (তনুং লক্ষণয়া ভাবমিত্যর্থঃ) তত্যাজ (পরিত্যক্তবান্) ঘোরাং (নিন্দনীয়াং) তাং (ব্রহ্মপরিত্যক্তামবস্থাং) দিশঃ (দিঙ্‌মণ্ডলানি) জগৃহুঃ (গৃহীতবত্যঃ) যৎ নীহারং তমঃ (হিমময়ম্ আবরণং) বিদুঃ (জ্ঞানিনো জানন্তি) ॥ ৩৩ ॥

মূলানুবাদ।—প্রজাপতিদিগের অধিপতি ব্রহ্মা নিজের সম্মখে পুত্রগণকে ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে দেখিয়া লজ্জিতচিত্তে সেই ভাব ত্যাগ করিলেন। ব্রহ্মার পরিত্যক্ত সেই কুৎসিত অবস্থাটীকে দিক্‌সমূহ গ্রহণ করিল, যাহাকে তুষারময় আবরণ বলিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥

চাতুর্হোত্রং কর্ম্মতন্ত্রমুপবেদনয়ৈঃ সহ ।
ধর্ম্মস্য পাদাশ্চত্বারস্তথৈবাশ্রমবৃত্তয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ ।

স বৈ বিশ্বসৃজামীশো বেদাদীন্ মুখতোঽসৃজৎ ।
যদ্‌যদ্‌যেনাসৃজদ্দেবস্তন্মে ব্রূহি তপোধন ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ ।—অহং (ব্রহ্মা) যথা পুরা (পূর্ব্বপূর্ব্বকল্পবৎ) সমবেতান্ (সুব্যবস্থিতান্) লোকান্ (স্থূ নানি) কথং (কেনোপায়েন) স্রক্ষ্যামি (জনয়িষ্যামি) [ইতি] ধ্যায়তঃ (ভাবয়তঃ) স্রষ্টুঃ (ব্রহ্মণঃ) চতুর্ম্মুখাৎ (চতুঃসঙ্খ্যাযুক্তাৎ মুখাৎ) কদাচিৎ (একদা) বেদাঃ আসন্ (আবির্ভূতা বভূবুঃ) ॥ ৩৪ ॥

মূলানুবাদ ।—পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে লোকগুলি যেরূপ সুব্যবস্থিত ছিল, সম্প্রতি আবার সেইরূপে উক্ত কি ভাবে সৃষ্টি করিব, ব্রহ্মা এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কোনও একসময় তাঁহার চতুর্ম্মুখ হইতে চতুর্ব্বে আবির্ভূত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরটীকা ।—তেজীয়সামিতি তেজস্বিনামপি সুশ্লোক্যং সৎকীর্ত্তিদং ন ভবতী। যেষাং তেজীয়সা বৃত্তম্ ॥ ৩১।১২ ॥ তন্বং তনুম্ ॥ ৩৩ ॥ স্রক্ষ্যামীত্যভিধ্যায়তঃ স্রষ্টুর্ব্রহ্মণঃ চতুঃসংখ্যাযুক্তান্মুখাৎ। সমবেতান্ সুসঙ্গতান্। যথা পুরা প্রাক্‌কল্পে ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ ।—উপবেদনয়ৈঃ সহ (উপবেদা আয়ুর্ব্বেদাদয়ঃ, নয়া নীতিশাস্ত্রাণি, তৈঃ সহ) চাতুর্হো (হোতা উদ্‌গাতা, অধ্বর্য্যুঃ, ব্রহ্মা চ ইতি চত্বারো হোতারঃ, তেষামিদং তন্নিষ্পাদ্যমিতি যাবৎ) কর্ম্মতন্ত্র (যজ্ঞবিস্তারঃ) ধর্ম্মস্য চত্বারঃ পাদাঃ (সম্পূর্ণা অংশাঃ) তথৈব আশ্রমবৃত্তয়ঃ (আশ্রমোচিতব্যাপারাঃ) [আসন্নিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ] ॥ ৩৫ ॥

মূলানুবাদ ।—উপবেদ, নীতিশাস্ত্র, চতুর্ব্বিধ হোতৃ-সাধ্য যজ্ঞসমূহ, চতুষ্পাদ ধর্ম্ম ও আশ্রমের বৃত্তি সকল—এই সমস্ত ব্রহ্মার মুখচতুষ্টয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছেলেন ॥ ৩৫ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—নিজকন্যা সরস্বতীর প্রতি ব্রহ্মার অসঙ্গত প্রবৃত্তি দর্শনে মরীচি, অত্রি প্রভৃতি তদীয় পুত্রগণ তাঁহাকে নানা প্রকার সুযুক্তিপূর্ণ প্রতিষেধক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহা শ্রব করিয়া ব্রহ্মার অন্তঃকরণে গ্লানি উপস্থিত হইল, লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া তিনি সে সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি সংযত করিয়া তৎক্ষণাৎ নিজ রাজসিক ভাব সমুদয় ত্যাগ করিলেন। মূলে—“তন্বং তত্যাজ”, এই শ্লোকাংশের শ্রীধরস্বামিপাদের টীকায় “তন্বং তনুং” এইরূপ ব্যাখ্যা আছে। ইহাতে মনে হয়, ব্রহ্মা বুঝি মনের গ্লানিতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ৩৪ সঙ্খ্যক শ্লোক হইতে ব্রহ্মার অন্যপ্রকার কার্য্যের বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ ব্রহ্মার পরমায়ু দ্বিপরার্দ্ধকাল—যাহা পূর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছে, তাহা ত সৃষ্টির প্রারম্ভেই শে হইতে পারে না, সুতরাং তখন তাঁহার দেহত্যাগ সম্ভব হইতে পারে না। অতএব “তন্বং ত্যাজ” স্থলের তাৎপর্য্য অর্থ প্রকৃত দেহত্যাগ নহে, তবে সেই তাৎকালিক দেহাবচ্ছেদে যে উচ্ছৃঙ্খল ভাব ব্রহ্মাতে উৎপ হইয়াছিল, তিনি সেই ভাবটিকেই তখন ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই ভাবত্যাগরূপ অর্থই তনুত্যাগ শব্দে বুঝিয়া লইলে আর কোনও অসামঞ্জস্য হয় না। যাহা হউক, ব্রহ্মা তখন সংযতচিত্তে আবার সৃষ্টির জন্য ভাবনা করিতে করিতে শ্রীভগবানের কৃপায় অকস্মাৎ তাঁহার চতুর্ম্মুখ হইতে সাম, যজুঃ, ঋক্ ও অথর্ব্ব এই

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ঋগ্ যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যান্ বেদান্ পূর্ব্বাদিভির্ম্মুখৈঃ।
শাস্ত্রমিজ্যাং স্তুতিস্তোমং প্রায়শ্চিত্তং ব্যধাৎ ক্রমাৎ ॥৩৭॥
আয়ুর্ব্বেদং ধনুর্ব্বেদং গান্ধর্ব্বং বেদমাত্মনঃ।
স্থাপত্যঞ্চাসৃজদ্বেদং ক্রমাৎ পূর্ব্বাদিভির্ম্মুখৈঃ ॥৩৮॥
ইতিহাসপুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ।
সর্ব্বেভ্য এব বক্ত্রেভ্যঃ সসৃজে সর্ব্বদর্শনঃ ॥৩৯॥

চারি বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি উপবেদ, এবং যজ্ঞাদি কর্ম্মপ্রকলাপ ও আশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতি প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ৩৩-৩৫

অন্বয়ঃ।--তপোধন! (হে মুনে!) বিশ্বসৃজাং (প্রজাপতীনাম্) ঈশঃ (অধিপতিঃ) স দেবঃ (ব্রহ্মা) মুখতঃ বেদাদীন্ অসৃজদ্ বৈ ("বৈ" ইতি প্রসিদ্ধৌ, তথা চ মুখাৎ বেদাদীন্ প্রকটিতবান্ ইতি প্রসিদ্ধঃ) [কিন্তু] যেন যেন (মুখাদিনা অঙ্গেন) যদ্যৎ (বেদাদিকম্) অসৃজৎ মে (মম সমীপে) তৎ (সর্ব্বং) ব্রূহি (কথয়) ॥ ৩৬

মূলানুবাদ।—শ্রীবিদুর কহিলেন—হে মুনিবর! প্রজাপতিগণের অধিপতি ব্রহ্মা মুখ হইতে বেদ প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা প্রসিদ্ধ বটে, কিন্তু তাঁহার যে যে অঙ্গ হইতে যাহা যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই বিষয় আমার নিকট বর্ণনা করুন ॥ ৩৬

শ্রীধরটীকা।—চাতুর্হোত্রং হোত্রাদীনাং চতুর্ণাং কর্ম্ম। কর্ম্মতন্ত্রং যজ্ঞবিস্তারঃ। উপবেদৈঃ নয়ৈশ্চ সহ। আশ্রমাস্তদ্বৃত্তয়শ্চাসন্ ॥ ৩৫ ॥ মুখতঃ মুখেভ্যঃ ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—পূর্ব্বাদিভির্ম্মুখৈঃ ক্রমাৎ ঋগ্ যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যান্ (ঋগ্ যজুঃ সাম অথর্ব্বেতি চতুর্ব্বিধা আখ্যা যেষাং তান্) বেদান্ শাস্ত্রং (হোতুঃ কর্ম্ম মন্ত্রাদিকং) ইজ্যাম্ (অধ্বর্য্যোঃ কর্ম্ম) স্তুতিস্তোমং (স্তুতিং সঙ্গীতভাগং স্তোমঞ্চ উদ্গাতৃপ্রযোজ্যং ত্রিবৃদাদিকং) প্রায়শ্চিত্তং (ব্রহ্মপ্রযোজ্যং কর্ম্ম) ব্যধাৎ (বিহিতবান্) ॥ ৩৭

মূলানুবাদ।—মৈত্রেয় বলিলেন, ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব এই বেদচতুষ্টয় এবং শাস্ত্র, ইজ্যা, সঙ্গীত ও তন্নিমিত্ত ঋক্সমূহ, এবং প্রায়শ্চিত্ত নামক চতুর্ব্বিধ হোতার কার্য্য—এই সমুদয় ব্রহ্মা ক্রমশঃ স্বকীয় পূর্ব্বাদি মুখচতুষ্টয় হইতে সম্পাদন করিয়াছেন ॥ ৩৭

শ্রীধরটীকা।—চাতুর্হোত্রসৃষ্টিক্রমমাহ। শাস্ত্রম্ অপ্রগীতমন্ত্রস্তোত্রং হোতুঃ কর্ম্ম। ইজ্যামধ্বর্য্যোঃ কর্ম্ম। স্তুতিস্তোমং স্তুতিঃ সঙ্গীতং স্তোত্রং স্তোমং তদর্থমৃক্সমুদায়ম্। ত্রিবৃৎ স্তোমো ভবতীত্যাদিবিহিতমুদ্গাতৃপ্রযোজ্যম্। প্রায়শ্চিত্তং ব্রাহ্মম্ ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—আয়ুর্ব্বেদং (চিকিৎসাশাস্ত্রং) ধনুর্ব্বেদম্ (অস্ত্রাদিশাস্ত্রং) গান্ধর্ব্বং বেদং (সঙ্গীতশাস্ত্রং) স্থাপত্যং বেদঞ্চ (বিশ্বকর্ম্মশাস্ত্রং শিল্পশাস্ত্রমিতি যাবৎ) ক্রমাৎ আত্মনঃ (নিজস্য) পূর্ব্বাদিভিঃ মুখৈঃ অসৃজৎ ॥ ৩৮

যোড়শ্যুক্‌থৌ পূর্ব্ববক্ত্রাৎ পুরীষ্যগ্নিষ্টুতাবথ ।
আপ্তোর্যামাতিরাত্রৌ চ বাজপেয়ং সগোসবম্ ॥৪০॥
বিদ্যা দানং তপঃ সত্যং ধর্ম্মস্যেতি পদানি চ ।
আশ্রমাংশ্চ যথাসংখ্যমসৃজৎ সহ বৃত্তিভিঃ ॥৪১॥
সাবিত্রং প্রাজাপত্যঞ্চ ব্রাহ্মঞ্চাথ বৃহৎ তথা ।
বার্ত্তাসঞ্চয়শালীনশিলোঞ্ছ ইতি বৈ গৃহে ॥৪২॥

মূলানুবাদ ।—আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, সঙ্গীতশাস্ত্র ও শিল্পশাস্ত্র এই উপবেদগুলিও ব্রহ্মা ক্রমশঃ পূর্ব্বাদি মুখচতুষ্টয় হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ ।—সর্ব্বদর্শনঃ (সর্ব্বজ্ঞঃ) ঈশ্বরঃ (সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা) ইতিহাসপুরাণানি (ইতিহাসপুরাণস্বরূপং) পঞ্চমং বেদং সর্ব্বেভ্য এব বক্ত্রেভ্যঃ (মুখেভ্যঃ) সসৃজে (সৃষ্টবান্) ॥ ৩৯

মূলানুবাদ ।—সর্ব্বদর্শী ভগবান্ ব্রহ্মা পঞ্চম বেদস্বরূপ ইতিহাস ও পুরাণশাস্ত্রসকল মুখ হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৩৯

শ্রীধরটীকা ।—উপবেদক্রমমাহ আয়ুর্ব্বেদমিতি । আত্মনো মুখৈঃ । স্থাপত্যং বিশ্বকর্ম্মশাস্ত্রম্ ॥ ৩৮।৩৯

অন্বয়ঃ ।—পূর্ব্ববক্ত্রাৎ (সন্মুখস্থমুখাৎ) যোড়শ্যুক্‌থৌ (যোড়শিনম্ উক্‌থঞ্চেতি যজ্ঞাঙ্গদ্বয়ম্) অথ (দক্ষিণবক্ত্রাৎ ইত্যাদিক্রমো বোধ্যঃ) পুরীষ্যগ্নিষ্টুতৌ (পুরীষী চয়নাখ্যসংস্কারঃ, অগ্নিষ্টুৎ অগ্নিষ্টোমযাগঃ তৌ) আপ্তোর্যামাতিরাত্রৌ চ (যজ্ঞবিশেষৌ পশ্চিমবক্ত্রাৎ ইতি বোধ্যং) সগোসবং বাজপেয়ং (গোসবং বাজপেয়ঞ্চ যজ্ঞদ্বয়ম্) [উত্তরবক্ত্রাৎ অসৃজদিতি পরত্রান্বয়ঃ] ॥ ৪০

মূলানুবাদ ।—ব্রহ্মা সম্মুখস্থ মুখ হইতে যাড়শী ও উক্‌থ নামক যজ্ঞপদবিশেষ, দক্ষিণ দিকের মুখ হইতে অগ্নিচয়ন নামক সংস্কার ও অগ্নিষ্টোম নামক যাগ, পশ্চাৎদিগের মুখ হইতে আপ্তোযাম ও অতিরাত্র নামক যাগদ্বয় এবং বামদিকের মুখ হইতে গোসব ও বাজপেয় নামক যজ্ঞদ্বয় সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৪০

শ্রীধরটীকা ।—কর্ম্মতন্ত্রক্রমমাহ যোড়শ্যুক্‌থাবিতি । পুরীষী চয়নম্ অগ্নিষ্টুৎ অগ্নিষ্টোমঃ ॥ ৪০

অন্বয়ঃ ।—বিদ্যা (শৌচং) দানং (দয়া) তপঃ সত্যঞ্চ ইতি ধর্ম্মস্য পদানি (চত্বারি স্থানানি) বৃত্তিভিঃ সহ (ব্যাপারভেদৈঃ সহ) আশ্রমান্ (ব্রহ্মচর্য্যাদীন্ চতুরঃ) যথাসঙ্খ্যং (ক্রমেণ) অসৃজৎ ॥ ৪১

মূলানুবাদ ।—শৌচ, দয়া, তপস্যা ও সত্য, ধর্ম্মের এই চারিটি পাদ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয় ও তাহার উপযোগী বিশেষ বিশেষ ব্যাপার সকল তিনি ক্রমে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৪১

শ্রীধরটীকা ।—বিদ্যেতি শৌচং, ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরজ্ঞানাদ্বিশুদ্ধিঃ পরমা মতেতি স্মৃতেঃ । দানমিতি দয়া, ভুতাভয়প্রদানস্য কলাং নার্হন্তি যোড়শীমিতি বচনাৎ । এবঞ্চ তপঃ শৌচং দয়া সত্যমিতি পাদাঃ কৃতে কৃতা ইতি প্রথমস্কন্ধোক্তেরবিরোধঃ ॥ ৪১

অন্বয়ঃ ।—সাবিত্রম্ (উপনয়নাদারভ্য গায়ত্রীমধীয়ানস্য ত্রিরাত্রং ব্যাপ্য যদ্ ব্রহ্মচর্য্যং তৎ) প্রাজাপত্যং (ব্রতান্যাচরতঃ সংবৎসরপর্য্যন্তং যদ্ ব্রহ্মচর্য্যং তৎ) ব্রাহ্মং (বেদাধ্যয়নপর্য্যন্তং ব্রহ্মচর্য্যং) বৃহৎ (নৈষ্ঠিকম্ আজীবনং ব্রহ্মচর্য্যমিতি যাবৎ) [এবং বিধা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমবৃত্তয়ো বোধ্যাঃ] বার্ত্তাসঞ্চয়শালীনশিলোঞ্ছঃ

বৈখানসা বালিখিল্যোডুম্বরাঃ ফেনপা বনে ।
ন্যাসে কুটীচকঃ পূর্ব্বং বহ্বোদো হংসনিষ্ক্রিয়ৌ ॥ ৪৩ ॥

(একবচনমত্র আর্ষং, বার্ত্তা অনিষিদ্ধকৃষ্যাদিঃ, সঞ্চয়ঃ যাজনাদিঃ শালীনম্ অযাচিতবৃত্তিঃ, শিলোঞ্ছঃ পতিতধান্যাদিবৃত্তিঃ) ইতি বৈ (এতা এব বৃত্তয়ঃ) গৃহে (গৃহস্থাশ্রমে) [বিহিতা ইতি শেষঃ] ॥ ৪২ ॥

মূলানুবাদ ।—সাবিত্র, প্রাজাপত্য, ব্রাহ্ম ও বৃহৎ এই চারি প্রকার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বিহিত এবং অনিষিদ্ধ কৃষিকর্ম্মাদি, যাজন, অযাচিতবস্তুপরিগ্রহ ও শিলোঞ্ছবৃত্তি এই সকল বৃত্তি গৃহস্থাশ্রমে বিহিত ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরটীকা ।—ব্রহ্মচর্য্যাদ্যাশ্রমেষু একৈকস্য চাতুর্ব্বিধ্যমাহ। সাবিত্রং ব্রহ্মচর্য্যম্ উপনয়নাদারভ্য গায়ত্রীমধীয়ানস্য ত্রিরাত্রম্। প্রাজাপত্যং ব্রতান্যাচরতঃ সংবৎসরম্। ব্রাহ্মং বেদগ্রহণান্তম্। বৃহৎ নৈষ্ঠিকম্। বার্ত্তা অনিষিদ্ধকৃষ্যাদিবৃত্তিঃ । সঞ্চয়ো যাজনাদিবৃত্তিঃ। শালীনম্ অযাচিতবৃত্তিঃ। শিলোঞ্ছঃ পতিতকণিশকণবৃত্তিঃ। একবচনমার্ষম্। ইত্যেতা গৃহে বৃত্তয় ইতি। যদ্বা শিলোঞ্ছ ইতি দ্বন্দৈক্যে সপ্তমী এবং বৃত্তিভেদে সতি গৃহে স্থিতা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ ।—বনে (বানপ্রস্থাশ্রমে) বৈখানসাঃ (অকৃষ্টপচ্যবৃত্তয়ঃ) বালিখিল্যোডুম্বরাঃ (বালিখিল্যাঃ নবেহন্নে লব্ধে সতি পূর্ব্বসঞ্চিতান্নত্যাগিনঃ, ঔডুম্বরাশ্চ প্রাতরুত্থায় প্রথমং যাং দিশং পশ্যন্তি তত এব সমাহৃতৈঃ ফলাদিভিঃ জীবনং ধারয়ন্তঃ) ফেনপাঃ (স্বয়ংপতিতৈঃ ফলাদিভিঃ জীবন্তঃ) [এবঞ্চ বানপ্রস্থাবলম্বিনাং চতুর্দ্ধা ভেদাৎ তত্তদ্বৃত্তয়োঽপি তথা চতুর্বিধাঃ] ন্যাসে (সন্ন্যাসাশ্রমে) পূর্ব্বং (নিম্নস্তরে) কুটীচকঃ (স্বাশ্রম কর্ম্মপ্রধানঃ) বহ্বোদঃ (জ্ঞানাভ্যাসপ্রধানঃ গুণীভূতকর্ম্মা) হংসনিষ্ক্রিয়ৌ (হংসঃ জ্ঞানাভ্যাসমাত্রনিষ্ঠঃ, নিষ্ক্রিয়ঃ প্রাপ্ততত্ত্বঃ তৌ) [এবঞ্চ চতুর্বিধসন্ন্যাসিভেদাৎ তদ্বৃত্তয়োঽপি চতুর্বিধাঃ] ॥ ৪৩ ॥

মূলানুবাদ ।—বানপ্রস্থ আশ্রমেও বৈখানস, বালিখিল্য, ঔডুম্বর ও ফেনপ এই চারি প্রকার সম্প্রদায়ভেদে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি এবং সন্ন্যাস আশ্রমে কুটীচক, বহ্বোদ, হংস এবং নিষ্ক্রিয় এই চারি সম্প্রদায়ের চারি প্রকার বৃত্তি ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধরটীকা ।—বনে স্থিতাশ্চত্বারঃ তত্র বৈখানসা অকৃষ্টপচ্যবৃত্তয়ঃ, বালিখিল্যা নবেহন্নে লব্ধে পূর্ব্বসঞ্চিতান্নত্যাগিনঃ, ঔডুম্বরাঃ প্রাতরুত্থায় যাং দিশং প্রথমং পশ্যন্তি তত আহৃতৈঃ ফলাদিভির্জীবন্তঃ। ফেনপাঃ স্বয়ংপতিতৈঃ ফলাদিভির্জীবন্তঃ। কুটীচকঃ স্বাশ্রমধর্ম্মপ্রধানঃ। বহ্বোদঃ কর্ম্মোপসর্জ্জনীকৃত্য জ্ঞানাভ্যাসপ্রধানঃ। হংসো জ্ঞানাভ্যাসনিষ্ঠঃ। নিষ্ক্রিয়ঃ প্রাপ্ততত্ত্বঃ। এতে চ সর্ব্বে যথোত্তরং শ্রেষ্ঠাঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।–ব্রহ্মার চারি মুখ হইতে চারি বেদ প্রভৃতি সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা মৈত্রেয়ের নিকট শ্রবণ করিয়া বিদুর বলিতেছেন—হে মুনিবর ! ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ হইতে চতুর্ব্বেদাদি সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা ত প্রসিদ্ধ কথা, তবে কোন্ মুখ হইতে কোন্ বেদ এবং অন্যান্য কোন্ কোন্ অঙ্গ হইতে কোন্ কোন্ বিষয় সৃষ্টি হইয়াছে তাহার বর্ণনা করুন। এই প্রার্থনা অনুসারে মৈত্রেয় ক্রমশঃ বিস্তারিত ভাবে বুঝাইতেছেন যে, সম্মুখে, দক্ষিণে, পশ্চাতে ও বামে এই চারিদিকে ব্রহ্মার চারিটি মুখ, উহা হইতে যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই বেদচতুষ্টয় এবং সেই সকল বেদবিহিত মন্ত্রাদি ও তত্তদনুষ্ঠানকারী হোতা প্রভৃতি এবং আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, সঙ্গীতশাস্ত্র ও শিল্পকলা এই উপবেদ চতুষ্টয় উদ্ভূত হইয়াছে। ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ বলিয়া কথিত হয়, উহা ব্রহ্মার সকল মুখ হইতেই নির্গত হইয়াছে। এইরূপে যজ্ঞ, তাহার অঙ্গাদি, আশ্রম চতুষ্টয় ও তাহার বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি, মৈত্রেয় এ সকল বিষয়েরই ক্রমিক উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন।

আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিস্তথৈব চ।
এবং ব্যাহৃতয়শ্চাসন্ প্রণবো হ্যস্য দহ্রতঃ ॥ ৪৪ ॥

ইহার মধ্যে আশ্রম ও তাহার বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা আবশ্যক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ের জন্যই শাস্ত্রে আশ্রমানুযায়ী ধর্ম্মপ্রতিপালনের ব্যবস্থা আছে। অনাশ্রমী অবস্থায় অর্থাৎ নিয়মিত কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ হইয়া স্বেচ্ছাচারী অবস্থায় থাকা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, "অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু ক্ষণমাত্রমপি দ্বিজ।" "হে দ্বিজ! নিজ অধিকারানুরূপ আশ্রমধর্ম্ম অবলম্বন না করিয়া কেহ ক্ষণমাত্রও থাকিবে না।" আশ্রম সম্বন্ধে শাস্ত্র এই যে—"চত্বার আশ্রমাশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ। গার্হস্থ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ বানপ্রস্থঞ্চ ভিক্ষুকং। গার্হস্থ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ বানপ্রস্থং ততো মতাঃ। ক্ষত্রিয়স্যাপি কথিতা আশ্রমাস্ত্রয় এব হি॥ ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যমাশ্রমদ্বিতয়ং বিশঃ। গার্হস্থ্যমুচিতং ত্বেকং শূদ্রস্য স্বধমাচরেৎ॥" "ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এই চতুর্ব্বিধ আশ্রম ব্রাহ্মণের পক্ষে বিহিত, সন্ন্যাসভিন্ন অপর তিনটী ক্ষত্রিয়ের পক্ষে, প্রথম দুইটি বৈশ্যের, আর কেবল গার্হস্থ্য শূদ্রের পক্ষে বিহিত, ইহা সময়ানুসারে আচরণ করিবে।' এস্থলে মৈত্রেয়মুনি প্রত্যেক আশ্রমেরই বিভিন্ন প্রণালী অনুসারে আবার চারিপ্রকার সম্প্রদায়ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন; যথা - উপনয়নকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিরাত্র ব্রহ্মচর্য্যপালন সাবিত্র, একবৎসর পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় নিয়মপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন প্রাজাপত্য, যতদিন বেদাধ্যয়ন করিবে ততদিন পর্য্যন্ত যথানিয়ম ব্রহ্মচর্য্যপালন ব্রাহ্ম, আর সারাজীবন ব্রহ্মচর্য্যপালন নৈষ্ঠিক বা বৃহৎ নামে কথিত হইয়াছে। এইরূপ গৃহস্থাশ্রমে কোন সম্প্রদায় কৃষ্যাদি ব্যবসায়ী, কেহ যাজনাদিপরায়ণ, কেহ বা প্রার্থনা না করিয়া যাহা প্রাপ্ত হন তদ্দ্বারা জীবিকাসম্পাদনকারী, কেহ বা শিলোঞ্ছবৃত্তিপরায়ণ। বানপ্রস্থাশ্রমেও কোন সম্প্রদায় বৈখানস অর্থাৎ ভূমিকে কর্ষন না করিয়া শস্য উৎপাদনকারী, কেহ বালিখিল্য অর্থাৎ নূতন খাদ্য না পাওয়া পর্য্যন্তই পূর্ব্বসঞ্চিত খাদ্য ব্যবহার করেন, কিন্তু নূতন পাইলে আর পূর্ব্বতন খাদ্য রাখেন না; কেহ ঔডুম্বর, অর্থাৎ প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রথমতঃ যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, কেবল সেই দিক হইতেই ফলাদি যাহা কিছু পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা জীবিকাসম্পাদনকারী, আর কেহ বা ফেনপ অর্থাৎ যে সকল ফল-পত্রাদি বৃক্ষ হইতে স্বয়ং বিগলিত হয়, তদ্দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী। সন্ন্যাস আশ্রমেও ঐরূপ; কোন সম্প্রদায় কুটীচক অর্থাৎ নিজ আশ্রম ধর্ম্মে প্রধান, কেহ বাহ্বোদ অর্থাৎ জ্ঞান অভ্যাসকে প্রধানরূপে অবলম্বন করিয়া গৌণভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত, কেহ হংস, অর্থাৎ কেবল জ্ঞানপথে প্রবৃত্ত, আর কেহ বা নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ ঐহিক ক্রিয়ার দ্বারাই তত্ত্বসাক্ষাৎকারে সমর্থ হওয়ায় আর নূতন ক্রিয়ায় লিপ্ত না হইয়া অবস্থিত। এই সমস্ত বৃত্তির মধ্যে সর্ব্বত্রই উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ প্রত্যেক আশ্রমেই যে চারি চারি প্রকার প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে, ঐ প্রতেক প্রণালী চতুষ্টয়েরই চতুর্থটী সর্ব্বপ্রধান, যদি উহা সম্ভব না হয়, তবে তৃতীয় এইরূপে অসমর্থপক্ষে ক্রমিক পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর অবলম্বনীয় ॥ ৩৬—৪৩ ॥

অন্বয়ঃ ;—আন্বীক্ষিকী (ন্যায়বিদ্যা) ত্রয়ী (বেদঃ) বার্ত্তা (কৃষ্যাদিশাস্ত্রং) দণ্ডনীতিঃ (অর্থশাস্ত্রম্) এবং ব্যাহৃতয়ঃ (ভূর্ভুবঃস্বরিতি প্রত্যেকশঃ তিস্রঃ সমুদিতা চৈকা ইতি চতুর্ব্বিধাঃ) তথৈব চ (পূর্ব্বাদিমুখক্রমেণ) আসন্ (বভুবুঃ) প্রণবো হি (ওঁকারো হি) অস্য (ব্রহ্মণঃ) দহ্রতঃ (হৃদয়াকাশাৎ) [আসীদিতি শেষঃ] ॥ ৪৪ ॥

তস্যোষ্ণিগাসীল্লোমভ্যো গায়ত্রী চ ত্বচো বিভোঃ।
ত্রিষ্টুম্মাংসাৎ স্নুতোঽনুষ্টুব্‌জগত্যস্থ্নঃ প্রজাপতেঃ।
মজ্জায়া পঙ্‌ক্তিরুৎপন্না বৃহতী প্রাণতোঽভবৎ ॥৪৫॥
স্পর্শস্তস্যাভবজ্জীবঃ স্বরো দেহ উদাহৃতঃ।
উষ্মাণমিন্দ্রিয়াণ্যাহুরন্তস্থা বলমাত্মনঃ।
স্বরাঃ সপ্ত বিহারেণ ভবন্তি স্ম প্রজাপতেঃ ॥৪৬॥
শব্দব্রহ্মাত্মনস্তস্য ব্যক্তাব্যক্তাত্মনঃ পরঃ।
ব্রহ্মাবভাতি বিততো নানাশক্ত্যুপবৃংহিতঃ ॥৪৭॥

মূলানুবাদ ঃ—ন্যায়বিদ্যা, বেদ, কৃষিবাণিজ্যাদিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র এবং ব্যাহৃতিচতুষ্টয়—ইঁহারাও ব্রহ্মার মুখ হইতে পূর্ব্বাদিক্রমে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং ওঁকার তাঁহার হৃদয়াকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন ॥ ৪৪

শ্রীধরটীকা ঃ—ন্যায়াদীনাং পূর্ব্বাদিক্রমেণোৎপত্তিমাহ আন্বীক্ষিকীতি। আন্বীক্ষিক্যাদ্যাঃ মোক্ষধর্ম্ম-কামার্থবিদ্যাঃ। ব্যাহৃতয়ঃ ভূর্ভুবঃস্বরিতি ব্যস্তাস্তিস্রঃ, সমস্তা চতুর্থী, যথাহ আশ্বলায়নঃ—এবং ব্যাহৃতয়ঃ প্রোক্তা ব্যস্তাঃ সমস্তা ইতি। যদ্বা মহ ইতি চতুর্থী। তথা চ শ্রুতিঃ—ভূর্ভুবঃস্বরিতি বা এতাস্তিস্রো ব্যাহৃ-তয়ঃ। তাসামুহ স্মৈতাং চতুর্থী মাহাচমস্য প্রবেদয়তে মহ ইতীতি। দহ্রতঃ হৃদয়াকাশাৎ ॥ ৪৪

অন্বয়ঃ ঃ—প্রজাপতেঃ (সৃষ্টিকর্ত্তুঃ) তস্য বিভোঃ (ব্রহ্মণঃ) লোমভ্যঃ (লোমসমূহাৎ) উষ্ণিক্ (ছন্দোবিশেষঃ) ত্বচঃ (চর্ম্মণঃ) গায়ত্রী, মাংসাৎ ত্রিষ্টুপ্, স্নুতঃ (স্নায়ুমণ্ডলাৎ) অনুষ্টুপ্, অস্থ্নঃ (অস্থি-প্রদেশাৎ) জগতী চ আসীৎ। মজ্জায়াঃ পঙ্‌ক্তিঃ উৎপন্না, বৃহতী চ প্রাণতঃ অভবৎ ॥ ৪৫

মূলানুবাদ ঃ—সেই প্রজাপতি ব্রহ্মার লোমপুঞ্জ হইতে উষ্ণিক্, চর্ম্ম হইতে গায়ত্রী, মাংস হইতে ত্রিষ্টুপ্, স্নায়ু হইতে অনুষ্টুপ্, অস্থি হইতে জগতী, মজ্জা হইতে পঙ্‌ক্তি ও প্রাণ হইতে বৃহতী নামক ছন্দঃ উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধরটীকা ঃ—স্নাতঃ স্নায়ুতঃ। অনুষ্টুপ্ স্নাবান্ ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—তস্য (ব্রহ্মণঃ) জীবঃ (জীবাত্মা) স্পর্শঃ (স্পর্শবর্ণঃ ককারাদিমকারপর্য্যন্তঃ) অভবৎ, দেহঃ স্বরঃ (অকারাদিবর্ণঃ) উদাহৃতঃ (খ্যাতঃ) ইন্দ্রিয়াণি উষ্মাণম্ (উষ্মবর্ণান্ শ-ষ-স-হেতিচতুষ্টয়রূপান্) আহুঃ (জ্ঞানিনো বদন্তি) আত্মনঃ (নিজস্য) বলং (সামর্থ্যম্) অন্তস্থাঃ (য-র-ল-বা অভবন্নিতি শেষঃ) [তথা] প্রজাপতেঃ (ব্রহ্মণঃ) বিহারেণ (ক্রীড়য়া) সপ্ত স্বরাঃ (ষড়জপ্রভৃতয়ঃ) ভবন্তি স্ম ॥ ৪৬

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মার জীবাত্মা ক হইতে ম পর্য্যন্ত পচিশটী স্পর্শবর্ণ, দেহ স্বরবর্ণ, ইন্দ্রিয়গণ উষ্মবর্ণ অর্থাৎ শ ষ স হ, আর স্বীয় বল অন্তস্থ অর্থাৎ য র ল ব এই সকল বর্ণমালার সৃষ্টি করিল। তাঁহার ক্রীড়া দ্বারা (ষড়্‌জ, মধ্যম, ধৈবত, নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার ও পঞ্চম এই) সপ্তস্বর উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৬

শ্রীধরটীকা ঃ—মহাকল্পে শব্দব্রহ্মপোঽভবদিত্যুক্তং তদেব দর্শয়ন্ বর্ণানামুৎপত্তিমাহ স্পর্শ ইতি সার্দ্ধেন। স্পর্শঃ কাদিবর্গপঞ্চকম্। স্বরঃ আকারাদিঃ। উষ্মানং শ-ষ-স-হ-চতুষ্কম্। অন্তস্থাঃ য-র-ল-বা। সপ্ত স্বরাঃ ষড়্‌জাদয়ঃ। বিহারেণ ক্রীড়য়া ॥ ৪৬

অন্বয়ঃ ঃ—ব্যক্তাব্যক্তাত্মনঃ (ব্যক্তঃ বৈখরীকো বাগ্‌ব্যাপারঃ, অব্যক্তঃ প্রণবঃ, তদুভয়াত্মকস্য)

ততোঽপরামুপাদায় স সর্গায় মনো দধে ॥৪৮॥
ঋষীণাং ভূরিবীর্য্যাণামপি সর্গমবিস্তৃতম্ ।
জ্ঞাত্বা তদ্ধৃদয়ে ভূয়শ্চিন্তয়ামাস কৌরব ॥৪৯॥
অহো অদ্ভুতমেতন্মে ব্যাপৃতস্যাপি নিত্যদা ।
ন হ্যেধন্তে প্রজা নূনং দৈবমত্র বিঘাতকম্ ॥৫০॥
এবং যুক্তকৃতস্তস্য দৈবঞ্চাবেক্ষতস্তদা ।
কস্য রূপমভূদ্দ্বেধা যৎ কায়মভিচক্ষতে ॥৫১॥
তাভ্যাং রূপবিভাগাভ্যাং মিথুনং সমপদ্যত ॥৫২॥

শব্দব্রহ্মাত্মনঃ (বেদময়স্য) তস্য (ব্রহ্মণঃ) নানাশক্ত্যুপবৃংহিতঃ (নানাবিধশক্তিপ্রণোদিতঃ) ব্র (পরিপূর্ণস্বরূপঃ) পরঃ (পরমেশ্বরঃ) বিততঃ (স্বরূপবিস্তারকারী, ইন্দ্রাদিরূপঃ সন্নিতি যাবৎ) অবভা (প্রকাশতে) ॥ ৪৭

মূলানুবাদ ।—বৈখরী অর্থাৎ ভাষারূপে ব্যক্ত, আর ওঁকাররূপে অব্যক্ত সেই বেদময় ব্রহ্মার অং শক্তিবলে আকৃষ্ট হইয়া পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ পরমেশ্বর ইন্দ্রাদিরূপে প্রকটমূর্ত্তি হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥ ৪৭

শ্রীধরটীকা ;—অতএব শব্দতনুত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরো নিত্যং প্রকাশতে ইত্যাহ ব্যক্তো বৈখ অব্যক্তঃ প্রণবঃ, তদাত্মনস্য ব্রহ্মণ পরঃ পরমেশ্বরঃ অবভাতি । কীদৃশঃ ? ব্রহ্ম পরিপূর্ণঃ । তত্রাব্য ক্তাত্মনো ব্রহ্মরূপো বিততোঽবভাতি, ব্যক্তাত্মনো নানাশক্ত্যুপবৃংহিত ইন্দ্রাদিরূপোঽবভাতি ॥ ৪৭

অন্বয়ঃ ;—[হে] কৌরব ! ততঃ (তদনন্তরং) সঃ (ব্রহ্মা) ভূরিবীর্য্যাণাং (বহুলশক্তিসম্পন্নানাং ঋষীণাং (মুনীনাং) সর্গমপি (সৃষ্টিব্যাপারমপি) অবিস্তৃতং জ্ঞাত্বা অপরাম্ (অনিষিদ্ধকামসঙ্গ দাম্পত্যময়ীমবস্থাম্) উপাদায় (পরিগৃহ্য) সর্গায় (সৃষ্টিসম্পাদনায়) মনো দধে (অভিলষিতবান্) (তস্মাদ্ধেতোঃ) হৃদয়ে (মনসি) ভূয়ঃ চিন্তয়ামাস ॥ ৪৮।৪৯

মূলানুবাদ ;—হে বিদুর ! মহাবীর্য্যশালী মুনিগণ কর্ত্তৃকও সৃষ্টিবিস্তার সম্পাদিত হইতেছে দেখিয়া ব্রহ্মা তদনন্তর দাম্পত্য অবস্থা গ্রহণপূর্ব্বক সৃষ্টিসম্পাদনের নিমিত্ত অভিলাষী হইলেন; হেতু মনে মনে পুনর্ব্বার ভাবিতে লাগিলেন ॥ ৪৮।৪৯

শ্রীধরটীকা ;—যা পূর্ব্বং বিসৃষ্টা সতী নীহারং তমোঽভবৎ । ততোঽপরাম্ অনিষিদ্ধকামসঙ্গা তনুম্ । শব্দব্রহ্মতনুস্তু সদাস্ত্যেব ॥ ৪৮ ॥ তন্বন্তরগ্রহণে কারণমাহ ঋষীণামিত্যাদিনা ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ ;—[চিন্তাপ্রকারমাহ]—নিত্যদা (সর্ব্বদা) ব্যাপৃতস্যাপি (সৃষ্টিবিষয়ে যত্নবতোঽপি) মে (মম) প্রজাঃ (সন্ততয়ঃ) ন হি এধন্তে (নৈব বর্দ্ধন্তে) অহো এতৎ অদ্ভুতম্, অত্র (সৃষ্টিবিস্তারাভাব বিষয়ে) নূনং নিশ্চিতং দৈবং বিঘাতকং (প্রতিকূলং) ॥ ৫০

মূলানুবাদ ।—আমি সর্ব্বদা সৃষ্টিবিষয়ে যত্নবান্ হইলেও আমার সন্ততি বৃদ্ধি পাইতেছে না, বড়ই আশ্চর্য্য ; নিশ্চয় দৈবই এ বিষয়ে প্রতিকূল ॥ ৫০

অন্বয়ঃ ।—এবং (পূর্ব্বোক্তরূপেণ) যুক্তকৃতঃ (যুক্ত যোগঃ, ভাবে নিষ্ঠাপ্রত্যয়াৎ, তথা চ ধ্যানমিতি তদর্থঃ, তৎকরোতি যঃ স যুক্তকৃৎ, তস্য ধ্যানকারিণ ইতি যাবৎ) দৈবঞ্চ অবেক্ষতঃ (প্রমাণীকুর্ব্বতঃ,

যস্তু তত্র পুমান্ সোঽভূন্মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ স্বরাট্।
স্ত্রী যাসীচ্ছতরূপাখ্যা মহিষ্যস্য মহাত্মনঃ ॥৫৩॥
তদা মিথুনধর্ম্মেণ প্রজা হ্যেধাম্বভূবিরে ॥৫৪॥
স চাপি শতরূপায়াং পঞ্চাপত্যান্যজীজনৎ।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ তিস্রঃ কন্যাশ্চ ভারত।
আকূতির্দেবহূতিশ্চ প্রসূতিরিতি সত্তম ॥৫৫॥
আকূতিং রুচয়ে প্রাদাৎ কর্দ্দমায় তু মধ্যমাম্।
দক্ষায়াদাৎ প্রসূতিঞ্চ যত আপূরিতং জগৎ ॥৫৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
বিদুরমৈত্রেয়সংবাদে সৃষ্টিবর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১২॥

শতৃপ্রয়োগ আর্ষঃ) তস্য কস্য (ব্রহ্মণঃ) রূপং (স্বরূপং) তদা দ্বেধা (দ্ব্যাত্মকম্) অভূৎ যৎ (স্বরূপং) কায়ম্ অভিচক্ষতে (বদন্তি লোকা ইতি শেষঃ) তাভ্যাং রূপবিভাগাভ্যাং (বিভক্তস্বরূপাভ্যাং) মিথুনং (স্ত্রীপুংসৌ) সমপদ্যত (বভূব) ॥ ৫১।৫২

মূলানুবাদ ঃ—দৈবের প্রতি নির্ভর করিয়া ব্রহ্মা এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে তাঁহার মূর্ত্তি দুই ভাগে বিভক্ত হইল। "ক" শব্দে ব্রহ্মা, তাঁহা হইতেই প্রথম মূর্ত্তিবিভাগ হইয়াছে বলিয়া অদ্যাপি মূর্ত্তিকে "কায়" বলিয়া থাকে। ঐ বিভক্ত মূর্ত্তি দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ সম্পন্ন হইল ॥ ৫১।।২

অন্বয়ঃ।—তত্র (তয়োঃ স্ত্রীপুংসয়োর্মধ্যে) যস্তু পুমান্ (পুরুষঃ) সঃ স্বরাট্ (স্বপ্রসিদ্ধঃ) স্বায়ম্ভুবঃ মনু অভূৎ, যা স্ত্রী সা অস্য মহাত্মনঃ (স্বায়ম্ভুবমনোঃ) শতরূপা নাম্নী (মহিষী অসীৎ) ॥ ৫৩

মূলানুবাদ ঃ—তন্মধ্যে যিনি পুরুষ, তিনি স্বনামখ্যাত স্বায়ম্ভুব মনু হইলেন; আর যিনি স্ত্রী, তিনি তাঁহার শতরূপা নাম্নী মহিষী হইলেন ॥ ৫৩

শ্রীধরটীকা।—চিন্তামেবাহ অহো ইতি। ব্যাপৃতস্য ব্যাপারং কুর্ব্বাণস্য ॥ ৫০ ॥ যুক্তকৃতঃ যথোচিতং কুর্ব্বতঃ। অতএব কস্য ব্রহ্মণঃ ইদং রূপং দ্বিধাভূতমিত্যাশ্চর্য্যং কায়মদ্যাপি অভিচক্ষতে ॥ ৫১।৫২ ॥ যা স্ত্রী সা অস্য মহীষ্যাসীৎ ॥ ৫৩

অন্বয়ঃ ঃ—তদা হি (তস্মিন্নেব কালে) মিথুনধর্ম্মেণ (সুরতেন) প্রজাঃ (সন্ততয়ঃ) এধাম্বভূবিরে (বিস্তৃতা বভূবুঃ) ॥ ৫৪

মূলানুবাদ ঃ—সেই হইতেই স্বামী-স্ত্রী সহযোগে প্রজা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ৫৪

অন্বয়ঃ ঃ—[হে] সত্তম! ভারত! সঃ (স্বায়ম্ভুবো মনুঃ) শতরূপায়াং (তস্যাং মহিষ্যাং) প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ (প্রিয়ব্রতনামকম্ উত্তানপাদনামকঞ্চেতি পুত্রদ্বয়ং) আকূতিঃ, দেবহূতিঃ, প্রসূতিরিতি চ তিস্রঃ কন্যাশ্চাপি [ইত্যেবং সমষ্ট্যা] পঞ্চ অপত্যানি অজীজনৎ (উৎপাদয়ামাস) ॥ ৫৫

মূলানুবাদ।—হে সুজনপ্রবর বিদুর! উক্ত স্বায়ম্ভুব মনু সেই শতরূপা-গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক দুইটী পুত্র এবং আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি নামে তিনটী কন্যা, এই পাঁচটী সন্তান উৎপাদন করিলেন ॥ ৫৫

অন্বয়ঃ ।—[সঃ] আকুতিং রুচয়ে প্রাদাৎ (দত্তবান্) মধ্যমাং তু (দেবহূতিং) কর্দ্দমায় [প্রা প্রসূতিঞ্চ দক্ষায় অদাৎ, যতঃ (যাসাং সন্ততিভিঃ) জগৎ আপূরিতং (পরিপূর্ণং) ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

মূলানুবাদ ।—মনু আকূতিকে রুচি নামক মুনির সহিত, মধ্যমা দেবহূতিকে কর্দ্দম ঋষির এবং প্রসূতিকে দক্ষের সহিত বিবাহ প্রদান করেন। ইহাদের সন্তানের দ্বারাই জগৎ পূর্ণ হইয়াছে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মুলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

শ্রীধরটীকা ।—এধাম্বভূবিরে বৃদ্ধিং প্রাপ্তাঃ ॥ ৫৪ ॥ তদেবাহ স চাপীতি ॥ ৫৫ ॥ যতঃ সন্ততিভিঃ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—ব্রহ্মা নিজ মুখ হইতে ন্যায়, বেদ, কৃষি-বাণিজ্যাদি শাস্ত্র ও হৃদয় হইতে ওঁকার সৃষ্টি করিলেন এবং অকারাদি বর্ণমালা তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইল। কল্পভেদে ব্রহ্মা বিভিন্ন আবির্ভূত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন বটে, কিন্তু তাঁহার শব্দব্রহ্মরূপ অবস্থাটি সর্ব্বদাই বিরাজ থাকে। এই পাদ্ম কল্পে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন মাত্র, জন্মগ্রহণ করেন নাই; তিনি "অজ" অর্থাৎ নিত্য বস্তু; তাঁহার এই নিত্যতা শব্দব্রহ্মরূপে বর্ত্তমান, তিনি কেবল প্রতিকল্পে উপযোগী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হন, আবার কল্পাবসানে ভগবান্ শ্রীনারায়ণের মধ্যে লীন থাকেন। এই শব্দব্রহ্ম, অকারাদিবর্ণময় ভাষারূপে জগতে ব্যক্ত, আর ওঁকাররূপে অব্যক্ত ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এই ত্রিগুণাত্মক মূর্ত্তিত্রয়ের এক অব্যক্তরূপে অবস্থানই ওঁকার। এই ব্যক্ত বর্ণমালা ও অব্যক্ত ওঁকার রূপেই শব্দব্রহ্মের বিকাশ ; এইজন্যই মূলে ব্রহ্মার "ব্যক্তাব্যক্তাত্মনঃ" এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্মা অনন্তশক্তিশালী অথচ সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার বিস্তারসাধন করিয়া উঠিতে পারিতেছেন মরীচি প্রভৃতি মহাবীর্য্যশালী ঋষিগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতেও সৃষ্টিবিস্তারের সুবিধা হইল না স্বয়ংই তিনি দাম্পত্যধর্ম্মে সন্তান বৃদ্ধি করিতে অভিলাষী হইলেন ও দৈব নিতান্ত প্রতিকূল মনে করিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন—ইতিমধ্যে হঠাৎ তাঁহার মূর্ত্তি বিভক্ত হইয়া স্ত্রী ও পুরুষরূপে পরিণত হইল। পুরুষ স্বায়ম্ভুব মনুনামে এবং ঐ স্ত্রী তাঁহার পত্নী শতরূপা নামে প্রসিদ্ধ। এই দম্পতীর যোগেই পুত্রকন্যা সৃষ্টি বিস্তারিত হইতে লাগিল, যে বিস্তারের ফলে এই সমগ্র জগৎ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে ॥ ৪৪—৫৬

ইতি শ্রীধামশান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং
শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং
তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ঃ ॥ ১২

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

—০:*:০—

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশুক উবাচ।

নিশম্য বাচং বদতো মুনেঃ পুণ্যতমাং নৃপ।
ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ কৌরব্যো বাসুদেবকথাদৃতঃ ॥১॥

শ্রীবিদুর উবাচ।

স বৈ স্বায়ম্ভুবঃ সম্রাট্ প্রিয়ঃ পুত্রঃ স্বয়ম্ভুবঃ।
প্রতিলভ্য প্রিয়াং পত্নীং কিং চকার ততো মুনে ॥২॥
চরিতং তস্য রাজর্ষেরাদিরাজস্য সত্তম।
ব্রূহি মে শ্রদ্দধানায় বিষ্বক্সেনাশ্রয়ো হ্যসৌ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—নৃপ (হে রাজন্ পরীক্ষিৎ!) কৌরব্যঃ (বিদুরঃ) বদতঃ (কথয়তঃ) মুনেঃ (মৈত্রেয়স্য) পুণ্যতমাং বাচম্ (অতিপবিত্রাং কথাং) নিশম্য (শ্রুত্বা) বাসুদেবকথাদৃতঃ (শ্রীহরিপ্রসঙ্গানুরক্তঃ সন্) ভূয়ঃ (পুনরপি) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসিতবান্)॥ ১

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্! বর্ণনাকারী মৈত্রেয় মুনির এই সকল পবিত্রতম কথা শ্রবণ করিয়া বিদুর শ্রীগোবিন্দকথায় অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ১

অন্বয়ঃ।—মুনে! (হে মৈত্রেয়!) স্বয়ম্ভুবঃ (ব্রহ্মণঃ) প্রিয়ঃ পুত্রঃ সম্রাট্ সঃ স্বায়ম্ভুবঃ প্রিয়াং পত্নীং (শতরূপাং) প্রতিলভ্য (প্রাপ্য) ততো বৈ (তদনন্তরমেব) কিং চকার ?॥ ২

মূলানুবাদ।—শ্রীবিদুর কহিলেন—হে মুনিবর! ব্রহ্মার প্রিয়পুত্র সম্রাট্ সেই স্বায়ম্ভুব মনু প্রিয়পত্নী শতরূপাকে লাভ করিয়া তদনন্তর কি করিলেন ?॥ ২

অন্বয়ঃ।—[হে] সত্তম! আদিরাজস্য তস্য রাজর্ষেঃ (স্বায়ম্ভুবস্য) চরিতং শ্রদ্দধানায় মে ব্রূহি (কথয়) হি (যতঃ) অসৌ (মনুঃ) বিষ্বক্সেনাশ্রয়ঃ (বিষ্বক্সেনঃ শ্রীহরি আশ্রয়ো যস্য সঃ শ্রীহরিচরণাশ্রিত ইত্যর্থঃ)॥ ৩

মূলানুবাদ।—হে বিজ্ঞবর! সেই আদিরাজ রাজর্ষি মনুর চরিতকথা আমার নিকট বর্ণনা করুন, আমি শ্রদ্ধাসহকারে উহা শ্রবণ করিব, কারণ তিনি ভগবান্ শ্রীহরির আশ্রিত॥ ৩

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।—

ত্রয়োদশে সিসৃক্ষায়াং মনোরাকস্মিকাপ্লুতাম্। ধরামুদ্ধর্ত্তুমদ্ভুতাৎ ক্রোড়াদ্দৈত্যেন্দ্রসূদনম্॥
স্বয়ম্ভুবঃ পুত্রঃ তদ্দেহাংশত্বাৎ॥ ১।২॥ বিষ্বক্সেনো হরিরেবাশ্রয়ো যস্য সঃ॥ ৩

শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ ।
তত্তদ্‌গুণানুশ্রবণং মুকুন্দপাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্ ॥৪॥

শ্রীশুক উবাচ ।

ইতি ব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং সহস্রশীর্ষ্ণশ্চরণোপধানম্ ।
প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াং প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট ॥৫॥

অন্বয়ঃ।—যেষাং হৃদয়েষু (চিত্তেষু) মুকুন্দপাদারবিন্দং (শ্রীগোবিন্দপাদপদ্মং) [বিরাজতে] তত্তদ্‌গুণানুশ্রবণং (তেষাং তেষাং গুণানুশ্রবণম্ এব) সুচিরশ্রমস্য (বহুকালশ্রমোপার্জ্জিতস্য) পুংসাং শ্রুতস্য (শাস্ত্রালোচনাদেঃ) অঞ্জসা (যথার্থঃ) অর্থঃ (প্রয়োজনং) সুরিভিঃ (পণ্ডিতৈঃ) ঈড়িতঃ, ননু (স্তুত এব)। ৪

মূলানুবাদ।—যাঁহাদের হৃদয়মধ্যে ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের চরণারবিন্দ বিরাজিত, তাঁহাদের গুণকথা-শ্রবণ করাই লোকের বহুকালীন শ্রমোপার্জ্জিত শাস্ত্রালোচনাদির যথার্থ প্রয়োজন ; পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক উহা অত্যন্ত প্রশংসিত হইয়া থাকে ॥ ৪

শ্রীধরটীকা।—অতস্তস্য চরিতং শ্রোতব্যমিত্যাহ। সুচিরং শ্রমো যস্মিন্ তস্য পুংসাং শ্রুতস্য অঞ্জসা মুখ্যত্বেন অয়মেবার্থ ঈড়িতঃ স্তুতঃ। ননু মুকুন্দপাদারবিন্দং যেষাং যেষাং হৃদয়েষ্বস্তি তেষাং তেষাং ভাগবতানাং গুণানুশ্রবণমিতি যৎ ॥ ৪

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—বিদুর মহামুনি মৈত্রেয়ের মুখে শ্রীভগবানের অনন্তমহিমপ্রকাশক প্রস্তাব যতই শুনিতেছেন, ততই তাঁহার চিত্ত ঐ প্রকার কথাশ্রবণে আকৃষ্ট হইতেছে। না হইবেই বা কেন? এই শ্রীগ্রন্থেই উক্ত আছে—“কস্তৃপ্নুয়াত্তীর্থপদোঽভিধানাৎ সত্রেষু বঃ সুরিভিরীড্যমানাৎ। যঃ কর্ণনাড়ীং পুরুষস্য যাতো ভবপ্রদাং গেহরতিং ছিনত্তি ॥” পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অতিপ্রশংসিত শ্রীগোবিন্দকথামৃত আস্বাদন করিয়া কে তৃপ্ত হইতে পারে ? কেহই নহে, কারণ অমৃতের ন্যায় মাধুর্য্যপূর্ণ ঐ সকল কথা যাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করে, তাহার দেহ-গেহাদি অন্য কোনও দিকে বাসনা থাকে না, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন সমস্তই ঐ অমৃত প্রবাহে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে চাহে। বিদুরেরও অবস্থা ঐরূপ ঘটিয়াছে, তাই তিনি আবার অতি শ্রদ্ধাসহকারে প্রার্থনা করিতেছেন—হে মুনিবর ! সেই স্বায়ম্ভুব মনু শতরূপা নাম্নী পত্নীকে লাভ করিয়া কি কি করিয়াছিলেন, তাহা আমি আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ; কারণ তিনি অত্যন্ত ভগবৎপরায়ণ। যাঁহারা ভগবদ্‌ভক্ত, যাঁহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা শ্রীগোবিন্দের নামলীলাদি গুণানুবাদ শ্রবণ কীর্ত্তনাদির জন্য ঐকান্তিক অনুরাগ, সেই সকল ভক্তগণের চরিতকথাশ্রবণ জীবের অতিশয় বাঞ্ছনীয়। ভক্তের সেবা করিলে, তাঁহাদের গুণগৌরবাদির পর্য্যালোচনা করিলে তাহাতেও শ্রীভগবানের তৃপ্তিসাধান করা হয়, সুতরাং সেই মনুর চরিত্র কথা আমার নিকট বর্ণনা করুন ॥ ১—৪

অন্বয়ঃ।—প্রণীয়মানঃ (বিদুরেণ জিজ্ঞাসয়া প্রের্য্যমাণঃ) মুনিঃ (মৈত্রেয়ঃ) ভগবৎকথায়াং (ভগবৎপ্রসঙ্গোল্লেখে সতি) প্রহৃষ্টরোমা (পুলকিতঃ সন্) ইতি ব্রুবাণং (পূর্ব্বোক্তবাক্যবাদিনং) বিনীতং সহস্রশীর্ষ্ণঃ (বিষ্ণোঃ) চরণোপধানং (পদাশ্রয়ং) বিদুরম্ অভ্যচষ্ট (কথিতবান্) ॥ ৫

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব কহিলেন—বিদুর এই সকল কথা বলিলে তাঁহার প্রার্থনায় প্রণোদিত হইয়া মৈত্রেয় মুনি ভগবৎপ্রসঙ্গোত্থাপনে পুলকিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রাপ্ত বিনীত বিদুরকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

যদা স্বভার্য্যয়া সার্দ্ধং জাতঃ স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতশ্চেদং বেদগর্ভমভাষত ॥৬॥
ত্বমেকঃ সর্ব্বভূতানাং জন্মকৃদ্বৃত্তিদঃ পিতা।
তথাপি নঃ প্রজানাং তে শুশ্রূষা কেন বা ভবেৎ ॥৭॥
তদ্বিধেহি নমস্তুভ্যং কর্ম্মস্বীড্যাত্মশক্তিষু।
যৎ কৃত্বেহ যশো বিষ্বগমুত্র চ ভবেদ্গতিঃ ॥৮॥

শ্রীধরটীকা।—সহস্রশীর্ষা শ্রীকৃষ্ণস্তস্য চরণাবুপাধীয়েতে যস্মিন্। শ্রীকৃষ্ণঃ প্রীত্যা যস্যোৎসঙ্গে চরণৌ প্রসারয়তীত্যর্থঃ। মুনিঃ মৈত্রেয়ঃ তমভ্যচষ্ট অভ্যভাষত। প্রণীয়মানঃ প্রবর্ত্ত্যমানঃ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।–[হে বিদুর !] স্বায়ম্ভুবো মনুঃ যদা স্বভার্য্যয়া সার্দ্ধং (তয়া শতরূপয়া সহ) জাতঃ (উৎপন্নঃ) [তদা] প্রাঞ্জলিঃ প্রণতশ্চ [সন্] বেদগর্ভং (ব্রহ্মাণম্) ইদং (বক্ষ্যমাণবাক্যম্) অভাষত (কথিতবান্) ॥ ৬

মূলানুবাদ।—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—স্বায়ম্ভুব মনু যখন নিজপত্নীসহকারে উৎপন্ন হইলেন, তখন তিনি ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ৬

শ্রীধরটীকা।—বেদগর্ভং ব্রহ্মাণম্ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—একঃ (কেবলঃ) ত্বং সর্ব্বভূতানাং জন্মকৃৎ (উৎপাদকঃ) বৃত্তিদঃ (জীবনধারণোপায়কারী চ) [অতঃ] পিতা, তথাপি তে (তব সম্বন্ধে) প্রজানাং নঃ (অপত্যানামস্মাকম্, অত্র কর্ত্তরি ষষ্ঠী) শুশ্রূষা (অস্মৎকর্ত্তৃকসেবা) কেন বা (কেন বা প্রকারেণ) ভবেৎ ? ॥ ৭

মূলানুবাদ।—হে ব্রহ্মন্! আপনিই এই সকল প্রাণিবর্গের পিতা, যেহেতু ইহাদের জন্মদান ও বৃত্তিব্যবস্থা আপনিই করিয়াছেন, (সুতরাং আপনি যদিও কাহারও অপেক্ষা রাখেন না) তথাপি আমরা আপনার সন্তান, কি প্রকারে আপনার সেবা করিতে পারিব ? [তাহা উপদেশ করুন] ॥ ৭

শ্রীধরটীকা।—ত্বমেবৈকঃ পিতা সর্ব্বেষাং যতো জন্মকৃৎ। বৃত্তিপ্রদঃ পোষকশ্চ ত্বমেব। অতস্তব যদ্যপি অন্যাপেক্ষা নাস্তি, তথাপ্যস্মাকং তে শুশ্রূষা কেন কর্ম্মণা ভবেৎ তদ্বিধেহীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—ঈড্য ! (হে স্তবার্হ !) তুভ্যং নমঃ, আত্মশক্তিষু (আত্মনঃ স্বস্য শক্তিঃ সামর্থ্যং যেষু তেষু স্বসাধ্যেষু ইত্যর্থঃ) কর্ম্মসু (মধ্যে) তৎ বিধেহি (কর্ত্তব্যত্বেন নির্দ্দিষ্টং কুরু) যৎ কৃত্বা ইহ (ইহকালে) যশঃ, অমুত্র চ (পরকালে চ) গতিঃ (মঙ্গলপ্রাপ্তিঃ) ভবেৎ ॥ ৮

মূলানুবাদ।—হে পূজনীয় ! আপনাকে নমস্কার করি, আমার নিজ সাধ্যানুরূপ কর্ম্মের মধ্যে (আপনার সেবার জন্য) তেমন কর্ম্ম কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দেশ করুন, যাহা করিলে ইহকালে সর্ব্বতোভাবে যশঃ ও পরকালে সদ্গতিলাভ হইবে ॥ ৮

শ্রীধরটীকা।—হে ঈড্য ! আত্মশক্তিষু অস্মচ্ছক্যেষু কর্ম্মসু মধ্যে কেন. কর্ম্মণা ভবেৎ তদ্বিধেহি ইদং কর্ত্তব্যমিতি কথয়। যৎ কৃত্বা যস্মিন্ কৃতে সতি বিষ্বক্ সর্ব্বতঃ ॥ ৮

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

প্রীতস্তুভ্যমহং তাত স্বস্তি স্তাদ্বাং ক্ষিতীশ্বর।
যন্নির্ব্যলীকেন হৃদা শাধি মেত্যাত্মনার্পিতম্ ॥৯॥
এতাবত্যাত্মজৈর্বীর কার্য্যা হ্যপচিতির্গুরৌ।
শক্ত্যা প্রমত্তৈর্গৃহ্যেত সাদরং গতমৎসরৈঃ ॥১০॥
স ত্বমস্যামপত্যানি সদৃশান্যাত্মনো গুণৈঃ।
উৎপাদ্য শাস ধর্ম্মেণ গাং যজ্ঞৈঃ পুরুষং যজ ॥১১॥
পরং শুশ্রূষণং মহ্যং স্যাৎ প্রজারক্ষণান্নৃপ।
ভগবাংস্তে প্রজাভর্ত্তুর্হৃষীকেশোঽনুতুষ্যতি ॥১২॥

অন্বয়ঃ।—[হে] তাত! ক্ষিতীশ্বর! তুভ্যমহং প্রীতঃ, বাং (তুভ্যং ত্বৎপত্ন্যৈ চ উভাভ্যাং) স্বস্তি স্তাৎ (কল্যাণমস্তু) যৎ (যস্মাৎ) মা (মাং) শাধীতি (অনুশিক্ষয়েতি) আত্মনা (ত্বয়া স্বয়মেব) নির্ব্যলীকেন (অকপটেন) হৃদা (চিত্তেন) অর্পিতং (নিবেদিতম্) ॥ ৯

মূলানুবাদ।—শ্রীব্রহ্মা কহিলেন—হে বৎস! তুমি যে স্বয়ং অকপটচিত্তে "আমাকে কর্ত্তব্য উপদেশ করুন" বলিয়া প্রার্থনা জানাইয়াছ, ইহাতে আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের কল্যাণ হউক ॥ ৯

শ্রীধরটীকা।—বাং যুবাভ্যাং স্বস্তি ভদ্রং স্তাৎ ভূয়াৎ। যদ্‌যতঃ মা মাং শাধি অনুশিক্ষয়েতি আত্মনা স্বয়মেবার্পিতং নিবেদিতম্ অতঃ প্রীতোঽস্মি ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—[হে] বীর! গুরৌ (পিত্রাদিগুরুজনং প্রতি) আত্মজৈঃ (পুত্রৈঃ) শক্ত্যা (শক্ত্যনুসারেণ) এতাবতী (ঈদৃশী) অপচিতিঃ (পূজা) কার্য্যা (কর্ত্তুমুচিতা), গতমৎসরৈঃ (ঈর্ষ্যাশূন্যচিত্তৈঃ) অপ্রমত্তৈঃ (মনোযোগিভিশ্চ সদ্ভিঃ) সাদরং (শ্রদ্ধাসহকারেণ) গৃহ্যেত (আজ্ঞা প্রতিপাল্যেত) ॥ ১০

মূলানুবাদ।—হে বীর! পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুজনদের প্রতি সাধ্যানুসারে এইরূপই সন্তানের পূজা করা উচিত, অন্যের প্রতি ঈর্ষ্যা না করিয়া একাগ্রচিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য ॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—অপচিতিঃ পূজা। গৃহ্যেতি ইতি আজ্ঞেতি শেষঃ। সনকাদয়ো ন কুর্ব্বন্তি বয়ং কিমিতি করিষ্যাম ইত্যেবম্ভূতো গতো মৎসরো যেভ্যঃ ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—সঃ ত্বম্ অস্যাং (শতরূপায়াম্) আত্মনঃ গুণৈঃ সদৃশানি (অনুরূপাণি) অপত্যানি (সন্ততীঃ) উৎপাদ্য ধর্ম্মেণ (ধর্ম্মানুসারেণ) গাং (পৃথিবীং) শাস (শাধি, পালয়েত্যর্থঃ) যজ্ঞৈঃ পুরুষং (ভগবন্তং) যজ (আরাধয়) ॥ ১১

মূলানুবাদ।—তুমি এই পত্নীতে আত্মসদৃশ গুণসম্পন্ন সন্তান উৎপাদন করিয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিতে থাক এবং যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা কর ॥ ১১

শ্রীধরটীকা।—গাং শাস শাধি পালয়েত্যর্থঃ। পুরুষং হরিম্ ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—[হে] নৃপ! প্রজারক্ষণাৎ (সুষ্ঠু প্রজাপালনাৎ) মহ্যং (তুমর্থে চতুর্থী, তথা চ মাং

যেষাং ন তুষ্টো ভগবান্ যজ্ঞলিঙ্গো জনার্দ্দনঃ।
তেষাং শ্রমো হ্যপার্থায় যদাত্মা নাদৃতঃ স্বয়ম্ ॥ ১৩ ॥

প্রণয়িতুমিত্যর্থঃ) পরং শুশ্রূষণং (মহতী শুশ্রূষা) স্যাৎ, প্রজাভর্ত্তুঃ (প্রজাপালকস্য) তে (তব সম্বন্ধে) ভগবান্ হৃষীকেশঃ (শ্রীহরিঃ) অনুতুষ্যতি (অচিরাৎ তুষ্টো ভবিষ্যতি) ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ।—হে রাজন্! তুমি সম্যক্‌রূপে প্রজাপালন করিলে তাহাতে আমার প্রীতিজনক যথেষ্ট শুশ্রূষা করা হইবে এবং প্রজাপালনে রত হইলে ভগবান্ শ্রীহরিও তোমার প্রতি অচিরে তুষ্ট হইবেন ॥ ১২ ॥

শ্রীধরটীকা।—প্রজাপালকস্য তে তুষ্টো ভবিষ্যতি ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।—যজ্ঞলিঙ্গঃ (যজ্ঞমূর্ত্তিঃ "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতি শ্রুতেঃ) ভগবান্ জনার্দ্দনঃ যেষাং (সম্বন্ধে) তুষ্টো ন, তেষাং শ্রমো হি (আত্মতৃপ্ত্যর্থং পরিশ্রমো হি) অপার্থায় (বৈফল্যায় পর্য্যবস্যতীতি শেষঃ) যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) স্বয়ম্ আত্মা ন আদৃতঃ (স্বাত্মা ন সুখীকৃতঃ পরমাত্মনঃ তুষ্ট্যভাবে স্বাত্মনোঽপি যথার্থতুষ্ট্যসম্ভবাৎ) ॥ .৩ ॥

মূলানুবাদ।—যজ্ঞরূপী ভগবান্ শ্রীহরি যাহাদের প্রতি তুষ্ট না হ'ন, তাহাদের সমস্ত পরিশ্রম বিফল; যেহেতু তাহাদের আত্মাই সুখী হইতে পারে না ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—যজ্ঞলিঙ্গঃ যজ্ঞমূর্ত্তিঃ। অপগতঃ অর্থো যস্মাৎ কেবল শ্রমায়ৈবেত্যর্থঃ। যদ্‌যস্মাৎ আত্মৈব স্বয়ং নাদৃতঃ তস্মিন্নতুষ্টে স্বার্থস্যৈবাসিদ্ধেঃ। সর্ব্বাত্মত্বাচ্চ তস্য ॥ ১৩ ॥

শ্রীভাগবতাম্বতবর্ষিণী।—স্বায়ম্ভুব মনুর চরিত্রকথা বর্ণণা করিবার জন্য মৈত্রেয় মুনির নিকট বিদুর অতি বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিয়াছেন, কারণ তিনি "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" "তৃণ অপেক্ষাও নত হইয়া শ্রীহরির নামকীর্ত্তনাদি করিবে" এই নীতি সর্ব্বতোভাবে তিনি প্রতিপালন করিয়া থাকেন। বিদুরের অসাধারণ বিনয়, ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণে আকৃষ্ট হইয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গৃহে অতি অকিঞ্চিৎকর খাদ্যও বিশেষ আনন্দের সহিত ভোজন করিয়াছিলেন এবং ভোজনান্তে বিদুরের ক্রোড়ে চরণসংস্থাপনপূর্ব্বক শয়ন করিয়াছিলেন; ইহা মহাভারতের প্রসিদ্ধ উপাখ্যান। বিদুরের এই অনন্যসুলভ সৌভাগ্যসূচনার জন্যই মূলে "সংশ্রশীর্ষ্ণশ্চরণোপধানং" এই বিশেষণটি উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, বিদুরের প্রার্থনায় মৈত্রেয় মুনি সানন্দে তাঁহার নিকট মনুর চরিত্রকথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু স্বীয় পত্নীসহ জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন—হে পিতঃ! আপনি আদেশ করুন—কিরূপ কর্ম্ম করিলে আপনার তৃপ্তি সাধিত হইবে? ব্রহ্মা কহিলেন—বৎস! তোমার এই সরলতাপূর্ণ নিবেদন শ্রবণে আমি পরম প্রীত হইয়াছি; সনকাদি ঋষিগণও আমার পুত্র, কিন্তু তাহারা আমার আদেশ প্রতিপালন করিল না, তুমি যে সেই দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতেছ না, "তাঁহারা করিলেন না, আমি কেন করিব" এরূপ ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইতেছ না, তোমার এই সদ্ব্যবহারে সুখী হইয়া আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি—তোমার মঙ্গল হউক। তুমি এই পত্নীতে আত্মসদৃশ সন্তান উৎপাদন করিয়া ধর্ম্মপথে পৃথিবী পালন করিতে থাক, তাহাতেই আমার পরম তৃপ্তি সম্পাদন করা হইবে এবং শ্রীভগবান্‌ও তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। শ্রীভগবানের তৃপ্তিতেই তোমার আত্মতৃপ্তি বা বিশ্বের তৃপ্তি সাধিত হইবে, "তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণীতে প্রীণীতং জগৎ" ॥ ৫—১৩ ॥

শ্রীমনুরুবাচ।

আদেশেঽহং ভগবতো বর্ত্তেয়ামীরসূদন।
স্থানন্ত্বিহানুজানীহি প্রজানাং মম চ প্রভো ॥ ১৪ ॥
যদোকঃ সর্ব্বভূতানাং মহী মগ্না মহাম্ভসি।
অস্যা উদ্ধরণে যত্নো দেব দেব্যা বিধীয়তাম্ ॥ ১৫ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

পরমেষ্ঠী ত্বপাং মধ্যে তথা সন্নামবেক্ষ্য গাম্।
কথমেনাং সমুন্নেষ্য ইতি দধ্যৌ ধিয়া চিরম্ ॥ ১৬ ॥
সৃজতো মে ক্ষিতির্বার্ভিঃ প্লাব্যমানা রসাং গতা।
অথাত্র কিমনুষ্ঠেয়মস্মাভিঃ সর্গযোজিতৈঃ।
যস্যাহং হৃদয়াদাসং স ঈশো বিদধাতু মে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।—[হে] অমীবসূদন! (অমীবং পাপং সূদয়তি নাশয়তি যঃ তৎসম্বোধনে, হে পাপনাশন ইতি তদর্থঃ) অহং ভগবতঃ (তব) আদেশে বর্ত্তেয় (স্থাস্যামি), তু (কিন্তু) প্রভো! ইহ (ইদানীং) প্রজানাং মম চ স্থানং (বাসযোগ্যং প্রদেশম্) অনুজানীহি ("অত্র বস্তব্য"মিতি নির্দ্দিশ) ॥ ১৪

মূলানুবাদ।—মনু কহিলেন—হে পাপহারিন্ প্রভো! আমি অবশ্যই আপনার আদেশ প্রতিপালন করিব; কিন্তু সম্প্রতি আপনি আমার ও প্রজাবর্গের বাসোপযোগী স্থান নির্দ্দেশ করুন ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—বর্ত্তেয় বর্ত্তিষ্যে। হে অমীবসূদন! পাপনাশন! অনুজানীহি অত্র স্থাতব্যমিতি অনুজ্ঞাং দেহি ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—দেব! (হে ব্রহ্মন্!) যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) সর্ব্বভূতানাং (সমস্তপ্রাণিনাম্) ওকঃ (স্থানভূতা) মহী (পৃথিবী) মহাম্ভসি (বিপুলে প্রলয়জলরাশৌ) মগ্না, [অতঃ] অস্যা দেব্যাঃ (পৃথিব্যাঃ) উদ্ধরণে (উদ্ধারবিষয়ে) যত্নঃ বিধীয়তাং (ক্রিয়তাং) [ত্বয়েতি শেষঃ] ॥ ১৫

মূলানুবাদ।—হে দেব! যেহেতু সমস্ত প্রাণীর আবাসস্থান পৃথিবী বিপুল প্রলয়জলরাশিতে মগ্ন হইয়া আছেন, অতএব তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য আপনি চেষ্টা করুন ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা।—মহীতি চেৎ অত আহ। যদোকঃ স্থানং সা মহী। হে দেব! অস্যা দেব্যাঃ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—পরমেষ্ঠী তু (ব্রহ্মা তু) গাং (পৃথিবীং) তথা (উক্তরূপেণ) অপাং মধ্যে (জলানামভ্যন্তরে) সন্নাং (মগ্নাম্) অবেক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) এনাং (পৃথিবীং) কথং (কেন প্রকারেণ) সমুন্নেষ্যে (উদ্ধরিষ্যামি) ইতি ধিয়া (মনসা) চিরং (বহুকালং ব্যাপ্য) দধ্যৌ (চিন্তিতবান) ॥ ১৬

মূলানুবাদ।—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—ব্রহ্মা তখন পৃথিবীকে ঐরূপ জলমগ্ন দেখিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, (আমি) কি প্রকারে এই পৃথিবীকে উদ্ধার করিব? ॥ ১৬

শ্রীধরটীকা।—পূর্ব্বং পানে কৃতেঽপি পুনরকাণ্ড এব উদ্ভুতানামপাং মধ্যে সন্নাম্ অবসন্নাং নিমগ্নাং কথমুন্নেষ্যে উদ্ধরিষ্যামি ॥ ১৬

ইত্যভিধ্যায়তো নাসাবিবরাৎ সহসানঘ।
বরাহতোকো নিরগাদঙ্গুষ্ঠপরিমাণকঃ ॥ ১৮ ॥
তস্যাভিপশ্যতঃ খস্থঃ ক্ষণেন কিল ভারত।
গজমাত্রঃ প্রববৃধে তদদ্ভুতমভূন্মহৎ ॥ ১৯ ॥
মরীচিপ্রমুখৈর্বিপ্রৈঃ কুমারৈর্মনুনা সহ।
দৃষ্ট্বা তচ্ছৌকরং রূপং তর্কয়ামাস চিত্রধা ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ।—সৃজতো মে (অনাদরে ষষ্ঠী, তথা চ সৃজন্তং মামনাদৃত্য ইত্যর্থঃ) ক্ষিতিঃ (পৃথিবী) বার্ভিঃ (জলৈঃ) প্লাব্যমানা (আপ্লুতা সতী) রসাং গতা (রসাতলং প্রবিষ্টা) অথ (অতঃপরমপি) সর্গযোজিতৈঃ (ভগবতা সৃষ্টিকর্ম্মণি নিয়োজিতৈঃ) অস্মাভিঃ অত্র (পৃথিব্যা উদ্ধারবিষয়ে) কিম্ অনুষ্ঠেয়ং (কর্ত্তব্যং ?) যস্য (ভগবতঃ শ্রীহরেঃ) হৃদয়াৎ (সঙ্কল্পমাত্রাৎ) অহম্ আসম্ (উৎপন্নোঽস্মি) স ঈশঃ (সর্ব্বশক্তিমান্) মে (মম কর্ত্তব্যমিতি শেষঃ) বিদধাতু (সম্পাদয়তু) ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ।—(কি আশ্চর্য্য !) আমি সৃষ্টি করিতেছি, ইহার মধ্যেই পৃথিবী জলের দ্বারা আপ্লুত হইয়া রসাতলে গমন করিয়াছে। ভগবান্ ত আমাকে সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু অতঃপর এ বিষয়ে কি করা যাইবে ? যাঁহার সঙ্কল্পমাত্রে আমি উদ্ভূত হইয়াছি, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীহরিই আমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করুন ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরটীকা ;—চিন্তামেবাহ। সৃজতঃ সতঃ। বার্ভিঃ অদ্ভিঃ। রসাং রসাতলম্ ঈশ্বরেণ সর্গনিযুক্তৈরস্মাভিঃ। মেঽনুষ্ঠেয়ং স এব বিদধাতু সম্পাদয়তু ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ ;—অনঘ ! (হে নিষ্পাপ বিদুর !) ইতি (উক্তরূপম্) অভিধ্যায়তঃ (চিন্তয়তো ব্রহ্মণঃ) নাসাবিবরাৎ (নাসিকারন্ধ্রাৎ) সহসা (অকস্মাৎ) অঙ্গুষ্ঠপরিমাণকঃ বরাহতোকঃ (সূক্ষ্মবরাহঃ) নিরগাৎ (নির্গতো বভূব) ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ ;—হে নিষ্পাপ বিদুর ! ব্রহ্মা এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ তাঁহার নাসিকাছিদ্র হইতে একটি অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত সূক্ষ্ম বরাহ নির্গত হইল ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।—ভারত ! (হে ভরতবংশধর বিদুর !) অভিপশ্যতঃ তস্য (পশ্যন্তমেব ব্রহ্মাণমনপেক্ষ্য) [স বরাহঃ] খস্থঃ (আকাশস্থঃ সন্) ক্ষণেন গজমাত্রঃ কিল (গজপরিমিত এব, গজশব্দাৎ পরিমাণার্থে মাত্রট্ প্রত্যয়ঃ) প্রববৃধে (পরিবর্দ্ধিতোঽভূৎ) তৎ (তথাবিধপরিবর্দ্ধনং) মহৎ অদ্ভুতম্ (আশ্চর্য্যময়ম্) অভূৎ ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদ।—হে বিদুর ! ব্রহ্মা দেখিতে দেখিতে সেই বরাহ আকাশপথে অবস্থান করিয়া ক্ষণকালমধ্যেই বিশাল হস্তীর পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইল, এইরূপ বৃদ্ধি পাওয়া বড়ই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার হইয়াছিল ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।—কুমারৈঃ (নিজপুত্রৈঃ) মরীচিপ্রমুখৈঃ (মরীচিপ্রভৃতিভিঃ) বিপ্রৈঃ (ব্রাহ্মণৈঃ) মনুনা [চ] সহ [ব্রহ্মা] তৎশৌকরং রূপং (শূকরসম্বন্ধীয়াং তাং মূর্ত্তিং) দৃষ্ট্বা চিত্রধা (নানাবিধং) তর্কয়ামাস (বিতর্কং কৃতবান্) ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদ ;—ব্রহ্মা তখন নিজ পুত্র মরীচি প্রভৃতি বিপ্রগণ ও মনুর সহিত ঐ শূকরের মূর্ত্তি দেখিয়া নানা প্রকার বিতর্ক করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

কিমেতচ্ছূকরব্যাজং সত্ত্বং দিব্যমবস্থিতম্ ।
অহোবতাশ্চর্য্যমিদং নাসায়া মে বিনিঃসৃতম্ ॥ ২১ ॥
দৃষ্টোঽঙ্গুষ্ঠশিরোমাত্রঃ ক্ষণাদ্গণ্ডশিলাসমঃ ।
অপিস্বিদ্ভগবানেষ যজ্ঞো মে খেদয়ন্মনঃ ॥ ২২ ॥
ইতি মীমাংসতস্তস্য ব্রহ্মণঃ সহ সূনুভিঃ ।
ভগবান্ যজ্ঞপুরুষো জগর্জ্জাগেন্দ্রসন্নিভঃ ॥ ২৩ ॥
ব্রহ্মাণং হর্ষয়ামাস হরিস্তাংশ্চ দ্বিজোত্তমান্ ।
স্বগর্জ্জিতেন ককুভঃ প্রতিস্বনয়তা বিভুঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ ।—অহোবত ! (বিস্ময়ে অব্যয়ম্) শূকরব্যাজং (কপটশূকররূপসম্পন্নম্) এতৎ আশ্চর্য্য দিব্যং সত্ত্বং (স্বর্গীয়ো জীবঃ) মে (মম) নাসায়াঃ (নাসিকাতঃ) বিনিঃসৃতং (নির্গতং সৎ) ইদম্ অব-স্থিতং কিং ? ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদ ।—কি অদ্ভুত ঘটনা ! এ কি কোনও স্বর্গীয় প্রাণী শূকরচ্ছলে আমার নাসিকা হইতে নির্গত হইয়া এই আশ্চর্য্যমূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছে ? ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ ।—অঙ্গুষ্ঠশিরোমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠাগ্রপ্রমাণঃ) দৃষ্টঃ (পূর্ব্বম্ অবলোকিতঃ) ক্ষণাৎ (ক্ষণকালমধ্যে) গণ্ডশিলাসমঃ (স্থূলপ্রস্তরসদৃশঃ) [সঞ্জাত ইতি শেষঃ] এষ ভগবান্ যজ্ঞঃ (শ্রীহরিঃ) অপি স্বিৎ (বিতর্কার্থেঽ-ব্যয়ং, কিমু ইত্যর্থঃ) মে (মম) মনঃ খেদয়ন্ (স্বরূপপ্রচ্ছাদনেন মনোদুঃখং জনয়ন্) [ক্রীড়তি কিং ?] ॥২২॥

মূলানুবাদ ।—পূর্ব্বে ইহাকে অঙ্গুষ্ঠাগ্রপরিমিত দেখিয়াছি, ক্ষণকালমধ্যে ইহা স্থূল প্রস্তরতুল্য হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীহরিই কি নিজস্বরূপ গোপন করিয়া আমার মনে দুঃখ দান করিয়া এইভাবে ক্রীড়া করিতেছেন ? ॥ ২২ ॥

শ্রীধরটীকা ।—বরাহতোকঃ সূক্ষ্মো বরাহঃ ॥ ১৮ ॥ খস্থঃ আকাশে স্থিতঃ সন্ ॥ ২৯ ॥ চিত্রধা অনেকধা ॥ ২০।২১ ॥ পূর্ব্বমঙ্গুষ্ঠাগ্রপ্রমাণো দৃষ্টঃ। গণ্ডশিলা স্থূলপাষাণঃ তৎসমঃ। যজ্ঞো বিষ্ণুঃ। নিজরূপ-তিরোধানেন মে মনঃ খেদয়ন্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ ।—সূনুভিঃ (পুত্রৈঃ) সহ ইতি (এবংপ্রকারেণ) মীমাংসতঃ (পরস্মৈপদপ্রয়োগ আর্ষঃ, এবং চ মীমাংসমানস্য সিদ্ধান্তায় যত্নবত ইত্যর্থঃ) তস্য ব্রহ্মণঃ (সমীপে) ভগবান্ যজ্ঞপুরুষঃ (শূকররূপী শ্রীবিষ্ণুঃ) অগেন্দ্রসন্নিভঃ (পর্ব্বতরাজতুল্যবিশালমূর্ত্তিঃ সন্) জগর্জ্জ (গর্জ্জিতবান্) ॥ ২৩ ॥

মূলানুবাদ ।—ব্রহ্মা স্বীয় পুত্রগণের সহিত এইরূপ আলোচনা করিয়া প্রকৃততথ্য নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে বরাহরূপী ভগবান্ বিষ্ণু পর্ব্বতরাজের ন্যায় বিশালদেহশালী হইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ ।—বিভুঃ হরিঃ (বরাহমূর্ত্তিঃ ভগবান্) ককুভঃ (দিঙ্‌মণ্ডলানি) প্রতিস্বনয়তা (প্রতিধ্বনিভিঃ পূরয়তা) স্বগর্জ্জিতেন (নিজগর্জ্জনেন) ব্রহ্মাণং তান্ দ্বিজোত্তমাংশ্চ (মরীচিপ্রভৃতীংশ্চ) হর্ষয়ামাস ॥ ২৪ ॥

মূলানুবাদ ।—বরাহরূপী ভগবান্ নিজগর্জ্জনে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিলেন ; তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা ও মরীচি প্রভৃতি বিপ্রবর্গ আনন্দিত হইলেন ॥ ২৪ ॥

নিশম্য তে ঘর্ঘরিতং স্বখেদক্ষয়িষ্ণু মায়াময়শূকরস্য।
জনস্তপঃসত্যনিবাসিনস্তে ত্রিভিঃ পবিত্রৈর্মুনয়োঽগৃণন্ স্ম ॥ ২৫ ॥
তেষাং সতাং বেদবিতানমূর্ত্তির্ব্রহ্মাবধার্য্যাত্মগুণানুবাদম্।
বিনদ্য ভূয়ো বিবুধোদয়ায় গজেন্দ্রলীলো জলমাবিবেশ ॥ ২৬ ॥
উৎক্ষিপ্তবালঃ খচরঃ কঠোরঃ সটা বিধূন্বন্ খররোমশত্বক্।
খুরাহতাভ্রঃ সিতদংষ্ট্রঈক্ষাজ্যোতির্ব্বভাসে ভগবান্ মহীধ্রঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—ইতি মীমাংসমানস্য সতঃ। জগর্জ্জ অগর্জ্জৎ। গিরীন্দ্রতুল্যঃ ॥ ২৩ ॥ গর্জ্জনপ্রয়োজনমাহ ব্রহ্মাণমিতি ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ।—জনস্তপঃসত্যনিবাসিনঃ (বিসর্গান্ত "জনঃ"—শব্দবিবক্ষয়া এবং প্রয়োগঃ, জনাদিলোকত্রয়নিবাসিন ইত্যর্থঃ) তে (প্রসিদ্ধাঃ) তে মুনয়ঃ (ভৃগুপ্রভৃতয়ঃ) স্বখেদক্ষয়িষ্ণু (তেষাং যঃ খেদঃ অনিশ্চয়জনিতং দুঃখং তস্য ক্ষপয়িষ্ণু ক্ষয়কারকং) মায়াময়শূকরস্য (কপটশূকরমূর্ত্তেঃ) ঘর্ঘরিতং (তজ্জাত্যনুকরণশব্দং) নিশম্য (শ্রুত্বা) পবিত্রৈঃ ত্রিভিঃ (বেদমন্ত্রাদিভিঃ) অগৃণন্ স্ম (স্তুতবন্তঃ) ॥ ২৫ ॥

মূলানুবাদ।—জন, তপঃ ও সত্যলোকনিবাসী সেই সুপ্রসিদ্ধ ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ বরাহরূপী শ্রীভগবানের গর্জ্জন শ্রবণে অপরিচয় দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র বেদত্রয়ের মন্ত্রাদিদ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—ঘর্ঘরিতং তজ্জাত্যনুকরণধ্বনিম্। অনিশ্চয়েন যঃ স্বখেদঃ তস্য ক্ষয়িষ্ণু ক্ষপয়িষ্ণু নাশকম্। তে ইতি পুনরুক্তিঃ প্রসিদ্ধিখ্যাপনার্থা। ত্রিভিঃ পবিত্রৈঃ ঋগ্‌যজুঃসামমন্ত্রৈঃ অগৃণন্ অস্তুবন্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ।—বেদবিতানমূর্ত্তিঃ (বেদৈঃ বেদমন্ত্রৈঃ বিতানা স্তূয়মানা মূর্ত্তির্যস্য সঃ বরাহরূপী ভগবান্) তেষাং সতাং (ভৃগুপ্রভৃতিমুনিবর্গাণাম্) আত্মগুণানুবাদং (স্বকীয়গুণকীর্ত্তনম্) ব্রহ্ম (বেদম্) অবধার্য্য ভূয়ঃ (পুনরপি) বিনদ্য (গর্জ্জনং কৃত্বা) গজেন্দ্রলীলঃ (করিরাজতুল্যবিলাসঃ সন্) বিবুধোদয়ায় (বিবুধানাং দেবানাং ব্রহ্মাদীনাম্ উদয়ায় উপকারায় পৃথিবীসমুদ্ধরণায়েতি যাবৎ) জলম্ আবিবেশ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ২৬ ॥

মূলানুবাদ।—ভৃগুপ্রভৃতি মুনিগণ বেদমন্ত্রদ্বারা ঐ বরাহরূপী শ্রীভগবানের স্তব করায় তিনি মুনিগণকৃত স্বকীয় স্তুতিবাদকে বেদ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া (আনন্দবশতঃ) আবার গর্জ্জন করিয়া দেবগণের উপকারার্থ গজরাজের ন্যায় লীলা করিতে করিতে জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—বেদৈর্বিতন্যতে স্তূয়তে মূর্ত্তির্যস্য সঃ, অতএব আত্মনো গুণাননুবদতীতি তথা তৎ তেষাং ব্রহ্ম উচ্চারিতবেদমবধার্য্য জ্ঞাত্বা ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ।—[জলপ্রবেশোদ্যম] ভগবান্ মহীধ্রঃ (পৃথিবীসমুদ্ধর্ত্তা) উৎক্ষিপ্তবালঃ (উত্তোলিতপুচ্ছঃ) খচরঃ (আকাশচারী) কঠোরঃ (তীব্রবেগসম্পন্নঃ) সটাঃ (স্কন্দস্থরোমাবলীঃ) বিধুন্বন্ (কম্পয়ন্) খররোমশত্বক্ (তীব্ররোমযুক্তচর্ম্মা) খুরাহতাভ্রঃ (খুরৈঃ আহতম্ অভ্রং মেঘো যেন সঃ) সিতদংষ্ট্রঃ (শুভ্রদন্তঃ) ঈক্ষাজ্যোতিঃ (ঈক্ষা দৃষ্টিরেব জ্যোতির্যস্য সঃ তথাবিধঃ সন্) বভাসে (বিরাজিতবান্) ॥ ২৭ ॥

ঘ্রাণেন পৃথ্ব্যাঃ পদবীং বিজিঘ্রন্ ক্রোড়াপদেশঃ স্বয়মধ্বরাঙ্গঃ ।
করালদংষ্ট্রোঽপ্যকরালদৃগ্‌ভ্যামুদ্বীক্ষ্য বিপ্রান্ গৃণতোঽবিশৎ কম্ ॥ ২৮ ॥

মূলানুবাদ ।—পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তা সেই বরাহমূর্ত্তি ভগবান্ (জলপ্রবেশের উদ্যমে) পুচ্ছ উত্তোলনপূর্ব্বক লাফাইয়া আকাশে উঠিয়া অতি তীব্রবেগে নিজস্কন্ধস্থিত কেশরগুলি (ঘাড়ের লোমগুলি) কাঁপাইয়া খুরের দ্বারা মেঘে আঘাত করিতে লাগিলেন, তাঁহার চর্ম্মের উপর রোমাবলী অতি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, শুভ্রদন্ত শোভা পাইতে লাগিল এবং দৃষ্টিতে জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল—এইরূপে তিনি শোভাপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরটীকা ।—কথম্ভূতঃ সন্নাবিবেশ ইত্যপেক্ষায়ামাহ দ্বাভ্যাম্ । উচ্চৈঃ ক্ষিপ্তঃ বালঃ পুচ্ছং যেন। খচরঃ আকাশচারী । কঠোরঃ কঠিনঃ । সটাঃ স্কন্ধবালান্ । খরাণি তীব্রাণি রোমাণি যস্যাঃ সা ত্বক্ যস্য। খুরৈরাহতানি অভ্রাণি যেন । সিতদংষ্ট্রঃ অতিশুক্লদংষ্ট্রঃ । ঈক্ষা নিরীক্ষণমেব জ্যোতিঃ আলোকো যস্য তদা প্রকাশান্তরাভাবাৎ । বভাসে অশোভত । মহীধ্রঃ পৃথিব্যা উদ্ধর্ত্তা ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ ।—স্বয়মধ্বরাঙ্গঃ (স্বয়ং যজ্ঞমূর্ত্তিঃ সন্নপি) ক্রোড়াপদেশঃ (শূকরব্যাজঃ, অতএব) ঘ্রাণেন (নাসিকয়া) পৃথ্ব্যাঃ পদবীং (যেন পথা পৃথিবী রসাতলং গতা, তং পন্থানং) বিজিঘ্রন্ (গন্ধগ্রহণপূর্ব্বকম্ অন্বিষ্যন্) করালদংষ্ট্রোঽপি (ভীষণদন্তযুক্তোঽপি) অকরালদৃগ্‌ভ্যাং (প্রশান্তনেত্রাভ্যাং) গৃণতঃ (স্তুতিকারিণঃ) বিপ্রান্ (ভৃগুপ্রভৃতীন্) উদ্বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) কং (জলম্) অবিশৎ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ২৮ ॥

মূলানুবাদ ।—স্বয়ং যজ্ঞমূর্ত্তি হইলেও বরাহচ্ছলে তিনি ঘ্রাণের দ্বারা পৃথিবীর পথ (যে পথে পৃথিবী রসাতলে গিয়াছেন সেই পথ) অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং সুতীক্ষ্ণ দন্তে তাঁহার মুখমণ্ডল ভীষণ হইলেও তিনি স্তবকারী বিপ্রগণের প্রতি প্রশান্ত দৃষ্টিপাত করিয়া জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরটীকা ।—ক্রোড়াপদেশঃ বরাহচ্ছদ্মা, অতঃ স্বয়মধ্বরাঙ্গোঽপি পশুরিব ঘ্রাণেন বিজিঘ্রন্। গৃণতঃ স্তোতৃন্ বিপ্রানুদ্বীক্ষ্য উর্দ্ধং বীক্ষ্য কং জলমবিশৎ ॥ ২৮ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—ব্রহ্মা মনুকে আদেশ করিয়াছেন যে, তুমি একাগ্রচিত্তে প্রজাপালন কর, তাহাতেই আমার যথেষ্ট প্রীতি সম্পাদিত হইবে । মনু তখন দেখিলেন—ক্রমিক সৃষ্টিবিস্তার এবং প্রজাবর্গের সুশৃঙ্খলভাবে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিতে হইলে উপযুক্ত স্থানের আবশ্যক ; এদিকে পৃথিবী ত জলমগ্না । সুতরাং মনু ব্রহ্মার নিকট নিবেদন করিলেন—হে ব্রহ্মন্ ! আমি আপনার আদেশ সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতেছি, তবে আপনি কৃপা করিয়া এই জলমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করুন, কারণ প্রজাবর্গ ও আমার বাসযোগ্য স্থান না হইলে লোকবিস্তার বা রাজ্যসংস্থাপনাদি সম্ভবপর নহে । ব্রহ্মা তখন ঐ দিকে মনোযোগ করিয়া পৃথিবীকে জলমগ্না দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ; কারণ কিয়ৎকাল পূর্ব্বেই তিনি তপোবলে অতুল শক্তি লাভ করিয়া প্রলয়কালীন স্ফীত জলরাশিকে পান করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই—“তপসা হ্যেধমানেন বিদ্যয়া চাত্মসংস্থয়া । বিবৃদ্ধবিজ্ঞা বলো ন্যপাদ্বায়ুং সহাম্ভসা ।” এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে । এক্ষণে ব্রহ্মা ভাবিতে লাগিলেন—কি আশ্চর্য্য ! কোথা হইতে জল আসিয়া আবার পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে, অথচ আমি তাহা অনুভবও করিতে পারি নাই ; সম্প্রতি এ অবস্থায় আমি কি করি! অথবা আমার আর কি সাধ্য আছে ? যাঁহার ইচ্ছায় আমি উদ্ভূত হইয়াছি, যিনি আমাকে সৃষ্টিব্যাপারে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার কৃপা ব্যতিরেকে আর উপায় নাই । এইরূপ একান্ত মনে ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ ব্রহ্মার নাসিকাবিবর হইতে

সবজ্রকূটাঙ্গনিপাতবেগবিশীর্ণকুক্ষিঃ স্তনয়ন্নূদন্বান্।
উৎসৃষ্টদীর্ঘোর্ম্মিভুজৈরিবার্ত্তশ্চূক্রোশ যজ্ঞেশ্বর পাহি মেতি ॥ ২৯ ॥
খুরৈঃ ক্ষুরপ্রৈর্দরয়ংস্তদাপ উৎপারপারং ত্রিপরু রসায়াম্।
দদর্শ গাং তত্র সুষুপ্সুরগ্রে যাং জীবধানীং স্বয়মভ্যধত্ত ॥ ৩০ ॥

অঙ্গুষ্ঠাগ্রপ্রমাণ একটি অতি ক্ষুদ্র বরাহ নির্গত হইল ও তখনই ঐ বরাহ শূন্যমার্গে অবস্থিত থাকিয়া দেখিতে দেখিতে অতি বৃহদাকারে পরিণত হইল। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা ও তাঁহার পুত্র মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ বিস্মিতচিত্তে সেই বরাহ সম্বন্ধে নানারূপ বিতর্ক করিতেছেন,—এমন সময়ে বরাহটী অসাধারণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, ঐ গর্জ্জন শব্দে ব্রহ্মা ও তৎপুত্রগণ বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা সাধারণ বরাহের গর্জ্জন নহে, স্বয়ং ভগবান্ই কৃপা করিয়া এইরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং তখন তাঁহারা বেদমন্ত্রাদি দ্বারা ঐ মূর্ত্তির স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে প্রীত হইয়া বরাহরূপী ভগবান্ পশুজাতির অনুকরণে লাঙ্গুলসঞ্চালনাদি নানাবিধ ভাব প্রদর্শন করিয়া নাসিকাদ্বারা পৃথিবী দেবীর নিমজ্জনপথ আঘ্রাণ করিতে করিতে সেই জলরাশিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। লীলাময়ের লীলা অনন্ত, ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত সকল সময়ে তাঁহার মহিমা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, সুতরাং আমরা ক্ষুদ্র জীব কেমন করিয়া সেই লীলারহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব? ॥ ২৪—২৮

অন্বয়ঃ।—বজ্রকুটাঙ্গনিপাতবেগবিশীর্ণকুক্ষিঃ (বজ্রকূটঃ বজ্রময়ঃ পর্ব্বতঃ তদ্বৎ অঙ্গং যস্য সঃ বজ্রকূটাঙ্গঃ অতিকঠোরদেহঃ বরাহরূপো ভগবান্, তস্য নিপাতবেগেন পতনক্ষোভেণ বিশীর্ণা বিদীর্ণা কুক্ষিঃ যস্য সঃ) আর্ত্তঃ (কাতরঃ) স্তনয়ন্ (শব্দায়মানঃ) স উদন্বান্ (প্রলয়ার্ণবঃ) উৎসৃষ্টদীর্ঘোর্ম্মিভুজৈঃ (উৎসৃষ্টাঃ প্রসারিতাঃ দীর্ঘাঃ মহান্তঃ উর্ম্ময় এব ভুজাঃ তৈর্বিশিষ্টঃ সন্, অত্র বিশেষণে তৃতীয়া) [হে] যজ্ঞেশ্বর! মা (মাং) পাহি (রক্ষ) ইতি চুক্রোশ ইব (বিলাপং কৃতবানিব) ॥ ২৯

মূলানুবাদ। - বজ্রময়-পর্ব্বতসদৃশ অতিকঠিন দেহসম্পন্ন সেই বরাহমূর্ত্তি শ্রীভগবান্ যখন জলে ঝাঁপ দিলেন, তখন তাঁহার পতনবেগে সমুদ্রের অভ্যন্তর যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। সমুদ্র তখন অতি কাতরভাবে শব্দ করিলেন এবং বিশাল তরঙ্গরূপ দীর্ঘবাহু প্রসারিত করিয়া যেন "হে যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি! আমাকে রক্ষা কর" বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

শ্রীধরটীকা।—তদানীন্তনং সমুদ্রধ্বনিমুৎপ্রেক্ষতে। উদন্বান্ আর্ত্ত ইব স্তনয়ন্ শব্দং কুর্ব্বন্ ভো যজ্ঞেশ্বর মা মাং পাহি মা ভিন্ধি ইত্যেবং চুক্রোশ ইব। আর্ত্তসাদৃশ্যমাহ। উৎসৃষ্টাঃ প্রসারিতাঃ দীর্ঘা উর্ম্ময় এব ভুজাঃ তৈর্বিশিষ্টঃ। আর্ত্তত্বে হেতুঃ - বজ্রকূটঃ বজ্রময়পর্ব্বতঃ তদ্বদঙ্গং যদ্ ভগবতস্তস্য নিপাতবেগেন বিশীর্ণা কুক্ষির্যস্য ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—ত্রিপরুঃ (ত্রীণি পরূংষি সবনরূপপর্ব্বাণি যস্য স তথাবিধো যজ্ঞমূর্ত্তির্বরাহঃ) তদা (তস্মিন্ সময়ে) ক্ষুরপ্রৈঃ (আয়তাগ্রবাণসদৃশৈঃ) খুরৈঃ উৎপারপারম্ (উৎপারাণাং পারশূন্যানামপি অপাং পারঃ যথা স্যাৎ তথা) অপঃ (জলানি) দরয়ন্ (দীর্ণাঃ কুর্ব্বন্ ইতিবাক্যে ণিচপ্রত্যয়েন নামধাতোর্নিষ্পন্নমিদং পদং) রসায়াং (রসাতলে) গাং (পৃথিবীং) দদর্শ (দৃষ্টবান্) অগ্রে (প্রলয়সময়ে) তত্র (তেষু জলেষু) সুষুপ্সুঃ (শয়নেচ্ছুঃ সন্) জীবধানীং (জীবানামাবাসভূতাং) যাং (পৃথিবীং) স্বয়মভ্যধত্ত (স্বীয়জঠরমধ্যে ধৃতবান্) ॥ ৩০

মূলানুবাদ।—সেই বরাহরূপী যজ্ঞপুরুষ তখন আয়তাগ্র বাণের ন্যায় খুর দ্বারা প্রলয়জলরাশির

স্বদংষ্ট্রয়োদ্ধৃত্য মহীং বিলগ্নাং স উত্থিতঃ সংরুরুচে রসায়াঃ।
তত্রাপি দৈত্যং গদয়াপতন্তং স্থনাভসন্দীপিততীব্রমন্যুঃ ॥ ৩১ ॥
জঘান রুন্ধানমসহ্যবিক্রমং সলীলয়েভং মৃগরাড়িবাম্ভসি।
তদ্রক্তপঙ্কাঙ্কিতগণ্ডতুণ্ডো যথা গজেন্দ্রো জগতীং বিভিন্দন্ ॥ ৩২ ॥

মধ্যে এমনভাবে জলরাশি বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন,—যাহাতে জলের বস্তুতঃ পার না থাকিলেও যেন পার আছে বলিয়া দেখা যাইতে লাগিল। তিনি এইরূপে রসাতলে যাইয়া তথায় পৃথিবীকে দেখিতে পাইলেন; পূর্ব্বে ভগবান্ সমুদ্রমধ্যে অনন্তশয্যায় শয়ন করিবার ইচ্ছায় সর্ব্বজীবের আশ্রয়রূপা ঐ পৃথিবীকে নিজের মধ্যেই স্থান দিয়াছিলেন ॥ ৩০

শ্রীধরটীকা।—তদা রসায়াং রসাতলে গাং পৃথ্বীং দদর্শ। কঃ? ত্রিপরুঃ ত্রীণি পরূংষি সবনাত্মকানি পর্ব্বাণি যস্য যজ্ঞমূর্ত্তিরিত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বন্? ক্ষুরপ্রাঃ আয়তাগ্রাঃ শরাস্তাদৃশৈঃ খুরৈঃ অপো দরয়ন্। কথম্? উৎপারপারম্ উৎপারাণাং পারশূন্যানামপি অপাং পারমবসানং যথা ভবতি তথা বিদারয়ন্। কথম্ভূতাম্? অগ্রে প্রলয়সময়ে তত্র তাস্বপ্সু স্বপ্সুঃ শিশয়িষুঃ সন্ জীবা ধীয়ন্তে যস্যাং সর্ব্বজীবাধারভূতাং তাং স্বয়মভ্যধত্ত আভিমুখ্যেন দধার জঠরে ধৃতবানিত্যর্থঃ। অনেন তদুদ্ধরণেঽনায়াসং দ্যোতয়তি ॥ ৩০

অন্বয়ঃ—সঃ (বরাহ) বিলগ্নাং (দন্তসংলগ্নাং) মহীং স্বদংষ্ট্রয়া (নিজদন্তেন) উদ্ধৃত্য রসায়াঃ (রসাতলাৎ) উত্থিতঃ (সন্) সংরুরুচে (সম্যক্ শোভিতবান্) তত্রাপি (জলমধ্যে) গদয়া আপতন্তং (গদয়েত্যত্র "চিহ্নপ্রকৃত্যাদিভ্যঃ" ইতি তৃতীয়া, তথা চ গদামুত্থম্য আগচ্ছন্তং) রুন্ধানং (মার্গরোধকারিণং) অসহ্যবিক্রমম্ (অসহ্যঃ সোঢ়ুমশক্যঃ বিক্রমো যস্য তম্) দৈত্যং (হিরণ্যাক্ষং) স্থনাভসন্দীপিততীব্রমন্যুঃ (স্থনাভং চক্রং, তদ্বৎ সন্দীপিতঃ অতিপ্রদীপ্তঃ তীব্রো মন্যুঃ ক্রোধো যস্য তথাবিধঃ) সঃ (বরাহঃ) জগতীং (ভূমিং) লীলয়া বিভিন্দন্ (ক্রীড়য়া দারয়ন্) গজেন্দ্রো যথা (করিবর ইব) তদ্রক্তপঙ্কাঙ্কিতগণ্ডতুণ্ডঃ (তস্য হিরণ্যাক্ষস্য রক্তমেব পঙ্কঃ তেন অঙ্কিতং লিপ্তং গণ্ডৌ তুণ্ডঞ্চ যস্য তথাবিধঃ সন্) ইভং (হস্তিনং) মৃগরাড়িব (সিংহো যথা নিহন্তি তথা) জঘান (নিহতবান্) ॥ ৩১।৩২

মূলানুবাদ।—নিজদন্তলগ্না পৃথিবীকে অনায়াসে দন্তদ্বারা বহন করিয়া সেই বরাহরূপী ভগবান্ রসাতল হইতে উত্থিত হইয়া বিশেষরূপে শোভা পাইতে লাগিলেন। তথায় জলরাশিমধ্যে দৈত্যপুঙ্গব হিরণ্যাক্ষ গদা উত্তোলনপূর্ব্বক বরাহদেবের পথ অবরোধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া বরাহদেবের মনে তীব্র ক্রোধবেগ সুদর্শন চক্রের ন্যায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, সুতরাং সিংহ যেমন অনায়াসে হস্তীকে নিহত করে, সেইরূপ তিনিও অবলীলাক্রমে সেই হিরণ্যাক্ষকে বধ করিলেন। হস্তী ক্রীড়া করিতে করিতে গৈরিকাদি ভূমি বিদারণ করিলে তাহার দন্ত ও মুখ যেমন গৈরিকরাগে রঞ্জিত হয়, তৎকালে বরাহদেবের দন্ত এবং মুখাগ্রভাগও সেইরূপ হিরণ্যাক্ষের রক্ত দ্বারা রঞ্জিত হইয়াছিল ॥ ৩১।৩২

শ্রীধরটীকা।—রসায়াঃ সকাশাদুত্থিতঃ সন্ সংরুরুচে সম্যক অশোভত। তত্রাপি অপ্স্বপি গদামুত্থম্যাগচ্ছন্তং, রুন্ধানং প্রতিঘ্নন্তং ন সহ্যঃ সহনানর্হো বিক্রমো যস্য তং দৈত্যং, স্থনাভং চক্রং তদ্বৎ সন্দীপিতঃ তীব্রো মন্যুর্যস্য, যদ্বা ময়ি বিদ্যমানে কিমিতি পরিভবং সহস ইতি স্থনাভেন সন্দীপিতস্তীব্রমন্যুঃ স ভগবান্ সিংহো গজমিব লীলয়া জঘান। গজেন্দ্রো জগতীং ক্রীড়য়া বিদারয়ন্ গৈরিকয়া যথারুণবর্ণগণ্ডতুণ্ডো ভবতি তথা তস্য রক্তমেব পঙ্কস্তেনাঙ্কিতৌ গণ্ডৌ তুণ্ডঞ্চ যস্য স জঘানেতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ৩১।৩২

তমালনীলং সিতদন্তকোট্যা ক্ষ্মামুৎক্ষিপন্তং গজলীলয়াঙ্গ।
প্রজ্ঞায় বদ্ধাঞ্জলয়োঽনুবাকৈর্বিরিঞ্চিমুখ্যা উপতস্থুরীশম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ! (হে বিদুর!) গজলীলয়া (গজস্য হস্তিনঃ লীলয়া বিক্রমানুকরণেন) সিতদন্তকোট্যা (শুভ্রদন্তাগ্রভাগেন) ক্ষ্মাং (পৃথিবীম্) উৎক্ষিপন্তম্ (উদ্ধারয়ন্তং) তমালনীলং (তমালবৎ কৃষ্ণবর্ণম্) ঈশং (তং বরাহদেবং) প্রজ্ঞায় (দৃষ্ট্বা) বিরিঞ্চিমুখ্যাঃ (ব্রহ্মপ্রভৃতয়ঃ) বদ্ধাঞ্জলয়ঃ (কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সন্তঃ) অনুবাকৈঃ (বৈদিকসূক্তসদৃশৈর্বাক্যৈঃ) উপতস্থুঃ (স্তুতবন্তঃ) ॥ ৩৩

মূলানুবাদ।—হে বিদুর! তমালের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ সেই বরাহদেব হস্তিতুল্য পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক শুভ্র দন্তাগ্র দ্বারা পৃথিবীকে উত্তোলন করিতেছেন দেখিয়া, ব্রহ্মা প্রভৃতি কৃতাঞ্জলিপুটে বৈদিকসূক্ততুল্য বাক্যের দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩

শ্রীধরটীকা।—প্রজ্ঞায় আলক্ষ্য। অনুবাকো বৈদিকং সূক্তং তৎসদৃশৈর্বাক্যৈস্তুষ্টুবুঃ ॥ ৩৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—বজ্রময়পর্ব্বতসদৃশ অতিদৃঢ় দেহসম্পন্ন সেই বরাহমূর্ত্তি শ্রীভগবান্ যখন জলমধ্যে অবতীর্ণ হইলেন, তখন তাঁহার ভীষণ পতনবেগে সমুদ্রের অভ্যন্তর যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল ও দুইপার্শ্বে বিশাল তরঙ্গ উত্থিত হইল—দেখিয়া মনে হইল—সমুদ্র বুঝি নিতান্ত কাতর হইয়া তরঙ্গ বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক বলিতেছেন—"হে ভগবন্! আমাকে রক্ষা কর, আর পীড়ন করিও না।" বরাহদেব এইরূপ প্রবলবেগে সেই জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া রসাতলে গিয়া পৃথিবীকে দেখিতে পাইলেন ও তাঁহাকে দন্তাগ্রে ধারণ করিয়া জলমধ্য দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় পথে হিরণ্যাক্ষ দৈত্য গদাহস্তে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পথরোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সাধ্য কি যে তাঁহাকে বাধা দেয়? তিনি প্রবলবেগে দন্তের আঘাতে দৈত্যকে সংহার করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করিলেন। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা ও মরীচি প্রভৃতি সকলে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। এ স্থলে মূলের মর্ম্মে বুঝা যায় যে, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের প্রথমভাগে এক উপক্রমেই বরাহদেব ব্রহ্মার নাসিকা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রলয়পয়োধিমগ্না বসুন্ধরাকে রসাতল হইতে উদ্ধার ও তৎপ্রসঙ্গেই দৈত্য হিরণ্যাক্ষের বিনাশসাধন করিয়াছেন। শ্রীমৎস্বামিপাদও তাঁহার টীকায় এতদ্ব্যতিরিক্ত কোনও আভাস দেন নাই; কিন্তু গোড়িয়বৈষ্ণবাচার্য শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার 'ক্রমসন্দর্ভে' লিখিয়াছেন—"সংপ্লবাদিসাধারণ্যেনৈবাভেদোক্তিরিয়ং, বস্তুতস্তু চাক্ষুষান্তরসংপ্লবে এব অয়ং প্রসঙ্গঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ বরাহ কর্ত্তৃক হিরণ্যাক্ষবধ ব্যাপার "চাক্ষুষ" নামক ষষ্ঠ মন্বন্তরের ঘটনা; তবে তখনও যেরূপ প্রলয়জলরাশিপ্লাবিত অবস্থা হইতে বসুন্ধরার উদ্ধার, এখনও সেইরূপ, এই সাদৃশ্যমূলক এক উক্তিতে অভিন্নরূপে ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে। গোস্বামিপাদের এই মন্তব্যটুকুতে বেশ সূচনা পাওয়া গেল যে, ব্রহ্মার নাসা হইতে যে-বরাহ উদ্ভূত হইয়া তখন পৃথিবীকে উদ্ধার করেন, সেই বরাহই যে তৎকালে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন তাহা নহে, কিন্তু সময়ান্তরে অন্য বরাহ তাহা করেন। গোস্বামিপাদের এই সিদ্ধান্তই মনোরম, ইহার অনুকূলে যথেষ্ট যুক্তি ও প্রমাণ আছে। শ্রীভাগবতামৃতে—"দ্বিধাবিরাসীৎ কল্পেঽস্মিন্নাদ্যে স্বায়ম্ভুবান্তরে। ঘ্রাণাদ্বিধের্ধরোদ্ধৃত্যৈ চাক্ষুষীয়ে তু নীরতঃ। হিরণ্যাক্ষং ধরোদ্ধারে নিহন্তুং দংষ্ট্রিপুঙ্গবঃ॥" ইত্যাদি অনেক কারিকা আছে। ইহার অর্থ—"এই বরাহকল্পে প্রথমতঃ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য ব্রহ্মার নাসিকা হইতে একবার, আর চাক্ষুষ মন্বন্তরে পৃথিবীকে উদ্ধার প্রসঙ্গে হিরণ্যাক্ষকে সংহার করিবার জন্য জলমধ্য হইতে দ্বিতীয়বার, এই দুইবার বরাহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন।"

শ্রীঋষয় ঊচুঃ।

জিতং জিতং তেঽজিত যজ্ঞভাবন ত্রয়ীং তনুং স্বাং পরিধুন্বতে নমঃ।
যদ্রোমগর্ত্তেষু নিলিল্যুরদ্ধয়স্তস্মৈ নমঃ কারণ-শূকরায় তে ॥ ৩৪ ॥
রূপং তবৈতন্ননু দুষ্কৃতাত্মনাং দুর্দ্দর্শনং দেব যদধ্বরাত্মকম্।
ছন্দাংসি যস্য ত্বচি বর্হি রোমস্বাজ্যং দৃশি ত্বঙ্ঘ্রিষু চাতুর্হোত্রম্ ॥ ৩৫ ॥

আবার চাক্ষুষ মন্বন্তরে দক্ষ প্রজাপতির পুত্র হিরণ্যাক্ষ ও কন্যা দিতি, ইহাদের কথাও শাস্ত্রে পাওয়া যায়। সুতরাং স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যে হিরণ্যাক্ষের বধ ইহা যুক্তির দিকেও বিরুদ্ধ হয়। অতএব এইস্থানে এইরূপ তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে যে, এই শ্বেতবারাহকল্পে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের প্রথমভাগে ব্রহ্মার নাসিকা হইতে ভগবান্ শ্বেত-বরাহমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া কেবল রসাতল হইতে বসুন্ধরাকে উদ্ধার করিয়াই অন্তর্হিত হন, পরে চাক্ষুষ নামক ষষ্ঠ-মন্বন্তরে আবার জলমধ্য হইতে কৃষ্ণবরাহরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়া পৃথিবীর উদ্ধারসাধন করেন। দুই সময়ে দ্বিবিধ বরাহমূর্ত্তিতে সাধিত হইলেও ইহা এক ভগবানেরই লীলা এবং দুইটিই বরাহলীলা, সুতরাং মৈত্রেয় মুনি এক উক্তিতেই বিদুরের নিকট তাহা বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ২৯—৩৩

অন্বয়ঃ।—[হে] অজিত ! (কেনাপ্যপরাভূত !) [হে] যজ্ঞভাবন ! (যজ্ঞমূর্ত্তে !) তে (ত্বয়া) জিতং জিতং (সম্ভ্রমে দ্বিবচনম্) ত্রয়ীং (বেদময়ীং) স্বাং তনুং (মূর্ত্তিং) পরিধুন্বতে (কম্পয়তে) [তুভ্যং] নমঃ, যদ্রোমগর্ত্তেষু (যস্য তব রোমকূপেষু) অব্ধয়ঃ (সমুদ্রাঃ) নিলিল্যুঃ (লীনপ্রায়াঃ বভূবুঃ) তস্মৈ (তথা-বিধায়) কারণশূকরায় (কারণেন পৃথিব্যুদ্ধরণরূপপ্রয়োজনেন শূকরায় বরাহরূপিণে) তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ৩৪

মূলানুবাদ।—ঋষিগণ বলিতে লাগিলেন—হে যজ্ঞমূর্ত্তে ভগবন্ ! হে অজিত ! আপনার জয় হউক, জয় হউক ! আপনি এই যে আপনার বেদময় দেহ প্রকম্পিত করিতেছেন, আপনাকে নমস্কার করি; আপনার রোমকূপে সমুদ্রগণ প্রায় লীন হইয়া গিয়াছেন, কেবল পৃথিবীর উদ্ধারের জন্যই আপনি এই বরাহদেহ গ্রহণ করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৪

শ্রীধরটীকা।—ভো অজিত ! তে ত্বয়া জিতং জিতমিতি সম্ভ্রমে বীপ্সা। যজ্ঞৈর্ভাব্যতে আক্রিয়তে ইতি তথা। ত্রয়ীং বেদময়ীম্। নিলিল্যুঃ লীনপ্রায়াঃ। কারণং পৃথিব্যুদ্ধরণং তেন শূকরায় ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—[হে] দেব ! যস্য তব ত্বচি (চর্ম্মণি) ছন্দাংসি (গায়ত্র্যাদীনি) রোমসু বর্হিঃ (কুশাদিকম্, অত্র বর্হিঃশব্দে ইকারস্য দীর্ঘত্বাভাব আর্ষঃ) দৃশি (নয়নে) আজ্যং (ঘৃতং) তু (অপি চ) অঙ্ঘ্রিষু (পদেষু) [অত্র বহুবচনেন "সহস্রপাৎ" ইতি সূক্তোক্তপদবাহুল্যম্ অভিপ্রেতং] চাতুর্হোত্রং (হোত্রাদিকর্ম্মচতুষ্টয়ং) [রাজতীতি শেষঃ] [তথাবিধস্য] তব যদেতৎ অধ্বরাত্মকং রূপং (যজ্ঞরূপা মূর্ত্তিঃ) [তৎ] দুষ্কৃতাত্মনাং (পাপাত্মনাং) দুর্দ্দর্শনং ননু (দ্রষ্টুমশক্যমেব) ॥ ৩৫

মূলানুবাদ।—হে দেব ! আপনার চর্ম্মে গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দঃ, আপনার রোমসমূহে কুশ, নয়নে ঘৃত, চরণে হোত্রাদি কর্ম্মচতুষ্টয় বিরাজমান, সুতরাং আপনার এই মূর্ত্তিটী যজ্ঞস্বরূপ, পাপাত্মাগণ ইহা দেখিতে পায় না ॥ ৩৫

শ্রীধরটীকা।—যজ্ঞাত্মতাং প্রপঞ্চয়ন্তঃ স্তুবন্তি রূপমিত্যাদিচতুর্ভিঃ। ছন্দাংসি গায়ত্র্যাদীনি।

স্রুক্ তুণ্ড আসীৎ স্রুব ঈশ নাসয়োরিড়োদরে চমসাঃ কর্ণরন্ধ্রে।
প্রাশিত্রমাস্যে গ্রসনে গ্রহাস্তু তে যচ্চর্ব্বণং তে ভগবন্নগ্নিহোত্রম্ ॥ ৩৬ ॥
দীক্ষানুজন্মোপসদঃ শিরোধরং ত্বং প্রায়ণীয়োদয়নীয়দংষ্ট্রঃ।
জিহ্বা প্রবর্গ্যস্তব শীর্ষকং ক্রতোঃ সত্যাবসথ্যং চিতয়োঽসবো হি তে ॥ ৩৭ ॥
সোমস্তু রেতঃ সবনান্যবস্থিতিঃ সংস্থাবিভেদাস্তব দেব ধাতবঃ।
সত্রাণি সর্ব্বাণি শরীরসন্ধয়স্তংসর্ব্বযজ্ঞঃ ক্রতুরিষ্টিবন্ধনঃ ॥ ৩৮ ॥

যজ্ঞাঙ্গভূতচ্ছন্দআদ্যনুবাদেন ভগবদবয়বতা বিধীয়তে। বর্হিঃশব্দে দীর্ঘাভাব আর্ষঃ। দৃশি চক্ষুষি। চাতুর্হোত্রং হোত্রাদিকর্ম্মচতুষ্টয়ম্ ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—[হে] ঈশ! তে (তব) তুণ্ডে (মুখে) স্রুক্ (জুহূঃ) নাসয়োঃ (নাসারন্ধ্রদ্বয়ে) স্রুবঃ (যজ্ঞপাত্রবিশেষঃ) উদরে ইড়া (যজ্ঞীয়ভোজনপাত্রং) কর্ণরন্ধ্রে চমসাঃ (পাত্রবিশেষাঃ) আস্যে (মুখে) প্রাশিত্রং (ব্রহ্মভাগপাত্রং) গ্রসনে তু (মুখান্তর্বর্ত্তিবিবরমধ্যে তু) গ্রহাঃ (সোমপাত্রাণি) বিরাজন্তে ইতি শেষঃ] [হে] ভগবন্! তে (তব) যৎ চর্ব্বণং (ভক্ষণং) [তৎ] অগ্নিহোত্রং (যাগবিশেষঃ) ॥ ৩৬

মূলানুবাদ।—হে পরমেশ! আপনার মুখে স্রুক্, নাসিকাদ্বয়ে স্রুব, উদরে ইড়া, কর্ণবিবরে চমস, মুখে প্রাশিত্র, মুখের মধ্যবর্ত্তী রন্ধ্রে গ্রহ (যজ্ঞীয় পাত্র সকল) অবস্থিত; আর আপনি যে ভক্ষণ করেন, তাহাই অগ্নিহোত্র যাগ ॥ ৩৬

শ্রীধরটীকা।—স্রুক্ জুহূঃ। তুণ্ডে মুখাগ্রে। স্রুব নাসিকয়োঃ। ইড়া ভক্ষণপাত্রম্। চমসা গ্রহাশ্চ সোমপাত্রাণি প্রাসিত্রং ব্রহ্মভাগপাত্রম্। গ্রস্যতেঽনেনেতি গ্রসনং মুখান্তর্ব্বর্ত্তিচ্ছিদ্রম্। চর্ব্বণং ভক্ষণম্ ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—তব অনুজন্ম (পুনঃ পুনরভিব্যক্তিঃ) দীক্ষা (দীক্ষণীয়েষ্টিঃ) শিরোধরং (গ্রীবা) উপসদঃ (তিস্র ইষ্টয়ঃ) ত্বং প্রায়ণীয়োদয়নীয়দংষ্ট্রঃ (প্রায়ণীয়া দীক্ষাতঃ পরবর্ত্তিনী ইষ্টিঃ, উদয়নীয়া সমাপ্তীষ্টিঃ, তে এব দংষ্ট্রে দন্তৌ যস্য তথাবিধঃ) ক্রতোঃ (যজ্ঞরূপস্য) তব জিহ্বা প্রবর্গ্যঃ (মহাবীরাখ্যো যজ্ঞবিশেষঃ) শীর্ষকং (শিরঃ) সত্যাবসথ্যং (সত্যো হোমরহিতোঽগ্নিঃ, আবসথ্যশ্চ ঔপাসনাগ্নিঃ, তদুভয়াত্মকং) তে (তব) অসবঃ (প্রাণাঃ) চিতয়ঃ (ইষ্টকাচয়নানি) ॥ ৩৭

মূলানুবাদ।—আপনার যে পুনঃ পুনঃ আত্মপ্রকাশ—তাহাই দীক্ষা, আপনার গ্রীবাদেশ উপসদ্ নামক ত্রিবিধ যজ্ঞ, প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় নামক দুইটী যাগ আপনার দন্তদ্বয়, আপনার জিহ্বা মহাবীর নামক যজ্ঞবিশেষ, মস্তক সত্য ও আবসথ্য নামক দ্বিবিধ অগ্নিস্বরূপ এবং আপনার প্রাণাদি পঞ্চবায়ুই ইষ্টকাচয়ন ॥ ৩৭

শ্রীধরটীকা।—দীক্ষা দীক্ষণীয়েষ্টিঃ, অনুজন্ম বারং বারমভিব্যক্তিঃ। উপসদস্তিস্র ইষ্টয়ঃ শিরোধরং গ্রীবা। প্রায়ণীয়া দীক্ষানন্তরেষ্টিঃ উদয়নীয়া সমাপ্তীষ্টি, তে এব দংষ্ট্রে যস্য। প্রবর্গ্যো মহাবীরঃ প্রত্যুপসদঃ পূর্ব্বং ক্রিয়তে। সত্যো হোমরহিতোঽগ্নিঃ, আবসথ্যঃ ঔপাসনাগ্নিঃ তয়োর্দ্বন্দ্বৈক্যম্; তৎ তব ক্রতুরূপস্য শীর্ষং শিরঃ। চিতয় ইষ্টকাচয়নানি পঞ্চ অসবঃ প্রাণাঃ ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—[হে] দেব! তব রেতঃ (শুক্রং) তু (এব) সোমঃ, অবস্থিতিঃ (অবস্থানং) সববনানি,

নমো নমস্তেঽখিলমন্ত্রদেবতাদ্রব্যায় সর্ব্বক্রতবে ক্রিয়াত্মনে ।
বৈরাগ্যভক্ত্যাত্মজয়ানুভাবিতজ্ঞানায় বিদ্যাগুরবে নমো নমঃ ॥ ৩৯ ॥
দংষ্ট্রাগ্রকোট্যা ভগবংস্ত্বয়াধৃতা বিরাজতে ভূধর ভূঃ সভূধরা ।
যথা বনান্নিঃসরতো দতা ধৃতামতঙ্গজেন্দ্রস্য সপত্রপদ্মিনী ॥ ৪০ ॥

ধাতবঃ (শরীরাভ্যন্তরবর্ত্তিনঃ রক্তমাংসাদয়ঃ সপ্তধাতবঃ) সংস্থাবিভেদাঃ (অগ্নিষ্টোমাদয়ঃ সপ্ত) শরীরসন্ধয়ঃ সর্ব্বাণি সত্রাণি (দ্বাদশাহাদিবহুযাগরূপাণি) ত্বং সর্ব্বযজ্ঞঃ (নিখিলসোমরহিতযাগস্বরূপঃ) ক্রতুঃ (সসোমকযাগস্বরূপশ্চ) [অতঃ] ইষ্টবন্ধনঃ (ইষ্টিযাগানুষ্ঠানমেব বন্ধনং যস্য সঃ, তথাবিধো ভবসি) ॥ ৩৮

মূলানুবাদ ।—হে দেব ! আপনার শুক্রই সোমরস, অবস্থিতিই সবনাদি কার্য্য, সপ্তধাতুই অগ্নিষ্টোমাদি সপ্ত যজ্ঞ, শরীরের সন্ধিগুলিই দ্বাদশাহ প্রভৃতি সমস্ত যজ্ঞস্বরূপ এবং আপনি সোমরহিত ও সোমযুক্ত সকল যাগস্বরূপ; অতএব ঐ উভয় প্রকার যাগের অনুষ্ঠান করিয়াই আপনাকে বন্ধন করা যায়৩৮।

শ্রীধরটীকা ।—প্রাতঃসবাদীনি অবস্থিতিঃ আসনং বাল্যাদ্যবস্থা বা। অগ্নিষ্টোমোঽত্যগ্নিষ্টোম উক্‌থঃ ষোড়শী বাজপেয়োঽতিরাত্র আপ্তোর্যাম ইতি সপ্ত সংস্থাবিভেদাঃ ত্বঙ্মাংসাদি সপ্ত ধাতবঃ। সত্রাণি দ্বাদশাহাদীনি বহুযাগসংঘাতরূপাণি, অসোমাঃ যজ্ঞাঃ সসোমাঃ ক্রতবঃ তদ্রূপস্ত্বম্, অনুষ্ঠানং, দেব বন্ধনং যস্য সঃ ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ ।—অখিলমন্ত্রদেবতাদ্রব্যায় (সমস্তমন্ত্রদেবতাদ্রব্যস্বরূপায়) ক্রিয়াত্মনে (অনুষ্ঠানরূপায়) সর্ব্বক্রতবে (সর্ব্বযজ্ঞস্বরূপায়) তে (তুভ্যং) নমো নমঃ, বৈরাগ্যভক্ত্যাত্মজয়ানুভাবিতজ্ঞানায় (বৈরাগ্যং সমস্তকর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষারাহিত্যং, তজ্জনিতা যা ভক্তিঃ, তয়া যঃ আত্মজয়ঃ অন্তঃকরণপ্রশান্তিঃ, তেন অনুভাবিতং সম্পাদিতং যৎ জ্ঞানং যথার্থানুভবরূপং তস্মৈ) বিদ্যাগুরবে (তথাবিধজ্ঞানজনকায় চ তুভ্যং) নমো নমঃ ॥ ৩৯

মূলানুবাদ ।—হে দেব ! আপনি সমস্ত মন্ত্র, দেবতা ও দ্রব্যস্বরূপ, আপনি সমস্ত যজ্ঞ এবং তাহার অনুষ্ঠানস্বরূপ, আপনাকে আমরা পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। কামনাপরিহারপূর্ব্বক ভক্তিগুণে অন্তঃকরণকে জয় করিতে পারিলে যে নির্ম্মল জ্ঞান জন্মে, আপনি সেই জ্ঞানস্বরূপ এবং সেই জ্ঞানের জনকও আপনিই, সুতরাং হে দেব ! আপনাকে আমরা বারংবার নমস্কার করি ॥ ৩৯

শ্রীধরটীকা ।—পূর্ব্বোক্তমেব সপরিকরং কীর্ত্তয়ন্তঃ প্রণমন্তি নমো নম ইতি। অখিলমন্ত্রাদিরূপায়। ক্রিয়াত্মনে সামান্যব্যাপাররূপায়। কিঞ্চ বৈরাগ্যযুক্তকর্ম্মসাধ্যা সত্ত্বশুদ্ধিঃ ততো ভক্তিঃ, তত আত্মজয়ঃ চিত্তস্থৈর্য্যং, তেনানুভাবিতং সাক্ষাৎকৃতং যজ্‌জ্ঞানং তস্মৈ। এবম্ভূতজ্ঞানপ্রদায় গুরবে চ ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ ।—[হে] ভূধর (পৃথিবীধারণকারিন্ !) ভগবন্ ! ত্বয়া দংষ্ট্রাগ্রকোট্যা (দন্তাগ্রভাগেন) ধৃতা সভূধরা (পর্ব্বতাদিসহিতা) ভূঃ (পৃথিবী) বনাৎ (জলাৎ) নিঃসরতঃ (নির্গচ্ছতঃ) মতঙ্গজেন্দ্রস্য (করিবরস্য) দতা (দন্তেন) ধৃতা সপত্রপদ্মিনী যথা (পত্রসহিতপদ্মলতেব) বিরাজতে ॥ ৪০

মূলানুবাদ ।—হে পৃথিবীধারক ভগবন্। কোনও প্রকাণ্ড হস্তী দন্তদ্বারা পত্রযুক্ত পদ্মলতা ধারণ করিয়া জল হইতে উঠিলে যেরূপ শোভা হয়, আপনি নিজ দন্তাগ্রভাগে পর্ব্বতসঙ্কুল পৃথিবীকে ধারণ করায় সেইরূপ শোভা হইয়াছে ॥ ৪০

শ্রীধরটীকা ।—হে ভূধর ! সভূধরা সপর্ব্বতা। বনাদুদকান্নির্গচ্ছতো গজেন্দ্রস্য দতা দন্তেন ॥ ৪০

ত্রয়ীময়ং রূপমিদঞ্চ শৌকরং ভূমণ্ডলেনাথ দতা ধৃতেন তে।
চকাস্তি শৃঙ্গোঢ়ঘনেন ভূয়সা কুলাচলেন্দ্রস্য যথৈব বিভ্রমঃ ॥৪১॥
সংস্থাপয়ৈনাং জগতাং সতস্থুষাং লোকায় পত্নীমসি মাতরং পিতা।
বিধেম চাস্যৈ নমসা সহ ত্বয়া যস্যাং স্বতেজোঽগ্নিমিবারণাবধাঃ ॥৪২।
কঃ শ্রদ্দধীতান্যতমস্তব প্রভো রসাং গতায়া ভুব উদ্বিবর্হণম্।
ন বিস্ময়োঽসৌ ত্বয়ি বিশ্ববিস্ময়ে যো মায়য়েদং সসৃজেঽতিবিস্ময়ম্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ ;—অথ চ (পক্ষান্তরে চ) তে (তব) দতা ধৃতেন (দন্তগৃহীতেন) ভূমণ্ডলেন ত্রয়ীময়ং (বেদময়ম্) ইদং (ত্বদীয়ং) শৌকরং রূপং (বরাহমূর্ত্তিঃ) ভূয়সা (বহুলেন) শৃঙ্গোঢ়ঘনেন (শিখরগৃহীতমেঘেন) কুলাচলেন্দ্রস্য (মহাপর্ব্বতস্য) যথৈব বিভ্রমঃ (যাদৃশী শোভা) [তথা] চকাস্তি (শোভাং বিস্তারয়তি ॥ ৪১ ॥

মূলানুবাদ ;—আবার দেখুন, নিজের শিখরদেশে বহুল মেঘ সংলগ্ন হইলে বিশাল পর্ব্বতগুলি যেরূপ শোভা পায়, আপনার দন্তসংলগ্ন এই ভূমণ্ডল দ্বারা আপনার এই বরাহমূর্ত্তিটীও সেইরূপ শোভা পাইতেছে ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরটীকা।—ত্বয়া ধৃতা ভূর্বিরাজত ইত্যুক্তম্, ইদানীং ভূমণ্ডলেন তদ্রূপং বিরাজত ইত্যাহুঃ ত্রয়ীতি। অথেত্যর্থান্তরে। তে ইদং রূপং দন্তেন ধৃতং যদ্ভূমণ্ডলং তেন চকাস্তি শোভতে, শৃঙ্গেণ উঢ়ো ধৃতো যো ঘনস্তেন ভূয়সা অতিমহতা। বিভ্রমো বিলাসঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ ;—পিতা (বিশ্বপিতা ত্বং) পত্নীং (ত্বদীয়তেজআধানক্ষেত্রভূতাম্) [অতএব বিশ্বেষাং] মাতরম্ এনাং (পৃথিবীং) সতস্থুষাং (স্থাবরসহিতানাং) জগতাং (জঙ্গমানাং) লোকায় (বাসস্থানায়) সংস্থাপয়, ত্বয়া সহ অস্যৈ (তুভ্যং পৃথিব্যৈ চ ইত্যর্থঃ) নমসা (নমস্কারং) বিধেম (কুর্ম্মঃ) অরণৌ অগ্নিমিব (যাজ্ঞিকা যথা অরণিমধ্যে অগ্নিং স্থাপয়ন্তি তথা) যস্যাং (পৃথিব্যাং) স্বতেজঃ (স্বকীয়ধারণশক্তিম্) অধাঃ (নিহিতবানসি) ॥ ৪২

মূলানুবাদ ;—হে প্রভো! আপনি এই বিশ্বের পিতা, আর এই পৃথিবী দেবী আপনার পত্নীস্বরূপা, সুতরাং তিনি বিশ্বমাতা ; স্থাবরজঙ্গমাদি সকলের বাসস্থানের জন্য এই পৃথিবী দেবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন। আমরা আপনাকে ও বিশ্বমাতা পৃথিবীকে নমস্কার করি। যাজ্ঞিকগণ যেমন অরণিকাষ্ঠ মধ্যে অগ্নিকে রক্ষা করিয়া থাকেন. সেইরূপ আপনিও এই পৃথিবীর মধ্যে স্বকীয় ধারণাশক্তি নিহিত করিয়াছেন ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরটীকা।—জগতাং জঙ্গমানাং তস্থুষাং স্থাবরৈঃ সহ বর্ত্তমানানাং লোকায় বাসস্থানার্থং তে পত্নীং জগতাং, মাতরং যতস্ত্বং পিতাসি। এবং সতি তত্র স্থিতাঃ সন্তঃ ত্বয়া পিত্রা সহ অস্যৈ মাত্রে নমসা বিধেম নমনং করিষ্যামঃ, নমস্কারেণ পরিচরেমেতি বা। স্বতেজঃ ধারণশক্তিং যাজ্ঞিকাঃ মন্ত্রেণাগ্নিমরণাবিব অধাঃ নিহিতবানসি ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ ।—[হে] প্রভো! তব (কর্ত্তরি ষষ্ঠি,তথা চ ত্বয়া কৃতমিত্যর্থঃ) রসাং গতায়াঃ (রসাতলং প্রবিষ্টায়াঃ) ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) উদ্বিবর্হম্ (উদ্ধরণম্) অন্যতমঃ (ত্বদন্যঃ) কঃ শ্রদ্দধীত (অধ্যবস্যেৎ ?)

বিধুন্বতা বেদময়ং নিজং বপুর্জ্জনস্তপঃসত্যনিবাসিনো বয়ম্ ।
সটাশিখোদ্ধূতশিবাম্বুবিন্দুভির্বিমৃজ্যমানা ভৃশমীশ পাবিতাঃ ॥৪৪॥
স বৈ বত ভ্রষ্টমতিস্তবৈষ তে যঃ কর্ম্মণাং পারমপারকর্ম্মণঃ ।
যদ্‌যোগমায়াগুণযোগমোহিতং বিশ্বং সমস্তং ভগবন্ বিধেহি শম্ ॥৪৫॥

যঃ মায়য়া অতিবিস্ময়ম্ (অত্যাশ্চর্য্যময়ম্) ইদং (বিশ্বং) সসৃজে [সৃষ্টবান্] [তথাবিধে] বিশ্ববিস্ময়ে [সর্ব্ববিস্ময়স্বরূপে] ত্বয়ি অসৌ [পৃথিব্যুদ্ধরণব্যাপারঃ] ন বিস্ময়ঃ [আশ্চর্য্যরূপো ন ভবতীত্যর্থঃ] ॥ ৪ ।

মূলানুবাদ।– হে ভগবন্ ! আপনি যে রসাতলগত পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছেন, এরূপ কার্য্যে আপনি ছাড়া অন্য কে সাহসী হইতে পারে ? কিন্তু আপনাতে ঐ কার্য্য বিস্ময়জনক মনে করি না, কারণ আপনি সমস্ত বিষয়ের মূলাধার এবং নিজ মায়াগুণে এই আশ্চর্য্যময় বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

শ্রীধরটীকা।—ঈদৃঞ্চ ত্বয়া অতিদুষ্করং কৃতমিত্যাহুঃ ক ইতি। হে প্রভো ! তব ত্বয়া কৃতং ভুব উদ্বিবর্হণম্ উদ্ধরণং ত্বদন্যঃ কঃ শ্রদ্দধীত স্পৃহয়েৎ, অধ্যবস্যেদিত্যর্থঃ। ত্বয়ি পুনরসৌ বিস্ময়ো ন ভবতি। যতো বিশ্বে সর্ব্বে বিস্ময়া যস্মিন্। কুতঃ ? যো ভবান্ অতি বিস্ময়ম্ অত্যদ্ভুতম্ ইদং বিশ্বং ক্রিয়াবিশেষণং বা সসৃজে সৃষ্টবান্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ ।—[হে] ঈশ ! বেদময়ং নিজং বপুঃ [ইমাং শৌকরীং মূর্ত্তিং] বিধুন্বতা [কম্পয়তা] [ত্বয়া] সটাশিখোদ্ধূতশিবাম্বুবিন্দুভিঃ [সটানাং স্কন্ধস্থরোমাবলীনাং শিখাভিঃ অগ্রভাগৈঃ উদ্ধূতাঃ বিক্ষিপ্তাঃ শিবাঃ মাঙ্গলিকাঃ যে অম্বুবিন্দবঃ জলকণাঃ তৈঃ] বিমৃজ্যমানাঃ [সিচ্যমানাঃ] জনস্তপঃসত্যনিবাসিনো বয়ং ভৃশম্ [অত্যন্তং] পাবিতাঃ [পবিত্রীকৃতাঃ] ॥ ৪৪ ॥

মূলানুবাদ ।—হে প্রভো ! আপনি নিজের এই বেদময় বরাহমূর্ত্তি কম্পিত করিয়া রোমাবলীর অগ্রভাগ দ্বারা যে সমস্ত কল্যাণকর জলবিন্দু বিক্ষিপ্ত করিতেছেন, তদ্দ্বারা সিক্ত হইয়া আমরা এই জন, তপঃ ও সত্যলোকবাসী সকলে অত্যন্ত পবিত্রীকৃত হইতেছি ॥ ৪৪

শ্রীধরটীকা।—বিস্ময়ং দর্শয়ন্তঃ প্রার্থয়ন্তে বিধুন্বতেতি দ্বাভ্যাম্। সটানাং শিখাভিরগ্রৈঃ উদ্ধূতা উচ্ছলিতাঃ যে শিবা অম্বুবিন্দবঃ, তৈঃ সিচ্যমানা বয়ং পবিত্রীকৃতাঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ ।—[হে] ভগবন্ ! সমস্তং বিশ্বং যদ্‌যোগমায়াগুণযোগমোহিতং (যস্য তব যোগমায়াগুণস্য যোগমায়াশক্তেঃ যোগেন সম্পর্কেণ মোহিতম্ অভিভূতপ্রায়ং বর্ত্ততে ইতি শেষঃ) [তথাবিধস্য] অপারকর্ম্মণঃ (অশেষকর্ম্মণঃ) তব কর্ম্মণাং পারং (শেষং সীমানমিতি যাবৎ) যঃ এষতে (গন্তুমভিলষতি) স বৈ ভ্রষ্টমতিঃ (স বুদ্ধিহীন এব) বত ! (খেদে অব্যয়ম্) [অতঃ] শং (মঙ্গলং) বিধেহি (কুরু) ॥৪৫॥

মূলানুবাদ ।—হে ভগবন্ ! আপনার যোগমায়া নামক শক্তি সম্পর্কে এই বিশ্ব মোহিত, আপনার কর্ম্মের অন্ত নাই, সুতরাং কর্ম্মের শেষসীমা পর্য্যন্ত বুঝিতে যে অভিলাষী হয়, হায়! সে নিশ্চয়ই নিতান্ত নির্ব্বোধ। প্রভো ! আপনি কৃপা করিয়া সকলের মঙ্গলবিধান করুন ॥৪৫॥

শ্রীধরটীকা।—তব কর্ম্মণাং পারং য এষতে অবলোকয়তিযজ্জাতুমিচ্ছতীত্যর্থঃ যস্য তব যোগমায়াগুণৈঃ সহ যো যোগস্তেন মোহিতম্। অতো বিশ্বস্য মঙ্গলং বিধেহি যথা ত্বামচিন্ত্যানন্তশক্তিং জ্ঞাত্বা ভজেৎ তথানুগৃহাণেত্যর্থঃ ॥৪৫॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—সেই যজ্ঞবরাহরূপী শ্রীভগবান্ রসাতল হইতে বসুন্ধরাকে দন্তে ধারণ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ইত্যুপস্থীয়মানোঽসৌ মুনিভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
সলিলে স্বখুরাক্রান্ত উপাধত্তাবিতাবনিম্ ॥ ৪৬
স ইত্থং ভগবানুর্ব্বীং বিষ্বক্সেনঃ প্রজাপতিঃ ।
রসায়া লীলয়োন্নীতামপ্সু ন্যস্য যযৌ হরিঃ ॥ ৪৭
য এবমেতাং হরিমেধসো হরেঃ কথাং সুভদ্রাং কথনীয়মায়িনঃ ।
শৃণ্বীত ভক্ত্যা শ্রবয়েত বোশতীং জনার্দ্দনোঽস্যাশু হৃদি প্রসীদতি ॥ ৪৮

করিয়া উদ্ধার করিলেন দেখিয়া ব্রহ্মা ও তাঁহার পুত্র সনকাদি ঋষিগণ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! আপনার প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এমন কি সমস্ত রোমকূপ পর্য্যন্ত বৈদিক ছন্দ ও বেদোক্ত যজ্ঞীয় উপকরণ সমূহে বিরাজমান ; মন্ত্র, দেবতা, দ্রব্য ও অনুষ্ঠান প্রভৃতি যজ্ঞীয় সর্ব্বপ্রকার অংশ আপনার স্বরূপে বিরাজিত, সুতরাং আপনি সাক্ষাৎ যজ্ঞমূর্ত্তি ; আপনাকে আমরা নমস্কার করি। হে প্রভো! বৈরাগ্য, ভক্তি ও আত্মসংযম দ্বারা যে-জ্ঞানের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হয়, সেই পবিত্র জ্ঞান আপনারই স্বরূপ, আবার আপনিই সেই জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন, অর্থাৎ আপনার কৃপা হইলেই ঐ জ্ঞান লাভ করা যায়, নতুবা কিছুতেই নহে। অতএব আমরা পুনঃ পুনঃ আপনাকে নমস্কার করি। হে ভগবন্! আপনিই স্বকীয় ধারণা শক্তি এই পৃথিবীর মধ্যে অর্পণ করিয়া ইঁহাকে ধরা নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, সুতরাং এই ধরা বিশ্বের মাতা ; বিশ্বপিতার শক্তিরূপ বীজাধানের ক্ষেত্রস্বরূপা যিনি, তিনি ভিন্ন আর কে বিশ্বমাতা হইতে পারেন? হে প্রভো! এখন প্রার্থনা করি, সৃষ্টিবিস্তারের দ্বারা স্থাবর-জঙ্গমাদি সমস্ত উদ্ভূত হইয়া যাহাতে বাস করিতে পারে, এজন্য আপনি পৃথিবীকে যথাযোগ্যরূপে সংস্থাপিত করিয়া, এই বিশ্বের কল্যাণসাধন করুন ॥ ৩৪—৪৫

অন্বয়ঃ :—অবিতা (রক্ষকঃ) অসৌ (বরাহরূপো ভগবান্) ব্রহ্মবাদিভিঃ (ব্রহ্মজ্ঞৈঃ) মুনিভিঃ (ব্রহ্মাদিভিঃ) ইতি (উক্তরূপেণ) উপস্থীয়মানঃ (স্তূয়মানঃ সন্) স্বখুরাক্রান্তে (নিজখুরস্তম্ভিতে) সলিলে (জলে) অবনিং (পৃথিবীম্) উপাধত্ত (স্থাপিতবান্) ॥ ৪৬

মূলানুবাদ :—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—ব্রহ্মবাদী মুনিগণ এইরূপ স্তব করিলে সেই বিশ্বপালক ভগবান্ বরাহদেব নিজখুরদ্বারা জল স্তম্ভিত করিয়া তাহার উপরিভাগে পৃথিবীকে স্থাপন করিলেন ॥ ৪৬

অন্বয়ঃ :—প্রজাপতিঃ (লোকপালকঃ) স ভগবান্ (বরাহমূর্ত্তিঃ) বিষ্বক্সেনঃ (হরিঃ) রসায়াঃ (রসাতলাৎ) ইত্থং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) লীলয়া (অনায়াসেন) উন্নীতাম্ (উদ্ধৃতাম্) উর্ব্বীং (পৃথিবীম্) অপ্সু (জলেষু) ন্যস্য (সংস্থাপ্য) যযৌ (স্বস্থানং গতবান্) ॥ ৪৭

মূলানুবাদ ।—লোকপালক ভগবান্ বরাহরূপী শ্রীহরি এইরূপে অবলীলাক্রমে পৃথিবীকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়া জলের উপর সংস্থাপনপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৪৭

শ্রীধরটীকা :—উপস্থীয়মানঃ স্তূয়মানঃ। স্বখুরাক্রান্ত ইতি জলেঽপি ধারণশক্ত্যাধানং দর্শয়তি। অবিতা রক্ষকঃ ॥ ৪৬—৪৭

অন্বয়ঃ :—হরিমেধসঃ (হরিঃ পাপহারিণী মেধা বুদ্ধির্যস্য তস্য, যদ্বিষয়কং জ্ঞানং পাপানি হরতি

তস্মিন্ প্রসন্নে সকলাশিষাং প্রভৌ কিং দুর্লভং তাভিরলং লবাত্মভিঃ।
অনন্যদৃষ্ট্যা ভজতাং গুহাশয়ঃ স্বয়ং বিধত্তে স্বগতিং পরঃ পরাম্ ॥ ৪৯ ॥
কো নাম লোকে পুরুষার্থসারবিৎ পুরাকথানাং ভগবৎকথাসুধাম্।
আপীয় কর্ণাঞ্জলিভির্ভবাপহামহো বিরজ্যেত বিনা নরেতরম্ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়সংবাদে পৃথিব্যুদ্ধরণং নাম
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

তথাবিধস্তেত্যর্থঃ) কথনীয়মায়িনঃ (কথনীয়া প্রশংসনীয়া মায়া কৃপা অস্যাস্তীতি কথনীয়মায়ী তস্য) হরেঃ এবমেতাং (পূর্ব্বোক্তরূপাং) সুভদ্রাং (মঙ্গলময়ীম্) উশতীং (কমনীয়াং) কথাং যঃ ভক্ত্যা শৃণ্বীত (শৃণুয়াৎ) শ্রবয়েত বা (শ্রাবয়েদ্বা, অত্র আত্মনেপদং হ্রস্বত্বঞ্চ আর্ষম্) অস্য (সম্বন্ধে) জনার্দ্দনঃ (শ্রীহরিঃ) আশু (সত্বরমেব) হৃদি (মনসি) প্রসীদতি (প্রসন্নো ভবতি) ॥ ৪৮

মূলানুবাদ।—যে-ভগবানের বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তি স্থাপিত হইলে সমস্ত পাপ দূরীভূত হয় এবং যাঁহার কৃপা অতি প্রশংসনীয়, সেই ভগবান্ শ্রীহরির এই সকল মঙ্গলময় কমনীয় প্রস্তাব যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে শ্রবণ করে, বা অন্যের নিকট কীর্ত্তন করে, তাহার প্রতি ভগবান্ শ্রীহরি অচিরেই আন্তরিক প্রসন্ন হইয়া থাকেন ॥ ৪৮

শ্রীধরটীকা।—কথনীয়ানি মায়ীনি মায়াবন্তি চরিত্রাণি যস্য। শ্রবয়েত শ্রাবয়েৎ, হ্রস্বত্বমার্ষম্। উশতীং কমনীয়াম্। হৃদি প্রসীদতি স্বমনসি সন্তুষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৪৮

অন্বয়ঃ।—সকলাশিষাং (সর্ব্বমঙ্গলানাং) প্রভৌ (কর্ত্তরি) তস্মিন্ (শ্রীগোবিন্দে) প্রসন্নে (সতি) কিং দুর্ল্লভং (ন কিমপীতি ভাবঃ) [অতঃ] লবাত্মভিঃ (তুচ্ছাভিঃ) তাভিঃ (আশীর্ভিঃ) অলং (প্রয়োজনং ন ভবতি) অনন্যদৃষ্ট্যা (অন্যস্মিন্ ফলাদিবিষয়ে দৃষ্টিম্ অকৃত্বা) ভজতাং (সেবমানানাং) গুহাশয়ঃ (অন্তঃস্থিতঃ) পরঃ (পরমেশ্বরঃ) স্বয়ং পরাম্ (উত্তমাং) স্বগতিং (স্বমেবগতিঃ তাং নিজরূপাং গতিং) বিধত্তে (সম্পাদয়তি) ॥ ৪৯

মূলানুবাদ।—সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের কর্ত্তা সেই শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইলে আর কি দুর্লভ থাকে? তখন সকল মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাই নিরর্থক। ফলাদির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া একমনে যাঁহারা শ্রীভগবানের ভজনা করেন, ভগবান্ তাঁহাদের অন্তঃকরণে অধিষ্ঠান করিয়া স্বয়ংই নিজপদপ্রাপ্তিরূপ সর্ব্বোত্তম গতি সম্পাদন করিয়া থাকেন ॥ ৪৯

শ্রীধরটীকা।—আশিষো যদ্যপি সুলভাস্তথাপি তা ন প্রার্থনীয়া ইত্যাহ। তাভিরাশীভিরলম্ লবাত্মভিঃ তুচ্ছাভিঃ। ন চ তদা ভজনস্য বৈফলং শঙ্কনীয়মিত্যাহ। ভগবদ্ভজনব্যতিরেকেণ ফলান্তরদৃষ্টিং বিনা ভজতাং স্বপদপ্রাপ্তিং স্বয়মেব বিধত্তে গুহাশয়ত্বাদহৈতুকীং ভক্তিং জানন্ ॥ ৪৯

অন্বয়ঃ।—অহো! (খেদে) লোকে (জগতি) নরেতরং বিনা (পশুং বিনা) কো নাম পুরুষার্থসারবিৎ (পুরুষার্থেষু মধ্যে সারং শ্রেষ্ঠং বেত্তি জানাতি যঃ সঃ) পুরাকথানাং (প্রাচীনবৃত্তান্তানাং মধ্যে) ভবাপহাং (সংসারদুঃখহারিণীং) ভগবৎকথাসুধাং কর্ণাঞ্জলিভিঃ (শ্রবণপুটৈঃ) আপীয় (পীঙ্পানে ইত্যস্য রূপমেতৎ,

শ্রবণদ্বারা তদ্রসং সম্যগনুভূয় ইতি তদর্থঃ) বিরজ্যেত (বিরতো ভবেৎ ?) [ভগবৎপ্রসঙ্গবিরক্তঃ পশুরেবেতি ভাবঃ] ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৩

মূলানুবাদ।—হায়! এ সংসারে পশু ভিন্ন পুরুষার্থের মধ্যে সারজ্ঞ কোন্ ব্যক্তি প্রাচীন উপাখ্যানের মধ্যে এই ভবযন্ত্রণানাশক ভগবৎ-কথামৃত পান করিয়া আর বিরত হইতে পারে ? ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ॥১৩

শ্রীধরটীকা।—অতঃ কো নাম পুরাকথানাং পূর্ব্ববৃত্তানাং মধ্যে কথঞ্চিদাপীয় বিরজ্যেত বিরমেৎ নরেতরং পশুং বিনা ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মৈত্রেয় মুনি অতঃপর বরাহদেবের প্রস্তাব উপসংহার করিবার ইচ্ছায় বিদুরকে বলিলেন—হে বিদুর! ব্রহ্মা প্রভৃতির সেই পূর্ব্বোল্লিখিত স্তবে পরম সন্তুষ্ট হইয়া বিশ্বপালক বরাহরূপী শ্রীভগবান্ নিজ খুরের মহিমায় জলস্তম্ভনপূর্ব্বক তদুপরি পৃথিবীকে সংস্থাপিত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এই যে শ্রীভগবানের বরাহলীলাবৃত্তান্ত বর্ণিত হইল, ইহা ভক্তিসহকারে শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে ভগবান্ অতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। তিনি যাহার প্রতি প্রসন্ন হন, তাহার আর কিসের অভাব থাকে ? শ্রীভগবানের প্রাপ্তি বা তাঁহার শ্রীচরণসেবা করিবার সুবিধা পাওয়াই জীবের পরমপুরুষার্থ, ইহা ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। সেই পরমার্থ লাভ করিতে হইলে ভক্তিপরায়ণ হইতে হইবে এবং সেই ঐকান্তিক ভক্তিতে শ্রীভগবান্ প্রীত হইলে তিনি ভক্তের বাঞ্ছাসকল অন্তর্য্যামিরূপে উপলব্ধি করিয়া স্বয়ংই তাহা সম্পাদন করিয়া থাকেন। সুতরাং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ ভজনপথ ভিন্ন তুচ্ছ কামনাপথে মত্ত হইলে কোনও ফল হইবে না। যাঁহারা প্রকৃত পরমার্থ কি তাহা বুঝিতে পারেন, তাঁহারা কখনও ভগবৎপ্রসঙ্গ ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। শ্রীগোবিন্দের নামলীলাদি শ্রবণ বা কীর্ত্তনাদি বিষয়ে যে কি অতুলনীয় মাধুর্য্য, তাহা যাঁহরা তাহা আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন, পশুপ্রকৃতির লোকে তাহা কি বুঝিবে ? ॥ ৪৬—৫০ ॥

ইতি শ্রীধামশান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং
শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী নাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং
তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ॥১৩

তৃতীয় স্কন্ধঃ।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশুক উবাচ।

নিশম্য কৌশারবিণোপবর্ণিতাং হরেঃ কথাং কারণশূকরাত্মনঃ।
পুনঃ স পপ্রচ্ছ তমুদ্যতাঞ্জলির্নচাতিতৃপ্তো বিদুরো ধৃতব্রতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ।

তেনৈব তু মুনিশ্রেষ্ঠ হরিণা যজ্ঞমূর্ত্তিনা।
আদিদৈত্যো হিরণ্যাক্ষো হত ইত্যনুশুশ্রুম ॥ ২ ॥
তস্য চোদ্ধরতঃ ক্ষৌণীং স্বদংষ্ট্রাগ্রেণ লীলয়া।
দৈত্যরাজস্য চ ব্রহ্মন্ কস্মাদ্ধেতোরভূন্মৃধঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।—ধৃতব্রতঃ (ভক্তিব্রতপরায়ণঃ) স বিদুরঃ কৌশারবিণা (মৈত্রেয়েণ) উপবর্ণিতাং (কথিতাং) কারণশূকরাত্মনঃ (পৃথিবীসমুদ্ধাররূপপ্রয়োজনবশাৎ শূকরমূর্ত্তিধারিণঃ) হরেঃ কথাম্ (উপাখ্যানং) নিশম্য (শ্রুত্বা) ন চাতিতৃপ্তঃ (সম্যক্ পরিতৃপ্তো ন বভূব) [অতঃ] উদ্যতাঞ্জলিঃ (কৃতাঞ্জলিঃ সন্) পুনঃ তং (মৈত্রেয়ং) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসিতবান্) ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব কহিলেন—ভক্তিব্রতপরায়ণ বিদুর মৈত্রেয়বর্ণিত বরাহরূপী শ্রীভগবানের উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না, (আবার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল,) সুতরাং কৃতাঞ্জলিপুটে আবার তিনি মৈত্রেয় মুনির নিকট জিজ্ঞসা করিলেন ॥ ১ ॥

অয়ন্বঃ।—[হে] মুনিশ্রেষ্ঠ! তেনৈব (যো বরাহমূর্ত্তিঃ পৃথ্বীমুদ্ধৃতবান্ তেনৈব) যজ্ঞমূর্ত্তিনা (যজ্ঞস্বরূপেণ) হরিণা তু (তু পাদপূরণে) আদিদৈত্যঃ হিরণ্যাক্ষঃ হতঃ ইতি অনুশুশ্রুম (শ্রুতবন্তো বয়ম্) ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীবিদুর কহিলেন—হে মুনিবর! সেই বরাহরূপী যজ্ঞমূর্ত্তি শ্রীহরিই আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন, ইহা আপনার মুখেই পূর্ব্বে শুনিয়াছি ॥ ২

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।—

চতুর্দ্দশে নিদানন্তু তদ্বধে বক্তুমুচ্যতে। সন্ধ্যায়াং কশ্যপাদ্গর্ভসম্ভবঃ কামতো দিতেঃ ॥
তেনৈব যেন ভূমিরুদ্ধৃতা। অনুশুশ্রুম ত্বন্মুখাৎ ॥ ১।২ ॥

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মন্ (হে ব্রাহ্মণ! মৈত্রেয়!) স্বদংষ্ট্রাগ্রেণ (নিজদন্তাগ্রভাগেন) লীলয়া (অনায়াসেন)

শ্রদ্ধধানায় ভক্তায় ব্রূহি তজ্জন্মবিস্তরম্।
ঋষে ন তৃপ্যতি মনঃ পরং কৌতূহলং হি মে॥ ৪॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

সাধু বীর ত্বয়া পৃষ্টমবতারকথাং হরেঃ।
যৎ ত্বং পৃচ্ছসি মর্ত্ত্যানাং মৃত্যুপাশবিশাতনীম্॥ ৫॥
যয়োত্তানপদঃ পুত্রো মুনিনা গীতয়ার্ভকঃ।
মৃত্যোঃ কৃত্বৈব মূর্দ্ধ্ন্যঙ্‌ঘ্রি মারুরোহ হরেঃ পদম্॥ ৬॥

ক্ষৌণীং (পৃথিবীম্) উদ্ধরতঃ তস্য চ (ভগবতশ্চ) দৈত্যরাজস্য চ (হিরণ্যাক্ষস্য চ ইত্যুভয়োঃ পরস্পরং) কস্মাদ্ধেতোঃ মৃধঃ (যুদ্ধম্) অভূৎ? ॥ ৩॥

মূলানুবাদ।—হে মুনে! ভগবান্ বরাহদেব যখন নিজদন্তাগ্র দ্বারা অনায়াসে পৃথিবীকে উদ্ধার করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ও আদিদৈত্য হিরণাক্ষ্যের কি কারণে পরস্পর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল? ॥ ৩॥

অন্বয়ঃ।—[হে] ঋষে! মে (মম) মনঃ ন তৃপ্যতি, হি (যস্মাৎ) পরম্ (অত্যন্তং কৌতুহলং শ্রবণোৎসুক্যং ভবতীতি শেষঃ) [অতঃ] শ্রদ্দধানায় (শ্রদ্ধাযুক্তায়) ভক্তায় (মহ্যং) তজ্জন্মবিস্তরং (তস্য হিরণ্যাক্ষস্য জন্মবিস্তরং জন্মবৃত্তান্তপ্রবন্ধং) ব্রূহি (কথয়)॥ ৪॥

মূলানুবাদ।—হে মুনে! আমার মন পরিতৃপ্ত হইতেছে না, (ভগবৎপ্রসঙ্গ শুনিবার জন্য) উত্তরোত্তর আমার কৌতুহল বৃদ্ধি পাইতেছে, অতএব সেই হিরণ্যাক্ষের জন্মাদি বৃত্তান্ত সকল আমার নিকট বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করুন; আমি আপনার ভক্ত, শ্রদ্ধা সহকারে উহা শ্রবণ করিব॥ ৪॥

অন্বয়ঃ।—[হে] বীর! (ভক্তাগ্রগণ্য!) ত্বয়া সাধু পৃষ্টং (সুষ্ঠু জিজ্ঞাসিতং) যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) ত্বং মর্ত্ত্যানাং (মানবাদীনাং) মৃত্যুপাশবিশাতনীং (মৃত্যুবন্ধনচ্ছেদিকাং) হরেঃ অবতারকথাং (অবতার-সম্পর্কিতবিষয়ং) পৃচ্ছসি॥ ৫॥

মূলানুবাদ।—মৈত্রেয় বলিলেন, হে ভক্তবীর বিদুর! তুমি অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, কারণ শ্রীভগবানের অবতার-সম্পর্কিত প্রস্তাব মর্ত্ত্যবাসীদিগের মরণ পর্য্যন্ত খণ্ডন করে, তুমি তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছ॥ ৫॥

শ্রীধরটীকা।—মৃধো যুদ্ধম্॥ ৩।৪॥ সাধুত্বে হেতুঃ–যদ্‌যস্মাৎ ত্বং হরেরবতারকথাং পৃচ্ছসীতি। মৃত্যোঃ পাশং বিশাতয়তি মোচয়তীতি তথা॥ ৫॥

অন্বয়ঃ।—অর্ভকঃ (বালকঃ সন্নপি) উত্তানপদঃ (উত্তানপাদনামকস্য রাজ্ঞঃ) পুত্রঃ (ধ্রুবঃ) মুনিনা (নারদেন) গীতয়া (কীর্ত্তিতয়া) যয়া (কথয়া) মৃত্যোঃ মূর্দ্ধ্নি (মরণস্য মস্তকে) অঙ্‌ঘ্রিং (পদাঘাতং) কৃত্বা হরেঃ পদমেব আরুরোহ (লব্ধবান্)॥ ৬॥

মূলানুবাদ।—উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব বালক হইয়াও নারদের মুখে উপদিষ্ট যে-হরিকথা শ্রবণ করিয়া মৃত্যুর মস্তকে পদাঘাতপূর্ব্বক শ্রীহরিপাদপদ্ম লাভ করিয়াছিলেন॥ ৬॥

শ্রীধরটীকা।—তদেব দর্শয়তি। যয়া কথয়া। উত্তানপদঃ পুত্রো ধ্রুবঃ। মুনিনা নারদেন। অর্ভক এব, যদা ধ্রুবায় সুনন্দাদিভির্বিমানমানীতং তদাস্য দেহত্যাগোঽপেক্ষিতঃ স্যাৎ ইতি মত্বা মৃত্যাবাসন্নেঽপি

অথাত্রাপীতিহাসোঽয়ং শ্রুতো মে বর্ণিতঃ পুরা ।
ব্রহ্মণা দেবদেবেন দেবানামনুপৃচ্ছতাম্ ॥ ৭ ॥
দিতির্দাক্ষায়ণী ক্ষত্তর্মারীচং কশ্যপং পতিম্ ।
অপত্যকামা চকমে সন্ধ্যায়াং হৃচ্ছয়ার্দ্দিতা ॥ ৮ ॥
ইষ্ট্বাগ্নিজিহ্বং পয়সা পুরুষং যজুষাং পতিম্ ।
নিম্লোচত্যর্কে আসীনমগ্ন্যাগারে সমাহিতম্ ॥ ৯ ॥

দেহং ন তত্যাজ, কিন্তু সোপান ইব তস্য মৃত্যোর্মূর্দ্ধ্নি পদং দত্বা বিমানমারুহ্য বিষ্ণুপদমারূঢ়ঃ। বক্ষ্যতি হি—পরীত্যাভ্যর্চ্চ্য ধিষ্ণ্যাগ্র্যং কৃতস্বস্ত্যয়নো দ্বিজৈঃ। ইয়েষ তদাধিষ্ঠাতুং বিভ্রদ্রূপং হিরণ্ময়মিতি ॥ ৬

অন্বয়ঃ ;—অত্র (বরাহহিরণ্যাক্ষপ্রসঙ্গে) অনুপৃচ্ছতাং (জিজ্ঞাসমানানাং) দেবানাং [সমীপে] পুরা (পূর্ব্বস্মিন্ কালে) দেবদেবেন ব্রহ্মণা অয়ম্ ইতিহাসঃ বর্ণিতঃ অথ ময়াপি শ্রুতঃ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ ;—এই বরাহদেব ও হিরণ্যাক্ষের প্রস্তাব সম্বন্ধে পূর্ব্বে দেবগণ প্রশ্ন করায় ব্রহ্মা এই ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছিলেন, আমিও তাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম ॥ ৭ ॥

শ্রীধরটীকা ।—তয়োঃ সংগ্রামে হেতুং বক্তুমিতিহাসং প্রস্তৌতি অথেতি। অনুপৃচ্ছতাং দেবানাং ব্রহ্মণা বর্ণিত ইতিহাসো ময়া শ্রুতঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ;—মৈত্রেয় মুনির নিকটে বরাহদেবের প্রস্তাব শুনিয়া বিদুর আবার কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—হে মুনিবর ! বরাহদেব হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছেন, ইহা আপনার নিকট শুনিলাম, কিন্তু বসুন্ধরাকে উদ্ধার করিবার সময় কি কারণে হিরণ্যাক্ষের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারি নাই ; অতএব ঐ প্রস্তাব বিস্তারিতভাবে শুনিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে ও শ্রীভগবানের লীলাসম্পর্কিত ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া আমার আরও শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমি আপনার ভক্ত, কৃপা করিয়া হিরণ্যাক্ষের জন্মাদি বৃত্তান্ত সকল বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করুন। বিদুরের এইরূপ প্রার্থনায় মৈত্রেয় মুনি অতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—হে ভক্তপ্রধান বিদুর! ভগবৎকথাসম্পর্কে তোমার এইরূপ আগ্রহপূর্ণ জিজ্ঞাসায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইতেছি। পূর্ব্বে দেবগণ ঐ বরাহ ও হিরণ্যাক্ষের সংবাদ জিজ্ঞাসা করায় ব্রহ্মা তাঁহাদের নিকট যে ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছিলেন, আমি তাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব, তুমি শ্রবণ কর ॥ ১—৭ ॥

অন্বয়ঃ ।—ক্ষত্তঃ ! (হে বিদুর !) অর্কে (সূর্য্যে) নিম্লোচতি (অস্তং গচ্ছতি সতি) অগ্নিজিহ্বং (অগ্নিরেব জিহ্বা যস্য তম্) [অগ্নিং দ্বারীকৃত্যৈব দেবানাং হবিগ্র্হণপ্রসিদ্ধেরগ্নৌ দেবানাং জিহ্বারূপত্ব বর্ণ্যতে ইতি বোধ্যং] যজুষাং (যজ্ঞানাং) পতিম্ (ঈশ্বরং) পুরুষং (বিষ্ণুং) পয়সা (দুগ্ধেন) ইষ্ট্বা (যজ্ঞেন তর্পয়িত্বা) অগ্ন্যাগারে (অগ্নিশালায়াম্) আসীনম্ (উপবিষ্টং) সমাহিতং (সমাধিগ্রস্তং) মারীচং (মরীচেঃ পুত্রং) পতিং (স্বামিনং) কশ্যপং দাক্ষায়ণী (দক্ষকন্যা) দিতিঃ অপত্যকামা (সন্ততিকামনাপরায়ণা) হৃচ্ছয়ার্দ্দিতা (হৃদি শেতে অবতিষ্ঠতে যঃ সঃ হৃচ্ছয়ঃ কামঃ, তেন অর্দ্দিতা পীড়িতা, কামার্ত্তা সতীতি যাবৎ) সন্ধ্যায়াং (সায়ংকালে এব) চকমে (সম্ভোগায় প্রার্থিতবতী) ॥ ৮।৯ ॥

মূলানুবাদ ।—হে বিদুর ! সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন, সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়, এইরূপ সময়ে মরীচিমুনির পুত্র

শ্রীদিতিরুবাচ।

এষ মাং ত্বৎকৃতে বিদ্বন্ কাম আত্তশরাশনঃ।
দুনোতি দীনাং বিক্রম্য রম্ভামিব মতঙ্গজঃ ॥ ১০ ॥
তদ্ভবান্ দহ্যমানায়াং সপত্নীনাং সমৃদ্ধিভিঃ।
প্রজাবতীনাং ভদ্রং তে ময্যাযুঙ্ক্তামনুগ্রহম্ ॥ ১১ ॥
ভর্ত্তর্য্যাপ্তোরুমানানাং লোকানাবিশতে যশঃ।
পতির্ভবদ্বিধো যাসাং প্রজয়া ননু জায়তে ॥ ১২ ॥

কশ্যপ অগ্নিশালায় হোম করিয়া যজ্ঞেশ্বরের তৃপ্তিসাধনপূর্ব্বক সমাধিস্থ হইয়া আছেন, এরূপ অবস্থায় দক্ষকন্যা দিতি কামার্ত্তা ও সন্তানাভিলাষিণী হইয়া নিজপতি কশ্যপের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন ॥ ৮।৯ ॥

শ্রীধরটীকা।—দেবপ্রশ্নপ্রস্তাবায় প্রথমং হিরণ্যাক্ষহিরণ্যকশিপূৎপত্তিপ্রসঙ্গমাহ দিতিরিত্যাদিনা তাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ। মরীচেঃ পুত্রং কশ্যপম্। হৃচ্ছয়ঃ কামস্তেনার্দ্দিতা অতঃ সন্ধ্যায়ামেব কামিতবতী ॥ ৮ ॥ তদপ্যগ্নিহোত্রশালায়াং, তত্রাপি সমাহিতম্। অগ্নির্জিহ্বা যস্য। যজুষাং যজ্ঞানাং পতিং পুরুষং শ্রীবিষ্ণুম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।—বিদ্বন্! (হে অভিজ্ঞ!) এষ আত্তশরাসনঃ (গৃহীতধন্বা) কামঃ ত্বৎকৃতে (ত্বদর্থং) দীনাং (কাতরাং) মাং, মতঙ্গজঃ (হস্তী) বিক্রম্য (শৌর্য্যং প্রকাশ্য) রম্ভামিব (কদলীমিব) দুনোতি (পীড়নেন সংশয়িতজীবিতাং করোতি) ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীদিতি কহিলেন—হে বিজ্ঞবর! এই কামদেব ধনুর্ধারণ করিয়া, হস্তী যেমন বল প্রকাশ করিয়া কদলীবৃক্ষকে নিতান্ত পীড়িত করে, সেইরূপ আপনার জন্য আমাকে অত্যন্ত পীড়ন করিতেছে, আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি ॥ ১০ ॥

শ্রীধরটীকা।—কৃপণাং বহুভাষিণীমিতি বক্ষ্যতি। তত্র এষ মামিতি দ্বাভ্যাং কার্পণ্যং, ভর্ত্তরীতি চতুর্ভি বহুভাষণং বর্ণ্যতে। দুনোতি পীড়য়তি বিক্রম্য শৌর্য্যমাবির্ভাব্য। রম্ভাং কদলীম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।—তৎ (তস্মাদ্ধেতোঃ) ভবান্ প্রজাবতীনাং (সন্ততিশালিনীনাং) সপত্নীনাম্ (অদিতিপ্রভৃতিনাং) সমৃদ্ধিভিঃ (সৌভাগ্যসম্পদ্‌ভিঃ) দহ্যমানায়াং (পরিতাপযুক্তায়াং) ময়ি অনুগ্রহং (যথাহমপি পুত্রবতী ভবেয়ম্ তথা বিধানং) আযুঙ্‌ক্তাং (করোতু) ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ।—আমার সপত্নীগণ সকলেই সন্তানলাভ করিয়াছে, তাহাদের অত্যন্ত সৌভাগ্য (অথচ আমি নিঃসন্তান, সুতরাং) তাহাতে আমি নিতান্ত পরিতাপ ভোগ করিতেছি। অতএব আপনি আমার প্রতিও অনুগ্রহ করুন ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।—ননু (সম্বোধনে অব্যয়ম্, তথা চ হে নাথ!) যাসাং (রমণীনাং) ভবদ্বিধঃ পতিঃ (ভবাদৃশঃ স্বামী) প্রজয়া (সন্ততিরূপেন) জায়তে, ভর্ত্তরি (স্বামিনি) আপ্তোরুমানানাং (প্রাপ্তবহুলাদরাণাং তাসাং) যশঃ (সৌভাগ্যখ্যাতিঃ) লোকান্ (ভুবনানি) আবিশতে (ব্যাপ্নোতি) ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ।—হে নাথ! আপনার ন্যায় পতি যাহাদের গর্ভে সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করে, সেই রমণীগণ পতির প্রতি অতিশয় সমাদরপ্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের সৌভাগ্যখ্যাতি ভুবনে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

পুরা পিতা নো ভগবান্ দক্ষো দুহিতৃবৎসলঃ ।
কং বৃণীত বরং বৎসা ইত্যপৃচ্ছত নঃ পৃথক্ ॥ ১৩ ॥
স বিদিত্বাত্মজানাং নো ভারং সন্তানভাবনঃ ।
ত্রয়োদশাদদাত্তাসাং যাস্তে শীলমনুব্রতাঃ ॥ ১৪ ॥
অথ মে কুরু কল্যাণং কামং কমললোচন ।
আর্ত্তোপসর্পণং ভূমন্নমোঘং হি মহীয়সি ॥ ১৫ ॥
ইতি তাং বীর মারীচঃ কৃপণাং বহুভাষিণীম্ ।
প্রত্যাহানুনয়ন্ বাচা প্রবৃদ্ধানঙ্গকশ্মলাম্ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরটীকা ।—আযুঙ্‌ক্তাং সর্ব্বতো যুনক্তু, সম্যক্ করোতু ॥ ১১ ॥ ভর্ত্তরি প্রাপ্তবহুমানানাং স্ত্রীণাং যশঃ লোকান্ আবিশতে ব্যাপ্নোতি । প্রজয়া পুত্ররূপেণ । তজ্জায়া জায়া ভবতি যদস্যাং জায়তে পুনরিতি শ্রুতেঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ ।—পুরা (পূর্ব্বস্মিন্ কালে) দুহিতৃবৎসলঃ নঃ (অস্মাকং) পিতা ভগবান্ দক্ষঃ, বৎসাঃ! (হে কন্যাঃ) কঃ বরং বৃণীত ইতি নঃ (অস্মান্) পৃথক্ (একৈকশঃ) অপৃচ্ছত (অপৃচ্ছৎ) ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ ।—পূর্বে কন্যাগণের প্রতি অতিবাৎসল্যপরায়ণ আমাদের পিতা ভগবান্ দক্ষ, আমাদিগকে এক এক করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে কন্যাগণ ! তোমরা কে কাহাকে পতিরূপে বরণ করিতে চাও ? ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ ।—সন্তানভাবনঃ (সন্তানার্থম্ অস্মন্নিমিত্তং ভাবনা চিন্তা যস্য সঃ পিতা দক্ষঃ) আত্মজানাং নঃ (কন্যানামস্মাকং) ভাবম্ (অভিপ্রায়ং) বিদিত্বা (ইঙ্গিতাদিভিরেব জ্ঞাত্বা) যাঃ (বয়ং) তে (তব) শীলং (চরিতং প্রতি) অনুব্রতাঃ (অনুরক্তাঃ) তাসাং ত্রয়োদশ (ত্রয়োদশসঙ্খ্যাস্তাঃ কন্যা অস্মান্) অদদাৎ (দত্তবান্) ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ ।—সন্তানের জন্য সর্ব্বদা চিন্তাপরায়ণ সেই পিতা আমাদের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া আপনার যাহারা চরিত্রানুরাগিণী, এইরূপ আমাদের এই তের জনকে আপনার হস্তে দান করিয়াছেন ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা ।—নোঽস্মাকং পিতা নোঽস্মান্ পৃথক্ পৃথক্ অপৃচ্ছৎ । অয়ং ভাবঃ—ত্রয়োদশানামপ্যস্মাকং ত্বয়ি ভাবসাম্যে বৈষম্যাচরণং তবানুচিতমিতি ॥ ১৩। ১৪ ॥

অন্বয়ঃ ।—হে ভূমন্ ! (বিরাট্‌পুরুষতুল্য !) কমললোচন ! অথ (অতঃপরং) মে (মম) কামম্ (প্রার্থনানুরূপং) কল্যাণং কুরু, হি (যস্মাৎ) মহীয়সি (মহত্তরজনসমীপে) আর্ত্তোপসর্পণং (আর্ত্তস্য কাতরস্য উপসর্পণম্ আগমনম্) ন মোঘং (ব্যর্থং ন ভবতি) ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ ।—হে পদ্মপলাশনয়ন ! হে বিরাট্‌পুরুষসদৃশ ! অতঃপর আমার অভিলষিত মঙ্গল বিধান করুন, কারণ মহাপুরুষগণের নিকট কাতর জনের আগমন কখনও বিফল হয় না ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরটীকা ।—মহীয়সি ত্বাদৃশে মহত্তমে মোঘং ন ভবতি হি ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ ।—বীর ! (হে ভক্তবীর ! বিদুর !) মারীচঃ ইতি (উক্তপ্রকারেণ) বহুভাষিণীং কৃপণাং (কাতরাং) প্রবৃদ্ধানঙ্গকশ্মলাং (প্রবৃদ্ধেন অতিপ্রবলেন অনঙ্গেন কামেন কশ্মলাং কলুষিতাং) তাং (দিতিং) বাচা (সান্ত্বনাবাক্যেন) অনুনয়ন্ প্রত্যাহ (প্রত্যুত্তরং দত্তবান্) ১৬ ॥

এষ তেহহং বিধাস্যামি প্রিয়ং ভীরু যদিচ্ছসি।
তস্যাঃ কামং ন কঃ কুর্য্যাৎ সিদ্ধিস্ত্রৈবর্গিকী যতঃ ॥১৭॥
সর্ব্বাশ্রমানুপাদায় স্বাশ্রমেণ কলত্রবান্।
ব্যসনার্ণবমত্যেতি জলযানৈরিবার্ণবম্ ॥১৮॥
যামাহুরাত্মনো হ্যর্দ্ধং শ্রেয়স্কামস্য মানিনি।
যস্যাং স্বধুরমধ্যস্য পুমাংশ্চরতি বিজ্বরঃ ॥১৯॥

মূলানুবাদ ;—হে ভক্তপ্রবর বিদুর! সেই দিতি পরিবর্দ্ধিতকামবেগে অধীর হইয়া কারতভাবে এইরূপ বহু কথা বলিলে, মরীচিনন্দন কশ্যপ সান্ত্বনাবাক্যে দিতির প্রতি অনুনয়সহকারে প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরটীকা ;—প্রবৃদ্ধানঙ্গেন কশ্মলং মোহো যস্যাঃ তাম্ ॥ ১৬॥

অন্বয়ঃ।—ভীরু! (কাতরস্বভাবে!) যৎ ইচ্ছসি [তৎ] তে (তব) প্রিয়ম্ (প্রার্থিতবিষয়ম্) এষোঽহং বিধাস্যামি (করিষ্যামি) [তথাহি] যতঃ (যস্যাঃ সকাশাৎ) ত্রৈবর্গিকী (ধর্ম্মার্থকামেতি ত্রিবর্গসম্বন্ধিনী) সিদ্ধিঃ (সফলতা সম্ভবতীতি শেষঃ) তস্যাঃ (পত্ন্যাঃ) কামং (প্রার্থিতবিষয়ং) কো ন কুর্য্যাৎ ? (সর্ব্বৈরেব কর্ত্তুমুচিতমিতি ভাবঃ) ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ।—হে কাতরে! তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তোমার সেই প্রিয় কার্য্য আমি অবিলম্বেই সম্পাদন করিতেছি। যে পত্নী হইতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গের সফলতা হইয়া থাকে, সেই পত্নীর কামনা কে না পূর্ণ করে? ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—সন্ধ্যাকালবঞ্চনায় ভার্য্যাপ্রশংসা এষ ইতি পঞ্চভিঃ। যতঃ যস্যাঃ সকাশাৎ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ।—কলত্রবান্ (সস্ত্রীকো জনঃ) স্বাশ্রমেণ (স্বীয়গার্হস্থ্যধর্ম্মেণ) সর্ব্বাশ্রমান্ (ব্রহ্মচর্য্যাদিসর্ব্বাশ্রমবিহিতধর্ম্মাণেব) উপাদায় (অনুষ্ঠায়) জলযানৈঃ অর্ণবমিব (সমুদ্রং যথা তরতি তথা) ব্যসনার্ণবম্ (বিপৎসমুদ্রম্) অত্যেতি (অতিক্রমতি) ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ।—জলযানের (জাহাজ প্রভৃতির) সাহায্যে যেমন সমুদ্র অতিক্রম করা যায়, সেইরূপ গৃহস্থ ব্যক্তি পত্নীযুক্ত হইয়া গার্হস্থধর্ম্ম প্রতিপালন দ্বারাই ব্রহ্মচর্য্যাদি সকল আশ্রমধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক বিপৎসমুদ্রকে অতিক্রম করিয়া থাকে। ॥১৮॥

শ্রীধরটীকা।—সর্ব্বাশ্রমানুপাদায়েতি। তানপ্যন্নাদিদানেন কৃচ্ছ্রতস্তারয়ন্ স্বয়ং তরতীত্যর্থঃ ॥১৮

অন্বয়ঃ।—[হে] মানিনি! শ্রেয়স্কামস্য (কল্যাণাভিলাষিণঃ জনস্য সম্বন্ধে) যাং (পত্নীম্) আত্মনঃ (দেহস্য) অর্দ্ধং হি আহুঃ (অর্দ্ধমেব বদন্তি শাস্ত্রাকারাঃ "শরীরার্দ্ধং সিতা জায়া পুণ্যাপুণ্যফলে সমা।" ইত্যাদ্যুক্তেঃ) যস্যাং (পত্ন্যাং) স্বধুরং (স্বীয়দৃষ্টাদৃষ্টকর্ম্মভারম্) অধ্যস্য (বিন্যস্য) পুমান্ (পুরুষঃ) বিজ্বরঃ (নিশ্চিন্তঃ) সন্ চরতি (কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরতি) ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদ।—হে মানিনি! যাহাকে শাস্ত্রকারগণ স্বামী রঅর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া থাকেন এবং যাহার উপর স্বীয় দৃষ্টাদৃষ্ট কার্য্যভার অর্পণ করিয়া পুরুষ নিশ্চিন্তমনে বিচরণ করিতে পারে ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরটীকা ;—আত্মনো দেহস্যার্দ্ধং কর্ম্মসু দ্বয়োঃ সমাধিকারাৎ। তচ্ছব্দানাং তাং স্বামিতি তৃতীয়শ্লোকেন সম্বন্ধঃ। স্বধুরং দৃষ্টাদৃষ্টকর্ম্মভারম্। বিজ্বরঃ নিশ্চিন্তঃ ॥ ১৯ ॥

যামাশ্রিত্যেন্দ্রিয়ারাতীন্ দুর্জ্জয়ানিতরাশ্রমৈঃ।
বয়ং জয়েম হেলাভির্দস্যূন্ দুর্গপতির্যথা ॥২০॥
ন বয়ং প্রভবস্তাং ত্বামনুকর্ত্তুং গৃহেশ্বরি।
অপ্যায়ুষা বা কাৎস্ন্যেন যে চান্যে গুণগৃধ্নবঃ ॥২১॥
তথাপি কামমেতং তে প্রজাত্যৈ করবাণ্যলম্।
যথা মাং নাতিবোচন্তি মুহূর্ত্তং প্রতিপালয় ॥২২॥

অন্বয়ঃ।—বয়ং (পুরুষাঃ) যাং (পত্নীম্) আশ্রিত্য (অবলম্ব্য) দুর্গপতিঃ দস্যূন্ যথা (জয়তি তথা) ইতরাশ্রমৈঃ (ব্রহ্মচর্য্যাদিভিঃ) দুর্জ্জয়ান্ ইন্দ্রিয়ারাতীন্ (ইন্দ্রিয়াণ্যেব অরাতয়ঃ শত্রবঃ তান্) হেলাভিঃ (আয়াসং বিনৈব) জয়েম (উচ্ছৃঙ্খলগতের্নিবারয়িতুং শক্নুমঃ) ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদ।—দুর্গপাল যেমন দুর্গকে আশ্রয় করিয়া দস্যুদিগকে জয় করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমরা—এই পুরুষগণও যে-পত্নীকে অবলম্বন করিয়াই ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুবর্গকে জয় করিতে সমর্থ হই; ব্রহ্মচর্য্যাদি অন্য আশ্রমধর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করা বড়ই দুঃসাধ্য ॥ ২০ ॥

শ্রীধরটীকা।—হেলাভির্লীলাভির্জয়েমেতি। সভার্য্যস্য ইন্দ্রিয়াণি প্রায়েণ ততস্ততো ন সর্পন্তীতি ভাবঃ॥২০

অন্বয়ঃ।—[হে] গৃহেশ্বরি! বয়ম্ অন্যে চ যে গুণগৃধ্নবঃ (গুণগ্রাহিণঃ সন্তি এতে সর্ব্বএব) আয়ুষা অপি বা (সম্পূর্ণজীবনকালেন, বা-শব্দাৎ জন্মান্তরেণাপীতি বোধ্যং) তাং (গার্হস্থ্যধর্ম্মপ্রধানাঙ্গভূতাং) ত্বাং (ত্বামিতি স্ত্রীমাত্রোপলক্ষণং, তথা চ স্বস্বপত্নীমিত্যর্থঃ) কাৎস্ন্যেন (সম্পূর্ণরূপেণ) অনুকর্ত্তুং (যোগ্যাপকারৈস্তুলনাং লব্ধুং) ন প্রভবঃ (সমর্থা ন ভবামঃ) ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদ।—হে গৃহেশ্বরি! আমরা বা অন্য যে সকল গুণগ্রাহী লোক আছেন, কেহই ইহজীবনে, এমন কি জন্মান্তরেও এই গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গস্বরূপ সেই নিজ নিজ পত্নীর যোগ্য উপকার দ্বারা সম্পূর্ণ প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ নহি ॥২১

শ্রীধরটীকা।—তাম্ অনেকোপকারকর্ত্রীং ত্বাং কাৎস্ন্যেন অনুকর্ত্তুং প্রত্যুপকারৈস্তৎসদৃশীভবিতুং ন প্রভবো ন সমর্থাঃ। সম্পূর্ণেনাপ্যায়ুষা। বা-শব্দাৎ জন্মান্তরৈরপি ন প্রভব ইত্যুক্তম্ ॥২১

অন্বয়ঃ।—অথাপি (যদ্যপি সম্পূর্ণং প্রত্যুপকর্ত্তুমসামর্থ্যং তথাপি) তে (তব) প্রজাত্যৈ (সন্তানায়) কামং (প্রার্থিতবিষয়ম্) অলং (শক্ত্যনুসারেণ) করবাণি (প্রাপ্তকালে লোট্) যথা মাং ন অতিবোচন্তি (অত্র বচ্ ধাতোরুত্তমপুরুষপ্রয়োগ আর্ষঃ, লোকাঃ নিন্দন্তি, তদর্থং) মুহূর্ত্তং (কিয়ৎকালমাত্রং) প্রতিপালয় (প্রতীক্ষস্ব) ॥ ২২ ॥

মূলানুবাদ।—তথাপি তোমার সন্তানের জন্য প্রার্থিত বিষয় আমি যথাশক্তি সম্পাদন করিব, মুহূর্ত্তকালমাত্র প্রতীক্ষা কর, যাহাতে লোকে আমাকে নিন্দা করিতে না পারে ॥ ২২ ॥

শ্রীধরটীকা।—যদ্যপি ত্বদনুকরণমশক্যম্। প্রজাত্যৈ পুত্রোৎপত্ত্যৈ। নাতিবোচন্তি ন নিন্দন্তি। প্রতিপালয় প্রতীক্ষস্ব ॥ ২২ ॥

শ্রীভাগবতভাম্বতবর্ষিনী:—ইতিপূর্ব্বে বিদুরের নিকট মৈত্রেয় বলিয়াছেন যে, বরাহদেবও হিরণ্যাক্ষের সংবাদ দেবগণের প্রশ্নানুসারে ব্রহ্মা যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, আমি তাহা শুনিয়াছি, সুতরাং তাহাই আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। এ স্থলে বিদুরের জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, "ব্রহ্মার নিকট দেবগণ

এষা ঘোরতমা বেলা ঘোরাণাং ঘোরদর্শনা।
চরন্তি যস্যাং ভূতানি ভূতেশানুচরাণি হ ॥ ২৩ ॥
এতস্যাং সাধ্বি সন্ধ্যায়াং ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
পরিতো ভূতপর্যদ্ভির্বৃষেণাটতি ভূতরাট্ ॥ ২৪ ॥
শ্মশানচক্রানিলধূলিধূম্রবিকীর্ণবিদ্যোতজটাকলাপঃ।
ভস্মাবগুণ্ঠামলরুক্মদেহো দেবস্ত্রিভিঃ পশ্যতি দেবরস্তে ॥ ২৫ ॥

কি কারণে কিরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন ?” ইহা চিন্তা করিয়া মৈত্রেয় মুনি স্বয়ংই ঘটনার মূল হইতে বর্ণনা করিয়া বলিলেন,—হে বিদুর ! একদা মরীচি মুনির পুত্র কশ্যপ স্বীয় হোমগৃহে যজ্ঞাদি কর্ত্তব্যকার্য্য সমাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে বসিয়া ইষ্টচিন্তা করিতেছেন, সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়, সূর্য্যদেব অস্তাচলে যাইতেছেন, এমন সময়ে সেই কশ্যপের পত্নী দক্ষকন্যা দিতি কামার্ত্তা ও সন্তানাভিলাষিণী হইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া কশ্যপের নিকট নিজ অসহ্য কামপীড়া ও সন্তান না হওয়া জনিত তীব্র মনঃকষ্ট নিবেদনপূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গ প্রার্থনা জানাইলেন। দিতির আরও দ্বাদশটী ভগিনীর এই কশ্যপের সহিতই বিবাহ হইয়াছিল, তাহাদের সকলেরই সন্তান জন্মিয়াছে, অথচ দিতির ভাগ্যে সেই সন্তানসুখ ঘটে নাই। ইহাতে দিতি বিশেষ কাতরতা সহকারে কশ্যপের নিকট নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করিলেন। সপত্নীগণ স্বামীর কৃপালাভ করিতেছে, তাহাদের সন্তান জন্মিয়া সৌভাগ্যগর্ব্বের অধিকার ঘটিয়াছে, অথচ নিজের ভাগ্যে তাহা কিছুই ঘটিল না ; এ অবস্থায় স্ত্রীলোকের প্রাণে বস্তুতঃই অসহনীয় দুঃখ উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। কশ্যপ সমস্তই বুঝিলেন, অথচ সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়, এরূপ সময় স্ত্রীসঙ্গ নিতান্ত অকর্ত্তব্য, সুতরাং কোনওরূপে কিছু সময় দিতিকে ভুলাইয়া রাখিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া কশ্যপ মুনি একান্ত অনুনয়সহকারে অতিকোমল বাক্যবিন্যাসে তাঁহার নিকট বলিতে লাগিলেন—হে অভিমানিনি ! গৃহলক্ষ্মি ! গৃহধর্ম্মই সর্ব্বধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ, আবার সেই গৃহধর্ম্মের মধ্যেও পত্নীই প্রধান অবলম্বন। তুমি আমার সেই পত্নী, সুতরাং অবশ্যই আমি তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিব ; কিন্তু এখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়, এ অবস্থায় আমি তোমাতে সঙ্গত হইলে লোকে আমাকে অত্যন্ত নিন্দা করিবে, সুতরাং ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর ॥ ৮—২২

অন্বয়ঃ।—ঘোরদর্শনা (ঘোরং ভয়ঙ্করং দর্শনং মূর্ত্তির্যস্যাঃ সা) ঘোরতমা (অত্যন্তভয়াবহা) এষা ঘোরাণাং (রুদ্রাণাং) বেলা (সময়ঃ) যস্যাং (বেলায়াং) ভূতেশানুচরাণি (মহাদেবানুগতানি) ভূতানি চরন্তি হ (বিচরন্তীতি প্রসিদ্ধিঃ) ॥ ২৩

মূলানুবাদ।—এই সময় অতি ভীষণ, এ সময়ে নানাবিধ ভয়ঙ্করমূর্ত্তিদর্শন সম্ভবপর, কারণ এসময়ে রুদ্রানুচর ভূতগণ বিচরণ করিয়া থাকে, এই জন্যই ইহার নাম রুদ্রবেলা ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—[হে] সাধ্বি ! এতস্যাং সন্ধ্যায়াং ভূতরাট্ (ভূতাধিপতিঃ) ভগবান্ ভূতভাবনঃ (রুদ্রঃ) ভূতপর্ষদ্ভিঃ (ভূতগণৈঃ সহ) বৃষেণ পরিতঃ (চতুর্দ্দিক্ষু) অটতি (বিচরতি) ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—হে সাধ্বি ! এই সন্ধ্যাকালে ভগবান্ ভূতনাথ রুদ্রদেব তাঁহার অনুচর ভূতবর্গ সহ বৃষে আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে পর্য্যটন করেন ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—শ্মশানচক্রানিলধূলিধূম্রবিকীর্ণবিদ্যোতজটাকলাপঃ (শ্মশানে যঃ চক্রানিলঃ চক্রবদ্ঘূর্ণায়মানো বায়ু, তদুত্থাপিত্য যা ধূলিঃ, তয়া ধূম্রো ধূসরীকৃতো বিকীর্ণো বিক্ষিপ্তো বিদ্যোতো দীপ্তিমান্ জটা-

ন যস্য লোকে স্বজনঃ পরো বা নাত্যাদৃতো নোত কশ্চিদ্বিগর্হ্যঃ ।
বয়ং ব্রতৈর্যচ্চরণাপবিদ্ধামাশাস্মহেঽজাং বত ভুক্তভোগাম্ ॥ ২৬ ॥
যস্যানবদ্যাচরিতং মনীষিণো গৃণন্ত্যবিদ্যাপটলং বিভিৎসবঃ ।
নিরস্তসাম্যাতিশয়োঽপি যৎ স্বয়ং পিশাচচর্য্যামচরদ্গতিঃ সতাম্ ॥ ২৭ ॥

কলাপো যস্য তথাবিধঃ) ভস্মাবগুণ্ঠামলরুক্মদেহঃ (ভস্মৈব অবগুণ্ঠঃ আবরণং যস্য স তথাবিধঃ অমলঃ উজ্জ্বলঃ রুক্মবৎ কাঞ্চনবৎ দেহো যস্য সঃ, "রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ" ইত্যাদিপ্রমাণবলাৎ রুদ্রদেবস্য অগ্নিমূর্ত্তিত্বম্ অতএব তদ্দেহঃ কাঞ্চনবদুক্ত ইত্যবধেয়ম্) তে (তব) দেবরঃ (রুদ্রমূর্ত্তির্মহাদেবো দক্ষস্য জামাতা, কশ্যপোঽপি তথেতি দ্বয়োঃ পরস্পরং ভ্রাতৃত্বমভিপ্রেত্য মহাদেবে দিতের্দেবরত্বমুক্তং) দেবঃ (রুদ্রদেবঃ) ত্রিভিঃ (নয়নৈঃ) পশ্যতি (সর্ব্বমবলোকয়তি) ॥২৫ ॥

মূলানুবাদ ।—যাঁহার উজ্জ্বল বিক্ষিপ্ত জটারাশি শ্মশানস্থ ঘূর্ণি-বায়ুদ্বারা উত্থাপিত ধূলিসমূহে ধূম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে, যাঁহার কষিতকাঞ্চনবর্ণ দেহখানি ভস্ম দ্বারা আচ্ছাদিত, সেই মহাদেব তোমার দেবর, তিনি তিনটি চক্ষুদ্বারা সমস্ত দর্শন করিতেছেন ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ ।—লোকে (সংসারে) যস্য (মহাদেবস্য) স্বজনঃ (আত্মীয়ঃ) পরঃ (অনাত্মীয়ো বা) কশ্চিৎ ন, অত্যাদৃতঃ (অত্যন্তমাদরণীয়ঃ) ন, উত (অথবা) বিগর্হ্যঃ (নিন্দনীয়শ্চ) ন, [সর্ব্বত্রৈব সমদর্শীতি ভাবঃ] যচ্চরণাপবিদ্ধাং (যেন মহাদেবেন কর্ত্রা চরণেন পদস্পর্শেন অপবিদ্ধাং দূরতো বিক্ষিপ্তাং) ভুক্তভোগাম্ (উচ্ছিষ্টীকৃতাম) অজাং (মায়াময়ীং বিভূতিং) বয়ং ব্রতৈঃ (সাধনাবিশেষৈঃ) আশাস্মহে (প্রার্থয়ামহে) [তস্য চরিতমতর্ক্যমিতি উত্তরবর্ত্তিতাৎপর্য্যেণ সম্বন্ধঃ] ॥ ২৬ ॥

মূলানুবাদ ।—যাঁহার কাছে সংসারে কেহই আত্মীয় নহে, কেহই পর নহে অথবা কেহ আদরণীয় ও কেহ নিন্দনীয় এরূপও নহে, যে মায়াময়ী বিভূতিকে ভোগ করিয়া চরণদ্বারা তিনি পরিত্যাগ করেন, তাহাই আমরা মহাপ্রসাদরূপে সাধনাদ্বারা পাইতে আশা করিয়া থাকি ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরটীকা ।—নিন্দামগণয়ন্তীং ভীষয়মাণঃ শ্রীরুদ্রমনুবর্ণয়তি এষেতি সপ্তভিঃ । ঘোরাণামেষা বেলা স্বয়ঞ্চ ঘোরদর্শনা ॥ ২৩ ॥ ভূতপর্ষদ্ভিঃ ভূতগণৈঃ ॥ ২৪ ॥ তর্হি তৎসম্মুখমাত্রং বর্জ্জনীয়মিতি চেৎ তত্রাহ। শ্মশানে যশ্চক্রানিলঃ বাতমণ্ডলী, তস্মিন্ যা ধূলিঃ, তয়া ধূম্রো বিকীর্ণো বিক্ষিপ্তঃ বিদ্যোতো দ্যুতিমান্ জটাকলাপো যস্য । ভস্মনা অবগুণ্ঠঃ আবৃতঃ অমলঃ রুক্মবদ্দেহো যস্য । স দেবঃ ত্রিভিঃ সোমার্কাগ্নিনেত্রৈঃ পশ্যতী কলাপো যস্য।। ভস্মনা অবগুণ্ঠঃ প্রাবৃতঃ অমলঃ রুক্মবদ্দেহো যস্য । স দেবঃ ত্রিভিঃ সোমার্কাগ্নিনেত্রৈঃ পশ্যতীত্যস্যোত্তরশ্লোকত্রয়েঽপ্যনুষঙ্গঃ । একস্য জামাতরঃ পরস্পরং ভ্রাতরো ব্যবহ্রিয়ন্তে, অতো মম ভ্রাতাসৌ দেবর ইতি লজ্জার্থমুক্তম ॥ ২৫ ॥ নন্থ তথাপি মহত্ত্বেনাদরণীয়স্য স্বজনস্য তব স সর্ব্বং ক্ষমেতৈব, তত্রাহ। যস্য স্বজনাদির্নাস্তি সমত্বাদীশ্বরস্য । ঐশ্বর্য্যমেবাহ যেন চরণোপবিদ্ধাং নির্ম্মাল্যবৎ দূরতস্ত্যক্তাং তেন ভুক্তভোগামজাং মায়াং বিভূতিং মহাপ্রসাদ ইত্যাশাস্মহে ॥২৬ ॥

অন্বয়ঃ ।—অবিদ্যাপটলম্ (অজ্ঞানসমূহং) বিভিৎসবঃ (নিবারয়িতুমিচ্ছবঃ) মনীষিণঃ (বিজ্ঞাঃ) যস্য (মহাদেবস্য) অনবদ্যাচরিতম্ (অনিন্দ্যচরিত্রং) গৃণন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি) যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) সতাং গতিঃ (সজ্জনানামবলম্বনীভূতঃ) নিরস্তসাম্যাতিশয়োপি (নিরস্তম্ অপগতং সাম্যং সাদৃশ্যং যস্য স নিরস্তসাম্যঃ তুলনাতীতঃ অতিশয়ঃ উৎকর্ষো যস্য সঃ তথাবিধোঽপি) স্বয়ং পিশাচচর্য্যাং (পিশাচসঙ্গাদিব্যবহারম্) অচরৎ (অনুতিষ্ঠতি স্ম) ॥ ২৭ ॥

হসন্তি যস্যাচরিতং হি দুর্ভগাঃ স্বাত্মন্রতস্যাবিদুষঃ সমীহিতম্ ।
যৈর্বস্ত্রমাল্যাভরণানুলেপনৈঃ শ্বভোজনং স্বাত্মতয়োপলালিতম্ ॥ ২৮ ॥
ব্রহ্মাদয়ো যৎকৃতসেতুপালা যৎকারণং বিশ্বমিদঞ্চ মায়া ।
আজ্ঞাকরী যস্য পিশাচচর্য্যা অহো বিভূম্নশ্চরিতং বিড়ম্বনম্ ॥ ২৯ ॥

মূলানুবাদ ।—অন্তরের অজ্ঞানরাশি বিদূরিত করিবার ইচ্ছায় মনীষিগণ যাঁহার অনিন্দ্যচরিত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং যিনি সজ্জনের গতি ও অতুলনীয় উৎকর্ষশালী হইয়াও স্বয়ং পিশাচাদির সঙ্গ করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরটীকা ।—অনিষিদ্ধসুখত্যাগাৎ অসৌ পিশাচ ইতি উপহাসো ন কার্য্য ইত্যাহ দ্বাভ্যাম্। যস্য অনবদ্যং বিষয়াশক্তিশূন্যম্ আচরিতম্। বিভিৎসবঃ ভেত্তুমিচ্ছবঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ ।—যৈঃ (অজ্ঞৈঃ) শ্বভোজনং (কুক্কুরভক্ষ্যং নশ্বরং শরীরমিদং) স্বাত্মতয়া (স্বস্য আত্মত্ব-জ্ঞানেন) বস্ত্রমাল্যাভরণানুলেপনৈঃ উপলালিতং (সেবিতং ভবতি) তে দুর্ভগাঃ (হতভাগ্যাঃ) স্বাত্মন্ তস্য (স্বস্য আত্মনি অন্তরাত্মস্বরূপে শ্রীহরৌ রতস্য তন্ময়স্য, অত্র আত্মন্ শব্দস্য "ন" লোপাভাব আর্ষঃ) যস্য (মহাদেবস্য) সমীহিতম্ (অভিপ্রায়ম্) অবিদুষো হি (অজানন্ত এব) হসন্তি ॥ ২৮ ॥

মূলানুবাদ ।—কুক্কুরভোজ্য এই নশ্বর দেহকে যাহারা আত্মজ্ঞানে বস্ত্র, মাল্য, অলঙ্কার ও চন্দনাদি-দ্বারা লালনপালন করে, সেই হতভাগ্যগণ শ্রীহরিপরায়ণ যে-মহাদেবের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার আচরণে উপহাস করিয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ ।—ব্রহ্মাদয়ঃ (ব্রহ্মপ্রভৃতয়ঃ) যৎকৃতসেতুপালাঃ (যেন কৃতং নিয়মিতং সেতুং মর্য্যাদাং পালয়ন্তীতি তথাবিধাঃ) ইদং বিশ্বং যৎকারণং (যঃ কারণং যস্য তৎ, যৎসৃষ্টমিত্যর্থঃ) মায়া চ যস্য আজ্ঞাকারী (আদেশনিরতা) পিশাচচর্য্যা (ভূতপ্রেতপ্রভৃতিভির্ব্যবহার্য্যঃ) অহো ! (বিস্ময়ে অব্যয়ম্) [তস্য] বিভূম্নঃ (বিভোঃ,) চরিতং (চরিত্রং) বিড়ম্বনম্ (অতর্কণীয়ম্) ॥ ২৯ ॥

মূলানুবাদ ।—ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত যাঁহার নিয়মিত অধিকার প্রতিপালনে তৎপর, যিনি এই বিশ্বের কারণ, মায়া যাঁহার আজ্ঞাকারী এবং ভূত-প্রেতাদি লইয়া যাঁহার ব্যবহার, হায় ! সেই বিরাট্ পুরুষের চরিত্র কিছুই বুঝিয়া উঠা যায় না ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরটীকা ।—সমীহিতম্ অভিপ্রেতং লোকশিক্ষারূপম্। অবিদুষঃ অবিদ্বাংসঃ, যদ্বা, ন বিদ্বান্ যস্মাৎ ইতি তস্য, সর্ব্বজ্ঞস্যেত্যর্থঃ । দুর্ভগানেবাহ যৈরিতি । শ্বভোজনং শুনাং ভোজ্যং শরীরং স্বাত্মতয়া অয়মেবাত্মেতি বুদ্ধ্যা ॥ ২৮ ॥ অহো অতর্ক্যং তস্যাচরণমিত্যাহ । ব্রহ্মাদয়ো যেন কৃতান্ সেতুন্ স্বাধিকারান্ পালয়ন্তি । যঃ কারণং যস্য, যেন কৃতমিদং বিশ্বম্ । মায়া চ যস্যাজ্ঞাকরী । বিভূম্নঃ পরমেশস্য । বিড়ম্বনম্ অতর্ক্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীভাগবতাম্বভবর্ষিণী ।—কশ্যপ দিতিকে আরও বুঝাইলেন—হে সাধ্বি! এই যে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, ইহা অতি ভয়ঙ্কর ; এ সময়ে ঘোরপ্রকৃতি রুদ্রগণের অধিকার, ভগবান্ ভূতপতি রুদ্রদেব বৃষে আরোহণ করিয়া ভূতপ্রেতাদি স্বীয় অনুচরবর্গসহ এই সময়ে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তিনি তোমার দেবর স্থানীয়, কারণ তিনি ও আমি উভয়েই একই ব্যক্তির (দক্ষের) কন্যা বিবাহ করিয়াছি ; সুতরাং ঐ সম্পর্কে তিনি আমার ভ্রাতৃস্থানীয়। এরূপ অবস্থায় তিনি অসময়ে আমাদের এই কুকার্য্য দর্শন

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

সৈবং সংবিদিতে ভর্ত্রা মন্মথোন্মথিতেন্দ্রিয়া।
জগ্রাহ বাসো ব্রহ্মর্ষের্বৃষলীবগতত্রপা ॥ ৩০ ॥
স বিদিত্বাথ ভার্য্যায়াস্তং নির্ব্বন্ধং বিকর্ম্মণি।
নত্বা দিষ্টায় রহসি তয়াথোপবিবেশ হ ॥ ৩১ ॥
অথোপস্পৃশ্য সলিলং প্রাণানায়ম্য বাগ্‌যতঃ।
ধ্যায়ন্ জজাপ বিরজং ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্ ॥ ৩২ ॥
দিতিস্তু ব্রীড়িতা তেন কর্ম্মাবদ্যেন ভারত।
উপসঙ্গম্য বিপ্রর্ষিমধোমুখ্যভ্যভাষত ॥ ৩৩ ॥

করিবেন ইহা বড়ই লজ্জার বিষয়, শুধু লজ্জার বিষয় কেন, তাঁহার প্রকোপে হয়ত আমাদের বিশেষ দণ্ডভোগ করিতেও হইতে পারে। তাঁহার কাছে আত্মীয়, অনাত্মীয় বিভিন্ন নহে, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিষয়ে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব নাই, অপারাধ করিলে সকলেরই সমান দণ্ডভোগ করিতে হয়। তুমি হয়ত মনে ভাবিতে পার যে যিনি ভূত-প্রেত লইয়া শ্মশানে শ্মশানে বিচরণ করেন, তাঁহাকে এত মানিয়া ভয় করিয়া চলিবার কি কারণ আছে? কিন্তু তাহা নহে, ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত তাঁহার নিয়মের অধীন, স্বয়ং মহাশক্তি মহামায়া পর্য্যন্ত তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, তাঁহার চরিত্র-মহিমা অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে; সুতরাং তুমি একটু প্রতীক্ষা কর, সন্ধ্যাকাল অতীত হইলে তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব ॥ ২৮—২৯ ॥

অন্বয়ঃ।—ভর্ত্রা (স্বামিনা কশ্যপেন) এবং (পূর্ব্বোক্তরূপেণ) সংবিদিতে (বিজ্ঞাপিতেঽপি) মন্মথোন্মথিতেন্দ্রিয়া (কামার্ত্তা) সা (দিতিঃ) বৃষলীব (বেশ্যেব) গতত্রপা (নির্লজ্জা) ব্রহ্মর্ষেঃ (কশ্যপস্য) বাসঃ (বস্ত্রং) জগ্রাহ (গৃহীতবতী) ॥ ৩০ ॥

মূলানুবাদ।—স্বামী কশ্যপ এইরূপে বুঝাইলেও অত্যন্ত কামপীড়িতা দিতি বেশ্যার ন্যায় নির্লজ্জ হইয়া সেই ব্রহ্মর্ষি কশ্যপের বস্ত্র ধারণ করিলেন ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরটীকা।—ভর্ত্রা নিরূপকেণ এবং সংবিদিতে জ্ঞাপিতেঽপি সতি। বৃষলীব বেশ্যেব ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ।—অথ (অনন্তরং) সঃ (কশ্যপঃ) ভার্য্যায়াঃ (দিতেঃ) বিকর্ম্মণি (নিন্দিতে অসাময়িক-সংসর্গকর্ম্মণি) তং নির্বন্ধম্ (আগ্রহাতিশয়ং) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) দিষ্টায় (দৈবায়) নত্বা (প্রণম্য) অথ তয়া (পত্ন্যা) উপবিবেশ হ (সঙ্গতো বভুব, "হ" ইতি পাদপূরণে) ॥ ৩১ ॥

মূলানুবাদ।—অনন্তর কশ্যপ ঐ নিন্দিত কার্য্যেও দিতির অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়া দৈবকে নমস্কারপূর্ব্বক সেই দিতির সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ।—অথ (রমণানন্তরং) [কশ্যপঃ] সলিলং (জলম্) উপস্পৃশ্য (অবগাহ্য) প্রাণান্ আয়ম্য (প্রাণায়ামং কৃত্বা) বাগ্‌যতঃ (মৌনী সন্) বিরজং (নির্ম্মলং ভর্গশব্দবাচ্যং) জ্যোতিঃ (তেজোরূপং) সনাতনং (নিত্যং) ব্রহ্ম (গায়ত্রীরূপং) ধ্যায়ন্ (চিন্তয়ন্) জজাপ ॥ ৩২ ॥

মূলানুবাদ।—রমণের পর কশ্যপমুনি স্নান করিয়া প্রাণায়ামপূর্ব্বক বাক্‌সংযম করিয়া সেই নিত্য ভর্গ নামক তেজঃস্বরূপ গায়ত্রীরূপব্রহ্ম চিন্তাপূর্ব্বক তাহাই জপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

শ্রীদিতিরুবাচ।

न মে গর্ভমিমং ব্রহ্মন্ ভূতানামৃষভোঽবধীৎ।
রুদ্রঃ পতির্হি ভূতানাং যস্যাকরবমংহসম্ ॥ ৩৪ ॥
নমো রুদ্রায় মহতে দেবায়োগ্রায় মীঢ়ুষে।
শিবায় ন্যস্তদণ্ডায় ধৃতদণ্ডায় মন্যবে ॥ ৩৫ ॥
স নঃ প্রসীদতাং ভামো ভগবানুর্ব্বনুগ্রহঃ।
ব্যাধস্যাপ্যনুকম্প্যানাং স্ত্রীণাং দেবঃ সতীপতিঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ।—[হে] ভারত! (বিদুর!) দিতিস্তু তেন কর্ম্মাবদ্যেন (গর্হিতকার্য্যেণ) ব্রীড়িতা (লজ্জিতা সতী) বিপ্রর্ষিং (কশ্যপম্) উপসঙ্গম্য (তৎসমীপং গত্বা) অধোমুখী (আনতবদনা) অভ্যভাষত (কথিতব্রতী) ॥ ৩৩ ॥

মূলানুবাদ।—হে বিদুর! তখন কিন্তু দিতি সেই গর্হিত কার্য্যবশতঃ লজ্জিত হইয়া সেই বিপ্রর্ষি কশ্যপের নিকট গিয়া নতমুখে কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ।—[হে] ব্রহ্মন্! যস্য (রুদ্রস্য সম্বন্ধে) অংহসম্ (অপরাধম্) অকরবম্ (কৃতবত্যস্মি) [সঃ] রুদ্রো হি ভূতানাং পতিঃ, ভূতানামৃষভঃ (অসৌ ভূতপতিঃ) মে (মম) ইমং গর্ভং ন অবধীৎ (অত্র লুঙ্প্রয়োগ আর্ষঃ; ন হন্তু ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৪ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীদিতি কহিলেন—হে ব্রহ্মন্! রুদ্রদেব সমস্ত ভূতগণের অধিপতি, আমি তাঁহার নিকট অপরাধ করিয়াছি, সেই ভূতপতি আমার এই গর্ভ যেন বিনষ্ট না করেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরটীকা।—বিকর্ম্মণি নিষিদ্ধে কর্ম্মণি। দিষ্টায় দৈবরূপায় ঈশ্বরায়। উপবিবেশেতি মৈথুনং লক্ষ্যতে ॥ ৩১ ॥ উপস্পৃশ্য স্নাত্বা ভর্গঃশব্দবাচ্যং বিরজং জ্যোতির্ধ্যায়ন্ সনাতনং ব্রহ্ম গায়ত্রীং প্রণবং বা জজাপ ॥ ৩২ ॥ কর্ম্মাবদ্যেন কর্ম্মদোষেণ ॥ ৩৩ ॥ নাবধীৎ মা হন্তিত্যর্থঃ। বধশঙ্কাবীজমাহ রুদ্র ইতি। অংহসম্ অংহঃ অপরাধম্ অকরবং কৃতবত্যস্মি ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ।—মহতে (মহাপ্রভাবশালিনে) উগ্রায় (কোপনস্বভাবায়) মীঢ়ুষে (ভক্তানাং মধ্যে সকামেভ্যঃ ফলদায়িনে) শিবায় (নিষ্কামেষু পরমমঙ্গলরূপিণে) ন্যস্তদণ্ডায় (দণ্ডশূন্যহস্তায়াপি) ধৃতদণ্ডায় (অপরাধিষু দণ্ডধারিণে) মন্যবে (ক্রোধরূপায়) রুদ্রায় দেবায় নমঃ ॥ ৩৫ ॥

মূলানুবাদ।—রুদ্রদেব মহাপ্রভাবশালী, অতি কোপনস্বভাব অথচ সকাম ভক্তগণের বাঞ্ছিত ফলদায়ক, নিষ্কামদিগের পরমমঙ্গলময়; তিনি স্বভাবতঃ দণ্ডধারী না হইলেও অপরাধ করিলে দণ্ডধারণ করিয়া থাকেন, সংহারকালে তিনি মূর্ত্তিমান্ ক্রোধরূপী, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—রুৎ দুঃখং, তৎ দ্রাবয়তীতি রুদ্রঃ, তস্মৈ উগ্রায় অনতিলঙ্ঘ্যায়। মীঢ়ুষে সকামেষু ফলসেচনকর্ত্রে। নিষ্কামেষু শিবায়। বস্তুতো ন্যস্তদণ্ডায়, দুষ্টেষু ধৃতদণ্ডায়। সংহারে মন্যবে ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ।—উর্ব্বনুগ্রহঃ (উরুর্মহান্ অনুগ্রহো যস্য সঃ) ভামঃ (ভগিনীপতিঃ) দেবঃ সঃ ভগবান্ সতীপতিঃ (মহাদেবঃ) ব্যাধস্যাপি (অতিনৃশংসপ্রকৃতেঃ প্রাণিহিংসৈকবৃত্তেরপি কিমুত অন্যস্য) অনুকম্প্যানাং (দয়াযোগ্যানাং) স্ত্রীণাং নঃ (অত্র অস্মদঃ একত্বপ্রাপ্তাবপি বহুত্বমানুশাসনিকং, তথা চ স্ত্রিয়া মম সম্বন্ধে ইত্যর্থঃ) প্রসীদতাং (প্রসন্নো ভবতু) ॥ ৩৬ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

স্বসর্গস্যাশিষং লোক্যামাশাসনাং প্রবেপতীম্ ।
নিবৃত্তসন্ধ্যানিয়মো ভার্য্যামাহ প্রজাপতিঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীকশ্যপ উবাচ ।

অপ্রায়ত্যাদাত্মনস্তে দোষান্মৌহূর্ত্তিকাদুত ।
মন্নিদেশাতিচারেণ দেবানাঞ্চাতিহেলনাৎ ॥ ৩৮ ॥
ভবিষ্যতস্তবাভদ্রাবভদ্রে জাঠরাধমৌ ।
লোকান্ সপালাংস্ত্রীংশ্চণ্ডি মুহুরাক্রন্দয়িষ্যতঃ ॥ ৩৯ ॥

মূলানুবাদ।—অত্যন্ত অনুগ্রহশালী আমার ভগিনীপতি সেই ভগবান্ সতীপতি রুদ্ররূপী মহাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমি স্ত্রীলোক, স্ত্রীজাতির প্রতি নৃশংস ব্যাধগণও দয়া করিয়া থাকে ॥ ৩৬।

অন্বয়ঃ ।—নিবৃত্তঃ (বিঘ্নিতঃ) সন্ধ্যানিয়মো (যস্য সঃ) প্রজাপতিঃ (কশ্যপঃ) স্বসর্গস্য (নিজসন্তানস্য) লোক্যাং (লোকদ্বয়হিতকরীম্) আশিষম্ (আশীর্ব্বাদম্) আশাসনাং (কাময়মানাং) প্রবেপতীং (শঙ্কয়া কম্পমানাং) ভার্য্যাং (দিতিম্) আহ (কথিতবান্) ॥ ৩৭ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—প্রজাপতি কশ্যপ সন্ধ্যাকালীন নিয়মভঙ্গে একান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন দেখিয়া দিতি কম্পান্বিতকলেবরে নিজগর্ত্তস্থ সন্তানের ইহলোক ও পরলোক এই উভয়লোকের মঙ্গলকর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলে, তাহাতে কশ্যপ কহিলেন—॥ ৩৭ ॥

শ্রীপ্রবটীকা।—ভামো ভগিনীপতিঃ। উরুরনুগ্রহোর্যস্য সঃ। ব্যাধস্য নির্দ্দয়স্যাপি। সতীপতিরিত্যনেন স্ত্রীণাং স্বভাবং স্বয়মপি বেত্তীতি সূচয়তি ॥ ৩৬ ॥ স্বসর্গস্য স্বসন্তানস্য আশীষং শুভং, লোক্যাং লোকদ্বয়ার্হাম্। সন্ধ্যায়াং যো নিয়মং স নিবৃত্তো যস্য সঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ ।—অভদ্রে হে (অমঙ্গলাচারে !) চণ্ডি ! (কোপনে !) তে (তব) আত্মনঃ (অন্তঃকরঃস্থ) অপ্রায়ত্যাৎ (অসংযমত্বাৎ) উত (অপি চ) মৌহূর্ত্তিকাৎ দোষাৎ (সন্ধ্যারূপসময়দোষাৎ) মন্নির্দ্দেশাতিচারেণ (মদাজ্ঞালঙ্ঘনেন) দেবানামতিহেলনাচ্চ (রুদ্রাদীনামবজ্ঞাকরণাচ্চ) তব অভদ্রৌ (অকল্যাণকরৌ) জাঠরাধমৌ (পুত্রাপসদৌ) ভবিষ্যতঃ [তৌ চ] সপালান্ (ইন্দ্রাদিদিক্‌পালবর্গসহিতান্) ত্রীন্ লোকান্ (ভূর্ভুবঃস্বরিতি ভুবনত্রয়ং) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) আক্রন্দয়িষ্যতঃ (পীড়য়িষ্যতঃ) ৩৮।৩৯ ।

মূলানুবাদ।—শ্রী কশ্যপ কহিলেন,—হে কোপনস্বভাবে ! হে গর্হিতাচারিণি ! তোমার চিত্ত অতি অসংযত, সন্ধ্যাকাল সময়টীও ভাল নহে, আমার আদেশ তুমি প্রতিপালন করিলে না, রুদ্রাদি দেবগণের প্রতি অবহেলা করিয়াছ, এই সমস্ত কারণে তোমার গর্ভে দুইটী অমঙ্গলময় অধম পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে; তাহারা লোকপালগণ সহ ত্রিভুবনকে পুনঃ পুনঃ পীড়িত করিবে ॥ ৩৮।৩৯ ॥

শ্রীপ্রবটীকা।—তে আত্মনশ্চিত্তস্য অপ্রায়ত্যাদশুচিত্বাৎ। মৌহূর্ত্তিকাৎ দোষাৎ সন্ধ্যারূপাৎ। উত অপি মম নিদেশস্যাজ্ঞায়া অতিচারেণ। দেবানাং রুদ্রানুচরাণাম্ ॥ ৩৮ ॥ এতৈশ্চতুর্ভির্হেতুভিঃ জাঠরাধমৌ পুত্রাপসদৌ। হে চণ্ডি ! হে কোপনে ! ॥ ৩৯ ॥

প্রাণিনাং হন্যমানানাং দীনানামকৃতাগসাম্।
স্ত্রীণাং নিগৃহ্যমাণানাং কোপিতেষু মহাত্মসু ॥ ৪০ ॥
তদা বিশ্বেশ্বরঃ ক্রুদ্ধো ভগবাল্লোঁকভাবনঃ।
হনিষ্যত্যবতীর্য্যাসৌ যথাদ্রীন্ শতপর্ব্বধৃক্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ।—অকৃতাগসাং (নিরপরাধানাং) দীনানাং (নিরীহাণাং) প্রাণিনাং হন্যমানানাং (তথাবিধেষু প্রাণিষু ত্বৎপুত্রাভ্যাং হন্যমানেষু সৎসু) স্ত্রীণাং নিগৃহ্যমাণানাং (স্ত্রীজনেষু চ অপমানিতেষু সৎষু, ভাবে সপ্তমীবিভক্তেরেবপ্রাপ্তাবপি মূলে ষষ্ঠীপ্রয়োগ আর্ষঃ) মহাত্মসু (সজ্জনেষু) কোপিতেষু (সৎসু) তদা অসৌ লোকভাবনঃ (বিশ্বস্রষ্টা) ভগবান্ বিশ্বেশ্বর (শ্রীহরিঃ) ক্রুদ্ধঃ (সন্) অবতীর্য্য (আত্মপ্রকাশং কৃত্বা) শতপর্ব্বধৃক্ (বজ্রধরঃ ইন্দ্র ইতি যাবৎ) অদ্রীন্ যথা (পর্ব্বতানিব) হনিষ্যতি (ত্বৎসুতৌ বিনাশয়িষ্যতি) ॥ ৪০।৪১ ॥

মূলানুবাদ।—তোমার পুত্রদ্বয় যখন নিরপরাধ নিরীহ প্রাণিগণকে বধ করিতে থাকিবে এবং স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিবে, সজ্জনগণ নিতান্ত কুপিত হইয়া উঠিলে সেই বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীহরিও ক্রুদ্ধভাবে অবতীর্ণ হইয়া, ইন্দ্র যেমন বজ্রের দ্বারা পর্ব্বতগণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, সেইরূপ তোমার সেই পুত্রকে বিনষ্ট করিবেন ॥ ৪০।৪১ ॥

শ্রীধরটীকা।—হন্যমানানাং সতাম্ ॥ ৪০ ॥ শতপর্ব্বধৃক্ বজ্রধরঃ ইন্দ্রঃ ॥ ৪১ ॥

শ্রীভাগবতভাষ্যতবর্ষিণী।—কশ্যপ মুনি দিতিকে কিছুকাল পরীক্ষা করিবার জন্য অনেক বুঝাইলেন বটে, কিন্তু হায়! কাম অতি বিষম রিপু, তাহার প্রবল আক্রমণে সুধীগণ পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন, সুতরাং দিতির মত চঞ্চলা রজোগুণময়ী রমণীর পক্ষে আর কি বলিবার আছে? দিতি এমন ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কশ্যপের কোন কথায় কিছুমাত্র কাজ হইল না, তিনি লজ্জা-সঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়া কুলটার ন্যায় কশ্যপের বস্ত্রধারণপূর্ব্বক অধীরতা জানাইলেন; তখন কশ্যপ অগত্যা মনে মনে দৈবনিয়ন্তা শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া দিতির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিলেন। তৎপরে স্নান করিয়া প্রাণায়াম পূর্ব্বক গায়ত্রীপ্রতিপাদ্য জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মচিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। এদিকে দিতি তখন কৃতকর্ম্ম চিন্তা করিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণা; কামাদি রিপুর স্বভাবই এইরূপ যে, প্রথমতঃ প্রবলবেগে লোককে আত্মহারা করিয়া ফেলে, পরে কোনরূপে উহার উচ্ছৃঙ্খল বেগ নিবৃত্ত হইলেই কৃতকর্ম্মের অনুশোচনায় নিতান্ত লজ্জিত ও হতপ্রভ করিয়া তুলে। দিতিরও তাহাই ঘটিয়াছে; পূর্ব্বতন আবেগ নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই লজ্জা আসিয়াছে, গর্হিত আচরণ চিন্তা করিয়া অনুশোচনায় ও ভয়ে নিতান্ত আকুল হইয়া পড়িয়াছেন, তাই অধোমুখে স্বামী কশ্যপের নিকট যাইয়া নিবেদন করিতেছেন—নাথ! আমি ভূতপতি রুদ্রদেবের প্রতি অপরাধ করিয়াছি, সম্প্রতি আমি তাঁহাকে বিনীতভাবে প্রণাম করিতেছি, তিনি আমার ভগিনীপতি এবং তিনি সতীর স্বামী; সুতরাং সতীর মনোগত ভাব তিনি সকলই বুঝেন; অতএব কৃপা করিয়া তিনি যেন আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ইহাই প্রার্থনা। হে স্বামিন্! আপনার কৃপায় আমি যে সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছি, তাহার যেন ইহকাল ও পরকালে কোনরূপ অগতি না হয়, আপনার নিকট আমার এই একান্ত অনুরোধ। কিন্তু সায়ংকালীন ব্রতভঙ্গ করায় কশ্যপমুনির অন্তরে বড়ই বিরক্তি জন্মিয়াছিল, সুতরাং দিতির ঐ সকরুণ আত্মনিবেদনেও তাঁহার ক্ষোভ মিটিল না, তিনি কুপিতভাবে কহিলেন—হে অশিষ্টাচারিণি! তোমার গর্ভে দুইটি অতি অভদ্র পুত্র জন্মিবে, তাহারা জগতে অনেক কুকর্ম্ম সাধন করিয়া মহাত্মাদিগের প্রাণে অত্যন্ত ক্রোধ উৎপাদন করিবে;

শ্রীদিতিরুবাচ।

বধং ভগবতা সাক্ষাৎ সুনাভোদারবাহুনা।
আশাসে পুত্রয়োর্মহ্যং মা ক্রুদ্ধাদ্‌ব্রাহ্মণাৎ প্রভো ॥ ৪২ ॥
ন ব্রহ্মদণ্ডদগ্ধস্য ন ভূতভয়দস্য চ।
নারকাশ্চানুগৃহ্ণন্তি যাং যাং যোনিমসৌ গতঃ ॥ ৪৩ ॥

তখন বিশ্বনিয়ন্তা দুষ্টদমনকারী ভগবান্ শ্রীহরি অবতাররূপে আত্মপ্রকাশপূর্ব্বক তোমার সেই দুষ্ট পুত্রদ্বয়কে সংহার করিবেন। করুণাময় শ্রীহরির কার্য্যই এই—তিনি দুষ্টদিগের দমনে পৃথিবীর ভার লঘু করিয়া শিষ্টগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন ॥ ৩০—৪১ ॥

অন্বয়ঃ।—[হে] প্রভো! সুনাভোদারবাহুনা (সুনাভেন সুদর্শনচক্রেণ উদারো ভূষিতঃ বাহুর্যস্য তেন) সাক্ষাৎ ভগবতা (স্বয়ং ভগবতৈব) মহ্যং (মম) পুত্রয়োঃ বধম্ আশাসে (প্রার্থয়ে) ক্রুদ্ধাৎ ব্রাহ্মণাৎ (ব্রহ্মশাপাৎ ইতি তাৎপর্য্যং) মা (ন বধো ভবতু ইতি চ প্রার্থয়ে ইতি শেষঃ) ॥ ৪২ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীদিতি কহিলেন,—হে প্রভো! (আমার পুত্রদ্বয় যদি নিতান্ত বধ্যই হয়, তবে) সুদর্শনচক্রধারী স্বয়ং শ্রীভগবানের হাতে যেন তাহাদের মৃত্যু হয়, এই প্রার্থনা করি; ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণের শাপে পুত্রদিগের বিনাশসাধন না হয় ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মদণ্ডদগ্ধস্য (ব্রহ্মশাপবিনষ্টস্য) ভূতভয়দস্য চ (প্রাণিপীড়কস্য চ সম্বন্ধে) নারকাঃ (নরকস্থা অপি) ন অনুগৃহ্ণন্তি, অসৌ (ব্রহ্মশাপহতঃ প্রাণিপীড়কো বা) যাং যাং যোনিং গতঃ (যত্র যত্র জাতাবুৎপন্নো ভবতি তত্তজ্জাতীয়াশ্চ) ন [অনুগৃহ্ণন্তীতি শেষঃ] ॥ ৪৩ ॥

মূলানুবাদ।—যাহারা ব্রহ্মশাপে বিনষ্ট হয় এবং যাহারা প্রাণিবর্গের প্রতি অযথা পীড়ন করে, তাহাদের প্রতি নরকবাসীরাও অনুগ্রহ করে না, অথবা ঐ সকল ব্যক্তি যে কোনও জীবসম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, কেহই অনুগ্রহ করে না ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—সুনাভেনোদারো বাহুর্যস্য। মহ্যং মম। কোপিতেষিত্যুক্তত্বাৎ শঙ্কিতচিত্তা সতী প্রার্থয়তে ব্রাহ্মণান্মাভূদিতি ॥ ৪২ ॥ নারকা অপি তথা যাং যাং যোনিমসৌ গতো ভবতি তত্রস্থাশ্চ নানুগৃহ্ণন্তি কৃপাং ন কুর্ব্বন্তি ॥ ৪৩ ॥

শ্রীভাগবতভাবভবর্ষিণী।—ক্রুদ্ধ কশ্যপের বাক্য শুনিয়া দিতি বলিলেন—হে স্বামিন্! আমার যেরূপ দুইটী পুত্র হইবে বলিয়া আপনার মুখে শুনিলাম, তাহাতে আমার বড়ই আশঙ্কা হইতেছিল যে, তাহাদের দুর্ব্যবহারে যদি কোনও ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপানলে তাহাদিগকে দগ্ধ করেন, তবে আর তাহাদের সদ্‌গতির আশা থাকিবে না; কারণ যাহারা প্রাণিগণের প্রতি বৃথা দুর্ব্যবহার করিয়া পীড়া জন্মায়, কিম্বা যাহারা ব্রহ্মশাপে নিহত হয়, তাহাদের প্রতি কোনও জীব, এমন কি নরকের কীট পর্য্যন্ত অনুগ্রহ করে না, সুতরাং কোথাও গিয়া তাহাদের নিস্তারের আশা থাকে না। এই আশঙ্কায় আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিলাম। ইহার মধ্যে আবার আপনারই মুখে যখন শুনিতে পাইতেছি যে, শ্রীভগবান্‌ই ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বধ করিবেন, তখন একটু আশ্বস্ত হইতেছি। তাই আবার আপনার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি—হে নাথ! যদি নিতান্তই আমার ঐরূপ দুর্বৃত্ত পুত্রই হয়, আর তাহারা যদি বধ্য বলিয়াই বিবেচিত হয়, তবে স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ই যেন তাহাদিগকে বধ করেন, আপনি সেইরূপই আশীর্ব্বাদ করিবেন ॥ ৪২।৪৩ ॥

শ্রীকশ্যপ উবাচ।

কৃতশোকানুতাপেন সদ্যঃ প্রত্যবমর্শনাৎ।
ভগবত্যুরুমানাচ্চ ভবে ময্যপি চাদরাৎ ॥ ৪৪ ॥
পুত্রস্যৈব চ পুত্রাণাং ভবিতৈকঃ সতাং মতঃ।
গাস্যন্তি যদ্‌যশঃ শুদ্ধং ভগবদ্‌যশসা সমম্ ॥ ৪৫ ॥
যোগৈর্হেমেব দুর্ব্বর্ণং ভাবয়িষ্যন্তি সাধবঃ।
নির্ব্বৈরাদিভিরাত্মানং যচ্ছীলমনুবর্ত্তিতুম্ ॥ ৪৬ ॥
যৎ প্রসাদাদিদং বিশ্বঃ প্রসীদতি যদাত্মকম্।
স স্বদৃগ্‌ ভগবান্ যস্য তোষ্যতেঽনন্যয়া দৃশা ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ।—কৃতশোকানুতাপেন (কৃতেন কর্ম্মণা যঃ শোকঃ তেন যোঽনুতাপঃ তেন) সদ্যঃ (অচিরেণৈব) প্রত্যবমর্শনাৎ (যুক্তাযুক্তবিচারাৎ) ভগবতি (শ্রীহরৌ) ভবে চ (রুদ্রদেবে চ) উরুমানাৎ (প্রভূতসম্মান-করণাৎ) ময়ি আদরাদপি (এভির্হেতুভিঃ) [তব] পুত্রস্য (হিরণ্যকশিপোঃ) পুত্রাণাং (মধ্যে) এক এব চ (প্রহ্লাদনামা কশ্চিৎ পুত্র এব) সতাং মতঃ (সদ্ভিরাদৃতঃ) ভবিতা (ভবিষ্যতি) ভগবদ্‌যশসা সমং (তুল্যং) শুদ্ধং (পবিত্রং) যদ্‌যশঃ (যস্য প্রহ্লাদস্য কীর্ত্তিগাথাং) গাস্যন্তি (সজ্জনাঃ কীর্ত্তয়িষ্যন্তি) ॥ ৪৪।৪৫ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীকশ্যপ বলিলেন,—তুমি আত্মকৃত অপরাধে শোকসন্তপ্ত হইয়াছ, অচিরেই তোমার সঙ্গত ও অসঙ্গত বিচারবুদ্ধি জন্মিয়াছে, ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ ও রুদ্রদেবের প্রতি প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছ এবং আমার প্রতিও তোমার যথেষ্ট ভক্তি আছে। এই সকল কারণে তোমার হিরণ্যকশিপু নামক যে পুত্র হইবে, তাহার পুত্রগণের মধ্যে একজন (প্রহ্লাদ) সজ্জনগণের অতি আদরের পাত্র হইবে, লোকে ভগবানের যশের ন্যায় তাহারও বিশুদ্ধ যশোগাথা কীর্ত্তন করিবে ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—কৃতো যোঽপরাধস্তেন শোকঃ, ততোঽনুতাপেন। প্রত্যবমর্শনাৎ যুক্তাযুক্তবিচারাৎ। ভগবতি হরৌ। ভবে শ্রীরুদ্রে। এতৈঃ পঞ্চভিঃ কারণৈঃ ॥ ৪৪ ॥ পুত্রস্য হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাণাং মধ্যে সতাং মতো ভবিষ্যতি। তমেব বর্ণয়তি গাস্যন্তীতি সার্দ্ধৈঃ পঞ্চভিঃ। সমং সহ সদৃশং বা ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ।—সাধবঃ (সজ্জনাঃ) যচ্ছীলং (যস্য তব পৌত্রস্য শীলং স্বভাবম্) অনুবর্ত্তিতুম্ (অনুসর্ত্তুং) দুর্বর্ণং (হীনবর্ণং) হেম (কাঞ্চনং) যোগৈরিব (দাহাদিভিরুপায়ৈর্যথা শোধ্যতে তথা) নির্বৈরাদিভিঃ (বৈরশূন্যতাপ্রভৃতিরুপায়ৈঃ) আত্মানম্ (স্বস্বান্তঃকরণং) ভাবয়িষ্যন্তি (শোধয়িষ্যন্তি) ॥ ৪৬ ॥

মূলানুবাদ।—হীনবর্ণ স্বর্ণকে লোকে যেমন দাহাদি উপায় দ্বারা শোধিত করে, সেইরূপ সাধুগণ তোমার যে-পৌত্রের স্বভাবের অনুকরণ করিবার ইচ্ছায় বৈরত্যাগ প্রভৃতি উপায় অবলম্বনে আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করিবেন ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—হীনবর্ণং হেম যথা যোগৈর্দাহাদিভিঃ উপায়ৈঃ শোধ্যতে তথা যস্য শীলং স্বভাবম্ অনুবর্ত্তিতুম্ অনুগন্তুং প্রাপ্তুং নির্ব্বৈরাদিভির্যোগৈরাত্মানং ভাবয়িষ্যন্তি শোধয়িষ্যন্তি ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ।—যদাত্মকং (যঃ ভগবান্ আত্মা স্বরূপকং যস্য তৎ, ভগবৎস্বরূপম্) ইদং বিশ্বং যৎপ্রসাদাৎ (যস্য ভগবতঃ অনুগ্রহাৎ) প্রসীদতি (প্রসন্নতাং লভতে) স্বদৃক্ (আত্মসাক্ষী) স ভগবান্ (শ্রীহরিঃ)

স বৈ মহাভাগবতো মহাত্মা মহানুভাবো মহতাং মহিষ্ঠঃ ।
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা হ্যনুভাবিতাশয়ে নিবেশ্য বৈকুণ্ঠমিমং বিহাস্যতি ॥৪৮॥
অলম্পটঃ শীলধরো গুণাকরো হৃষ্টঃ পরর্দ্ধ্যা ব্যথিতো দুঃখিতেষু ।
অভূতশত্রুর্জগতঃ শোকহর্ত্তা নৈদাঘিকং তাপমিবোড়ুরাজঃ ॥৪৯॥
অন্তর্ব্বহিশ্চামলমব্জনেত্রং স্বপূরুষেচ্ছানুগৃহীতরূপম্ ।
পৌত্রস্তব শ্রীললনাললামং দ্রষ্টা স্ফুরৎকুণ্ডলমণ্ডিতাননম্ ॥৫০॥

যস্য (ত্বদীয়পৌত্রস্য) অনন্যয়া (ভগবৎপরায়ণয়া) দৃশা (ভগবানেবৈকঃ সত্য ইত্যেবং জ্ঞানেন) তোষ্যতে (তুষ্টো ভবিষ্যতি) ॥ ৪৭ ॥

মূলানুবাদ ।—এই বিশ্ব যাঁহার স্বরূপ এবং যাঁহার প্রসাদে ইহা প্রসন্নতা লাভ করে, সেই আত্মসাক্ষী ভগবান্ তোমার যে-পৌত্রের ‘একমাত্র ভগবান্ই সত্য’ এইরূপ একনিষ্ঠ বিবেকে নিতান্ত তুষ্ট হইবেন ॥৪৭॥

শ্রীধরটীকা ।—বিশ্বপ্রসাদে হেতুঃ যদাত্মকম্ । স্বদৃক্ আত্মসাক্ষী । যস্যানন্যয়া ভগবানেব সত্য ইত্যেবম্ভূতয়া দৃশা তোষ্যতে তোষং প্রাপ্স্যতে ॥৪৭॥

অন্বয়ঃ ।—মহাভাগবতঃ (অত্যন্তভগবদ্ভক্তঃ) মহানুভাবঃ (মহাপ্রভাবশালী) মহতাং মহিষ্ঠঃ (অতিশয়েন মহান্) স বৈ মহাত্মা (তব পৌত্রঃ) প্রবৃদ্ধভক্ত্যা হি (পরিবর্দ্ধিতভক্তিগুণেনৈব) অনুভাবিতাশয়ে (সংশোধিতে মনসি) বৈকুণ্ঠং (শ্রীহরিং) নিবেশ্য (প্রতিষ্ঠাপ্য) ইমং (দেহগেহাদ্যভিমানং, মায়িকং জীবলোকং বা) বিহাস্যতি (পরিত্যক্ষ্যতি) ॥৪৮॥

মূলানুবাদ ।—পরমভাগবত অত্যন্ত প্রভাবশালী মহাপ্রাণ সেই ব্যক্তি (তোমার সেই পৌত্র) ঐকান্তিক ভক্তিগুণে নিজ অন্তঃকরণ সংশোধিত করিয়া তাহাতে ভগবান্ শ্রীহরিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই নশ্বর দেহাদিতে অভিমান ত্যাগ করিবে ॥৪৮॥

শ্রীধরটীকা ।—তত্র হেতুঃ—স বা ইতি । মহাত্মা অপরিচ্ছিন্নদৃষ্টিঃ । মহানুভাবঃ মহানুপ্রভাবঃ। মহতামপি মধ্যে মহিষ্ঠঃ অতিশয়েন মহান্ । প্রবৃদ্ধয়া ভক্ত্যা অনুভাবিতে সংশোধিতে চিত্তে বৈকুণ্ঠং হরিং নিবেশ্য দেহাদ্যভিমানং ত্যক্ষ্যতি ॥৪৮॥

অন্বয়ঃ ।—অলম্পটঃ(জিতেন্দ্রিয়ঃ) শীলধরঃ (সুশীলঃ) গুণাকরঃ (গুণানাং ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যাদীনাম্ আকরঃ) পরর্দ্ধ্যা (পরেষাং সমৃদ্ধ্যা) হৃষ্টঃ (সুখী) দুঃখিতেষু ব্যথিতঃ (পরদুঃখকাতরঃ) অভূতশত্রুঃ (শত্রুবিরহিতঃ) [সঃ] উড়ুরাজ (চন্দ্রঃ) নৈদাঘিকং তাপমিব (গ্রীষ্মসন্তাপং যথা নিবারয়তি তথা) জগতঃ শোকহর্ত্তা (শোকনিবারকো ভবিষ্যতীতি শেষঃ) ॥৪৯॥

মূলানুবাদ ।—জিতেন্দ্রিয়, সুশীল, ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যাদিসদ্গুণসম্পন্ন, পরের উন্নতিতে সুখী ও পরদুঃখে দুঃখী এবং শত্রুহীন সেই পৌত্র, চন্দ্র যেমন গ্রীষ্মকালীন সন্তাপ দূর করেন, সেইরূপ জগতের শোকতাপ বিদূরিত করিবে ॥৭৯॥

শ্রীধরটীকা ।—মহাভাগবতত্বমেবাহ অলম্পট ইতি । শীলধরঃ সুস্বভাবঃ, গুণানাং ধৈর্য্যাদীনাং আকরো জন্মভূমিঃ পরেষাং সমৃদ্ধ্যা হৃষ্টঃ, পরেষু দুঃখিতেষু সৎসু দুঃখিত, ন ভূতো ন জাতঃ শত্রুর্যস্য, নিদাঘভবং তাপং চন্দ্রো যথা হরতি, এবং জগতঃ শোকহর্ত্তা ভবিষ্যতি ॥৪৯॥

অন্বয়ঃ ।—তব পৌত্রঃ (ভাবী স প্রহ্লাদঃ) অমলং (বিমলকান্তিম্) অব্জনেত্রং (পদ্মপলাশলোচনং)

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

শ্রুত্বা ভাগবতং পৌত্রমমোদত দিতির্ভৃশম্ ।
পুত্রয়োশ্চ বধং কৃষ্ণাদ্বিদিত্বাসীন্মহামনাঃ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়সংবাদে দিতিগর্ভাধানংনাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

স্বপূরুষেচ্ছানুগৃহীতরূপং (স্বপূরুষানাং নিজভক্তজনানাম্ ইচ্ছয়া আকাঙ্ক্ষানুসারেণ অনুগৃহীতানি রূপাণি নানাবিধমূর্ত্তয়ো যেন তং) স্ফুরতকুণ্ডলমণ্ডিতাননং (স্ফুরদ্ভ্যাং দীপ্যমানাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং কর্ণভূষণাভ্যাং মণ্ডিতং ভূষিতম্ আননং মুখমণ্ডলং যস্য তং) শ্রীললনাললামং (শ্রীঃ লক্ষ্মীঃ, সৈব ললনা স্ত্রী, তস্যাঃ ললামং ভূষণস্বরূপং, ভগবন্তং শ্রীহরিমিতি যাবৎ) অন্তঃ (হৃদয়াভ্যন্তরে ধ্যানেন) বহিশ্চ (সাক্ষান্নেত্রাভ্যাঞ্চ) দ্রষ্টা (দ্রক্ষ্যতি) ॥ ৫০ ॥

মূলানুবাদ ।—যে-ভগবান্ সুবিমলকান্তিসম্পন্ন, যাঁহার নেত্রদ্বয় পদ্মসদৃশ মনোহর, যিনি নিজ নিজ ভক্তবৃন্দের আকাঙ্ক্ষানুসারে নানাবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন, সমুজ্জ্বল কর্ণভূষণের শোভায় যাঁহার মুখমণ্ডল অলঙ্কৃত, সেই ভগবান্ শ্রীহরিকে তোমার পৌত্র অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিবে ॥ ৫০ ॥

শ্রীধরটীকা ।—অপরিচ্ছিন্নদৃষ্টিত্বমাহ অন্তরিতি। স্বপুরুষাণামিচ্ছয়া পুনঃপুনর্গৃহীতানি রূপাণি যেন। শ্রীরেব ললনা সুন্দরী, তস্যাঃ ললামং মণ্ডলম্। দ্রষ্টা দ্রক্ষ্যতি ॥ ৫০ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—কশ্যপের বাক্য শুনিয়া দিতি আবার বলিতে লাগিলেন—"হে নাথ! আমার গর্ভে দুইটি অধম পুত্র জন্মিয়া নিতান্ত অশিষ্ট ব্যবহারে মহাত্মাদিগের ক্রোধ উৎপাদন করিবে, এই পর্য্যন্ত আপনার মুখে শুনিয়া আমার প্রাণে বড়ই আশঙ্কা হইয়াছিল যে, বুঝিবা পুত্র দুইটীকে স্বভাবদোষে ব্রহ্মকোপানলে ভস্মীভূত হইতে হইবে; কিন্তু আবার আপনারই মুখে যখন শুনিতে পাইলাম যে, ভগবান্ শ্রীহরি অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন, তখন আমি কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছি; কারণ যদি তাহারা জগতের নিতান্ত অনিষ্টকারী দুরাচার বলিয়া একান্ত বধ্যই বিবেচিত হয়, তবে স্বয়ং ভগবানের হাতে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর, তাহাতে উহাদের শুভগতি লাভ হইবে। আর যদি কোনও কুপিত ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে বিনষ্ট হয়, তবে আর উদ্ধারের আশা নাই, ব্রহ্মশাপ বড় ভয়ানক দণ্ড, এ দণ্ডে দণ্ডিত হইলে নরকের কীটগণ পর্য্যন্ত তাহাকে উপেক্ষা করে।" ইহাতেও বুঝা যাইতেছে যে ব্রহ্মশাপের তীব্রতা কত অধিক! যে-রাজা পরীক্ষিতকে লইয়া এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের বিস্তার হইয়াছে, সেই পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ-বৃত্তান্ত সকলেই অবগত আছেন, তবে এই ব্রহ্মশাপরূপ মহাব্যাধি উপশম করিতে এই শ্রীমদ্ভাগবতাদিরূপ ভগবৎকীর্ত্তিকথাই একমাত্র উপযুক্ত ঔষধ। কিন্তু দিতির পুত্রদ্বয়ের যেরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ভগবৎকথাসম্পর্ক তাহাদের ভাগ্যে অসম্ভব, সুতরাং ব্রহ্মশাপ ঘটিলে সে ব্যাধির যে আর উপশমের আশা নাই এই ভাবিয়াই দিতি এত ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন—"মা ক্রুদ্ধাদ্ ব্রাহ্মণাৎ প্রভো!" "হে স্বামিন্! আপনি সেইরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন, যাহাতে শ্রীভগবানের হস্তেই তাহাদের মৃত্যু হয়, ব্রহ্মকোপানলে যেন দগ্ধ হইতে না হয়।" দিতির এই সকল সানুনয় ভক্তিপূর্ণবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কশ্যপ তখন আশীর্ব্বাদ করিলেন—"হে প্রিয়ে! প্রহ্লাদ নামে তোমার একটী পৌত্র জন্মিবে, সে ভগবানের প্রতি

ঐকান্তিক ভক্তিগুণে জগতে আদর্শ ভক্ত হইয়া শ্রীভগবানের অতিশয় প্রীতিভাজন হইবে, এমন কি অন্তর-বাহিরে সর্ব্বদাই সে শ্রীভগবান্‌কে সাক্ষাৎ করিতে পারিবে" ॥ ৪৪—৫০ ॥

অন্বয়ঃ।—দিতিঃ ভাগবতং পৌত্রং শ্রুত্বা ভৃশম্ (অত্যন্তম্) অমোদত (হৃষ্টা অভবৎ) পুত্রয়োশ্চ কৃষ্ণাৎ বধং বিদিত্বা মহামনাঃ (সোৎসাহচিত্তা) আসীৎ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥১৪

মূলানুবাদ।—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—একটী পৌত্র পরম ভাগবত হইবে শুনিয়া দিতি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; পরন্তু পুত্র দুইটীও যে স্বয়ং শ্রীভগবানের হাতেই বিনষ্ট হইবে ইহা শুনিয়া তাহাতেও বিশেষ উৎসাহান্বিতা হইলেন ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্দ্দশোধ্যায়ঃ ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—মহামনাঃ মহোৎসাহচিত্তা, হরিণা সহ যুদ্ধেন মরণে পুত্রয়োঃ কীর্ত্তিঃ সদ্গতিশ্চ ভবেদিতি ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥১৪

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—সন্তান অতি দুর্ব্বৃত্ত হইবে জানিলে জননীর প্রাণে যে অসহ্য দুঃখ উপস্থিত হয়, ইহা স্বাভাবিক। দিতির প্রাণেও সেই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু সেই পুত্র হইতে যে বিশ্ববিখ্যাত ভক্তপ্রধান পৌত্র সাক্ষাৎ শ্রীহরির শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে সমর্থ হইবে এবং পুত্র দুইটী দুর্ব্বৃত্ত হইলেও যে স্বয়ং শ্রীভগবানের হাতে নিহত হইয়া তাহারাও সদ্গতি লাভ করিবে, ইহা জানিয়া তাঁহার যে দুঃখ ত দূরীভূত হইলই, পরন্তু তাঁহার বিশেষ আনন্দই উৎপন্ন হইল ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীধাম-শান্তি-পুরপুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং
শ্রীতারানাথশর্ম্মাণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী-নাম তাৎপর্য্য সমালোচনায়াং
তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্দ্দশোধ্যায়ঃ ॥ ১৪

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

প্রাজাপত্যং হি তত্তেজঃ পরতেজোহনং দিতিঃ।
দধার বর্ষাণি শতং শঙ্কমানা সুরার্দ্দনাৎ ॥১॥
লোকে তেনাহতালোকে লোকপালা হতৌজসঃ।
ন্যবেদয়ন্ বিশ্বসৃজে ধ্বান্তব্যতিকরং দিশাম্ ॥২॥

অন্বয়ঃ।—দিতিঃ সুরার্দ্দনাৎ শঙ্কমানা (গর্ভস্থঃ সন্তানঃ প্রসূত এব সুরাণাং দেবানাং পীড়নং করিষ্যতীত্যাশঙ্কান্বিতা সতী) পরতেজোহনং (পরেষাং তেজো হন্তি বিনাশয়তি যৎ তৎ, তোজোঘ্নমিতি বক্তব্যে তেজোহনমিত্যার্ষঃ প্রয়োগঃ) তৎ (গর্ভস্থং) প্রাজাপত্যং তেজঃ (কশ্যপীয়ং বীর্য্যং) শতং বর্ষাণি হি (শতবৎসর পর্য্যন্তমেব) দধার (গর্ভ এব রক্ষিতবতী) ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—সন্তান প্রসূত হইলেই দেবগণের প্রতি অত্যাচার করিবে এই আশঙ্কায় দিতি অন্যের তেজ বিনাশকারী সেই গর্ভস্থ কশ্যপের তেজ শতবৎসর পর্য্যন্ত গর্ভেই ধারণ করিলেন ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।—

হতপ্রভৈঃ সুরৈঃ পৃষ্টঃ প্রাহ-পঞ্চদশে বিধিঃ। তদ্বীজং বিপ্রশাপাদি বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুভৃত্যয়োঃ।

তদেবং দেবানাং ব্রহ্মণশ্চ সংবাদপ্রস্তাবমুক্ত্বা ইদানীং তং সংবাদং বক্তুমাহ। প্রাজাপত্যং কাশ্যপং তেজো বীর্য্যং, পরেষাং তেজো হন্তীতি তথা, আর্ষঃ। স্বপুত্রাভ্যাং করিষ্যতে যৎ সুরাণামর্দ্দনং পীড়নং তস্মাচ্ছঙ্কমানা ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।—লোকে (জগতি) তেন (গর্ভতেজসা) আহতালোকে (নিরস্তসূর্য্যাদিপ্রকাশে সতি) লোকপালাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ) হতৌজসঃ (হতপ্রভাবাঃ সন্তঃ) দিশাং (দিঙ্মণ্ডলানাং) ধ্বান্তব্যতিকরম্ (অন্ধকারসম্পর্কং) বিশ্বসৃজে (ব্রহ্মণে) ন্যবেদয়ন্ (নিবেদিতবন্তঃ) ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ।—দিতির গর্ভের তেজে জগৎ নিস্তেজ হইয়া পড়িল; তখন ইন্দ্রাদি লোকপালগণ নিতান্ত হতপ্রভ হইয়া ব্রহ্মার নিকট গিয়া নিবেদন করিলেন যে, দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে ॥ ২ ॥

শ্রীধরটীকা।—তেন গর্ভতেজসা আহতালোকে নিরস্তসূর্যাদিপ্রকাশে। হতৌজসঃ হতপ্রভাবাঃ। ধ্বান্তেন ব্যতিকরং সঙ্করম্ ॥ ২ ॥

শ্রীদেবা উচুঃ ।

তম এতদ্বিভো বেত্থ সংবিগ্না যদ্বয়ং ভৃশম্ ।
ন হ্যব্যক্তং ভগবতঃ কালেনাস্পৃষ্টবর্ত্মনঃ ॥ ৩ ॥
দেবদেব জগদ্ধাতর্লোকনাথশিখামণে ।
পরেষামপরেষাং ত্বং ভূতনামাসি ভাববিৎ ॥ ৪ ॥
নমো বিজ্ঞানবীর্য্যায় মায়য়েদমুপেয়ুষে ।
গৃহীতগুণভেদায় নমস্তেঽব্যক্তযোনয়ে ॥ ৫ ॥
যে ত্বানন্যেন ভাবেন ভাবয়ন্ত্যাত্মভাবনম্ ।
আত্মনি প্রোতভুবনং পরং সদসদাত্মকম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।—[হে] বিভোঃ! যৎ (যস্মাত্তমসঃ) বয়ং ভৃশম্ (অত্যন্তং) সম্বিগ্নাঃ (উদ্বিগ্নাঃ) এতৎ তমঃ বেত্থ (ত্বং জানাসি) হি (যস্মাৎ) কালেন (কেনাপি কালপ্রভাবেন) অস্পৃষ্টবর্ত্মনঃ (অনাক্রান্তজ্ঞানমার্গস্য) ভগবতঃ (তব) অব্যক্তম্ (অজ্ঞাতং) ন (কিঞ্চিদপি নাস্তীত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীদেবগণ কহিলেন—হে প্রভো! যে-অন্ধকারের আগমনে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছি, এই অন্ধকারের তথ্য অবশ্য আপনি সমস্তই অবগত আছেন, কারণ কোনও কালে আপনার জ্ঞানমার্গ অভিভূত হয় না, সুতরাং আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই ॥ ৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—বেত্থ জানাসি ; যতো যদ্বয়ং সংবিগ্না ভীতাঃ। অব্যক্তম্ অজ্ঞাতম্। ন স্পৃষ্টং বর্ত্ম জ্ঞানপ্রচারো যস্য ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ ;—[হে] দেবদেব! জগদ্ধাতঃ! (বিশ্বনির্ম্মাণকারিন্!) লোকনাথশিখামণে! (লোকপালচূড়ামণে!) ত্বং পরেষাম্ অপরেষাম্ (শ্রেষ্ঠানাং নিকৃষ্টানাঞ্চ আত্মীয়ানামনাত্মীয়ানাং বা) ভূতানাং (প্রাণিবর্গাণাং) ভাববিৎ (অভিপ্রায়জ্ঞঃ) অসি (ভবসি) ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ ;—হে দেবদেব বিশ্ববিধানকারিন্! আপনি লোকপালগণের শিরোমণিস্বরূপ, আপনি উত্তম, অধম বা আত্মীয়, পর সমস্ত প্রাণিবর্গের মনোভাব অবগত আছেন ॥ ৪ ॥

শ্রীধরটীকা।—ব্রহ্মাণং পরমেশ্বরত্বেন স্তুবন্তঃ প্রার্থয়ন্তে দেবদেবেতি সপ্তভিঃ। লোকনাথানাং শিখামণে! ভাববিৎ অভিপ্রায়জ্ঞোঽসি। কেনাভিপ্রায়েন দিতের্গর্ভো বর্দ্ধতে ইতি জানাসীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ ;—বিজ্ঞানবীর্য্যায় (বিশিষ্টজ্ঞানবলসম্পন্নায়) মায়য়া ইদং (ব্রহ্মত্বম্) উপেয়ুষে (প্রাপ্তবতে) গৃহীতগুণভেদায় (গৃহীতঃ অবলম্বিতঃ গুণভেদঃ রজোরূপগুণবিশেষো যেন তস্মৈ) অব্যক্তযোনয়ে (ন ব্যক্তা কেনাপি প্রমাণেন ন জ্ঞাতা যোনি কারণং যস্য তস্মৈ) তে (তুভ্যং) নমো নমঃ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ ;—হে দেব! আপনি বিশিষ্টজ্ঞানবলসম্পন্ন, মায়াদ্বারা এই ব্রহ্মস্বরূপ ও রজোগুণ অবলম্বন করিয়াছেন ; কোনও প্রমাণে আপনার উৎপত্তির কারণ পাওয়া যায় না, আপনাকে আমরা পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

শ্রীধরটীকা ;—বিজ্ঞানং বীর্য্যং বলং যস্য। ইদং ব্রহ্মদেহমুপেয়ুষে প্রাপ্তবতে। গৃহীতো গুণভেদো রজোগুণো যেন। ব্যক্তস্য প্রপঞ্চস্য যোনয়ে কারণায় ; ন ব্যক্তা কেনাপি প্রমাণেন বিজ্ঞাতা যোনির্যস্যেতি বা ॥ ৫

তেষাং সুপক্কযোগানাং জিতশ্বাসেন্দ্রিয়াত্মনাম্ ।
লব্ধযুষ্মৎপ্রসাদানাং ন কুতশ্চিৎ পরাভবঃ ॥৭॥
যস্য বাচা প্রজাঃ সর্ব্বা গাবস্তন্ত্যেব যন্ত্রিতাঃ ।
হরন্তি বলিমায়ত্তাস্তস্মৈ মুখ্যায় তে নমঃ ॥৮॥
স ত্বং বিধৎস্ব শং ভূমন্ তমসা লুপ্তকর্ম্মণাম্ ।
অদভ্রদয়য়া দৃষ্ট্যা আপন্নানর্হসীক্ষিতুম্ ॥৯॥

অন্বয়ঃ ;—আত্মভাবনম্ (আত্মনো জীবান্ ভাবয়তি সৃজতি যঃ তম্) আত্মনি (স্বস্মিন্) প্রোতভুবনং (প্রোতানি প্রতিথানি ভুবনানি যেন তং) সদসদাত্মকম্ (সন্তঃ দেবাদয়ঃ অসন্তঃ অসুরাদয়শ্চ আত্মা স্বরূপং যস্য তং সর্বাত্মকমিতি যাবৎ) পরং (প্রধানাং) ত্বা (ত্বাং) যে অনন্যেন ভাবেন (একাগ্রেণ মনসা) ভাবয়ন্তি, সুপক্কযোগানাম্ (সম্যগভ্যস্ত যোগানাম্) জিতশ্বাসেন্দ্রিয়াত্মনাং (জিতঃ বশীকৃতঃ ইন্দ্রিয়াণি আত্মা চ অন্তঃকরণং যৈঃ তেষাম্) [অতএব] লব্ধযুষ্মৎপ্রসাদানাং (প্রাপ্তযুষ্মদনুগ্রহাণাং) তেষাং কুতশ্চিৎ পরাবভঃ ন (পরাজয়ো ন ভবতীতি শেষঃ) ॥ ৬।৭ ॥

মূলানুবাদ। আপনি সমস্ত জীবগণের সৃষ্টিকর্ত্তা, আপনাতেই স্বর্গাদি ভুবনত্রয় গ্রথিত, উত্তম অধম সকলই আপনার স্বরূপ, এইরূপ প্রধানপুরুষ বলিয়া যাঁহারা আপনাকে ভাবনা করে, তাঁহাদের যোগ সুসম্পন্ন ও প্রাণাদি বায়ু, ইন্দ্রিয়বর্গ এবং অন্তঃকরণ বশীকৃত হইয়াছে ; সুতরাং তাঁহারা আপনার অনুগ্রহও লাভ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের আর কোথাও পরাভব হইতে পারে না ॥৬।৭॥

শ্রীধরটীকা।—সকামতয়া প্রতিক্ষণং দুঃখমনুভবন্তো নিষ্কামভক্তান্ স্তবন্ত আহুর্দ্বাভ্যাম্। যে ত্বা ত্বাম্ অনন্যেন নিষ্কামেন ভাবেন ভক্ত্যা ধ্যায়ন্তি। আত্মনো জীবান্ ভাবয়তীতি তথা। যস্মিন্ প্রোতানি প্রথিতানি ভুবনানি যেন, চেতনাচেতনপ্রপঞ্চকারণমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—সদসদাত্মকং কার্য্যকারণরূপং বস্তুতস্তাভ্যাং পরম্ ॥ ৬ ॥ জিতঃ শ্বাস ইন্দ্রিয়াণি আত্মা মনশ্চ যৈঃ অতঃ সুপক্কযোগানাম্; অতএব প্রাপ্তা যুষ্মৎপ্রসাদা যৈস্তেষাম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ ;—তন্ত্যা (দামন্যা বন্ধনরজ্জা ইতি যাবৎ) গাব ইব (গাবো যথা যন্ত্রিতা ভবন্তি তথা) যস্য (তব) বাচা (বেদরূপয়া বাণ্যা) সর্ব্বাঃ প্রজাঃ যন্ত্রিতাঃ (শৃঙ্খলিতাঃ) আয়ত্তাঃ (বশীকৃতাঃ সন্তঃ) বলিং (পূজোপহারাদিকং) হরন্তি (ত্বদর্থং সংগৃহ্নতি) মুখ্যায় (প্রধানায়) তস্মৈ (তথাবিধায়) তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ।—যে-আপনার বেদরূপ বাণীতে সমস্ত গো সকল যেমন রজ্জুতে আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ প্রজাপুঞ্জ শৃঙ্খলিতভাবে থাকে এবং আপনার অধীন হইয়া আপনাকে নানাবিধ পূজোপহারাদি দান করিয়া থাকে, সেই প্রধান পুরুষরূপী আপনাকে আমরা নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

শ্রীধরটীকা।—অন্যে তু নিত্যং কর্ম্মক্লেশিন ইত্যাহুঃ যস্যেতি। তন্ত্যা দামন্যা, আয়ত্তা অধীনাঃ, মুখ্যায় নিয়ন্ত্রে, প্রাণরূপায় ইতি বা। তথা চ শ্রুতিঃ-যস্য বাক্ তন্তির্নামানি দামানীত্যাদিঃ ॥৮॥

অন্বয়ঃ।—ভূমন্! (হে বিরাট্পুরুষ !) সঃ (তথাবিধঃ) ত্বং লুপ্তকর্ম্মণাং (লুপ্তানি কর্ম্মাণি যেষাং তেষাং) লোকানাং শং (মঙ্গলং) বিধৎস্ব (কুরু) অদভ্রদয়য়া (অদভ্রা বহুলা দয়া যস্যাং তয়া অত্যন্তদয়াপূর্ণা ইত্যর্থঃ) দৃষ্ট্যা (নয়নেন) আপন্নান্ (বিপন্নজনান্) ঈক্ষিতুম্ (অবলোকয়িতুম্) অর্হসি (যোগ্যো ভবসি) ॥৯॥

এষ দেব দিতের্গর্ভ ওজঃ কাশ্যপমর্পিতম্ ।
দিশস্তিমিরয়ন্ সর্ব্বা এধতেঽগ্নিরিবৈধসি ॥১০॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

স প্রহস্য মহাবাহো ভগবাঞ্ছব্দগোচরঃ ।
প্রত্যাচষ্টাত্মভূর্দেবান্ প্রীণন্ রুচিরয়া গিরা ॥১১॥

মূলানুবাদ।—হে বিরাট্পুরুষ! আপনি এইরূপ মহাপ্রভাবশালী, সুতরাং যে সকল লোকের ধর্ম্ম কর্ম্মাদি লুপ্ত হইতেছে, তাহাদের কল্যাণ বিধান্ করুন। আপনিই এই বিপন্নজনগণের প্রতি বহুল কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিবার যোগ্য ॥৯॥

শ্রীধরটীকা।—তমসা অহোরাত্রবিভাগাভাবেন লুপ্তানি কার্ম্মাণি যেষাম্। আপন্নান্ আপদ্গতানস্মান্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।—[হে] দেব! অর্পিতং (নিক্ষিপ্তং) কাশ্যপং তেজঃ (কশ্যপীয়ং বীর্য্যম্) দিতেঃ এষ গর্ভঃ (গর্ভস্থসন্তানরূপে পরিণতং সৎ, উদ্দেশ্য বিধেয়ভাবেনান্বয়ঃ) সর্ব্বাঃ দিশঃ তিমিরয়ন্ (অন্ধকারাবৃতাঃ কুর্ব্বন্) এধসি (কাষ্ঠাদৌ) অগ্নিরিব (অগ্নির্যথা ইন্ধনং প্রাপ্য ক্রমশো জ্বলতি তথা) এধতে (প্রজ্বলতি)॥১০॥

মূলানুবাদ।—হে দেব! কশ্যপের নিক্ষিপ্ত বীর্য্য দিতির গর্ভরূপে পরিণত হইয়া সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া অগ্নি যেমন প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে সেইরূপ ক্রমশঃ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে॥১০॥

শ্রীধরটীকা।—আপৎকারণমাহঃ। এষ গর্ভঃ। তস্য বিশেষণম্—অর্পিতং নিক্ষিপ্তং কাশ্যপমোজো বীর্য্যং দিশস্তিমিরয়ন্ তমোব্যাপ্তাঃ কুর্ব্বন্ ॥ ১০ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মৈত্রেয় বলিতে লাগিলেন—হে বিদুর! দিতির গর্ভসঞ্চার হইয়াছে, দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, দিতি ক্রমশঃ অত্যন্ত চিন্তাকুল হইতে লাগিলেন, তাঁহার মনে হইল যে, এই গর্ভস্থ সন্তান জন্মিলেই ত নিরীহ দেবগণের প্রতি নানারূপ অত্যাচার করিবে এবং তাহার ফলে অচিরেই দেবতাদের কোপে ঐ সন্তানের বিনাশ ঘটিবে। এইরূপ কথাই ত স্বামীর মুখে শুনিয়াছি। অতএব এরূপ অশান্তিকর সন্তান জন্মিলেই বা লাভ কি? বরং যতদিন না জন্মে ততদিনই মঙ্গল। এইরূপ চিন্তা করিয়া দিতি নিজ প্রভাবে ঐ গর্ভটী শত বৎসর পর্য্যন্ত ধারণ করিয়াই রহিলেন, প্রসব করিলেন না; কিন্তু কালানুসারে গর্ভের পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইতে এমন তেজঃপ্রকাশিত হইতে লাগিল—যাহাতে ইন্দ্রাদি দেবগণ পর্য্যন্ত নিতান্ত হতপ্রভ হইয়া পড়িলেন। কোনও প্রবল পরাক্রমশালী লোকের সাক্ষাতে যেমন দুর্ব্বল প্রতিপক্ষ নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে, তাহার কোন কার্য্যকর শক্তি থাকে না, অগ্নি বায়ু প্রভৃতি সমস্ত দিকপালগণেরই সেই অবস্থা ঘটিল। কাহারও কোন প্রভাব বিস্তারের শক্তি রহিল না, দিঙ্মণ্ডল গাড় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, দিবাভাগ ও রাত্রিভাগের কিছু পার্থক্য রহিল না; সুতরাং পূজা, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্ত লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। সময় নির্ব্বাচন করিতে না পারিলে বিভিন্ন সময়সাধ্য কার্য্যকলাপ কিরূপে সম্পাদিত হইবে? তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ নিতান্ত চিন্তিত ও শক্তিহীন হইয়া সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নিকট গিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বররূপে নানাপ্রকার স্তব করিয়া দিতির গর্ভপ্রভাবে ভুবনব্যাপী অন্ধকার ও ধর্ম্ম কর্ম্মাদি লোপের কথা জানাইলেন এবং প্রার্থনা করিলেন—হে বিধাতঃ আপনিই এই বিপন্ন ত্রিভুবনবাসীর প্রতি কৃপা করিবার উপযুক্ত, সুতরাং কৃপাদৃষ্টিতে বিশ্বের কল্যাণ বিধান করুন ॥ ১—১০ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ ।

মানসা মে সুতা যুষ্মৎপূর্ব্বজাঃ সনকাদয়ঃ ।
চেরুর্বিহায়সা লোকাল্লোঁকেষু বিগতস্পৃহাঃ ॥ ১২ ॥
ত একদা ভগবতো বৈকুণ্ঠস্যামলাত্মনঃ ।
যযুর্বৈকুণ্ঠনিলয়ং সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্ ॥ ১৩ ॥
বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ ।
যেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্ম্মেণারাধয়ন্ হরিম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ ;—[হে] মহাবাহো ! (বিদুর !) শব্দগোচরঃ (শব্দস্য বেদানাং বিজ্ঞপ্তিবাক্যস্য গোচরঃ বিষয়ীভূতঃ) স ভগবান্ আত্মভূঃ (ব্রহ্মা) প্রহস্য রুচিরয়া (মনোজ্ঞয়া) গিরা (বাক্যেন) দেবান্ প্রীণন্ [প্রীণয়ন্ ইতি বক্তব্যে আর্ষমিদং পদং, তোষয়ন্ ইতি তদর্থঃ] প্রত্যাচষ্ট (প্রত্যুত্তরং দত্তবান্) ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ ;—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর। দেবগণের ঐ সকল নিবেদন শ্রবণ করিয়া সেই ভগবান্ ব্রহ্মা ঈষৎ হাসিয়া মনোরম বাক্যে তাঁহাদের সান্ত্বনা সহকারে প্রত্যুত্তর দিলেন ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ ;—যুষ্মৎপূর্ব্বজাঃ (যুষ্মত্তঃ অগ্রে জাতাঃ) মে (মম) মানসাঃ সুতাঃ (মানসপুত্রাঃ) সনকাদয়ঃ (সনকপ্রভৃতয়ো মহর্ষয়ঃ) লোকেষু (সংসারেষু) বিগতস্পৃহাঃ (বিরক্তাঃ সন্তঃ) বিহায়সা (আকাশমার্গেণ) লোকান্ চেরুঃ (নানাভুবনেষু বিচরিতবন্তঃ) ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ ;—শ্রীব্রহ্মা কহিলেন—(হে দেবগণ !) তোমাদের পূর্ব্বে উৎপন্ন আমার মানসপুত্র সনকাদি মহর্ষিগণ সংসারলোকে বীতস্পৃহ হইয়া আকাশপথে নানাভুবনে বিচরণ করিতেছিলেন ॥ ১২ ॥

শ্রীধরটীকা ।—দিতেঃ কুচেষ্টিতং জ্ঞাত্বা প্রহস্য দেবানাং যে শব্দা বিজ্ঞপ্তিবাক্যানি তেষাং গোচরো বিষয়ভূতঃ, প্রত্যভাষত ॥ ১১ ॥ যুষ্মৎসকাশাৎ পূর্ব্বং জাতাঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ ;—একদা (কস্মিংশ্চিৎসময়ে) তে (সনকাদয়ঃ) অমলাত্মনঃ (শুদ্ধসত্ত্বময়স্য) ভগবতঃ বৈকুণ্ঠস্য (বিষ্ণোঃ, "বিষ্ণুর্নারায়ণঃ কৃষ্ণো বৈকুণ্ঠো বিষ্টরশ্রব" ইত্যভিধানাৎ) সর্ব্বলোকনমস্কৃতং (বিশ্বপূজিতং) বৈকুণ্ঠনিলয়ং (বৈকুণ্ঠনামকং ধাম) যযুঃ (গতবন্তঃ) ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ ।—কোনও সময়ে তাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বময় ভগবান্ শ্রীহরির সেই বিশ্বপূজিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ ।—যত্র (বৈকুণ্ঠলোকে) সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ (বৈকুণ্ঠস্য বিষ্ণোর্মূর্ত্তিরিব মূর্ত্তির্যেষাং তে, বিষ্ণুসদৃশমূর্ত্তয়ঃ ইত্যর্থঃ) পুরুষাঃ বসন্তি, যে (পুরুষাঃ) অনিমিত্তনিমিত্তেন (ন বিদ্যতে নিমিত্তং কারণং যস্য সঃ অনিমিত্তঃ অজো বিষ্ণু, স এব নিমিত্তং ফলং যস্য তেন, বিষ্ণুপ্রাপ্তিমাত্রফলকেনেত্যর্থঃ) ধর্ম্মেণ (শ্রীহরিকথাকীর্ত্তনাদিনা) হরিম্ আরাধয়ন্ (আরাধিতবন্তঃ) ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ ।—যে-বৈকুণ্ঠধামে সকল পুরুষই ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির ন্যায় মূর্ত্তিসম্পন্ন হইয়া বাস করেন এবং এই পুরুষগণ একমাত্র শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণকামনা করিয়াই ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার আরাধনা করেন ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা ;—বৈকুণ্ঠাখ্যং লোকং যযুঃ ॥ ১৩ ॥ তং বর্ণয়তি বসন্তীত্যাদিদ্বাদশভিঃ । বৈকুণ্ঠস্য

যত্র চাদ্যঃ পুমানাস্তে ভগবাঞ্ছব্দগোচরঃ ।
সত্ত্বং বিষ্টভ্য বিরজং স্বানাং নো মৃড়য়ন্ বৃষঃ ॥ ১৫ ॥
যত্র নৈঃশ্রেয়সং নাম বনং কামদুঘৈদ্রু´মৈঃ ।
সর্ব্বর্ত্তুশ্রীভির্বিভ্রাজৎ কৈবল্যমিব মূর্ত্তিমৎ ॥ ১৬ ॥
বৈমানিকাঃ সললনাশ্চরিতানি শশ্বদ্গায়ন্তি যত্র শমলক্ষপণানি ভর্ত্তুঃ ।
অন্তর্জ্জলেঽনুবিকসন্মধুমাধবীনাং গন্ধেন খণ্ডিতধিয়োঽপ্যনিলং ক্ষিপন্তঃ ॥ ১৭ ॥

হরেরিব মূর্ত্তির্যেষাং তে। নিমিত্তং ফলং ন নিমিত্তং প্রবর্ত্তকং যস্মিন্, নিষ্কামেণ ধর্ম্মেণেত্যর্থঃ। আর ধয়ন্ আর'ধিতবন্তঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র চ (বৈকুণ্ঠে) শব্দগোচরঃ (বেদান্তৈকবেদ্যঃ) ভগবান্ আদ্যঃ পুমান্ (বিষ্ণুঃ) বিরজং সত্ত্বং (শুদ্ধসত্ত্বগুণং) বিষ্টভ্য (গৃহীত্বা) বৃষঃ (ধর্ম্মমূর্ত্তি সন্) স্বানাং নঃ [অত্র দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠীপ্রয়োগ আর্ষঃ, তথা চ স্বজনান্ অস্মানিত্যর্থঃ] মৃড়য়ন্ (আনন্দয়ন্) আস্তে ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ—যে-বৈকুণ্ঠে সেই বেদান্তপ্রতিপাদ্য আদিপুরুষ নির্ম্মল সত্ত্বগুণ গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মরূপে স্বজনদিগকে আনন্দিত করিতেছেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—শব্দগোচরঃ বেদান্তৈকবেদ্যঃ বিরজং সত্ত্বং মূর্ত্তিং বিষ্টভ্য ধৃত্বা। বৃষো ধর্ম্মমূর্ত্তিঃ। স্বানাং স্বান্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (বৈকুণ্ঠে) সর্ব্বর্ত্তুশ্রীভিঃ (সর্ব্বেষু ঋতুষ্বপি শ্রীঃ শোভাতিশয়ো যেষাং তৈঃ) কামদুঘৈঃ (অভীষ্টফলপ্রদৈঃ) দ্রুমৈঃ (বৃক্ষৈঃ) বিভ্রাজৎ (শোভমানং) মূর্ত্তিমৎ কৈবল্যমিব (মোক্ষ ইব) নৈঃশ্রেয়সং নাম (নৈঃশ্রেয়সনামকং) বনং [বিরাজতে ইতি শেষঃ] ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ—যে-বৈকুণ্ঠে নৈঃশ্রেয়স নামে একটী বন আছে, এই বনটী যেন সাক্ষাৎ পরমার্থস্বরূপ মনে হয় ; এই বনস্থিত বৃক্ষগুলি অভীষ্টফল দান করে এবং সকল ঋতুতেই সমানভাবে ফল-পুষ্পাদি দ্বারা সুশোভিত থাকে ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—তত্রত্যং বনং বিশিনষ্টি যত্রেতি চতুর্ভিঃ। সর্ব্বেষ্বপি ঋতুষু শ্রীঃ পুষ্পাদিসম্পদ্ যেষাং তৈঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ যত্র (বৈকুণ্ঠে) সললনাঃ (সস্ত্রীকাঃ) বৈমানিকাঃ (গন্ধর্ব্বাদয়ঃ) অন্তর্জলে (জলমধ্যে, লক্ষণয়া চাত্র সরোবরাদিজলানামতিসমীপে ইত্যর্থঃ) অনুবিকসন্মধুমাধবীনাম্ (অনুবিকসন্তীনাং পুষ্পিতানাং মধুবর্ষিণীনাং মাধবীনাং লতাবিশেষাণাং) গন্ধেন (সৌরভেন) খণ্ডিতধিয়োঽপি (খণ্ডিতা লুপ্তপ্রায়া ধীঃ চেতনা যেষাং তে মুগ্ধপ্রায়া অপীত্যর্থঃ) অনিলং ক্ষিপন্তঃ (হে বায়ো ! অপূর্ব্বমিমং গন্ধমানীয় অস্মাকং মোহমুৎপাদ্য ত্বয়া কথমেবং নঃ ভগবদ্গুণগানাদৌ বিঘ্নঃ ক্রিয়তে ইতি বায়ুং তিরস্কুর্ব্বন্তঃ সন্তঃ) শশ্বৎ (সর্ব্বদা) সমলক্ষপণানি (মলিনভাবনিবারকাণি) ভর্ত্তুঃ (প্রভোঃ শ্রীহরেঃ) চরিতানি (গুণানুবাদান্) গায়ন্তি ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ।—যে-বৈকুণ্ঠধামে গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি বিমানচারিগণ সস্ত্রীক আসিয়া সমস্ত মলিনভাবের নিবারক শ্রীভগবানের চরিত্রগাথাসকল অবিরাম গান করিয়া থাকেন। এই স্থানে সরোবরের তীরে

পারাবতান্যভৃতসারসচক্রবাক-দাত্যূহহংসশুকতিত্তিরিবর্হিণাং যঃ ।
কোলাহলো বিরমতেঽচিরমাত্রমুচ্চৈ-র্ভৃঙ্গাধিপে হরিকথামিব গায়মানে ॥ ১৮ ॥

জলের অতি নিকটবর্ত্তী স্থানে মাধবীলতার ফুল ফুটিয়া থাকে, তাহার গন্ধে ইহারা মুগ্ধপ্রায় হইয়া বায়ুকে তিরস্কার করিতে বাধ্য হন ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরটীকা ।—চরিতানি চরিত্রাণি। ভর্ত্তুঃ প্রভোঃ। অনুবিকসন্ত্যঃ মধু মকরন্দঃ তদ্‌যুক্তাঃ মাধব্যো লতাঃ। যদ্বা —অনুবিকসন্মধবঃ প্রসরন্মকরন্দাঃ মাধব্যঃ মধুকালীনাঃ মনসঃ সুতাসাং গন্ধেন খণ্ডিতাঃ বিঘ্নিতা ধীর্যেষাং তেঽপি তদ্‌গন্ধপ্রাপকমনিলং ক্ষিপন্তস্তং তিরস্কুর্ব্বন্তো গায়ন্তি। অনেন ভগবৎপার্ষদাণাং নিরতিশয়বিষয়সুখেঽপি ভগবদ্ভজনানন্দাসক্তির্দর্শিতা ॥ ১৭ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—দিতির গর্ভপ্রভাবে হতপ্রভ হইয়া দেবগণ যখন ব্রহ্মার নিকট গিয়া সকল অবস্থা বর্ণনা করিলেন, তখন তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা একটু হাসিলেন। এই হাসির তাৎপর্য্য এই যে, হায়! দিতির গর্ভে এমনই কুসন্তান উৎপন্ন হইবে, যাহা সম্প্রতি গর্ভে থাকিয়াই দেবগণের, শুধু দেবগণের কেন—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে। অসংযতভাবে উৎপাদিত সন্তান এইরূপ হওয়াই যে স্বাভাবিক আমি তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি! যাহা হউক, ব্রহ্মা তখন সুমিষ্টবাক্যে দেবগণকে সান্ত্বনা দিয়া দিতির গর্ভস্থ সন্তান-সম্পর্কিত একটী পুরাবৃত্ত দেবগণের নিকট বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন—হে দেবগণ! তোমাদেরও পূর্ব্বে সনক প্রভৃতি আমার চারিটী মানসপুত্র জন্মে, তাহারা সংসারের প্রতি অত্যন্ত বিরাগী হইয়া আকাশপথে নানাভুবন পর্য্যটন করিতে থাকে। একদা তাহারা ভগবান শ্রীহরির সেই শ্রীবৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইল। সেই শ্রীধামের মহিমা ও শোভা-সমৃদ্ধি অতি অপূর্ব্ব। সেখানে যত পুরুষ বাস করেন, সকলের মূর্ত্তিই শ্রীভগবানের মূর্ত্তির অনুরূপ। শুদ্ধসত্ত্বময় শ্রীভগবান পূর্ণধর্ম্মরূপে সেখানে পার্ষদগণের মনোরঞ্জন করিতেছেন! এই পুণ্যময় শ্রীধামে নৈঃশ্রেয়স নামে একটী অতি মনোরম বন আছে, এই বনমধ্যে যে সকল বৃক্ষ আছে, তাহারা প্রার্থীদিগের ইচ্ছানুরূপ ফলপ্রদান করে। মনে হয়, যেন সাধকের চিরবাঞ্ছিত সেই ভুক্তি-মুক্তি সুখ মূর্ত্তিমান্ হইয়া তথায় বিরাজমান আছে। গন্ধর্ব্ব-কিন্নরাদি সিদ্ধপুরুষগণ সস্ত্রীক সেখানে সর্ব্বদা শ্রীভগবানের নাম-লীলাদি গান করিতেছেন, সুরম্য সরোবরের তীরে মাধবীলতার গুচ্ছে পুষ্পরাশি বিকসিত হইয়া সুগন্ধে তাঁহাদের মুগ্ধ করিতেছে, কিন্তু সিদ্ধগণ সে গন্ধের মত্ততায় মুগ্ধ হইয়া থাকিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা ভক্ত, ভক্তের প্রাণে ভগবৎসেবায় যে আনন্দ, অন্য কোন ভোগ-সামগ্রীতে তাহা জন্মিতে পারে না! তাই তাঁহারা ঐ গন্ধবাহী বায়ুকে যেন তিরস্কার করিয়া গন্ধের প্রসারে বাধা দিয়াও ভগবদ্‌গুণগানে ব্যাপৃত থাকেন ॥ ১১—১৭ ॥

অন্বয়ঃ ।—[তত্র] ভৃঙ্গাধিপে (শ্রীহরের্বনমালাধিকারিণি কস্মিংশ্চিৎ শ্রেষ্ঠে ভ্রমরে) উচ্চৈঃ হরিকথামিব (হরিনামকীর্ত্তনবৎ) গায়মানে (গুঞ্জনং কুর্ব্বতি সতি) পারাবতা-ন্যভৃত-সারস-চক্রবাক-দাত্যূহ-হংস-শুক-তিত্তিরি-বর্হিণাং (তত্তন্নামকপক্ষিবিশেষাণাং) যঃ কোলাহলঃ [সোঽপি] অচিরমাত্রং (ক্ষণমাত্রং) বিরমতে (আত্মনেপদমার্ষং) ॥ ১৮

মূলানুবাদ ।—সেই স্থানে শ্রীভগবানের বনমালার মধুপায়ী ভ্রমররাজ যখন হরিগুণগানের ন্যায় গুঞ্জন করে, তখন পারাবত, কোকিল, সারস, চক্রবাক, ডাহুক, হাঁস, শুক, তিত্তির (পক্ষীবিশেষ) ও ময়ূরগণের যে কোলাহলধ্বনি, তাহাও ক্ষণকালের জন্য বিরত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

মন্দারকুন্দকুরবোৎপলচম্পকার্ণ-পুন্নাগনাগবকুলাম্বুজপারিজাতাঃ ।
গন্ধেঽর্চ্চিতে তুলসিকাভরণেন তস্যা যস্মিংস্তপঃ সুমনসো বহু মানয়ন্তি ॥ ১৯ ॥
তৎ সঙ্কুলং হরিপদানতিমাত্রদৃষ্টৈ-র্বৈদূর্য্যমারকতহেমময়ৈর্বিমানৈঃ ।
যেষাং বৃহৎকটিতটাঃ স্মিতশোভিমুখ্যঃ কৃষ্ণাত্মনাং ন রজ আদধুরুৎস্ময়াদ্যৈঃ ॥ ২০ ॥
শ্রী রূপিণী ক্বণয়তী চরণারবিন্দং লীলাম্বুজেন হরিসদ্মনি মুক্তদোষা ।
সংলক্ষ্যতে স্ফটিককুড্য উপেতহেম্নি সম্মার্জ্জতীব যদনুগ্রহণেঽন্যযত্নঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীধরটীকা ।—অন্যভৃতঃ কোকিলাঃ। দাত্যূহাশ্চাতকাঃ। অচিরমাত্রং ক্ষণমাত্রং বিরমতি। অনেন তত্রত্যপক্ষিণামপি হরিকথাশ্রবণাদিপরমানন্দো দর্শিতঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ ।—যস্মিন্ (বৈকুণ্ঠে) মন্দার-কুন্দ-কুরবোৎপল-চম্পকার্ণ-পুন্নাগ-নাগ-বকুলম্বুজ-পরিজাতাঃ (মন্দারাদিতত্তন্নামধেয়াঃ) সুমনসঃ (পুষ্পাণি) তুলসিকাভরণেন (বিষ্ণুনা) তস্যাঃ (তুলস্যাঃ) গন্ধে অর্চ্চিতে (মন্দারাদ্যপেক্ষয়া অধিকং সমাদৃতে সত্যপি) [তস্যা এব] তপঃ (আরাধনং) বহু মানয়ন্তি (সাদরম্ অনুতিষ্ঠন্তি) ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদ ।—যে-বৈকুণ্ঠধামে ভগবান্ শ্রীহরি তুলসীকেই নিজ অঙ্গের আভরণ করিয়াছেন, তাহারই গন্ধের সমাদর করিতেছেন দেখিয়াও মন্দার, কুন্দ, কুরব, উৎপল, চম্পক, অর্ণ, পুন্নাগ, নাগ, বকুল, পদ্ম, পারিজাত প্রভৃতি (স্বনামখ্যাত) পুষ্পগণ সেই তুলসীকে আরাধনা করিবার জন্যই অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। (কদাচ তুলসীর প্রতি ঈর্ষা করে না) ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরটীকা ।—মন্দারপারিজাতৌ সুরতরুবিশেষৌ। কুরবঃ তিলকবৃক্ষঃ। উৎপলং রাত্রিবিকাসি; অম্বুজং দিনবিকাসি। নাগো নাগকেশরঃ। এতাঃ সুমনসঃ পুষ্পজাতয়ঃ সুগন্ধয়োঽপি তুলসিকাভরণেন শ্রীহরিণা তুলস্যা গন্ধেঽর্চ্চিতে সতি যস্মিন্ বনে তুলস্যাস্তপো বহু মানয়ন্তি, অনেন তত্রত্যা গুণগ্রাহিণ এব ন মৎসরিণ ইত্যুক্তম্। এবম্ভূতং বনং যত্র তদ্বৈকুণ্ঠং যযুরিতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ ।—বৃহৎকটীতটাঃ (বিপুলনিতম্বাঃ) স্মিতশোভিমুখ্যাঃ (স্মিতেন ঈষদ্ধাস্যেন শোভি শোভমানং মুখং যাসাং তাঃ, অপ্সরঃপ্রভৃতয়ঃ) উৎস্ময়াদ্যৈঃ (পরিহাসাদিভিঃ) যেষাং কৃষ্ণাত্মনাং (কৃষ্ণভক্তানাং) রজঃ (কামং) ন আদধুঃ (সম্পাদয়িতুং ন শেকুঃ) [তেষাং কৃষ্ণভক্তানাং) হরিপদানতিমাত্রদৃষ্টৈঃ (ভগবৎপদসেবামাত্রলব্ধৈঃ) বৈদূর্য্য-মারকত-হেমময়ৈঃ (বৈদুর্য্যাদিনির্ম্মিতৈঃ) বিমানৈঃ (রথৈঃ) তৎ (বৈকুণ্ঠং) সঙ্কুলং (পরিব্যাপ্তং) [তিষ্ঠতীতিশেষঃ] ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদ ।—যে-বৈকুণ্ঠধামে ভক্তগণের নানাবিধ বৈদূর্য্যমণি, মরকতমণি ও স্বর্ণাদিনির্ম্মিত রথে পরিব্যাপ্ত, যেন সকল রথ ভগবানের চরণসেবনফলেই ভক্তগণ লাভ করিয়াছেন। এই সকল ভক্তদিগের চরিত্র অতি পবিত্র, বিপুলনিতম্বশালিনী সহাস্যবদনা অপ্সরা প্রভৃতি পরিহাসাদি বিলাসব্যাপারেও ইহাদিগের কামভাব সম্পাদন করিতে পারে না ॥ ২০ ॥

শ্রীধরটীকা ।—পুনর্বৈকুণ্ঠমেব বিশিনষ্টি। তৎ সঙ্কুলং ব্যাপ্তং ভবতি! কৈঃ? হরিপদয়োরানতিঃ প্রণামঃ তাবন্মাত্রেণ দৃষ্টৈর্ভক্তানাং বিমানৈঃ ন কর্ম্মাদিপ্রাপ্তৈঃ। বৈদূর্য্যমারকতৈঃ হেমময়ৈশ্চ বিমানৈঃ। বৃহন্তি কটিতটানি যাসাং, স্মিতশোভীনি মুখানি যাসাং তা অপি। কৃষ্ণে আত্মা যেষাম্। রজঃ কামম্। উৎস্ময়াদ্যৈঃ পরিহাসাদিভিঃ ন আদধুঃ ন জনয়ামাসুঃ ॥ ২০ ॥

বাপীষু বিদ্রুমতটাস্বমলামৃতাপ্সু প্রেষ্যান্বিতা নিজবনে তুলসীভিরীশম্ ।
অভ্যর্চ্চতী স্বলকমুন্নসমীক্ষ্য বক্ত্রমুচ্ছেষিতং ভগবতেত্যমতাঙ্গ যচ্ছ্রীঃ ॥২২॥

অন্বয়ঃ। রূপিণী (পরমসৌন্দর্য্যশালিনী) চরণারবিন্দং ক্বণয়তী (নূপুরশিঞ্জনেন পাদ মুখরয়ন্তী, অত্র ক্বণয়তীতি পদে নুমাগমাভাব আর্ষঃ) শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) হরিসদ্মনি (শ্রীহরেগৃ'হে) উপেতহেম্নি (স্বর্ণশোভিতে) স্ফটিককুড্যে (স্ফটিকময়ভিত্তৌ) মুক্তদোষা (প্রসারিতবাহুনা) লীলাম্বুজেন (বিলাসপদ্মেন সম্মার্জ্জতীব সংলক্ষতে), যদনুগ্রহণে (যস্যাঃ লক্ষ্ম্যা অনুগ্রহণে অনুগ্রহপ্রাপ্তিবিষয়ে) অন্যযত্নঃ (অন্যেষাং দেবপ্রভৃতীনামপি যত্নঃ প্রয়াসো দৃশ্যতে ইতি ভাবঃ) ॥২১॥

মূলানুবাদ—শ্রীগোবিন্দের নিজ মন্দিরে পরমসৌন্দর্য্যশালিনী লক্ষ্মীদেবী নূপুরশব্দে নিজপাদপদ্ম মুখরিত করিয়া (বিচরণপূর্ব্বক) স্বর্ণখচিত স্ফটিকময় ভিত্তিতে বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক বিলাসপদ্মসঞ্চালনে যেন সম্মার্জ্জন করিয়া থাকেন বলিয়া মনে হয়। (অথচ) এই লক্ষ্মীদেবীর কৃপালাভের জন্য দেবগণ পর্য্যন্ত যত্নবান্ ॥২১॥

শ্রীধরটীকা।—শ্রীর্লক্ষ্মীঃ রূপিণী মনোহরমূর্ত্তিধারিণী সতী শ্রীহরেঃ সদ্মনি সমার্জ্জনং কুর্ব্বতীব যস্মিন্ লোকে সংলক্ষ্যতে। চরণারবিন্দং ক্বণয়তি নূপুরেণ শব্দয়ন্তি। মুক্তো দোষশ্চাপল্যং যয়া, যদ্বা মুক্তেন দোষা প্রসারিতেণ বাহুনা। কীদৃশে সদ্মনি? স্ফটিকময়ানি কুড্যানি যস্মিন্। মধ্যে মধ্যে চ শোভার্থম্ উপেতং সংযুক্তং হেম যস্মিন্। যস্যা অনুগ্রহণে শ্রীরনুগ্রহং করোতীত্যতদর্থম্ অন্যেষাং ব্রহ্মাদীনাং যত্নঃ সা। অয়ং ভাবঃ--যদ্যপি তত্র রজো নাস্ত্যেব তথাপি স্বর্ণপট্টিকাবচ্ছিন্নভিত্তিভাগেষু বহুধা প্রতিবিম্বিতা সতী লীলাম্বুজং ভ্রময়ন্তী বিনয়ভক্তিভ্যাং তথা লক্ষ্যত ইতি ॥২১॥

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ! (হে দেবাঃ) যৎ (যেত্র বৈকুণ্ঠে) শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) নিজবনে (লক্ষ্ম্যাঃ স্বীয়োদ্যানে) প্রেষ্যান্বিতা (দাসীপরিবৃতা সতী) বিদ্রুমতটাসু (বিদ্রুমময়ঃ প্রবালালঙ্কৃতঃ তটঃ তীরপ্রদেশা যাসাং তাসু) অমলামৃতাপ্সু (অমলাঃ স্বচ্ছা অমৃততুল্যাঃ আপো জলানি যাসু তাসু) বাপীষু (দীর্ঘিকাসু) তুলসীভিঃ ঈশং (শ্রীহরিম্) অভ্যর্চ্চতী (পূজয়ন্তী সতী) স্বলকং (শোভনালকমণ্ডিতং) উন্নসং (সমুন্নতনাসিকাশোভিতং) বক্ত্রং (জলে প্রতিবিম্বিতঃ স্বীয়মুখমণ্ডলম্) ঈক্ষ্য (অত্র যপ্ প্রত্যয় আর্ষঃ, বিলোক্য ইত্যর্থঃ) ভগবতা (কান্তেন শ্রীগোবিন্দেন) উচ্ছেষিতং (উচ্ছিষ্টিকৃতং চুম্বিতমিতি যাবৎ) অমত (তনাদিগণীয়স্য মন্ধাতোর্লুঙি রূপম্, অমন্যত ইতি তদর্থঃ) ॥২২॥

মূলানুবাদ।—হে দেবগণ! যে বৈকুণ্ঠে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী দাসী পরিবৃত হইয়া নিজ উপবনে প্রবালমণ্ডিত তটযুক্ত স্বচ্ছ অমৃততুল্য জলপূর্ণ দীর্ঘিকায় তুলসী দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতে করিতে চূর্ণকুন্তলবেষ্টিত সমুন্নত নাসিকশালী নিজ মুখমণ্ডলের প্রতিবিম্ব দেখিয়া মনে ভাবিলেন—ভগবান্ বুঝি আমার মুখচুম্বন করিতেছেন ॥২২॥

শ্রীধরটীকা।—অঙ্গ হে দেবাঃ! যদ্যস্মিন্ লোকে। শ্রীরেব অমত অমংস্ত মেনে। কি কুর্ব্বতী? বিদ্রুমময়ানি তটানি যাসাম্, অমলা অমৃততুল্যা আপো যাসাং তাসু বাপীসু; নিজবনে লক্ষ্মীবনে পরিচারিকাভিরন্বিতা তুলসীভিঃ শ্রীবিষ্ণুং পূজয়ন্তী। তদা উদকে প্রতিবিম্বিতং শোভনালকযুক্তম্ উৎকৃষ্টনাসিকঞ্চ স্ববক্ত্রং বীক্ষ্য ভগবতা উচ্ছেষিতং চুম্বিতমিত্যমন্যত। অনেন লক্ষ্ম্যা অপি সৌভাগ্যসুখং ভগবদনুগ্রহৈর্বেতি দ্যোতিতম্ ॥ ২২ ॥

যন্ন ব্রজন্ত্যঘভিদো রচনানুবাদাচ্ছৃণ্বন্তি যেঽন্যবিষয়াঃ কুকথামতিঘ্নীঃ ।
যাস্তু শ্রুতা হতভগৈর্নৃভিরাত্তসারাস্তাংস্তান্ ক্ষিপন্ত্যশরণেষু তমঃসু হন্ত ॥২৩॥
যেঽভ্যর্থিতামপি চ নো নৃগতিং প্রপন্না জ্ঞানঞ্চ তত্ত্ববিষয়ং সহধর্ম্ম যত্র ।
নারাধনং ভগবতো বিতরন্ত্যমুষ্য সম্মোহিতা বিততয়া বত মায়য়া তে ॥২৪॥
যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা দূরেযমাহ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ ।
ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগবৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ ।—যে (দুর্ভগাঃ) অঘভিদঃ (পাপহারিণঃ শ্রীহরেঃ) রচনানুবাদাৎ (সৃষ্টিলীলাদিগুণকথনাৎ) অন্যবিষয়াঃ (তুচ্ছভোগসুখাদিসম্পর্কিতাঃ) মতিঘ্নীঃ (বুদ্ধিবিপর্য্যয়কারিণীঃ) কুকথাঃ (অসৎপ্রস্তাবান্) শৃণ্বন্তি [তে] যৎ (বৈকুণ্ঠধাম) ন ব্রজন্তি, [যতঃ] যাঃ (কুকথাঃ) হতভগৈঃ (দুর্ভাগ্যশালিভিঃ) নৃভিঃ (জনৈঃ) শ্রুতাঃ আত্তসারাঃ (আত্তঃ গৃহীতঃ বিনাশিত ইতি যাবৎ সারঃ শ্রোতৃবর্গস্য পুণ্যরাশির্যাভিস্তাঃ তথাবিধাঃ সত্যঃ) হন্ত ! (খেদে অব্যয়ম্) তান্ তান্ (শ্রোতৃবর্গান্) অশরণেষু (নিরবলম্বনেষু) তমঃসু (নরকেষু) ক্ষিপন্তি (পাতয়ন্তি) ॥২৩॥

মূলানুবাদ ।—যে সকল পাপিগণ পাপহারী শ্রীহরির সৃষ্টিলীলাদি ব্যতিরিক্ত অন্যান্যপ্রকার বুদ্ধিভ্রংশকর কুকথা শ্রবণ করে, তাহারা বৈকুণ্ঠে গমন করিতে পারে না, কারণ হতভাগ্যগণ ঐ সকল কুকথা শ্রবণ করিলেই তাহাদের পুণ্যরাশি ক্ষয় হইয়া যায়। হায় ! কুকথাসমূহ তাহাদিগকে অবলম্বনশূন্য ঘোর নরকে নিক্ষেপ করে ॥২৩॥

শ্রীধরটীকা ।—পুনঃ কথম্ভূতং তৎ ? যৎ বৈকুণ্ঠং ন ব্রজন্তি। কে ? যে কুকথাঃ শৃণ্বন্তি। কাস্তাঃ। অঘং ভিনত্তীত্যঘভিৎ তস্য হরেঃ রচনা সৃষ্ট্যাদিলীলা তস্যাঃ অনুবাদাদন্যবিষয়া অর্থকামাদিবার্ত্তাঃ মতিভ্রংশিকাঃ। তেষামব্রজনে হেতুঃ—যাস্তু হতভাগ্যৈর্নরৈঃ শ্রুতাস্তান শ্রোতৄন্ অশরণেষু নিরাশ্রয়েষু তমঃসু নরকেষু ক্ষিপন্তি। হন্তেতি খেদে। কথম্ভূতাঃ ? আত্তঃ সারঃ শ্রোতৄণাং পুণ্যং যাভিস্তাঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ ।—যত্র (নরজাতৌ) সহধর্ম্ম (বহুব্রীহৌ ধর্ম্মশব্দস্য ধর্ম্মন্নাদেশঃ ধর্ম্মসহিতমিত্যর্থঃ) তত্ত্ববিষয়ং জ্ঞানং (তত্ত্বজ্ঞানং জায়তে ইতি শেষঃ) ন অভ্যর্থিতাং (অস্মাভিঃ প্রশংসিতাং তাং) নৃগতিং (নরজাতিং) প্রপন্না অপি (প্রাপ্তা অপি) যে (দুর্ভগাঃ) অমুষ্য (ভগবতঃ) বিততয়া (বিপুলয়া) মায়য়া সম্মোহিতাঃ (ভবন্তি) তে ভগবতঃ (শ্রীহরেঃ) আরাধনং ন বিতরন্তি (ন কুর্ব্বন্তি) বত (খেদে) ॥২৪॥

মূলানুবাদ ।—হায় ! যে-মনুষ্যজন্মে ধর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়, আমরাও যাহারা প্রশংসা করিয়া থাকি, সেই মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও যে-হতভাগ্যগণ শ্রীভগবানের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া থাকে, তাঁহারা আরাধনা করে না ॥২৪ ॥

শ্রীধরটীকা ।—প্রসঙ্গাৎ তাননুশোচন্তি নোঽস্মাভির্ব্রহ্মাদিভিরভ্যর্থিতাং নৃগতিং মনুষ্যজাতিং প্রপন্নাঃ প্রাপ্তাঃ সন্তোঽপি হরেরারাধনং ন কুর্ব্বন্তি। কীদৃশীং নৃগতিম্ ? যত্র যস্যাং ধর্ম্মসহিতং তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি, তদুভয়সাধকত্বাৎ তস্যাঃ তেঽমুষ্য ভগবতো বিস্তৃতয়া মায়য়া ননু সম্মোহিতাঃ। বতেতি খেদে। যদি বা এবং সম্বন্ধঃ—ন কেবলং ত এব ন ব্রজন্তি কিন্তু যে ভগবদারাধনং ন কুর্ব্বন্তি তেঽপি, তেষাং মায়াবিমোহিতত্বাদিতি ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ ।—অনিমিষাং (দেবানাম্) ঋষভানুবৃত্ত্যা (দেবর্ষভস্য শ্রীহরেঃ অনুবৃত্ত্যা ভজনেন) দূরে-

তদ্বিশ্বগুর্ব্বধিকৃতং ভুবনৈকবন্দ্যং দিব্যং বিচিত্রবিবুধাগ্র্যবিমানশোচিঃ।
আপুঃ পরাং মুদমপূর্ব্বমুপেত্য যোগ-মায়াবলেন মুনয়স্তদথো বিকুণ্ঠম্ ॥ ২৬ ॥
তস্মিন্নতীত্য মুনয়ঃ ষড়সজ্জমানাঃ কক্ষাঃ সমানবয়সাবথসপ্তম্যায়াম্।
দেবাবচক্ষত গৃহীতগদৌ পরার্দ্ধ্য-কেয়ূরকুণ্ডলকিরীটবিটঙ্কবেশৌ ॥ ২৭ ॥

যমাঃ (দূরে যমঃ যমদণ্ডভয়ং যেষাং তে, সপ্তম্যা অলুক্) নঃ (অস্মাকমপি) স্পৃহনীয়শীলাঃ (বাঞ্ছনীয়চরিত্রাঃ) মিথঃ (পরস্পরং) ভর্ত্তুঃ (প্রভোঃ শ্রীহরেঃ) সুযশসঃ (উত্তমকীর্ত্তিপ্রবন্ধস্য) কথনানুরাগবৈক্লব্যবাষ্পকলয়া (কথনে পর্য্যালোচনবিষয়ে যোঽনুরাগঃ তেন বৈক্লব্যং বিহ্বলতা তজ্জনিতা বাষ্পকলা অশ্রুপ্রবাহঃ, তয়া) পুলকীকৃতাঙ্গাঃ হি (রোমাঞ্চিতকলেবরাঃ) [ভক্তানিব] উপরি যৎ (উর্দ্ধতনবৈকুণ্ঠং) ব্রজন্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥২৫॥

মূলানুবাদ ঃ—যে সকল ভক্তগণ প্রভুর গুণানুবাদে একান্ত অনুরাগবশতঃ আত্মহারা হইয়া ভক্তিজনিত অশ্রুধারায় প্লাবিত ও রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া থাকেন, তাঁহারা দেবাধিপতি শ্রীহরির সেই ঐকান্তিক ভজনগুণে যমযন্ত্রণার ভয় অতিক্রম করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পবিত্র স্বভাব আমাদেরও আদরণীয় হইয়া থাকে। সেই সকল ভক্তগণই ঐ সর্ব্বোপরি বিরাজমান বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে সমর্থ হন ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—পুনঃ কথম্ভূতম্? যচ্চ নঃ উপরিস্থিতং ব্রজন্তি। কে? অনিমিষাং দেবানাম্ ঋষভঃ শ্রেষ্ঠো হরিঃ তস্যানুবৃত্ত্যা দূরে যমো যেষাম্, যদ্বা দূরীকৃতযমনিয়মাঃ। দূরেঽহমা ইতি পাঠে দূরীকৃতোঽহঙ্কারা ইত্যর্থঃ। স্পৃহণীয়ং করুণাদি শীলং যেষাম্। কিঞ্চ ভর্ত্তুর্হরের্যৎ সুযশস্তস্য মিথঃ কথনে যোঽনুরাগস্তেন বৈক্লব্যং বৈবশ্যং তেন বাষ্পকলা তয়া সহ পুলকীকৃতমঙ্গং যেষাম্। যদ্বা—নঃ উপরীতি ব্রজতাং বিশেষণং নিরহঙ্কারত্বাৎ অস্মত্তোঽপি যেঽধিকাস্তে যদ্ব্রজন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ।—তৎ (তদা) মুনয়ঃ (তে সনকাদয়ঃ) বিশ্বগুর্ব্বধিকৃতং (বিশ্বগুরুণা শ্রীহরিণা অধিকৃতম্ অধিষ্ঠিতং) ভুবনৈকবন্দ্যং (ভুবনানামদ্বিতীয়পূজার্হং) দিব্যম্ (অলৌকিকং) বিচিত্রবিবুধাগ্র্যবিমানশোচিঃ (বিচিত্রাণি মনোজ্ঞানি যানি বিবুধাগ্র্যাণাং দেববর্য্যাণাং বিমানানি তেষাং শোচিঃ কান্তির্যত্র তৎ) অপূর্ব্বং তৎ (পূর্ব্বোক্তং) বিকুণ্ঠং (বৈকুণ্ঠধাম) যোগমায়াবলেন (যোগশক্তিপ্রভাবেন) উপেত্য (গত্বা) অথো (অনন্তরং) পরাম্ (অত্যন্তাং) মুদং (প্রীতিম্) আপুঃ (প্রাপ্তবন্তঃ) ॥ ২৬ ॥

মূলানুবাদ ঃ—সেই সনকাদি ঋষিগন তখন যোগশক্তিপ্রভাবে সেই অপূর্ব্ব বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। এই শ্রীধামে সেই বিশ্বপিতা স্বয়ং ভগবান্ অধিষ্ঠিত থাকায় তাহা সর্ব্বভুবনের বন্দনীয়! এই স্থানে প্রধান প্রধান দেবগণের অতিবিচিত্র বিমানসমূহের দীপ্তি বিরাজমান থাকায় অলৌকিক শোভা বিদ্যমান ছিল ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—তৎ তদা তদপূর্ব্বং বিকুণ্ঠম্। অথোঽনন্তরমুপেত্য মুনয়ঃ পরামুৎকৃষ্টাং মুদমাপুঃ অপূর্ব্বত্বে হেতবঃ—বিশ্বগুরুণা হরিণা অধিকৃতম্ অধিষ্ঠিতম্ ভুবনানামেকমেব বন্দ্যম্। দিব্যমলৌকিকম্। বিচিত্রাণি বিবুধাগ্র্যাণাং বিমানানি তেষাং শোচির্দীপ্তির্যস্মিন্। যোগমায়াবলেনেতি অষ্টাঙ্গযোগপ্রভাবেণোপেত্য, পরমেশ্বরে তু যোগমায়েতি চিচ্ছক্তিবিলাস ইতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ ঃ—তস্মিন্ (স্থানে) মুনয়ঃ (সনকাদয়ঃ) অসজ্জমানাঃ (ভগবদ্দর্শনোৎকণ্ঠাবশাৎ কক্ষাদি শোভাদর্শনে অনাসক্তা এব) ষট্ কক্ষাঃ (প্রাকারদ্বারাণি) অতীত্য (অতিক্রম্য) অথ (অনন্তরং) সপ্তম্যায়াং (স্ত্রীত্বে আপ্‌প্রত্যয় আর্ষঃ সপ্তম্যাং কক্ষায়ামিত্যর্থঃ) সমানবয়সৌ (তুল্যবয়স্কৌ) গৃহীতগদং

মত্তদ্বিরেফবনমালিকয়া নিবীতৌ বিন্যস্তয়াসিতচতুষ্টয়বাহুমধ্যে।
বক্ত্রং ভ্রুবা কুটিলয়াস্ফুটনির্গমাভ্যাং রক্তেক্ষণেন চ মনাগ্রভসংদধানৌ ॥ ২৮ ॥
দ্বার্য্যেতয়োর্নিবিবিশুর্মিষতোরপৃষ্ট্বা পূর্ব্বা যথা পুরটবজ্রকবাটিকা যাঃ।
সর্ব্বত্র তেঽবিষময়া মুনয়ঃ স্বদৃষ্ট্যা যে সঞ্চরন্ত্যবিহিতা বিগতাভিশঙ্কাঃ ॥ ২৯ ॥

(গদাহস্তৌ) পরার্দ্ধ্যকেয়ূরকুণ্ডলকিরীটবিটঙ্কবেশৌ (বহুমূল্যকেয়ূরাদিশোভমানবেশৌ) দেবৌ (জয়বিজয়াখ্যৌ দ্বারপালৌ) অচক্ষত: (অবলোকিতবন্তঃ) ॥ ২৭ ॥

মূলানুবাদ।—সনকাদি ঋষিগণ তথায় ভগবদ্দর্শনেই একান্ত উৎসুক ছিলেন ; সুতরাং অন্য শোভা দর্শনে আসক্তি না থাকায় ক্রমে তাঁহারা ছয়টী প্রাচীরদ্বার অতিক্রম করিয়া সপ্তম দ্বারে গিয়া দ্বারপালস্বরূপ দুইজন দেবতাকে দেখিতে পাইলেন। এই দুইজন দেখিতে সমানবয়স্ক, তাঁহাদের হস্তে গদা, বহুমূল্য কেয়ূর, কুণ্ডল ও কিরীট প্রভৃতি অলঙ্কারে দুইজনই সুসজ্জিত ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—তস্মিন্ বৈকুণ্ঠে ষট্ কক্ষাঃ প্রাকারদ্বারাণি। অসজ্জমানাঃ ভগবদ্দর্শনোৎকণ্ঠয়া তত্তদদ্ভুতদর্শনে আসক্তিমকুর্ব্বাণাঃ। দ্বারপালৌ দেবাবপশ্যন্। সমানং বয়োঃ যয়োঃ। গৃহীতে গদে যাভ্যাম্ পরার্দ্ধ্যৈঃ কেয়ূরাদিভিঃ বিটঙ্কঃ সুন্দরো বেশো যয়োঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ।—অসিতচতুষ্টয়বাহুমধ্যে (অসিতাঃ শ্যামলাঃ চতুষ্টয়ে যে বাহবঃ তেষাং মধ্যে বক্ষস্থলে ইতি যাবৎ) বিন্যস্তয়া (অবস্থিতয়া) মত্তদ্বিরেফবনমালিকয়া (মত্তভ্রমরালঙ্কৃতয়া বনমালয়া) নিবীতৌ (শোভিতৌ) কুটিলয়া (আকুঞ্চিতয়া) ভ্রুবা (ভ্রূযুগলেন) স্ফুটনির্গমাভ্যাং (স্ফুরিতনাসারন্ধ্রাভ্যাং) রক্তেক্ষণেন চ (রক্তবর্ণচক্ষুষা চ) মনাগ্রভসম্ (কিঞ্চিৎক্রোধপ্রকাশকং) বক্ত্রং (মুখমণ্ডলং) দধানৌ (ধারয়ন্তৌ) [তৌ দ্বারপালৌ দেবৌ অচলতেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ] ॥ ২৮ ॥

মূলানুবাদ।-এই দ্বারপালদ্বয়ের শ্যামবর্ণ বাহুচতুষ্টয়ের মধ্যে অর্থাৎ বক্ষস্থলে দোদুল্যমান ভ্রমরাধিষ্ঠিতা বনমালা শোভা পাইতেছিল ; ভ্রূযুগলের ঈষৎ বক্রতা, নাসারন্ধ্রের স্পন্দন ও নেত্রদ্বয়ের রক্তিমা বশতঃ মুখমণ্ডলে কিছু ক্রোধের ভাব প্রকাশিত ছিল ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরটীকা।—তাবেব বর্ণয়তি। মত্তা দ্বিরেফাঃ ভ্রমরা যস্যাং তয়া বনমালয়া নিবীতৌ কণ্ঠলম্বিন্যা অলঙ্কৃতৌ। অসিতা নীলাঃ চতুষ্টয়ে চতুঃসংখ্যকা বাহবস্তেষাং মধ্যে বিন্যস্তয়া। বক্ত্রঞ্চ মনাগ্রভসং কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধং দধানৌ। স্ফুটৌ উৎফুল্লৌ নির্গমৌ শ্বাসমার্গৌ নাসাপুটে তাভ্যাম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ।—তে মুনয়ঃ (সনকাদয়ঃ) দ্বারি (সপ্তমদ্বারদেশে) মিষতোঃ (পশ্যতোরপি) এতয়োঃ (দ্বারপালয়োঃ) অপৃষ্ট্বা (সম্মতিমগৃহীত্বা এব) যাঃ পূর্ব্বাঃ (পূর্ব্বোল্লিখিতাঃ) পুরটবজ্রকবাটিকাঃ (হীরককীলখচিতকবাটযুক্তাঃ ষট্‌কক্ষাঃ) যথা (অবাধং প্রবিষ্টবন্তঃ তদ্বৎ) নির্বিবিশুঃ (প্রবিষ্টবন্তঃ)[তথাহি] যে (মুনয়ঃ) অবিষময়া স্বদৃষ্ট্যা (সমদর্শিত্বেন) অবিহিতাঃ (কুত্রাপি ব্যাঘাতমপ্রাপ্তপূর্ব্বাঃ [অতএব] বিগতাভিশঙ্কাঃ (নিশঙ্কচিত্তাঃ) সর্ব্বত্র সঞ্চরন্তি ॥ ২৯ ॥

মূলানুবাদ।—সেই মুনিগণ, হীরক-কীল-শোভিত কপাটযুক্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ছয়টী দ্বার যেমন অবাধে অতিক্রম করিয়াছেন, এই সপ্তমদ্বারে যদিও ঐ দুইটী দ্বারপাল লক্ষ্য করিতেছিল, তথাপি তাহাদের কাছে জিজ্ঞাসা না করিয়াই প্রবিষ্ট হইলেন ; কারণ তাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী, কখনও কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত হন নাই, সুতরাং তাঁহাদের মনে কোনও শঙ্কা নাই, অবাধে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

তান্ বীক্ষ্য বাতবসনাংশ্চতুরঃ কুমারান্ বৃদ্ধান্ দশার্দ্ধবয়সো বিদিতাত্মতত্ত্বান্।
বেত্রেণ চাস্খলয়তামতদর্হণাংস্তৌ তেজো বিহস্য ভগবৎপ্রতিকূলশীলৌ ॥ ৩০ ॥
তভ্যাং মিষৎস্বনিমিষেষু নিষিধ্যমানাঃ স্বর্হত্তমা হ্যপি হরেঃ প্রতিহারপাভ্যাম্।
ঊচুঃ সুহৃত্তমদিদৃক্ষিতভঙ্গ ঈষৎ কামানুজেন সহসা ত উপপ্লুতাক্ষাঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরটীকা।—এতয়োর্মিষতোঃ পশ্যতোঃ তাবনাদৃত্য অপৃষ্ট্বৈব। যাঃ পূর্ব্বাঃ ষট্ দ্বারঃ। পুরটালঙ্কৃতবজ্রময্যঃ কবাটিকা যাসু। তা যথা বিবিশুঃ তথা সপ্তমায়ামপি দ্বারি বিবিশুঃ। অপ্রশ্নে হেতুঃ—সর্ব্বত্র যেথবিহৃতা অনিবারিতাঃ সঞ্চরন্তি। নিঃশঙ্কত্বে হেতুঃ অবিষময়া স্বদৃষ্ট্যেতি ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—বিদিতাত্মতত্ত্বান্ (বিদিতং সাক্ষাৎকৃতম্ আত্মতত্ত্বং যৈঃ তান্ আত্মতত্ত্বদর্শিনঃ) বাতবসনান্ (দিগম্বরান্) বৃদ্ধান্ (পরিণতবয়স্কানপি) দশার্দ্ধবয়সঃ (পঞ্চমবর্ষীয়বালকবৎপ্রতীয়মানান্) তান্ চতুরঃ কুমারান্ (সনক-সনন্দ-সনাতন-সনৎকুমারান্) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) ভগবৎপ্রতিকূলশীলৌ (ভগবতঃ শ্রীহরেঃ প্রতিকূলং বিরুদ্ধং শীলং স্বভাবো যয়োস্তৌ) তৌ (দ্বরেপালৌ) তেজো বিহস্য (তেষাং মুনীনাং নিঃসঙ্কোচব্যবহারং প্রতি "অহো ধার্ষ্ট্য"মিত্যেবমুপহস্য) অতদর্হণান্ (বেত্রাঘাতানহুপযুক্তানপি তান্ মুনীন্) বেত্রেণ চ (চকারাৎ মৌখিকতিরস্কারাদিনা চেত্যর্থঃ) অস্খলয়তাং (প্রতিষিদ্ধবন্তৌ) ॥ ৩০

মূলানুবাদ।—আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার-পরায়ণ, সুতরাং বৃদ্ধ হইলেও নিঃসঙ্কোচে পাঁচ বৎসরের বালকের মত উলঙ্গ অবস্থায় বিচরণশীল ঐ মুনিগণের ঐরূপ নির্ভীক নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার দেখিয়া ঐ দ্বারপাল দুইটী পরিহাস ও তিরস্কার সহকারে বেত্রদ্বারা তাঁহাদিগকে বাধাপ্রদান করিল। হায়! ঐরূপ মুনিগণ কখনও বেত্রদ্বারা নিবারণের যোগ্য হইতে পারেন না, কিন্তু এই দ্বারপাল দুইটী শ্রীভগবানের নিতান্ত বিপরীত স্বভাবসম্পন্ন ছিল ॥ ৩০

শ্রীধরটীকা।—বাতবসনান্ নগ্নান বৃদ্ধানপি পঞ্চবর্ষবালকবৎপ্রতীয়মানান্। চকারাদবজ্ঞয়া চ। অস্খলয়তাং নিবারিতবন্তৌ। ন তৎস্খলনমর্হন্তীতি তথা তান্। অহো অত্রাপি ধার্ষ্ট্যমিত্যেব তেষাং তেজো বিহস্য। ভগবতো ব্রহ্মণ্যদেবস্য প্রতিকূলং শীলং যয়োঃ ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—স্বর্হত্তমা অপি (সুষ্ঠু পূজ্যতমা অপি) তে (মুনয়ঃ) অনিমিষেষু (বৈকুণ্ঠস্থদেববৃন্দেষু) মিষৎসু হি (পশ্যৎসু এব) তাভ্যাং (পূর্ব্বোক্তাভ্যাং) হরেঃ প্রতিহারপাভ্যাং (দ্বারপালাভ্যাং) নিষিধ্যমানাঃ (নিবার্য্যমাণাঃ সন্তঃ) সুহৃত্তমদিদৃক্ষিতভঙ্গে (সুহৃত্তমস্য শ্রীহরেঃ, দিদৃক্ষিতং দর্শনেচ্ছা, তস্য ভঙ্গে ব্যাঘাতে কৃতে সতি) সহসা কামানুজেন (ক্রোধেন) ঈষৎ উপপ্লুতাক্ষাঃ (ক্ষুভিতনেত্রাঃ সন্তঃ) ঊচুঃ (কথিতবন্তঃ) ॥ ৩১

মূলানুবাদ।—এই সনকাদি মুনিগণ অত্যন্ত সম্মানার্হ হইলেও বৈকুণ্ঠস্থ দেবগণের সাক্ষাতে শ্রীহরির সেই দ্বারপালদ্বয় কর্তৃক এইরূপে প্রতিহত হওয়ায় তাঁহাদের অতিপ্রিয় সুহৃৎ শ্রীহরিকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় বাধা পড়িল বলিয়া তাঁহারা ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৩১

শ্রীধরটীকা।—হরেদ্বারপালপতিভ্যাং দেবেষু পশ্যৎসু বার্য্যামণাস্তে মুনয়ঃ কো বাম্ ইত্যাদি-শ্লোকত্রয়ীমূচুঃ। সুহৃত্তমঃ শ্রীহরিঃ তস্য দিদৃক্ষিতং দর্শনেচ্ছা তস্য ভঙ্গে সতি। কামস্যানুজঃ ক্রোধঃ তেন। সহসা অকস্মাদেব উপপ্লুতানি ক্ষুভিতানি অক্ষীণি যেষাং তে। সুষ্ঠু পূজ্যতমা অপীতি নিষেধানর্হত্বে ক্রোধানর্হত্বে বা হেতুঃ ॥ ৩১

শ্রীমুনয় ঊচুঃ।

কো বা ইহৈত্য ভগবৎপরিচর্য্যয়োচ্চৈস্তদ্ধর্ম্মিণাং নিবসতাং বিষমঃ স্বভাবঃ।
তস্মিন্ প্রশান্তপুরুষে গতবিগ্রহে বাং কো বাত্মবৎ কুহকয়োঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ ॥ ৩২ ॥
ন হ্যন্তরং ভগবতীহ সমস্তকুক্ষাবাত্মানমাত্মনি নভো নভসীব ধীরাঃ।
পশ্যন্তি যত্র যুবয়োঃ সুরলিঙ্গিনোঃ কিং ব্যুৎপাদিতং হ্যুদরভেদি ভয়ং যতোঽস্য ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ।—উচ্চৈঃ (অতিমহত্যা) ভগবৎপরিচর্য্যয়া (ভগবতঃ শ্রীহরেঃ পরিচর্য্যয়া সেবাগুণেন) ইহ (শ্রীবৈকুণ্ঠধাম্নি) এত্য (আগত্য) নিবসতাং তদ্ধর্ম্মিণাং (ভগবৎসদৃশানাং মধ্যে) বাং বৈ (যুবয়োরেব) কো বিষমঃ স্বভাবঃ ? প্রশান্তপুরুষে গতবিগ্রহে (বিরোধশূন্যে) তস্মিন্ (ভগবতি) কো বা (জনঃ) কুহকয়োঃ (কপটস্বভাবয়োঃ যুবয়োঃ) আত্মবৎ (স্বদৃষ্টান্তেন) পরিশঙ্কনীয়ঃ (আশঙ্কাযোগ্যো ভবতি ? ন কোঽপীত্যর্থঃ) ॥ ৩২

মূলানুবাদ।—মুনিগণ কহিলেন—শ্রীভগবানের একান্ত সেবাগুণে এই বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়া এখানে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা সকলেই ভগবানের ন্যায় সমদর্শী হইয়া থাকেন ; অথচ তাহার মধ্যে তোমাদের দুই জনের এইরূপ বিষম স্বভাব দেখিতেছি কেন ? অতিপ্রশান্তস্বভাব বিরোধশূন্য সেই পরমপুরুষ শ্রীভগবানের প্রতি কোন্ ব্যক্তিই বা আশঙ্কার কারণ হইতে পারে ? তোমরা নিতান্ত কপট; এজন্য তোমাদের নিজ তুলনায় আর কে দোষী হইতে পারে ? ॥ ৩২

শ্রীধরটীকা।—উচ্চৈর্মহত্যা ভগবৎপরিচর্য্যয়া এত্য প্রাপ্য ইহ বৈকুণ্ঠে নিবসতাং তদ্ধর্ম্মিণাং ভগবদ্ধর্ম্মিণাং সমদর্শিনাং মধ্যে বাং যুবয়োরেব কোঽয়ং বিষমঃ স্বভাবঃ ? কৈশ্চিৎ প্রবেষ্টব্যং কৈশ্চিন্নেত্যেবম্ভূতঃ। নন্থ স্বামিরক্ষার্থং দ্বারপালয়োরেষ স্বভাবঃ গুণ এব ইতি চেদত আহুঃ—তস্মিন্নিতি। কুহকয়োঃ কপটয়োঃ। আত্মবৎ স্বদৃষ্টান্তেন যথা আবাং কপটৌ তথাঽন্যেঽপি কশ্চিৎ কপটঃ প্রবেক্ষ্যতীতি। অয়ং ভাবঃ—ন হ্যত্র ভগবদ্ভক্তং বিনা কশ্চিদাগচ্ছতি, ন চেশ্বরে প্রশান্তত্বাদবিদ্যমানবিরোধে ভয়শঙ্কা, অতো যুবাং কেবলং ধূর্ত্তাবেবেতি ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—সমস্তকুক্ষৌ (সমস্তং বিশ্বং কুক্ষৌ উদরমধ্যে যস্য তস্মিন্ বিশ্বম্ভরে ইতি যাবৎ) যত্র (যস্মিন্) ভগবতি (অস্মিন শ্রীহরৌ) ধীরাঃ (বিজ্ঞাঃ) অন্তরং (আত্মনো ভেদং) ন হি পশ্যন্তি, [অপি তু] নভসি (মহাকাশে) নভ ইব (ঘটাকাশাদিকমিব) আত্মনি (পরমাত্মরূপে ভগবতি) আত্মানং (স্বস্বাত্মানমন্তর্গতমিতি যাবৎ) [পশ্যন্তীতি শেষঃ] সুরলিঙ্গিনোঃ (দেববেশধরয়োঃ) যুবয়োঃ অস্য (ভগবতঃ) উদরভেদি ভয়ং (কোঽপি কপটাদাগত্য, প্রভোরুদরং ভেৎস্যতি বা ইত্যেবং ভয়ং) যতো হি (যেন কারণেনৈব) ব্যুৎপাদিতং (জনিতং) [তৎ] কিং ? ॥ ৩৩

মূলানুবাদ।—সমস্ত বিশ্ব যাঁহার উদরমধ্যে বিরাজমান, সেই শ্রীভগবানের প্রতি জ্ঞানিগণ কখনও ভেদবুদ্ধি পোষণ করেন না ; পরন্ত মহাকাশে ঘটাকাশাদির ন্যায় পরাত্মস্বরূপ শ্রীভগবানের মধ্যে নিজ নিজ জীবাত্মাকে অন্তর্ভুক্ত একই পদার্থ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। তোমাদিগকে দেবতার বেশধারী দেখিতেছি ; অথচ সেই ভগবানের উদরভেদকারী ভয় তোমাদের যে কারণে জন্মিল, তেমন কারণ কি থাকিতে পারে ? ॥ ৩৩

শ্রীধরটীকা।—ভয়শঙ্কাবীজঞ্চ ভেদঃ, স চ কস্যাপ্যস্মিন্ নাস্তীত্যাহুঃ—ন হীতি। সমস্তং বিশ্বং

তদ্বামমুষ্য পরমস্য বিকুণ্ঠভর্ত্তুঃ কর্ত্তুং প্রকৃষ্টমিহ ধীমহি মন্দধীভ্যাম্।
লোকানিতো ব্রজতমন্তরভাবদৃষ্ট্যা পাপীয়সস্ত্রয় ইমে রিপবোঽস্য যত্র ॥ ৩৪ ॥

কুক্ষৌ যস্য। যত্র যদা ইহ ভগবতি ধীরা বিদ্বাংসঃ আত্মনোঽন্তরং ভেদং ন পশ্যন্তি, কিন্তস্মিন্ পরমাত্মন্যাত্মানমন্তর্ভূতং পশ্যন্তি, মহাকাশে ঘটাকাশমিব তদা, যথান্যস্য রাজাদেরুদরভেদি উদরভেদযুক্তং ভয়ং ভবতি, তথাস্য শ্রীহরেঃ তাদৃগ্ ভয়ং, যতঃ যেন কারণেন সুরবেশধারিণোর্যুবয়োর্বিশেষেণোৎপাদিতম্ তৎ কিং, ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ ;—তৎ (তস্মাদ্ধেতোঃ) ইহ (যুবয়োরেতাদৃশে অপরাধে সত্যপি) অমুষ্য বিকুণ্ঠভর্ত্তুঃ (বৈকুণ্ঠনাথস্য শ্রীহরের্ভৃত্যাভ্যামিতি শেষঃ) মন্দধীভ্যাং (দুর্বুদ্ধিসম্পন্নাভ্যাং) বাং (যুবাভ্যাং) প্রকৃষ্টং (কল্যাণমেব) কর্ত্তুং ধীমহি (চিন্তয়েম), ইতঃ (অস্মাদ্ বৈকুণ্ঠলোকাৎ) পাপীয়সঃ লোকান্ (অপকৃষ্টতরাণি জন্মাণি) ব্রজতং (গচ্ছতং, যুবামিতি যাবৎ) যত্র (যেষু জন্মসু) অস্য (বর্ত্তমানজন্মনঃ) অন্তরভাবদৃষ্ট্যা (অন্তঃকরণে ভেদবুদ্ধিবশেন) ইমে (বিদ্যমানাঃ) ত্রয়ো রিপবঃ (কামক্রোধলোভরূপাঃ) [অনুযাস্যন্তীতি শেষঃ] ॥ ৩৪ ॥

মূলানুবাদ ;—যেহেতু আত্মপর ভেদজ্ঞান করা ধীর জনের কর্ত্তব্য নহে, এইজন্য তোমাদের এইরূপ অপরাধ সত্ত্বেও এবং তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি অতি অসৎ হইলেও তোমরা বৈকুণ্ঠনাথের ভৃত্য, সুতরাং তদুপযুক্ত মঙ্গলময় পরিণামই তোমাদের জন্য চিন্তা করিতেছি। তোমাদের আন্তরিক ভেদজ্ঞানের ফলে এই বৈকুণ্ঠলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া তোমরা পুনঃ পুনঃ এমন অপকৃষ্ট জন্ম লাভ করিবে, যাহাতে ইহজন্মের এই কাম, ক্রোধ, লোভ এই রিপুত্রয় (প্রবলভাবে) তোমাদের অনুসরণ করিবে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরটীকা।—তৎ তস্মাতমুষ্য বৈকুণ্ঠনাথস্য ভৃত্যাভ্যাং বাং যুবাভ্যাং প্রকৃষ্টং ভদ্রমেব কর্ত্তুম্ ইহাস্মিন্নপরাধে যদ্যুক্তং তদ্ধীমহি চিন্তয়েম। তদেবাহুরন্তরস্য ভেদস্য ভাব সত্তা তদ্দর্শনেন, ইতঃ বৈকুণ্ঠলোকাৎ লোকান্ দেহান্ ব্রজতম্। যত্র যেষু লোকেষু অস্য পাপীয়সোঽন্তরভাবদ্রষ্টুঃ ইমে কামঃ ক্রোধস্তথা লোভ ইতি গীতোক্তাস্ত্রয়ো রিপবঃ ভবন্তি। পাপীয়সো লোকানিতি বা ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভাগবতভাবভবর্ষিণী ;—ব্রহ্মা দেবগণের নিকট পুরাবৃত্তবর্ণনপ্রসঙ্গে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছেন যে, সনক প্রভৃতি তাঁহার মানসপুত্রচতুষ্টয় একদা বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সেই শ্রীধামের অনুপম সৌন্দর্য্য ও অতুলনীয় মহিমা তিনি বহু শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন; কারণ ব্রহ্মা পরমভাগবত, সুতরাং শ্রীভগবান্ স্বয়ং যেখানে নিত্যানন্দময় পূর্ণমূর্ত্তিতে বিরাজ করেন, সেই শ্রীধামের ভাব মনে উদিত হইলে সে প্রসঙ্গ সহসা পরিত্যাগ করিতে তিনি কিছুতেই সমর্থ নহেন। তাই শ্রীবৈকুণ্ঠধামের সেই শুক, সারস, ভ্রমর প্রভৃতির কলধ্বনি, মন্দার, কুন্দ, বকুল, পারিজাত প্রভৃতি পুষ্পরাশির মনোহর গন্ধ ও অতুলসৌন্দর্য্য, সুশোভিত সরোবরের প্রবালখচিত সোপানতলে উপবিষ্ট শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী কর্ত্তৃক তুলসীদলে শ্রীভগবানের অর্চ্চনা ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভাবোদয়, বিমানচারী গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতির তাললয়শুদ্ধ ভগবদ্‌গুণগান প্রভৃতি অলৌকিক শোভা সমৃদ্ধি কীর্ত্তন করিয়া ক্রমশঃ শ্রীভগবানের সেই স্বীয় বাসভবনের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ছয়টী কক্ষের বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত সনকাদি ঋষিগণ একে একে এই ছয়টি কক্ষই অবাধে অতিক্রম করিয়াছেন। অতঃপর সপ্তম কক্ষদ্বারে যাইয়া সেখানে দ্বারপালরূপে দুইজন দেবতাকে অবস্থিত দেখিলেন বটে, কিন্তু মুনিগণ অতি সরল পবিত্র চিত্ত; সুতরাং কোনরূপ দ্বিধা বোধ না করিয়া নিঃসঙ্কোচে সেই দ্বারপথে প্রবিষ্ট হইতে অগ্রসর হইলেন। তখন দ্বারপথে দ্বারপাল দুই জন ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া নিতান্ত অবজ্ঞাসহকারে হস্তস্থিত বেত্রের সাহায্যে

তেষামিতীরিতমুভাববধার্য্য ঘোরং তং ব্রহ্মদণ্ডমনিবারণমস্ত্রপূগৈঃ ।
সদ্যো হরেরনুচরাবুরুবিভ্যতস্তৎপাদগ্রহাবপততামতিকাতরেণ ॥ ৩৫ ॥
ভূয়াদঘোনি ভগবদ্ভিরকারি দণ্ডো যো নৌ হরেত সুরহেলনমপ্যশেষম্ ।
মা বোঽনুতাপকলয়া ভগবৎস্মৃতিঘ্নো মোহো ভবেদিহ তু নৌ ব্রজতোরধোঽধঃ ॥ ৩৬ ॥

তাঁহাদিগকে বাধা দিল। মুনিগণ পরমভক্ত ও অতিশয় জ্ঞানী, সুতরাং "তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা"গুণে অবিচলিত ভাবে তাঁহারা তাহাদের বাধা মানিয়া লইলেন এবং সেই দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া দ্বারপালদ্বয়কে বলিলেন, দ্বারপালদ্বয়! তোমরা যে অপরাধ করিয়াছ, তাহা অন্যের কাছে অমার্জ্জনীয় হইলেও আমরা তোমাদের অনিষ্ট করিতে চাহি না। তোমরা ভগবানের ভৃত্য, সুতরাং যাহাতে তোমাদের ভৃত্যভাবের উপযুক্ত গতি হয়, সেই অনুযায়ী তোমাদের দণ্ড বিধানের পথ চিন্তা করিয়াছি। অপরাধ করিয়াছ, সুতরাং দণ্ডভোগ অবশ্যই কর্ত্তব্য। অতএব আমাদের এই বাক্যপ্রভাবে তোমাদের বৈকুণ্ঠ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে ও কাম ক্রোধাদি রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া অধম জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ১৮—৩৪ ॥

অন্বয়ঃ ।—উরু বিভ্যতঃ (ব্রহ্মকোপেন অত্যন্তং ভয়ং কুর্ব্বতঃ) হরেঃ অনুচরৌ (ভৃত্যৌ তৌ দ্বারপালৌ) তেষাং (সনকাদীনাম্) ইতি ঈরিতং (পূর্ব্বোক্তবাক্যং) ব্রহ্মদণ্ডং (ব্রহ্মশাপং) তং (ব্রহ্মশাপঞ্চ) অস্ত্রপূগৈঃ (অস্ত্রসমূহৈঃ) অনিবারণং (নিবারয়িতুমশক্যং) ঘোরং (ভয়ঙ্করম্) অবধার্য্য (নিশ্চিত্য) উভৌ (দ্বারপালৌ) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) অতিকাতরেণ (অত্যন্তকাতরভাবেন) পাদগ্রহৌ (তেষাং মুনীনাং চরণধারিণৌ সন্তৌ) অপততাং (ভূতলে নিপতিতবন্তৌ) ॥ ৩৫ ॥

মূলানুবাদ ।—সেই দুই দ্বারপাল মুনিদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে স্থির করিল যে, ইহা ভয়ঙ্কর ব্রহ্মশাপ. অস্ত্রসমূহ দ্বারাও ইহা প্রতিহত করা যাইবে না, সুতরাং তাহারা মহাভয়ে অতি কাতর হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই মুনিদিগের চরণ ধারণ করিয়া ভূতলে পতিত হইল। তাহারা যাঁহার অনুচর, সেই ভগবান্‌ও এইরূপ ব্রহ্মদণ্ডকে অত্যন্ত ভয় করিয়া থাকেন, (অতএব তাহারা যে ভয় করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?) ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরটীকা ।—ইতি তেষামীরিতং ভাষণং ঘোরমবধার্য্য, তচ্চ ব্রহ্মদণ্ডং ব্রহ্মশাপমবধার্য্য, তচ্চ অস্ত্রসমূহৈরনিবারণমবধার্য্য, হরেরনুচরৌ অতিকাতরেণ অতিকাতর্য্যেণ ভয়েন তৎপাদগ্রহং কুর্ব্বন্তৌ সন্তৌ দণ্ডবদপততাম্। কথম্ভূতস্য হরেঃ ? এবম্ভূতেভ্যো মুনিভ্যস্তাভ্যামপি উরু অধিকং বিভ্যতঃ ভয়ং ভাবয়তঃ ॥৩৫

অন্বয়ঃ ।—অঘোনি (অঘবৎশব্দস্য সপ্তম্যেকবচনে পদমিদমার্ষং, তথা চ অঘবতি পাপিনি ইত্যর্থঃ) যো দণ্ডঃ [সমুচিত ইতি শেষঃ] ভগবদ্ভিঃ (ভবদ্ভিঃ) [স এব] অকারি, [অতোঽসৌ] নৌ (আবয়োঃ) ভূয়াৎ, [যতঃ স দণ্ডঃ আবয়োঃ] অশেষমপি (সমগ্রমপি) সুরহেলনং (ভগবদনভিপ্রেতাচরণজনিতমপরাধং) হরেত (সংশোধয়েৎ) অধোঽধঃ (অধমযোনীঃ) ব্রজতোঃ (গচ্ছতোঃ) নৌ (আবয়োঃ) ইহ (এতাদৃগধঃপতনে) বঃ (যুষ্মাকম্) অনুতাপকলয়া (অনুশোচনালেশেন) ভগবৎস্মৃতিঘ্নঃ (শ্রীহরেঃ স্মরণপ্রতিবন্ধকঃ) মোহো মা ভবেৎ (ন ভবতু) ॥ ৩৬ ॥

মূলানুবাদ ।—(দ্বারপালদ্বয় বলিতে লাগিল—) পাপীর প্রতি যাহা সমুচিত, আপনারা সেইরূপ দণ্ডই বিধান করিয়াছেন ; ঐ দণ্ডই আমাদের হউক, আমরা ভগবানের অভিপ্রায় না বুঝিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, তাহাও এই দণ্ডভোগে ক্ষয়িত হইবে ; কিন্তু আমাদের প্রার্থনা এই যে—যদিও কৃতকর্ম্মের

এবং তদৈব ভগবানরবিন্দনাভঃ স্বানাং বিবুধ্য সদতিক্রমমার্য্যহৃদ্যঃ।
তস্মিন্ যযৌ পরমহংসমহামুনীনামন্বেষণীয়চরণৌ চলয়ন্ সহশ্রীঃ ॥৩৭॥
তন্ত্বাগতং প্রতিহৃতৌপয়িকং স্বপুম্ভিস্তেঽচক্ষতাক্ষবিষয়ং স্বসমাধিভাগ্যম্।
হংসশ্রিয়োর্ব্যজনয়োঃ শিববায়ুলোলশুভ্রাতপত্রশশিকেশরশীকরাম্বুম্ ॥৩৮॥

ফলে অধম যোনিতে আমাদের জন্মগ্রহণ অবশ্যই করিতে হইবে, তথাপি আমাদের এই অধঃপতন দেখিয়া আপনাদের যদি লেশমাত্র অনুতাপ জন্মে, তাহার ফলে আমাদের যেন শ্রীভগবানের স্মৃতিলোপকারী মোহ আসিয়া অভিভূত করিতে না পারে ॥৩৬॥

শ্রীধরটীকা।—অহো অপরাদ্ধমস্মাভিরিত্যনুতাপ্যমানান্ প্রত্যূচতুঃ। অযোনি অযবতি য উচিতো দণ্ডঃ স এব ভগবদ্ভিরকারি। নাত্র ভবতামপরাধঃ কশ্চিদতোঽসৌ নৌ আবয়োর্ভূয়াৎ। যঃ অশেষমপি স্বরহেলনম্ ঈশ্বরাজ্ঞাতিক্রমরূপং পাপং হরেৎ। কিন্তু যুষ্মাকং যঃ কৃপানিমিত্তোঽনুতাপঃ তস্য লেশেন নৌ আবয়োঃ অধোঽধো মূঢ়যোনীর্ব্রজতোরপি ভগবৎস্মৃতিপ্রতিঘাতকো মোহো মা ভবেৎ, কিন্তু মোহোঽপি স্মৃতিমেব প্রবহতাৎ ইতি প্রার্থনা ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ।—আর্য্যহৃদ্যঃ (আর্য্যানাং সতাং হৃদ্যঃ প্রিয়ঃ) ভগবান্ অরবিন্দনাভঃ (পদ্মনাভঃ শ্রীহরিঃ) তদৈব স্বানাং (স্বভৃত্যানাম্) এবং (পূর্ব্বোক্তরূপেণ) সদতিক্রমং (সজ্জনাপমানং) বিবুধ্য (জ্ঞাত্বা) পরমহংসমহামুনীনাং (শ্রেষ্ঠতমমুনীনামপি) অন্বেষনীয়চরণৌ (অনুসন্ধেয়ৌ স্বীয়পাদৌ) চলয়ন্ (পাদচারং কুর্ব্বন্নিতি যাবৎ) সহশ্রীঃ (লক্ষ্যাসহ) তস্মিন্ (দ্বারদেশে) যযৌ (গতবান্) ॥৩৭॥

মূলানুবাদ।—সাধুপুরুষের অতিপ্রিয় ভগবান্ শ্রীহরি তখনই স্বীয় দ্বারপালদিগের এইরূপ অসদ্-ব্যবহার অবগত হইয়া, ভগবানের যে-শ্রীচরণ পরমহংস মুনিগণ পর্য্যন্ত তপস্যাদিদ্বারা আকাঙ্খা করিয়া থাকেন, লক্ষ্মীদেবী সহ সেই চরণযোগে দ্বারদেশে গিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন ॥৩৭॥

শ্রীধরটীকা।—এবং স্বানাং মহৎস্বতিক্রমমপরাধং তৎক্ষণমেব বিবুধ্য তস্মিন্ যত্র তে রুদ্ধাঃ তং দেশং যযৌ। আর্য্যাণাং হৃদ্যঃ মনোজ্ঞঃ। চরণৌ চলয়ন্নিত্যয়ং ভাবঃ—মচ্চরণদর্শনপ্রতিঘাতজং ক্রোধং তৌ দর্শয়ন্ শময়িষ্যামীতি ত্বরাব্যাজেন পদ্ভ্যামেব যযৌ। শ্রীসাহিত্যঞ্চ নিষ্কামানপি বিভূতিভিঃ পূরয়িত্বা ক্ষমাপয়িতুম্ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ।—তে (সনকাদয়ঃ) আগতং তু (তদ্দ্বারদেশে উপস্থিতমেব) তং (ভগবন্তং শ্রীহরিম্) অচক্ষত (অবলোকিতবন্তঃ) [কীদৃশম্ ইত্যাহ শ্লোকপঞ্চকেন] স্বপুম্ভিঃ (স্বানুচরৌঃ) প্রতিহৃতৌপয়িকং (প্রতিহৃতং সমানীতম্ ঔপয়িকং গমনোপযোগি ছত্রচামরাদিকং যস্য তম্) অক্ষবিষয়ং (প্রত্যক্ষগোচরীভূতং মূর্ত্তিমদিত্যর্থঃ) স্বসমাধিভাগ্যং (স্বস্য আত্মনঃ সমাধিনা একাগ্রতয়া ভাগ্যং ভজনীয়ফলং তথা চ মূর্ত্তিমদিব বাঞ্ছনীয়ফলমিত্যর্থঃ) হংসশ্রিয়োঃ (হংসতুল্যধবলকান্তিসম্পন্নয়োঃ) ব্যজনয়ো [চামরয়োঃ) শিববায়ুলোলশুভ্রাতপত্র-শশীকেশরশীকরাম্বুং (শিবেন সুখস্পর্শেন বায়ুনা লোলং চঞ্চলং শুভ্রং যৎ আতপত্রং ছত্রং, তদেব শশী চন্দ্রঃ তস্য কেশরাঃ মুক্তাময়প্রলম্বাঃ এব শীকরাম্বুনি জলবিন্দুস্বরূপা যস্য তং) [নিরীক্ষ্য নেমুরিতি পরবর্ত্তীপঞ্চমশ্লোকক্রিয়য়া অন্বয়ঃ পর্য্যবস্যতি] ॥ ৩৮ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ সেই দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে সনকাদি মুনিগণ তাঁহাকে নয়নগোচর করিলেন ও দেখিলেন যে ভৃত্যগণ তাঁহার সহিত চত্র চামরাদি ধারণ করিয়া রহিয়াছে ও দুইপার্শে হংসের ন্যায়

কৃৎস্নপ্রসাদসুমুখং স্পৃহণীয়ধাম স্নেহাবলোককলয়া হৃদি সংস্পৃশন্তম্ ।
শ্যামে পৃথাবুরসি শোভিতয়া শ্রিয়া স্বশ্চূড়ামনিং সুভগয়ন্তমিবাত্মধিষ্ণ্যম্ ॥ ৩৯ ॥
পীতাংশুকে পৃথুনিতম্বিনি বিস্ফুরন্ত্যা কাঞ্চ্যালিভির্বিরুতয়া বনমালয়া চ ।
বল্গুপ্রকোষ্ঠবলয়ং বিনতাসুতাংসে বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জম্ ॥ ৪০ ॥

শুভ্র যে দুইটি চামর সঞ্চালিত হইতেছিল, তাহার মৃদু বায়ু স্পর্শে ভগবানের শ্বেতছত্র কম্পিত হইতেছিল; ঐ ছত্রটী চন্দ্রের ন্যায়, আর তাহার পার্শ্ববর্ত্তী মুক্তার ঝালর অমৃতবিন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া মুনিগণের মনে হইতেছিল যে, নিজ নিজ সমাধিলভ্য ফলস্বরূপ পরব্রহ্মই মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরটীকা ।—তত্র তৈর্দৃষ্টং দেবমনুবর্ণয়তি পঞ্চভিঃ । তস্ত আগতং তে অচক্ষত অপশ্যন্। আপঞ্চমাদিদমেব ক্রিয়াপদম্ । স্বপুম্ভিঃ শীঘ্রং প্রতিহৃতম্ আনীতম্ ঔপয়িকং গমনোচিতং ছত্রপাদুকাদি যস্য । কথম্ভূতম্ ? স্বসমাধিনা ভাগ্যং ভজনীয়ং ফলং যদ্ ব্রহ্ম তদেবাক্ষবিষয়ম্ । হংসবৎ শ্রীর্যয়োস্তয়োরুভয়তশ্চলতোর্ব্যজনয়োর্যঃ শিবোঽনুকূলো বায়ুস্তেন লোলন্তশ্চলন্তঃ শুভ্রাতপত্রশশিকেশরাঃ শুভ্রং যৎ আতপত্রং তদেব শশিসাদৃশ্যাচ্ছশী তস্য কেশরা মুক্তাহারবিলম্বাঃ তেভ্যো গলন্তি শীকরাম্বুনি যস্মিন্ তস্য । শীকরোঽম্বুকণা ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ ।—কৃৎস্নপ্রসাদসুমুখং (কৃৎস্নেষু মুনিজনদ্বারপালাদিকেষু সর্ব্বেষু প্রসাদায় অনুগ্রহায় সুমুখং প্রসন্নবদনং) স্পৃহণীয়ধাম (স্পৃহণীয়ানাং গুণানাং ধাম আশ্রয়স্থানং, বাঞ্ছনীয়সদ্গুণশালিনমিতি যাবৎ) স্নেহাবলোককলয়া (প্রণয়দৃষ্টিলেশেন) হৃদি সংস্পৃশন্তং (অন্তঃকরণে সুখমুৎপাদয়ন্তং) শ্যামে (শ্যামবর্ণে) পৃথৌ (বৈকল্পিকপুংবদ্ভাববশাদত্র নুমাগমাভাবঃ, বিপুলে ইতি তদর্থঃ) উরসি (বক্ষঃস্থলে) শোভিতয়া (বিরাজমানয়া) শ্রিয়া (কান্ত্যা) স্বশ্চূড়ামণিং (সত্যলোকপর্য্যন্তস্য স্বর্গস্য শিরোমণিবৎ প্রতীয়মানম্) আত্মধিষ্ণ্যং (স্বস্থানং বৈকুণ্ঠং) সুভগয়ন্তমিব (ইবেতি বাক্যালঙ্কারে, তথা চ শোভয়ন্তমিত্যর্থঃ) ॥ ৩৯ ॥

মূলানুবাদ ।—সকল সদ্গুণের আশ্রয়স্থান শ্রীভগবানের মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল, তিনি দ্বারপাল ও মুনিগণ সকলের প্রতিই অনুগ্রহপরায়ণ, প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিপাতে তিনি তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দ দান করিতেছিলেন। তাঁহার বিশালশ্যাম বক্ষঃস্থলে যে কান্তি বিরাজমানা, তাহা দ্বারা তিনি স্বর্গলোকের শিরোমণিস্বরূপ এই বৈকুণ্ঠলোককে অলঙ্কৃত করিতেছিলেন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরটীকা ।—কৃৎস্নস্য দ্বারপালমুনিবৃন্দস্য প্রসাদে সুমুখম্ । স্পৃহণীয়ানাং গুণানাং ধাম স্থানম্ । স্নেহাবলোকানাং কলয়া সপ্রেমকটাক্ষেণ হৃদি সংস্পৃশন্তং সুখয়ন্তম্ । ত্রৈলোক্যবিবক্ষাপক্ষে সত্যলোকপর্য্যন্তঃ যঃ স্বর্গঃ তস্য চূড়ামণিবৎ স্থিতং স্বধিষ্ণ্যং বৈকুণ্ঠং সুভগয়ন্তং শোভয়ন্তম্ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ ।—পৃথুনিতম্বিনি (পৃথুঃ স্থূলঃ নিতম্বঃ জঘনদেশঃ আশ্রয়ত্বেন বিদ্যতে যস্য, তস্মিন্ স্থূলজঘনস্থিতে ইত্যর্থঃ) পীতাংশুকে (পীতবর্ণে বসনে) বিস্ফুরন্ত্যা (দীপ্যমানয়া) কাঞ্চ্যা (মেখলয়া) অলিভিঃ (ভ্রমরৈঃ) বিরুতয়া (গুঞ্জনশব্দেন মুখরিতয়া) বনমালয়া চ (উপলক্ষিতমিত্যর্থঃ) বল্গুপ্রকোষ্ঠবলয়ং (বল্গু মনোহরং প্রকোষ্ঠস্থিতং বলয়ং যস্য তং) বিনতাসুতাংসে (গরুড়স্য স্কন্ধে) বিন্যস্তহস্তং (বিন্যস্তঃ স্থাপিতঃ হস্তো যেন তম্) ইতরেণ (অপরেণ হস্তেন) অব্জং (পদ্মং) ধুনানং (কম্পয়ন্তং ভ্রাময়ন্তমিতি যাবৎ তম্,) [অচক্ষতেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ, এবং সর্ব্বত্র] ॥ ৪০ ॥

বিদ্যুৎক্ষিপন্মকরকুণ্ডলমণ্ডনার্হগণ্ডস্থলোন্নসমুখং মণিমৎকিরীটম্।
দোর্দ্দণ্ডষণ্ডবিবরে হরতা পরার্দ্ধ্য-হারেণ কন্ধরগতেন চ কৌস্তুভেন ॥ ৪১ ॥
অত্রোপসৃষ্টমিতি চোৎস্মিতমিন্দিরায়াঃ স্বানাং ধিয়া বিরচিতং বহুসৌষ্ঠবাঢ্যম্।
মহ্যং ভবস্য ভবতাঞ্চ ভজন্তমঙ্গং নেমুর্নিরীক্ষ্য ন বিতৃপ্তদৃশো মুদা কৈঃ ॥ ৪২ ॥

মূলানুবাদ ;—শ্রীকৃষ্ণের স্থূল নিতম্বতটে পীতবসনের উপর মেখলা (কটিদেশের অলঙ্কার বিশেষ) শোভা পাইতেছিল, তাঁহার বনমালা ভ্রমরগুঞ্জনে মুখরিত হইতেছিল, হস্তে মনোহর বলয়, শোভা একখানি পাইতেছিল হস্ত তিনি গরুড়ের স্কন্ধদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন, অপর হস্তে লীলাপদ্ম সঞ্চালিত করিতেছিলেন ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরটীকা।—পৃথুর্নিতম্ব আশ্রয়ত্বেন বিদ্যতে যস্য তস্মিন্ পীতাংশুকে অলিভির্নাদিতয়া বনমালয়া চ যুক্তম্। সুভগয়ন্তমিতি পূর্ব্বেণৈব বা সম্বন্ধঃ। বল্গুষু প্রকোষ্ঠেষু বলয়ানি যস্য। গরুড়স্য স্কন্ধে বিন্যস্ত একো হস্তো যেন। ইতরেণান্যেনাব্জং ধুনানং লীলাকমলং ভাবয়ন্তম্। বিন্যস্তেতি পাঠে বল্গ্বাদি হস্তস্য বিশেষণম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ।—বিদ্যুৎক্ষিপন্মকরকুণ্ডলমণ্ডনার্হগণ্ডস্থলোন্নসমুখং (বিদ্যুতঃ ক্ষিপন্তী পরাভবন্তী যে মকরাকারে কুণ্ডলে কর্ণভূষণে, তয়োঃ মণ্ডনার্হং শোভাযোগ্যং গণ্ডস্থলং যত্র, তথাবিধঞ্চ উন্নসঞ্চ সমুন্নতনাসিকাযুক্তমুখং যস্য তং) মণিমৎকিরীটং (মণিযুক্তং কিরীটং শিরোভূষণং যস্য তং) দোর্দণ্ডষণ্ডবিবরে (দোর্দণ্ডষণ্ডস্য বাহুদণ্ডসমূহস্য বিবরে মধ্যভাগে বক্ষঃস্থলে ইতি যাবৎ) কৌস্তুভেন (মণিবিশেষেণ) কন্ধরগতেন (গললম্বিতেন) হরতা (মনোহারিণা) পরার্দ্ধ্যহারেণ চ (শ্রেষ্ঠেন হারেণ চ উপলক্ষিতমিতিযাবৎ) ॥ ৪১ ॥

মূলানুবাদ।—বিদ্যুতের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অধিক সৌন্দর্য্যশালী মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয়ের শোভাবৃদ্ধিকারী গণ্ডযুগল ও সমুন্নত নাসিকাদ্বারা তাঁহার মুখমণ্ডল অলঙ্কৃত, মস্তকে মণিময় কিরীট, বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ মণি ও গলদেশে লম্বিত উত্তম হারের দ্বারা তিনি শোভিত ছিলেন ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরটীকা ;—স্বকান্ত্যা বিদ্যুতঃ ক্ষিপন্তী যে মকরাকারে কুণ্ডলে তয়োর্মণ্ডনস্যার্হে গণ্ডস্থলে যস্মিন্ তচ্চ তদুন্নসঞ্চ মুখং যস্য। মণিযুক্তং কিরীটং যস্য। দোর্দ্দণ্ডানাং ষণ্ডং সমূহঃ তস্য বিবরে মধ্যে বক্ষস্থলে স্থিতেন হরতা মনোহরেণ বিহরতেতি বা। পরার্দ্ধ্য উৎকৃষ্টঃ তেন হারেণ কন্ধরায়াং স্থিতেন ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ।—ইন্দিরায়াঃ (লক্ষ্ম্যাঃ) উৎস্মিতম্ ("অহমেব সর্ব্বসৌন্দর্য্যসারাকর" ইতি অহঙ্করণম্) অত্রৈব (অস্মিন্ শ্রীগোবিন্দে এব) উপসৃষ্টম্ (বিলুপ্তম্) ইতি চ (এবং রূপয়া চ) স্বানাং (স্বীয়ভক্তানাং) ধিয়া (মনসা) বিরচিতং (বিতর্কবিষয়ীকৃতং) [যতঃ] বহুসৌষ্ঠবাঢ্যম্ (অনন্তসৌন্দর্য্যশালিনং) মহ্যং (মদর্থং) ভবস্য (মহাদেবস্য) ভবতাঞ্চ (সাধুজনানাং সর্ব্বেষাঞ্চ, কৃতে ইতি শেষঃ) অঙ্গং ভজন্তং (মূর্ত্তিং প্রকটয়ন্তং তম্ আগতং ভগবন্তমিতি পূর্ব্বেণ যোজনা) নিরীক্ষ্য (অবলোক্য) ন বিতৃপ্তদৃশঃ (অতৃপ্তনয়নাঃ তে সনকাদয়ঃ) মুদা (হর্ষেণ) কৈঃ (শিরোভিঃ) নেমুঃ (প্রণতবন্তঃ) ॥ ৪২ ॥

মূলানুবাদ।—ভগবান্ অনন্তসৌন্দর্য্যশালী, তাঁহার সেই সৌন্দর্য্যগুণে ভক্তগণের মনে এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইত যে, "আমিই শ্রেষ্ঠসৌন্দর্য্যশালিনী" এই বলিয়া লক্ষ্মীদেবীর যে গর্ব্ব, তাহা বুঝি ইহার সৌন্দর্য্য দর্শনে অন্তর্হিত হইয়াছে; যাহা হউক, যিনি আমার জন্য, শঙ্করের জন্য ও ভবাদৃশ ভক্তগণের জন্য

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দকিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ৩৪ ॥

মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন, তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সেই সনকাদি মুনিগণ অতৃপ্তনয়নে দর্শন করতঃ সানন্দে অবনত মস্তকে প্রণাম করিলেন ॥ ৪২ ॥

শ্রীপ্রবটীকা ।—কিং বহুনা সৌন্দর্য্যবর্ণনেন ইন্দিরায়া উৎস্মিতম্ অহমেব সর্ব্বসৌন্দর্য্যনিধিরিত্য-হঙ্করণ—-তত্র ভগবৎসৌন্দর্য্যে উপস্থষ্টম্ অন্তগতমিতি স্বানাং ভক্তানাং ধিয়া বিরচিতং ভৃত্যৈঃ স্বমনস্যেবং বিতর্কিতমিত্যর্থঃ। কুতঃ? বহুনা সৌষ্ঠবেন সৌন্দর্য্যেন আঢ্যং যুক্তং, কিঞ্চ মহ্যং মম ভবস্তু ই. বস্তু ভবতাঞ্চ কৃতেঽঙ্গং ভজন্তং মূর্ত্তিং প্রকটয়ন্তং অচক্ষত; নিরীক্ষ্য চ কৈঃ শিরোভিঃ নেমুঃ নমশ্চক্রুঃ, ন বিশেষেণ তৃপ্তা দৃশো নেত্রাণি যেষাং তে) ॥ ৪২ ॥

শ্রীভাগবতাম্বভবর্ষিণী ।—বৈকুণ্ঠের দ্বারে সনকাদি মুনিচতুষ্টয় জয় ও বিজয় নামক সেই দ্বারপালদ্বয়ের অন্যায় ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, হে দ্বারপালদ্বয়—তোমরা যেমন মোহাদি রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া আমাদিগের প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়াছ, তদনুসারে তোমাদের অতি যাতনাময় দণ্ড হওয়া উচিত। কিন্তু তোমরা শ্রীগোবিন্দের দাস, সুতরাং তোমাদের যাহাতে অগতি না হয়, তাহা আমরা চিন্তা করিয়াই এই দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেছি যে, তোমরা কামক্রোধাদি রিপুসঙ্কুল অধম জাতিতে জন্মলাভ করিবে। এই দণ্ড-ব্যবস্থা জয় বিজয়ের পক্ষে বাস্তবিক কল্যাণকর হইলেও তাহাদের মনে অত্যন্ত ভয় হইল, ভাবিল মুনিগণ অভিশাপ প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণের অভিশাপ যে কত ভয়ঙ্কর, তাহা এই গ্রন্থে পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে"ন ব্রহ্মদণ্ডদগ্ধস্য ন ভূতভয়দস্য চ। নারকাশ্চানুগৃহ্ণন্তি যাং যাং যোনিমসৌ গতঃ ॥" "যাহারা ব্রহ্মশাপানলে দগ্ধ হয় এবং যাহারা প্রাণিগণের পীড়ন করে, তাহারা যে জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুক, কেহই—এমন কি নরকের কীটগুলিও তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করে না।" সুতরাং সেই দ্বারপালদ্বয় মুনিগণের পদতলে পড়িয়া অতি কাতর ভাবে বলিতে লাগিল—হে মুনিগণ! আমরা অতি পাপী, সুতরাং যেরূপ দণ্ড বিধান করিতেছেন, তাহা অবশ্যই আমাদের ভোগ করিতে হইবে, তবে এইটুকু আমাদের প্রার্থনা যে, সেই সকল অধম জাতিতে জন্মিলেও আমাদের যেন মোহ আসিয়া উপস্থিত না হয়, ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। এইরূপে তাহারা মিনতি করিতেছে, এমন সময়ে পরমকারুণিক সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ অতিমধুর-মূর্ত্তি প্রকটন করিয়া সেই দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বের সমস্ত সম্পদের অধীশ্বর বৈকুণ্ঠনাথের যে শ্রীপাদপদ্ম পরমহংস মহামহামুনিজনেরও দুর্লভ সামগ্রী, সেই পাদপদ্ম দর্শন করাইয়া ভক্তপ্রবর সনকাদি মুনিগণকে কৃতার্থ করিবার জন্য ভক্তাধীন ভগবান্ লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে তথায় আগমন করিলেন। পদব্রজে আসিবার তাৎপর্য্য—ভক্তগণের প্রতি গৌরব প্রদর্শন; আর লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে আনিবার তাৎপর্য্য এই যে, কামনামত্ত সংসারী জীব যে-লক্ষ্মীর কৃপ কণালাভে আত্মহারা হইয়া থাকে, সেই লক্ষ্মী স্বয়ং পূর্ণমূর্ত্তিতে ভক্তগণের কাছে যাইয়া তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া থাকেন; সুতরাং কামনামত্ত হইয়া ভক্তিপথে বিরত থাকিয়া বৃথা ব্যাকুলতা ভোগ করা অপেক্ষা ভক্তিমার্গে অগ্রসর হইলে যে কিছুই অপ্রাপ্য থাকিবে না, ইহাই প্রতিপাদন করা। যাহা হউক, কিরীটকুণ্ডলধারী বনমালা-পরিশোভিত কৌস্তুভ-ভূষিত, গরুড়স্কন্ধোপরি সমাসীনহস্ত, লক্ষ্মীসমলঙ্কৃত সেই ধ্যানগম্য মূর্ত্তিখানি প্রকটভাবে সম্মুখে উপনীত দেখিয়া সনকাদি মুনিগণ অতৃপ্তনয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিলেন ॥ ৩৫—৪২ ॥

তে বা অমুষ্য বদনাসিতপদ্মকোশ,-মুদ্বীক্ষ্য সুন্দরতরাধরকুন্দহাসম্ ।
লব্ধাশিষঃ পুনরবেক্ষ্য তদীয়মঙ্ঘ্রি,-দ্বন্দ্বং নখারুণমণিশ্রয়ণং নিদধ্যুঃ ॥৪৪॥
পুংসাং গতিং মৃগয়তামিহ যোগমার্গৈ,-র্ধ্যানাস্পদং বহুমতং নয়নাভিরামম্ ।
পৌংস্নং বপুর্দর্শয়ানমনন্যসিদ্ধৈ,-রৌৎপত্তিকৈঃ সমগৃণন্ যুতমষ্টভোগৈঃ ॥৪৫॥

অন্বয়ঃ ।—অরবিন্দনয়নস্য (পদ্মপলাশলোচনস্য) তস্য (শ্রীহরেঃ) পদারবিন্দকিঞ্জল্কমিশ্রতুলসী-মকরন্দবায়ুঃ (পদয়োরবস্থিতাঃ যাঃ অরবিন্দকিঞ্জল্কমিশ্রাঃ পদ্মপরাগসম্পর্কিতাঃ তুলস্যঃ, তাসাং মকরন্দঃ রসঃ লক্ষণয়া তদ্গন্ধ·ইতি বোধ্যং, তদ্যুক্তো বায়ুঃ) স্ববিবরেণ (সনকাদীনাং নাসারন্ধ্রেণ) অন্তর্গতঃ (মধ্যপ্রবিষ্টঃ সন্) অক্ষরজুষামপি (ব্রহ্মানন্দময়ানামপি) তেষাং (সনকাদীনাং) চিত্ততন্বোঃ (মনসঃ শরীরস্য চ) সংক্ষোভং (হর্ষাতিশয়ং রোমাঞ্চাদিকঞ্চ) চকার (সম্পাদয়ামাস) ॥ ৪৩ ॥

মূলানুবাদ ।—পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির পাদপদ্মে অবস্থিত পদ্মপরাগমিশ্রিত তুলসীদলের গন্ধবাহী বায়ু মুনিগণের নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইল। মুনিগণ ব্রহ্মানন্দমগ্ন হইলেও এই বায়ুস্পর্শে এবং গন্ধের আঘ্রাণে তাঁহাদের মনে অপার আনন্দ এবং শরীরে রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল ॥৪৩॥

শ্রীধরটীকা ।—স্বরূপানন্দাদপি তেষাং ভজনানন্দাধিক্যমাহ—তস্য পদারবিন্দয়োঃ কিঞ্জল্কৈঃ কেশরৈঃ মিশ্রা যা তুলসী, তস্যা মকরন্দেন যুক্তো বায়ুঃ স্ববিবরেণ নাসাচ্ছিদ্রেণ অক্ষরজুষাং ব্রহ্মানন্দসেবিনামপি সংক্ষোভঃ চিত্তেঽতিহর্ষং তনৌ রোমাঞ্চম্ ॥৪৩ ॥

অন্বয়ঃ ।—তে (মুনয়ঃ) অমুষ্য (ভগবতঃ) সুন্দরতরাধরকুন্দহাসং (সুন্দরতরঃ অতিমনোহরঃ অধরঃ কুন্দতুল্যো হাসশ্চ যত্র তং) বদনাসিতপদ্মকোষং (বদনমেব অসিতপদ্মকোষঃ নীলপদ্মান্তর্ভাগঃ তম্) উদ্বীক্ষ্য (উন্মুখদৃষ্ট্যা বিলোক্য) লব্ধাশিষঃ বৈ (প্রাপ্তমনোরথাঃ সন্ত এব) পুনঃ নখারুণমণিশ্রয়ণং (নখানি এব অরুণমণয়ঃ তেষাং শ্রয়ণম্ আশ্রয়ং) তদীয়ং (ভগবৎসম্বন্ধীয়ম্) অঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বং (চরণযুগলম্) অবেক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) নিদধ্যুঃ (অন্তরেব সর্ব্বাবয়বং চিন্তিতবন্তঃ) ॥ ৪৪ ॥

মূলানুবাদ ।—শ্রীভগবানের মুখখানি নীলপদ্মের কোষতুল্য, তাহাতে অতিসুন্দর অধর ও কুন্দ সদৃশ হাস্য শোভা পাইতেছে। মুনিগণ ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে তাহা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন, আবার অধোদৃষ্টিতে তাঁহার চরণযুগল দর্শন করিলেন, তথায় নখরগুলি পদ্মরাগমণির ন্যায় শোভা পাইতেছিল ; এইরূপ দেখিয়া আবার তাঁহারা মনে মনে তাঁহার সর্বাঙ্গ ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥৪৪॥

শ্রীধরটীকা ।—হর্ষকারিতং সম্ভ্রমমাহ দ্বাভ্যাম্। তে বৈ কিল। বদনমেবাসিতপদ্মস্য কোশঃ অন্তর্ভাগঃ তম্। অসিতপদ্মকোশমিত্যদ্ভুতোপমা। সুন্দরতরে অরুণে অধরৌষ্ঠে কুন্দবৎ হাসো যস্মিন্ তম্। উৎ ঊর্দ্ধং বীক্ষ্য লব্ধমনোরথাঃ সন্তঃ নখা এবারুণময়ঃ তেষাং শ্রবণমাশ্রয়ভূতমঙ্ঘ্রি দ্বন্দ্বং পুনরবেক্ষ্য অধোদৃষ্ট্যা বীক্ষ্য পুনঃপুনরেবং বীক্ষ্য যুগপৎ সর্ব্বাঙ্গলাবণ্যগ্রহণাশক্তেঃ পশ্চান্নিদধ্যুঃ ধ্যাতবন্তঃ ॥৪৪॥

অন্বয়ঃ ।—যোগমার্গৈঃ (অষ্টাঙ্গযোগসাধনৈঃ) গতিং (মুক্তিং) মৃগয়তাম্ (অনুসন্ধধতাং) পুংসাং (সাধকানাং) ধ্যানাস্পদং (ধ্যানবিষয়ীভূতং) বহুমতম্ (অত্যাদরভাজনং) নয়নাভিরামং (নেত্রয়োঃ প্রীতিসম্পাদকং) পৌংস্নং (পৌরুষং) বপুঃ (মূর্ত্তি) ইহ (জীবলোকে) দর্শয়ানং (প্রকটয়ন্তম্) অনন্যসিদ্ধৈঃ (স্বতঃসিদ্ধৈঃ) [অতএব] ঔৎপত্তিকৈঃ (নিত্যৈঃ) অষ্টভোগৈঃ (অণিমাদিভিরষ্টৈশ্বর্য্যৈঃ) যুতং (সম্পন্নং তং ভগবন্তমিতি যাবৎ) সমগৃণন্ (সনকাদয়ঃ স্তুতবন্তঃ) ॥ ৪৫ ॥

শ্রীকুমারা ঊচুঃ।

যোঽন্তর্হিতো হৃদিগতোঽপি দুরাত্মনাং ত্বং নাদ্যৈব নো নয়নমূলমনন্তরাদ্ধঃ।
যর্হ্যেব কর্ণবিবরেণ গুহাং গতো নঃ পিত্রানুবর্ণিতরহা ভবদুদ্ভবেন ॥৪৬॥

মূলানুবাদ।—মুণিগণ তখন অষ্টাঙ্গযোগসাধনদ্বারা মুক্তিপ্রার্থী সাধকগণের ধ্যানবিষয়ীভূত, অতি আদরণীয়, নয়নের প্রীতিকর পুরুষমুর্ত্তিধারী স্বতঃসিদ্ধ নিত্য অনিমাদি-অষ্টৈশ্বর্য্যসম্পন্ন সেই শ্রীভগবান্‌কে স্তব করিতে লাগিলেন ॥৪৫॥

শ্রীধরটীকা।—যোগমার্গৈর্গতিং মৃগয়তাং পুংসাম্। ধ্যানস্থ বিষয়ভূতং বহুমতম্ অত্যাদরাস্পদং বহূনাং তত্ত্বদৃশাং সম্মতমিতি বা। পৌংস্নং পৌরুষং বপুর্দ্দর্শয়ন্তম্। অন্যৈর্যসিদ্ধৈরসাধারণৈরৌৎপত্তিকৈর্নিত্যৈরণিমাদ্যষ্টৈশ্বর্য্যৈর্যুতম্ সমগৃণন্ সম্যগস্তবন্ ॥৪৫॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—সনকাদি মুনিগণ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইলে তাঁহাদের যে অপার্থিব আনন্দ জন্মিয়াছিল, তাহার নিকট সাক্ষাৎ ব্রহ্মানন্দও অকিঞ্চিৎকর। শ্রীগোবিন্দের চরণারবিন্দে অবস্থিত পদ্মরাগমিশ্রিত তুলসীদলের সৌরভ যখন মুনিগণের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল, তখন প্রেমানন্দে তাঁহাদের হৃদয় পুর্ণ হইল, শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, তাঁহারা একবার সেই "সুহাসরঞ্জিতাধর" মুখপদ্মের দিকে, আবার নখরাগরঞ্জিত শ্রীচরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য এককালে দর্শন করিতে পারিতেছেন না, চাক্ষুষ দর্শনেও আকাঙ্খা মিটিতেছে না, তাই নয়ন-মুদ্রিত করিয়া যোগী-জনদুর্লভ ভক্তজনবাঞ্ছিত অষ্টৈশ্বর্য্যসম্পন্ন নয়ন-রঞ্জন মুর্ত্তিখানি পূর্ণভাবে হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্টিত করিয়া অন্তর্দৃষ্টিতে অনুভব করিতে লাগিলেন ও সর্ব্বাঙ্গের পুর্ণ সৌন্দর্য অনুভব কর্রিয়া প্রাণের আনন্দে স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যা অনুসারে ইহাই তাৎপর্য্যার্থ বটে, কিন্তু শ্রীজীবগোস্বামিপাদ মহাশয় "ভক্ত্যতিশয়েন পশ্চাদঙ্ঘ্রি দ্বন্দ্বমেব দদৃশুরিত্যর্থঃ' এইরূপ ব্যাখ্যা-কৌশলে একটু মধুর তাৎপর্য্যের আভাষ দিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যার তাৎপর্য্যার্থ এই যে "ভক্তির প্রবলতায় অতঃপর মুণিগণ শুধু বৈকুণ্ঠনাথের শ্রীচরণযুগলই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন"। ঈদৃশ ব্যাখ্যাপক্ষে মূলের 'লব্ধাশিষঃ' কথাটির অর্থও বেশ সুসঙ্গত হয়। প্রথমতঃ মুনিগণ শ্রীভগবানের সহাস্য বদনখানি দর্শন করিয়াই তাঁহার আশীর্ব্বাদে প্রবল ভক্তিভাবে আকৃষ্ট হইলেন, তখন আর অন্য অঙ্গের দিকে লক্ষ্য রহিল না, ভক্তের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের একান্ত আকাঙ্খার সামগ্রী শ্রীগোবিন্দের চরণযুগলকেই একমাত্র সারাৎসার বলিয়া মনে হইতে লাগিল, সুতরাং অনন্যদৃষ্টিতে কেবল তাহাই দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে.লাগিলেন ॥ ৪৩—৪৫ ॥

অন্বয়ঃ।—[হে] অনন্ত! যঃ ত্বং দুরাত্মনাং (ভক্তিবিমুখানাং) হৃদিগতোঽপি (সর্ব্বান্তর্য্যামিতাবশাং তেষামপি অন্তঃপ্রবিষ্ট সন্নপি) অন্তর্হিতঃ (অপ্রকট এব তিষ্ঠসি; ন তু প্রত্যক্ষতয়া স্ফুরসীতি ভাবঃ) [স ত্বং] নঃ (অস্মাকন্তু) ন (অন্তর্হিতো ন ভবসি) যর্হি এব (যদৈব) ভবদুদ্ভবেন (ভবানেব উদ্‌ভবঃ কারণং যস্য তেন ভবৎসকাশাবির্ভূতেন) নঃ (অস্মাকং) পিত্রা (ব্রহ্মণা) অনুবর্নিতরহাঃ (কীর্ত্তিতরহস্যোঽসি) [তদৈব] কর্ণবিবরেণ (কর্ণরন্ধ্রপথেন) গুহাং গতঃ (বর্ণিতরূপেণাস্মাকম্ অন্তঃপ্রবিষ্টোঽসি) অদ্যৈব নয়নমূলং রাদ্ধঃ (অন্তর্দৃষ্টিপথং প্রাপ্তো ভবসীতি শেষঃ) ॥ ৪৬ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীসনক প্রভৃতি মুণিগণ বলিতে লাগিলেন—হে ভগবন্! তুমি সর্ব্বান্তর্য্যামিরূপে অভক্তদিগের হৃদয়ে অবস্থিত হইলেও তাহাদের নিকটে অন্তর্হিতই থাক, কিন্তু আমাদের নিকট অন্তর্হিত

তং ত্বাং বিদাম ভগবন্ পরমাত্মতত্ত্বং সত্ত্বেন সম্প্রতি রতিং রচয়ন্তমেষাম্ ।
যত্তেহনুতাপবিদিতৈর্দৃঢ়ভক্তিযোগৈ,-রুদ্গ্রন্থয়ো হৃদি বিদুর্মুনয়ো বিরাগাঃ ॥ ৪৭ ॥
নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং কিম্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে ।
যেহঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ ॥ ৪৮ ॥

হও নাই ; তোমা হইতে উদ্ভূত আমাদিগের পিতা ব্রহ্মা যে সময়ে তোমার রহস্য সকল বর্ণনা করিয়াছিলেন, তখনই তুমি কর্ণবিবরপথে সেই বর্ণিত রূপে আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলে, আর অদ্যই নয়নপথে প্রকটিত হইয়াছ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—নিত্যং ব্রহ্মরূপেণ প্রকাশসে ন তচ্চিত্রম্, ইদানীন্তু পরমমঙ্গলবিশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্ত্যা প্রত্যক্ষোহসি। অহো ভাগ্যমস্মাকমিত্যাহুঃ। হে অনন্ত! যস্ত্বং হৃদ্গতোহপি দুরাত্মনাম্ অন্তর্হিতো, ন স্ফুরসি ; স নোহস্মাকমন্তর্হিতো ন ভবসি। নয়নমূলং ত্বত্ত্বেব রাদ্ধঃ প্রাপ্তোহসি। অন্তর্দ্ধানাভাবে হেতুঃ ভবতঃ সকাশাদুদ্ভবো যস্য তেনাস্মৎপিত্রা, যর্হি যদৈবানুবর্ণিতরহা উপদিষ্টরহস্যঃ তদৈব নঃ কর্ণমার্গেণ গুহাং বুদ্ধিং গতঃ প্রাপ্তোহসীতি ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ।—[হে] ভগবন্! উদ্গ্রন্থয়ঃ (নিরহঙ্কারাঃ) বিরাগাঃ (বিষয়াসক্তিশূন্যাঃ) মুনয়ঃ তে (তব) অনুতাপবিদিতৈঃ (কৃপাপরিজ্ঞাতৈঃ) দৃঢ়ভক্তিযোগৈঃ হৃদি (মনসি) যৎ (পরমাত্মতত্ত্বং) বিদুঃ (জানন্তি) সম্প্রতি সত্ত্বেন (সত্ত্বময়ৈস্তন্মূর্ত্তিপ্রকটনেন) এষাং (ব্রহ্মানুভবিনামপি অস্মাকং) রতিং (প্রেমাণং) রচয়ন্তং (জনয়ন্তং) তং (পিতৃবর্ণিতরহস্যং) ত্বাং পরমাত্মতত্ত্বং বিদামঃ (বিদ্মঃ, জানীম ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৭ ॥

মূলানুবাদ।—হে ভগবন্! নিরভিমান বিষয়াসক্তিশূন্য মুনিগণ তোমারই কৃপায় প্রগাঢ় ভক্তিযোগে অভিজ্ঞ হইয়া অন্তরে যে-পরমাত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন, সম্প্রতি সেই সত্ত্বময়মূর্ত্তি প্রদর্শনে আমাদের অত্যন্ত অনুরাগসম্পাদনকারী তোমাকেই আমরা সেই পরমাত্মতত্ত্ব বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি ॥ ৪৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—ননু পিত্রোপদিষ্টং ভবতামদৃশ্যমাত্মতত্ত্বম্ ; অহন্ত্বন্য এব স্যাং দৃশ্যত্বাৎ? নৈবম্ ; অস্মৎপ্রত্যভিজ্ঞয়া ভেদনিরাসাদিত্যাহুঃ তমিতি। হে ভগবন্! আত্মতত্ত্বমেব পরং তত্ত্বং ত্বাং বিদাম বিদ্মঃ প্রত্যভিজানীমঃ। ননু নিরুপাধেরাত্মতত্ত্বস্য কথমীদৃশমৈশ্বর্য্যং স্যাদত আহুঃ—সত্ত্বেন বিশুদ্ধসত্ত্বশ্রীমূর্ত্ত্যা এষাং ভক্তানাং সম্যক্ প্রতিক্ষণং যা রতিঃ প্রীতিং তাং রচয়ন্তম্। আত্মতত্ত্বমেবাহুঃ—তেহনুতাপঃ কৃপা তেন বিদিতৈর্জ্ঞাতৈর্দৃঢ়ৈঃ ভক্তিযোগৈঃ শ্রবণাদিভিঃ মুনয়ো হৃদি যদ্বিদুঃ। কীদৃশাঃ? উদ্গ্রন্থয়ঃ নিরহঙ্কারাঃ অতএব বিগতরাগাঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ! (হে ভগবন্!) ত্বদঙ্ঘ্রিশরণাঃ (ত্বৎপদাশ্রিতাঃ) যে কুশলাঃ (ধন্যাঃ) কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ (কীর্ত্তন্যং কীর্ত্তনীয়ং তীর্থং সংসারতারকঞ্চ যশো যস্য তস্য) ভবতঃ কথায়ঃ (নামলীলা-রূপমাধুর্য্যাদিপ্রস্তাবস্য) রসজ্ঞাঃ (আস্বাদজ্ঞাঃ) তে (তথাবিধা জনাঃ) তে (তব) আত্যন্তিকং প্রসাদমপি (মোক্ষমপি) ন বিগণয়ন্তি, ভ্রুবঃ উন্নয়ৈঃ (তব ভ্রূভঙ্গিমাত্রৈঃ) অর্পিতভয়ং (অর্পিতং বিহিতং ভয়ং ভ্রংশাদিলক্ষণং যত্র তৎ নশ্বরমিতি যাবৎ) অন্যৎ (ইন্দ্রত্বাদিকং) কিমু? (তত্তু ন গণয়ন্ত্যেব ইতি ভাবঃ) ॥ ৪৮ ॥

কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নস্তা,-চ্চেতোঽলিবদ্‌যদি নু তে পদয়ো রমেত।
বাচশ্চ নস্তুলসিবদ্ যদি তেঽঙ্ঘ্রিশোভাঃ পূর্য্যেত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরন্ধ্রঃ ॥৪৯॥
প্রাদুশ্চকর্থ যদিদং পুরুহূত রূপং তেনেশ নির্ব্বৃতিমবাপুরলং দৃশো নঃ।
তস্মা ইদং ভগবতে নম ইদ্বিধেম যোঽনাত্মনাং দুরুদয়ো ভগবান্ প্রতীতঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
বিদুরমৈত্রেয়সংবাদে বৈকুণ্ঠবর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ।—হে প্রভো! তোমার কীর্ত্তিগাথা ভক্তজনের কীর্ত্তনীয় এবং সংসারযন্ত্রণামোচনকারী; অতএব যে সকল সাধুগণ তোমার শ্রীচরণে শরণ লইয়া তোমার সেই কীর্ত্তি-সুধার রসজ্ঞ হইতে পারেন, তাঁহারা মুক্তিসুখকেও নগণ্য বলিয়া মনে করেন; সুতরাং নশ্বর ইন্দ্রাদিপদের কথা আর কি বলিব? ॥ ৪৮ ॥

শ্রীধরটীকা।—স্বয়মপি ভক্তিং প্রার্থয়িতুং ভক্তানাং সুখাতিশয়মাহুঃ। আত্যন্তিকং মোক্ষাখ্যমপি তব প্রসাদং তে ন বিগণয়ন্তি নাদ্রিয়ন্তে। কিমু কিমুত অন্যদিন্দ্রাদিপদম্। তে ভ্রুব উন্নয়ৈরুজ্জৃম্ভৈঃ অর্পিতং নিহিতং ভয়ং যস্মিন্ তৎ। তে কে? অঙ্গ হে ভগবন্! যে ভবতঃ কথায়া রসজ্ঞাঃ। কথম্ভূতস্য? রমণীয়ত্বেন পাবনত্বেন চ কীর্ত্তনং কীর্ত্তনার্হং তীর্থঞ্চ যশো যস্য, তস্য ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ।—নু! (হে ভগবন্!) নঃ (অস্মাকং) চেতঃ (চিত্তম্) অলিবৎ (ভ্রমর ইব) যদি তে (তব) পদয়োঃ রমেত (রতং ভবেৎ) বাচশ্চ (অস্মাকং কথাশ্চ) যদি তুলসিবৎ তে (তব) অঙ্ঘ্রিশোভাঃ (চরণসম্পর্কশোভিতা ভবেয়ুঃ) তে গুণগণৈঃ কর্ণরন্ধ্রেঃ (অস্মাকং কর্ণবিবরং) যদি পূর্য্যেত (পূর্ণো ভবেৎ) [তর্হি] স্ববৃজিনৈঃ (ত্বদ্ভৃত্যৌ প্রতি শাপপ্রদানজনিতৈরাত্মাপরাধৈঃ) নঃ (অস্মাকং) কামং (পর্য্যাপ্তং) নিরয়েষু (নরকেষু) ভবঃ (উৎপত্তিঃ) স্যাৎ (অস্তু) ॥ ৪৯ ॥

মূলানুবাদ।—হে ভগবন্! ভ্রমরগণ যেমন পদ্মের প্রতি সর্ব্বদা অনুরক্ত, সেইরূপ আমাদের চিত্তও যদি তোমার পাদপদ্মে সর্ব্বদা অনুরক্ত থাকে, আর তুলসী যেমন তোমার চরণসম্পর্কে অত্যন্ত শোভা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আমাদের বাক্যও যদি তোমার চরণবন্দনাদি দ্বারা শোভমান থাকিতে পারে এবং তোমারই গুণগাথায় যদি আমাদের কর্ণকুহর পরিপূর্ণ হয়, তবে ত্বদীয় এই ভৃত্যের প্রতি অভিশাপ দিয়াছি বলিয়া সেই পাপের জন্য আমাদিগকে যদি নরকে গিয়া জন্মিতে হয়, তাহাও স্বচ্ছন্দে বরণ করিতেছি ॥ ৪৯ ॥

শ্রীধরটীকা।—ইদানীং স্বাপরাধং দ্যোতয়ন্তো ভক্তিং প্রার্থয়ন্তে—কামমিতি। হে ভগবন্! ইতঃ পূর্ব্বমস্মাকং বৃজিনং নাভবৎ, ইদানীন্তু সর্ব্বাণ্যপি জাতানি, যতস্ত্বদ্ভক্তৌ শপ্তৌ, অতঃ তৈঃ স্ববৃজিনৈঃ নিরয়েষু কামং নোঽস্মাকং ভবো জন্ম স্যাৎ। নু বিতর্কে। যদি তু নশ্চেতস্তে পদয়ো রমেত, অলির্যথা কণ্টকৈরাবিধ্যমানোঽপি পুষ্পেষু রমতে তদ্বদ্বিঘ্নমবিগণয্য যদি রমেত তর্হি। অঙ্ঘ্রিভ্যাং শোভা যাসাম্; যথা চ তুলসী স্বগুণৈরপেক্ষ্যেণ ত্বদঙ্ঘ্রি সম্বন্ধেনৈব শোভতে, তথা যদি নো বাচঃ শোভেরন্। যদি চ তে, গুণগণৈঃ পূর্য্যেত। কর্ণরন্ধ্র ইত্যল্পস্য পূরণমিব যাচকরীত্যা প্রার্থয়ন্তে। অয়ন্তু গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ—কর্ণরন্ধ্রস্যাকাশত্বাৎ গুণগণানাঞ্চামূর্ত্তত্বাৎ ন কদাচিৎ পূরণম্; অতো নিত্যমেব শ্রবণং ফলিষ্যতীতি ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ ;—[হে] পুরুহূত ! (বিপুলকীর্ত্তে !) ঈশ ! যদিদং রূপং প্রাদুশ্চকর্থ (অস্মদ্দৃষ্টিপথে প্রকটিতবানসি) তেন (রূপেণ) নঃ (অস্মাকং) দৃশঃ (নয়নানি) অলম্ (অত্যর্থং) নির্বৃতিং (শান্তিম্) অবাপুঃ (প্রাপ্তাঃ), অনাত্মনাম্ (অপ্রশস্তচিত্তানাং) দুরুদয়ঃ (অপ্রকটোঽপি) যো ভগবান্ (ত্বং) ইৎ (ইত্থং) প্রতীতঃ (অস্মাকমনুভবগোচরো ভবসি) তস্মৈ ভগবতে (তুভ্যম্) ইদং নমঃ (নমস্করণং) বিধেমঃ (কুর্ম্মঃ) ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

মূলানুবাদ ।—হে বিপুলকীর্ত্তিসম্পন্ন পরমেশ্বর ! তুমি যে এই মনোহর মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছ, ইহা দেখিয়া আমাদের নেত্র অত্যন্ত শান্তিলাভ করিল। তুমি স্বয়ং ভগবান্, অসংযত লোকের দৃষ্টিতে কখনও তুমি মূর্ত্তি প্রকটন কর না, অথচ আমরা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারিতেছি ; সুতরাং তোমাকে নমস্কার করিতেছি ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা।—অদ্য বয়ং কৃতার্থাঃ স্ম ইত্যাহুঃ। হে পুরুহূত বিপুলকীর্ত্তে ! যদিদং রূপং প্রাদুশ্চকর্থ প্রকটিতবানসি। দৃশো নেত্রাণি। অনাত্মনাম্ অজিতেন্দ্রিয়াণাং দুরুদয়ঃ অপ্রকটোঽপি। ইৎ ইত্থম্। যঃ প্রতীতোঽসি, তস্মৈ তুভ্যম্ ইমং নমো বিধেমঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ;—সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার ইহারা চারিজন ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হইয়া বাল্যকালাবধি বৈরাগ্যবশতঃ সংসারধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া পরমভক্তিভাবিতচিত্তে নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়াই ফিরিতেন। কালক্রমে শ্রীবৈকুণ্ঠের দ্বারে উপনীত হইয়া জয় ও বিজয় নামক দ্বারপালদ্বয়ের ব্যবহারে কুপিতহৃদয়ে তাহাদের প্রতি তাঁহারা যে অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন এবং তৎকালে বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীগোবিন্দ যেরূপে তথায় উপস্থিত হইয়া সনকাদি মুনিদিগকে দেখা দিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ভগবানের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া ভক্তির বিপুল উচ্ছ্বাসে তখন তাঁহারা যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহাই সম্প্রতি বর্ণিত হইতেছে। সনকাদি মুনিগণ বলিতেছেন—হে ভগবন্ ! আমরা আমাদের পিতা ব্রহ্মার নিকটে তোমার যে সকল রহস্য অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্ব শুনিয়াছি, তাহা আমাদের ধারণাপথে বদ্ধমূল ছিল ; সম্প্রতি নিতান্ত সৌভাগ্যের ফলে ভগবৎস্বরূপ প্রকটিত করিয়া দৃষ্টিপথে উপনীত হওয়ায় আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে তুমিই সেই পরমপদার্থ পরমাত্মা। তোমাকে সম্যক্ ভাবে অবগত হওয়াই পরমাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার, তুমিই সকল প্রকার যোগসাধনার চরম উৎকৃষ্ট ফল। কিন্তু যতদিন প্রাণে ভক্তির ভাব বদ্ধমূল না হয় তত দিন কোন সাধনায়ই তোমার এই মনোহর মূর্ত্তিদর্শন সম্ভবপর হয় না। আজ আমাদের পরম সৌভাগ্যগুণে চিত্তক্ষেত্রে বুঝি ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাই আমাদের সেই ধারণাবদ্ধ ভগবৎস্বরূপ এতদিনে দর্শন পাইয়াছি, নয়ন পরিতৃপ্ত হইয়াছে। হে প্রভো ! তোমার পাদপদ্মে শতকোটি নমস্কার করি। হে পরমেশ্বর ! আজ আমরা বড় অপরাধ করিয়াছি, তোমার দ্বাররক্ষী ভৃত্যদ্বয়ের প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছি। এই পাপে যদি আমাদের নরকভাগ করিতে হয়, তাহাতেও আর দুঃখ নাই, শুধু এইটুকু মাত্র মিনতি জানাইতেছি যে, আমাদের কায়, মন, বাক্য সর্ব্বদাই যেন তোমার সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারে। আমরা ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকার করিয়াছি, কিন্তু নরকে থাকিয়াও

যদি তোমার ভজনানন্দের অধিকারচ্যুত না হই, তবে আর আমরা অন্য কিছুই চাহি না। বৈকুণ্ঠের দ্বারে শ্রীশ্রীবৈকুণ্ঠনাথের চরণপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ঐ যে সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মানন্দ হইতে নরক পর্যন্ত সকল সুখ দুঃখ তুচ্ছজ্ঞান করিতেছেন, 'ইহা কোন্ পথের সাহায্যে, অন্তরের কোন্ অবস্থাটি তাঁহাদিগকে এমন ভাবে বিভোর করিয়াছে—আশা করি ভক্ত সাধকগণ তাহার সন্ধান পাইয়াছেন, আর না পাইয়া থাকিলেও অবশ্যই পাইবেন ॥ ৬ —৫০ ॥

ইতি শ্রীধামশান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি প্রবর্ত্তিতায়াং শ্রীতারানাথ শর্ম্মণাং কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্য সমালোচনায়াং তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ঃ ॥ ১৫

তৃতীয় স্কন্ধঃ।

—০ঃ০—

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

ইতি তদ্‌গৃণতাং তেষাং মুনীনাং যোগধর্ম্মিণাম্।
প্রতিনন্দ্য জগাদেদং বিকুণ্ঠনিলয়ো বিভুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

এতৌ দ্বৌ পার্ষদৌ মহ্যং জয়ো বিজয় এব চ।
কদর্থীকৃত্য মাং যদ্বো বহ্বক্রাতামতিক্রমম্ ॥ ২ ॥
যস্ত্বেতয়োর্ধৃতো দণ্ডো ভবদ্ভির্মামনুব্রতৈঃ।
স এবানুমতোঽস্মাভির্মুনয়ো দেবহেলনাৎ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।—ইতি (উক্তরূপেণ) গৃণতাং (কথয়তাং) যোগধর্ম্মিণাং (যোগসিদ্ধানাং) তেষাং মুনীনাং (সনকাদীনাং) তৎ (স্তুতিবাক্যং) প্রতিনন্দ্য (অভিনন্দিতং কৃত্বা) বিকুণ্ঠনিলয়ঃ (বৈকুণ্ঠনাথঃ) প্রভুঃ (শ্রীহরিঃ) ইদং (বক্ষ্যমাণবাক্যং) জগাদ (কথিতবান্) ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীব্রহ্মা বলিলেন যোগসিদ্ধ সনকাদি মুনিগণ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিলে ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথ তাঁহাদের সেই বাক্য অভিনন্দন করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।—

হরিণা সান্ত্বিতৈর্বিপ্রৈরনুতপ্তৈস্তু ষোড়শে। তয়োরসুরভাবোঽপি কৃতোঽনুগ্রহ ঈর্য্যতে ॥
ইতি গৃণতা তেষাং তদ্বাক্যং প্রতিনন্দ্যেদং জগাদ এতাবিত্যেকাদশভিঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।—[হে] মুনয়ঃ! মহ্যং (মম, চতুর্থীপ্রয়োগ আর্ষঃ) পার্ষদৌ (অনুচরৌ ; জয়ো বিজয় এব চ (জয়-বিজয়নামকৌ) এতৌ দ্বৌ মাং কদর্থীকৃত্য (অবজ্ঞায়) যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) বঃ (যুষ্মাকং) বহু (অত্যন্তম্) অতিক্রমম্ (অপমানম্) অক্রাতাং (কৃ-ধাতোলুঙি আর্ষং সিদ্ধং, কৃতবন্তৌ ইতি তদর্থঃ) [অতঃ] দেবহেলনাৎ (দেবস্য মম হেলনাৎ অবজ্ঞানাৎ) মামনুব্রতৈঃ (মদ্‌ভক্তৈঃ) ভবদ্ভিঃ এতয়োঃ (জয়বিজয়য়োঃ সম্বন্ধে) যস্তু দণ্ডো ধৃতঃ (অধমযোনিপ্রাপ্তিফলকো যো দণ্ড কৃতঃ) স এব (তথাবিধো দণ্ড এব) অস্মাভিঃ অনুমতঃ (অস্মদভিপ্রায়সিদ্ধঃ)॥ ২।৩ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে মুনিগণ! জয় ও বিজয় নামক আমার এই অনুচরদ্বয় যে আমাকে অবজ্ঞা করিয়া তোমাদিগকে অত্যন্ত অপমানিত করিয়াছে, ইহাতে আমা ও যথেষ্ট অপমান করা

তদ্ব প্রসাদয়াম্যদ্য ব্রহ্ম দৈবং পরং হি মে।
তদ্ধীত্যাত্মকৃতং মন্যে যৎ স্বপুম্ভিরসৎকৃতাঃ ॥ ৪ ॥
যন্নামানি চ গৃহ্ণাতি লোকো ভৃত্যে কৃতাগসি।
সোঽসাধুবাদস্তৎকীর্ত্তিং হন্তি ত্বচমিবাময়ঃ ॥ ৫ ॥

হইয়াছে ; স্নুতরাং আমার ভক্ত তোমরা ইহাদের প্রতি যে দণ্ডবিধান করিয়াছ, এই দণ্ডই আমার অভিপ্রায়ানুরূপ হইয়াছে ॥ ২।৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—যদ্‌যস্মান্মাং কদর্থীকৃত্য তুচ্ছীকৃত্য বহু যথা ভবতি তথাতিক্রমং বঃ কৃতবন্তৌ ॥ ২ ॥ তস্মাৎ স এব দণ্ডোঽঙ্গীকৃতঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্ম হি (ব্রাহ্মণো হি) মে (মম সমীপে) পরং দৈবং (পরমদেবতারূপং,) [অপি চ] স্বপুম্ভিঃ (স্বকীয়ানুচরৈঃ) যৎ অসৎকৃতাঃ (যূয়ং যৎ অপমানিতাঃ) হি (পাদপূরণে) তৎ (অপমাননং) আত্মকৃতং হি (স্বকৃতমেব) মন্যে (বিবেচয়ামি) তৎ (তস্মাদ্ধেতোঃ) অদ্য (সম্প্রতি) বঃ (যুষ্মান্) প্রসাদয়ামি (ক্ষমাপয়ামি) ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ।—আমার কাছে ব্রাহ্মণগণ পরম দেবতাস্বরূপ ; আমার অনুচরগণ তোমাদিগকে যে অপমানিত করিয়াছে, তাহাও আমি আত্মকৃত অপরাধ বলিয়াই মনে করি ; অতএব আমি তোমাদের প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৪ ॥

শ্রীধরটীকা।—হি যস্মাৎ ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ এব মে পরং দৈবং দৈবতং তৎ তস্মাৎ অদ্য বঃ প্রসাদয়ামি। তব কোঽপরাধ ইতি চেৎ তত্রাহ—তদ্ধীতি। মদীয়ৈঃ পুম্ভিরসৎকৃতাস্তিরস্কৃতা ইতি যৎ তদাত্মকৃতমেব মন্যে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।—ভৃত্যে কৃতাগসি চ (অপরাধিনি সত্যপি) লোকঃ যন্নমানি (যস্য প্রভোঃ নামানি) গৃহ্ণাতি ("অমুকস্য ভৃত্যেন কৃতমেতৎ" ইতি প্রভোর্নামোল্লেখং করোতি) আময়ঃ (কুষ্ঠাদিরোগঃ) ত্বচমিব (চর্ম্মবৎ) সঃ অসাধুবাদঃ (ভৃত্যস্য তাদৃগ্ নিন্দাবাদঃ) তৎকীর্ত্তিং হন্তি (প্রভোরপি অকীর্ত্তিং জনয়তি) ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ।—ভৃত্য কোনও অপরাধ করিলে লোকে প্রভুরই নাম উল্লেখ করিয়া থাকে ; স্নুতরাং কুষ্ঠাদি রোগ যেমন চর্ম্মকে নষ্ট করে, সেইরূপ ভৃত্যের সেই নিন্দাবাদও প্রভুর অযশ জন্মাইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ মমৈবৈতাভ্যামনিষ্টং কৃতমিত্যাহ, যস্য স্বামিনো নামানি, তস্য কীর্ত্তিম্। আময়োঽত্র শ্বেতকুষ্ঠম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—সনক প্রভৃতি মুনিগণ শ্রীগোবিন্দের পরিচারকের প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা শ্রীভগবানের নিকটে অতি বিনীতভাবে আত্মাপরাধ জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহার অনেক স্তব করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। সম্প্রতি এই বর্ত্তমান অধ্যায়ে ভক্তপ্রাণ ভগবানের সেই ভক্তপ্রবর মুনিগণের প্রতি সান্ত্বনা এবং জয়-বিজয় নামক সেই দ্বারপালদ্বয়ের প্রতি মুনিগণের অনুগ্রহ প্রকাশাদি বৃত্তান্ত দেবগণের নিকট কীর্ত্তন করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন—হে দেবগণ ! মুনিগণের ঐ প্রকার স্তুতিবাক্যে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ভগবান্ কহিতে লাগিলেন—হে মুনিগণ ! জয় ও বিজয় আমারই ভৃত্য, অথচ তোমাদের আগমন সংবাদ আমার নিকটে না জানাইয়াই তাহারা স্বেচ্ছায় তোমাদের প্রতি অতীব গর্হিত আচরণ করিয়াছে। তোমরা আমার পরম ভক্ত, তোমাদের অপমানে আমার প্রাণে বড়ই আঘাত

যস্যাম্বৃতামলযশঃশ্রবণাবগাহঃ সদ্যঃ পুনাতি জগদাশ্বপচাদ্বিকুণ্ঠঃ।
সোঽহং ভবদ্ভ্য উপলব্ধসুতীর্থকীর্ত্তি,-শ্ছিন্দ্যাং স্ববাহুমপি বঃ প্রতিকূলবৃত্তিম্ ॥৬॥
তৎসেবয়া চরণপদ্মপবিত্ররেণুং সদ্যঃক্ষতাখিলমলং প্রতিলব্ধশীলম্।
ন শ্রীর্বিরক্তমপি মাং বিজহাতি যস্যাঃ প্রেক্ষালবার্থমিতরে নিয়মান্ বহন্তি ॥ ৭ ॥

লাগিয়াছে, সুতরাং আমিই উহাদিগের দণ্ডবিধান করিতাম : অতএব তোমরা যে দণ্ড ব্যবস্থা করিয়াছ, তাহা অতি সঙ্গতই হইয়াছে, উহাতে তোমাদিগের কিছুমাত্র অপরাধ হয় নাই। ব্রাহ্মণকে আমি পরম দেবতাস্বরূপ মনে করি, আমার আলয়ে আমারই লোক সেই ব্রাহ্মণের অপমান করিল,—ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় ; উহারা নিতান্ত অর্ব্বাচীন, বুদ্ধির দোষে যে মহাপরাধ করিয়াছে,তাহা আমি স্বীকার করিতেছি, উহা আমারই ত্রুটি। আমি যদি পূর্ব্ব হইতে সেরূপ ব্যবস্থা করিতাম, উহাদিগকে যদি ব্যবহার প্রণালী শিক্ষা দিতাম, তবে আর এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিত না ! সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভৃত্য কোনও অপরাধ করিলে লোকে তৎসম্পর্কে প্রভুরই নাম উল্লেখ করে, "অর্থাৎ অমুকের ভৃত্য এইরূপ অন্যায় করিয়াছে" এইভাবে অযশ খ্যাপন করে। সুতরাং ইহাদের এই অন্যায় আচরণে আমারও যথেষ্ট অখ্যাতির কারণ হইয়াছে, এজন্য আমি তোমাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। হে মুনিগণ ! তোমরা আমার ভক্ত, আমার অনুরোধ রক্ষা কর, তোমরা প্রসন্ন হও ; তোমাদের কোনও অপরাধ হয় নাই, ইহারাই অপরাধী, সুতরাং তোমাদের এরূপ সঙ্কুচিত হইবার কোনও কারণ নাই ॥ ১—৫ ॥

অন্বয়ঃ।—যস্য (মম) অমলযশঃশ্রবণাবগাহঃ (নির্ম্মলকীর্ত্তিকথাশ্রবণানুরাগঃ) আশ্বপচাৎ (চণ্ডালাদারভ্য) জগৎ (সমগ্রং বিশ্ববাসিনং জনং) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) পুনাতি (পবিত্রীকরোতি) সঃ (তথাবিধঃ) বিকুণ্ঠোঽহং (বৈকুণ্ঠনাথোঽপ্যহং) ভবদ্ভ্যঃ (ভবাদৃশব্রাহ্মণগণসকাশাদেব) উপলব্ধসুতীর্থকীর্ত্তিঃ (উপলব্ধা প্রাপ্তা সু শোভনা তীর্থরূপা সংসারতারিণী কীর্ত্তির্যেন সঃ) [অত] বঃ (যুষ্মাকং) প্রতিকূলবৃত্তিং (বিরুদ্ধাচারিণং) স্ববাহুমপি (স্বীয়হস্তমপি) ছিন্দ্যাং (খণ্ডয়েয়ম্) ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ।—আমি বৈকুণ্ঠনাথ, আমার নির্ম্মল কীর্ত্তিকথা আগ্রহসহকারে শ্রবণ করিলে আচণ্ডাল সমস্ত জগদ্‌বাসী পবিত্র হয়। এইরূপ পবিত্র যশ আমি ভবাদৃশ ব্রাহ্মণের কৃপায়ই লাভ করিয়াছি ; সুতরাং আমার নিজবাহুও যদি তোমাদের প্রতিকূল আচরণ করে, তবে তাহাও আমি ছেদন করিব (জয়-বিজয়ের-কথা আর কি বলিব ?) ॥ ৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—যস্য মেঽমৃতরূপেঽমলে যশসি শ্রবণেনাবগাহঃ প্রবেশঃ শ্বপচমভিব্যাপ্য জগৎ সদ্যস্তৎক্ষণমেব পুনাতি সোঽহং বিকুণ্ঠঃ ভবদ্ভ্যো হেতুভূতেভ্যঃ উপলব্ধা প্রাপ্তা সুশোভনা তীর্থভূতা কীর্ত্তির্যেন সঃ। স্ববাহুস্থানীয়ং লোকেশ্বরমপি হন্যাং কান্যস্য বার্ত্তেত্যর্থঃ। স্বগুণানুবর্ণনন্তু ব্রাহ্মণোৎকর্ষার্থমেব ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।—যৎসেবয়া (যেষাং ব্রাহ্মণানাং সেবয়া ব্রাহ্মণকর্ত্তৃকভজনগুণেন ইত্যর্থঃ) চরণপদ্মপবিত্ররেণুং (চরণপদ্ময়োঃ পবিত্রা রেণবো যস্য তং) সদ্যঃক্ষতাখিলমলং (সদ্যঃ ক্ষতঃ বিনাশিতঃ অখিলস্য বিশ্বস্য মলো যেন তং) প্রতিলব্ধশীলং (প্রতিলব্ধং প্রাপ্তং শীলং স্বভাবোৎকর্ষো যেন তং) মাং বিরক্তমপি (আদরবিমুখমপি) শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) ন বিজহাতি (ন পরিত্যজতি) যস্যাঃ (শ্রিয়ঃ) প্রেক্ষালবার্থং (কৃপাদৃষ্টিলেশার্থম্) ইতরে (ব্রহ্মাদিদেবা অপি) নিয়মান্ (যোগতপস্যাদীন্) বহন্তি (কুর্ব্বন্তি) ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ।—ভবাদৃশ ব্রাহ্মণগণ সেবা করেন বলিয়াই আমার পাদপদ্মের ধূলি অতি পবিত্র ;

নাহং তথাদ্মি যজমানহবির্বিতানে শ্চ্যোতদ্‌ঘৃতপ্লুতমদন্ হুতভুঙ্মুখেন ।
যদ্‌ব্রাহ্মণস্য মুখতশ্চরতোঽনুঘাসং তুষ্টস্য ময্যবহিতৈর্নিজকর্ম্মপাকৈঃ ॥ ৮ ॥
যেষাং বিভর্ম্ম্যহমখণ্ডবিকুণ্ঠযোগ,-মায়াবিভূতিরমলাঙ্ঘ্রিরজঃ কিরীটৈঃ ।
বিপ্রান্ নু কো ন বিষহেত যদর্হণাম্ভঃ সদ্যঃ পুনাতি সহচন্দ্রললামলোকান্ ॥ ৯ ॥

সুতরাং আমি তৎক্ষণাৎ সমগ্র বিশ্বের পাপ দূর করিতে সমর্থ হই এবং আমি এমন সুশীলতা লাভ করিয়াছি যে, যঁহার কৃপাকটাক্ষ লাভের জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত ধ্যান-ধারণাদি নিয়ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সেই লক্ষ্মীদেবীর প্রতি আমি অনুরাগ প্রদর্শন না করিলেও তিনি আমাকে ত্যাগ করিতে পারেন না ॥ ৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—চরণপদ্ময়োঃ স্থিতঃ পবিত্রো রেণুর্যস্য। অতএব ক্ষত নিরস্তঃ অখিলস্য লোকস্য মলো যেন। যদ্বা চরণপদ্মাল্লগ্নঃ পবিত্রো রেণুর্যস্মিন্নিতি। ক্ষতোঽখিলো মলো যস্যেতি চ বিগ্রহঃ। প্রতিলব্ধং প্রাপ্তং শীলং যেন। যেষাং সেবয়া এতে গুণা মম। অতএব শ্রীর্মাং ন বিজহাতি। প্রেক্ষালবার্থম্ অবলোকনলেশার্থম্, ইতরে ব্রহ্মাদয়ঃ। তেষাং বঃ প্রতিকূলবৃত্তিং ছিন্দ্যামিতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।—ময়ি অবহিতৈঃ (সমর্পিতৈঃ) নিজকর্ম্মপাকৈঃ (স্বকীয়কর্ম্মফলৈঃ) তুষ্টস্য, অনুঘাসং (প্রতিগ্রাসং) শ্চ্যোতদ্‌ঘৃতপ্লুতং (শ্চ্যোততা ক্ষরতা ঘৃতেন প্লুতং পরিব্যাপ্তং পায়সাদিকমিতি যাবৎ) চরতঃ (ভুঞ্জানস্য) ব্রাহ্মণস্য মুখতঃ (মুখাৎ) যথা অদ্মি (ভক্ষয়ামি) বিতানে (যজ্ঞে) যজমানহবিঃ (যজমান প্রদত্তং চরুপুরোডাশাদিকং) হুতভুঙ্মুখেন (অগ্নিমুখেন) অদন্ (ভক্ষয়ন্নপি) অহং তথা ন অদ্মি ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ।—যে-ব্রাহ্মণগণ আমাতে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা যখন প্রতিগ্রাসে তুষ্ট হইয়া ধারাবাহি-ঘৃত-পরিব্যাপ্ত পায়সাদি ভোজন করেন, তখন তাঁহাদের মুখে আমি যেমন তৃপ্তি সহকারে ভক্ষণ করি, যজ্ঞে যজমানের প্রদত্ত হবিঃ অগ্নিমুখে ভক্ষণ করিয়াও আমার সেরূপ তৃপ্তিপূর্ণ ভক্ষণ হয় না ॥ ৮ ॥

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ ব্রাহ্মণো মমৈব শ্রেষ্ঠং মুখম্, অতো যুষ্মদবজ্ঞয়া মন্মুখতিরস্কার এব কৃত ইত্যাহ নাহমিতি। বিতানে যজ্ঞে। যজমানস্য হবিশ্চরুপুরোডাশাদি। হুতভুগগ্নিস্তেন মুখেন অদন্ অশ্নন্নপি তথা নাদ্মি নাশ্নামি, যৎ যথা শ্চ্যোততা ক্ষরতা ঘৃতেন প্লুতং বিলোড়িতং পায়সাদি প্রতিগ্রাসং রসাস্বাদপূর্ব্বকং চরতো ভুঞ্জানস্য জ্ঞানিনো ব্রাহ্মণস্য মুখতোঽশ্নামি। ময়ি সমর্পিতৈঃ কর্ম্মফলৈস্তুষ্টস্য নিষ্কামস্যেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।—যদর্হণাম্ভঃ (যস্য মম অর্হণাম্ভঃ পাদোদকং) সহচন্দ্রললামলোকান্ (চন্দ্রললামঃ শশিশেখরঃ শিব ইতি যাবৎ, তেন সহ বর্ত্তমানান্ লোকান্ সমস্তান্ জনান্) পুনাতি (পবিত্রয়তি) [এবম্ভূতঃ] অখণ্ডবিকুণ্ঠযোগমায়াবিভূতিঃ (অখণ্ডা অনবচ্ছিন্না সনাতনীত্যর্থঃ, বিকুণ্ঠা অবিকলা যোগমায়াবিলাসময়ী বিভূতিঃ সম্পদ্ যস্য সঃ) অহং যেষাং (ব্রাহ্মণানাম্) অঙ্ঘ্রিরজঃ (পদধূলিং) কিরীটৈঃ (স্বীয়মস্তকস্থিতমুকুটৈঃ, বহুবচনমত্র কিরীটস্য গৌরবাতিশয়দ্যোতনার্থং) বিভর্ম্মি (ধারয়ামি) [তান্] বিপ্রান্ কো নু (কো বা অন্যো জনঃ) ন বিষহেত ? (সর্ব্বৈস্যৈব তৎসহনমুচিতমিতি ভাবঃ) ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ।—আমার পাদোদকস্পর্শে অন্যান্য লোকের সহিত স্বয়ং মহাদেব পর্য্যন্ত পবিত্রতা লাভ করেন এবং যোগমায়াসিদ্ধ অবিকল অপরিসীম সম্পদ আমার অধীন, তথাপি আমি নিজমস্তকস্থিত মুকুটে যে-ব্রাহ্মণগণের পদধূলি ধারণ করি, সেই ব্রাহ্মণগণ অপরাধ করিলেও তাহা কে না সহ্য করিবে ? ॥ ৯ ॥

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ যেষামমলম্ অঙ্ঘ্রিরজঃ অহং কিরীটৈঃ বিভর্ম্মি, তান্ বিপ্রান্ অপকুর্ব্বতোঽপি

যে মে তনূর্দ্বিজবরান্ দুহতীর্মদীয়া ভূতান্যলব্ধশরণানি চ ভেদবুদ্ধ্যা।
দ্রক্ষ্যন্ত্যঘক্ষতদৃশো হ্যহিমন্যবস্তান্ গৃধ্রা রুষা মম কুশন্ত্যধিদণ্ডনেতুঃ ॥ ১০ ॥
যে ব্রাহ্মণান্ ময়ি ধিয়া ক্ষিপতোঽর্চ্চয়ন্ত,-স্তুষ্যদ্ধৃদঃ স্মিতসুধোক্ষিতপদ্মবক্ত্রাঃ।
বাণ্যানুরাগকলয়াত্মজবদ্‌গৃণন্তঃ সম্বোধয়ন্ত্যহমিবাহমুপাকৃতস্তৈঃ ॥ ১১ ॥

কোঽন্যো ন বিষহেত। কথম্ভূতোঽহম্? অখণ্ডা অনবচ্ছিন্না বিকুণ্ঠা অপ্রতিহতা চ যোগমায়াবিলাসভূতা বিভূতির্যস্য সঃ, তথা যস্য মমার্হণাম্ভঃ পাদোদকং চন্দ্রললামেনেশ্বরেণ সহিতান্ লোকান্ সদ্যঃ পুনাতি, এবং পরমেশ্বরঃ পরমপাবনোঽপি সন্নহং বিভর্ম্মীতি ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।—যে (দুরাশয়াঃ) দ্বিজবরান্ দুহতীঃ (দুগ্ধবতীর্গাঃ) অলব্ধশরণানি (রক্ষকহীনানি) ভূতানি চ (প্রাণিনশ্চ) মে (মম) মদীয়াঃ (মমতাস্পদানি) তনূঃ (অধিষ্ঠানস্থানভূতানি তানি) ভেদবুদ্ধ্যা (মত্তনবো ন ভবন্তীতি পৃথগ্‌দৃষ্ট্যা) দ্রক্ষ্যন্তি (পশ্যন্তীত্যর্থঃ) মম অধিদণ্ডনেতুঃ (মদধিকারবর্ত্তিনো যমস্য) অহিমন্যবঃ (সর্পতুল্যপ্রচণ্ডক্রোধসম্পন্নাঃ) গৃধ্রাঃ (গৃধ্রাকারা দূতাঃ) অঘক্ষতদৃশঃ (পাপাহতবিবেকান্) তান্ (দুরাশয়ান্) রুষা (ক্রোধেন) কুশন্তি (চঞ্চুভিশ্ছিন্দন্তি) ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ।—ব্রাহ্মণ, দুগ্ধবতী গাভী ও রক্ষকহীন প্রাণী, ইহারা আমার দেহস্বরূপ ; যদি কেহ এই তিনটীকে অন্যথা জ্ঞান করে, তবে আমার অধিকারভুক্ত যমের যে-সকল সর্পের ন্যায় ক্রোধী গৃধ্রাকার দূত আছে, তাহারা সেই পাপাহত-চিত্ত ব্যক্তিকে চঞ্চু দ্বারা বিদীর্ণ করে ॥ ১০ ॥

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ মে তনুঃ অধিষ্ঠানানি। কাস্তাঃ? দ্বিজবরান্ দুহতীঃ দোগ্ধ্রীর্গাঃ ইত্যর্থঃ। দুহিতৄরিতি পাঠেঽপি গা এব বিষ্ণুরূপাৎ সূর্য্যাৎ উৎপন্নত্বাৎ সূর্য্যসুতাশ্চ গাবঃ ইতি বচনাৎ। অলব্ধশরণানি রক্ষকহীনানি ভেদবুদ্ধ্যা মদধিষ্ঠানং ন ভবন্তীতি পৃথগ্‌দৃষ্ট্যা যে দ্রক্ষ্যন্তি ঈক্ষ্যন্তে। অঘেন ক্ষতা নষ্টা দৃষ্টির্যেষাং তান্। মদীয়োঽধিকৃতো দণ্ডনেতা যো যমঃ, তস্য গৃধ্রাকারা যে দূতাঃ। অহিবৎ মন্যুর্যেষাং তে রুষা ক্রোধেন কুশন্তি চঞ্চুভিশ্ছিন্দন্তি ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।—যে (জনাঃ) ক্ষিপতঃ (পরুষং বদতোঽপি) ব্রাহ্মণান্ ময়ি ধিয়া (মাং প্রতি যাদৃশী ভক্তিময়ী বুদ্ধিঃ কর্ত্তব্যা তথাবিধয়া বুদ্ধ্যা) অর্চ্চয়ন্তঃ (অভ্যর্থয়ন্তঃ সন্তঃ) তুষ্যদ্ধৃদঃ (সন্তুষ্টচিত্তাঃ) স্মিতসুধোক্ষিতপদ্মবক্ত্রাঃ (হাস্যসুধাপ্লুতমুখপদ্মাঃ) অনুরাগকলয়া (প্রেমশোভনয়া) বাণ্যা গৃণন্তঃ (স্তবন্তঃ) অহমিব (অহং যথা যুষ্মান্ সম্বোধয়ামি তদ্বৎ) আত্মজবৎ (পুত্রো যথা পিতরং সম্বোধয়তি তদ্বচ্চ) সম্বোধয়ন্তি, তৈঃ (তথাবিধৈর্জনৈঃ) অহম্ উপাকৃতঃ (বশীকৃতো ভবামি) ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ।—ব্রাহ্মণেরা কটুকথা বলিলেও যাঁহারা প্রফুল্লচিত্তে বাসুদেবজ্ঞানে তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করেন এবং সহাস্যবদনে প্রেমশোভিতবাক্যে তাঁহাদিগের স্তব করেন ও পুত্র যেমন পিতাকে বা আমি যেমন তোমাগিকে সম্বোধন করি, সেইরূপ ভাবে যাঁহারা সেই ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদের বশীভূত হই ॥ ১১ ॥

শ্রীধরটীকা।—এবম্ভূতাস্তু মাং বশীকুর্ব্বন্তীত্যাহ। যে ক্ষিপতঃ পরুষভাষমাণানপি ব্রাহ্মণান্ সম্বোধয়ন্তি। ময়ি যা ধীস্তয়া বাসুদেবদৃষ্ট্যা অর্চ্চয়ন্তঃ সন্তস্তুষ্যদ্ধৃদঃ প্রীয়মাণচিত্তাঃ। স্মিতমেব সুধা, তয়া উক্ষিতং সিক্তং পদ্মতুল্যং বক্ত্রং যেষাম্। অনুরাগকলয়া প্রেমশোভয়া বাচা গৃণন্তঃ স্তুবন্তঃ ; যথা কুপিতমাত্মজং স্নিগ্ধঃ পিতা সৎপুত্রো বা পিতরম্ অহমিব ভৃগুং যুষ্মান্ বা তৈরহমুপাকৃতো বশীকৃতঃ ॥ ১১ ॥

তন্মে স্বভর্ত্তুরবসায়মলক্ষমাণৌ যুষ্মদ্ব্যতিক্রমগতিং প্রতিপদ্য সদ্যঃ।
ভূয়ো মমান্তিকমিতাং তদনুগ্রহো মে যৎ কল্প্যতামচিরতো ভৃতয়োর্বিবাসঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।—তৎ (তস্মাদ্ধেতোঃ) স্বভর্ত্তুঃ (নিজপ্রভোঃ) মে (মম) অবসায়ম্ (অভিপ্রায়ম্) অলক্ষমাণৌ (অজানন্তৌ ইমৌ জয়বিজয়াবিতি শেষঃ) সদ্যঃ (অচিরমেব) যুষ্মদ্‌ব্যতিক্রমগতিং (যুষ্মান্ প্রত্যপরাধজনিতং দণ্ডং) প্রতিপদ্য (প্রাপ্য) ভূয়ঃ (পুনরপি) মম অন্তিকং (সমীপম্) ইতাম্ (আগচ্ছতাম্ ইতীয়ং মে প্রার্থনেতি শেষঃ) যৎ (যথা) অচিরতঃ (অল্পেনৈব কালেন) ভৃতয়োঃ (ভৃত্যয়োরেতয়োঃ) বিবাসঃ (প্রবাসঃ সমাপ্যতে ইতি যাবৎ) মে (মম সম্বন্ধে) তদনুগ্রহঃ (তথাবিধঃ প্রসাদঃ) কল্প্যতাং (ক্রিয়তাম্) ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ।—আমার এই ভৃত্যদ্বয় আমার অভিপ্রায় না বুঝিয়া কার্য্য করিয়াছে; অতএব প্রার্থনা এই যে, ইহারা অবিলম্বে তোমাদের প্রতি অন্যায় আচরণের দণ্ড ভোগ করিয়া আবার আমার নিকটে আগমন করুক। ইহাদের প্রবাস-দণ্ড যাহাতে অল্পকালেই সমাপিত হয়, তোমরা আমার প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ কর ॥ ১২ ॥

শ্রীধরটীকা।—তৎ তস্মান্মেঽবসায়মভিপ্রায়ম্ অলক্ষমাণৌ অজানন্তৌ। যুষ্মদপরাধোচিতাং গতিং সদ্যঃ প্রাপ্য মৎসমীপম্ ইতাং প্রাপ্নুতাম। তদিতি স মেঽনুগ্রহঃ। তমেবাহ, যদ্‌ভৃতয়োর্বিবাসঃ অচিরতঃ শীঘ্রং কল্প্যতাং সম্পাদ্যতাং সমাপ্যতামিতি ॥ ১২ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—সনকাদি মুনিগণের নিকট ব্রাহ্মণ জাতির অসাধারণ গৌরব কীর্ত্তন করিয়া নিজ ভৃত্যদ্বয়ের অপরাধ স্বীকারপূর্ব্বক তাহাদের জন্য শ্রীভগবান্ এক্ষণে কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন। পূর্ব্বেও তিনি মুনিগণকে সান্ত্বনা দিয়াছেন, সম্প্রতিও আবার বলিতেছেন—হে মুনিগণ! তোমরা ব্রাহ্মণপ্রবর, তোমাদের অপমান করা যে কতদূর অন্যায় কার্য্য হইয়াছে, তাহা আর আমি কি বলিব? ব্রাহ্মণের কি অলৌকিক মহিমা, কি অপরিসীম গৌরব, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। আমি যে বিশ্বনিয়ন্তা এবং সর্ব্বসম্পদের আশ্রয়স্থান স্বয়ং লক্ষ্মী যে আমার অনুগতা, এ সকল সেই ব্রাহ্মণ জাতিরই অনুগ্রহে। ব্রাহ্মণগণ আমাকে ভক্তি করেন, আমার চরণ অর্চ্চনা করেন, তাহাতেই আমার পদধূলি এত পবিত্র, লক্ষ্মী আমার চিরানুরাগিণী। আমি যজ্ঞেশ্বর, সমস্ত যজ্ঞেই চরু, পুরোডাশ প্রভৃতি যাহা অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, তাহা আমি পাইয়া থাকি ও সানন্দে ভক্ষণ করি বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ পরিতৃপ্তভাবে আহার করিলে সেই আহারে আমার যে তৃপ্তি জন্মে, তাহা আর অন্য কিছুতেই হয় না। আমি সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী ও সর্ব্বত্রব্যাপী ইহা সত্য, কিন্তু তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, দুগ্ধবতী গাভী ও সহায়হীন প্রাণী, ইহারাই আমার প্রধান অধিষ্ঠান স্থান। আমার এই নিজ দেহ যেমন আমাতে অপৃথক্‌ভাবে সংবদ্ধ, উক্ত তিন পদার্থও সেইরূপ। যাহারা পাপের ফলে মোহগ্রস্ত হইয়া তাহার অন্যথা মনে করে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে, তাহাদের প্রতি ধর্ম্মরাজ যম কঠোর দণ্ড ব্যবস্থা করেন। অধিক আর কি বলিব, ব্রাহ্মণজাতির মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া আমি স্বয়ং তাঁহাদের পদধূলি মস্তকে বহন করি। ভৃগুমুনি পদাঘাত করিয়াছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ, তাই তাঁহার পদধূলি মাথায় রাখিয়া অদ্যাপি বক্ষঃস্থলে সেই পদচিহ্ন ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। সেই অতুল গৌরবময় ব্রাহ্মণজাতি, তাহার মধ্যেও তোমরা মহাপ্রাজ্ঞ, সাধনসিদ্ধ মহর্ষি, তোমাদের প্রতি আমার মনোবৃত্তি যে কিরূপ তাহা এই ভৃত্যদ্বয় কিছুমাত্র অবগত নহে। ইহারা না বুঝিয়া অপরাধ করিয়াছে, ইহাদের জন্য আমি তোমাদের নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছি যে তোমরা

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

অথ তস্যোশতীং দেবীমৃষিকুল্যাং সরস্বতীম্।
নাস্বাদ্য মন্যুদষ্টানাং তেষামাত্মাপ্যতৃপ্যত ॥১৩॥
সতীং ব্যাদায় শৃন্বন্তো লঘ্বীং গুর্ব্বর্থগহ্বরাম্।
বিগাহ্যাগাধগম্ভীরাং ন বিদুস্তচ্চিকীর্ষিতম্ ॥ ১৪ ॥

এইটুকু অনুগ্রহ কর, যাহাতে ইহারা তোমাদের বিহিত দণ্ড অল্পদিন মধ্যেই ভোগ করিয়া আবার অচিরে আমার নিকটে ফিরিয়া আসিতে পারে।

হায়! কালের কি বিষময় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! ভগবান্ স্বয়ং যে ব্রাহ্মণ জাতির গৌরব এইরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, কালের প্রভাবে মুগ্ধ সমাজ সেই জাতির প্রতি আজ কিরূপ ভাব পোষণ করিতেছে! অবশ্য মনে হইতে পারে যে—"তখন জয়-বিজয়ের প্রতি মুনিগণের প্রসন্নতা জন্মাইবার জন্যই ভগবানের কেবল কৌশলপূর্ণ এই সকল উক্তি"। কিন্তু শাস্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে গেলে তাহা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকা চলিবে না, কেননা শাস্ত্রান্তরেও ভগবানের স্বকীয় শ্রীমুখের বাণী "অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা ব্রাহ্মণো মামকী তনুঃ" "বিপ্রনির্ভৎসনং মূঢ়া যেন বক্ত্রেণ কুর্ব্বতে। তস্মিন্ বক্ত্রে যমস্তপ্তং লৌহদণ্ডং দদাতি বৈ॥" "ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ হউন বা মূর্খ হউন, ব্রাহ্মণ মাত্রই আমার দেহস্বরূপ।" "মূর্খগণ যে মুখে ব্রাহ্মণের প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করে, যম তাহাদের সেই মুখে তপ্ত লৌহদণ্ড প্রদান করেন"। যাহা হউক, যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত, তাঁহারা কখনও শ্রীভগবানের উক্তির তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ নহেন, সুতরাং তাঁহাদের কাছে এ সকল শাস্ত্রবাক্যের আলোচনা সার্থক হইবে আশা করা যায়॥ ৬—১২ ॥

অন্বয়ঃ।—অথ (অনন্তরং) তস্য (ভগবতঃ) উশতীং (কমনীয়াং) দেবীং (প্রভাবময়ীম্) ঋষিকুল্যাং (মুনিজনোচিতাং) সরস্বতীং (বাক্যম্) আস্বাদ্য (বাক্যমাধুর্য্যমনুভূয় ইতি যাবৎ) মন্যুদষ্টানামপি (ক্ষোভাকুলিতচিত্তানামপি) তেষাং (মুনীনাং সনকাদীনাম্) আত্মা ন অতৃপ্যত (পর্য্যাপ্তং ন অমন্যত, পুনরপি তদীয়কথাসুধামাস্বাদয়িতুমাকাঙ্ক্ষা সমবর্ত্তত ইতি ভাবঃ)॥ ১৩॥

মূলানুবাদ।—শ্রীব্রহ্মা কহিলেন—সেই মুনিগণ যদিও ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি শ্রীভগবানের এই কমনীয় মুনিজনযোগ্য বাক্-সুধা আস্বাদন করিয়া তাঁহাদের মন পরিতৃপ্ত হইল না, অর্থাৎ সেরূপ বাক্য আরও শুনিতে আগ্রহ রহিয়া গেল॥ ১৩॥

শ্রীধরটীকা।—উশতীং কমনীয়াং প্রিয়াং দেবীং দ্যোতমানাম্। ঋষিকুল্যাম্ ঋষয়ো মন্ত্রাঃ তৎপ্রবাহরূপাম্, ঋষিকুলযোগ্যামিতি বা, সরস্বতীং বাচম্, আস্বাদ্য তন্মাধুর্য্যমনুভূয়, সর্পপ্রায়েণ মন্যুনা দষ্টানামপি ক্রোধবিষয়ব্যাপ্তানাং হি মনো রসানুভবাভাবাৎ প্রিয়ভাষণমপি ন সহতে, তেষান্তু আত্মা মনো নাতৃপ্যৎ অলমিতি নামন্যত॥ ১৩॥

অন্বয়ঃ।—সতীং (শোভনাং) লঘ্বীং (ব্যহুল্যদোষরহিতাং) গুর্ব্বর্থগহ্বরাং (অর্থগৌরবেণ দুষ্প্রবেশাম্) অগাধগম্ভীরাম্ (অগাধাং সম্ভাবিতগূঢ়াভিপ্রায়াং গম্ভীরাম্ অর্থগাম্ভীর্য্যশালিনীং) [তাং ভগবৎকথাং] ব্যাদায় (কর্ণৌ সম্যক্ অবধায়) শৃন্বন্তঃ (মুনয়ঃ) বিগাহ্য (বিচার্য্যাপি) তচ্চিকীর্ষিতং (ভগবতঃ অভিপ্রায়ং) ন বিদুঃ (নির্দ্ধারয়িতুং ন সমর্থা বভূবুঃ)॥ ১৪॥

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবানের উক্তি অতি মনোজ্ঞ এবং সংক্ষিপ্ত, মুনিগণ যদিও তাহা অবহিতকর্ণে

তে যোগমায়য়ারব্ধপারমেষ্ঠ্যমহোদয়ম্ ।
প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিপ্রাঃ প্রহৃষ্টাঃ কুপিতত্বচঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীঋষয় ঊচুঃ ।

ন বয়ং ভগবন্ বিদ্মস্তব দেব চিকীর্ষিতম্ ।
কৃতো মেঽনুগ্রহশ্চেতি যদধ্যক্ষঃ প্রভাষসে ॥ ১৬ ॥
ব্রহ্মণ্যস্য পরং দৈবং ব্রাহ্মণাঃ কিল তে প্রভো ।
বিপ্রাণাং দেবদেবানাং ভগবানাত্মদৈবতম্ ॥ ১৭ ॥

শ্রবণ করিয়াছেন, তথাপি ঐ বাক্যের এমন অর্থগাম্ভীর্য্য ও নিগূঢ় ভাব যে, মুনিবৃন্দ বিশেষ বিবেচনা করিয়াও শ্রীভগবানের বাক্যগত অভিপ্রায় সম্যক্ অবধারণ করিতে পারিলেন না ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরটীকা।—সতীং শ্রেষ্ঠাম্। ব্যাদায় প্রসার্য্য কর্ণং দত্ত্বেত্যর্থঃ। লঘ্বীং মিতাক্ষরাম্। গুরুভিরর্থৈর্গহ্বরাং দুষ্প্রবেশাম্। অগাধামভিপ্রায়তঃ, গম্ভীরাম্ অর্থতঃ, বিগাহ্য বিচার্য্যাপি কিমস্মানভিনন্দতি নিন্দতি বা, অস্মৎকৃতং দণ্ডং বা সঙ্কোচয়তীতি ন বিদুঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ।—তে বিপ্রাঃ (সনকাদয়ঃ) প্রহৃষ্টাঃ (ক্রমশো ভগবদুক্তিতাৎপর্য্যমাধুর্য্যমনুভূয় আনন্দিতাঃ) [অতএব] কুপিতত্বচঃ (রোমাঞ্চিতগাত্রাঃ) প্রাঞ্জলয়ঃ (কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সন্তঃ) যোগমায়য়া (স্বরূপশক্ত্যা) আরব্ধপারমেষ্ঠ্যমহোদয়ং (আরব্ধঃ প্রকটিতঃ পারমেষ্ঠ্যস্য পরমেশ্বরত্বস্য মহান্ উদয় উৎকর্ষো যস্য তং ভগবন্তং) প্রোচুঃ (কথিতবন্তঃ) ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ।—মুনিগণ বিশেষ চিন্তা করিয়া শ্রীভগবানের অভিপ্রায় অনুকূল বুঝিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, তাহাতে তাঁহাদের শরীর রোমাঞ্চিত হইল; যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীভগবানের পরমেশ্বরত্বের অত্যন্ত উৎকর্ষ প্রকটিত হইতেছে বুঝিয়া তাঁহারা কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন ॥ ১৫।

শ্রীধরটীকা।—ততশ্চাভিনন্দতীতি জ্ঞাত্বা তে প্রহৃষ্টাঃ সন্তঃ প্রোচুঃ কুপিতা ক্ষুভিতা রোমাঞ্চিতা ত্বগ্ যেষাম্। কুপিতেতি পাঠে সঞ্জাতরোমকূপোক্ত্যা রোমাঞ্চিতত্বমেবোক্তম্। আরব্ধঃ আবিষ্কৃতঃ পারমেশ্বর্য্যস্য মহোদয়ঃ পরমোৎকর্ষো যেন তম্। অধিরাজত্বমাবিষ্কৃত্য রাজশিক্ষার্থং ব্রাহ্মণান্ মানয়তীতি জ্ঞাত্বেত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।—[হে] ভগবন্ ! অধ্যক্ষঃ (সর্ব্বেশ্বরঃ সন্নপি ত্বং) কৃতো মেঽনুগ্রহশ্চ (মদ্ভৃত্যাভ্যাং যোঽপরাধঃ কৃতঃ স ময়ৈব কৃতঃ, ভৃত্যয়োরাচরিতো বিবাসসমাপনেন ময়ি অনুগ্রহশ্চ কল্প্যতাম্) ইতি যৎ (এতদর্থকং যদ্বাক্যং) প্রভাষসে (কথয়সি) [হে] দেব ! (তেন বচসা) বয়ং তব চিকীর্ষিতং ন বিদ্মঃ (সম্যক্ ন জানীমঃ) ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীমুনিগণ কহিলেন—হে প্রভো ! ভগবন্ ! আপনি সর্ব্বেশ্বর হইয়াও যে কহিলেন, "আমার ভৃত্যেরা যে অপরাধ করিয়াছে, তাহা আমারই করা হইয়াছে" এবং "এই ভৃত্যদ্বয়ের দণ্ডভোগ অল্পকালে সম্পাদন করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন" আপনার এরূপ বাক্যের অভিপ্রায় আমরা বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—অধ্যক্ষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সন্ তদ্ধি হ্যাত্মকৃতং মন্য ইতুক্ত্বা ময়াপরাধঃ কৃত ইতি। তথা তদনুগ্রহো মে ইত্যাদি বচনেন মমানুগ্রহশ্চেতি যৎ প্রভাষসে, তেন যচ্চিকীর্ষিতং তন্ন বিদ্মঃ ॥ ১৬ ॥

ত্বত্তঃ সনাতনো ধর্ম্মো রক্ষ্যতে তনুভিস্তব।
ধর্ম্মস্য পরমো গুহ্যো নির্ব্বিকারো ভবান্ মতঃ ॥ ১৮ ॥
তরন্তি হ্যঞ্জসা মৃত্যুং নিবৃত্তা যদনুগ্রহাৎ।
যোগিনঃ স ভবান্ কিংস্বিদনুগৃহ্যেত যৎপরৈঃ ॥ ১৯ ॥
যং বৈ বিভূদিরুপযাত্যনুবেলমন্যৈ,-রর্থার্থিভিঃ স্বশিরসা ধৃতপাদরেণুঃ।
ধন্যার্পিতাঙ্ঘ্রিতুলসীনবদামধাম্নো লোকং মধুব্রতপতেরিব কাময়ানা ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ।—[হে] প্রভো! ব্রহ্মণস্য (ব্রাহ্মণহিতপরায়ণস্য) তে (তব) ব্রাহ্মণাঃ পরং দৈবং (দেব এব দৈবং স্বার্থে অন্) [কিন্তু] ভগবান্ (ত্বং) দেবদেবানাং (দেবপূজ্যানামপি) বিপ্রাণাং (ব্রাহ্মণানাং) আত্মদৈবতম্ (আত্মা চ দেবতা চ তদুভয়স্বরূপোঽসীত্যর্থঃ) ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ।—হে প্রভো! তুমি স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পরমহিতকারী, এজন্য তুমি ব্রাহ্মণকে পরম দেবতা মনে কর; কিন্তু ব্রাহ্মণ সকল দেবতার পূজ্য হইলেও তুমি তাহাদের আত্মা, তুমি তাহাদের দেবতা ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—কিলেতি লোকশিক্ষার্থত্বং সূচিতম্। পরমার্থমাহুঃ—বিপ্রাণামিতি। দেবদেবানাং দেবপূজ্যানামপি ভগবান্ ত্বম্। আত্মা চ দৈবতঞ্চ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।—সনাতনো ধর্ম্মঃ ত্বত্তঃ (তব সকাশাদেবাৎপন্নঃ) তব তনুভিঃ (শরীরভূতৈর্ভক্তৈঃ) রক্ষ্যতে ধর্ম্মস্য নির্ব্বিকারঃ (চিরস্থিরঃ) গুহ্যঃ (গোপ্যঃ) পরমঃ (ফল স্বরূপঃ) ভবান্ মতঃ (ভবানেব ধর্ম্মস্য স্থির-ফলরূপতয়া প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ) ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ।—সনাতন ধর্ম্ম তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তোমার দেহস্বরূপ ভক্তগণই তাহা রক্ষা করিবে। ধর্ম্মের অতি গোপ্য নির্ব্বিকার ফলস্বরূপও তুমি, ইহা শাস্ত্রজ্ঞদিগের অভিমত ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরটীকা।—লোকশিক্ষার্থতাপ্রপঞ্চঃ ত্বত্ত ইত্যষ্টভিঃ। ধর্ম্মস্ত্বত্ত এব ভবতি, রক্ষ্যতে চ ত্বদবতারৈঃ পরমঃ ফলরূপঃ অতএব গুহ্যঃ গোপ্যঃ। ন চ স্বর্গাদিবলবদ্বিকারী কিন্তু নির্ব্বিকারো মতঃ, অত এবম্ভূতস্য তব ইদং লোকশিক্ষামাত্রমিতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।—যদনুগ্রহাৎ (যস্য তব অনুগ্রহাৎ) নিবৃত্তাঃ (ভোগবিমুখা বিরাগিণ ইতি যাবৎ) যোগিনঃ (নিরুদ্ধচিত্তবৃত্তয়ঃ সন্তঃ) অঞ্জসা হি (অনায়াসেনৈব) মৃত্যুং তরন্তি (মরণমপি জয়ন্তি) স ভবান্ যৎ পরৈঃ অনুগৃহ্যেত (অনুগৃহীতঃ স্যাৎ) [তৎ] কিংস্বিৎ? ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদ।—হে ভগবন্! যে-তোমার অনুগ্রহে লোক বিষয়োপভোগে বিরাগী হইয়া যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক মৃত্যুকে পর্য্যন্ত অনায়াসে জয় করিতে সমর্থ হয়, সেই তুমি আবার অন্যের নিকট অনুগৃহীত হইবে, ইহা কিরূপে সম্ভব? ১৯ ॥

শ্রীধরটীকা।—বিপরীতঞ্চেদমিত্যাহুঃ—তরন্তীতি। যস্যানুগ্রহাদেব নিবৃত্তা বিরক্তা যোগিনশ্চ সন্তঃ মৃত্যুং তরন্তি, স ভবান্ পরৈরনুগৃহ্যেতেতি যৎ, তৎ কিংস্বিৎ ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ।—অন্যৈঃ অর্থার্থিভিঃ (ধনাভিলাষিভিঃ) স্বশিরসা (স্বীয়মস্তকেন) ধৃতপাদরেণুঃ (ধৃতঃ পাদয়োঃ রেণুঃ ধূলির্যস্যাঃ সা) বিভূতিঃ (সম্পৎস্বরূপা লক্ষ্মীঃ) ধন্যার্পিতাঙ্ঘ্রিতুলসীনবদামধাম্নঃ (ধন্যৈঃ সুকৃতিভিঃ অর্পিতং প্রদত্তম্ অঙ্ঘ্রৌ চরণে তুলস্যা যৎ নবং দাম মাল্যং তদেব ধাম স্থানং যস্য তস্য) মধুব্রত-

যস্তাং বিবিক্তচরিতৈরনুবর্ত্তমানাং নাত্যাদ্রিয়ৎ পরমভাগবতপ্রসঙ্গঃ ।
স ত্বং দ্বিজানুপথপুণ্যরজঃ পুনীতঃ শ্রীবৎসলক্ষ্ম কিমগা ভগভাজনস্ত্বম্ ॥ ২১ ॥
ধর্ম্মস্য তে ভগবতস্ত্রিযুগ ত্রিভিঃ স্বৈঃ পদ্ভিশ্চরাচরমিদং দ্বিজদেবতার্থম্ ।
নূনং ভৃতং তদভিঘাতি রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন নো বরদয়া তনু বা নিরস্য ॥ ২২ ॥

পতেঃ (ভ্রবরবর্য্যস্য) লোকং (স্থানং) কাময়ানা ইব (আর্ষঃ প্রয়োগোহয়ং, কাময়মানেব ইতি অর্থঃ) অনুবেলং বৈ (সর্ব্বদৈব) যং (ভবতম্) উপযাতি (সেবতে) ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদ ;—অন্যান্য সম্পৎপ্রার্থিগণ নিজ নিজ মস্তকে যাঁহার পদধূলি বহন করেন, স্বয়ং সেই লক্ষ্মীদেবী সর্ব্বদা যাঁহাকে সেবা করেন, মনে হয় ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ ভগবানের চরণ কমলে যে নূতন তুলসী-মাল্য প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাতে অবস্থিত শ্রেষ্ঠ ভ্রমর যেমন ভগবানের শ্রীচরণে স্থান লাভ করে, সেইরূপ লক্ষ্মীও বুঝি সেই চরণ লাভের জন্য কামনা করিতেছেন ॥ ২০ ॥

শ্রীধরটীকা ।—যচ্চোক্তং "যৎসেবয়া চরণপদ্মপবিত্ররেণুং সদ্যঃ ক্ষতাখিলমলং প্রতিলব্ধশীল" মিত্যাদি তদত্যন্তমসম্ভাবিতমিত্যাহুঃ দ্বাভ্যাম্ । যং বৈ বিভূতির্লক্ষ্মীঃ অনুবেলম্ অবসরে অবসরে উপযাতি সেবতে । ধৃতঃ পাদরেণুর্যস্যাঃ । ধন্যৈঃ সুকৃতিভিরর্পিতম্ অঙ্ঘ্রৌ যৎ তুলস্যা নবং দাম মালা তদ্ধাম স্থানং যস্য তস্য মধুব্রতপতেঃ ভ্রমরমুখ্যস্য লোকং স্থানমঙ্ঘ্রিং কাময়মানেন ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ ।—পরমভাগবতপ্রসঙ্গঃ (পরমভাগবতেষু অত্যন্তভগবদ্ভক্তেষু প্রকৃষ্টঃ সঙ্গঃ অনুরাগো যস্য সঃ) যঃ (ত্বং) বিবিক্তচরিতৈঃ (বিশুদ্ধানুষ্ঠানৈঃ) অনুবর্ত্তমানাং (সেবমানাং) ত্বাং (লক্ষ্মীং) ন অত্যাদ্রিয়ৎ (অত্যর্থং ন আদৃতবানসি) স চ ভগভাজনঃ (স্বত এব ভজনীয়ানাং গুণানামাশ্রয়ঃ, অত্র ভাজনশব্দস্য পুংসি প্রয়োগ আর্ষঃ) দ্বিজানুপথপুণ্যরজঃ (দ্বিজানাং বিপ্রাণামনুপথং পথি পথি লগ্নং যৎ পুণ্যং পবিত্রং রজঃ পদরেণুঃ) শ্রীবৎসলক্ষ্ম (চিহ্নবিশেষশ্চ) পুনীতঃ ? (ত্বাং কিং পবিত্রয়ামাসতুঃ ? ন হি ন হি ইতি যাবৎ) [তথা চ] ত্বং কিং (কথং) অগা. (তাদৃশবস্তুদ্বয়ং কিং ভূষণত্বেন ধৃতবানসি ?) ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদ ।—লক্ষ্মীদেবী পবিত্র অনুষ্ঠানে তোমার সেবা করিলেও তুমি তাঁহাকে অত্যধিক আদর কর না । অত্যন্ত ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিগণের প্রতিই তোমার অনুরাগ, তুমি স্বভাবতঃই ভজনীয় গুণের আশ্রয়, পথে পথে বিচরণবশতঃ ব্রাহ্মণগণের চরণে যে ধুলি সংলগ্ন হয়, তাহা এবং শ্রীবৎসচিহ্ন ইহারা কি তোমাকে পবিত্র করিয়াছে ? তুমি কেন ঐ দুইটী বস্তু ধারণ কর ? ॥ ২১ ॥

শ্রীধরটীকা ; বিবিক্তচরিতৈঃ বিশুদ্ধৈঃ পরিচরণৈঃ অনুবর্ত্তমানাং সেবমানামপি যো নাত্যাদ্রিয়ৎ নাতীবাদৃতবান্ ; স এবম্ভুতস্ত্বম্ । অয়ং ভাবঃ—ইত্থং নামাতিলম্পটতয়া লক্ষ্মীস্তাং সেবতে । কথম্ ? এবং হি সা মেনে, অয়ং হি সারগ্রাহী মধুব্রতশ্চঞ্চলশ্চ স চাঙ্ঘ্রিগতায়াং তুলস্যাং সপরিবারো নিশ্চলঃ সন্ রমতে । অতোহঙ্ঘ্রিলাবণ্যমত্যধিকং স্যাৎ । ততোহহং বক্ষসি স্থিতাপি যোগিজনাদিবহুসেবকসঙ্ঘর্ষমঙ্গীকৃত্যাপি তুলস্যা সহ সাপত্ন্যেনাপি চরণৌ সেবিষ্যে ইতি ; তদেবমৌৎসুক্যেনাবর্ত্তমানামপি তাং ত্বং নাতীবাদ্রিয়সে যতঃ পরমভাগবতেষ্বেব প্রকৃষ্টসঙ্গবান্ । স এব পরমসৌভাগ্যনিধিস্তম্, অতো ব্রাহ্মণপ্রসাদাৎ মাং ত্বং বিজহাতীত্যলভ্যলাভত্বেন নির্দ্দেশো ন সমঞ্জস ইতি । কিঞ্চ স্বত এব ত্বং ভগভাজনঃ ভজনীয়ানাং গুণানামাশ্রয়ঃ । পরমশুদ্ধশ্চ, তং ত্বাং দ্বিজানামনুপথং পথি পথি লগ্নং যৎ পুণ্যং রজঃ তথা শ্রীবৎসলক্ষ্ম চ

ন ত্বং দ্বিজোত্তমকুলং যদি হাত্মগোপং গোপ্তা বৃষস্ত্বর্হণেন সসূনৃতেন।
তর্হ্যেব নঙ্ক্ষ্যতি শিবস্তব দেব পন্থা লোকোঽগ্রহীষ্যদৃষভস্য হি তৎ প্রমাণম্ ॥ ২৩ ॥
তত্তেঽনভীষ্টমিব সত্ত্বনিধের্বিধিৎসোঃ ক্ষেমং জনায় নিজশক্তিভিরুদ্ধৃতারেঃ।
নৈতাবতা ত্র্যধিপতের্বত বিশ্বভর্ত্তু-স্তেজঃ ক্ষতং তব নতস্য স তে বিনোদঃ ॥ ২৪ ॥

কিং পুনীতঃ পবিত্রীকুরুতঃ। কিং কিমর্থঞ্চ তে উভে অগাঃ প্রাপ্তাঃ ভূষণত্বেন স্বীকৃতবানসি। অতো যৎসেবয়েত্যাদিবচনং লোকসংগ্রহার্থমাত্রমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ।—[হে] ত্রিযুগ! (ত্রিষ্বেব যুগেষু সম্যক্ আবির্ভবনশীল!) ধর্ম্মস্য (ধর্ম্মরূপস্য) ভগবতঃ তে স্বৈঃ (অসাধারণৈঃ) ত্রিভিঃ পদ্ভিঃ (তপঃশৌচদয়ারূপৈঃ) দ্বিজদেবতার্থং (দেবব্রাহ্মণনিমিত্তং) নূনং (নিশ্চিতম্) ইদং চরাচরং (স্থাবরজঙ্গমাত্মকং বিশ্বং) ভৃতং (পালিতং ভবতি) সত্ত্বেন (সত্ত্বগুণেন উপলক্ষিতয়া) বরদয়া (বরদায়িন্যা) তন্বা (তন্বা, "ত্রিয়ম্বক" ইতিবৎ ইকো যণা ব্যবধানং) নঃ (অস্মাকং) তদভিঘাতি (ধর্ম্মপাদত্রয়ব্যাঘাতকং) রজস্তমশ্চ নিরস্য (দূরীকুরু) ॥ ২২ ॥

মূলানুবাদ।—হে ভগবন্! তুমি সত্যাদি যুগত্রয়েই সম্যক্ আবির্ভূত হইয়া থাক, তুমিই ধর্ম্মস্বরূপ, তপস্যা, শৌচ ও দয়া; ধর্ম্মের এই ত্রিপাদ দ্বারা তুমি নিশ্চয়ই চরাচর বিশ্ব রক্ষা করিতেছ। সম্প্রতি সত্ত্বগুণময়ী বরদায়িনী মূর্ত্তিতে তুমি আমাদের ধর্ম্মবিরোধী রজঃ ও তমোগুণ দূরীভূত কর ॥ ২২ ॥

শ্রীধরটীকা।—ধর্ম্মমূর্ত্তেশ্চ তদেবমুচিতমেবেত্যাহুঃ ধর্ম্মস্যেতি ত্রিভিঃ। ত্রিষ্বেব যুগেষাবির্ভবতীতি ত্রিযুগঃ। যদ্বা ত্রীণি যুগানি যুগলানি ষড়্গুণাঃ ভগবচ্ছব্দবাচ্যাঃ সন্ত্যস্যেতি ত্রিযুগঃ। হে ত্রিযুগ! ধর্ম্মরূপস্য তব ত্রিভিঃ পদ্ভিঃ স্বৈরসাধারণৈঃ তপঃশৌচদয়াদিভিঃ, সত্যস্য ধর্ম্মবিপ্লবেঽপি কলাবনুবর্ত্তমানত্বাৎ ত্রিভিরিত্যুক্তম্। ভৃতং পালিতম্। কিং কৃত্বা? নোঽস্মাকং বরদয়া সত্ত্বেন তন্বা তন্বা সত্ত্বমূর্ত্ত্যা। তদভিঘাতি তেষাং পাদানামভিঘাতকং রজশ্চ তমশ্চ নিরস্য নিরাকৃত্য দ্বিজানাং দেবতানাঞ্চ প্রয়োজনায় নূনং ভৃতম্। যদ্বা হিলোপে রূপং নিরস্যেতি। অস্মাকং তন্নিবর্ত্তয়েত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ।—বৃষঃ (ধর্ম্মস্বরূপঃ) ত্বং সসূনৃতেন (সত্যপ্রিয়বাক্যসহিতেন) অর্হণেন (অভিবাদনেন) যদি হ ("হ" ইতি উৎপ্রেক্ষায়াম্) আত্মগোপম্ (আত্মনা স্বেনৈব গোপ্যতে রক্ষ্যতে যৎ তৎ, স্বয়মেব রক্ষণীয়মিতি যাবৎ) দ্বিজোত্তমকুলং (বিপ্রবর্গং) ন তু গোপ্তা (রক্ষকো যদি ন ভবসি, গোপ্তেতি তৃণ্-প্রত্যয়ান্তং তথাচ তৎকর্ম্মণি "দ্বিজোত্তমকুলম্" ইত্যত্র ন ষষ্ঠী) [হে] দেব! তর্হি (তদা) তব শিবঃ পন্থাঃ (মঙ্গলময়ো বেদমার্গঃ) নঙ্ক্ষ্যত্যেব (বিনষ্ট এব ভবিষ্যতি) হি '(যস্মাৎ) লোকঃ (জনঃ) ঋষভস্য (শ্রেষ্ঠস্য তব) তৎ (তথাবিধসসূনৃতার্হণাদ্যাচরণং) অগ্রহীষ্যৎ (জগ্রাহ) ॥ ২৩ ॥

মূলানুবাদ।—হে ভগবন্! তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী হইয়াও নিজ রক্ষণীয় ব্রাহ্মণগণকে যদি সত্য প্রিয়বাক্য ও অর্চ্চনাদি দ্বারা রক্ষা না কর, তবে তোমার মঙ্গলময় বেদমার্গ বিনষ্টই হইবে; কারণ তুমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া লোকে তোমার আচরণকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছে ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—আত্মগোপং ত্বয়ৈব রক্ষণীয় দ্বিজোত্তমানাং কুলং যদি, হ স্ফুটং, ত্বং ন গোপ্তা রক্ষিতা। তৃণ্প্রত্যয়ান্তত্বাৎ ন ষষ্ঠীপ্রয়োগঃ। বৃষঃ শ্রেষ্ঠঃ। হে দেব! পন্থা বেদমার্গো নঙ্ক্ষ্যতি নাশং যাস্যতি। ঋষভস্য শ্রেষ্ঠস্য। হি যস্মাৎ তদনর্হণম্ অসূনৃতঞ্চ অগ্রহীষ্যৎ। তদুক্তং গীতাসু—"যদযদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্তত" ইতি ॥ ২৩ ॥

যং বানয়োর্দমমধীশ ভবান্ বিধত্তে বৃত্তিং নু বা তদনুমন্মহি নির্ব্ব্যলীকম্ ।
অস্মাসু বা য উচিতো ধ্রিয়তাং স দণ্ডো যেঽনাগসৌ বয়মযুঙ্ক্ষ্মহি কিল্বিষেণ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—সত্ত্বনিধেঃ (সত্ত্বগুণাকরস্য) জনায় ক্ষেমং (মঙ্গলং) বিধিৎসোঃ (বিধাতুমিচ্ছোঃ) নিজশক্তিভিঃ (স্বীয়শক্তিস্বরূপৈ রাজাদিভিঃ) উদ্ধৃতারেঃ (উন্মূলিতধর্ম্মপ্রতিপক্ষস্য) তে (তব) তৎ (বেদমার্গনাশনম্) অনভীষ্টমিব (ইবেতি লোকপ্রসিদ্ধৌ) ত্র্যধিপতেঃ (লোকত্রয়াধিনাথস্য) বিশ্বভর্ত্তুঃ (বিশ্বপালকস্য) তব এতাবতা (ধর্ম্মরক্ষারূপপ্রয়োজনেন) নতস্য (নম্রতাস্বীকারং কুর্ব্বতোঽপি) তেজঃ ন ক্ষতং (প্রভাবো ন ক্ষীণঃ) [তথাহি] সঃ (নম্রতাদিঃ) তে (তব) বিনোদঃ (লীলাবিলাসবিশেষ এব) ॥ ২৪ ॥

মূলানুবাদ—হে প্রভো ! তুমি সত্ত্বগুণের আকর, লোকের মঙ্গল বিধান করিতেই সর্ব্বদা তোমার অভিলাষ, সেইজন্যই তুমি শক্তিস্বরূপ রাজা প্রভৃতি দ্বারা ধর্ম্মবিরোধীদিগকে বিচলিত করিয়া থাক ; সুতরাং বেদমার্গ নষ্ট হওয়া যে তোমার বাঞ্ছিত নহে, ইহা সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ। তুমি ত্রিলোকের অধিপতি এবং বিশ্বের পালনকর্ত্তা হইয়াও ধর্ম্মরক্ষার জন্য যে নতি স্বীকার করিয়া থাক, ইহাতে তোমার প্রভাব হ্রাস হয় না, উহা তোমার এক প্রকার আমোদমাত্র ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরটীকা।—নশ্যত্বিতি চেত্তত্রাহুঃ । ।তদ্বেদমার্গনাশনম্, অনভীষ্টমিবেতি লোকোক্তিঃ ; সত্ত্বনিধিত্বাং জনায় ক্ষেমং বিধাতুমিচ্ছোঃ। অতএব নিজশক্তিভিঃ রাজাদিভিরুৎপাটিতধর্ম্মপ্রতিপক্ষস্য অতস্তব ব্রহ্মকুলেঽবনতির্যুক্তৈব। নন্বু মহতোঽল্পেষ্ববনতিস্তেজোহানিকরী ? তত্রাহুঃ। এতাবতা তু ধর্ম্মত্রাণপ্রয়োজনেন, অবনতস্য নমনং কৃতবতস্তব তেজঃ প্রভাবঃ ন ক্ষতং ন ক্ষীণং যতঃ স নমনাদিস্তে বিনোদঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ।—[হে] অধীশ। অনয়োঃ (জয় বিজয়য়োঃ সম্বন্ধে) যং বা দমং (অন্যবিধং দণ্ডং) নু বা (কিংবা) বৃত্তিম্ (অধিকাং জীবিকাং) ভবান্ বিধত্তে (সম্পাদয়িতুমিচ্ছতি) তৎ (তব চিকীর্ষিতং) নির্ব্যলীকম্ (অকাতরং যথা স্যাৎ তথা) অনুমন্মহি (অনুমোদয়ামঃ), বা (অথবা) উপচিতঃ (বলবান্) স দণ্ডঃ (অস্মদ্বিহিতো দণ্ডঃ) অস্মাসু ধ্রিয়তাং (পাত্যতাং) যে বয়ং নাগসৌ (নঞর্থক“ন”শব্দেন সহ আগঃশব্দস্য সমাসঃ নিরপরাধৌ ইতি ভদর্থঃ) কিল্বিষেণ (পাপেন অযুঙ্ক্ষ্মহি (যোজিতবন্তঃ) ॥ ২৫ ॥

মূলানুবাদ—হে প্রভো ! তুমি যদি এই দ্বারপালদ্বয়ের প্রতি অন্য কোনরূপ দণ্ড বিধান করিতে ইচ্ছা কর অথবা, যদি ইহাদের জীবিকাবৃদ্ধি করিয়া দিতে ইচ্ছা কর, তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নহে। আর ইহারা নিরপরাধ, অথচ আমরা অভিশাপ প্রদান করিয়াছি, এ অবস্থায় আমাদের প্রতিই সেই দণ্ড বিধান কর ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরটীকা—শাপাগ্রহং পরিত্যজ্য বিজ্ঞাপয়ন্তি। যং বা অন্যং দণ্ডং বিধাস্যতি ভবান্, বৃত্তিং নু অধিকাং জীবিকাং বা তৎসর্ব্বমনুমন্যামহে। যে বয়ং নিরপরাধাবেতৌ কিল্বিষেণ শাপেনাযুঙ্ক্ষ্মহি যোজিতবন্তঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ভগবান্ শ্রীহরি সনকাদি মুনিগণের সম্মুখে ব্রাহ্মণের বহুল প্রশংসাবাদ কীর্ত্তন করিয়া নানাপ্রকার বিনীত বাক্যে ভৃত্যদ্বয়ের অপরাধকে নিজ অপরাধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং অত্যন্ত অনুনয় সহকারে মুনিগণকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মুনিগণ তাঁহার ঐ সকল বাক্য শুনিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা মনে ভাবিলেন—ভগবান্ আমাদের প্রতি যে সকল গৌরবাতিশয্য প্রকাশক বাক্য প্রয়োগ করিলেন, ইহা কি সত্যই তাঁহার অন্তরের কথা ? আর এ সকল কথা কি সত্যই আমাদের গৌরব প্রকাশের জন্যই তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, অথবা বিরক্ত:হইয়া নিতান্ত অযোগ্য বিশেষণাদি

শ্রীভগবানুবাচ।

এতৌ সুরেতরগতিং প্রতিপদ্য সদ্যঃ সংরম্ভসম্ভৃতসমাধ্যনুবদ্ধযোগৌ।
ভূয়ঃ সকাশমুপযাস্যত আশু যো বঃ শাপো ময়ৈব নিমিতস্তদবেত বিপ্রাঃ॥ ২৬॥

দ্বারা আমাদের প্রতি আন্তরিক ঘৃণাই সূচনা করিলেন? কিছুই ত বুঝিতেছি না; ভগবান্ বলিয়াছেন—"সোঽহং ভবদ্ভ উপলব্ধসুতীর্থকীর্ত্তিঃ" "তোমাদের গুণেই আমি পবিত্র কীর্ত্তি লাভ করিয়াছি" ও "যৎসেবয়া চরণপদ্ম পবিত্ররেণুং" "তোমাদের সেবাগুণেই আমার চরণের ধুলি পবিত্র হইয়াছে" ইত্যাদি। সত্যই কি তাই? প্রেমময় শ্রীহরির কি আমরা এতই প্রিয়পাত্র যে, তিনি আমাদের মধ্যে এত গুণবত্তা উপলব্ধি করেন? অথবা তাঁহার প্রিয়ভক্ত ভৃত্যদ্বয়ের প্রতি অভিসম্পাত প্রদানে আন্তরিক বিরক্ত হইয়া ঐ সকল বাক্য ব্যাজস্তুতিরূপে প্রয়োগ করিলেন ইহাই কি বুঝিব? এইরূপ বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া ভক্তমুনিগণ নিজ নিজ হৃদয়ের সাক্ষ্যে স্থির করিলেন যে, শ্রীভগবানের কথাগুলি ব্যাজস্তুতিরূপে কথিত হয় নাই, তিনি সত্যই প্রীতি-সহকারে গৌরববুদ্ধিতে উহা বলিয়াছেন। মুনিগণ মনে মনে ইহা ধারণা করিলেও শ্রীভগবানের নিজমুখে পরিস্ফুট রূপে শুনিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষায় বলিতে লাগিলেন—হে প্রভো! ভগবান্! তোমার এই অর্থগৌরব-শালী গম্ভীর বাক্যসমূহের তাৎপর্য্য আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অন্য দেবতার কাছে ব্রাহ্মণ পূজ্য হইলেও তুমি যে সর্ব্বদেবশিরোমণি, সর্ব্বান্তর্য্যামী, পরমাত্মরূপী; সুতরাং তোমার কাছে আমরা "ব্রহ্ম দৈবং পরং হি মে" "ব্রাহ্মণ আমার পরম দেবতা" এইরূপ কথা শুনিয়া কি বুঝিব? হয়ত বা লোকশিক্ষার জন্য উত্তম আদর্শ রাখিবার উদ্দেশ্যে তুমি এইরূপ বিনয়, ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণসহকারে ব্রাহ্মণের গৌরব কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের অসামান্য মহিমা প্রকাশে বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য অক্ষুণ্ণভাবে বুঝাইবার জন্যই এই সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ। শুধু বাক্যপ্রয়োগ কেন, কার্য্যতঃও আমাদের প্রতি যথেষ্ট নম্রতাই প্রদর্শন করিয়াছ। হে ভগবন্! তুমি ত্রিলোকপূজ্য, পুরুষোত্তম্; তোমার আদর্শ সকলেরই অনুকরণীয়। তুমি স্বয়ংই ত গীতায় বলিয়াছ—"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥" "শ্রেষ্ঠগণ যাহা আচরণ করেন, সাধারণেও তাহাই আচরণ করিতে চেষ্টা করে, কারণ তাঁহাদের প্রামাণ্য লইয়াই সাধা-রণের প্রামাণ্য বুদ্ধি জন্মে"। এইজন্যই বুঝি বেদরক্ষক ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি, নম্রতা প্রভৃতি স্বয়ং প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্মরক্ষার পথ পরিষ্কার করিতেছ। যাহা হউক, তুমি ত্রিলোকের নাথ হইয়াও ধর্ম্মরক্ষার জন্য যতই দীনতা স্বীকার কর না কেন, তাহাতে তোমার মহিমা বৃদ্ধি পাওয়া ভিন্ন অণুমাত্রও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। হে প্রভো! তোমার ভৃত্যের প্রতি আমরা যে অভিশাপ প্রদান করিয়া অপরাধ করিয়াছি, তাহাতে তুমি আমাদের প্রতি সমুচিত দণ্ড প্রদান কর, কিংবা তোমার এই ভৃত্যদ্বয়ের দণ্ড তুমি অন্যথা কর, তোমার যেরূপ অভিপ্রায় তাহাই আমরা শিরোধার্য্য করিয়া লইতেছি॥ ১২—২৫॥

অন্বয়ঃ।—সংরম্ভসম্ভৃতসমাধ্যনুবদ্ধযোগৌ (সংরম্ভেণ ক্রোধাবেশেন সম্ভৃতঃ পরিপুষ্টঃ যঃ সমাধিঃ মদীয়ধ্যানপরিপাকঃ তেন অনুবদ্ধঃ দৃঢ়ীকৃত যোগঃ মৎপরিচর্য্যোপায়ো যাভ্যাং তৌ) এতৌ (দ্বারপালৌ) সদ্যঃ (অবিলম্বেনৈব) সুরেতরগতিম্ (আসুরীং যোনিং) প্রতিপদ্য (প্রাপ্য) ভূয়ঃ (পুনঃ) আশু (শীঘ্রং) সকাশং (মৎসমীপম্) উপযাস্যতঃ (আগমিষ্যতঃ) [হে] বিপ্রাঃ! (মুনয়ঃ!) বঃ (যুষ্মাকং) যঃ শাপঃ, তৎ (নপুংসকত্বেন প্রয়োগ আর্ষঃ, স শাপঃ) ময়ৈব নিমিতঃ (উৎপাদিতঃ) [ইতি] অবেত (জানীত)॥ ২৬॥

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে মুনিগণ! এই দ্বারপালদ্বয় অবিলম্বে অসুরযোনি প্রাপ্ত হইলে সেই অবস্থায় অত্যন্ত ক্রোধের বশে উহাদের চিত্তে আমার চিন্তা অতি প্রবল হইয়া উঠিবে বলিয়া

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

অথ তে মুনয়ো দৃষ্ট্বা নয়নানন্দভাজনম্।
বৈকুণ্ঠং তদধিষ্ঠানং বিকুণ্ঠঞ্চ স্বয়ম্প্রভম্ ॥ ২৭ ॥
ভগবন্তং পরিক্রম্য প্রণিপত্যানুমান্য চ।
প্রতিজগ্মুঃ প্রমুদিতাঃ শংসন্তো বৈষ্ণবীং শ্রিয়ম্ ॥ ২৮ ॥
ভগবাননুগাবাহ যাতং মা ভৈষ্টমস্তু শম্।
ব্রহ্মতেজঃ সমর্থোঽপি হন্তুং নেচ্ছে মতন্তু মে ॥ ২৯ ॥

তাহার ফলে আবার আমাকে সেবা করিবার উপায় দৃঢ় হইয়া উঠিবে; সুতরাং আবার শীঘ্রই আমার নিকটে আগমন করিবে সন্দেহ নাই। তোমরা যে শাপ প্রদান করিয়াছ, উহা আমারই রচিত বলিয়া জানিবে ॥ ২৬

শ্রীধরটীকা।—মৎকারিতত্বাচ্ছাপস্য যুষ্মাকং নাপরাধ ইত্যাশ্বাসয়ন্নাহ—এতৌ সত্ত্বঃ এব আসুরীং যোনিং প্রাপ্যাশু ভূয়ো মৎসমীপমাগমিষ্যতঃ। সংরম্ভেণ ক্রোধাবেশেন সম্ভৃতঃ সম্বদ্ধো যঃ সমাধিঃ একাগ্রতা তেনানুবদ্ধো দৃঢ়ীকৃতো যোগো যয়োঃ, হে বিপ্রাঃ। যো বঃ শাপঃ যুষ্মৎকৃতঃ শাপঃ, তদিতি সঃ, ময়ৈব নিমিত্তঃ নির্ম্মিতঃ ইত্যবেত জানীত ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ।—অথ (অনন্তরং) তে মুনয়ঃ (সনকাদয়ঃ) নয়নানন্দভাজনং (নেত্রোৎসবকরং) স্বয়ংপ্রভং (শুদ্ধসত্ত্বময়ত্বাৎ স্বপ্রকাশরূপং) বিকুণ্ঠং (শ্রীহরিং) তদধিষ্ঠানং (তস্য আবাসস্থানং) বৈকুণ্ঠঞ্চ দৃষ্টা প্রমুদিতাঃ (হৃষ্টাঃ সন্তঃ) ভগবন্তং (শ্রীহরিং) পরিক্রম্য (প্রদক্ষিণীকৃত্য) প্রণিপত্য (প্রণম্য) অনুমান্য চ (অনুমতিং গৃহীত্বা চ) বৈষ্ণবীং শ্রিয়ং (ভগবতঃ সমৃদ্ধিং) শংসন্তঃ (কীর্ত্তয়ন্তঃ) প্রতিজগ্মুঃ (গতবন্তঃ) ॥ ২৭।২৮ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,— অনন্তর সেই সনকাদি মুনিগণ নয়নের আনন্দদায়ক স্বতঃ প্রকাশমান শ্রীভগবান্ ও তাঁহার বৈকুণ্ঠধাম দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে ভগবান্‌কে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া এবং তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া তদীয় সমৃদ্ধির বিষয় কীর্ত্তন করিতে করিতে তথা হইতে গমন করিলেন ॥ ২৭।২৮ ॥

শ্রীধরটীকা।—নেত্রোৎসবজনকং বিকুণ্ঠং হরিং তন্নিবাসঞ্চ বৈকুণ্ঠং, স্বয়ম্প্রভং প্রকাশান্তরানপেক্ষসত্ত্বপরিণামত্বাৎ ॥ ২৭ ॥ অনুমান্য অনুজ্ঞাপ্য। পরিক্রম্য প্রদক্ষিণীকৃত্য ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ।—ভগবান্ (শ্রীহরিঃ) অনুগৌ (ভৃত্যৌ জয়বিজয়ৌ) আহ (কথিতবান্) যাতং (ইতো যুবাং শাপপ্রবর্ত্তিতং লোকং গচ্ছতং) মা ভৈষ্টং (ভীতৌ ন ভবতং) শং [যুবয়োঃ] (মঙ্গলম্) অস্তু, অহং ব্রহ্মতেজঃ হন্তুং (নাশয়িতুং) সমর্থোঽপি নেচ্ছে (নেচ্ছামি) তু (হি) মে মতং (যুবাং প্রতি তাদৃক্‌তেজঃপ্রকটনং মে অভিমতং) ॥ ২৯ ॥

মূলানুবাদ।—ভগবান্ শ্রীহরি, জয় ও বিজয় নামক সেই ভৃত্যদ্বয়কে বলিলেন—তোমরা যাও (শাপ অনুযায়ী জন্মলাভ কর) কোনও ভয় নাই, তোমাদের মঙ্গল হউক! আমি যদিও ব্রহ্মতেজঃ প্রতিরোধ করিতে পারি, তথাপি এ ক্ষেত্রে তাহা ইচ্ছা করি না; কারণ তোমাদের প্রতি ব্রাহ্মণগণের ঐরূপ তেজঃ প্রকাশ আমার অভিপ্রেত ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরটীকা।—ময়ৈব তু মতং সম্মতম্। ইদমত্র তত্ত্বং—যদ্যপি সনকাদীনাং ক্রোধো ন সম্ভবতি,

ময়ি সংরম্ভযোগেন নিস্তীর্য্য ব্রহ্মহেলনম্।
প্রত্যেষ্যতং নিকাশং মে কালেনাল্পীয়সা পুনঃ।
দ্বাঃস্থাবাদিশ্য ভগবান্ বিমানশ্রেণিভূষণম্।
সর্ব্বাতিশয়য়া লক্ষ্ম্যা জুষ্টং স্বং ধিষ্ণ্যমাবিশৎ ॥ ৩০ ॥

ন চ ভগবৎপার্ষদয়োঃ তয়োঃ ব্রাহ্মণপ্রাতিকুল্যং, ন চ ভগবতঃ স্বভক্তোপেক্ষা, ন চ বৈকুণ্ঠগতানাং পুনর্জ্জন্ম, তথাপি ভগবতঃ সিসৃক্ষাদিবৎ কদাচিৎ যুযুৎসা সমজনি ; তদান্যেষামল্পবলত্বাৎ স্বপার্ষদানাঞ্চ তুল্যবলত্বেঽপি প্রাতিপক্ষ্যানুপপত্তেঃ এতৌ এব ব্রাহ্মণনিবারণে প্রবর্ত্ত্য তেষু চ ক্রোধমুদ্দীপ্য তচ্ছাপব্যাজেন প্রতিপক্ষৌ বিধায় যুদ্ধকৌতুকং সম্পাদনীয়মিতি ভগবতৈব ব্যবসিতম্, অতঃ সর্ব্বং সংগচ্ছতে ; তদিদমুক্তং—শাপো ময়ৈব নিমিত ইতি, মা ভৈষ্টমস্তু শমিতি, হন্তুং নেচ্ছে মতং তু মে ইত্যাদি চ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ।—ময়ি সংরম্ভযোগেন (সংরম্ভঃ ক্রোধাবেশঃ তদ্ধেতুকো যো যোগঃ চিত্তৈকাগ্র্যং তেন হেতুনা) ব্রহ্মহেলনং (ব্রাহ্মণাপমানজনিতাং পাপং) নিস্তীর্য্য (উত্তীর্য্য) অল্পীয়সা (অল্পতরেণৈব) কালেন পুনঃ মে নিকাশং (মম সমীপং) প্রত্যেষ্যতম্ (আর্ষোঽয়ং প্রয়োগঃ, প্রত্যাগমিষ্যথ ইত্যর্থঃ) ভগবান্ (শ্রীহরিঃ) দ্বাঃস্থৌ (দ্বারপালৌ জয়-বিজয়ৌ) [ইতি] আদিশ্য (উক্তরূপেণ সন্দিশ্য) বিমানশ্রেণিভূষণং (রথশ্রেণীসুশোভিতং) সর্ব্বাতিশয়য়া (অসাধারণ্যা) লক্ষ্ম্যা (শোভয়া) জুষ্টং (পরিব্যাপ্তং) স্বং ধিষ্ণ্যং (স্ববাসগৃহম্) আবিশৎ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ৩০ ॥

মূলানুবাদ।—আমার প্রতি ক্রোধবশতঃ (তোমাদের) যে একাগ্রতা জন্মিবে, তাহাতেই তোমরা ব্রাহ্মণের অপমানজনিত পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অতি স্বল্পকাল মধ্যেই আবার আমার নিকটে ফিরিয়া আসিতে পারিবে। ভগবান্ দ্বারপালকদ্বয়কে এই প্রকার আদেশ করিয়া রথশ্রেণীসুশোভিত অসাধারণ শোভাসম্পন্ন নিজ বাসভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরটীকা।—প্রত্যেষ্যতং প্রত্যেষ্যথঃ, নিকাশং সমীপম্ ॥ ৩০ ॥

শ্রীভাগবতভাবভবর্ষিণী।—সনকাদি মুনিগণের ঐ সকল অনুনয়পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা আমার ভৃত্যযুগলের প্রতি যে অভিশাপ প্রদান করিয়াছ, ঐ অভিশাপ আমারই ইচ্ছায় সম্পাদিত হইয়াছে ; সুতরাং তোমাদের কি অপরাধ ? এই ভৃত্যদ্বয় অচিরেই অসুরযোনিপ্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার প্রতি শত্রুতার প্রাবল্যে ক্রোধাতিশয়নিবন্ধন তৎকালে ইহাদের মন সর্ব্বদাই আমার বিষয়ে ভাবনাপরায়ণ হইবে, সুতরাং সেই একনিষ্ঠ ভাবনার ফলে ইহারা শীঘ্রই আবার আমার নিকট আসিতে পারিবে। অতএব তোমার আশ্বস্ত হও। শ্রীভগবানের এইরূপ আশ্বাস বাক্যে মুনিগণ আশ্বস্ত হইয়া সানন্দে শ্রীবৈকুণ্ঠধামের শোভা নিরীক্ষণ করিলেন, তাহারপর শ্রীভগবান্‌কে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং বিদায় প্রার্থনা জানাইলেন। ভগবান্ তাঁহাদিগকে যাইবার অনুমতি দিলে তাঁহারা বৈকুণ্ঠধামের অনুপম শোভা-সমৃদ্ধির কথা কথোপকথন করিতে করিতে তথা হইতে গমন করিলেন। তখন শ্রীভগবান্ জয়-বিজয়কে বলিলেন—যাও, তোমরা ব্রহ্মশাপ অনুযায়ী জন্মগ্রহণ কর, কোন ভয় নাই, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমাদের মঙ্গল হইবে। অবশ্য এই ব্রাহ্মণগণের অভিশাপ আমি খণ্ডন করিতে পারি, কিন্তু তাহা করিব না, কারণ এ অভিশাপ আমার অভিপ্রেত। যাহা হউক, তোমরা অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার প্রতি প্রবল বৈরিভাবে অত্যন্ত ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদাই আমার বিষয়ে চিন্তা করিতে

তৌ তু গীর্ব্বাণবৃষভৌ দুস্তরাদ্ধরিলোকতঃ ।
হতশ্রিয়ৌ ব্রহ্মশাপাদ্ভূতাং বিগতস্ময়ৌ ॥৩১ ॥
তদা বৈকুণ্ঠধিষণাত্তয়োর্নিপতমানয়োঃ ।
হাহাকারো মহানাসীদ্বিমানাগ্র্যেষু পুত্রকাঃ ॥ ৩২

থাকিবে। সেই একনিষ্ঠ চিন্তার ফলে তোমাদের এই ব্রাহ্মণাপমানজনিত পাপ অতি অল্পকালেই ক্ষয় হইবে, সুতরাং অচিরেই আবার আমার নিকটে আসিতে পারিবে।

এখন এই প্রস্তাব সম্পর্কে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে—জয় ও বিজয় বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল, ইহা তাহাদের অবশ্য অসাধারণ সুকৃতির ফল; কিন্তু তেমন সুকৃতিশালী ব্যক্তির আবার হঠাৎ ব্রাহ্মণের অপমানে প্রবৃত্তি হইল কেন? শ্রীভগবানের ভৃত্য হইয়াও কেন তাহাদের ভাগ্যে ব্রহ্মদণ্ড নিপতিত হইল? আর সনক প্রভৃতি জীবন্মুক্ত ঋষি, যাঁহারা সশরীরে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতেও সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদেরই বা এরূপ অভিশাপপ্রদানে প্রবৃত্তি হইল কেন? শ্রীভগবানের সেই নিত্যানন্দময় ধাম শ্রীবৈকুণ্ঠ, "যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম" "যেখানে গেলে আর ফিরিতে হয় না অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না, সেই আমার পরম ধাম" যাহা ভগবান্ গীতায় নিজমুখে উল্লেখ করিয়াছেন, সেই বৈকুণ্ঠ ধামের পরিচারক জয় বিজয়ের আবার অসুরজন্ম গ্রহণ করিতে হইল, ইহাই বা কিরূপে সম্ভব? এই সকল আশঙ্কার সমাধান করিতে হইলে মূলের দিকে একটু ভালরূপ লক্ষ্য করিতে হইবে। মূলে ভগবানের উক্তি আছে "শাপো ময়ৈব নিমিতঃ" "মা ভৈষ্টং" "শম্ অস্তু" "মতং তু মে"। ইহাতে প্রথম কথা হইল—সনকাদি মুনিগণ যে অভিশাপ দিয়াছেন—"তোমরা অধম যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে" এ অভিশাপ ভগবান্ নিজেই বিধান করিয়াছেন বলিয়া তিনি নিজমুখে উল্লেখ করিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে "সিসৃক্ষা" "সঞ্জিহীর্ষা" প্রভৃতি শ্রীভগবানের বৃত্তি বিশেষ যেমন কাল অনুসারে প্রকটিত হইয়া থাকে, সেইরূপ কালক্রমে কদাচিৎ তাঁহার "যুযুৎসা" অর্থাৎ যুদ্ধ করিবার ইচ্ছারূপ বৃত্তি প্রকটিত হইল, অথচ অন্য সকলে অল্পবল, বৈকুণ্ঠবাসিগণ সমবল হইলেও কেহই বিরুদ্ধপক্ষীয় নহেন, সুতরাং সেই যুযুৎসা পূরণ হইবার উপায় কি? তখন সেই অচিন্ত্য মহিমময় শ্রীভগবান্ স্থির করিলেন যে—এই দ্বারপালদ্বয় অসীম বলশালী, অথচ আমার প্রাণাধিক প্রিয় ভক্ত, ইহাদিগকে প্রতিপক্ষ করিয়া আমার যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা মিটাইব; ইহারাও পরম ভক্ত, সুতরাং আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণে অতি আনন্দই লাভ করিবে, তবে এই প্রতিপক্ষভাব সংঘটনের মধ্যে লৌকিক শিক্ষোপযোগী কিছু নিমিত্ত অবশ্যই প্রদর্শন করিতে হইবে। এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া শ্রীভগবান্ তাঁহার ইচ্ছাশক্তির অসীম প্রভাবে এই সকল ব্যাপার সংঘটিত করিয়াছেন ও এই জন্যই বলিয়াছেন—"মতং তু মে" "ঐ ব্রহ্মদণ্ডভোগ আমার অভিপ্রেত" সুতরাং "মা ভৈষ্টং" "তোমরা ভীত হইও না" "শম্ অস্তু" "তোমাদের মঙ্গল হইবে"। বিশ্বপ্রপঞ্চের সকলকে লইয়াই লীলাময়ের অবিরাম লীলা চলিতেছে, তাহার উপর ভক্ত লইয়া তাঁহার যে সকল লীলা সংসাধিত হয়, তাহাই অতি অপূর্ব্ব অতি মধুর ॥ ২৬— ০ ॥

অন্বয়ঃ।—গীর্ব্বাণবৃষভৌ (দেবপ্রবরৌ) তৌ তু (জয় বিজয়ৌ) তু দুস্তরাৎ (অনতিক্রমণীয়াৎ) ব্রহ্মশাপাৎ (হেতৌ পঞ্চমী) হরিলোকতঃ (বৈকুণ্ঠলোকাদেব) হতশ্রিয়ৌ (দুঃখেন ম্লানমূর্ত্তি) বিগতস্ময়ৌ চ (গর্ব্বরহিতৌ চ) অভূতাম্ ॥৩১॥

মূলানুবাদ।—অনন্তর সেই জয় ও বিজয় নামক শ্রেষ্ঠ দেবতাদ্বয় অলঙ্ঘনীয় ব্রহ্মশাপের প্রভাবে বৈকুণ্ঠলোক হইতেই দুঃখে নিতান্ত ম্লানমূর্ত্তি ও গর্ব্বশূন্য হইলেন ॥ ৩১ ॥

তাবেব হ্যধুনা প্রাপ্তৌ পার্ষদপ্রবরৌ হরেঃ।
দিতের্জঠরনির্ব্বিষ্টং কাশ্যপং তেজ উল্বণম্ ॥ ৩৩ ॥
তয়োরসুরয়োরদ্য তেজসা যময়োর্হি বঃ।
আক্ষিপ্তং তেজ এতর্হি ভগবংস্তদ্বিধিৎসতি ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বস্য যঃ স্থিতিলয়োদ্ভবহেতুরাদ্যো যোগেশ্বরৈরপি দুরত্যয়যোগমায়ঃ।
ক্ষেমং বিধাস্যতি স নো ভগবাংস্ত্র্যধীশ,-স্তত্রাস্মদীয়বিমৃশেন কিয়ানিহার্থঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতয়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে জয়বিজয়ভ্রংশোনাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—দুস্তরাদ্‌ব্রহ্মশাপাৎ হরিলোকতঃ পতন্তাবিতি শেষঃ। হরিলোকত এব হতশ্রিয়াবভূতামিতি বা। বিগতস্ময়ৌ নষ্টগর্ব্বৌ চ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ।—পুত্রকাঃ (হে বৎসাঃ দেবাঃ!) তদা বিকুণ্ঠধিষণাৎ (বিকুণ্ঠস্য ধিষণং স্থানং বৈকুণ্ঠধাম ইতি যাবৎ, তস্মাৎ) তয়োঃ (জয়-বিজয়য়োঃ) নিপতমানয়োঃ (পততোঃ সতোঃ) বিমানাগ্র্যেষু (সত্যলোকাদিস্থিতরথশ্রেষ্ঠেষু) মহান্ হাহাকারঃ আসীৎ ॥ ৩২ ॥

মূলানুবাদ।—বৎস দেবগণ! যখন সেই দ্বারপালদ্বয় বৈকুণ্ঠলোক হইতে পতিত হয়, তখন শ্রেষ্ঠ রথসমূহে অত্যন্ত হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইল ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরটীকা।—বিকুণ্ঠস্য ধিষণাৎ স্থানাৎ। পুত্রকাঃ হে দেবাঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ।—হরেঃ পার্ষদপ্রবরৌ (অনুচরশ্রেষ্ঠৌ) তাবেব হি (জয়-বিজয়ৌ এব হি) অধুনা দিতেঃ জঠরনির্ব্বিষ্টং (গর্ভপ্রবিষ্টং) উল্বণং (দীপ্তং) কাশ্যপং তেজঃ (কশ্যপস্য বীর্য্যং) প্রাপ্তৌ (স্বদেহরূপেণাশ্রিতবন্তৌ) ॥ ৩৩ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবানের সেই প্রধান ভৃত্যদ্বয়ই সম্প্রতি দিতির গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া অতি প্রদীপ্ত কশ্যপের বীর্য্যকে নিজ নিজ সৃষ্টির উপাদানরূপে আশ্রয় করিয়াছেন ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—কাশ্যপং তেজো বীর্য্যং প্রাপ্তৌ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ।—অদ্য (অধুনা) যময়োঃ (যুগপদ্‌গর্ভপ্রবিষ্টয়োঃ) অসুরয়োঃ (অসুরত্বপ্রাপ্তয়োঃ) তয়োর্হি (ভগবৎপার্ষদয়োরেব) তেজসা (প্রভাবেণ) বঃ (যুষ্মাকং) তেজঃ আক্ষিপ্তম্ (অভিভূতম্) এতর্হি (সম্প্রতি) ভগবান্ (শ্রীহরিরেব) তৎ (তথাবিধং ব্যাপারং) বিধিৎসতি (বিধাতুমিচ্ছতি) ॥ ৩৪ ॥

মূলানুবাদ।—তাহারা দিতির গর্ভে যুগপৎ প্রবেশ করিয়া অসুরভাবাপন্ন হইয়াছে, তাহাদের প্রভাবেই সম্প্রতি তোমাদের তেজঃ পরাভূত হইতেছে। এখন এইরূপ ঘটনা শ্রীভগবানেরই অভিপ্রেত ॥ ৩৪॥

শ্রীধরটীকা।—সহৈব গর্ভে প্রবিষ্টৌ যমৌ তয়োস্তেজসা বস্তেজঃ আক্ষিপ্তং তিরস্কৃতং; ন চাত্র প্রতিনিধিঃ শক্যঃ, যত এতর্হি ইদানীং ভগবানেব তদেবং বিধাতুমিচ্ছতি ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ।—আদ্যঃ (আদিপুরুষঃ) যঃ (ভগবান্) বিশ্বস্য (জগতঃ) স্থিতিলয়োদ্ভবহেতুঃ (সৃষ্টিস্থিতিবিনাশকারণস্বরূপঃ) যোগেশ্বরৈরপি (শঙ্করাদিভিরপি) দুরত্যয়যোগমায়ঃ (দুরত্যয়া অলঙ্ঘ্যা যোগমায়া স্বরূপশক্তির্যস্য তথাবিধঃ যো ভবতি) ত্র্যধীশঃ (গুণত্রয়াধিপতিঃ) স ভগবান্ নঃ (অস্মাকং)

ক্ষেমং (মঙ্গলং) বিধাস্যতি (সম্পাদয়িষ্যতি) তত্র (তস্মিন্ বিষয়ে) অস্মদীয়বিমৃশেন (অস্মাকং চিন্তয়া) ইহ (অস্মিন্ সময়ে) কিয়ান্ অর্থঃ? (কিং ফলং স্যাৎ? ন কিমপীতি ভাবঃ)॥ ৩৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

মূলানুবাদ:—যে-আদিপুরুষ এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের সর্ব্বময় কর্ত্তা, যাঁহার মায়াশক্তি মহেশ্বরাদি পরমযোগিবৃন্দেরও অলজ্ঘ্য, সেই ত্রিগুণাধিপতি শ্রীভগবান্ই আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন। এ বিষয়ে সম্প্রতি আমাদের চিন্তা করিয়া ফল কি? ৩৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

শ্রীধরটীকা:—তথাপি কোঽপ্যুপায়ো বিচার্য্যতামিতি চেত্তত্রাহ বিশ্বস্যেতি। ত্রয়াণাং গুণানাম্। অধীশঃ স এব সত্ত্বোৎকর্ষকালে নঃ ক্ষেমং বিধাস্যতি। বিমৃশেন বিমর্শনেন॥ ৩৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী:—সন্ধ্যার সময়ে কশ্যপমুনির সংযোগে দিতির গর্ভধারণ ও ক্রমশঃ শতবৎসর পর্য্যন্ত দিতি সেই গর্ভস্থ সন্তান প্রসব না করিয়া অবস্থান করায় গর্ভের অত্যধিক পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অসাধারণ তেজঃপ্রকটন এবং সেই তেজে অভিভূত হইয়া দেবগণ ব্রহ্মার নিকট গমন করায় ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দিতির এই গর্ভবৃত্তান্তের রহস্য কথনারম্ভ সমস্তই পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মা জয়-বিজয় ও সনকাদি মুনিগণের ঘটনা উল্লেখ করিয়া দেবগণকে সেই রহস্য বুঝাইয়া সম্প্রতি তাহার উপসংহার করিয়া বলিলেন—"হে দেবগণ! সেই ব্রহ্মশাপাহত ভগবদ্ভৃত্য জয়-বিজয় যখন বৈকুণ্ঠভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হইল, তখন বৈকুণ্ঠলোকাদিতে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। যাহা হইক, সেই অভিশপ্ত জয় বিজয়ই কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছে"। ভগবান্ স্বীয় যুদ্ধবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য যে এইরূপ সংঘটন করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তাঁহার এই লীলাপ্রকটনে লৌকিক নিমিত্তগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাহাও লক্ষ করিবার বিষয়। ব্রাহ্মণের চিরন্তন অসাধারণ গৌরব, তাহার লঙ্ঘনে বৈকুণ্ঠবাসীরও অধঃপতন, অথচ ভক্তপ্রাণ ভগবান্ তাহাদের ভক্তি-গুণের পুরস্কার দিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তুত; লৌকিক দৃষ্টিতে যাহা ব্রহ্মশাপ ও অধঃপতন বলিয়া আমরা মনে করিতেছি, তাহার মধ্যে আবার শ্রীভগবানের স্বীয় তৃপ্তিকর রহস্য নিহিত থাকিয়া কিরূপে ভক্তজনের সেবাবৃত্তির মঙ্গলময় ফল সম্পাদিত করে, তাহা এই ঘটনায় অতি বিচিত্ররূপে প্রকটিত হইয়াছে। অতুল সমৃদ্ধিশালী বৈকুণ্ঠধামে সাক্ষাৎসম্বন্ধে শ্রীভগবানের পরিচর্য্যায় লিপ্ত থাকিয়াও জয়-বিজয় প্রভুর বাসনামাত্রে তাহা পূরণ করিবার জন্য অকাতরে সমস্ত উৎকর্ষ ভুলিয়া তাঁহার সেবার জন্য লোকনিন্দিত শত্রুভাবগ্রহণেও কুণ্ঠিত নহেন, শুধু এইমাত্র প্রার্থনা করিয়াছেন, "মা বোঽনুতাপকলয়া ভগবৎস্মৃতিঘ্নো মোহো ভবেদিহ তু নৌ ব্রজতোরধোঽধঃ" "আপনাদের অপমান করিয়াছি, সুতরাং আপনারা অভিসম্পাত করিয়াছেন, তাহাতে অধম হইতে অধমতর গতিলাভ করিতে হইলেও দুঃখ নাই, কিন্তু তখনও শ্রীভগবানের স্মৃতিটুকু যেন আমরা না হারাই, মোহ যেন আমাদিগকে আক্রমণ না করে"। জয়-বিজয়ের এই সকল উক্তি ব্রহ্মা অতি মধুরভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন ও পরিশেষে দেবগণকে সান্ত্বনা দিতেছেন যে, শ্রীভগবানের এই সকল লীলারহস্য তাঁহারই ইচ্ছায় সাধিত হইতেছে, ইহাতে আমাদের বিচলিত হইয়া কোনও ফল নাই॥ ৩১—৩৫।

ইতি শ্রীধামশান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদগোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং শ্রীতারানাথশর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী নাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং তৃতীয়স্কন্ধে ষোড়শোধ্যায়ঃ॥ ১৬।

তৃতীয় স্কন্ধঃ।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

নিশম্যাত্মভুবা গীতং কারণং শঙ্কয়োজ্‌ঝিতাঃ।
ততঃ সর্ব্বে ন্যবর্ত্তন্ত ত্রিদিবায় দিবৌকসঃ॥ ১॥
দিতিস্তু ভর্ত্তুরাদেশাদপত্যপরিশঙ্কিনী।
পূর্ণে বর্ষশতে সাধ্বী পুত্রৌ প্রসুষুবে যমৌ॥ ২॥
উৎপাতা বহবস্তত্র নিপেতুর্জায়মানয়োঃ।
দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ লোকস্যোরুভয়াবহাঃ॥ ৩॥

অন্বয়ঃ।—আত্মভূবা (ব্রহ্মণা) গীতং (কীর্ত্তিতং) কারণং (দিতের্গর্ভপ্রভাবহেতুং) নিশম্য (শ্রুত্বা) শঙ্কয়া উজ্‌ঝিতাঃ (শঙ্কারহিতাঃ সন্তঃ) সর্ব্বে দিবৌকসঃ (দেবাঃ) ততঃ (বৈকুণ্ঠাৎ) ত্রিদিবায় (স্বর্গং প্রতি) ন্যবর্ত্তন্ত (গতবন্তঃ)॥ ১॥

মূলানুবাদ।—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—ব্রহ্মার বর্ণিত সমস্ত কারণ শ্রবণ করিয়া দেবতাগণ নিঃশঙ্কচিত্তে বৈকুণ্ঠ হইতে স্বর্গাভিমুখে গমন করিলেন॥ ১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।—

ততঃ সপ্তদশে জন্ম তয়োর্লোকভয়ঙ্করম্। হিরণ্যাক্ষপ্রভাবশ্চ বর্ণ্যতে দিগ্‌জয়েঽদ্ভুতঃ॥
ক্ষেমং বিধাস্যতীতি ব্রহ্মবচনাৎ শঙ্কয়া ত্যক্তাঃ॥ ১॥

অন্বয়ঃ।—সাধ্বী (পতিব্রতা) [অতএব] ভর্ত্তুঃ (কশ্যপস্য) আদেশাৎ (লোকান্ সপালাংস্ত্রীংশ্চণ্ডি মুহুরাক্রন্দয়িষ্যত ইতি বাক্যাৎ) অপত্যপরিশঙ্কিনী (অপত্যাভ্যাং দেবতোপদ্রবমাশঙ্কমানা) দিতিস্তু বর্ষশতে পূর্ণে (সতি) যমৌ পুত্রৌ (যমপুত্রদ্বয়ং) প্রসুষুবে (প্রসূতবতী)॥ ২॥

মূলানুবাদ।—পতিব্রতা দিতি স্বামীর বাক্যানুসারে নিজ সন্তান হইতে দেবতাদিগের উপদ্রব আশঙ্কা করিতেছিলেন; গর্ভাবস্থায় শতবৎসর অতীত হইয়া গেল, তাহারপর তিনি দুইটি যমজপুত্র প্রসব করিলেন॥ ২॥

শ্রীধরটীকা।—ভর্ত্তুরাদেশাৎ—লোকান্ সপালাংস্ত্রীংশ্চণ্ডি মুহুরাক্রন্দয়িষ্যত ইতি বাক্যাৎ। স্বাপত্যাভ্যাং পরিশঙ্কিনী দেবোপদ্রবং শঙ্কমানা॥ ২॥

অন্বয়ঃ।—তত্র (তয়োঃ সন্তানয়োঃ) জায়মানয়োঃ (উৎপদ্যমানয়োঃ সতোঃ) দিবি (স্বর্গে) ভুবি (মর্ত্ত্যে) অন্তরীক্ষে চ (আকাশে চ) লোকস্য উরুভয়াবহাঃ (অত্যন্তভয়জনকাঃ) বহব উৎপাতাঃ (উপদ্রবাঃ) নিপেতুঃ (বভূবুঃ)॥ ৩॥

সহাচলা ভুবশ্চেলুর্দিশঃ সর্ব্বাঃ প্রজজ্বলুঃ ।
সোল্কাশ্চাশনয়ঃ পেতুঃ কেতবশ্চার্ত্তিহেতবঃ ॥ ৪ ॥
ববৌ বায়ুঃ সুদুঃস্পর্শঃ ফেৎকারানীরয়ন্মুহুঃ ।
উন্মূলয়ন্নগপতীন্ বাত্যানীকো রজোধ্বজঃ ॥ ৫ ॥
উদ্ধসত্তড়িদম্ভোদঘটয়া ন্যষ্টভাগণে ।
ব্যোম্নি প্রবিষ্টতমসা ন স্ম ব্যাদৃশ্যতে পদম্ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ।—যখন সেই সন্তানদ্বয় জন্মিল, তখন স্বর্গে, মর্ত্ত্যে ও আকাশে লোকের অত্যন্ত ভয়সূচক নানাপ্রকার উপদ্রব উপস্থিত হইল ॥ ৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—তত্র তদা নিপেতুঃ উদ্বভূবুঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।—সহাচলাঃ (সপর্ব্বতাঃ) ভুবঃ (ভূমিভাগাঃ) চেলুঃ (কম্পিতা বভূবুঃ) সর্ব্বা দিশঃ প্রজজ্বলুঃ (প্রজ্বলিতা বভুবুঃ) সোল্কাঃ অশনয়ঃ (উল্কাসহিতানি বজ্রাণি) পেতুঃ (পতিতবন্তঃ) আর্ত্তিহেতবঃ (লোকপীড়কাঃ) কেতবশ্চ (ধূমকেতুপ্রভৃতয়শ্চ) [প্রাদুর্ভূতা ইতি শেষঃ] ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ।—পর্ব্বতসহ ভূমণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল, দিক্‌সমূহ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, ল্কা ও বজ্র পতিত হইতে লাগিল, লোকের অমঙ্গলকারী ধূমকেতু প্রভৃতি উদিত হইল ॥ ৪ ॥

শ্রীধরটীকা।—অচলৈঃ সহিতা ভুবঃ ভূপ্রদেশাঃ। কেতবঃ উদয়াঞ্চক্রুরিতি শেষঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।—মুহুঃ (বারং বারং) ফেৎকারান্ (বায়বীয়তীব্রশব্দবিশেষান্) ঈরয়ন্ (সম্পাদয়ন্) নগপতীন্ (মহাবৃক্ষান্) উন্মূলয়ন্ (উৎপাটয়ন্) বাত্যানীকঃ (বাত্যা প্রবলবাতাবলী এব অনীকং সৈনিকং যস্য সঃ) রজোধ্বজঃ (রজাংসি ধূলয় এব ধ্বজো যস্য সঃ) সুদুঃস্পর্শঃ (অসহনীয়তীব্রস্পর্শসম্পন্নঃ) বায়ুঃ ববৌ (প্রবাহিতো বভূব) ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ।—অসহনীয় তীব্রস্পর্শযুক্ত বায়ু ফেৎকারশব্দ করিতে করিতে বড় বড় বৃক্ষ সকল উৎপাটন করত প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রবলঝটিকা তাহার সৈন্য, আর ধূলিরাশি তাহার ধ্বজাস্বরূপ হইয়াছিল ॥ ৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—ফেৎকারানিতি তীব্রবায়ুশব্দানুকরণম্ নগপতীন্ মহাবৃক্ষান্। বাত্যা এবানীকং যস্য। রজ এব ধ্বজো যস্য ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।—উদ্ধসত্তড়িদম্ভোদঘটয়া (উচ্চৈর্হসন্ত্যঃ দীপ্যমানাঃ তড়িতো যত্র তথাবিধা যা অম্ভোদঘটা মেঘসমূহঃ তয়া) নষ্টভাগণে (নষ্টঃ বিদূরিতঃ ভাগণঃ সূর্য্যাদিপ্রভাসমূহো যত্র তস্মিন্) ব্যোম্নি (আকাশে) প্রবিষ্টতমসা (আবির্ভূতান্ধকারেণ) পদং (কিঞ্চিন্মাত্রমপি স্থানং) ন ব্যাদৃশ্যতে স্ম ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ।—নিবিড় মেঘসমূহে আকাশ পরিব্যাপ্ত হইল। তাহাতে উচ্চহাস্যের ন্যায় বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইতেছিল বটে, কিন্তু মেঘাড়ম্বরে সূর্য্যাদির প্রভাসকল একেবারে নষ্ট হওয়ায় গাঢ় অন্ধকার উপস্থিত হইল ; তাহাতে কিছুমাত্র স্থান দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না ॥ ৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—উচ্চৈর্হসন্ত্য ইব তড়িতো যেষু তেষামম্ভোদানাং ঘটয়া সমূহেন নষ্টো ভাগণঃ সূর্য্যাদিপ্রভাসমূহো যস্মিন্। পদং স্থানম্। ন ব্যাদৃশ্যতে স্ম ঈষদপি নাদৃশ্যত ॥ ৬ ॥

চুক্রোশ বিমনা বার্দ্ধিরুদূর্ম্মিঃ ক্ষুভিতোদরঃ।
সোদপানাশ্চ সরিতশ্চুক্ষুভুঃ শুষ্কপঙ্কজাঃ ॥ ৭ ॥
মুহুঃ পরিধয়োঽভূবন্ সরাহ্বোঃ শশিসূর্য্যয়োঃ।
নির্ঘাতা রথনির্হ্রাদা বিবরেভ্যঃ প্রজজ্ঞিরে ॥ ৮ ॥
অন্তর্গ্রামেষু মুখতো বমন্ত্যো বহ্নিমুল্বণম্।
শৃগালোলূকটঙ্কারৈঃ প্রণেদুরশিবাঃ শিবাঃ ॥ ৯ ॥
সঙ্গীতবদ্রোদনবদুন্নময্য শিরোধরাম্।
ব্যমুঞ্চন্ বিবিধা বাচো গ্রামসিংহাস্ততস্ততঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।—উদূর্ম্মিঃ (উত্তালতরঙ্গাকুলঃ) ক্ষুভিতোদরঃ (ক্ষুভিতাঃ ব্যাকুলা উদরস্থা মকরাদয়ো যত্র সঃ) বার্দ্ধিঃ (সমুদ্রঃ) বিমনাঃ (উন্মনস্ক ইব) চুক্রোশ (গর্জ্জিতবান্) সোদপানাঃ (উদপানৈঃ কূপবাপী-প্রভৃতিভিঃ সহ বর্ত্তমানাঃ) সরিতঃ (নদ্যঃ) শুষ্কপঙ্কজাঃ (শুষ্কাণি পঙ্কজানি পদ্মানি যাসু তাঃ তথাবিধাঃ সত্যঃ) চুক্ষুভুঃ (ক্ষুব্ধা বভূবুঃ) ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ।—সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল; তাহার অভ্যন্তরস্থ মকরাদি জীবগুলি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল; কূপ, তড়াগ ও নদী প্রভৃতি নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইতে লাগিল; তাহাদের মধ্যে পদ্মসকল শুষ্ক হইয়া গেল ॥ ৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—বার্দ্ধিঃ সমুদ্রঃ। বিমনা ইব উদ্গতা উর্ম্ময়ো যস্মাৎ। ক্ষুভিতা উদরস্থা মকরাদয়ো যস্মিন্; উদপানৈর্বাপীকূপাদিভিঃ সহিতাঃ শুষ্কাণি পঙ্কজানি যাসু ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃঃ—সরাহ্বোঃ (রাহুগ্রস্তয়োঃ) শশিসূর্য্যয়োঃ মুহুঃ (বারং বারং) পরিধয়ঃ (পরিবেশাঃ) অভূবন্ (বভূবুঃ) নির্ঘাতাঃ (মেঘং বিনৈব তত্তুল্যগর্জ্জনানি) বিবরেভ্যঃ (পর্ব্বতগুহাভ্যঃ) রথনির্হ্রাদাঃ (রথনির্ঘোষবৎশব্দবিশেষাশ্চ) প্রজজ্ঞিরে (সঞ্জাতাঃ) ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ।—চন্দ্র ও সূর্য্য পুনঃ পুনঃ রাহুগ্রস্ত হইতে লাগিল; তাহাদের চতুর্দ্দিকে অমঙ্গলসূচক পরিধি (মণ্ডলাকার চিহ্ন) উদিত হইল; বিনা মেঘে গর্জ্জন আরম্ভ হইল; পর্ব্বতের গহ্বর হইতে রথ-শব্দের ন্যায় শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৮ ॥

শ্রীধরটীকা।—পরিধয়ঃ পরিবেশাঃ। সরাহ্বোঃ রাহুগ্রস্তয়োঃ। নির্ঘাতা নিরভ্রগর্জ্জিতানি। রথনির্হ্রাদতুল্যা ধ্বনয়ঃ বিবরেভ্যঃ গিরিগুহাভ্যঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃঃ—অন্তর্গ্রামেষু (গ্রামাভ্যন্তরেষু) অশিবাঃ (অমঙ্গলসূচকিাঃ) শিবাঃ (শৃগালাঃ) মুখতঃ (মুখৈঃ) উল্বণং (প্রদীপ্তং) বহ্নিং বমন্ত্যঃ (উদ্‌গিরন্ত্যঃ) শৃগালোলূকটঙ্কারৈঃ (শৃগালানাং পেচকানাঞ্চ ধ্বনিভিঃ সহ) প্রণেদুঃ (উৎকটং শব্দিতবত্যঃ) ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদঃ—গ্রামের মধ্যে অমঙ্গলসূচক শৃগালগণ মুখ হইতে উদ্দীপ্ত অগ্নি বমন করত শৃগাল ও পেচকাদির শব্দ সহ উৎকট শব্দ করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।—গ্রামসিংহাঃ (কুক্কুরাঃ) ততস্ততঃ (চতুর্দ্দিক্ষু) শিরোধরাং (গ্রীবাম্) উন্নময্য (উত্তোল্য

খরাশ্চ কর্কশৈঃ ক্ষত্তঃ খুরৈর্ঘ্নন্তো ধরাতলম্ ।
খার্কাররভসা মত্তাঃ পর্য্যধাবন্ বরূথশঃ ॥ ১১ ॥
ক্রুবন্তো রাসভাৎ ত্রস্তা নীড়াদুদপতন্ খগাঃ ।
ঘোষেঽরণ্যে চ পশবঃ শকৃন্মূত্রমকুর্ব্বত ॥ ১২ ॥
গাবোঽত্রসন্নসৃগ্দোহাস্তোয়দাঃ পূয়বর্ষিণঃ ।
ব্যরুদন্ দেবলিঙ্গানি দ্রুমাঃ পেতুর্বিনানিলম্ ॥ ১৩ ॥

ঊর্দ্ধমুখাঃ সন্ত ইতি যাবৎ) সঙ্গীতবৎ রোদনবৎ [চ] বিবিধাঃ বাচঃ (নানাবিধান্ শব্দান্) ব্যমুঞ্চন্ (কৃতবন্তঃ) ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ ।—চারিদিকে কুক্কুরগুলি ঊর্দ্ধমুখ হইয়া কখনও গানের ন্যায়, কখনও বা ক্রন্দনের ন্যায় নানা প্রকার ধ্বনি করিতে লাগিল ॥ ১০ ॥

শ্রীধরটীকা ;—শৃগালানামুলুকানাঞ্চ টঙ্কারৈঃ ধ্বনিভিঃ সহ ॥ ৯ ॥ গ্রামসিংহাঃ শ্বানঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ ।—ক্ষত্তঃ ! (হে বিদুর !) খরাশ্চ (গর্দ্দভাশ্চ) মত্তাঃ (উন্মত্তপ্রায়াঃ সন্তঃ) কর্কশৈঃ (তীক্ষ্ণৈঃ) খুরৈঃ ধরাতলং (ভূতলং) ঘ্নন্তঃ (বিদারয়ন্তঃ) খার্কাররভসা (খার্কারঃ গর্দ্দভানাং স্বজাতীয়শব্দবিশেষঃ তস্য রভসঃ বেগো যেষু তে তথাবিধাঃ সন্তঃ) বরূথশঃ (সংঘশঃ) পর্য্যধাবন্ (ইতস্ততো ধাবিতবন্তঃ) ॥ ১১ ।

মূলানুবাদ ;—হে বিদুর ! গর্দ্দভগণ উন্মত্তের ন্যায় তীক্ষ্ণ খুরাঘাতে ভূতল বিদারণ করত নিজেদের জাতীয় শব্দে আবেগ প্রকাশ পূর্ব্বক দলে দলে ধাবিত হইতে লাগিল ॥ ১১ ॥

শ্রীধরটীকা ।—কর্কশৈঃ তীক্ষ্ণৈঃ । হে ক্ষত্তঃ ! খার্কারো গর্দ্দভজাতিশব্দঃ তস্মিন্ রভসঃ সম্ভ্রমো যেষাম্ । বরূথশঃ সংঘশঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ ।—রাসভাৎ (রাসভশব্দাৎ) ত্রস্তাঃ (ভীতাঃ) খগাঃ (পক্ষিণঃ) ক্রুবন্তঃ (ব্যাকুলং শব্দায়মানাঃ সন্তঃ) নীড়াৎ (কুলায়াৎ) উদপতন্ (উড্ডীনা বভুবুঃ) ঘোষে (গোষ্ঠে) অরণ্যে চ পশবঃ (গবাদয়ঃ) শকৃন্মূত্রং (মলমূত্রত্যাগম্) অকুর্ব্বত (কৃতবন্তঃ) ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ ।—গর্দ্দভের ভয়ঙ্কর শব্দে ভীত হইয়া পক্ষিগণ ব্যাকুলভাবে ধ্বনি করিতে করিতে নীড় হইতে উড়িয়া যাইতে লাগিল । গোষ্ঠে ও বনে সর্ব্বত্রই গো-প্রভৃতি পশুগণ ভয়ে মলমূত্র ত্যাগ করিতে লাগিল ॥ ১২ ॥

শ্রীধরটীকা ;—রাসভশব্দাৎ ত্রস্তাঃ সর্ব্বতঃ ক্রোশন্তঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ ।—গাবঃ অত্রসন্ (ভীতা বভূবুঃ) অসৃগ্দোহাঃ (রুধিরদুগ্ধাশ্চাসন্) তোয়দাঃ (মেঘাঃ) পূয়বর্ষিণঃ (বভূবুরিতি শেষঃ) দেবলিঙ্গানি (দেবপ্রতিমাঃ) ব্যরুদন্, অনিলং বিনা (বায়ুব্যতিরেকেণাপি) দ্রুমাঃ (বৃক্ষাঃ) পেতুঃ (পতিতবন্তঃ) ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ ।—গাভীগণ ভীত হইল ; তাহাদের দোহন কালে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে রক্তক্ষরণ হইতে লাগিল ; দেবপ্রতিমাগুলির অশ্রুপাত হইতে লাগিল ; বায়ু ব্যতিরেকেও বৃক্ষগণ উন্মুলিত হইয়া ভূতলে পড়িতে আরম্ভ করিল ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরটীকা ;—গাবোঽত্রসন্ অসৃগ্দোহাশ্চ বভূবুঃ । দেবলিঙ্গানি ব্যরুদন্, প্রতিমানাম্ অশ্রুস্রাব আসীদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

গ্রহান্ পুণ্যতমানন্যে ভগণাংশ্চাপি দীপিতাঃ।
অতিচেরুর্ব্বক্রগত্যা যুযুধুশ্চ পরস্পরম্ ॥ ১৪ ॥
দৃষ্ট্বান্যাংশ্চ মহোৎপাতানতত্ত্ববিদঃ প্রজাঃ।
ব্রহ্মপুত্রানৃতে ভীতা মেনিরে বিশ্বসংপ্লবম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।—পুণ্যতমান্ গ্রহান্ (গুরুশুক্রপ্রভৃতীন্) ভগণাংশ্চ (অন্যানি চ শুভনক্ষত্রাণি) অন্যে (ক্রূরা মঙ্গলাদয়ো গ্রহাঃ) দীপিতাঃ (প্রদীপ্তাঃ সন্তঃ) অতিচেরুঃ (উল্লঙ্ঘ্য জগ্মুঃ) বক্রগত্যা (কুটিলসঞ্চারেণ প্রত্যাবৃত্য) পরস্পরং যুযুধুশ্চ (বিবাদঞ্চ চক্রুঃ) ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ—মঙ্গল প্রভৃতি ক্রূরগ্রহগণ প্রদীপ্তভাবে বৃহস্পতি, শুক্র প্রভৃতি শুভগ্রহ ও অন্যান্য নক্ষত্রবর্গকে অতিক্রম করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল এবং স্থলবিশেষে বক্রগতিদ্বারা প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পরস্পর বিবাদও করিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরটীকা।—পুণ্যতমান্ গুরুশুক্রাদীন্ ভগণান্ বহূনি নক্ষত্রাণি বা। অন্যে ক্রূরগ্রহাঃ মঙ্গলাদয়ঃ অতিচেরুঃ অতিক্রম্য জগ্মুঃ, বক্রগত্যা প্রত্যাবৃত্য যুযুধুশ্চ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ।—প্রজাঃ (জনাঃ) অন্যাংশ্চ (পূর্ব্ববর্ণিতান্ অপরাংশ্চ) মহোৎপাতান্ (অতীবোপদ্রবান্) দৃষ্ট্বা তত্ত্ববিদঃ (তত্তদুপদ্রবাণাং যাথার্থ্যজ্ঞানে সমর্থাঃ) ন [বভূবুরিতি শেষঃ] ব্রহ্মপুত্রান্ ঋতে (সনকাদীন্ বিনা) অন্যে (অপরে জনাঃ) ভীতাঃ (ভয়ার্ত্তাঃ সন্তঃ) বিশ্বসংপ্লবং (বিশ্ববিপ্লবং) মেনিরে (ভাবিতবন্তঃ) ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ।—সাধারণ লোকগণ এই প্রকার ও অন্যান্য প্রকার মহা উৎপাত সকল দেখিয়া তাহার তথ্যনির্ণয়ে সমর্থ হইল না। ব্রহ্মার পুত্র সনকাদি মুনিগণ ব্যতিরেকে অন্য সকলেই ভীত হইয়া বিশ্ববিপ্লব চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—ব্রহ্মপুত্রান্ ঋতে বিনা তেষাং স্বশাপাদিজ্ঞানাৎ ॥ ১৫ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয় ও বিজয় সনকাদি মুনিগণের অভিশাপে অধঃপতিত হইয়া দিতির গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন—এ সকল বৃত্তান্ত পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। সম্প্রতি এই অধ্যায়ে তাহাদের জন্মগ্রহণ ও সেজন্য নানারূপ অমঙ্গলের সূচনা এবং "হিরণ্যাক্ষ" ও "হিরণ্যকশিপু" নামে তাহাদের প্রসিদ্ধিলাভ ও হিরণ্যাক্ষের প্রবল প্রভাব প্রভৃতি বৃত্তান্ত সকল মৈত্রেয় মুনি বিদুরের নিকট বর্ণন করিতেছেন। মৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর! দিতির গর্ভসঞ্চারের পরই তাঁহার স্বামী ত্রিকালজ্ঞ কশ্যপ মুনি বলিয়াছিলেন যে, তোমার এই গর্ভে যে দুইটি সন্তান জন্মিবে তাহারা দেবলোকের প্রতি অত্যন্ত উপদ্রব করিবে। এই কথায় দিতি অত্যন্ত শঙ্কান্বিতা হইয়া শত বৎসর পর্য্যন্ত ঐ সন্তানদ্বয়কে গর্ভেই ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু আর কতদিন রাখিবেন, তিনি যমজ সন্তান প্রসব করিলেন। তাহারা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই চারিদিকে নানাপ্রকার অমঙ্গলসূচক ব্যাপার সংঘটিত হইতে লাগিল ও ভৌম, দিব্য, আন্তরীক্ষ প্রভৃতি নানাবিধ উৎপাত আরম্ভ হইল। তাহা দর্শন করিয়া লোকসকল নিতান্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, কেবল সেই সনক প্রভৃতি মুনিচতুষ্টয় ইহাদের মূল ঘটনা অবগত ছিলেন বলিয়া মাত্র তাঁহারাই এই সকল উৎপাত দর্শনে বিচলিত হইলেন না, অপর সকলেই ভাবিতে লাগিলেন যে—বুঝিবা ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হইবার উপক্রম হইল ॥ ১—১৫ ॥

তাবাদিদৈত্যৌ সহসা ব্যজ্যমানাত্মপৌরুষৌ ।
বব্রধাতেঽশ্মসারেণ কায়েনাদ্রিপতী ইব ॥ ১৬ ॥
দিবিস্পৃশৌ হেমকিরীটকোটিভি,-র্নিরুদ্ধকাষ্ঠৌ স্ফুরদঙ্গদাভুজৌ ।
গাং কম্পয়ন্তৌ চরণৈঃ পদে পদে পদে সুকাঞ্চ্যার্কমতীত্য তস্থতুঃ ॥ ১৭ ॥
প্রজাপতির্নাম তয়োরকার্ষীৎ যঃ প্রাক্ স্বদেহাদ্‌যময়োরজায়ত ।
তং বৈ হিরণ্যকশিপুং বিদুঃ প্রজা যং তং হিরণ্যাক্ষমসূত সাগ্রতঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।—তৌ আদিদৈত্যৌ (হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপূ) সহসা (অচিরাদেব) ব্যজ্যমানাত্মপৌরুষৌ (প্রকাশমানপ্রাক্‌সিদ্ধপুরুষকারৌ সন্তৌ) অশ্মসারেণ (প্রস্তরবদ্দৃঢ়েন) কায়েন (দেহেন) অদ্রিপতী ইব (মহাপর্ব্বতৌ ইব) বব্রধাতে (বিশালকলেবরৌ অভূতাং) ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ।—সেই আদিদৈত্যদ্বয় সহসা পাষাণের ন্যায় দৃঢ়কায় হইয়া প্রকাণ্ড পর্ব্বতের ন্যায় বিশালদেহসম্পন্ন হইয়া উঠিল এবং জন্মান্তরীণ বলবীর্য্য সকল তাহাতে প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ১৬।

শ্রীধরটীকা ;—ব্যজ্যমানম্ আত্মপৌরুষং পূর্ব্বসিদ্ধং স্বপৌরুষং যয়োঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ ;—হেমকিরীটকোটিভিঃ (সুবর্ণমুকুটপ্রান্তভাগৈঃ) দিবিস্পৃশৌ (সপ্তম্যা অলুক্, গগনস্পর্শিনৌ ইত্যর্থঃ) নিরুদ্ধকাষ্ঠৌ (অবরুদ্ধদিঙ্‌মণ্ডলৌ) স্ফুরদঙ্গদাভুজৌ (স্ফুরন্তি দীপ্যমানানি অঙ্গদানি অলঙ্কারবিশেষা যেষাং তে তথাবিধা ভুজাঃ বাহবো যয়োঃ তৌ, "অঙ্গদা" ইতি আকারান্তপ্রয়োগ আর্ষঃ) পদে পদে (প্রতিপদক্ষেপে) চরণৈঃ (পদভরৈঃ) গাং (পৃথ্বীং) কম্পয়ন্তৌ, সুকাঞ্চ্যা (শোভনরসনাদামশালিন্যা) কট্যা (কটিদেশেন উপলক্ষিতৌ) অর্কমতীত্য (প্রভাবৈঃ সূর্য্যমপি পরাভূয়) তস্থতুঃ (স্থিতৌ) ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ ;—তাহাদের মস্তকস্থিত স্বর্ণমুকুটের অগ্রভাগ গগন স্পর্শ করিল এবং তাহাদের বিশাল দেহে দিঙ্‌মণ্ডল অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল। উভয়েরই হস্তে অঙ্গদ নামক অলঙ্কার শোভা পাইতেছিল। প্রতিপদক্ষেপে তাহাদের পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। কটিদেশে উত্তম কাঞ্চীদাম শোভা পাইতেছিল, প্রবল প্রভাবে তাহা যেন সূর্য্যকেও পরাভব করিয়া অবস্থান করিতেছিল ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরটীকা ;—নিরুদ্ধা ব্যাপ্তাঃ কাষ্ঠা দিশো যাভ্যাম্। স্ফুরন্ত্যঙ্গদানি যেষু তে ভুজা যয়োঃ। অঙ্গদেতি টাবন্তত্বমার্ষম্। শোভনা কাঞ্চী যস্যাং তয়া কট্যা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ ;—প্রজাপতিঃ (কশ্যপঃ) তয়োঃ (পুত্রয়োঃ) নাম অকার্ষীৎ (কৃতবান্ একাদশেঽহনি পিতা নাম কুর্য্যাদিতি শ্রুতেঃ) [যথা] তয়োর্যময়োঃ (মধ্যে) যঃ স্বদেহাৎ (স্বস্য কশ্যপস্য দেহাৎ) প্রাক্ (প্রথমং) অজায়ত, তং বৈ (তমেব) প্রজাঃ (জনাঃ) হিরণ্যকশিপুং বিদুঃ (জানন্তি) সা (দিতিঃ) অগ্রতঃ (প্রথমতঃ) যম্ অসূত তং হিরণ্যাক্ষং [বিদুরিতি শেষঃ] ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ।—প্রজাপতি কশ্যপ যথাকালে তাহাদের নামকরণ করিলেন। তাহাতে ঐ যমজ পুত্রদ্বয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি কশ্যপের দেহ হইতে প্রথমে জন্মিয়াছিল, তাহার নাম লোকে "হিরণ্যকশিপু" বলিয়া অবগত হইল, আর দিতি যাহাকে প্রথম প্রসব করিয়াছিলেন, তাহার নাম "হিরণ্যাক্ষ" বলিয়া লোকে জানিল ॥ ১৮ ॥

চক্রে হিরণ্যকশিপুর্দ্দোর্ভ্যাং ব্রহ্মবরেণ চ।
বশে সপালান্ লোকাংস্ত্রীনকুতোমৃত্যুরুদ্ধতঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরটীকা।—যময়োর্মধ্যে যঃ স্বদেহাৎ প্রথমমজায়ত তং যথা হিরণ্যকশিপুং বিদুঃ, সা দিতিঃ প্রথমং যমসূত তং হিরণ্যাক্ষং যথা বিদুঃ, তথা নাম কৃতবানিত্যর্থঃ। অয়ম্ভাবঃ--যদা গর্ভাধানসময়ে যোনি-পুষ্পং বিশদ্বীর্য্যং দ্বিধা বিভক্তম্ আদিপশ্চাদ্ভাবেন প্রবিশতি ,তদা যমৌ ভবতঃ। তয়োশ্চ পিতৃতঃ প্রবেশক্রম-বিপর্য্যয়েণ মাতৃতঃ প্রসূতিঃ। যদা বিশেদ্দ্বিধাভূতং বীর্য্যং পুষ্পং পরিক্ষরৎ। দ্বৌ তদা ভবতো গর্ভৌ সূতির্বেশবিপর্য্যয়াদিতি পিণ্ডসিদ্ধিস্মরণাৎ। অতঃ স্বদেহাৎ পূর্ব্বং যো জাতঃ তস্য হিরণ্যকশিপুরিতি, দিতিঃ প্রথমং যমসূত তস্য হিরণ্যাক্ষ ইতি নাম কৃতবানিতি॥ ১৮॥

শ্রীভাগবতাম্বতবর্ষিণী।—দিতির গর্ভেই দৈত্যগণের উৎপত্তি এবং তন্মধ্যে এই যমজ সন্তানই যে দিতির প্রথমগর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী "দিতির্দাক্ষায়ণী ক্ষত্তর্মারীচং কশ্যপং পতিং। অপত্যকামা-চকমে সন্ধ্যায়াং হৃচ্ছয়ার্দ্দিতা॥" প্রভৃতি ১৪শ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে সূচিত হইয়াছে। সুতরাং ইহারা দৈত্যসম্প্রদায়ের মধ্যে আদি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, দিতির সেই সন্তানদ্বয় অতি অল্পকাল মধ্যেই সুবৃহৎ পর্ব্বতের ন্যায় বিশালমূর্ত্তি ধারণ করিল এবং তাহাদের পূর্ব্বজন্মের বলবীর্য্যাদি সমস্তই এই জন্মে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের দশদিন অতীত হইলে একাদশ দিনে পিতা কশ্যপ তাহাদের নামকরণ করিলেন। সন্তানের সংস্কার কার্য্যসকল জ্যেষ্ঠানুক্রমে করিতে হয়, ইহাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা: অতএব কশ্যপ এই সন্তানদ্বয়ের মধ্যে যে পরে প্রসূত হইয়াছে, তাহাকে জ্যেষ্ঠ বুঝিয়া তাহার নাম রাখিলেন—"হিরণ্যকশিপু", আর যে পুত্রকে দিতি প্রথমে প্রসব করিয়াছিলেন, তাহাকে কনিষ্ঠ বুঝিয়া তাহার নাম রাখিলেন "হিরণ্যাক্ষ"। এস্থলে প্রসবের ক্রম অনুসারে আমরা বুঝি—যে পূর্ব্বে প্রসূত হয় সেই জ্যেষ্ঠ, আর পরে প্রসূত হইলেই কনিষ্ঠ, যমজ সন্তানের স্থলেও সেই প্রসবক্রম লইয়াই "জ্যেষ্ঠত্ব" "কনিষ্ঠত্ব" ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যমজস্থলে হয় উহার বিপরীত, কারণ গর্ভাশয়ে পিতার যে বীর্য্যবিন্দু অগ্রে প্রবিষ্ট হইয়া সন্তানরূপে পরিণত হয়, তাহার পরে অপরবিন্দু গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হইলে তাহা পূর্ব্ববিন্দু অপেক্ষা সম্মুখে থাকে, এইজন্য প্রসবের সময়ে ঐ সম্মুখস্থ বীর্য্যবিন্দুজাত সন্তানই প্রথমে ভূমিষ্ঠ হইবে বটে, তাহা হইলেও সেই পূর্ব্বপ্রবিষ্ট বিন্দুজাত সন্তানই বাস্তবিক পক্ষে জ্যেষ্ঠ। বিশেষজ্ঞঃ কশ্যপমুনিও এই হিসাবে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠনির্ণয় করিয়াই নামকরণ করিলেন। শাস্ত্রে আছে—"যদা বিশেদ্ দ্বিধাভূতং বীজং পুষ্পং পরিক্ষরৎ। দ্বৌ তদা ভবতো গর্ভৌ সূতির্বেশবিপর্য্যয়াৎ॥" "যখন নিক্ষিপ্ত পিতৃবীজ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গর্ভধারণ-পুষ্পে প্রবেশ করে, তখন দুইটী সন্তান জন্মিয়া বিপরীতক্রমে প্রসূত হইয়া থাকে"। সুতরাং পিতৃবীজক্রম অনুসারে হিরণ্যাক্ষই জ্যেষ্ঠ, এই ক্রমভেদে দুইজনেরই জ্যেষ্ঠত্ব সম্ভাবনাস্থলে বীজপ্রাধান্য-বশতঃ যমজের মধ্যে পশ্চাৎপ্রসূত সন্তান অর্থাৎ হিরণ্যকশিপুকেই জ্যেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহা ভগবান্ বেদব্যাসেরও সিদ্ধান্ত ; কারণ ইহার পরবর্ত্তী তৃতীয় শ্লোকেই তিনি লিখিয়াছেন—"হিরণ্যাক্ষোঽনুজস্তস্য" "হিরণ্যাক্ষ তাহার (হিরণ্যকশিপুর) কনিষ্ঠ"॥ ১৬—১৮॥

অন্বয়ঃ।—হিরণ্যকশিপুঃ দোর্ভ্যাং (বাহুভ্যাং তয়োর্বলগর্ব্বেণেতি যাবৎ) উদ্ধতঃ (গর্ব্বিতঃ) ব্রহ্মবরেণ চ (ব্রহ্মপ্রদত্তেন অমরপ্রায়বরেণ চ) অকুতোমৃত্যুঃ (কুতোঽপি মরণাশঙ্কামকুর্ব্বাণঃ সন্) সপালান্ (ইন্দ্রাদিলোকপালবর্গসহিতান্) ত্রীন্ লোকান্ (স্বর্গাদিভুবনত্রয়ং) বশে চক্রে (অধীনীকৃতবান্)॥ ১৯॥

হিরণ্যাক্ষোঽনুজস্তস্য প্রিয়ঃ প্রীতিকৃদন্বহম্ ।
গদাপাণির্দিবং যাতো যুযুৎসুর্ম্মগয়ন্ রণম্ ॥ ২০ ॥
তং বীক্ষ্য দুঃসহজবং রণৎকাঞ্চননূপুরম্ ।
বৈজয়ন্ত্যা স্রজা জুষ্টমংসন্যস্তমহাগদম্ ॥ ২১ ॥
মনোবীর্য্যবরোৎসিক্তমসৃণ্যমকুতোভয়ম্ ।
ভীতা নিলিল্যিরে দেবাস্তার্ক্ষ্যত্রস্তা ইবাহয়ঃ ॥ ২২ ॥
স বৈ তিরোহিতান্ দৃষ্ট্বা মহসা স্বেন দৈত্যরাট্ ।
সেন্দ্রান্ দেবগণান্ ক্ষীবানপশ্যন্ ব্যনদদ্ভৃশম্ ।
ততো নিবৃত্তঃ ক্রীড়িষ্যন্ গম্ভীরং ভীমনিঃস্বনম্ ।
বিজগাহ মহাসত্ত্বো বার্দ্ধিং মত্ত ইব দ্বিপঃ ॥ ২৩ ॥

মূলানুবাদ।—হিরণ্যকশিপু নিজবাহুবলে উদ্ধত ও ব্রহ্মার বরে মৃত্যুভয়রহিত হইয়া লোকপালগণসহ ত্রিভুবনকে স্বীয় বশীভূত করিয়া লইল ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ।—অন্বহং (সর্ব্বদা) তস্য (হিরণ্যকশিপোঃ) প্রীতিকৃৎ (সন্তোষকারী) প্রিয়ঃ অনুজঃ (কনীয়ান্ ভ্রাতা) হিরণ্যাক্ষঃ রণং (যুদ্ধং) মৃগয়ন্ (অনুসন্ধানঃ) গদাপাণিঃ (গদাহস্তঃ) যুযুৎসুঃ (যোদ্ধুমিচ্ছুঃ সন্) দিবং (স্বর্গং) যাতঃ (গতবান্) ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদ।—তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ সর্ব্বদা তাহার প্রীতি সম্পাদন করিত; যুদ্ধ করিতে তাহার অত্যন্ত অভিলাষ ছিল। একদা যুদ্ধ অনুসন্ধানের জন্য হিরণ্যাক্ষ গদাধারণ পূর্ব্বক স্বর্গে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥ ২০ ॥

শ্রীধরটীকা।—দোর্ভ্যামুদ্ধতঃ ব্রহ্মবরেণাকুতোমৃত্যুঃ ॥ ১৯ ॥ রণং যুদ্ধম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ।—দেবাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ) দুঃসহজবং (অসহনীয়বেগং) রণৎকাঞ্চননূপুরং (শব্দায়মানস্বর্ণনূপুরশালিনং) বৈজয়ন্ত্যা (বিজয়পতাকাতুল্যয়া) স্রজা (মাল্যেন) জুষ্টং (শোভিতম্) অংসন্যস্তমহাগদম্ (স্কন্ধসংস্থাপিতবিশালগদাশোভিতং) মনোবীর্য্যবরোৎসিক্তং (মনসা মনোবলেন, বীর্য্যেণ কায়িকবলেন, বরেণ দৈববলেন চ, উৎসিক্তং দর্পিতম্) অসৃণ্যং (দুষ্প্রতিরোধম্) অকুতোভয়ং (ন বিদ্যতে কুতোঽপি ভয়ং যস্য তং নির্ভীকমিতি যাবৎ) তং (হিরণ্যাক্ষং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা ভীতাঃ সন্ত্রস্তাঃ সন্তা) তার্ক্ষ্যত্রস্তাঃ (গরুড়ভীতাঃ) অহয়ঃ ইব (সর্পা ইব) নিলিল্যিরে (পলায়িতা বভূবুঃ) ॥ ২১।২২ ॥

মূলানুবাদ।—হিরণ্যাক্ষের চরণে নূপুর শব্দ করিতেছিল, তাহার গলে বিজয় পতাকার ন্যায় মালা ও স্কন্ধদেশে গদা অবস্থিত ছিল; সে অত্যন্ত অসহনীয় বেগে বিচরণ করিতেছিল; শারীরিক, মানসিক ও দৈববলে গর্ব্বিত হইয়া সে কাহাকেও ভয় করিত না; এইরূপ অবস্থায় দেবগণ তাহাকে দেখিয়া সর্পগণ যেমন গরুড় দেখিলে ভয়ে পলায়ন করে, সেইরূপ ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন ॥২১।২২॥

শ্রীধরটীকা—দুঃসহো জবো বেগো যস্য। রণন্তৌ কাঞ্চনময়ৌ নূপুরৌ যস্য। অংসে ন্যস্তা মহতী গদা যেন ॥ ২১ ॥ মনসা শৌর্য্যেণ বীর্য্যেণ বলেন বরেণ চ উৎসিক্তং গর্ব্বিতম্ অসৃণ্যং নিরঙ্কুশম্। নিলিল্যিরে লীনা বভূবুঃ ॥ ২২ ॥

তস্মিন্ প্রবিষ্টে বরুণস্য সৈনিকার্যাদোগণাঃ সন্নধিয়ঃ সসাধ্বসাঃ।
অহন্যমানা অপি তস্য বর্চ্চসা প্রধর্ষিতা দূরতরং বিদুদ্রুবুঃ ॥ ২৪ ॥
স বর্ষপূগানুদধৌ মহাবল,-শ্চরন্মহোর্ম্মীন্ শ্বসেনরিতান্মুহুঃ।
মৌর্ব্ব্যাভিজঘ্নে গদয়া বিভাবরী,-মাসেদিবাংস্তাত পুরং প্রচেতসঃ ॥ ২৫ ॥
তত্রোপলভ্যাসুরলোকপালকং যাদোগণানাম্বৃষভং প্রচেতসম্।
স্ময়ন্ প্রলব্ধুং প্রণিপত্য নীচবজ্জগাদ মে দেহ্যধিরাজ সংযুগম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ।—স দৈত্যরাট্ (দৈত্যশ্রেষ্ঠঃ হিরণ্যাক্ষঃ) স্বেন বৈ (স্বকীয়েনৈব) মহসা (তেজসা) ক্ষীবান্ (মত্তান্) সেন্দ্রান্ দেবগণান্ (ইন্দ্রসহিতান্ দেবতাবর্গান্) তিরোহিতান্ (অন্তর্হিতান্) দৃষ্ট্বা অপশ্যন্ (তান্ ন পশ্যন্) ভৃশম্ (অত্যন্তং) ব্যনদৎ (গর্জ্জিতবান্) মহাসত্ত্বঃ (বিপুলবলশালী সঃ) ততঃ (·র্জ্জনাৎ) নিবৃত্তঃ (বিরতঃ সন্) ক্রীড়িষ্যন্ (জলবিহারং করিষ্যন্) মত্তঃ দ্বিপ ইব (মদমত্তো হস্তীব) গম্ভীরং ভীমনিস্বনং (ঘোরগর্জ্জনশালিনং) বার্দ্ধিং (সমুদ্রং) বিজগাহ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ২৩ ॥

মূলানুবাদ ;—সেই দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষ স্বীয়তেজে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ পলায়ন করিয়াছেন ও তাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না দেখিয়া অত্যন্ত গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর মহাবলশালী হিরণ্যাক্ষ সেই তর্জ্জন-গর্জ্জন হইতে বিরত হইয়া জলক্রীড়া করিবার জন্য মদমত্ত হস্তীর ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দকারী সুগভীর সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—স্বেন মহসা তেজসা তিরোহিতান্ দৃষ্ট্বা জ্ঞাত্বা ক্ষীবান্ মত্তানপশ্যন্ সন্। ক্লীবানিতি পাঠে পৌরুষহীনান্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ।—তস্মিন্ (হিরণ্যাক্ষে) প্রবিষ্টে (সমুদ্রজলাভ্যন্তরং গতে সতি) বরুণস্য সৈনিকাঃ (সৈন্যস্থানীয়াঃ) যাদোগণাঃ (জলজন্তুসমূহাঃ) অহন্যমানা অপি (তেন অপীড্যমানা অপি) তস্য (হিরণ্যাক্ষস্য) বর্চ্চসা (তেজসা) প্রধর্ষিতাঃ (অভিভূতাঃ) সসাধ্বসাঃ (ভয়ার্ত্তাঃ) [অতএব] সন্নধিয়ঃ (অবসন্নহৃদয়াঃ সন্তঃ) দূরতরং বিদুদ্রুবুঃ (সুদূরং পলায়ামাসুঃ) ॥ ২৪ ॥

মূলানুবাদ ;—হিরণ্যাক্ষ সমুদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে বরুণের সৈন্যস্বরূপ জলজন্তুগণ ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়িল। সেই দৈত্য তাহাদিগকে আঘাত না করিলেও তাহার তেজে অভিভূত হইয়া তাহারা সুদূরে পলায়ন করিল ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরটীকা ;—সন্না অবসন্না ধীর্যেষাম্ বর্চ্চসা তেজসা প্রধর্ষিতা অভিভূতাঃ সন্তঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ।—তাত ! (হে বৎস বিদুর !) মহাবলঃ সঃ (হিরণ্যাক্ষঃ) বর্ষপূগান্ (বহুবৎসরান্ ব্যাপ্য) উদধৌ (সমুদ্রমধ্যে) মুহুঃ (বারং বারং) শ্বসনেরিতান্ (নিঃশ্বাসবায়ুসঞ্চালিতান্) মহোর্ম্মীন্ (বৃহত্তরঙ্গান্ উৎপাদ্যেতি শেষঃ) চরণং (বিচরণং কুর্ব্বন্) প্রচেতসঃ (বরুণস্য) বিভাবরীং পুরং (বিভাবরীনামকং ভবনম্) আসেদিবান্ (প্রাপ্তঃ সন্) মৌর্ব্ব্যা (মৌর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং তন্ময্যা) গদয়া অভিজঘ্নে (তাড়িতবান্) ॥২৫॥

মূলানুবাদ।—হে বৎস বিদুর! প্রবলপরাক্রান্ত সেই হিরণ্যাক্ষ সমুদ্রমধ্যে নিজ নিশ্বাসবায়ুসঞ্চালিত তরঙ্গমালার মধ্য দিয়া বহুবৎসর পর্য্যন্ত বিচরণ করিতে করিতে বরুণদেবের বিভাবরী নাম্নী পুরী প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ লৌহনির্ম্মিত গদাদ্বারা তাহাতে আঘাত করিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

ত্বং লোকপালাধিপতির্বৃহচ্ছ্রবা বীর্য্যাপহো দুর্ম্মদবীরমানিনাম্ ।
বিজিত্য লোকে কিল দৈত্যদানবান্ যদ্রাজসূয়েন পুরাযজৎ প্রভো ॥ ২৭ ॥
স এবমুৎসিক্তমদেন বিদ্বিষা দৃঢ়ং প্রলব্ধো ভগবানপাংপতিঃ ।
রোষং সমুত্থং শময়ন্ স্বয়া ধিয়া ব্যবোচদঙ্গোপশমং গতা বয়ম্ ॥ ২৮ ॥
পশ্যামি নান্যং পুরুষাৎ পুরাতনাদ্ যঃ সংযুগে ত্বাং রণমার্গকোবিদম্ ।
আরাধয়িষ্যত্যসুরর্ষভেহিতং মনস্বিনো যং গৃণতে ভবাদৃশাঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরটীকা।—মহোর্ম্মীন্ অভিজঘ্নে। মৌর্ব্ব্যামারয়তীতি মূর্ব্বং কার্ষ্ণায়সম্ তন্ময্যা। যদ্বা মূর্ব্বা নাম তৃণবিশেষঃ তন্ময়রজ্জ্বা দৃঢ়নিবদ্ধয়েত্যর্থঃ। বিভাবরীসংজ্ঞামাসেদিবান্ প্রাপ্তঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ।—তত্র (তস্যাং পুর্য্যাং) অসুরলোকপালকং (পাতাললোকাধিশ্বরং) যাদোগণানামৃষভং (জলজন্তুসমূহানাং নেতারং) প্রচেতসং (বরুণং) উপলভ্য (প্রাপ্য) প্রলব্ধুম্ (উপহসিতুং) প্রণিপত্য স্ময়ন্ (গর্ব্বং প্রকটয়ন্) [হে] অধিরাজ ! মে (মহ্যং) সংযুগং (যুদ্ধং) দেহি [ইতি] নীচবৎ (দুঃশী ইব) জগাদ (কথিতবান্) ॥ ২৬ ॥

মূলানুবাদ।—সেই পুরীতে জলজন্তুদিগের অধিপতি পাতাললোকের পালক বরুণকে পাইয়া তাঁহাকে উপহাস করিবার অভিপ্রায়ে প্রণামপূর্ব্বক গর্ব্বসহকারে নীচ প্রকৃতির ন্যায় সে বলিল—হে পাতালরাজ ! আমাকে যুদ্ধ দান কর ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—অসুরাণাং লোকঃ পাতালং তৎপালকম্ ! প্রলব্ধুম্ উপহসিতুং প্রণিপত্য ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ।—[হে] প্রভো ! [ভবান্] পুরা লোকে দৈত্যদানবান্ বিজিত্য কিল (কিলেতি বার্ত্তায়াং) যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) রাজসূয়েন অযজৎ (তন্নামকং যজ্ঞং কৃতবান্) [অতঃ] ত্বং দুর্ম্মদবীরমানিনাং (স্বস্মিন্ দুর্দ্ধর্ষবীরত্বাভিমানসম্পন্নানাং) বীর্য্যাপহঃ (পরাক্রমহন্তা) বৃহচ্ছ্রবাঃ (প্রথিতযশাঃ) লোকপালাধিপতিঃ (লোকপালেষু ইন্দ্রাদিষু দশসু মধ্যে অধিপতিঃ শ্রেষ্ঠোঽসীতি যাবৎ) ॥ ২৭ ॥

মূলানুবাদ।—হে পাতালরাজ! শুনিতে পাই—পূর্ব্বে তুমি নাকি ইহলোকে দৈত্যদানবাদি জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলে, এইজন্য তুমি দুর্দ্ধর্ষবীরত্বাভিমানী ব্যক্তিগণের প্রভাবহননকারী শ্রেষ্ঠ লোকপাল বলিয়া যশস্বী হইয়াছ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—যদ্যস্মাদ্রাজসূয়েন ভবানযজৎ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ।—স ভগবান্ অপাংপতিঃ (জলাধিপতির্বরুণদেবঃ) উৎসিক্তমদেন (গর্ব্বিতেন) বিদ্বিষা (শত্রুণা হিরণ্যাক্ষেণ) এবম্ (উক্তরূপেণ) দৃঢ়ং প্রলব্ধঃ (কঠোরং তিরস্কৃতঃ সন্) সমুত্থং (সঞ্জাতমপি) রোষং (ক্রোধবেগং) স্বয়া ধিয়া (নিজবুদ্ধিবলেন) শময়ন্ (প্রশমিতং কুর্ব্বন্) অঙ্গ ! (হে দানববর !) বয়ম্ উপশমং (যুদ্ধবিষয়াদ্বিরামং) গতাঃ (প্রাপ্তা) ইতি ব্যবোচৎ (কথিতবান্) ॥ ২৮ ॥

মূলানুবাদ।—ভগবান্ বরুণদেব গর্ব্বিত শত্রুর ঐরূপ বাক্যে অত্যন্ত তিরস্কৃত হইয়া যদিও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি নিজ বুদ্ধিবলে সেই ক্রোধবেগ প্রশমিত করিয়া বলিলেন—হে দৈত্যরাজ! সম্প্রতি আমরা যুদ্ধব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরটীকা।—উপশমং যুদ্ধাদিকৌতুকাদুপরমম্ ॥ ২৮ ॥

তং বীরমারাদভিপদ্য বিস্ময়ঃ শয়িষ্যসে বীরশয়ে শ্বভির্বৃতঃ।
যস্তদ্বিধানামসতাং প্রশান্তয়ে রূপানি ধত্তে সদনুগ্রহেচ্ছয়া ॥৩০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যা সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
হিরণ্যাক্ষদিগ্বিজয়ে আদিদৈত্যোৎপত্তির্নাম
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ ;—[হে] অসুরর্ষভ ! (দৈত্যশ্রেষ্ঠ !) সংযুগে (যুদ্ধে) যঃ (বীরঃ) রণমার্গকোবিদং (যুদ্ধনীতিনিপুণং) ত্বাম্ আরাধয়িষ্যতি (যুদ্ধদানেন তোষয়িষ্যতি) [তথাবিধং] পুরাতনাৎ পুরুষাৎ (আদিপুরুষাৎ) অন্যং (বিষ্ণুভিন্নং কমপি) ন পশ্যামি, [অতস্তং] তং (বিষ্ণুম্) ইহি (গচ্ছ) ভবাদৃশা মনস্বিনঃ (বীরাঃ ; যং (বিষ্ণুং) গৃণতে (রণকণ্ডূয়াহরণযোগ্যত্বেন স্তবন্তি) ॥ ২৯ ॥

মূলানুবাদ ;—তুমি যুদ্ধবিদ্যায় সুপণ্ডিত, যুদ্ধে তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে এমন বীর একমাত্র সেই আদিপুরুষ ভগবান্ ভিন্ন কাহাকেও দেখি না ; অতএব হে দৈত্যবর ! তুমি তাঁহার নিকটেই গমন কর, ভবাদৃশ বীরপুরুষগণ তাঁহাকে যুদ্ধকৌতুহল নিবৃত্তির উপযুক্ত পাত্র বলিয়া স্তব করিয়া থাকেন ॥২৯॥

শ্রীধরটীকা ;—যুদ্ধমার্গনিপুণং ত্বাং যস্তোষয়িষ্যতি। ইহি গচ্ছ, গৃণতে স্তবন্তি ॥২৯॥

অন্বয়ঃ ;—তং বীরং (ভগবন্তম্) অভিপদ্য (প্রাপ্য) আরাৎ (অচিরমেব) বিস্ময়ঃ (বিগতগর্ব্বঃ সন্ ত্বং) বীরশয়ে (রণাঙ্গনে) শ্বভিঃ (কুক্কুরৈঃ) বৃতঃ (পরিবেষ্টিতঃ সন) শয়িষ্যসে (মৃত্যুশয্যাং প্রাপ্স্যসীতি যাবৎ) যঃ (ভগবান্) সদনুগ্রহেচ্ছয়া (সজ্জনান্ প্রতি কৃপাভিলাষেণ) তদ্বিধানাং (ত্বাদৃশানাম্) অসতাং (দুষ্টানাং) প্রশান্তয়ে (দমনায়) রূপাণি (অবতারান্) ধত্তে (গৃহ্ণাতি) ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

মূলানুবাদ ; ভগবান্ অতি বীর পুরুষ, তাঁহার নিকট গমন করিলে অচিরেই তোমার গর্ব্ব বিদূরিত হইবে ; তুমি কুক্কুরগণে পরিবৃত হইয়া সমরপ্রাঙ্গণে শয়ন করিবে। ভগবান্ সজ্জনের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের ইচ্ছায় তোমার মত দুষ্টদিগকে দমন করিবার জন্য নানাবিধ অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৩০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৭

শ্রীধরটীকা।—আরাৎ শীঘ্রম্। বিস্ময়ঃ নষ্টগর্ব্বঃ। বীরশয়ে রণাঙ্গনে, রূপানি বরাহাদ্যবতারান্ ॥৩০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৭॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী—হিরণ্যকশিপু কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল ও ব্রহ্মা বর দিতে উপস্থিত হইলে, সে অমর বর প্রার্থনা করিল। তখন ব্রহ্মা বলিলেন, উহা ভিন্ন তুমি অন্য যে বর চাহিবে, তাহাই তোমাকে দিতে সম্মত আছি। তখন হিরন্যকশিপু প্রার্থনা করিল যে, সংসারে যত প্রকার জীব আছে, তাহাদের মধ্যে কেহই আমাকে মারিতে পারিবে না এবং দিবাভাগে বা রাত্রিকালে, জলে বা স্থলে, অস্ত্র অথবা শস্ত্র দ্বারা আমার মৃত্যু হইবে না, ইহাই আমাকে বরদান করুন। ব্রহ্মা “তথাস্তু” বলিয়া বর প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি সে নির্ভীকচিত্তে নিজ বাহুবলে ত্রিভুবন অধিকার করিতে প্রবৃত্ত হইল। এদিকে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ যুদ্ধ কামনায় গদাগ্রহণপূর্ব্বক স্বর্গলোকে গমন করিলে তাহাকে দেখিয়া দেবগণ ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। সে ইন্দ্রাদি দেবগণকে দেখিতে না পাইয়া অনেকক্ষণ তথায় আস্ফা-

লন করিয়া পরে মদমত্ত হস্তীর ন্যায় জলক্রীড়ার জন্য সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর বিশালতরঙ্গমালার মধ্য দিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত বিচরণ করিতে করিতে ঐ জলমধ্যে বরুণদেবের বিভাবরী নাম্নী পুরী প্রাপ্ত হইয়া লৌহগদা দ্বারা সে ঐ পুরীতে ভীষণ আঘাত করিতে লাগিল। তখন বরুণদেব দেখা দিলে হিরণ্যাক্ষ অতি গর্বভরে উপহাস করিয়া কহিল—হে পাতালরাজ! তুমি নাকি দুর্দ্ধর্ষ বীরগণকে পরাভূত করিয়া বড় যশস্বী হইয়াছ! অতএব আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে চাহি। তাহার ঐ প্রকার পরিহাস বাক্যে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াও বরুণদেব কোনরূপ ক্রোধের ভাব প্রকাশ না করিয়া বুদ্ধিকৌশলে তাহাকে উত্তর দিলেন যে—হে দৈত্যরাজ! আমরা অনেকদিন যাবৎ যুদ্ধাদিব্যাপার হইতে বিরত হইয়াছি, সুতরাং সম্প্রতি তোমার যুদ্ধকৌতূহল পূরণের উপযুক্ত বীর একমাত্র ভগবান্ শ্রীহরি ভিন্ন অন্য কাহাকেও দেখি না। অতএব তুমি তাঁহারই কাছে যাও, তিনি মহাবীর, ভবাদৃশ দুষ্টদমনের জন্যই তিনি অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার কাছে গমন করিলেই তোমার জন্মের মত যুদ্ধের সাধ মিটিবে ॥ ১৯—৩০ ॥

ইতি শ্রীধামশান্তিপুরপুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং
শ্রীতারনাথশর্ম্মাণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং
তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৭

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ ।

—০ঃ০—

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

তদৈবমাকর্ণ্য জলেশভাষিতং মহামনাস্তদ্বিগণয্য দুর্ম্মদঃ ।
হরের্ব্বিদিত্বা গতিমঙ্গ নারদা,-দ্রসাতলং নির্ব্বিবিশে ত্বরান্বিতঃ ॥ ১ ॥
দদর্শ তত্রাভিজিতং ধরাধরং প্রোন্নীয়মানাবনিমগ্রদংষ্ট্রয়া ।
মুষ্ণন্তমক্ষ্ণা স্বরুচোঽরুণশ্রিয়া জহাস চাহো বনগোচরো মৃগঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ :- অঙ্গ ! (হে বিদুর !) তদা (তস্মিন্ সময়ে) দুর্ম্মদঃ (মদোদ্ধতঃ স হিরণ্যাক্ষঃ) এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারং) জলেশভাষিতং (বরুণস্য বাক্যম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) মহামনাঃ (সোৎসাহচিত্তঃ সন্) তং ("বীরশয়ে শয়িষ্যসে" ইতি বরুণবাক্যাংশং) বিগণয্য (অগণয়িত্বা) নারদাৎ (নারদমুখাৎ) হরেঃ গতিম্ (অবস্থানং) বিদিত্বা ত্বরান্বিতঃ (সত্বরঃ সন্) রসাতলং নির্বিবেশ (গতবান্) ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ :—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর ! তখন সেই মদোদ্ধত হিরণ্যাক্ষ বরুণের কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া "মরিতে হইবে" ইহা গ্রাহ্য না করিয়া বরং উৎসাহিতই হইল। অনন্তর সে নারদের নিকট হইতে ভগবান্ শ্রীহরির অবস্থানাদি জ্ঞাত হইয়া সত্বর রসাতলে গমন করিল ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ।—

অষ্টাদশে হিরণ্যাক্ষ-ধরোদ্ধর্ত্তৃবরাহয়োঃ । নির্ব্বিশেষং মহাযুদ্ধং দেবক্ষোভি নিরূপ্যতে ॥
প্রতিযোদ্ধারং শ্রুত্বা মহামনাঃ । শয়িষ্যস ইতি যদুক্তং তদ্বিগণয্য অগণয়িত্বা যতো দুর্ম্মদঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ :—তত্র (রসাতলে) অভিজিতং (বিশ্বজয়িনং) ধরাধরং (পৃথিবীধারণকারিণম্) অগ্রদংষ্ট্রয়া (দন্তাগ্রেণ) প্রোন্নীয়মানাবনিং (প্রোন্নীয়মানা সম্যক্ ঊর্দ্ধং নীয়মানা অবনির্যেন তং) অরুণশ্রিয়া (রক্তবর্ণেন) অক্ষ্ণা (চক্ষুষা) স্বরুচঃ (নিজপ্রভাবান্, হিরণ্যাক্ষস্য তেজাংসি ইত্যর্থঃ) মুষ্ণন্তং (পরাভবন্তং) [ভগবন্তং বরাহ-রূপিণং] দদর্শ, অহো বনগোচরো মৃগঃ (বন্যঃ বরাহ ইতি) জহাস চ (উপহসিতবানপি) ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ ।—হিরণ্যাক্ষ সেইস্থানে দেখিল যে বিশ্ববিজয়ী ধরাধারী ভগবান্ বরাহমূর্ত্তিতে দন্তাগ্রদ্বারা পৃথিবীকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিতেছেন এবং আরক্ত চক্ষু দ্বারা হিরণ্যাক্ষের প্রভাব যেন বিলুপ্ত করিয়া ফেলিতেছেন। ইহা দেখিয়া হিরণ্যাক্ষ "ওঃ ! এ যে একটি বন্যবরাহ" এই কথা বলিয়া উপহাস করিল ॥ ২ ॥

শ্রীধরটীকা । –অভিতো জয়তীতি অভিজিৎ তং শ্রীহরিম্ ; প্রকর্ষেণোর্দ্ধং নীয়মানা অবনির্যেন অগ্রদংষ্ট্রয়া দংষ্ট্রাগ্রেণ । স্বরুচঃ হিরণ্যাক্ষতেজাংসি অরুণশ্রিয়া যুক্তং যৎ তেনাক্ষ্ণা নেত্রেণ মুষ্ণন্তং তিরস্কুর্ব্বন্তম । অহো চিত্রং, বনগোচরো মৃগঃ, বারিচরো বরাহঃ ॥ ২ ॥

আহৈনমেহ্যজ্ঞ মহীং বিমুঞ্চ নো রসৌকসাং বিশ্বসৃজেয়মর্পিতা ।
নঃ স্বস্তি যাস্যস্যনয়া মমেক্ষতঃ সুরাধমাসাদিতশূকরাকৃতে ॥ ৩ ॥
ত্বং নঃ সপত্নৈরভবায় কিং ভৃতো যো মায়য়া হন্ত্যসুরান্ পরোক্ষজিৎ ।
ত্বাং যোগমায়াবলমল্পপৌরুষং সংস্থাপ্য মূঢ় প্রমৃজে সুহৃচ্ছুচঃ ॥ ৪ ॥
ত্বয়ি সংস্থিতে গদয়া শীর্ণশীর্ষ,-ণ্যস্মদ্ভুজচ্যুতয়া যে চ তুভ্যম্ ।
বলিং হরন্ত্যৃষয়ো যে চ দেবাঃ স্বয়ং সর্ব্বে ন ভবিষ্যন্ত্যমূলাঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।—এনং (বরাহরূপিণং ভগবন্তম্) আহ (কথিতবান্) [হে] অজ্ঞ ! মহীং (পৃথিবীং) বিমুঞ্চ (পরিত্যজ) রসৌকসাং (পাতালবাসিনাং) নঃ (অস্মাকং সম্বন্ধে) বিশ্বসৃজা (বিধাত্রা) ইয়ং (মহী) অর্পিতা (অন্যথা কথমস্যা পাতালে সমাগমঃ ?) [হে] আসাদিতশূকরাকৃতে (প্রাপ্তশূকরমূর্ত্তে !) সুরাধম (হে দেবতাপসদ !) ঈক্ষতঃ মম (ঈক্ষমাণং মামনাদৃত্য) নঃ (অস্মাকম্) অনয়া (মহ্যা) স্বস্তি (কল্যাণং) যাস্যসি ? (লপ্স্যসে কিং ?) ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ।—হিরণ্যাক্ষ তখন সেই বরাহরূপী শ্রীভগবান্‌কে বলিতে লাগিল—রে অজ্ঞ! পৃথিবীকে ত্যাগ কর্। এই পাতালবাসী, আমাদিগের জন্যই বিধাতা ইহাকে প্রেরণ করিয়াছেন,—হে শূকরাকৃতিসম্পন্ন দেবাধম ! আমার দৃষ্টির সম্মুখে তুমি আমাদের এই পৃথিবী লইয়া কি কল্যাণ লাভ করিবে ? ॥ ৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—এহি আগচ্ছ। রসৌকসাং পাতালবাসিনাং নোঽস্মাকং সমর্পিতা। অন্যথা পাতালাবতরণমস্যা ন ঘটত ইতি ভাবঃ। হিরণ্যাক্ষেণাধিক্ষেপার্থং প্রযুক্তাপি ভারতী বস্তুতো ভগবন্তং স্তৌতি। তথা হি বনগোচরঃ জলশয়নঃ শ্রীনারায়ণঃ, স এব যোগিভির্মৃগ্যতে দুষ্টান্ বা হন্তুং মৃগয়তে ইতি মৃগঃ। অজ্ঞঃ নাস্তি জ্ঞো যস্মাৎ হে সর্ব্বজ্ঞ ইত্যর্থঃ। সুর অধমা যস্মাৎ হে সুরোত্তম ! মমেক্ষমাণস্যাপি সতঃ মামনাদৃত্যাপি ত্বমনয়া সহ বর্ত্তমানঃ নঃ অস্মদীয় স্বস্তি সমস্তং মঙ্গলং রাজ্যং যাস্যসি প্রাপ্স্যসি নাত্র সন্দেহঃ, তথাপ্যস্মৎকৃপয়া বিমুঞ্চেত্যর্থঃ। আসাদিতা লীলয়া স্বীকৃতা শূকরাকৃতির্যেন ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।—যঃ (ভবান্) মায়য়া (কপটভাবেন) পরোক্ষজিৎ (পরোক্ষেণ গুপ্তরূপেণ জয়তি যঃ স ভবান্) অসুরান্ হন্তি (বিনাশয়িতুং চেষ্টতে) [সঃ] ত্বং নঃ সপত্নৈঃ (অস্মাকং শত্রুভির্দেবৈঃ) অভবায় (অস্মাকং সত্তালোপায়) ভৃতঃ কিং ? (পরিপুষ্টোঽসি কিং) [হে] মূঢ় ! অল্পপৌরুষং (পুরুষকারহীনং) যোগমায়াবলং (যোগমায়ামাত্রসহায়ং) ত্বাং সংস্থাপ্য (সংস্থিতং নিহতং কৃত্বা) সুহৃচ্ছুচঃ (সুহৃদাং স্বজনানাং শুচং দুঃখানি) প্রমৃজে (অপনোদয়ামি) ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ।—তুমি কপটভাবে প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তিতে আমাদিগকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছ। আমাদের শত্রুস্বরূপ দেবগণ কি আমাদিগকে বিনাশ করিবার জন্যই তোমাকে পোষণ করিয়াছেন ? তোমার নিজের কোনও ক্ষমতা নাই, একমাত্র যোগমায়াই তোমার সম্বল। রে মূর্খ ! তোমাকে নিহত করিয়া আমি স্বজনবর্গের দুঃখ অপনোদন করিতেছি ॥ ৪ ॥

শ্রীধরটীকা।—অভবায় নাশায় ভৃতঃ পুষ্টঃ। বস্তুতস্তু মোক্ষায় ভৃতো ধৃত আশ্রিত ইত্যর্থঃ। যো ভবান্ পরোক্ষেণ চৌর্য্যেণ জয়তীতি তথা। বস্তুতস্তু দূরত এব স্থিত্বা জয়তীতি। সংস্থাপ্য হত্বা। বস্তুতস্তু যোগমায়ারূপমচিন্ত্যং বলং যস্য। অল্পং পৌরুষং যস্মাৎ তং ত্বাং সম্যক স্থাপয়িত্বা ভক্ত্যা হৃদি স্থিরীকৃত্য

স তুদ্যমানোঽরিদুরুক্ততোমরৈ,-র্দংষ্ট্রাগ্রগাং গামুপলক্ষ্য ভীতাম্।
তোদং মৃষন্নিরগাদম্বুমধ্যাদ্‌গ্রাহাহতঃ সকরেণুর্যথেভঃ ॥ ৬ ॥
তং নিঃসরন্তং সলিলাদনুদ্রুতো হিরণ্যকেশো দ্বিরদং যথা ঝষঃ।
করালদংষ্ট্রোঽশনিনিস্বনোঽব্রবী,-দ্গতহ্রিয়াং কিং ত্বসতাং বিগর্হিতম্ ॥ ৭ ॥

ইত্যর্থঃ। হে মূঢ়! প্রমূঢ়ান্ প্রতি অপ্যায়তীতি তথা। প্রা পূর্ত্তাবিতি ধাতুঃ সুহৃদাং শুচঃ সংসার-দুঃখানি মৃজে নাশয়ামি। যতস্ত্বং স্মর্ত্তৄর্বান্ধবানপি মোচয়সীতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।—অস্মদ্‌ভুজচ্যুতয়া (মদীয়হস্তনিক্ষিপ্তয়া) গদয়া শীর্ণশীর্ষণি (চূর্ণিতমস্তকে) ত্বয়ি সংস্থিতে (মৃতে সতি) যে চ ঋষয়ঃ যে চ দেবাঃ তুভ্যং বলিম্ (উপহারাদিকং) হরন্তি (অর্পয়ন্তি) [তে] সর্ব্বে অমূলাঃ (মূলহীনাঃ সন্তঃ) স্বয়ম্ (আত্মনৈব) ন ভবিষ্যন্তি (ন স্থাস্যন্তি) ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ।—আমার হস্ত হইতে এই গদা নিক্ষেপপূর্ব্বক মস্তক চূর্ণ করিয়া তোমাকে নিহত করিলে, যে সকল ঋষিগণ ও দেবগণ তোমাকে উপহারাদি দান করে, তাহারা মূলহীন হইয়া আর বাঁচিতে পারিবে না, আপনা হইতেই বিনষ্ট হইবে ॥ ৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—অস্মদ্ভুজচ্যুতয়াপি গদয়া অশীর্ণং শীর্ষং যস্য তথাভূতে ত্বয়ি সুখং স্থিতে সতি, যে তুভ্যমধুনা বলিং হরন্তি নবীনা ভক্তাঃ যে চ পূর্ব্বে ভক্তাঃ ঋষয়ো দেবাশ্চ, তে সর্ব্বে স্বয়মেব উদ্যমং বিনা এব অমূলা ন ভবিষ্যন্তি কিন্তু দৃঢ়মূলা ভবিষ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।—সঃ (ভগবান্ বরাহঃ) অরিদুরুক্ততোমরৈঃ (অরেঃ হিরণ্যাক্ষস্য দুরুক্তানি দুর্ব্বচনানি এব তোমরাঃ অস্ত্রবিশেষাঃ তৈঃ) তুদ্যমানঃ (ব্যথ্যমানঃ সন্) দংষ্ট্রাগ্রগাং (দশনাগ্রস্থিতাং) গাং (পৃথিবীং) ভীতাং (ভয়ার্ত্তাম্) উপলক্ষ্য (অবলোক্য) গ্রাহাহতঃ (মকরাক্রান্তঃ) সকরেণুঃ (হস্তিন্যা সহ বর্ত্তমানঃ) ইভঃ (হস্তী) যথা [তদ্বৎ] তোদং (দুর্ব্বাক্যজনিতব্যথাং) মৃষন্ (সহম্যানঃ)[এব] অম্বুমধ্যাৎ (জলমধ্যাৎ) নিরগাৎ (নির্গতঃ) ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ।—সেই ভগবান্ বরাহদেব হিরণ্যাক্ষের দুর্ব্বাক্যরূপ তোমরাস্ত্র দ্বারা ব্যথিত হইয়া স্বীয়-দন্তাগ্রস্থিত পৃথিবী ভয় পাইয়াছেন দেখিয়া, হস্তিনীর সহিত ক্রীড়ারত হস্তী যেরূপ মকর কর্ত্তৃক আক্রান্ত-হইলে সেই আক্রমণ সহ্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনিও সেই অসুরের দুর্ব্বাক্যজনিত ব্যথা সহ্য করিয়াই জলমধ্য হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—স হরিঃ অরেদুরুক্তান্যেব তোমরাঃ শস্ত্রবিশেষাস্তৈস্তুদ্যমানঃ ব্যথ্যমানঃ দংষ্ট্রাগ্রগতং পৃথ্বীং ভীতামালক্ষ্য তোদং দুরুক্তব্যথাং মৃষন্ সহমান এব নির্গতঃ। করেণুঃ হস্তিনী। বস্তুতস্তু অরিদুরুক্ততঃ অমরৈর্নিমিত্তভূতৈঃ তুদ্যমানঃ। যথাশ্রুতার্থগ্রাহিণাং ব্রহ্মাদীনাং ব্যথাং দৃষ্ট্বা অনুকম্পয়া পীড্যমান ইত্যর্থঃ তোদং মৃষন্ ইত্যস্যাপ্যয়মেবার্থঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।—হিরণ্যকেশঃ (হিরণ্যবৎ সুবর্ণবর্ণাঃ কেশাঃ যস্য সঃ কপিলবর্ণকেশঃ ইত্যর্থঃ) অশনিনিস্বনঃ (অশনেঃ বজ্রস্য নিস্বন ইব ধ্বনিরিব নিস্বনো যস্য স) [স হিরণ্যাক্ষঃ] করালদংষ্ট্রঃ (করালা ভীষণা দংষ্ট্রা যস্য সঃ) ঝষঃ (মকরঃ) দ্বিরদং যথা (হস্তিনমিব) সলিলাৎ (জলাৎ) নিঃসরন্তং (বহির্গচ্ছন্তং) তং (বরাহদেবং) অনুদ্রুতঃ (পশ্চাদ্ধাবিতঃ সন্) গতহ্রিয়াং (গতা নষ্টা হ্রী লর্জ্জা যেষাং, তেষাং, নির্লর্জ্জানামিত্যর্থঃ) অসতাং (অসাধূনাং) তু (অবধারণে) কিং বিগর্হিতং? (ন কিমপীত্যর্থঃ) [অতএব নির্লর্জ্জস্য তব পলায়নং নাযুক্তমিতি ভাবঃ] [ইতি] অব্রবীৎ (পরুষমুক্তবান্) ॥ ৭ ॥

স গামুদস্তাৎ সলিলস্য গোচরে বিন্যস্য তস্যামদধাৎ স্বসত্ত্বম্ ।
অভিষ্টুতো বিশ্বসৃজা প্রসূনৈরাপূর্য্যমাণো বিবুধৈঃ পশ্যতোঽরেঃ ॥ ৮ ॥
পরানুষক্তং তপনীয়োপকল্পং মহাগদং কাঞ্চনচিত্রদংশম্ ।
মর্ম্মাণ্যভীক্ষ্ণং প্রতুদন্তং দুরুক্তৈঃ প্রচণ্ডমন্যুঃ প্রহসংস্তং বভাষে ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ ।—তীক্ষ্ণদন্ত মকর যেরূপ আক্রমণাভিলাষে হস্তীর পশ্চাদ্ধাবিত হয়, পিঙ্গলবর্ণ কেশবিশিষ্ট সেই হিরণ্যাক্ষও তদ্রূপ জলমধ্য হইতে বহির্গত বরাহদেবের পশ্চাদ্ধাবিত হইতে হইতে বজ্রনির্ঘোষে তাঁহাকে বলিতে লাগিল—"তোমার পক্ষে এইরূপ ভাবে পলায়নই উপযুক্ত বটে ! যেহেতু নির্লজ্জগণের পক্ষে কিছুই নিন্দনীয় নহে" ॥ ৭ ॥

শ্রীধরটীকা ।—সলিলান্নির্গচ্ছন্তম্ অনুগতঃ সন্ । হিরণ্যবৎ কপিশাঃ কেশাঃ যস্য দৈত্যস্য । ঝষঃ মকরঃ । করালা দংষ্ট্রা যস্য । অশনিবৎ নিঃস্বনো যস্য । নির্লজ্জানামসতাং কিং বিগর্হিতমস্তি নিন্দাভাবাৎ, পলায়নং নাযুক্তমিত্যর্থঃ । বস্তুতঃ গতহ্রিয়াং প্রাপ্তহ্রিয়াং ন সন্তো যেভ্যস্তেষাং কৃপালূনাং কিং বিগর্হিতং, ন কিঞ্চিৎ । অতঃ কৃপালুত্বাৎ দংষ্ট্রাশ্রিতভূরক্ষণার্থ কিঞ্চিৎ পলায়নমপি ন নিন্দিতমিত্যর্থঃ । যথা। লোকোপকারায় ভুবমুদ্ধরতোঽনুদ্রবণমনুচিতং মন্বানো দৈত্য আত্মানমেবাধিক্ষিপতি । গতহ্রিয়াং স্বার্থৈকপরাণাম্ অসতামস্মাকং কিং বিগর্হিতগণনাম্ ? অপি তু নাস্ত্যেব, ধিগস্মানিত্যব্রবীদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ ।—[ততঃ] সঃ .বরাহদেবঃ) সলিলস্য (জলস্য) উদস্তাৎ (উপরিভাগে) গোচরে (ব্যবহারযোগ্যদেশে) গাং (পৃথিবীং) বিন্যস্য (সংস্থাপ্য) পশ্যতঃ (অবলোকয়ত এব) অরেঃ (শত্রোঃ হিরণ্যাক্ষস্য ইতি যাবৎ) বিশ্বসৃজা (ব্রহ্মণা) অভিষ্টুতঃ (সংস্তুতঃ) বিবুধৈঃ (অন্যৈঃ দেবৈশ্চ) প্রসূনৈঃ (কুসুমৈঃ) আপূর্য্যমাণঃ (পূজিতশ্চ সন্) তস্যাং (পৃথিব্যাঃ) স্বসত্ত্বং (স্বকীয়াধারশক্তিম্) অদধাৎ (নিহিতবান্)॥৮।

মূলানুবাদ ।—হিরণ্যাক্ষকে পশ্চাদ্ধাবিত হইতে দেখিয়া বরাহদেব জলের উপরিভাগে ব্যবহারযোগ্য স্থানে পৃথিবীকে সংস্থাপন করিয়া তাহাতে স্বকীয় আধারশক্তি নিহিত করিলেন। তৎকালে ব্রহ্মা তাঁহাকে স্তব করিতেছিলেন এবং অন্যান্য দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা পূজা করিতেছিলেন ইহা হিরণ্যাক্ষ দেখিতে পাইল ॥ ৮ ॥

শ্রীধরটীকা ।—স ভগবান্ বিশ্বসৃজাভিষ্টুতো বিবুধৈশ্চ প্রসূনৈরাপূর্য্যমাণঃ । বিশ্বসৃজাং প্রসূতৈরিতি পাঠে বিশ্বসৃজাং প্রসূতৈর্বিবুধৈঃ অভিষ্টুতঃ ইতি। সলিলস্যোদস্তাৎ উপরি ব্যবহারগোচরে দেশে গাং বিন্যস্য, স্বসত্ত্বমাধারশক্তিং নিহিতবান্, অরেস্তস্য পশ্যত এব ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ ।—[অথ] প্রচণ্ডমন্যুঃ (প্রচণ্ডঃ তীব্র মন্যুঃ ক্রোধো যস্য সঃ, অতিক্রুদ্ধ ইত্যর্থঃ) [স বরাহঃ] প্রহসন্ (হাস্যং কুর্ব্বন্ সন্) পরানুষক্তং (পশ্চাদ্ধাবন্তং) তপনীয়োপকল্পং (স্বর্ণালঙ্কারভূষিতং) মহাগদং (মহতী গদা যস্য তং) কাঞ্চনচিত্রদংশং (কাঞ্চনঃ স্বর্ণময় চিত্রঃ বিচিত্রঃ দংশঃ কবচং যস্য তং, বিচিত্রস্বর্ণকবচভূষিতমিত্যর্থঃ) দুরুক্তৈঃ (দুর্ব্বাক্যৈঃ) ভৃশম্ (অত্যন্তং) মর্ম্মানি তুদয়ন্তং (পীড়য়ন্তং) তং (হিরণ্যাক্ষং) বভাষে (কথিতবান্) ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ ।—স্বর্ণালঙ্কারভূষিত মহাগদাধারী স্বর্বণময় বিচিত্রবর্ম্মপরিহিত পশ্চাদ্ধাবিত সেই হিরণ্যাক্ষের দুর্ব্বাক্যসমূহে অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হওয়ায় অতিক্রুদ্ধ হইয়াও বরাহদেব হাস্যসহকারে তাহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

সত্যং বয়ং ভো বনগোচরা মৃগা যুষ্মদ্বিধান্ মৃগয়ে গ্রামসিংহান্।
ন মৃত্যুপাশৈঃ প্রতিমুক্তস্য বীরা বিকত্থনং তব গৃহ্ণন্ত্যভদ্র ॥ ১০ ॥
এতে বয়ং ন্যাসহরা রসৌকসাং গতহ্রিয়ো গদয়া দ্রাবিতাস্তে।
তিষ্ঠামহেঽথাপি কথঞ্চিদাজৌ স্থেয়ং ক্ব যামো বলিনোৎপাদ্য বৈরম্ ॥ ১১ ॥
ত্বং পদ্রথানাং কিল যূথপাধিপো ঘটস্ব নোঽস্বস্তয় আশ্বনূহঃ।
সংস্থাপ্য চাস্মান্ প্রমৃজাশ্রু স্বকানাং যঃ স্বাং প্রতিজ্ঞাং নাতিপিপর্ত্ত্যসভ্যঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরটীকা।—পরা পরাক্ পৃষ্ঠতোঽনুবক্তং লগ্নম্। তপনীয়োপকল্পং স্বুবর্ণাভরণম্। কাঞ্চনময়ঃ চিত্রঃ দংশঃ কবচং যস্য তং দৈত্যম্। প্রচণ্ডমন্যুত্বম্ অধিক্ষেপাদিকঞ্চানুকরণমাত্রং দৈত্যবাক্যভীতানাং দেবানাং ভয়নিবৃত্তয়ে। বস্তুতস্তেন তথানুক্তত্বেন কোপাদিহেতুত্বাভাবাৎ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।—ভোঃ (হে দৈত্য !) বয়ং বনগোচরা মৃগাঃ (ইতি ত্বয়া যৎ কথিতং তৎ) সত্যং, যুষ্মদ্বিধান্ (ভবাদৃশান্) গ্রামসিংহান্ (কুক্কুরান্) মৃগয়ে (অন্বিষ্যামি) [হে] অভদ্র ! বীরাঃ মৃত্যুপাশৈঃ প্রতিমুক্তস্য (বদ্ধস্য) তব বিকত্থনং (শ্লাঘাং) ন গৃহ্ণন্তি (ন স্বীকুর্ব্বন্তি) ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন—রে দুষ্ট ! আমরা বন্যবরাহ ইহা সত্য, কিন্তু তোমাদের মত কুক্কুরকেই আমি অনুসন্ধান করিতেছি; তুমি (আমার নিকট) মৃত্যুপাশে বদ্ধ, বীরগণ তোমাকে কখনও প্রশংসা করিবেন না ॥ ১০ ॥

শ্রীধরটীকা।—গ্রামসিংহান্ শুনঃ। প্রতিমুক্তস্য বদ্ধস্য। বিকত্থনং শ্লাঘনম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।—রসৌকসাং (পাতালবাসিনাং) ন্যাসহরাঃ (ন্যস্তধনস্বরূপপৃথিবীহরণকারিণঃ) এতে বয়ম্ (অস্মদো দ্বয়োশ্চেত্যনুশাসনাদেকত্বেঽপ্যত্র বহুবচনম্] তে (তব) গদয়া দ্রাবিতাঃ (পলায়নং কারিতাঃ) অথাপি গতহ্রিয়ঃ (নির্লজ্জাঃ সন্তঃ) কথঞ্চিৎ (কেনাপি প্রকারেণ) আজৌ (যুদ্ধে) তিষ্ঠামহে (অসমর্থা অপি স্ববলং প্রকাশয়ামঃ, "প্রকাশনে স্থেয়াখ্যয়োশ্চে" ত্যাত্মনেপদং) বলিনা (বলবতা ত্বয়া সহ) বৈরম্ (শত্রুত্বম্) উৎপাদ্য (কৃত্বা) ক্ব যামঃ (কুত্র গত্বা নিষ্কৃতির্ভ্যা ? ন কুত্রাপি, অতঃ) স্থেয়ম্ (অত্রৈব স্থাতব্যম্) ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ।—আমি পাতালবাসিদিগের এই ন্যস্তধনস্বরূপ পৃথিবীকে অপহরণ করিতেছি বলিয়া তুমি গদাদ্বারা বিতাড়িত করিলেও লজ্জাহীন হইয়া কোনও প্রকারে এই যুদ্ধস্থানে থাকিয়াই সাধ্যমত বল প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু কি করিব ? তুমি বলবান্, তোমার সহিত শত্রুতা সৃষ্টি করিয়া কোথায়ই বা পলায়ন করি, বাধ্য হইয়া এখানেই থাকিতে হইতেছে। (এ সকল শ্রীভগবানের পরিহাসোক্তি) ॥ ১১ ॥

শ্রীধরটীকা।—ন্যাসহরা নিক্ষেপহরাঃ। দ্রাবিতাঃ পলায়নং কারিতাঃ। তথাপি অসমর্থা অপি তিষ্ঠামঃ। তৎ কিম্ ? যতঃ স্থেয়ং স্থাতব্যমস্মাভিঃ তৎ কিমিত্যত আহ ক্ব যামঃ গন্তব্যদেশাভাবাৎ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।—ত্বং পদ্রথানাং (পদাতীনাং) যূথপাধিপঃ কিল (মুখ্য এব) আশু (শীঘ্রম্) অনূহঃ (নির্ব্বিতর্কঃ সন্) নঃ (অস্মাকম্) অস্বস্তয়ে (পরাভবায়) ঘটস্ব (যত্নবান্ ভব) অস্মান্ সংস্থাপ্য চ (নিহত্য চ) স্বকানাং (স্বজনানাম্) অশ্রু প্রমৃজ (দুঃখং দূরীকুরু) যঃ স্বাং প্রতিজ্ঞাং নাতিপিপর্ত্তি (ন পূরয়তি) [অসৌ] অসভ্যঃ (অশিষ্টত্বেন পরিগণিতো ভবতি) ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ।—তুমি পদাতিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দলপতি, তুমি কোনও দ্বিধা না করিয়া শীঘ্র আমাদের পরাভবের জন্য যত্নবান্ হও এবং আমাদিগকে বধ করিয়া স্বজনবর্গের দুঃখাশ্রু অপনোদন কর। যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা পুরণ করিতে না পারে, সে অতি অসভ্য বলিয়া গণ্য হয় ॥ ১২ ॥

শ্রীধরটীকা।—পত্রথানাং পদাতীনাং যে যূথপাস্তেষামধিপঃ মুখ্য ইত্যর্থঃ। অস্মত্তয়ে পরাভবার্থম্ আশু ঘটস্ব যতস্ব। অনুদ্বো নির্বিতর্কঃ। যো নাতিপিপর্ত্তি ন পূরয়তি বা। অসাবসভ্যঃ সভায়ামনর্হঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে মহামুনি মৈত্রেয় বিদুরের নিকট ক্রমশঃ হিরণ্যাক্ষ ও বরাহরূপী শ্রীভগবানের উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং মহাযুদ্ধ বর্ণনা করিতেছেন। তিনি প্রথমতঃ বলিলেন—হে বিদুর! হিরণ্যাক্ষ বরুণদেবের মুখে শ্রীভগবানের অসাধারণ বীরত্বখ্যাতি শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধবাসনায় অত্যন্ত উৎসুক হইয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন—এরূপ সময়ে হঠাৎ নারদ মুনিকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—ঠাকুর! তুমি ত সর্ব্বদা নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া বেড়াও, বলিতে পার কি, সম্প্রতি তোমাদের শ্রীহরি কোথায় এবং কি অবস্থায় আছেন? নারদ তখন বলিয়া দিলেন যে, তিনি প্রলয়জলমগ্না বসুন্ধরাকে উদ্ধার করিবার জন্য বরাহমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া রসাতলে গমন করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া হিরণ্যাক্ষ তৎক্ষণাৎ রসাতলে গমন করিল ও তথায় দেখিতে পাইল—বরাহরূপী শ্রীভগবান্ পৃথিবীকে দন্তাগ্রে ধারণপূর্ব্বক তাহার উদ্ধার সাধন করিতেছেন। ঐ অবস্থা দেখিয়া দৈত্য অতি গর্ব্বভরে তাঁহাকে সাধারণ শূকর-জ্ঞানে হাসিয়া উঠিল এবং বলিতে লাগিল—রে অজ্ঞ! তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না যে, পৃথিবী এখন আমাদের অধিকারে, যেহেতু সৃষ্টিকর্ত্তা ইহা সম্প্রতি আমাদের জন্যই পাঠাইয়াছেন, নতুবা এখানে আসিবেই বা কেন? অতএব শীঘ্র ইহাকে পরিত্যাগ কর। ওহে শূকর! তুমি কি মনে করিতেছ যে, আমার সাক্ষাতে তুমি এই পৃথিবী লইয়া কুশলী হইবে? আমাদের শত্রু দেবতাসম্প্রদায় কি আমাদের বিনাশার্থ তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে যে, তুমি কপটমূর্ত্তিতে আমাদের প্রতি হিংসা করিতেছ? তোমার বলবীর্য্য ত কিছুই নাই, একমাত্র যোগমায়াই তোমার সম্বল! রে মূর্খ! আজ তোমাকে সংহার করিয়া আমার স্বজনবর্গের দুঃখ দূর করিব। তোমাকে যদি নিহত করিতে পারি, তবে দেবতা বল, ঋষি বল, কেহই আর থাকিতে পারিবে না, তুমিই ত তাহাদের মূল, সুতরাং মূল ছেদন করিলে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাদির যে অবস্থা হয়, তোমাকে বিনষ্ট করিতে পারিলে তাহাদেরও সেই অবস্থাই ঘটিবে। এইরূপভাবে হিরণ্যাক্ষ শ্রীভগবান্‌কে যে সব তিরস্কারবাক্য প্রয়োগ করিল, সেই সকল তিরস্কার বাক্যের মধ্যেও কিন্তু সুন্দর রহস্য আছে। ভগবান্ বেদব্যাস স্বীয় অসাধারণ রচনা কৌশলে প্রত্যেক তিরস্কার বাক্য দ্ব্যর্থকরূপে রচনা করিয়াছেন। একটি অর্থে তিরস্কারই প্রকাশ পায়, সে অর্থ ব্যাখ্যা ও অনুবাদে প্রদর্শিত হইয়াছে। অপর অর্থে যে স্তুতি প্রকাশ পায়, তাহাও শ্রীধরস্বামিপাদের টীকায় উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ইহাই সূচিত হইয়াছে যে, ইহজন্মে যে ব্যক্তি এই হিরণ্যাক্ষ, সে ত শ্রীভগবানেরই সেই পরমপ্রিয় ভক্ত জয় ও বিজয় নামক বৈকুণ্ঠের দ্বারপালদ্বয়ের মধ্যেই একজন। সনকাদি মুনিগণ যখন শাপ দিয়াছিলেন, তাহার পরক্ষণেই তাঁহাদের পায়ে পড়িয়া ঐ দ্বারপালদ্বয় প্রার্থনা করিয়াছিল—"মা বোঽনুতাপকলয়া ভগবৎস্মৃতিঘ্নো মোহো ভবেদিহ তু নৌ ব্রজতোরধোঽধঃ"। "হে ব্রাহ্মণগণ! আপনাদের অভিসম্পাতে আমরা যতই অধমজন্ম লাভ করি না কেন, শ্রীভগবানের স্মৃতিনাশক মোহ যেন কখনও আমাদের উপস্থিত না হয়"। যাঁহাদের চিত্ত ভক্তিপ্রবণ, ঘটনাচক্রে যদিও তাঁহাদের দৈত্যকুলে জন্ম হইয়াছে বটে, তথাপি পূর্ব্বসংস্কার লোপ পায় নাই, সুতরাং প্রাণের মধ্যে সেই অচলা ভক্তি এখনও বিরাজ করিতেছে; তবে এই দৈত্যকুলে জন্ম যেমন শত্রুতার আভাস মাত্র, স্তুতিবাক্যের বাহ্যিক অর্থে তিরস্কার

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

সোঽধিক্ষিপ্তো ভগবতা প্রলব্ধশ্চ রুষা ভৃশম্।
আজহারোল্বণং ক্রোধং ক্রীড্যমানোঽহিরাড়িব ॥ ১৩ ॥

প্রকাশও সেইরূপ আভাস মাত্রই, সুতরাং স্তুতিপক্ষের অর্থানুসন্ধান করা ভক্তগণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। এজন্য স্বামিপাদের টীকা অনুসারে এস্থলে সংক্ষেপে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমতঃ হিরণ্যাক্ষ ভগবান্‌কে "বনগোচরো মৃগঃ" বলিয়াছিল; স্তুতিপক্ষে "মৃগ্যতে ইতি মৃগঃ" অর্থাৎ অনুসন্ধেয়, "বনগোচরঃ জলশায়ী নারায়ণঃ"; অর্থাৎ যে প্রলয়ার্ণবশায়ী ভগবান্ নারায়ণ যোগিগণেরও কত যুগযুগান্ত অনুসন্ধানের ফলে দুর্লভ, ইনিই ত সেই নারায়ণ, ইহা ভাবিয়া আনন্দে তাহার হাস্য উপস্থিত হইল। তাহার পর "অজ্ঞ", সম্বোধনে যাঁহা হইতে "জ্ঞ" অর্থাৎ জ্ঞানী নাই, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী; "সুরাধম"—সুরগণ যাঁহা হইতে অধম অর্থাৎ সমস্ত দেবতামণ্ডলী হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ এবং "আসাদিতশূকরাকৃতে" "লীলাবশতঃ যিনি বরাহমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছেন"। আবার "মহীং বিমুঞ্চ নো" শ্লোকে "নো" নিষেধার্থ অব্যয়, অর্থাৎ "আপনি পৃথিবীকে ত্যাগ করিবেন না" এইরূপ অর্থ বুঝায়; "নঃ স্বস্তি যাস্যন্ত্যনয়া" "এই পৃথিবীদ্বারা আমাদের সমস্ত কল্যাণসম্পদ্ আপনি লাভ করিতে পারিবেন"। "পরোক্ষজিৎ" শব্দে "লোকে দৃশ্য বস্তু জয় করিতে পারে বটে, কিন্তু হে ভগবন্! তুমি তাহাদের অদৃশ্য বস্তুও জয় করিয়া থাক"; "যোগমায়াবলমল্পপৌরুষং" "লৌকিকবল যাহার কাছে অতি তুচ্ছ, সেই যোগমায়া তোমার স্বরূপশক্তি, সুতরাং তোমার বলের তুলনা নাই" বুঝায়। "ত্বাং সংস্থাপ্য সুহৃচ্ছুচঃ প্রমৃজে" "তোমাকে হৃদয়মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অর্থাৎ একান্তমনে তোমারই ধ্যানতৎপর হইয়া স্বজনগণের দুঃখ দূর করিব" অর্থাৎ তোমাকে যদি একমনে ভাবিতে পারি, তবে শুধু আমার কেন, আত্মীয়বর্গের পর্য্যন্ত দুঃখ দূর হইবে। "গদয়াশীর্ণশীর্ষণি" "গদাদ্বারাও তোমার মস্তক "অশীর্ণ'' অর্থাৎ বিচূর্ণিত হয় না"। "ত্বয়ি সংস্থিতে'' অর্থাৎ "তুমি ভাল থাকিলে'' "সর্ব্বে ন ভবিষ্যন্ত্যমূলাঃ" "কেহই আশ্রয়হীন হইবে না''। এইরূপে হিরণ্যাক্ষের প্রতিকথাতেই শ্রীভগবানের স্তুতি সূচিত হইতেছে। যাহা হউক, সেই সকল তিরস্কার বাক্য উপেক্ষা করিয়া শ্রীভগবান্ প্রথমে কর্ত্তব্যবোধে পৃথিবীকে লইয়া জলের উপরিভাগে উঠিলেন এবং পৃথিবীর মধ্যে নিজ নিজ সত্ত্বগুণের অলৌকিক শক্তি সঞ্চারিত করিয়া ঐ জলের উপরেই তাহার প্রতিষ্ঠা করিলেন। সত্ত্বগুণের স্বরূপ অতি লঘু, সুতরাং ভগবৎপ্রদত্ত সত্ত্বগুণের বলে পৃথিবী জল অপেক্ষাও লঘুতর হইয়াছেন, অতএব আর মগ্ন হইলেন না। এদিকে দুর্দ্দান্ত দৈত্য হিরণ্যাক্ষ ভগবানের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে, আর অন্তর্য্যামী ভগবান্ সকল রহস্যই বুঝিতেছেন। স্বকীয় লীলাবৃত্তান্ত স্বেচ্ছায় সংঘটিত হইতেছে, সুতরাং তাঁহার ক্রুদ্ধ বা বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই; তবে লৌকিক ভাবের অনুকরণে তিনি ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন মাত্র। হিরণ্যাক্ষের সহিত তাঁহার এই যে পরস্পর শত্রুভাব, ইহা সকলই আভাস অর্থাৎ লৌকিক অনুকরণ মাত্র, তাই নিতান্ত শত্রুকে যেমন বীরগণ অবজ্ঞাভরে পরিহাস করে, সেইরূপ পরিহাসপূর্ণ বাক্যে ভগবান্ তাহাকে উত্তেজিত করিতেছেন; কেননা শীঘ্রই তাহাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তিনি নিজ যুদ্ধবাসনা পূর্ণ করিবেন এবং ভক্তের প্রতি প্রদত্ত ব্রহ্মশাপ অনুযায়ী দণ্ডভোগ শীঘ্র সম্পাদন করিয়া আবার ভক্ত লইয়া সুখে নিজধামে বিরাজ করিবেন বলিয়াই এ সকল আয়োজন ॥ ১—১২

অন্বয়ঃ।—সঃ (হিরণ্যাক্ষঃ) ভগবতা (বরাহমূর্ত্তিনা শ্রীহরিণা) রুষা (ক্রোধেন) ভৃশম্ (অত্যন্তম্) অধিক্ষিপ্তঃ (তিরস্কৃতঃ) প্রলব্ধশ্চ (উপহসিতশ্চ) ক্রীড্যমানঃ (ক্রীড়াং সম্পাদ্যমানঃ) অহিরাট্ ইব (মহাসর্প ইব) উল্বণং (তীব্রং) ক্রোধম্ আজহার (জগ্রাহ) ॥ ১৩

সৃজন্নমর্ষিতঃ শ্বাসান্মন্যুপ্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ ।
আসাদ্য তরসা দৈত্যঃ গদয়া ন্যহনদ্ধরিম্ ॥ ১৪ ॥
ভগবাংস্তু গদাবেগং বিসৃষ্টং রিপুণোরসি ।
অবঞ্চয়ত্তিরশ্চীনো যোগারূঢ় ইবান্তকম্ ॥
পুনর্গদাং স্বা (স) মাদায় ভ্রাময়ন্তমভীক্ষ্ণশঃ ।
অভ্যধাবদ্ধরিঃ ক্রুদ্ধঃ সংরম্ভাদ্দষ্টদচ্ছদম্ ॥ ১৫ ॥
ততশ্চ গদয়ারাতিং দক্ষিণস্যাং ভ্রুবি প্রভুঃ ।
আজঘ্নে স তু তাং সৌম্য গদয়া কোবিদোঽহনৎ ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—ভগবান্ বরাহদেব হিরণ্যাক্ষকে ঐরূপ তিরস্কার ও উপহাস করিলে মহাসর্প দ্বারা ক্রীড়া করাইতে গেলে সে যেমন কুপিত হয়, হিরণ্যাক্ষও সেইরূপ তীব্র ক্রোধ আশ্রয় করিয়াছিল ॥ ১৩

শ্রীধরটীকা।—সোঽধিক্ষিপ্তঃ সত্যং বয়মিতি শ্লোকেন। রুষা প্রলব্ধঃ উপহসিতঃ এতে বয়মিতি দ্বাভ্যাং। ক্রীড়াং কার্য্যমাণোঽহিরাট্ মহাসর্প ইব ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—অমর্ষিতঃ (ক্রুদ্ধঃ) মন্যুপ্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ (মন্যুনা ক্রোধেন প্রচলিতানি ক্ষুভিতানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ) দৈত্যঃ (হিরণ্যাক্ষঃ) শ্বাসান্ সৃজন্ (দীর্ঘশ্বাসং পরিত্যজন্) তরসা (বেগেন) হরিম্ আসাদ্য (বরাহদেবস্য সমীপং গত্বা) গদয়া ন্যহনৎ (তাড়িতবান্) ॥ ১৪

মূলানুবাদ।—হিরণ্যাক্ষ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল, ক্রোধের বেগে তাহার ইন্দ্রিয় সকল চঞ্চল হইয়া উঠিল, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সে দ্রুতবেগে বরাহদেবের নিকটে গিয়া গদাদ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিল ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—মন্যুনা প্রচলিতানি ক্ষুভিতানীন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—তু (কিন্তু) ভগবান্ রিপুণা (দৈত্যেন) উরসি (বক্ষসি) বিসৃষ্টং (নিক্ষিপ্তং) গদাবেগং তিরশ্চীনঃ (বক্রঃ সন্) যোগারূঢ়ঃ (যোগমার্গানুসারিজনঃ) অন্তকমিব (মৃত্যুং যথা বঞ্চয়তি তথা) অবঞ্চয়ৎ (বিফলীকৃতবান্) পুনঃ স্বাং গদাম্ আদায় (গৃহীত্বা) অভীক্ষ্ণশঃ (বারংবারং) ভ্রাময়ন্তং (ঘূর্ণয়ন্তং) সংরম্ভাৎ (ক্রোধবেগাৎ) দষ্টদচ্ছদম্ (অধরদংশনকারিণং) [তং হিরণ্যাক্ষং] হরিঃ ক্রুদ্ধঃ (সন্) অভ্যধাবৎ (আক্রমণার্থং ধাবিতবান্) ॥ ১৫

মূলানুবাদ।—সেই শত্রু হিরণ্যাক্ষ শ্রীভগবানের বক্ষঃ লক্ষ্য করিয়া আঘাত করিল বটে, কিন্তু শ্রীভগবান্ ঈষৎ বক্র হইয়া, যোগীপুরুষ যেমন মৃত্যুকে বিফল করে, সেইরূপ ঐ গদার বেগ ব্যর্থ করিলেন। হিরণ্যাক্ষ পুনর্ব্বার স্বীয় গদা গ্রহণ করিয়া বারংবার ঘূর্ণিত করিতে লাগিল এবং ক্রোধের বেগে নিজের অধর দংশন করিতে লাগিল; তখন ভগবান্ শ্রীহরি কুপিত হইয়া তাহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা।—অন্তকং মৃত্যুম্ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—সৌম্য ! (হে ভদ্র বিদুর !) ততশ্চ (অনন্তরং) প্রভুঃ (বরাহদেবঃ) গদয়া অরাতিং (তং দৈত্যং) দক্ষিণস্যাং ভ্রুবি (অবচ্ছেদে সপ্তমী, দক্ষিণ ভ্রূপ্রদেশং লক্ষীকৃত্য ইত্যর্থঃ) আজঘ্নে (আঘাতং

এবং গদাভ্যাং গুর্ব্বীভ্যাং হর্য্যক্ষো হরিরেব চ।
জিগীষয়া সুসংরব্ধাবন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ ॥ ১৭ ॥

তয়োঃ স্পৃধোস্তিগ্মগদাহতাঙ্গয়োঃ ক্ষতাস্রবঘ্রাণবিবৃদ্ধমন্ব্যোঃ।
বিচিত্রমার্গাংশ্চরতো জিগীষয়া ব্যভাদিলায়ামিব শুষ্মিণোর্ম্মৃধঃ ॥ ১৮ ॥

দৈত্যস্য যজ্ঞাবয়বস্য মায়য়া গৃহীতবারাহতনোর্মহাত্মনঃ।
কৌরব্য মহ্যাং দ্বিষতোর্হি মর্দ্দনং দিদৃক্ষুরাগাদৃষিভির্বৃতঃ স্বরাট্ ॥ ১৯ ॥

কৃতবান্, আত্মনেপদপ্রয়োগ আর্ষঃ) কোবিদঃ (যুদ্ধবিচক্ষণঃ) স তু (দৈত্যঃ) তাং (ভগবৎক্ষিপ্তাং গদাং স্বগাত্রে অনাগতামেব ইতি ভাবঃ) গদয়া অহনৎ (প্রতিজঘান) ॥ ১৬

মূলানুবাদ।—হে সৌম্য বিদুর ! অতঃপর ভগবান্ সেই দৈত্যের সেই দক্ষিণ ভ্রূ লক্ষ্য করিয়া গদাঘাত করিলেন, কিন্তু সেই দৈত্য যুদ্ধবিদ্যায় অতি নিপুণ, সুতরাং ভগবানের গদা তাহার গায়ে লাগিবার পূর্ব্বেই গদাদ্বারা সে তাহার প্রতিরোধ করিল ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—জিগীষয়া (পরস্পরজয়েচ্ছয়া) সুসংরব্ধৌ (অত্যন্তক্রোধবেগসম্পন্নৌ) হর্য্যক্ষঃ হরিরেব চ (হিরণ্যাক্ষঃ বরাহদেবশ্চেত্যুভৌ) এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) গুর্ব্বীভ্যাং (মহতীভ্যাং) গদাভ্যাম্ অন্যোন্যং (পরস্পরং প্রতি) অভিজঘ্নতুঃ (আঘাতং কৃতবন্তৌ) ॥ ১৭

মূলানুবাদ।—(বরাহরূপী) ভগবান্ ও হিরণ্যাক্ষ উভয়েই পরস্পরকে পরাভব করিবার ইচ্ছায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশাল গদাদ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

শ্রীধরটীকা।—হে সৌম্য বিদুর ! তাং গদামপ্রাপ্তামেবাহনৎ ॥ ১৬ ॥ হর্য্যক্ষো হিরণ্যাক্ষঃ ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—স্পৃধোঃ (স্পর্দ্ধমানয়োঃ) তিগ্মগদাহতাঙ্গয়োঃ (তিগ্মাভ্যাং তীক্ষ্ণাভ্যাং গদাভ্যামাহতানি অঙ্গানি যয়োঃ তথাবিধয়োঃ) ক্ষতাস্রবঘ্রাণবিবৃদ্ধমন্ব্যোঃ (ক্ষতাস্রবানাং রুধিরানাং ঘ্রাণেন পূতিগন্ধেন বিবৃদ্ধঃ পরিবর্দ্ধিত মন্যুঃ ক্রোধো যয়োঃ, তয়োঃ) জিগীষয়া (জয়েচ্ছয়া) বিচিত্রমার্গান্ (নানাপ্রকারান্) চরতোঃ (অনুতিষ্ঠতোঃ) ইলায়াং (নিমিত্তভূতায়াং পৃথিব্যাম্, উপমানপক্ষে গবীত্যর্থঃ) শুষ্মিণোরিব (মত্তয়োর্বৃষভয়োরিব) মৃধঃ (যুদ্ধং) ব্যভাৎ (অশোভত) ॥ ১৮

মূলানুবাদ।—দৈত্য ও (বরাহরূপী) ভগবান্ দুইজনেই পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা করিতেছিলেন, তীব্র গদাঘাতে দুইজনেরই অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইতেছিল, শরীর হইতে নির্গত রুধিরের তীব্রগন্ধে উভয়েরই ক্রোধ বর্দ্ধিত হইতেছিল, জয়ের ইচ্ছায় উভয়েই গদাযুদ্ধাদি নানাপ্রকার পন্থা অবলম্বন করিতেছিলেন ; অতএব তৎকালে পৃথিবীর জন্য উভয়ের যুদ্ধ, গাভীর জন্য মত্ত বৃষদ্বয়ের যুদ্ধের ন্যায় শোভা পাইয়াছিল ॥ ১৮

শ্রীধরটীকা।—স্পৃধোঃ স্পর্দ্ধমানয়োস্তিগ্মাভ্যাং গদাভ্যাম্ আহতানি অঙ্গানি যয়োঃ। ক্ষতাদাস্রবতীতি ক্ষতাস্রবং রুধিরং তস্য ঘ্রাণমবঘ্রাণং তেন বিবৃদ্ধো মান্যুর্যয়োঃ। বিচিত্রান্ মার্গান্ গদাযুদ্ধভ্রমণপ্রভেদান্। ইলা গৌঃ তস্যাং নিমিত্তভূতায়াং, শুষ্মিণোঃ মত্তয়োঃ বৃষভয়োঃ প্রস্তুতেঽপি ইলা পৃথিবী তদর্থম্। বৃষভৌ হি খলু বহূনি দিনানি সংগ্রথিতোত্তুঙ্গশৃঙ্গসংঘর্ষবিদীর্ণাঙ্গগলদ্রুধিরৌ পরস্পরোপমর্দ্দব্যগ্রোগ্রসংরম্ভৌ চমৎকারিতগজযূথপৌ যুধ্যমানৌ তিষ্ঠত ইতি প্রসিদ্ধম্ ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—কৌরব্য ! (হে বিদুর !) মহ্যাং (নিমিত্তভূতায়াং পৃথিব্যাং, তাং নিমিত্তীকৃত্যেতি যাবৎ) দ্বিষতোঃ (বৈরং কুর্ব্বতোঃ) দৈতস্য (হিরণ্যাক্ষস্য) মায়য়া (যোগমায়াবলেন) গৃহীতবারাহতনোঃ

আসন্নশৌণ্ডীরমপেতসাধ্বসং কৃতপ্রতীকারমহার্য্যবিক্রমম্।
বিলক্ষ্য দৈত্যং ভগবান্ সহস্রণীর্জগাদনারায়ণমাদিশূকরম্ ॥ ২০ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

এষ তে দেবদেবানামঙ্ঘ্রিমূলমুপেয়ুষাম্।
বিপ্রাণাং সৌরভেয়ীণাং ভূতানামপ্যনাগসাম্।
আগস্কৃদ্ভয়কৃদ্দুষ্কৃদস্মদ্রাদ্ধবরোঽসুরঃ।
অন্বেষন্নপ্রতিরথো লোকানটতি কণ্টকঃ ॥ ২১ ॥

বরাহমূর্ত্তিধারিণঃ তস্য বিষ্ণোরিতি যাবৎ) [এতয়োর্দ্বয়োঃ] মর্দ্দনং (যুদ্ধং) দিদৃক্ষুর্হি (দ্রষ্টুমিচ্ছুরেব) স্বরাট্ (স্বস্মিন্ রাজতে যঃ সঃ, আত্মারামো ব্রহ্মা ইতি যাবৎ) ঋষিভির্বৃতঃ (মুনিগণবেষ্টিতঃ সন্) আগাৎ (আগতবান্) ॥ ১৯

মূলানুবাদ।—হে বিদুর! পৃথিবীকে উপলক্ষ্য করিয়া হিরণ্যাক্ষ ও বরাহমূর্ত্তি শ্রীভগবান্ যে যু করিতেছিলেন, তাহা দেখিবার জন্য মুনিগণে পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—সহস্রণীঃ (ঋষিসহস্রপরিবৃতঃ) ভগবান্ (ব্রহ্মা) আসন্নশৌণ্ডীরম্ (আসন্নং প্রাপ্তং শৌণ্ডীরং মত্ততা যেন তম্) অপেতসাধ্বসং (নির্ভীকং) কৃতপ্রতীকারং (ভগবতা সহ যুদ্ধে যথোচিতপ্রতিকারপরায়ণং) অহার্য্যবিক্রমম্ (অহার্য্যঃ অপ্রতিবিধেয়ঃ বিক্রমো যস্য তং) দৈত্যং (হিরণ্যাক্ষ্যং) বিলক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) আদিশূকরং (আদিবরাহমূর্ত্তিং) নারায়ণং (শ্রীহরিং) জগাদ (কথিতবান্) ॥ ২০

মূলানুবাদ।—বহু সংখ্যক মুনিজন সমভিব্যাহারে ব্রহ্মা তথায় আসিয়া দেখিলেন যে, সেই দৈত্য হিরণ্যাক্ষ যুদ্ধে অতি মত্ত এবং নির্ভীকভাবে যথোচিত প্রতিবিধান করিতেছে, ভগবান্ তাহার পরাক্রমে কোনও প্রতিকার করিতে পারিতেছেন না; এইরূপ লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মা সেই আদিবরাহমূর্ত্তি নারায়ণকে বলিলেন ॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—যজ্ঞা এব অবয়বা যস্য তস্য চ। মহ্যাং মহীনিমিত্তং দ্বিষতোঃ ॥ ১৯ ॥ আগত্য নারায়ণমাহ। কি কৃত্বা? দৈত্যং বিলক্ষ্য। কথম্ভূতম্? আসন্নং প্রাপ্তং শৌণ্ডীরং শৌর্য্যং মদো বা যেন। অপেতং সাধ্বসং যস্মাৎ। কৃতঃ প্রতীকারো যেন। অহার্য্যঃ অপ্রতিকার্য্যো বিক্রমো যস্য। সহস্রণীঃ সহস্রাণাং ঋষিসহস্রানাং নেতা ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—[হে] দেব! কণ্টকঃ (অস্মাকং কণ্টকস্বরূপঃ) এষঃ অসুরঃ (হিরণ্যাক্ষঃ) অস্মদ্রাদ্ধবরঃ (অস্মত্তঃ মৎসকাশাৎ রাদ্ধঃ প্রাপ্তঃ বরো যেন সঃ তথাবিধঃ সন্) তে (তব) অঙ্ঘ্রিমূলং (চরণপ্রান্তম্) উপেয়ুষাম্ (আশ্রিতানাম্) অনাগসাং (নিরপরাধানাং) দেবানাং, বিপ্রাণাং, সৌরভেয়ীণাং (গবাং) ভূতানামপি (অন্যেষামপি প্রাণিনাম্) আগস্কৃৎ (বৃথৈব অপরাধারোপকারী) [তৎপরিহারায় যত্নে কৃতে চ] ভয়কৃৎ (ভীতিপ্রদঃ) [ততশ্চ] দুষ্কৃৎ (অনিষ্টকারী), অন্বেষন্ (প্রতিদ্বন্দ্বিনমিচ্ছন্) অপ্রতিরথঃ (ন প্রাপ্তঃ প্রতিরথো যোগ্যপ্রতিদ্বন্দ্বী যেন সঃ তথাবিধঃ সন্) লোকান্ (ভুবনানি) অটতি (বিচরতি) ॥ ২১

মূলানুবাদ।—শ্রীব্রহ্মা কহিলেন—হে ভগবন্! এই অসুর আমার নিকট হইতে বরলাভ করিয়া

মৈনং মায়াবিনং দৃপ্তং নিরঙ্কুশমসত্তমম্।
আক্রীড় বালবদ্দেব যথাশীবিষমুত্থিতম্॥ ২২॥
ন যাবদেষ বর্দ্ধেত স্বাং বেলাং প্রাপ্য দারুণঃ।
স্বাং দেবমায়ামাস্থায় তাবজ্জহ্যঘমচ্যুত॥ ২৩॥
এষা ঘোরতমা সন্ধ্যা লোকচ্ছম্বট্‌করী প্রভো।
উপসর্পতি সর্ব্বাত্মন্ সুরাণাং জয়মাবহ॥ ২৪॥

আপনার শ্রীচরণাশ্রিত নিরাপদ দেবতা, ব্রাহ্মণ, গো এবং অন্যান্য প্রাণিগণের প্রতি বৃথা অপরাধ আরোপ করে ও তাহার প্রতিকার করিতে গেলে নানা প্রকার ভীতিপ্রদর্শনপূর্ব্বক যথেষ্ট অত্যাচার করে। বহু অনুসন্ধান করিয়াও নিজ যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী না পাইয়া এখন আমাদের কণ্টকস্বরূপ সেই হিরণ্যাক্ষ সকল ভুবন পর্য্যটন করিতেছে॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—হে দেব! তেহঙ্‌ঘ্রিমূলং প্রাপ্তানাং দেবাদীনাম্ এষোঽসুরঃ আগস্কৃৎ বৃথৈবাপরাধারোপকঃ, তৎপরিহারায় প্রবৃত্তৌ ভয়কৃৎ ভীতং জ্ঞাত্বা দুষ্কৃৎ অর্থপ্রাণাদিহর্ত্তা। অস্মত্তো রাদ্ধো বরো যেন। অন্বেষন্ প্রতিরথমবলোকয়ন্। অপ্রতিরথঃ প্রতিপক্ষশূন্যঃ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—[হে] দেব! মায়াবিনং (কপটং) দৃপ্তং (গর্ব্বিতং) নিরঙ্কুশং (দুর্বারম্) অসত্তমম্ (অসাধুতমম্) উত্থিতং (ক্ষুভিতম্) আশীবিষং যথা (সর্পমিব) এনং (দৈত্যং) বালবৎ (বালক ইব) মা ক্রীড় (ক্রীড়নকং ন কুরু)॥ ২২

মূলানুবাদ।—হে দেব! এই অধম দৈত্য অতিশয় মায়াবী ও গর্ব্বিত এবং ইহার বেগ কিছুতেই বাধাপ্রাপ্ত হয় না। বালক যেমন ফণাধর সর্পকে লইয়া ক্রীড়া করে, আপনি ইহাকে লইয়া সেরূপ করিবেন না॥ ২২

শ্রীধরটীকা।—যৎ যস্মাদেবং মা ক্রীড় মা ক্রীড়য়। হে দেব! যথা উত্থিতং ক্ষুভিতম্ আশীবিষং সর্পং বালঃ পুচ্ছাকর্ষণাদিনা ক্রীড়য়তি, তদ্বৎ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—[হে] অচ্যুত! (বিষ্ণো!) দারুণঃ (ভয়ঙ্করঃ) এষঃ (দৈত্যঃ) যাবৎ স্বাং বেলাম্ (আসুরং মুহূর্ত্তং) প্রাপ্য ন বর্দ্ধেত (বলবত্তরো ন ভবতি) তাবৎ স্বাং মায়াম্ (স্বরূপশক্তিম্) অবস্থায় (পরিগৃহ্য) অঘং (পাপভূতম্ এনং) জহি (নাশয়)॥ ২৩

মূলানুবাদ।—হে প্রভো অচ্যুত! আসুরীবেলা প্রাপ্ত হইয়া এই দৈত্য যতক্ষণ না আরও প্রবল হয়, তাহার মধ্যেই আপনি স্বীয় মায়াশক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক এই পাপিষ্ঠকে বিনাশ করুন॥ ২৩

শ্রীধরটীকা।—স্বাম্ আসুরীং। হে দেব! স্বাং মায়াং। অঘং পাপরূপম্॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—[হে] সর্ব্বাত্মন্! (সর্ব্বান্তর্য্যামিন্!) প্রভো! ঘোরতমা (অতিভয়ঙ্করী) লোকছম্বট্‌করী ("ছম্বট্" ইতি বিনাশার্থে অব্যয়ং, তথা চ লোকবিনাশকারিণীত্যর্থঃ) এষা সন্ধ্যা (আসুরী বেলা) উপসর্পতি (আগচ্ছতি) [অতঃ শীঘ্রং] সুরানাং (দেবানামস্মাকং) জয়মাবহ (জয়ং সাধয়)॥ ২৪

মূলানুবাদ।—হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন্ প্রভো! লোকবিনাশকারিণী অতিভীষণা আসুরী বেলা এই সমাগতপ্রায়। অতএব শীঘ্র দেবতাদিগের জয় সম্পাদন করুন॥ ২৪

শ্রীধরটীকা।—বেলামেবাহ এষেতি। লোকানাং ছম্বট্‌করী। ছম্বড়িত্যব্যয়ং বিনাশে বর্ত্ততে॥ ২৪

অধুনৈষোঽভিজিন্নাম যোগো মৌহূর্ত্তিকো হ্যগাৎ।
শিবায় নস্ত্বৎসুহৃদামাশু নিস্তর দুস্তরম্ ॥ ২৫ ॥
দিষ্ট্যা ত্বাং বিহিতং মৃত্যুময়মাসাদিতঃ স্বয়ম্।
বিক্রম্যৈনং মৃধে হত্বা লোকানাধেহি শর্ম্মণি ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
তৃতীয়স্কন্ধে হিরণ্যাক্ষবধেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।—অধুনা এষঃ অভিজিৎ (মধ্যাহ্নঃ) মৌহূর্ত্তিকো নাম যোগঃ (মুহূর্ত্তব্যাপী শুভদঃ কালঃ) অগাৎ (গতপ্রায়ঃ) ত্বৎসুহৃদাং (তব স্বজনানাং) নঃ ((অস্মাকং) শিবায় (মঙ্গলায়) আশু (শীঘ্রং) দুস্তরং (দুর্দ্ধ- দৈত্যমেনং) নিস্তর (বিনাশয়) ॥ ২৫

মূলানুবাদ।—সম্প্রতি এই মধ্যাহ্ন মুহূর্ত্তকালব্যাপী শুভ সময়, ইহা প্রায় অতীত হইল; সুতরাং শীঘ্র আপনারই স্বজন আমাদের মঙ্গলের জন্য এই দুর্দ্ধর্ষ রিপুকে বধ করুন ॥ ২৫

শ্রীধরটীকা।—অভিজিন্মধ্যাহ্নঃ স এব মৌহূর্ত্তিকো যোগঃ সন্ মুহূর্ত্তশুভদঃ কাল অগাৎ গতপ্রায়ঃ অতো যাবন্মুহূর্ত্তশেষোঽস্ত তাবদেবাশু সুদুস্তরমেনং নিস্তর জহি ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—স্বয়ং (ত্বয়া) মৃত্যুং বিহিতং (শাপানুগ্রহকালে স্বয়মেব মৃত্যুরূপেণ কল্পিতং) ত্বাম্ অয়ং (দৈত্যঃ) দিষ্ট্যা (ভাগ্যেন) আসাদিতঃ (প্রাপ্তঃ) বিক্রম্য (বিক্রমং প্রকাশ্য) মৃধে (যুদ্ধে) এনং (দৈত্যং) হত্বা (বিনাশ্য) লোকান্ (ভুবনানি) শর্ম্মণি (মঙ্গলে) আধেহি (সংস্থাপয়) ॥ ২৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

মূলানুবাদ।—হে প্রভো ! আপনি স্বয়ংই আপনাকে ইহাদের মৃত্যুরূপে কল্পনা করিয়াছেন। সম্প্রতি এই দৈত্য ভাগ্যবশতঃ আপনাকে পাইয়াছে, আপনি যুদ্ধে বিক্রমপ্রকাশ পূর্ব্বক ইহাকে বধ করিয়া ত্রিভুবনকে কল্যাণপদে প্রতিষ্ঠিত করুন ॥ ২৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

শ্রীধরটীকা।—ত্বাং মৃত্যুং ত্বয়ৈব শাপানুগ্রহকালে বিহিতং নির্ম্মিতম্, আসাদিতঃ প্রাপ্তঃ। শর্ম্মণি সুখে আধেহি স্থাপয় ॥ ২৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীভগবান্ নিজ যুদ্ধবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্যই যে তাঁহার প্রিয় ভক্ত জয়-বিজয়কে কৌশলে শত্রুরূপে পরিণত করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠের দ্বারে সনকাদি মুনিগণের শাপপ্রদানপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। এখন কথা হইতেছে এই যে—অন্তরের মধ্যে যদি বিরুদ্ধভাব না জাগে, তবে শুধু লোকদেখান ভাবে বিবাদ করিয়া তদ্দ্বারা যুদ্ধবাসনা বা জিগীষাবৃত্তির কৃতার্থতা হইতে পারে না; সুতরাং যুদ্ধ করিতে হইলে উভয়পক্ষের মধ্যেই শত্রুভাব জাগরিত হইলে তবেই তাহাতে আন্তরিকতা জন্মে। এইজন্যই শ্রীভগবান্ হিরণ্যাক্ষের হৃদয়ে তমোগুণ সঞ্চারের জন্য নানারূপ পরিহাস বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের মায়াশক্তির মহিমা অতি অদ্ভুত, তাহারই প্রভাবে ঐ সকল পরিহাসাদি নিমিত্তসংঘটন মাত্রেই হিরণ্যাক্ষের ভাবান্তর উপস্থিত হইল, অন্তকরণ ক্রোধে পূর্ণ হইল, শ্রীভগবান্‌কে পরম শত্রু বিবেচনা করিয়া সে গদাদ্বারা আঘাত করিল, কিন্তু শ্রীভগবান্ অনায়াসেই সে আঘাত অতিক্রম করিলেন।

দৈত্য আবার গদা লইল, বরাহরূপী ভগবান্ তাহাকে আঘাত করিলেন, এইরূপে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীভগবান্ এখনও তাহার প্রতি প্রকৃত শত্রুভাবাপন্ন হইতে পারেন নাই, প্রাণের মধ্যে বুঝিবা সেই বৈকুণ্ঠের কথা সকলই জাগিয়া রহিয়াছে। তবে হিরণ্যাক্ষ সে সকল ভুলিয়া গিয়াছে, তাই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে, কিন্তু ভগবানের যুদ্ধে যেন তত জোর বাধিতেছে না, তিনি যেন খেলা করিতেছেন মাত্র। এদিকে ব্রহ্মা তাঁহাদের যুদ্ধ দর্শনার্থ বহুল মুনিজন সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়া ঐরূপ যুদ্ধ দর্শন করিয়া বুঝিলেন যে, এ ভাবে যুদ্ধের প্রকৃত দৃঢ়তা হইবে না; সুতরাং তিনি ভগবান্‌কেও উদ্দীপ্ত-শত্রুভাবাপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন—হে প্রভো! আপনি ইহাকে উপেক্ষণীয় মনে করিবেন না। এ ব্যক্তি আমার বরে বলীয়ান্ হইয়া ত্রিভুবনকে দুঃসহ অত্যাচার করিয়া বিচরণ করিতেছে; আপনি মায়াশক্তি গ্রহণ করিয়া ইহাকে বধ করুন। ক্রীড়াবুদ্ধি পরিহারপূর্ব্বক প্রকৃত শত্রুভাব অবলম্বন করিয়া সত্বর সমুচিত যুদ্ধনৈপুণ্যে ইহাকে বধ না করিলে পরে হয় ত বধ করা অসাধ্য হইবে; কারণ আসুরী বেলা সমাগত প্রায়, তখন ইহাদের শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। শ্রীভগবান্ অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিশালী, অথচ ব্রহ্মার বাক্যে যেন মনে হয় যে, আসুরীবেলা সমাগত হইলে দৈত্য হিরণ্যাক্ষ পূর্ণ শক্তিমান্ হইয়া উঠিবে, সুতরাং তখন আর তাহাকে জয় করা বুঝি ভগবানেরও সাধ্যাতীত হইবে। ব্রহ্মা কি তবে ভগবৎশক্তি বিস্মৃত হইয়াছেন? না, তাহা নহে, তবে শ্রীভগবানের প্রতি প্রেমাতিশয়নিবন্ধন তাঁহার চিত্তে পরাভবাশঙ্কা উদিত হইতেছে। প্রেমের ইহাই স্বভাব, যে যে যাহাকে যত ভালবাসিবে, তাহার অসীম শক্তি ও ঐশ্বর্য্যাদি জানা থাকিলেও পদে পদে তাহার জন্য শঙ্কা উৎপাদন করিবে। বসুদেব ও দেবকী শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব বিশেষরূপে অবগত ছিলেন; তথাপি তাঁহার প্রতি ভালবাসার আবেগে সর্ব্বদাই তাঁহারা ভাবিতেন যে, কংসের হাতে বুঝি ইহার নিষ্কৃতি নাই; তাই বলিয়াছেন—"সমুদ্বিজে ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধীঃ" "বৎস! কংসের ভয়ে নিতান্ত কাতর হইয়া তোমার জন্য বড় উদ্বিগ্ন আছি"। যাহা হউক, ব্রহ্মার "ত্বাং দেবমায়ামাস্থায় তাবজ্জহ্যঘমচ্যুত!" এই প্রার্থনাবাক্যটীর মধ্যে একটু রহস্য আছে। ব্রহ্মা সম্বোধন করিলেন—"অচ্যুত" অর্থাৎ যিনি কখনও স্বীয় সচ্চিদানন্দময় অবস্থা হইতে বিচ্যুত হন না, অপ্রকট বা প্রকট সমস্ত অবস্থাতেই যাঁহার পূর্ণ ঈশ্বরভাব বিরাজমান থাকে; এমন অবস্থা সম্পন্ন ভগবান্‌কে "মায়ামাস্থায় জহি" "মায়া আশ্রয় করিয়া দৈত্যকে বধ করুন" এ প্রস্তাব কেন? পূর্ণ শক্তিমান্ ভগবান্ বরাহদেবের হিরণ্যাক্ষকে বধ করিতে মায়ার আশ্রয় গ্রহণের আবশ্যকতা কি? এখানে বুঝিতে হইবে যে—শ্রীভগবানের মায়াশক্তি "অঘটন-ঘটন-পটীয়সী" অর্থাৎ অসাধ্য সাধন করিতে পারে; সুতরাং মায়ার স্ফুরণে ঐ ভগবানের নিকট হিরণ্যাক্ষ অবশ্য শত্রুরূপেই প্রতিভাত হইবে, আর সেই প্রকৃত বৈকুণ্ঠের লীলাসহচর ভক্তজ্ঞানে ক্রীড়ার পাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না; সুতরাং সমুচিত যুদ্ধোদ্যমে শ্রীভগবান্ কৃতার্থ হইতে পারিবেন, আর ভক্তও প্রভুর ইচ্ছা পূরণ করিয়া সেবামার্গের উচ্চতম স্তরে পৌঁছিতে পারিবে॥ ১৩—২৬

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামি
প্রবর্ত্তিতায়াং শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম
তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাদশোধ্যায়ঃ॥ ১৮

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

* * *

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

অবধার্য্য বিরিঞ্চস্য নির্ব্যলীকামৃতং বচঃ।
প্রহস্য প্রেমগর্ব্বেণ তদপাঙ্গেন সোঽগ্রহীৎ ॥ ১ ॥
ততঃ সপত্নং মুখতশ্চরন্তমকুতোভয়ম্।
জঘানোৎপত্য গদয়া হনাবসুরমক্ষজঃ ॥ ২ ॥
সা হতা তেন গদয়া বিহতা ভগবৎকরাৎ।
বিঘূর্ণিতাপতদ্রেজে তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।—সঃ (বরাহমূর্ত্তির্ভগবান্) বিরিঞ্চস্য (ব্রহ্মণঃ) নির্ব্যলীকামৃতম্ (অকপটম্ অমৃততুল্যঞ্চ) বচঃ (বাক্যম্) অবধার্য্য (শ্রুত্বা) প্রহস্য (অহো কালাত্মনোঽপি মে মুহূর্ত্তবলাবলোপদেশঃ ক্রিয়তে ইতি হাস্যং কৃত্বা) প্রেমগর্ব্বেণ (প্রেমপূর্ণেন) অপাঙ্গেন (নয়নপ্রান্তেন) তৎ (ব্রহ্মণো বাক্যম্) অগ্রহীৎ (স্বীকৃতবান্) ॥ ১

মূলানুবাদ।—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—সেই বরাহদেব ব্রহ্মার অমৃততুল্য অকপট বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া হাস্যসহকারে প্রেমপূর্ণ নয়নপ্রান্তসঙ্কেতে সেই বাক্য স্বীকার করিয়া লইলেন ॥ ১

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।—

উনবিংশে বিরিঞ্চ্যাদিপ্রার্থিতেন মহামৃধে। বরাহেণ হিরণ্যাক্ষবধঃ শ্লাঘ্যোঽনুবর্ণ্যতে ॥

নির্ব্যলীকঞ্চ তদমৃতঞ্চ। নির্ব্যলীকমৃতমিতি পাঠান্তরে নিষ্কপটাভিপ্রায়ঞ্চ ঋতঞ্চ। কালাত্মনোঽপি মে মুহূর্ত্তবলমুপদিশতীতি প্রহস্য অপাঙ্গাবলোকনেন স্বীকৃতবান্ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তদনন্তরম্) অক্ষজঃ (ব্রহ্মণো ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদাবির্ভূতো বরাহমূর্ত্তির্ভগবান্) মুখতঃ (সম্মুখে) চরন্তং (বিচরণকারিণম্) অকুতোভয়ং (নির্ভীকং) সপত্নং (শত্রুং হিরণ্যাক্ষম্) উৎপত্য (উদ্ধতমাক্রম্য) গদয়া (তন্নামকেন অস্ত্রবিশেষেণ) হনৌ (কপোলস্যাধোভাগে) জঘান (আহতবান্) ॥ ২

মূলানুবাদ।—অনন্তর সম্মুখে বিচরণকারী সেই নির্ভীক শত্রুকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিয়া ভগবান্ গদাদ্বারা তাহার গণ্ডের নিম্নভাগে আঘাত করিলেন ॥ ২

শ্রীধরটীকা।—মুখতঃ অভিমুখে। হনৌ কপোলস্যাধোভাগে, অক্ষজঃ ব্রহ্মণো ঘ্রাণেন্দ্রিয়াবির্ভূতঃ ॥ ২

স তদা লব্ধতীর্থোঽপি ন ববাধে নিরায়ুধম্।
মানয়ন্ স মৃধে ধর্ম্মং বিষ্বক্‌সেনং প্রকোপয়ন্॥
গদায়ামপবিদ্ধায়াং হাহাকারে বিনির্গতে।
মা ভৈষ্টেতি সুরানুক্ত্বা সুনাভঞ্চাস্মরদ্বিভুঃ॥ ৪॥

তং ব্যগ্রচক্রং দিতিজাধমেন স্বপার্ষদমুখ্যেন বিষজ্জমানম্।
চিত্রা বাচোঽতদ্বিদাং খেচরাণাং তত্রাস্মাসন্ স্বস্তি তেঽমুং জহীতি॥ ৫॥

অন্বয়ঃ।—সা (ভগবৎপ্রহিতা গদা) তেন (দৈত্যন) গদয়া হতা (তাড়িতা) [অতএব] ভগবৎকরাৎ (বরাহদেবস্য হস্তাৎ) বিহতা (ভ্রষ্টা সতী) বিঘূর্ণিতা অপতৎ, রেজে (শুশুভে চ,) তৎ (দৈত্যস্য পৌরুষম্) অদ্ভুতমিব অভবৎ॥ ৩

মূলানুবাদ।—দৈত্য নিজ গদাদ্বারা শ্রীভগবানের সেই গদাকে আঘাত করিল, তাহাতে ভগবানের হস্ত হইতে তাঁহার গদা ভ্রষ্ট হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে নিম্নে পতিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। দৈত্যের সেই পুরুষকার অতি অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইল॥ ৩

শ্রীধরটীকা।—সা স্বগদয়া তেন হতা, ততো বিহতা বিচ্যুতা সতী বিঘূর্ণিতা ভূত্বা অপতৎ রেজে চ। তৎ ভগবৎকরাৎ পতনম্। যদ্বা তৎপদস্যাবৃত্ত্যা রেজে ইত্যনেনাপি সম্বন্ধঃ। তদ্দৈত্যপৌরুষং রেজে ইতি॥ ৩

অন্বয়ঃ।—তদা (তস্মিন্ সময়ে) সঃ (দৈত্যঃ) লব্ধতীর্থোঽপি (প্রাপ্তাবসরোঽপি) নিরায়ুধম্ (অস্ত্রহীনং ভগবন্তং) ন ববাধে (ন পীড়য়ামাস) [তথা চ] সঃ (দৈত্যঃ) মৃধে (যুদ্ধে) ধর্ম্মং (যুদ্ধনীতিং) মানয়ন্ (রক্ষন্) [অতএব] বিষ্বক্‌সেনং (ভগবন্তং) প্রকোপয়ন্ [বভূবেতি শেষঃ] গদায়াম্ অপবিদ্ধায়াং (ভ্রষ্টায়াং সত্যাং) হাহাকারে বিনির্গতে (চতুর্দ্দিক্ষু হাহাকারধ্বনৌ উত্থিতে সতি) বিভুঃ (বরাহদেবঃ) সুরান্ (দেবান্) মা ভৈষ্ট ইত্যুক্ত্বা সুনাভঞ্চ (সুদর্শনচক্রঞ্চ) অস্মরৎ (স্মৃতবান্)॥ ৪

মূলানুবাদ।—হিরণ্যাক্ষ তখন অবসর পাইয়াও অস্ত্রশূন্য বরাহদেবের প্রতি আঘাত করিল না, ইহাতে তাহার যুদ্ধধর্ম্ম রক্ষিত হইল, অথচ ভগবানের ক্রোধও বর্দ্ধিত করা হইল; ভগবানের হস্ত হইতে গদা পতিত হওয়ায় চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। শ্রীভগবান্ তখন "ভয় নাই" বলিয়া দেবতাদিগকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক নিজ সুদর্শনচক্র স্মরণ করিলেন॥ ৪

শ্রীধরটীকা।—লব্ধতীর্থো লব্ধাবসরোঽপি সন্ ন ববাধে ন প্রাহরৎ। স মানয়ন্ বভূবেতি বাক্যভেদাৎ স ইত্যস্যাপৌনরুক্ত্যম্॥ ৪

অন্বয়ঃ।—ব্যগ্রচক্রং (ব্যস্ততয়া করাগতং চক্রং যস্য তথাবিধং) স্বপার্ষদমুখ্যেন (ভূতপূর্ব্বস্বানুচরপ্রধানেন) [ইদানীন্তু] দিতিজাধমেন (দৈত্যাধমরূপেণ তেন হিরণ্যাক্ষেণ সহ) বিষজ্জমানং (বিশেষেণ সম্পর্কং কুর্ব্বন্তং) তং (ভগবন্তং প্রতি) তত্র (তস্মিন্ সময়ে) অতদ্বিদাং (ভগবৎপ্রভাবানভিজ্ঞানাং) খেচরাণাং (দেবাদীনাং) তে (তুভ্যং স্বস্তিযোগে চতুর্থী,) স্বস্তি (কল্যাণং) [স্তাৎ] অমুং (দৈত্যং) জহি (বিনাশায়) ইতি চিত্রা বাচঃ (এবংবিধানি বিচিত্রবাক্যানি) আ (সমন্তাৎ) আসন্ স্ম (বভূবুঃ)॥ ৫

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ স্মরণ করা মাত্রই সুদর্শনচক্র অতি ব্যস্ত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তাহা লইয়া শ্রীভগবান্ তাঁহার ভূতপূর্ব্ব প্রধান অনুচর সেই দৈত্যের সহিত যুদ্ধ উপলক্ষে বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট হইলেন দেখিয়া শ্রীভগবানের প্রভাবানভিজ্ঞ বিমানচারিগণের মুখে চতুর্দ্দিক হইতে

স তং নিশাম্যাত্তরথাঙ্গমগ্রতো ব্যবস্থিতং পদ্মপলাশলোচনম্ ।
বিলোক্য চামর্ষপরিপ্লুতেন্দ্রিয়ো রুষা স্বদন্তচ্ছদমাদশচ্ছ্বসন্ ॥ ৬ ॥

তখন "আপনার মঙ্গল হউক, শীঘ্র দৈত্যকে বধ করিতে সমর্থ হউন," ইত্যাদি বিচিত্রবাক্য উচ্চারিত হইতে লাগিল ॥ ৫

শ্রীধরটীকা।—ব্যগ্রং সসম্ভ্রমং চক্রং যস্য। বিষজ্জমানং বিশেষেণ সঙ্গং প্রাপ্নুবন্তং প্রতি। অতদ্বিদাং তৎপ্রভাবমজানতাম্, আ সমন্তাদাসন্ স্ম ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—সঃ (দৈত্যঃ) আত্তরথাঙ্গং (গৃহীতচক্রং) পদ্মপলাশলোচনং তং (ভগবন্তং) নিশাম্য (দৃষ্ট্বা) অগ্রতো ব্যবস্থিতং (সম্মুখে বিরুদ্ধভাবেনাবস্থিতঞ্চ) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) অমর্ষপরিপ্লুতেন্দ্রিয়ঃ (অমর্ষেণ অসহিষ্ণুতয়া পরিপ্লুতানি ক্ষুভিতানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ) রুষা (ক্রোধেন) শ্বসন্ (দীর্ঘশ্বাসং ক্ষিপন্) স্বদন্তচ্ছদং (স্বীয়মধরম্) আদশৎ (দষ্টবান্) ॥ ৬

মূলানুবাদ।—সেই দৈত্য প্রথমতঃ পদ্মপলাশলোচন শ্রীভগবান্‌কে চক্রধারণ করিতে দেখিয়া এবং তাঁহাকে আবার সম্মুখে বিরোধিভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া ক্রোধে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। অসহ্য ক্রোধাবেগে তাহার ইন্দ্রিয়বর্গ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ও নিজের অধর নিজেই দংশন করিতে লাগিল ॥ ৬

শ্রীধরটীকা।—স দৈত্যস্তমাত্তচক্রং নিশাম্য দৃষ্ট্বা অগ্রতো ব্যবস্থিতঞ্চ বিলোক্য অমর্ষেণ ক্রোধেন পরিপ্লুতানি ক্ষুভিতানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ। আদশৎ দষ্টবান্ ॥ ৬

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—বর্ত্তমান অধ্যায়ে শ্রীভগবানের সহিত হিরণ্যাক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ-প্রসঙ্গ, তাহাতে সুদর্শনচক্রের আবির্ভাব ও হিরণ্যাক্ষের নানাবিধ মায়ামূর্ত্তিগ্রহণ এবং ক্রমশঃ ভীষণ সংগ্রামে হিরণ্যাক্ষের বধ প্রভৃতি বৃত্তান্ত সকল মৈত্রেয়মুনি বিদুরের নিকট বর্ণনা করিতেছেন। মৈত্রেয় বলিলেন—বৎস বিদুর! পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষভাগে ব্রহ্মা আসিয়া বরাহদেবের প্রতি যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি। ব্রহ্মা যে-শ্রীভগবানের নাভিপদ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন, সেই ভগবানই আবার দুষ্ট দৈত্যরূপী ভক্তের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বীয় "যুযুৎসা" বৃত্তির পূরণ ও দুষ্টদলনের ছলে সেই দৈত্যদিগকে বিনাশ করিয়া ব্রহ্মশাপগ্রস্ত ভক্তের উদ্ধার সাধন করিবার জন্য সেই ব্রহ্মারই নাসারন্ধ্র হইতে বরাহরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন; সুতরাং ব্রহ্মা ও ভগবান্ পরস্পর অতি প্রগাঢ় সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বিচিত্র লীলা অবলম্বনে কিরূপে জাগতিক ব্যাপার সম্পাদান করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বপূর্ব্ব বর্ণিত ঘটনায় তুমি বেশ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছ। সম্প্রতি ব্রহ্মার কথিত "অস্মদ্রাদ্ধবরোঽসুরঃ" "মৈনং মায়াবিনম্—আক্রীড বালবদ্দেব" "এই অসুর (হিরণ্যাক্ষ) আমার নিকট হইতে বরপ্রাপ্ত হইয়াছে" "এই মায়াবী অসুরকে বালকের ন্যায় ক্রীড়ার পাত্র মনে করিবেন না" এই সকল বাক্য শুনিয়া শ্রীভগবানের মনে বড়ই হাস্যোদ্রেক হইল, তাঁহার মনে হইল, হায়! আমার মায়াশক্তির কি প্রভাব! ব্রহ্মা সকল রহস্য জ্ঞাত হইয়াও সম্প্রতি আমাকে যে মধুর বাক্যে উপদেশ দান করিতেছেন, পাছে আমি পরাজিত হই এই আশঙ্কায় "ন যাবদেষ বর্দ্ধেত" এই দৈত্য আরও প্রবল হইয়া না উঠে" ইত্যাদি শ্লোকে আমাকে যে সাবধান করিয়া দিতেছেন, এ সকলই আমার মায়ার কার্য্য। আমারই মায়ার প্রভাবে আমার প্রতি প্রেমমুগ্ধ হইয়া ব্রহ্মা আমাকে উপায় বলিয়া দিতেছেন যে "স্বাং দেবমায়ামাস্থায় তাবজ্জহ্যঘমচ্যুত" "হে দেব! নিজ মায়া অবলম্বনে শীঘ্র এই পাপিষ্ঠকে বধ করুন"। অতএব, তাহাই হউক, আমি যুদ্ধ কৌশল অবলম্বনে এই দৈত্যরূপী ভক্তের সহিত মিলিয়া আনন্দ

করালদংষ্ট্রশ্চক্ষুর্ভ্যাং সঞ্চক্ষাণো দহন্নিব।
অভিদ্রুত্য স্বগদয়া হতোঽসীত্যহনদ্ধরিম্ ॥ ৭ ॥
পদা সব্যেন তাং সাধো ভগবান্ যজ্ঞশূকরঃ।
লীলয়া মিষতঃ শত্রোঃ প্রাহরদ্বাতরংহসম্ ॥ ৮ ॥
আহ চায়ুধমাধৎস্ব ঘটস্ব ত্বং জিগীষসি।
ইত্যুক্তঃ স তয়া ভূয়স্তাড়য়ন্ ব্যনদদ্ভৃশম্ ॥ ৯ ॥
তাং স আপততীং বীক্ষ্য ভগবান্ সমবস্থিতঃ।
জগ্রাহ লীলয়া প্রাপ্তাং গরুত্মানিব পন্নগীম্ ॥ ১০ ॥

অনুভব করি। এইরূপ অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ প্রথমতঃ গদা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন হিরণ্যাক্ষ স্বকীয় গদাঘাতে ভগবানের হাত হইতে তাঁহার গদাটি অধঃপাতিত করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সুদর্শনচক্রকে স্মরণ করিবামাত্র চক্র আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহা লইয়া আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। লীলাময়ের ইচ্ছায় দৈত্য আত্মহারা হইয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ও প্রবল বেগে যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥ ১—৬

অন্বয়ঃ।—করালদংষ্ট্রঃ (করালাঃ ভীষণাঃ দংষ্ট্রাঃ যস্য সঃ) চক্ষুর্ভ্যাং দহন্নিব (ভস্মীকুর্ব্বন্নিব) সঞ্চক্ষাণঃ (অবলোকয়ন্) অভিদ্রুত্য (দ্রুতং ভগবদভিমুখং গত্বা) "হতোঽসি" ইতি (কথয়িত্বা) হরিং (বরাহদেবম্) অহনৎ (তাড়িতবান্) ॥ ৭

মূলানুবাদ।—সেই দৈত্যের দন্তগুলি অতি ভীষণ, তাহার দৃষ্টিপাতে যেন সমস্ত ভস্ম করিয়া ফেলিতেছে। [এরূপ ভীষণ ভাবে] সে অতি দ্রুতবেগে ভগবানের অভিমুখে ধাবিত হইয়া "এই তোমাকে মারিলাম" বলিয়া তাঁহাকে আঘাত করিল ॥ ৭

শ্রীধরটীকা।—চক্ষুর্ভ্যাং দহন্নিব সঞ্চক্ষাণঃ পশ্যন্। ইবেতি বস্তুতঃ ক্রোধাভাবমাহ, হতোঽসীতি জ্ঞাতোঽসীতি বাস্তবার্থঃ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—[হে] সাধো! (বিদুর!) যজ্ঞশূকরঃ (আদিবরাহমূর্ত্তিঃ) ভগবান্ মিষতঃ শত্রোঃ (অনাদরে ষষ্ঠী, তথাচ মিষন্তং পশ্যন্তং শত্রুং হিরণ্যাক্ষমনাদৃত্য ইত্যর্থঃ) বাতরংহসং (বায়ুতুল্যবেগশালিনীং) তাং (গদাং) লীলয়া (অনায়াসেন) সব্যেন পদা (বামেন চরণেন) প্রাহরৎ (প্রহৃতবান্) ॥ ৮

মূলানুবাদ।—হে বিদুর! বরাহমূর্ত্তি ভগবান্ বিষ্ণু সেই শত্রুর চক্ষুর সম্মুখেই তাহার বায়ুতুল্যবেগসম্পন্ন গদাকে বামপদাঘাতে বিক্ষিপ্ত করিলেন ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—আহ চ (ভগবান্ কথয়ামাস চ) ত্বং জিগীষসি (জেতুমিচ্ছসি) [অতঃ] ঘটস্ব (সজ্জোভব) আয়ুধম্ (অস্ত্রম্) আধৎস্ব (গৃহাণ) সঃ (দৈত্যঃ) ইতি উক্তঃ (ভগবতা এবং কথিতঃ সন্) ভূয়ঃ (পুনরপি) তয়া (গদয়া) তাড়য়ন্ (প্রহরন্) ভৃশং ব্যনদৎ (অত্যন্তং গর্জ্জিতবান্) ॥ ৯

মূলানুবাদ।—[ভগবান্] কহিলেন—হে দৈত্য! তুমি জয় করিতে অভিলাষী; অতএব গদা গ্রহণ কর, আবার প্রস্তুত হও। ভগবান্ এইরূপ কহিলে দৈত্য পুনর্ব্বার গদা লইয়া তদ্দ্বারা প্রহার ও ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—স ভগবান্ তাং (গদাম্) আপততীম্ (আগচ্ছন্তীং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) গরুত্মান্ (গরুড়ঃ) প্রাপ্তাম্

স্বপৌরুষে প্রতিহতে হতমানো মহাসুরঃ ।
নৈচ্ছদ্গদাং দীয়মানাং হরিণা বিগতপ্রভঃ ॥ ১১ ॥
জগ্রাহ ত্রিশিখং শূলং জ্বলজ্জ্বলনলোলুপম্ ।
যজ্ঞায় ধৃতরূপায় বিপ্রায়াভিচরন্ যথা ॥ ১২ ॥
তদোজসা দৈত্যমহাভটার্পিতং চকাসদন্তঃখ উদীর্ণদীধিতি ।
চক্রেণ চিচ্ছেদ নিশাতনেমিনা হরির্যথা তার্ক্ষ্যপতত্রমুজ্ঝিতম্ ॥ ১৩ ॥

(উপস্থিতাং) পন্নগীমিব (সর্পীং যথা গৃহ্নাতি তথা) সমবস্থিতঃ (স্থানস্থিত এব) লীলয়া (অনায়াসেন) জগ্রাহ (গৃহীতবান্) ॥ ১০

মূলানুবাদ।—দৈত্যের নিক্ষিপ্ত গদা আসিতেছে দেখিয়া ভগবান্ স্বস্থানে দাঁড়াইয়া, গরুড় যেমন সমীপে আগত ভূজঙ্গীকে গ্রহণ করে, সেইরূপ অনায়াসে সেই গদা গ্রহণ করিলেন ॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—বাতরংহসং বায়ুবেগম্ ॥ ৮ ॥ ঘটস্ব উদ্যমং কুরু । কতরং জেতুমিচ্ছসি ॥ ৯। ১০

অন্বয়ঃ।—স্বপৌরুষে (নিজপুরুষকারে) প্রতিহতে (ব্যর্থে সতি) হতমানঃ (অপমানিতঃ) মহাসুরঃ (হিরণ্যাক্ষঃ) বিগতপ্রভঃ (নিস্তেজাঃ সন্) হরিণা দীয়মানাং গদাং ন ঐচ্ছৎ (গ্রহীতুং ন অভিলষিতবান্) ॥ ১১

মূলানুবাদ।—নিজ পুরুষকার ব্যর্থ হইল দেখিয়া সেই মহাসুর অতি অপমান বোধ করিয়া নিতান্ত অপ্রতিভ হইল। তখন ভগবান্ তাহার গদা প্রত্যর্পণ করিতে চাহিলেও সে তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইল ॥ ১১

শ্রীধরটীকা।—হতো মানো গর্ব্বো যস্য ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—বিপ্রায় (বিপ্রং হন্তুং, তুমর্থে চতুর্থী) অভিচরন্ যথা (শ্যেনযাগাদ্যনুষ্ঠায়ী যথা তত্তদুপচারং গৃহ্নাতি তথা) ধৃতরূপায় (বরাহমূর্ত্তিধারিণে) যজ্ঞায় (বিষ্ণবে “যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ” ইতিশ্রুতেঃ, অত্রাপি তুমর্থে চতুর্থীতি বিষ্ণুং হন্তুমিত্যর্থঃ) জ্বলজ্জ্বলনলোলুপং (জ্বলন্ দীপ্যমানঃ যো জ্বলনঃ অগ্নিঃ তদ্বৎ লোলুপং গ্রাসোদ্যতং) ত্রিশিখং (তিস্রঃ শিখাঃ অগ্রভাগা যস্য তং ত্রিশিরস্কমিত্যর্থঃ) শূলম্ (অস্ত্রবিশেষং) জগ্রাহ (গৃহীতবান্) ॥ ১২

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মহত্যা করিবার জন্য (শ্যেনযাগাদি) অভিচার-কর্ম্মচারী যেমন আবশ্যকীয় উপচার গ্রহণ করে, সেইরূপ হিরণ্যাক্ষ বরাহমূর্ত্তিধারী ভগবান্‌কে বধ করিবার জন্য প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতুল্য গ্রাসোন্মুখ শূল নামক অস্ত্র গ্রহণ করিল। এই অস্ত্রের অগ্রভাগ ত্রিধা বিভক্ত ॥ ১২

শ্রীধরটীকা।—জ্বলন্ যো জ্বলনঃ, তদ্বল্লোলুপং গ্রসনব্যগ্রম্, যজ্ঞায় বিষ্ণুমালক্ষ্য। অকার্য্যকরত্বে দৃষ্টান্তঃ —বিপ্রমুদ্দিশ্যাভিচারং কুর্ব্বন্ যথা ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—হরিঃ (বরাহরূপভাক্ শ্রীহরিঃ, পক্ষে ইন্দ্রঃ) নিশাতনেমিনা (তীক্ষ্ণধারেণ) চক্রেণ ওজসা (তেজঃসহকারেণ) দৈত্যমহাভটার্পিতং (দৈত্যমহাবীরনিক্ষিপ্তম্) অন্তঃখে (আকাশমধ্যে) চকাসৎ (দীপ্যমানম্) উদীর্ণদীধিতি (প্রখরদীপ্তিযুক্তং) তৎ (শূলম্) উজ্ঝিতং (ত্যক্তং) তার্ক্ষ্যপতত্রং যথা (গরুড়পিচ্ছমিব, ইন্দ্রো যথা সুতীক্ষ্ণবজ্রধারয়া গরুড়পরিত্যক্তং পিচ্ছমেকমনায়াসেন চিচ্ছেদ তথা ইতি তাৎপর্য্যং) চিচ্ছেদ (খণ্ডিতবান্) ॥ ১৩

বৃক্নে স্বশূলে বহুধারিণা হরেঃ প্রত্যেত্য বিস্তীর্ণমুরো বিভূতিমৎ।
প্রবৃদ্ধরোষঃ সকঠোরমুষ্টিনা নদন্ প্রহত্যান্তরধীয়তাসুরঃ ॥ ১৪ ॥
তেনেত্থমাহতঃ ক্ষত্তর্ভগবানাদিশূকরঃ।
নাকম্পত মনাক্ ক্বাপি স্রজা হত ইব দ্বিপঃ ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ।—অত্যন্ত তেজস্বিতা সহকারে সেই দৈত্যবীর কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শূল গগনমণ্ডলে যখন প্রখর তেজ বিস্তার করিয়া শোভা পাইল, তখন ভগবান্ বরাহদেব, ইন্দ্র যেমন গরুড়ের পরিত্যক্ত একটি পক্ষকে (পাখ্‌নাকে) বজ্রের দ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ সুতীক্ষ্ণ চক্রদ্বারা ঐ শূলটি ছেদন করিয়া ফেলিলেন॥ ১৩

শ্রীধরটীকা।—অন্তঃখে আকাশমধ্যে চকাসৎ প্রকাশমানম্। উদীর্ণা উৎকটা দীধিতির্দীপ্তির্যস্য। নিশাতনেমিনা নিশিতধারেণ হরিরিন্দ্রো যথা তার্ক্ষ্যস্য পতত্রমুজ্‌ঝিতং চিচ্ছেদ। দেবান্ বিনির্জিত্যামৃতকলসং নয়তা গরুড়েন ইন্দ্রপ্রযুক্তস্য বজ্রস্যামোঘস্য মানং দাতুং পিচ্ছমেকং ত্যক্তং তদ্‌যথা ইন্দ্রশ্চিচ্ছেদ, ছিন্নঞ্চ তদ্‌যথা খে প্রচকাশে, তদ্বৎ প্রকাশমানমিত্যপি সম্বন্ধঃ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—হরেঃ (ভগবতঃ) অরিণা (চক্রেণ) স্বশূলে বহুধা (অনেকৈর্ভাগৈঃ) বৃক্নে (খণ্ডিতে সতি) প্রবৃদ্ধরোষঃ (অত্যন্তক্রুদ্ধঃ) অসুরঃ (হিরণ্যাক্ষঃ) নদন্ (গর্জ্জনং কুর্ব্বন্) প্রত্যেত্য (হরেরভিমুখং গত্বা) সকঠোরমুষ্টিনা (দৃঢ়মুষ্টিসম্পন্নেন হস্তেন) বিভূতিমৎ (প্রভাবযুক্তং) বিস্তীর্ণং (বিশালম্) উরঃ (বক্ষঃস্থলং) প্রহত্য অন্তরধীয়ত (অন্তর্হিতোবভূব)॥ ১৪

মূলানুবাদ।—ভগবানের চক্রদ্বারা স্বকীয় শূল বহু ভাগে খণ্ডিত হইলে হিরণ্যাক্ষ অত্যন্ত ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া দৃঢ়মুষ্টিসম্পন্ন হস্ত দ্বারা ভগবানের সুবিস্তৃত প্রভাবশালী বক্ষঃস্থলে প্রহার করিয়া অন্তর্হিত হইল॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—অরাঃ সন্ত্যস্যেতি অরি চক্রং, তেন বহুধা বৃক্নে ছিন্নে সতি প্রত্যেত্য অভিমুখমাগত্য হরেরুরো বক্ষঃ প্রহত্য॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—[হে] ক্ষত্তঃ! (বিদুর!) আদিশূকরো ভগবান্ তেন (দৈত্যেন) ইত্থং (পূর্ব্বোক্তরূপেণ) আহতঃ (প্রহৃতঃ সন্নপি) স্রজা (মাল্যেন) আহতঃ (তাড়িতঃ) দ্বিপ ইব (হস্তীব) ক্বাপি (কদাচিদপি) মনাক্ (ঈষদপি) ন অকম্পত (বিচলিতো ন বভূব)॥ ১৫

মূলানুবাদ।—হে বিদুর! আদিবরাহমূর্ত্তি শ্রীভগবান্ দৈত্যের মুষ্টিপ্রহারে ঐরূপ আহত হইলেও মাল্যের প্রহারে হস্তী যেমন বিচলিত হয় না, সেইরূপ ভগবান্‌ও কোন সময়ের জন্য কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই॥ ১৫

শ্রীধরটীকা।—মনাগীষদপি ক্বাপ্যংশে॥ ১৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—বরাহরূপী শ্রীভগবান্ ও হিরণ্যাক্ষ উভয়েই প্রবল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হিরণ্যাক্ষ মুহুর্মুহুঃ গদাসঞ্চালন করিতেছে ও ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া সেই গদা নিক্ষেপ করিলে, তিনি অবলীলাক্রমে তাহা ধরিয়া ফেলিলেন। দৈত্য দেখিল নিজ অস্ত্র শত্রুর হস্তগত হইয়াছে, বাধা দিয়া রাখিতে পারিল না, ইহাতে নিতান্ত অপমান বোধ করিয়া সে অতি হতপ্রভ হইল। তখন ভগবান্ কৃপা করিয়া তাহাকে গদা ফিরাইয়া দিতে চাহিলেন, কিন্তু অভিমানের বশে দৈত্য তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া ত্রিশূল লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ঐ

অথোরুধাসৃজন্মায়াং যোগমায়েশ্বরে হরৌ ।
যাং বিলোক্য প্রজাস্ত্রস্তা মেনিরেহস্যোপসংযমম্ ॥ ১৬ ॥
প্রববুর্বায়বশ্চণ্ডাস্তমঃ পাংশবমৈরয়ন্ ।
দিগ্‌ভ্যোনিপেতুর্গ্রাবাণঃ ক্ষেপণৈঃ প্রহিতা ইব ॥ ১৭ ॥
দ্যৌর্নষ্টভগণাভ্রৌঘৈঃ সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুভিঃ ।
বর্ষদ্ভিঃ পূয়কেশাসৃগ্‌বিন্মূত্রাস্থীনি চাসকৃৎ ॥ ১৮ ॥

ত্রিশূল অতি ভীষণ অস্ত্র ; প্রজ্জলিত অগ্নি যেমন লেলিহান শিখা বিস্তার করিয়া সমীপস্থ বস্তুগুলিকে গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হয়, ত্রিশূলের উদ্দীপ্ত শিখাগুলিও সেইরূপ যেন সমস্ত গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। হিরণ্যাক্ষ বিপুল তেজস্বিতাসহকারে ত্রিশূল নিক্ষেপ করিলে, তাহার তেজে গগনমণ্ডল আলোকিত হইল। কিন্তু শ্রীভগবান্ সুদর্শন চক্রের তীক্ষ্ণধারে তাহাও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এ বিষয়ে মূলে একটি উপমা প্রদর্শিত হইয়াছে যে "হরিরিব তার্ক্ষ্যপতত্রমুজ্ঝিতং" "গরুড়ের পরিত্যক্ত একটি পক্ষ যেমন ইন্দ্র ছেদন করিয়াছিলেন"। ইহার পৌরাণিক উপাখ্যান এইরূপ—দেবতাদিগকে পরাজিত করিয়া গরুড় যখন অমৃতের কলস লইয়া যাইতেছিল, তখন ইন্দ্র তাহাকে বধ করিবার জন্য বজ্রনিক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবানের প্রিয়ভক্ত গরুড়কে সংহার করিতে বজ্রের শক্তিও কুণ্ঠিত হইল, অথচ ইন্দ্রের বজ্র অব্যর্থ, শত্রুর কোনও অঙ্গচ্ছেদ না করিয়া ফিরবে না। ইহা বিবেচনা করিয়া মহাপ্রাণ গরুড় একখানি পাখনা ত্যাগ করিলেন। ইন্দ্র বজ্রদ্বারা অনায়াসে তাহা ছেদন করিলেন। এই উপমাদ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে যে, গরুড়ের পরিত্যক্ত পাখনা ছেদন করিতে ইন্দ্রের যেমন কোনও কষ্ট হয় নাই, হিরণ্যাক্ষে নিক্ষিপ্ত ত্রিশূল ছেদন করিতেও সেইরূপ শ্রীভগবানের কোন কষ্ট হয় নাই। যাহা হউক, ত্রিশূল খণ্ডিত হইলে দৈত্য অতি ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবানের বক্ষে কঠোর মুষ্ট্যাঘাত করিয়া পলায়ন করিল এবং মনে ভাবিল যে এখন দানবীমায়ায় আচ্ছন্ন করা ভিন্ন এ বরাহমূর্ত্তিকে পরাজিত করা অসম্ভব ॥ ৭—১৫

অন্বয়ঃ।—অথ (অনন্তরং) যোগমায়েশ্বরে (যোগমায়ায়া অধিপতৌ) হরৌ (বরাহদেবং প্রতীত্যর্থং) উরুধা (বহুপ্রকারেণ) মায়াং (কৃত্রিমোৎপাতম্) অসৃজঃ (সম্পাদিতবান্) যাং (মায়াং) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) প্রজাঃ (জনাঃ) ত্রস্তাঃ (ভীতাঃ সত্যঃ) অস্য (বিশ্বস্য) উপসংযমং (প্রলয়ং) মেনিরে (চিন্তয়ামাসুঃ) ॥ ১৬

মূলানুবাদ।—অনন্তর সেই দৈত্য যোগমায়ার অধিপতি বরাহদেবের প্রতি নানাপ্রকারে মায়া বিস্তার করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া লোক সকল ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে বুঝিবা বিশ্বের প্রলয়কাল উপস্থিত ॥ ১৬

শ্রীধরটীকা।—অস্য জগত উপসংযমং প্রলয়ম্ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—চণ্ডাঃ (ভীষণাঃ) বায়বঃ প্রববুঃ (প্রবহমানা বভূবুঃ) পাংশবঃ (ধূলিজনিতং) তমঃ (অন্ধকারম্) ঐরয়ন্ (প্রকটয়ামাসুঃ) দিগ্‌ভ্যঃ (দিক্‌সমূহাৎ) ক্ষেপণৈঃ (যন্ত্রৈঃ) প্রহিতা ইব (প্রেরিতা ইব) গ্রাবাণঃ (প্রস্তরখণ্ডানি) নিপেতুঃ (পতিতবন্তঃ) ॥ ১৭

মূলানুবাদ।—প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল। ধূলিদ্বারা দিঙ্‌মণ্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল এবং চতুর্দিক হইতে এমন ভাবে প্রস্তরখণ্ড পড়িতে লাগিল যে, তাহা দেখিলে মনে হয় যেন কোনও যন্ত্র দ্বারা উহা নিক্ষিপ্ত হইতেছে ॥ ১৭

গিরয়ঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত নানায়ুধমুচোঽনঘ।
দিগ্বাসসো যাতুধান্যঃ শূলিন্যো মুক্তমূর্দ্ধজাঃ ॥ ১৯ ॥
বহুভির্যক্ষরক্ষোভিঃ পত্ত্যশ্বরথকুঞ্জরৈঃ।
আততায়িভিরুৎসৃষ্টা হিংস্রা বাচোঽতিবৈশসাঃ ॥ ২০ ॥
প্রাদুস্কৃতানাং মায়ানামাসুরীণাং বিনাশয়ন্।
সুদর্শনাস্ত্রং ভগবান্ প্রাযুঙ্‌ক্ত দয়িতং ত্রিপাৎ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ।—অসকৃৎ (মুহুর্মুহুঃ) সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুভিঃ (বিদ্যুৎসহকৃতগর্জ্জনযুক্তৈঃ) পূয়কেশাসৃগ্বিন্মূত্রাস্থীনি বর্ষদ্ভিঃ অভ্রৌঘৈঃ (মেঘসমূহৈঃ) দ্যৌঃ (আকাশং) নষ্টভগণা (তিরোহিতনক্ষত্রা আসীৎ ইতি শেষঃ) ॥ ১৮

মূলানুবাদ।—গগনমণ্ডলে অত্যন্ত মেঘাড়ম্বর হওয়ায় নক্ষত্রসমূহ একেবারে অদৃশ্য হইল। মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ ও ভীষণ গর্জ্জন হইতে লাগিল। মেঘ হইতে পূঁয, কেশ, রক্ত, বিষ্ঠা, মূত্র, অস্থি প্রভৃতি বৃষ্টি হইতে লাগিল ॥ ১৮

শ্রীধরটীকা।—পাংশুকৃতং তমশ্চ প্রেরিতবন্তঃ ক্ষেপণৈর্যন্ত্রৈঃ ॥ ১৭ ॥ নষ্টো ভগণো নক্ষত্রসমূহো যস্যাম্। অনেন দৈত্যবলাতিরেকাৎ ব্রহ্মদত্তমুহূর্ত্তাতিক্রমো গম্যতে। অহ্নি নক্ষত্রাণামসম্ভবাৎ ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—[হে] অনঘ! (নিষ্পাপ বিদুর!) গিরয়ঃ (পর্ব্বতাঃ) নানায়ুধমুচঃ (বহুবিধাস্ত্রবর্ষিণঃ) প্রত্যদৃশ্যন্ত (দৃশ্যন্তে স্ম) দিগ্‌বাসসঃ (নগ্নাঃ) শূলিন্যঃ (শূলধারিণ্যঃ) মুক্তমূর্দ্ধজাঃ (অসংযমিতকেশাঃ) যাতুধান্যঃ (রাক্ষস্যশ্চ প্রত্যদৃশ্যন্তেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ১৯

মূলানুবাদ।—হে পুণ্যশীল বিদুর! তৎকালে পর্ব্বতগণ যেন নানাবিধ অস্ত্রবর্ষণ করিতেছে এইরূপ দৃষ্ট হইল এবং বিবস্ত্রা আলুলায়িতকেশা কতকগুলি রাক্ষসী শূলহস্তে বিচরণ করিতেছে দেখিতে পাওয়া গেল ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—পত্ত্যশ্বরথকুঞ্জরৈঃ (চতুরঙ্গবলৈঃ, উপলক্ষণে তৃতীয়া, তথাচ তদুপলক্ষিতৈরিত্যর্থঃ) আততায়িভিঃ (উপদ্রবপরায়ণৈঃ) বহুভির্যক্ষরক্ষোভিঃ (যক্ষৈ রাক্ষসৈশ্চ) হিংস্রাঃ ("ছিন্ধি ছিন্ধি" "মারয়মারয়" ইত্যেবংরূপাঃ) অতিবৈশসাঃ (অত্যুগ্রাঃ) বাচঃ উৎসৃষ্টাঃ (বভূবুরিতি শেষঃ) ॥ ২০

মূলানুবাদ।—(তৎকালে) হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিসৈন্য প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া অসংখ্য যক্ষ ও রাক্ষস আততায়িরূপে বিচরণ করতঃ "মার্ মার্" "কাট্ কাট্" ইত্যাদি অতি ভীষণ বাক্যসকল উচ্চারণ করিতে লাগিল ॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—নানা আয়ুধানি মুঞ্চন্তীতি তথা। যাতুধান্যশ্চ প্রত্যদৃশ্যন্ত ॥ ১৯ ॥ হিংস্রাঃ ছিন্ধিভিন্ধীত্যেবম্ভূতাঃ। অতিবৈশসাঃ অত্যুগ্রা বাচ উৎসৃষ্টা ইত্যত্রৈব বাক্যসমাপ্তিঃ ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—ত্রিপাৎ (ত্রীণি সবনানি পাদা যস্য সঃ যজ্ঞমূর্ত্তিরিত্যর্থঃ) ভগবান্ (বরাহদেবঃ) প্রাদুস্কৃতানাং (প্রকটিতানাম্) আসুরীণাং মায়ানাং (দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠী প্রয়োগ আর্ষঃ) বিনাশয়ন্ (বিনাশং কর্ত্তুম্ উদ্যতঃ সন্) দয়িতং (প্রিয়ং) সুদর্শনাস্ত্রং প্রাযুঙ্‌ক্ত (প্রেরিতবান্) ॥ ২১

মূলানুবাদ।—যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ বরাহদেব দৈত্যের প্রকটিত সেই সকল মায়া বিনাশের জন্য প্রিয় সুদর্শন অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন ॥ ২১

তদা দিতেঃ সমভবৎ সহসা হৃদি বেপথুঃ ।
স্মরন্ত্যা ভর্ত্তুরাদেশং স্তনাচ্চাসৃক্ প্রসুস্রুবে ॥ ২২ ॥
ব্যুদস্তাসু স্বমায়াসু ভূয়শ্চাব্রজ্য কেশবম্ ।
রুষোপগূহমানোঽমুং দদৃশেঽবস্থিতং বহিঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরটীকা ।—প্রাতুস্কৃতানামিতি প্রকটিতা মায়াঃ বিনাশয়ন্ । বিনাশনমিতি পাঠে যথাশ্রুতৈব ষষ্ঠী। ত্রিপাৎ ত্রীণি সবনানি পাদা যস্য যজ্ঞমূর্ত্তিরিত্যর্থঃ ; ত্রয়োঽস্য পাদা ইতি শ্রুতেঃ ॥ ২১

অন্বয়ঃ ।—তদা (তস্মিন্ সময়ে) সহসা দিতে হৃদি (হৃদয়ে) বেপথুঃ (কম্পঃ) সমভবৎ, ভর্ত্তুঃ (কশ্যপস্য) আদেশং ("ভগবান্ তব পুত্রৌ হনিষ্যতি" ইত্যেবং বাক্যং) স্মরন্ত্যাশ্চ (চিন্তয়ন্ত্যাশ্চ তস্যাঃ) স্তনাৎ অসৃক্ (রুধিরং) প্রসুস্রুবে (ক্ষরিতং বভূব) ॥ ২২

মূলানুবাদ ।—তখন অকস্মাৎ দিতির হৃৎকম্প উপস্থিত হইল এবং নিজ পতি কশ্যপের সেই (তোমার পুত্রদ্বয়কে ভগবান্ বধ করিবেন এইরূপ) আদেশবাক্য স্মরণ হওয়ায় তাহার স্তনযুগল হইতে রুধির ক্ষরিত হইতে লাগিল ॥ ২২

শ্রীধরটীকা ।—ভর্ত্তুরাদেশং ত্বৎপুত্রৌ ভগবান্ হনিষ্যতীত্যেবম্ ॥ ২২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বরাহরূপী শ্রীভগবানের সহিত যুদ্ধ করিয়া হিরণ্যাক্ষ কোন প্রকারেই জয়লাভের সুবিধা করিতে না পারায় স্বয়ং পলায়িত থাকিয়া দানবী মায়া প্রকাশে তাঁহাকে বিপন্ন করাই আবশ্যক মনে করিল। সম্প্রতি সেই মায়ার বিস্তারিত অবস্থা বর্ণিত হইতেছে। অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য দেবতার ন্যায় দৈত্যদানবেরও আছে। তাহারাও ইচ্ছানুসারে ভাবপরিগ্রহণে সমর্থ, তবে তাহাদের সৃষ্টি, রজঃ ও তমোগুণ-প্রধান, সুতরাং তাহারা দেবতা হইতে জঘন্য ও নানাবিধ দুষ্কৃতিপরায়ণহয়। ফলকথা, হিরণ্যাক্ষ নিজ ঐশ্বর্য্যবলে এমন মায়া প্রদর্শন করিতে লাগিল যে, তাৎকালিক অবস্থা দর্শনে দেবগণ পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত হইলেন। লোকে অনুমান করিতে লাগিল, এই বুঝি প্রলয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। এরূপ অবস্থায় সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ সকল বুঝিতে পারিয়া ঐ সকল মায়াকল্পিত উপদ্রব নিবৃত্তির জন্য নিজ সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করিলেন। এদিকে জননী দিতির প্রাণ সর্ব্বদাই সন্তানের জন্য ব্যাকুল। হিরণ্যাক্ষ রসাতলের পথে জলমধ্যে যুদ্ধ করিতেছে, তাহার জননী দিতি যদিও যুদ্ধের ব্যাপার দর্শন করিতেছেন না, তথাপি অকস্মাৎ এ সময়ে তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল, মনে পড়িল, স্বামী কশ্যপ বলিয়াছিলেন, ভগবানের হস্তে তোমার পুত্রের মৃত্যু হইবে। অমনি তাঁহার স্তনযুগল হইতে রুধির ক্ষরিত হইতে লাগিল। পুত্রের সুস্থভাব চিন্তা করিয়া জননীর প্রাণ বাৎসল্যে পূর্ণ হইয়া উঠিলে তাঁহাদের স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ হয় ; কিন্তু এ অসময়ে দিতির প্রাণে পুত্রসম্বন্ধে নিতান্ত দুশ্চিন্তা হওয়ায়, স্তনে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে রুধির ক্ষরিত হইয়া সেই অমঙ্গল চিন্তা আরও ঘনীভূত করিয়া দিল, তিনি বুঝিলেন, এ সকল নিতান্ত অমঙ্গলেরই সূচনা হইতেছে ॥ ১৬—২২

অন্বয়ঃ ।—স্বমায়াসু (স্বস্য হিরণ্যাক্ষস্য মায়াসু) ব্যুদস্তাসু (সুদর্শনপ্রভাবেণ নিরস্তাসু সতীষু) [স দৈত্যঃ] ভূয়শ্চ (পুনরপি) আব্রজ্য (দ্রুতং গত্বা) কেশবং (বরাহদেবং) রুষা (ক্রোধেণ) উপগূহমানঃ (বাহুদ্বয়মধ্যে নিধায় নিপীড়য়িতুমুদ্যতঃ সন্) অমুং (কেশবং) বহিঃ অবস্থিতং (ভুজমধ্যাদ্ বহির্বিলসন্তং) দদৃশে (দৃষ্টবান্) ॥ ২৩

মূলানুবাদ ।—নিজ মায়াসকল সুদর্শনচক্রের প্রভাবে প্রতিহত হইলে হিরণ্যাক্ষ আবার দ্রুতবেগে

তং মুষ্টিভির্ব্বিনিঘ্নন্তং বজ্রসারৈরধোক্ষজঃ।
করেণ কর্ণমূলেঽহন্ যথা ত্বাষ্ট্রং মরুৎপতিঃ ॥ ২৪ ॥
স আহতো বিশ্বসৃজা হ্যবজ্ঞয়া পরিভ্রমদ্‌গাত্র উদস্তলোচনঃ।
বিশীর্ণ বাহ্বঙ্ঘ্রিশিরোরুহোঽপতদ্ যথা নগেন্দ্রো লুলিতো নভস্বতা ॥ ২৫ ॥
ক্ষিতৌ শয়ানং তমকুণ্ঠবর্চ্চসং করালদংষ্ট্রং পরিদষ্টদচ্ছদম্।
অজাদয়ো বীক্ষ্য শশংসুরাগতা অহো ইমাং কো নু লভেত সংস্থিতিম্ ॥ ২৬ ॥
যং যোগিনো যোগসমাধিনা রহো ধ্যায়ন্তি লিঙ্গাদসতো মুমুক্ষয়া।
তস্যৈব দৈত্য ঋষভঃ পদাহতো মুখং প্রপশ্যংস্তনুমুৎসসর্জ্জ হ ॥ ২৭ ॥

গমন করিয়া সেই বরাহদেবকে বাহুদ্বয়ের মধ্যে ধারণ করিয়া মর্দ্দন করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু দেখিতে পাইল যে, বরাহদেব তাহার বাহুদ্বয়ের বাহিরেই অবস্থান করিতেছেন ॥ ২৩

শ্রীধরটীকা।—উপগূহমানঃ বাহ্বোরন্তর্নিধায় সজ্যট্টয়ন্ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—অধোক্ষজঃ (ভগবান্) বজ্রসারৈঃ (দৃঢ়তমৈঃ) মুষ্টিভিঃ বিনিঘ্নন্তম্ (আঘাতকারিণং) তং (হিরণ্যাক্ষং) মরুৎপতিঃ (দেবরাজ ইন্দ্রঃ) ত্বাষ্ট্রং যথা (বৃত্রাসুরমিব) করেণ কর্ণমূলে অহন্ (তাড়য়ামাস) ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—দৈত্য বজ্রতুল্য দৃঢ়মুষ্টিতে ভগবান্‌কে আঘাত করিতে লাগিলে ভগবান্ বরাহদেব, ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে প্রহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ হস্তদ্বারা তাহার কর্ণমূলে প্রহার করিলেন ॥ ২৪

শ্রীধরটীকা।—অহন্ জঘান। ত্বাষ্ট্রং বৃত্রং মরুৎপতিরিন্দ্রঃ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—বিশ্বসৃজা (ভগবতা) অবজ্ঞয়া হি (তুচ্ছতাজ্ঞানেনৈব) আহতঃ সঃ (দৈত্যঃ) পরিভ্রমদ্‌গাত্রঃ (বিঘূর্ণিতদেহঃ) উদস্তলোচনঃ (বহির্গতনেত্রঃ) বিশীর্ণবাহ্বঙ্ঘ্রিশিরোরুহঃ (বিশীর্ণাঃ বাহ্বঙ্ঘ্রিশিরোরুহাঃ করচরণকেশাঃ যস্য সঃ) নভস্বতা (বায়ুনা) লুলিতঃ (উন্মুলিতঃ) নগেন্দ্রো যথা (মহাবৃক্ষ ইব) অপতৎ (ভূতলে পপাত) ॥ ২৫

মূলানুবাদ।—ভগবান্ অতি অবজ্ঞা সহকারে দৈত্যকে আঘাত করিলেন। তাহাতে তাহার সর্ব্বশরীর ঘূর্ণিত, নেত্রদ্বয় বহির্গত এবং হস্তপদ ও কেশরাশি শীর্ণ হইল। বায়ুবেগে প্রকাণ্ড বৃক্ষ যেমন উন্মুলিত হইয়া পড়ে, সেইরূপ সেই দৈত্যও ভগবানের প্রহারবেগে ভূতলে পতিত হইল ॥ ২৫

শ্রীধরটীকা।—পরিতো ভ্রমৎ গাত্রং শরীরং যস্য। উদস্তে বহির্নির্গতে লোচনে যস্য। বিশীর্ণা বাহ্বাদয়ো যস্য। নগেন্দ্রো মহাদ্রুমঃ। লুলিতঃ উন্মুলিতঃ। নভস্বতা বায়ুনা ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—আগতাঃ (তত্রোপস্থিতাঃ) অজাদয়ঃ (ব্রহ্মাদয়ঃ) অকুণ্ঠবর্চ্চসম্ (অপ্রতিহততেজসং) করালদংষ্ট্রং (ভীষণদন্তশালিনং) পরিদষ্টদচ্ছদং (সন্দষ্টৌষ্ঠপুটং) ক্ষিতৌ শয়ানং (ভূতলশায়িনং) তং (হিরণ্যাক্ষং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) অহো কো নু ইমাং সংস্থিতিং (এতাদৃশং মৃত্যুং) লভেত (লব্ধুং শক্নুয়াৎ) [ইতি] শশংসুঃ (কথয়ামাসুঃ) ॥ ২৬

মূলানুবাদ।—অপ্রতিহত তেজঃসম্পন্ন ভীষণ দন্তশালী সেই দৈত্য অধরদংশন করিতে করিতে ভূতলশায়ী হইয়াছে দেখিয়া তথায় উপস্থিত ব্রহ্মাদি দেবগণ বলিতে লাগিলেন, অহো! এরূপ মৃত্যু কে লাভ করিতে পারে? ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—অসতঃ (নশ্বরাৎ) লিঙ্গাৎ (লিঙ্গশরীরাৎ) মুমুক্ষয়া (মোক্তুমিচ্ছয়া) যোগিনঃ (যোগ-

শ্রীদেবা ঊচুঃ ।

নমো নমস্তেঽখিলযজ্ঞতন্তবে স্থিতৌ গৃহীতামলসত্ত্বমূর্ত্তয়ে ।
দিষ্ট্যা হতোঽয়ং জগতামরুন্তুদস্ত্বৎপাদভক্ত্যা বয়মীশ নির্বৃতাঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

এবং হিরণ্যাক্ষমসহ্যবিক্রমং স সাদয়িত্বা হরিরাদিশূকরঃ ।
জগাম লোকং স্বমখণ্ডিতোৎসবং সমীড়িতঃ পুষ্করবিষ্টরাদিভিঃ ॥ ২৯ ॥

পরায়ণাঃ) রহঃ (নির্জ্জনে) যোগসমাধিনা যং (ভগবন্তং) ধ্যায়ন্তি (ভাবয়ন্তি) দৈত্যর্ষভঃ (দৈত্যপ্রধানঃ) তস্যৈব (ভগবতঃ) পদাহতঃ (চরণতাড়িত সন্) মুখং (ভগবন্মুখপদ্মং) প্রপশ্যন্ (সম্যগবলোকয়ন্) তনুং (দেহম্) উৎসসর্জ্জ হ (পরিত্যক্তবান্) ॥ ২৭

মূলানুবাদ ।—যোগিগণ নশ্বর দেহ হইতে মুক্তিলাভের জন্য নির্জ্জনে যোগতপস্যা দ্বারা যে-ভগবান্কে ধ্যান করিয়া থাকেন, এই দৈত্যরাজ সেই ভগবানের পদাঘাতে তাঁহারই শ্রীমুখ দর্শন করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছে, (সুতরাং ইহার অতীব সৌভাগ্য) ॥ ২৭

শ্রীধরটীকা ।—সংস্থিতিং মৃত্যুম্ ॥ ২৬ ॥ অসতঃ আরোপিতাৎ লিঙ্গশরীরাৎ মোক্তুমিচ্ছয়া । বরাহস্য পূর্ব্বপাদয়োরেব করত্বাৎ করেণাহন্নিতি পদাহত ইতি চাবিরুদ্ধম্ ॥ ২৭

অন্বয়ঃ ।—[যুদ্ধদর্শনার্থমুপস্থিতা দেবাঃ কথিতবন্তঃ] স্থিতৌ (বিশ্বস্য পালনসময়ে) গৃহীতামলসত্ত্বমূর্ত্তয়ে (প্রকটিতশুদ্ধসত্ত্বময়বিগ্রহায়) অখিলযজ্ঞতন্তবে (অখিলানাং যজ্ঞানাং বিস্তারকারিণে) তে (তুভ্যং) নমোনমঃ, জগতাং (সর্ব্বেষাং ভুবনানাম্) অরুন্তুদঃ (মর্ম্মপীড়কঃ) অয়ং (হিরণ্যাক্ষঃ) দিষ্ট্যা (অস্মদ্ভাগ্যেন) হতঃ (বিনাশিতঃ) [হে] ঈশ ! (প্রভো !) বয়ং ত্বৎপাদভক্ত্যা (ত্বদীয়চরণে ভক্তিবশেন) নির্বৃতাঃ (শান্তিপ্রাপ্তাঃ) ॥ ২৮

মূলানুবাদ ।—[যুদ্ধ দর্শনার্থ তথায় যে সকল দেবগণ উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা ভগবান্ বরাহদেবের স্তব করিতে লাগিলেন]—হে প্রভো ! আপনি সমগ্র যজ্ঞ বিস্তার করিয়াছেন এবং বিশ্ব পালনকালে নির্ম্মল সত্ত্বময়মূর্ত্তি প্রকটন করিয়া থাকেন । আপনাকে আমরা পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি । বিশ্বপীড়নকারী এই দৈত্য আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ নিহত হইয়াছে । আপনার পাদপদ্মে ভক্তিবশতঃ আমরা পরম শান্তি লাভ করিয়াছি ॥ ২৮

শ্রীধরটীকা ।—অখিলযজ্ঞানাং তন্তবে বিস্তারায় কারণায়েতি বা অরুন্তুদঃ মর্ম্মভেত্তা ॥ ২৮

অন্বয়ঃ ।—আদিশূকরঃ (আদিবরাহমূর্ত্তি) সঃ হরিঃ (ভগবান্) এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) অসহ্যবিক্রমং হিরণ্যাক্ষং সাদয়িত্বা (নিহত্য) পুষ্করবিষ্টরাদিভিঃ (পুষ্করং পদ্মং, তদেব বিষ্টর আসনং যস্য সঃ ব্রহ্মা, তৎপ্রভৃতিভিঃ) সমীড়িতঃ (সম্যক্ স্তুতঃ সন্) অখণ্ডিতোৎসবং (নিত্যানন্দময়ং) স্বং লোকং (বৈকুণ্ঠ ধাম) জগাম ॥ ২৯

মূলানুবাদ ।—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—আদি বরাহমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীহরি পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সেই দুঃসহ পরাক্রমশালী হিরণ্যাক্ষকে বধ করিবার পর ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে স্তুত হইয়া স্বীয় নিত্যানন্দময় বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন ॥ ২৯

ময়া যথানূক্তমবাদি তে হরেঃ কৃতাবতারস্য সুমিত্র চেষ্টিতম্।
যথা হিরণ্যাক্ষ উদারবিক্রমো মহামৃধে ক্রীড়নবন্নিরাকৃতঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীসূত উবাচ।

ইতি কৌশারবাখ্যাতামাশ্রুত্য ভগবৎকথাম্।
ক্ষত্তানন্দং পরং লেভে মহাভাগবতো দ্বিজ ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরটীকা।—সদায়িত্বা হত্বেত্যর্থঃ। পুষ্করবিষ্টরাদিভির্ব্রহ্মাদিভিঃ সংস্তুতঃ ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—[হে] সুমিত্র! (পরমসুহৃৎ বিদুর!) কৃতাবতারস্য (অবতারগ্রহণকারিণঃ) হরেঃ চেষ্টিতম্ (আচরণম্) উদারবিক্রমঃ (প্রভূতপরাক্রমশালী) হিরণ্যাক্ষঃ মহামৃধে (প্রবলযুদ্ধে) যথা (যেন প্রকারেণ) ক্রীড়নবৎ (ক্রীড়োপকরণপুত্তলিকাদিবৎ) নিরাকৃতঃ (বিনাশিতঃ) [তৎসর্ব্বং] তে (তব সমীপে) ময়া যথানূক্তং (গুরুকথিতমনতিক্রম্য) অবাদি (কথিতম্) ॥ ৩০

মূলানুবাদ।—হে সুহৃদ্বর বিদুর! ভগবান্ শ্রীহরি অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক যেরূপ আচরণ করেন এবং যে ভাবে সেই প্রবল পরাক্রমশালী হিরণ্যাক্ষকে মহাযুদ্ধে অনায়াসে ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় পরাভূত করিয়াছিলেন, এ সকল বৃত্তান্ত আমি যেমন গুরুমুখে শুনিয়াছি, ঠিক সেইরূপ তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম্ ॥ ৩০

শ্রীধরটীকা।—যথানূক্তং গুরূক্তমনতিক্রম্য, ময়া অবাদি। তব কথিতং; হে সুমিত্র! যথা যেন প্রকারেণ ॥ ৩০

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—হিরণ্যাক্ষের নানাবিধ মায়া বিস্তার দর্শন করিয়া শ্রীভগবান্ তাঁহার সুদর্শন চক্র প্রয়োগ করিলেন। চক্রের এমনই মহিমা যে তৎক্ষণাৎ দৈত্যের সকল মায়া অপসৃত হইল, আর কোনও উপদ্রব রহিল না। তখন হিরণ্যাক্ষ ক্রোধে মত্ত হইয়া ভাবিল যে, বরাহমূর্ত্তিকে বাহুদ্বয়ের নিষ্পেষণে চূর্ণ করিব। তদনুসারে সে চেষ্টা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু সেই নিত্যমুক্ত শ্রীহরিকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিবে তাহার সাধ্য কি? বাহুদ্বারা বেষ্টনের জন্য সে যতই চেষ্টা করিয়া দেখিল যে, বরাহমূর্ত্তি তাহার বাহিরেই আছেন। তখন সে আবার মুষ্টিদ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। এই সময়ে ভগবান্ হস্তদ্বারা অর্থাৎ বরাহমূর্ত্তির সম্মুখস্থ চরণযুগল দ্বারা দৈত্যের কর্ণমূলে এমন প্রবল আঘাত করিলেন যে, তাহার বেগে হিরণ্যাক্ষ ঘুরিতে ঘুরিতে ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। মুনিগণসহকারে সমাগত ব্রহ্মা ইহা দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—অহো! হিরণ্যাক্ষের কি সৌভাগ্য! কত শত শত যোগীন্দ্রমুণীন্দ্রগণ এই ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম লাভের জন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া একমনে তাঁহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন, অথচ হিরণ্যাক্ষ অনায়াসে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার শ্রীচরণের আঘাত লাভ করিয়া সেই শ্রীমুখ দর্শন করিতে করিতে নশ্বরদেহ বিসর্জ্জন করিল! ইহা অপেক্ষা আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে? অন্যান্য দেবতাগণও পরম হৃষ্টান্তঃকরণে পুনঃ পুনঃ শ্রীভগবান্‌কে নমস্কার করিতে লাগিলেন ও "ভগবৎ পদারবিন্দে ভক্তির ফলেই আমাদের ভাগ্যে এই শান্তি লাভ ঘটিল" বলিয়া অপার আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীভগবান্ স্বীয় নিত্যানন্দধামে চলিয়া গেলেন। মৈত্রেয় মুনি এই সকল বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া উপসংহারে বলিলেন—হে প্রিয় বিদুর! আমি আমার গুরুমুখে যেরূপ শুনিয়াছি, তোমার নিকট অবিকল তাহাই বর্ণনা করিলাম; সুতরাং ইহার মধ্যে কোন কথা অতিরঞ্জিত বা কল্পনাপ্রসূত মনে করিও না ॥ ২৩—৩০

অন্যেষাং পুণ্যশ্লোকানামুদ্দামযশসাং সতাম্ ।
উপশ্রুত্য ভবেন্মোদঃ শ্রীবৎসাঙ্কস্য কিং পুনঃ ॥ ৩২ ॥
যো গজেন্দ্রং ঝষগ্রস্তং ধ্যায়ন্তং চরণাম্বুজম্ ।
ক্রোশন্তীনাং করেণূনাং কৃচ্ছ্রতোঽমোচয়দ্দ্রুতম্ ॥ ৩৩ ॥
তং সুখারাধ্যমৃজুভিরনন্যশরণৈর্নৃভিঃ ।
কৃতজ্ঞঃ কো ন সেবেত দুরারাধ্যমসাধুভিঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ ।—[হে] দ্বিজ ! (শৌনক !) মহাভাগবতঃ (অত্যন্তভগবদ্ভক্তঃ) ক্ষত্তা (বিদুরঃ) ইতি (পূর্ব্বোক্তরূপেণ) কৌশারবাখ্যাতাং (মৈত্রেয়কথিতাং) ভগবৎকথাম্ আশ্রুত্য (সম্যক্ শ্রুত্বা) পরম্ (অত্যন্তম্) আনন্দং লেভে ॥ ৩১

মূলানুবাদ ।—শ্রীসূত বলিলেন—হে শৌনক ! মৈত্রেয়মুনির কথিত এই সকল ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া পরমভক্ত বিদুর অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৩১

শ্রীধরটীকা ।—হে দ্বিজ শৌনক ! ॥ ৩১

অন্বয়ঃ ।—উদ্দামযশসাং (বিশ্রুতকীর্ত্তিনাং) পুণ্যশ্লোকানাম্ অন্যেষাং সতাং (নলযুধিষ্ঠিরাদীনাং, “পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ” ইত্যাদিবচনাৎ) উপশ্রুত্য (বৃত্তান্তমাকর্ণ্যাপি) মোদঃ (আনন্দঃ) ভবেৎ, শ্রীবৎসাঙ্কস্য (শ্রীবৎসচিহ্নিতস্য ভগবতঃ কথাং শ্রুত্বা ইতি যাবৎ) পুনঃ কিং ? (আনন্দো ভবেদেবেত্যর্থঃ) ॥ ৩২

মূলানুবাদ ।—বিখ্যাতকীর্ত্তি নল, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি অন্যান্য পুণ্যশ্লোক মহাত্মাদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াও যখন আনন্দ উপস্থিত হয়, তখন স্বয়ং শ্রীভগবানের বৃত্তান্ত শ্রবণে যে আনন্দ হইবে ইহা আর অধিক কি ? ॥ ৩২

অন্বয়ঃ ।—যঃ (ভগবান্) করেণূনাং (হস্তিনীনাং) ক্রোশন্তীনাং (করুণচীৎকারং কুর্ব্বতীনাং সতীনাং) ঝষগ্রস্তং (জলজন্তুসমাক্রান্তম্) [অতএব] চরণাম্বুজং ধ্যায়ন্তং (ভগবৎপাদপদ্মচিন্তাপরায়ণং) গজেন্দ্রং (করিবরমপি) দ্রুতং (সত্বরং) কৃচ্ছ্রতঃ (সঙ্কটাৎ) অমোচয়ৎ, অনন্যশরণৈঃ (ভগবন্মাত্রপরায়ণৈঃ) ঋজুভিঃ (সরলৈঃ) নৃভিঃ (জনৈঃ) সুখারাধ্যম্ (অনায়াসসেব্যম্) অসাধুভিঃ (দুর্জ্জনৈঃ) দুরারাধ্যং তং (ভগবন্তং) কঃ কৃতজ্ঞো ন সেবেত ? (সর্ব্ব এব সেবেতেতি ভাবঃ) ॥ ৩৩—৩৪

মূলানুবাদ ।—একদা কোনও মহাহস্তী জলজন্তুর আক্রমণে পীড়িত হইয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছিল এবং তাহার হস্তিনীগণ আর্ত্তনাদ করিতেছিল। ইহা দেখিয়া যে-ভগবান্ অতি সত্বর তাহাকে সেই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তিনি অনন্যসহায় সরলচিত্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে অতি অনায়াসে সেব্য, অথচ অসৎলোকের পক্ষে দুরারাধ্য ; সুতরাং কোন্ ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার সেবা না করিবে ? ॥ ৩৩—৩৪

শ্রীধরটীকা ।—কথামুপশ্রুত্য ॥ ৩২ ॥ ভক্তিমাত্রেণ পশূনামপি সুলভঃ, অন্যথা দেবানামপি দুর্লভঃ ইতি তৎকথাশ্রবণে কস্যানন্দো ন স্যাদিত্যাহ য ইতি দ্বাভ্যাম্। ঝষো গ্রাহঃ। ক্রোশন্তীনাং সতীনামিতি কৃপালুত্বমুক্তম্। সঙ্কটাদমোচয়ৎ ॥ ৩৩—৩৪

যো বৈ হিরণ্যাক্ষবধং মহাদ্ভুতং বিক্রীড়িতং কারণশূকরাত্মনঃ।
শৃণোতি গায়ত্যনুমোদতেঽঞ্জসা বিমুচ্যতে ব্রহ্মবধাদপি দ্বিজ ॥ ৩৫ ॥
এতন্মহাপুণ্যমলং পবিত্রং ধন্যং যশস্যং পদমায়ুরাশিষাম্।
প্রাণেন্দ্রিয়াণাং যুধি শৌর্য্যবর্দ্ধনং নারায়ণোঽন্তে গতিরঙ্গ শৃণ্বতাম্ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
তৃতীয়স্কন্ধে হিরণ্যাক্ষবধনাম একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ।—[হে] দ্বিজ! (শৌনক!) যঃ কারণশূকরাত্মনঃ (কারণেন ধরোদ্ধারপ্রয়োজনেন, শূকরাত্মনঃ বরাহমূর্ত্তিধারিণো ভগবতঃ) হিরণ্যাক্ষবধং (তৎস্বরূপং) মহাদ্ভুতং (পরমাশ্চর্য্যং) বিক্রীড়িতং (লীলাবিশেষং) শৃণোতি, গায়তি, অনুমোদতে (সমর্থয়তে চ) [সঃ] ব্রহ্মবধাদপি (ব্রহ্মহত্যাপাপাদপি) অঞ্জসা (ঝটিতি) বিমুচ্যতে বৈ (মুক্তো ভবত্যেব)॥ ৩৫

মূলানুবাদ।—হে দ্বিজবর শৌনক! পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য বরাহমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক শ্রীভগবান্ যে এই হিরণ্যাক্ষ-বধরূপ অত্যাশ্চর্য্য লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা যে ব্যক্তি শ্রবণ, কীর্ত্তন বা অনুমোদন করে, সে অবশ্যই ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতেও অচিরে মুক্ত হইতে পারে॥ ৩৫

শ্রীধরটীকা।—কারণেন পৃথিব্যুদ্ধরণাদিনা শূকররূপস্য। এতদ্ধরের্বিক্রীড়িতং শৃণ্বতাম্ অন্তে শ্রীনারায়ণো গতির্ভবতি॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ! (হে শৌনক!) মহাপুণ্যং (স্বর্গাদিফলপ্রদম্) অলম্ (অত্যন্তং) পবিত্রং ধন্যং (শ্লাঘ্যং) যশস্যং (কীর্ত্তিকরম্) আয়ুরাশিষাম্ (আয়ুষাম্ আশীর্ব্বাদানাঞ্চ) পদং (লক্ষ্যস্বরূপং, "পদং ব্যবসিতত্রাণস্থানলক্ষ্যাঙ্ঘ্রি বস্তুষু" ইত্যভিধানাৎ) যুধি (যুদ্ধকালে) প্রাণেন্দ্রিয়াণাং (প্রাণানামন্তঃকরণানাম্, ইন্দ্রিয়ানাঞ্চ করচরণাদীনাং) শৌর্য্যবর্দ্ধনং (তেজস্বিতাবর্দ্ধকম্) এতৎ (হিরণ্যাক্ষবধবৃত্তং) শৃণ্বতাম্ (আকর্ণয়তাম্) অন্তে (দেহাবসানে) নারায়ণো গতিঃ (আশ্রয়দাতা ভবতীতি শেষঃ)॥ ৩৬

ইতি শ্রীমদ্ভাবগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯

মূলানুবাদ।—হে শৌনক! শ্রীভগবানের এই হিরণ্যাক্ষবধবৃত্তান্ত মহাপুণ্যজনক, অতি পবিত্র, শ্লাঘনীয়, আয়ু ও আশীর্ব্বাদের লক্ষ্যস্বরূপ এবং যুদ্ধকালে অন্তঃকরণ ও বহিরিন্দ্রিয়ের শক্তিবর্দ্ধক; ইহা যাঁহারা শ্রবণ করেন, তাঁহাদিগকে অন্তকালে ভগবান্ নারায়ণই আশ্রয় দান করিয়া থাকেন॥ ৩৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯

শ্রীধরটীকা।—মহাপুণ্যং স্বর্গাদিপ্রদম্, অলং পবিত্রম্ অতিশয়েন শোধকং ধন্যং ধনাবহং যশস্যং কীর্ত্তিকরম্, আয়ুষশ্চ আশিষাঞ্চ পদং স্থানং পরিত্রাণং বা। প্রণানামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ পদম্। অঙ্গ হে শৌনক॥ ৩৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেব কথাপ্রসঙ্গে যে মৈত্রেয়বিদুরসংবাদ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাই আবার নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট শ্রীসূত মহাশয় বর্ণনা করিতেছেন। (ইহা অবশ্য পাঠক মহোদয়গণের স্মৃতিপথে বর্ত্তমান আছে।) সেই সূত মহাশয় হিরণ্যাক্ষবধ পর্য্যন্ত ঘটনাসমূহ কীর্ত্তন করিয়া আপাততঃ সেই প্রস্তাব উপসংহার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—হে শৌনক! মহামুনি মৈত্রেয়ের নিকট

মহাত্মা বিদুর এই সকল ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। আর কেনই না করিবেন? কেননা মনুষ্যের মধ্যেও যাঁহারা শ্রীভগবানের কৃপাবলে "পুণ্যশ্লোক" বলিয়া বিখ্যাত, সেই নল যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাপুরুষগণের উপাখ্যানেও যখন প্রাণের মধ্যে অপার আনন্দধারা প্রবাহিত হয়, তখন সাক্ষাৎ শ্রীগোবিন্দের লীলাকথা শ্রবণে আনন্দাতিশয় লাভ করা বিদুরের মত ভক্তের পক্ষে আর আশ্চর্য্য কি? ভক্তিরস অতি মধুর! শুধু মানুষ কেন, যে কোনও প্রাণী ঐ রসের আস্বাদন পাইলে জগতের সকল দুঃখের জ্বালা অতিক্রম করিয়া বিমল আনন্দ অনুভব করে। সুখদুঃখের সর্ব্বময় কর্ত্তা শ্রীভগবান্, তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে ভক্তির মত পথ আর কিছুই নাই। দেবতা হইয়াও ভক্তিহীন হইলে শ্রীভগবানের প্রিয়তা লাভ করা দুঃসাধ্য, আর পশু পক্ষী বা কৃমিকীট হইয়াও যদি ভক্তিমান হয়, তবে তাহার পক্ষে উহা অতি সহজসাধ্য। যদি কেহ ভক্তি সহকারে এই হিরণ্যাক্ষবধবৃত্তান্ত শ্রবণ, কীর্ত্তন বা সমর্থন করেন, তবে তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে গতিলাভ করিতে পারেন। এই হিরণ্যাক্ষের উপাখ্যানে ভগবৎসেবায় ভক্তের যে আত্মত্যাগ অর্থাৎ শ্রীভগবানের যুযুৎসা বৃত্তি পরিপূরণের জন্য বৈকুণ্ঠবাসী পরমভক্ত জয়বিজয়ের যে শত্রুভাবে দৈত্যজন্ম স্বীকার এবং সেই ভক্তের উদ্ধারের জন্য শ্রীভগবানের যে বরাহমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধাদি অনুষ্ঠান বর্ণিত হইল, ভক্ত পাঠকবর্গ ইহা আলোচনা করিলে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে—ভক্ত ও ভগবানে কিরূপ সম্বন্ধসূত্র যোজিত আছে॥ ৩১—৩৮

ইতি শ্রীধামশান্তিপুরপুরন্দর প্রভুবর শ্রীসীতানাথ বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামি প্রবর্ত্তিতায়াং
শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্য-
সমালোচনায়াংতৃতীয়স্কন্ধে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

বিংশোহধ্যায়ঃ।

শ্রীশৌনক উবাচ।

মহীং প্রতিষ্ঠামধ্যস্য সৌতে স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
কান্যন্বতিষ্ঠদ্দ্বারাণি মার্গায়াবরজন্মনাম্ ॥ ১ ॥
ক্ষত্তা মহাভাগবতঃ কৃষ্ণস্যৈকান্তিকঃ সুহৃৎ।
যস্তত্যাজাগ্রজং কৃষ্ণে সাপত্যমঘবানিতি ॥ ২ ॥
দ্বৈপায়নাদনবরো মহিত্বে তস্য দেহজঃ।
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতঃ কৃষ্ণং তৎপরাংশ্চাপ্যনুব্রতঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।—[হে] সৌতে! (হে রোমহর্ষণপুত্র!) স্বায়ম্ভুবো মনুঃ মহীং (পৃথিবীং) প্রতিষ্ঠাম্ (আশ্রয়স্বরূপাম্) অধ্যস্য (প্রাপ্য) অবরজন্মনাং (সনকাদিভ্য উত্তরকালজন্মপ্রাপ্তানামীশ্বরলীনানাং জীবানাং) মার্গায় (নির্গমায়) কানি দ্বারাণি (কীদৃশান্ উপায়ান্) অন্বতিষ্ঠৎ (কৃতবান্ ?) ॥ ১

মূলানুবাদ।—শ্রীশৌনক বলিলেন—হে রোমহর্ষণপুত্র! স্বায়ম্ভুব মনু পৃথিবীরূপ আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া সনৎকুমারাদির পরবর্ত্তী জীবগণের সৃষ্টির জন্য কিরূপ উপায় সম্পাদন করিয়াছিলেন ? ॥ ১

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা—

বিংশে বরাহজন্মাদিব্যবধানাদথাদিতঃ। স্বর্গোঽনুস্মর্য্যতে বক্তুমন্বয়ং প্রস্তুতং মনোঃ ॥

প্রতিষ্ঠাং স্থানম্। অধ্যস্য প্রাপ্য, সৌতে সূতস্য রোমহর্ষণস্য পুত্র! অবরম্ অর্ব্বাচীনং জন্ম যেষাং, তেষাম্ ঈশ্বরে লীনানাং মার্গায় কানি দ্বারাণি কৃতবান্, অর্ব্বাচীনান্ প্রাণিনঃ কৈরুপায়ৈঃ সৃষ্টবানিত্যর্থঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—মহাভাগবতঃ (পরমভক্তঃ) ক্ষত্তা (বিদুরঃ) কৃষ্ণস্য ঐকান্তিকঃ সুহৃৎ (অত্যন্তপ্রীতিপাত্রং ভবতীতি শেষঃ) যঃ (বিদুরঃ) কৃষ্ণে (শ্রীকৃষ্ণং প্রতি) অঘবান্ (অপরাধী) ইতি (অস্মাদ্ধেতোঃ) সাপত্যম্ (অপত্যৈঃ দুর্য্যোধনাদিভিঃ সহিতম্) অগ্রজং (ধৃতরাষ্ট্রং) তত্যাজ (পরিত্যক্তবান্) ॥ ২

মূলানুবাদ।—পরমভক্ত বিদুর শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়পাত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণের অপমান করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি পুত্রবর্গের সহিত সেই জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ২

শ্রীধরটীকা।—বিদুরমৈত্রেয়সংবাদেনৈবৈতৎ জ্ঞাস্যত ইতি তমেব সংবাদং প্রষ্টুমাহ ক্ষত্তেতি পঞ্চভিঃ। শ্রীকৃষ্ণসুহৃত্ত্বে হেতুঃ —যঃ ইতি। দুর্য্যোধনাদিভিরপত্যৈঃ সহিতম্ অগ্রজং ধৃতরাষ্ট্রম্। অঘবান্ কৃতাপরাধ ইতি হেতোঃ শ্রীকৃষ্ণোক্তমন্ত্রানাদরাৎ যস্তত্যাজ ॥ ২

কিমন্বপৃচ্ছন্মৈত্রেয়ং বিরজাস্তীর্থসেবয়া।
উপগম্য কুশাবর্ত্ত আসীনং তত্ত্ববিত্তমম্ ॥ ৪ ॥
তয়োঃ সংবদতোর্নূনং প্রবৃত্তা হ্যমলাঃ কথাঃ।
আপো গাঙ্গ্য ইবাঘঘ্নীর্হরেঃ পাদাম্বুজাশ্রয়াঃ ॥ ৫ ॥
তা নঃ কীর্ত্তয় ভদ্রন্তে কীর্ত্তন্যোদারকর্ম্মণঃ।
রসজ্ঞঃ কো নু তৃপ্যেত হরিলীলামৃতং পিবন্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।—[বিদুরঃ] মহিত্বে (মহত্তবিষয়ে) দ্বৈপায়নাৎ (ব্যাসদেবাৎ) অনবরঃ (অন্যূনঃ) [যতঃ সঃ] তস্য (ব্যাসদেবস্য) দেহজঃ (পুত্রঃ), [তেন বিদুরেণ] সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্বতোভাবেন) কৃষ্ণ আশ্রিতঃ, তৎপরাংশ্চাপি (ভগবৎপরায়ণান্ ভক্তজনাংশ্চাপীত্যর্থঃ) [সঃ] অনুব্রতঃ (অনুগতঃ) [আসীদিতি শেষঃ] ॥ ৩

মূলানুবাদ।—বিদুর বেদব্যাসের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এজন্য তিনি মহিমায় বেদব্যাস হইতে ন্যূন ছিলেন না। তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত এবং কৃষ্ণভক্তগণের অনুগত ছিলেন ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—তীর্থসেবয়া (তীর্থভ্রমণেন) বিরজাঃ (রজোগুণমুক্তঃ বিদুরঃ) কুশাবর্ত্তে (হরিদ্বারান্তঃপাতি-কুশাবর্ত্তস্থানে) আসীনম্ (উপবিষ্টং) তত্ত্ববিত্তমং (তত্ত্বজ্ঞানিষু শ্রেষ্ঠং) মৈত্রেয়ম্ উপগম্য (তৎসমীপে গত্বা) কিম্ অন্বপৃচ্ছৎ (জিজ্ঞাসিতবান্) ? ॥ ৪

মূলানুবাদ।—বিদুর তীর্থপর্য্যটন করিতে করিতে রজোগুণমুক্ত অর্থাৎ নিষ্পাপ হইয়া হরিদ্বারে কুশাবর্ত্ত ঘাটে উপবিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানী মৈত্রেয় মুনির নিকটে গমনপূর্ব্বক কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ? ॥ ৪

শ্রীধরটীকা।—অনবরঃ অন্যূনঃ। মহিত্বে মহিম্নি ॥ ৩ ॥ কুশাবর্ত্তে গঙ্গাদ্বারে ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—সংবদতোঃ (আলাপতোঃ) তয়োঃ (মৈত্রেয়বিদুরয়োঃ) নূনং (নিশ্চিতং) গাঙ্গ্য আপ ইব (গঙ্গাজলানি ইব) অঘঘ্নীঃ (প্রথমাবহুবচনান্তমিদং পদমার্ষত্বাৎ সাধু, পাপঘ্ন্য ইত্যর্থঃ) অমলাঃ (বিশুদ্ধাঃ) হরেঃ পাদাম্বুজাশ্রয়াঃ (শ্রীহরিপাদপদ্মসম্পর্কিতাঃ) কথাঃ প্রবৃত্তাঃ (আলোচিতাঃ) ॥ ৫

মূলানুবাদ।—তাঁহারা পরস্পর আলাপ করিবার সময়ে অবশ্যই শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-সম্পর্কিত বিমল কথাই প্রস্তাব করিয়া থাকিবেন, যাহা গঙ্গাজলের ন্যায় পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকে ॥ ৫

শ্রীধরটীকা।—যৎ কিমপি পৃচ্ছতু কিং তবেতি চেত্তত্রাহ তয়োরিতি। অঘঘ্নীঃ অঘঘ্ন্যঃ কথা নূনং প্রবৃত্তাঃ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—কীর্ত্তন্যোদারকর্ম্মণঃ (কীর্ত্তনীয়ানি উদারাণি কর্ম্মাণি যস্য তস্য শ্রীহরেঃ) তাঃ (কথাঃ) নঃ (অস্মাকং সমীপে) কীর্ত্তয়, তে (তব) ভদ্রং (মঙ্গলং) [অস্তু], রসজ্ঞঃ (কথারসাস্বাদপটুঃ) কো নু (কো বা জনঃ) হরিলীলামৃতং পিবন্ (ভগবল্লীলাকথামাধুর্য্যমনুভবন্ সন্) তৃপ্যেত (তৃপ্তো ভবেৎ ?) [ন কোঽপীতি ভাবঃ]। ৬

মূলানুবাদ।—হে সূত ! শ্রীভগবানের সকল কর্ম্মই উদার এবং কীর্ত্তনার্হ ; সুতরাং তাঁহার সেই সকল কথা আমার নিকটে বর্ণনা করুন, আপনারও মঙ্গল হউক। শ্রীহরির লীলাকথামৃত পান করিয়া কোন্ রসজ্ঞ ব্যক্তি তৃপ্ত হইতে পারে ? ॥ ৬

শ্রীধরটীকা।—কীর্ত্তন্যানি কীর্ত্তনার্হাণি উদারাণি কর্ম্মাণি যস্য হরেঃ ॥ ৬

এবমুগ্রশ্রবাঃ পৃষ্ট ঋষিভির্নৈমিষায়নৈঃ।
ভগবত্যর্পিতাধ্যাত্মস্তানাহ শ্রূয়তামিতি ॥ ৭ ॥

শ্রীসূত উবাচ।

হরের্ধৃতক্রোড়তনোঃ স্বমায়য়া নিশম্য গো-রুদ্ধরণং রসাতলাৎ।
লীলাং হিরণ্যাক্ষমবজ্ঞয়া হতং সঞ্জাতহর্ষো মুনিমাহ ভারতঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।—নৈমিষায়নৈঃ (নৈমিষারণ্যবাসিভিঃ) ঋষিভিঃ (শৌনকপ্রভৃতিভিঃ, শৌনকজিজ্ঞাসিতমেব তত্রত্যৈরপি অনুমোদিতমিতি বহুবচনপ্রয়োগেণ সর্ব্বেষামৃষীণাং প্রশ্নকর্ত্তৃত্বং সূচিতম্) এবং পৃষ্টঃ (পূর্ব্বোক্তরূপেণ জিজ্ঞাসিতঃ) উগ্রশ্রবাঃ (সূতঃ) ভগবতি (শ্রীহরিং প্রতি) অর্পিতাধ্যাত্ম্যঃ (অর্পিতম্ অধ্যাত্মং মনো যেন স তথাবিধঃ সন্) তান্ (শৌনকাদীন্) শ্রূয়তাম্ ইতি আহ (কথিতবান্) ॥ ৭

মূলানুবাদ।—নৈমিষারণ্যবাসী শৌনকাদি মুনিগণ এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে সূত মহাশয় শ্রীভগবানের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—তবে শ্রবণ করুন ॥ ৭

শ্রীধরটীকা।—এবমিতি ব্যাসবাক্যম্। উগ্রশ্রবা রোমহর্ষণপুত্রঃ। নৈমিষময়নমাশ্রয়ো যেষাম্। অর্পিতমধ্যাত্মং মনো যেন ॥ ৭

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—স্বায়ম্ভুব মনুর সৃষ্টি পর্য্যন্ত বর্ণনা হইলেই কথাপ্রসঙ্গে বরাহদেব ও হিরণ্যাক্ষের উপাখ্যান উত্থাপিত হয়, সেই হিরণ্যাক্ষবধোপাখ্যান শেষ হইতেই পূর্ব্বাধ্যায় শেষ হইয়াছে। সম্প্রতি নৈমিষারণ্যবাসী শৌনকাদি মুনিগণ আবার সেই স্বায়ম্ভূব মনুর বৃত্তান্ত শ্রবণের জন্য উৎসুক হইয়া সূত মহাশয়ের নিকট সেই মৈত্রেয়বিদুর-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। মৈত্রেয় ও বিদুর উভয়েই পরম ভাগবত, সুতরাং তাঁহাদের যে কথোপকথন, তাহা শ্রীভগবানের লীলাসম্পর্কিতই হইবে সন্দেহ নাই। অতত্রব সেই সংবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে মনুর সৃষ্টিবিস্তার প্রভৃতিও জানা যাইবে এবং ভগবৎকথাও যথেষ্ট আলোচিত হইবে, এই বিশ্বাসেই শৌনকঋষি প্রশ্ন করিলেন,—হে সূত! বরাহদেব-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত-পৃথিবীকে পাইয়া স্বায়ম্ভূব মনু সৃষ্টিবিস্তারের জন্য কিরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, মৈত্রেয় বিদুরের কথোপকথন অনুযায়ী আমাদের নিকট সেই সকল বিষয় কীর্ত্তন করুন। উহাদিগের কথার অভ্যন্তরে যে ভগবল্লীলারস প্রবাহিত আছে, তাহা আস্বাদন করিয়া আমার মন কিছুতেই তৃপ্ত হইতেছে না, কারণ যে একবার অমৃত আস্বাদন করিয়া তাহার মাধুর্য্য অনুভব করিয়াছে, সে যেমন অমৃতাস্বাদনের জন্য লোলুপ থাকে, আমার অন্তঃকরণও সেইরূপ শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের জন্য একান্ত উৎসুক; অতএব আপনি তাঁহাদের প্রস্তাব অবলম্বনে আমার আগ্রহ পূর্ণ করুন। এই সকল কথা যদিও কেবল শৌনক মুনির মুখেই জিজ্ঞাসিত হইল, তথাপি ইহা অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ সকলেই শ্রীহরিলীলা-সম্পর্কিত প্রস্তাব শুনিবার জন্য একান্ত অভিলাষী। তাই শৌনক ঋষি সকলের মুখপাত্র হইয়াই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এই অভিপ্রায়েই ভগবান্ ব্যাসদেব মূলে "ঋষিভির্নৈমিষায়নৈঃ" এইরূপ বহুবচনযুক্ত পাঠ রচনা করিয়াছেন ॥ ১—৭

অন্বয়ঃ।—স্বমায়য়া (স্বীয়মায়াশক্তিপ্রকটনেন) ধৃতক্রোড়তনোঃ (গৃহীতবরাহমূর্ত্তেঃ) হরেঃ (ভগবতঃ) রসাতলাৎ গোঃ (পৃথিব্যাঃ) উদ্ধরণম্, অবজ্ঞয়া হতম্ (অনায়াসেন বিনাশিতং) হিরণ্যাক্ষম্,

শ্রীবিদুর উবাচ।

প্রজাপতিপতিঃ সৃষ্ট্বা প্রজাসর্গে প্রজাপতীন্।
কিমারভত মে ব্রহ্মন্ প্রব্রূহ্যব্যক্তমার্গবিৎ ॥ ৯ ॥
যে মরীচ্যাদয়ো বিপ্রা যস্তু স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
তে বৈ ব্রহ্মণ আদেশাৎ কথমেতদভাবয়ন্ ॥ ১০ ॥
সদ্বিতীয়াঃ কিমসৃজন্ স্বতন্ত্রা উত কর্ম্মসু।
আহোস্বিৎ সংহতাঃ সর্ব্ব ইদং স্ম সমকল্পয়ন্ ॥ ১১

[এবংবিধাং] লীলাং নিশম্য (শ্রুত্বা) ভারতঃ (বিদুরঃ) সঞ্জাতহর্ষঃ (আনন্দিতঃ সন্) মুনিং (মৈত্রেয়ং) আহ (কথিতবান্) ॥ ৮

মূলানুবাদ।—শ্রীসূত বলিলেন,—ভগবান্ শ্রীহরি নিজমায়াশক্তি-প্রভাবে বরাহমূর্ত্তিধারণ করিয়া রসাতল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষকে অবলীলাক্রমে সংহার করিয়াছেন, এই সকল লীলাবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিদুর অত্যন্ত আনন্দিতমনে পুনর্ব্বার মৈত্রেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৮

শ্রীধরটীকা।—গো-রুদ্ধরণলীলাং হিরণ্যাক্ষঞ্চ অবজ্ঞয়া হতং নিশম্য। ভারতো বিদুরঃ ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—[হে] অব্যক্তমার্গবিৎ! (অস্মদাদ্যগোচরপদার্থজ্ঞ!) ব্রহ্মন্! (মৈত্রেয়!) প্রজাপতিপতিঃ (ব্রহ্মা) প্রজাসর্গে (লোকসৃষ্টিসময়ে) প্রজাপতীন্ (মরীচিপ্রভৃতীন্) সৃষ্ট্বা কিম্ আরভত (কৃতবান্?) [ইতি] মে (মম সমীপে) প্রব্রূহি (কথয়) ॥ ৯

মূলানুবাদ।—শ্রীবিদুর বলিলেন,—হে সর্ব্বজ্ঞ মুনিবর! ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিয়া অনন্তর কি করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—মরীচ্যাদয়ো যে বিপ্রাঃ (মরীচিপ্রভৃতয়ো যে মহর্ষয়ঃ) যস্তু স্বায়ম্ভুবো মনুঃ তে বৈ (মরীচিমনুপ্রভৃতয়ঃ) ব্রহ্মণ আদেশাৎ এতৎ (বিশ্বং) কথং (কেন প্রকারণে) অভাবয়ন্? (উৎপাদয়ামাসুঃ?) ॥ ১০

মূলানুবাদ।—মরীচিপ্রভৃতি মহর্ষিগণ এবং স্বায়ম্ভুব মনু, ইঁহারা ব্রহ্মার আদেশে কি প্রকারে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন? ॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—যস্মাত্ত্বমব্যক্তমার্গবিৎ; ব্রহ্মণো বা বিশেষণম্ ॥ ৯ ॥ এতৎ জগৎ অভাবয়ন্ উৎপাদয়ামাসুঃ ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—সদ্বিতীয়াঃ (সস্ত্রীকাঃ সন্তঃ) অসৃজন্ কিম্? (সৃষ্টবন্তঃ কিম্?) উত (অথবা) স্বতন্ত্রাঃ? (অন্যনিরপেক্ষাঃ?) আহোস্বিৎ (অথবা) কর্ম্মসু (সৃষ্টিব্যাপারেষু) সর্ব্বে (মরীচিমনুপ্রভৃতয়ঃ) সংহতাঃ (পরস্পরং মিলিতাঃ সন্তঃ) ইদং (বিশ্বম্) অকল্পয়ন্ স্ম (সম্পাদয়ামাসুঃ?) ॥ ১১

মূলানুবাদ।—তাঁহারা কি নিজ নিজ পত্নীসহযোগে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, না অন্য কাহারও সাহচর্য্য ব্যতিরেকে নিজেরাই স্বতন্ত্রভাবে উহা করিয়াছিলেন? অথবা সৃষ্টিব্যাপারে সকলে মিলিত হইয়া এই জগৎ সম্পাদন করিয়াছেন? ॥ ১১

শ্রীধরটীকা।—সদ্বিতীয়াঃ সভার্য্যাঃ। স্বতন্ত্রা ভার্য্যানপেক্ষাঃ কর্ম্মসু প্রজাসর্গাদিষু সংহতাঃ পরস্পরাপেক্ষাঃ। ইদং জগৎ ॥ ১১

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

দৈবেন দুর্ব্বিতর্কেণ পরেণানিমিষেণ চ।
জাতক্ষোভাদ্ভগবতো মহানাসীদ্গুণত্রয়াৎ॥ ১২॥
রজঃপ্রধানান্মহতস্ত্রীলিঙ্গো দৈবচোদিতাৎ।
জাতঃ সসর্জ্জ ভূতাদির্বিয়দাদীনি পঞ্চশঃ॥ ১৩॥
তানি চৈকৈকশঃ স্রষ্টুমসমর্থানি ভৌতিকম্।
সংহত্য দৈবযোগেন হৈমমণ্ডমবাসৃজন্॥ ১৪॥

অন্বয়ঃ।—[ব্রহ্মা কিমারভতেতি প্রশ্নস্যোত্তরং চিকীর্ষুর্মুনিঃ পূর্ব্বোক্তমপি সৃষ্টিবিস্তারাংশং সংক্ষেপেণ স্মারয়তি সপ্তভিঃ শ্লোকৈঃ] ভগবতঃ (স্বতো নির্ব্বিকারাদপি) দুর্ব্বিতর্কেণ (তর্কাবিষয়েণ) দৈবেন (জীবাদৃষ্টেন) পরেণ (প্রকৃত্যধিষ্ঠাত্রা পুরুষেণ) অনিমিষেণ চ (কালেন চ) জাতক্ষোভাৎ (সঞ্জাতবিকারস্বভাবাৎ) গুণত্রয়াৎ (প্রকৃতেঃ) মহান্ (বুদ্ধিতত্ত্বম্) আসীৎ॥ ১২

মূলানুবাদ।—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি যদিও স্বভাবতঃ নির্ব্বিকার অবস্থাতেই ছিল, তথাপি অচিন্ত্যশক্তি অদৃষ্টপুরুষও কালপ্রভাবে বিকারস্বভাবপ্রাপ্ত হওয়ায় তাহা হইতে মহৎ তত্ত্ব সৃষ্ট হইল॥ ১২

শ্রীধরটীকা।—ব্রহ্মা কিমারভতেতি প্রশ্নস্য যক্ষাদীন্ সৃষ্টবানিত্যুত্তরং বক্তুং পূর্ব্বোক্তাং সৃষ্টিমনুস্মারয়তি দৈবেনেতি সপ্তভিঃ। মন্বাদিপ্রশ্নানাভূত্তরাধ্যায়মারভ্য উত্তরং ভবিষ্যতি। দুর্ব্বিতর্কেণ দৈবেন জীবাদৃষ্টেন। পরেণ প্রকৃত্যধিষ্ঠাত্রা মহাপুরুষেণ অনিমিষেণ কালেন চ হেতুনা। ভগবতো নির্ব্বিকারাৎ জাতক্ষোভং যদ্ গুণত্রয়ং প্রধানং তস্মাৎ মহানাসীৎ। তদুক্তং তন্ত্রে—বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যাণ্যথো বিদুঃ। প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ইতি॥ ১২

অন্বয়ঃ।—দৈবচোদিতাৎ (অদৃষ্টপ্রেরিতাৎ) [অত এব] রজঃপ্রধানাৎ (স্বতঃ সত্ত্বপ্রাধান্যেঽপি তদানীমদৃষ্টপ্রেরণয়া রজোগুণাধিক্যযুক্তাৎ) মহতঃ (বুদ্ধিতত্ত্বাৎ) ত্রিলিঙ্গঃ (ত্রিগুণাত্মকঃ) ভূতাদিঃ (অহঙ্কারঃ) জাতঃ (উৎপন্নঃ সন্) পঞ্চশঃ (পঞ্চ পঞ্চ কৃত্বা) বিয়দাদীনি (আকাশপ্রভৃতীনি) সসর্জ্জ (সৃষ্টবান্) [তথাচ শ্রুতিঃ—প্রকৃতের্ম্মহান্ মহতোঽহঙ্কারঃ অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি]॥ ১৩

মূলানুবাদ।—তাহার পর অদৃষ্টের প্রেরণায় মহত্তত্ত্বে রজোগুণের আধিক্য হওয়ায় তাহা হইতে ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার জন্মিল এবং অহঙ্কার হইতে আকাশাদি পঞ্চভূত প্রভৃতি পাঁচ পাঁচটি করিয়া সৃষ্ট হইল॥ ১৩

শ্রীধরটীকা।—মহতো জাতো ভূতাদিরহঙ্কারঃ ত্রিলিঙ্গস্ত্রিগুণঃ, রজঃপ্রধানাদিতি—স্বতঃ সত্ত্বপ্রধানস্যাপি মহতোঽহঙ্কারোৎপত্তিকালে কার্য্যানুরূপং রজঃপ্রধানত্বং ভবতীতি ভাবঃ। পঞ্চশঃ তন্মাত্রাণি মহাভূতানি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ তত্তদ্দেবতাশ্চেতি পঞ্চ পঞ্চ সসর্জ্জেত্যর্থঃ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—একৈকশঃ (স্বস্বাতন্ত্র্যেণ পৃথগ্ পৃথগ্ রূপেণেতি যাবৎ) স্রষ্টুমসমর্থানি তানি (বিয়দাদীনি) দৈবযোগেন (দেবস্য ভগবত ইদং দৈবং ভগবৎশক্তিসঞ্চারণং তস্য যোগেন) সংহত্য (মিলিত্বা) ভৌতিকং (পঞ্চভূতাত্মকং) হৈমং (স্বর্ণময়ম্) অণ্ডং (ডিম্বাকারম্) অসৃজন্ (জনয়ামাসুঃ)॥ ১৪

সোঽশয়িষ্টাব্ধিসলিলে অণ্ডকোষো নিরাত্মকঃ।
সাগ্রং বৈ বর্ষসাহস্রমন্ববাৎসীৎ তমীশ্বরঃ ॥ ১৫ ॥
তস্য নাভেরভূৎ পদ্মং সহস্রার্কোরুদীধিতি।
সর্ব্বজীব-নিকায়ৌকো যত্র স্বয়মভূৎ স্বরাট্ ॥ ১৬ ॥
সোঽনুবিষ্টো ভগবতা যঃ শেতে সলিলাশয়ে।
লোকসংস্থাং যথাপূর্ব্বং নির্ম্মমে সংস্থয়া স্বয়া ॥ ১৭ ॥
সসর্জ্জ চ্ছায়য়া বিদ্যাং পঞ্চপর্ব্বাণমগ্রতঃ।
তামিস্রমন্ধতামিস্রং তমো মোহো মহাতমঃ ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ।—সেই আকাশাদি পঞ্চমহাভূত প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সৃষ্টিকার্য্যে সমর্থ হইল না, পরে ভগবৎশক্তিযোগে সকলে মিলিত হইয়া স্বর্ণময় একটি পাঞ্চভৌতিক ডিম্ব সৃষ্টি করিল ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—ভৌতিকং হৈমমণ্ডমেকৈকশঃ প্রত্যেকং স্রষ্টুমসমর্থানি সন্তি সংহত্য সসৃজুঃ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—নিরাত্মকঃ (জীবাদৃষ্টানুদ্বোধেন জড়স্বভাবঃ) সঃ অণ্ডকোষঃ (ডিম্বাকৃতির্ভুবনকোষঃ) অব্ধিসলিলে (কারণার্ণবজলে) অশয়িষ্ট (অবস্থিতবান্); [ততঃ] ঈশ্বরঃ সাগ্রং বৈ (কিঞ্চিদধিকমেব) বর্ষসাহস্রম্ তং (কোষম্) অন্ববাৎসীৎ (অধিষ্ঠিতবান্) ॥ ১৫

মূলানুবাদ।—সেই ডিম্বাকৃতি ভুবনকোষ জড় অবস্থাতেই সমুদ্রজলে অবস্থান করিয়াছিল। অনন্তর ভগবান্ গর্ভোদকশায়ী পুরুষরূপে সহস্রাধিক বৎসর পর্য্যন্ত তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকেন ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—তস্য (গর্ভোদশায়িনো ভগবতঃ) নাভেঃ (নাভিদেশাৎ) সহস্রার্কোরুদীধিতি (সহস্রসূর্য্যবদ্বিপুলপ্রভাভাস্বরং) সর্ব্বজীবনিকায়ৌকঃ (সমস্তপ্রাণিবর্গবাসস্থানভূতঃ) পদ্মম্ অভূৎ, যত্র (যস্মিন্ পদ্মে) স্বয়ং স্বরাট্ (ব্রহ্মা) অভূৎ (উদ্ভূতো বভূব) ॥ ১৬

মূলানুবাদ।—সেই গর্ভোদকশায়ী শ্রীভগবানের নাভিদেশ হইতে সহস্র সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী সমস্ত প্রাণিবর্গের আবাসস্থানস্বরূপ একটি পদ্ম উৎপন্ন হইল। ঐ পদ্ম হইতে স্বয়ং ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ১৬

শ্রীধরটীকা।—অন্ববাৎসীৎ অধিষ্ঠিতবান্ ॥ ১৫ ॥ সহস্রার্কাণামিব উরুদীধিতির্যস্য তৎ সর্ব্বজীবনিকায়ানামোকঃ স্থানং পদ্মম্। স্বরাট্ ব্রহ্মা ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—যঃ (ভগবান্) সলিলাশয়ে (সমুদ্রমধ্যে) শেতে [তেন] ভগবতা (শ্রীহরিণা) অনুবিষ্টঃ (অধিষ্ঠিতঃ) সঃ (ব্রহ্মা) যথাপূর্ব্বং (পূর্ব্বপূর্ব্বসর্গে ইব) স্বয়া সংস্থয়া (নামরূপাদিপরিপাট্যা) লোকসংস্থাং (লোকরচনাং) বিনির্ম্মমে (সম্পাদিতবান্) ॥ ১৭

মূলানুবাদ।—গর্ভোদকশায়ী সেই ভগবান্ শ্রীহরি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির ন্যায় নামক্রমাদি অনুসারে লোক সৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

শ্রীধরটীকা।—যঃ সলিলাশয়ে গর্ভোদকস্যান্তঃ শেতে তেন ভগবতানুবিষ্টোঽধিষ্ঠিতঃ সন্ স স্বরাট্। স্বয়া সংস্থয়া নামরূপাদিক্রমেণ ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—অগ্রতঃ (প্রথমতঃ) তামিস্রম্, অন্ধতামিস্রং তমঃ, মোহঃ, মহাতমঃ, (লিঙ্গার্থে প্রথমান্ত

বিসসর্জ্জাত্মনঃ কায়ং নাভিনন্দংস্তমোময়ম্।
জগৃহুর্যক্ষরক্ষাংসি রাত্রিং ক্ষুত্তৃট্‌সমুদ্ভবাম্॥ ১৯ ॥

নির্দ্দেশঃ, অবিদ্যা, অস্মিতা রাগো, দ্বেষঃ, অভিনিবেশশ্চ ইতি ক্রমেণ তেষামর্থঃ) [ইতি] পঞ্চপর্ব্বাণং (পূর্ব্বোক্ত-পঞ্চবিধবৃত্তিশালিনীম্) অবিদ্যাং ছায়য়া (অবুদ্ধ্যা) সসর্জ্জ (সৃষ্টবান্)॥ ১৮

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা প্রথমতঃ তমোগুণদ্বারা অজ্ঞান, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চবিধ বৃত্তিসম্পন্ন অবিদ্যাকে সৃষ্টি করিলেন॥ ১৮

শ্রীধরটীকা।—ছায়া প্রভাপ্রতিযোগিনী, তয়া অবুদ্ধ্যেত্যর্থঃ; যত্ত্ববুদ্ধিকৃতঃ প্রভোরিত্যুক্তত্বাৎ। মহাতম ইতি মহামোহঃ। স্বরূপনির্দ্দেশমাত্রবিবক্ষয়া মোহ ইতি প্রথমান্তঃ প্রয়োগঃ॥ ১৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—নৈমিষারণ্যবাসী সমস্ত ঋষিবর্গের পক্ষ হইতে ঋষিপ্রবর শৌনক হরিলীলাকথা শ্রবণে অত্যধিক আগ্রহবশতঃ শ্রীসূতের নিকটে পরমভাগবত মৈত্রেয়মুনি ও বিদুরের কথোপকথন অবলম্বনে ভগবল্লীলা-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ করিলে রোমহর্ষণনন্দন সূত মহাশয় শ্রীভগবানের প্রতি তন্ময়চিত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে ঋষিবর! বিদুর মহাশয় মহামুনি মৈত্রেয়ের নিকটে বরাহদেবের হিরণ্যাক্ষ বধ পর্য্যন্ত লীলাকথা শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে আবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে মহাত্মন্ মৈত্রেয়! ব্রহ্মা, মরীচি ও মনু প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিয়া অতঃপর কি কার্য্য করিয়াছিলেন? আর তাঁহারাই বা (মরীচি প্রভৃতি) কি প্রকারে এই বিশ্বসৃষ্টি করিলেন—এ সকল বৃত্তান্তকথনে আমাকে অনুগৃহীত করুন। বিদুরের এই প্রার্থনায় মৈত্রেয় মুনি আবার সৃষ্টিব্যাপার সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছেন। তন্মধ্যে এই তৃতীয় স্কন্ধেরই পঞ্চম অধ্যায়ে যতদূর সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও সংক্ষেপে আবার বলিয়া লইতেছেন, নতুবা পূর্ব্বাপর ঘটনা অতি ব্যবধান প্রাপ্ত হওয়ায় ভালরূপ সঙ্গতি হইতে পারে না। যাহা হউক, মৈত্রেয় বলিতে লাগিলেন—হে বিদুর! জীবাদৃষ্টের আকর্ষণ ও কালশক্তি অনুসারে শ্রীভগবান্ প্রকৃতির প্রতি "ঈক্ষণ" করিলে প্রকৃতি রজোগুণ-প্রধান ও সৃষ্টিবিষয়ে উন্মুখী হইলেন। তাঁহা হইতে মহদাদিক্রমে অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক, কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চক ও ইন্দ্রিয়বর্গের অধিদেবতা সকল উৎপন্ন হইলেন। এই সকল সৃষ্ট-পদার্থে ভগবৎশক্তি অনুপ্রাণিত হওয়ায় সকলের সমবায়ে একটি হিরণ্ময় ডিম্বাকৃতি বিরাট্ পদার্থ প্রলয়-জলরাশির মধ্যে উৎপন্ন হইল, তন্মধ্যে বিরাট্‌পুরুষ অধিষ্ঠান করিলেন। সৃষ্টিব্যাপারে শ্রীভগবানের ত্রিবিধ স্বরূপে প্রকাশ পৌরাণিক সম্মত; শাস্ত্রে আছে "বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যাণ্যথো বিদুঃ। প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে"॥ "প্রকৃতিস্বরূপে প্রথম অভিব্যক্তি, যাহা হইতে মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি হয়। হিরন্ময় অণ্ডে বিরাট্‌পুরুষরূপে যে অভিব্যক্তি, ইহাই দ্বিতীয় পুরুষ; আর সর্ব্বভূতে জীবাত্মরূপে যে প্রকাশ, তাহাই তৃতীয় স্বরূপ। এই সকল স্বরূপের তত্ত্বানুভূতি হইলে তবে লোক মুক্ত হইতে পারে"। এই দ্বিতীয় স্বরূপেই তাঁহার নাম "গর্ভোদকশায়ী"—যেহেতু সেই অবস্থায় তাঁহার নাভি-পদ্ম উৎপন্ন হয়, যাহা হইতে ব্রহ্মার উদ্ভব। সেই ব্রহ্মা প্রথমতঃ তমোগুণের কার্য্যরূপে অজ্ঞান, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ নামক পাঁচটি অবিদ্যাবৃত্তি সৃষ্টি করিলেন, এই পাঁচটিকে যোগশাস্ত্রে "ক্লিষ্টবৃত্তি" বলিয়া থাকে। (এ সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিশ্লেষণ পূর্ব্ববর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গেই প্রদর্শিত হইয়াছে।) ফলকথা, এ সমস্তই তামসিক সৃষ্টি সংঘটিত হইল, ইহাতে ব্রহ্মার বড়ই অপ্রীতি জন্মিল; অতএব এইরূপের সৃষ্ট অবস্থাগুলি তিনি উপেক্ষা করিলেন। তাহার ফল ক্রমশঃ পরে বর্ণিত হইবে॥ ৮—১৮

অন্বয়ঃ।—[ব্রহ্মা] আত্মনঃ (নিজস্য) তমোময়ং কায়ং (তামসিকভাবসম্পন্নং দেহং) নাভিনন্দন্

ক্ষুত্তৃড়্ভ্যামুপসৃষ্টাস্তে তং জগ্ধুমভিদুদ্রুবুঃ ।
মা রক্ষতৈনং জক্ষধ্বমিত্যূচুঃ ক্ষুত্তৃড়র্দ্দিতাঃ ॥ ২০ ॥

(অনাদরণীয়ং মন্যমানঃ) বিসসর্জ্জ (ত্যক্তবান্) [ততঃ] ক্ষুত্তৃট্সমুদ্ভবাঃ (ক্ষুত্তৃষোঃ ক্ষুধাতৃষ্ণয়োঃ সম্যক্ উদ্ভবো যস্যাং তাং) রাত্রিং (রাত্রিরূপেণ পরিণতং তং পরিত্যক্তং তামসভাবং) যক্ষরক্ষাংসি (যক্ষা রাক্ষসাশ্চ) জগৃহুঃ ॥ ১৯

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা তৎকালে স্বকীয় সেই তমোময়ভাব নিতান্ত হেয় বিবেচনা করিয়া তাহা ত্যাগ করিলেন, তাহাই রাত্রিরূপে পরিণত হইল এবং ঐ রাত্রি হইতেই ক্ষুধা ও তৃষ্ণার উৎপত্তি হইল। যক্ষ ও রাক্ষসগণ সেই রাত্রিভাগ গ্রহণ করিল ॥ ১৯

শ্রীধরটীকা।—তদেবং প্রথমোক্তাং সাধারণীং সৃষ্টিমনূদ্য কেনচেদ্বিশেষেণাসাধারণীং সৃষ্টিমাহ বিসসর্জ্জেত্যাদিনা যাবৎসমাপ্তিঃ। তদ্বিসৃষ্টং কায়ং রাত্রিরূপং তত এব জাতানি যক্ষরক্ষাংসি জগৃহুঃ। ক্ষুত্তৃষোঃ সমুদ্ভবো যস্যাং তাম্। অত্র চ—যাঽস্য তনুরাসীৎ তামপাহরৎ সা তমিস্রাভবদিতি শ্রুতিরনুসন্ধেয়া ॥ ১৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যের প্রারম্ভে তামসিক ভাবাচ্ছন্ন হইয়া তামিস্র, অন্ধতামিস্র প্রভৃতি পঞ্চবিধ অবিদ্যাবৃত্তি সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং উহাতে নিজে অপ্রীতি বোধ করিয়া নিতান্ত হেয়জ্ঞানে সেই তামসিক ভাব ত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। সেই পরিত্যক্ত তামসিক ভাবের দ্বারা সৃষ্টি ব্যাপারে কি প্রকার অবস্থা দাঁড়াইল, মৈত্রেয় মুনি তাহাই সম্প্রতি বর্ণনা করিতেছেন। মূলে আছে "বিসসর্জ্জাত্মনঃ কায়ং নাভিনন্দংস্তমোময়ং"। ইহার অর্থ আপাততঃ মনে হয় যে "ব্রহ্মা স্বীয় শরীরে তামিস্রাদি তমোগুণময় পদার্থ সৃষ্টি করিলেন, সেই শরীরটী অত্যন্ত তমোগুণপ্রধান বলিয়া ব্রহ্মা তাহা ত্যাগ করিলেন"। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া কেহ ইহার সমাধান করিয়াছেন যে—"সৃষ্ট্যর্থং যোগবলেন পৃথক্ পৃথক্ কায়গ্রহণত্যাগবত্ত্বেঽপি দ্বিপরার্দ্ধায়ুষ্ট্বং তস্য ন ব্যাহন্যতে, বিষয়ভোগার্থমিন্দ্রাদিদেবানাং নানারূপগ্রহণত্যাগদর্শনাৎ"—"সৃষ্টির জন্য যোগবলে একদেহ ত্যাগ ও দেহান্তরগ্রহণ করিলেও ব্রহ্মার "দ্বিপরার্দ্ধকাল আয়ু" এ সিদ্ধান্তের কোনও ব্যাঘাত হয় না, কারণ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইন্দ্রাদি দেবগণ বিভিন্ন প্রকার বিষয়োপভোগের জন্য নানাবিধ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছেন।" এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ইন্দ্রাদি দেবগণের যে বিভিন্ন প্রকার মূর্ত্তি গ্রহণের কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায় তাহা ছদ্মবেশ গ্রহণ মাত্র—বাস্তব পক্ষে উহা নিজ দেহত্যাগ নহে, অন্যের দৃষ্টিতে নিজের প্রকৃত মূর্ত্তিটি গোপন রাখিবার উপযোগী মায়িকমূর্ত্তি প্রদর্শন মাত্র। ইহাকে দেহ ত্যাগ বলা যাইতে পারে না। কিন্তু এস্থলে মূলের সেরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করা চলে না। ব্রহ্মা ত কোনও সাময়িক কার্য্য সাধনের জন্য মায়াময় মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করেন নাই, তবে তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যের অবস্থাবিশেষে অধিক পরিমাণে তমোগুণ প্রাদুর্ভূত হওয়ায় তাঁহার ভাবগত অপবিত্রতা জন্মিয়াছিল মাত্র। সেই তামসিক ভাব ত্যাগ করিয়া প্রকৃতিস্থ হওয়াই তৎকালে তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। এজন্য, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদে "কায়ত্যাগ" কথার মর্ম্ম ভাবত্যাগই লিখিত হইয়াছে। "সবিশেষণে হি বিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামতঃ স্বভাবাৎ সতি বিশেষ্যে বাধে" অর্থাৎ কোনও বিশেষণযুক্ত বিশেষ্যের সম্বন্ধে যদি কোনও প্রকার বিধি বা নিষেধবাক্য প্রযুক্ত হয়, আর তাহা যদি বিশেষ্যে অন্বিত হইবার অযোগ্য হয়, তবে বিশেষণেই অন্বিত হইয়া থাকে; যেমন, একটি কৃষ্ণবর্ণ মানুষ যদি গায়ে সাদা রং মাখে, তবে লোকে বলিয়া থাকে, কৃষ্ণদেহ ত্যাগ করিয়া শুভ্রদেহ ধারণ করিয়াছে; বাস্তবিকপক্ষে, সে ব্যক্তি দেহত্যাগ ত করে নাই, করিয়াছে কৃষ্ণবর্ণ ত্যাগ, এই কৃষ্ণবর্ণরূপ বিশেষণেই ত্যাগক্রিয়া অন্বিত হইবে, অথচ ব্যবহারে কৃষ্ণবর্ণযুক্ত দেহত্যাগই কথিত হয়। সেইরূপ এস্থলেও তামসিক ভাবের

দেবস্তানাহ সংবিগ্নো মা মাং জক্ষত রক্ষত।
অহো মে যক্ষরক্ষাংসি প্রজা যূয়ং বভূবিথ ॥ ২১ ॥
দেবতাঃ প্রভয়া যা যা দীব্যন্ প্রমুখতোঽসৃজৎ।
তেঽহার্ষুর্দেবয়ন্তো বৈ বিসৃষ্টাং তাং প্রভামহঃ ॥ ২২ ॥

ত্যাগই বক্তব্য, সেই অর্থেই তমোময় দেহত্যাগ কথিত হইয়াছে, এই বিষয়ের আলোচনাও পূর্ব্বে এই স্কন্ধেরই দ্বাদশ অধ্যায়ে সংক্ষেপে সম্পাদিত হইয়াছে ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—তে (যক্ষরাক্ষসাঃ) ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং (ক্ষুধাতৃষ্ণাভ্যাম্) উপসৃষ্টাঃ (প্রপীড়িতাঃ সন্তঃ) তং (ব্রহ্মাণং) জগ্ধুং (ভক্ষয়িতুম্) অভিদুদ্রুবুঃ (ধাবিতবন্তঃ) [যতো বয়ং] ক্ষুত্তৃড়র্দ্দিতাঃ (ক্ষুধাতৃষ্ণা-পীড়িতাঃ) [অতঃ] এনং (ব্রহ্মাণং) মা রক্ষতঃ [ইতি কেচিদূচুঃ, অপরে তু] জক্ষধ্বং (ভক্ষয়ত) ইতি উচুঃ (কথিতবন্তঃ) ॥ ২০

মূলানুবাদ।—সেই সকল যক্ষ ও রাক্ষসগণ ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া ব্রহ্মাকে ভক্ষন করিতে ধাবিত হইল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, ইহাকে মারিয়া ফেল, আবার কেহ কেহ বলিতে লাগিল, ইহাকে ভক্ষণ কর ॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—উপসৃষ্টা অভিভূতাঃ। জগ্ধুং ভক্ষয়িতুম্। যতো বয়ং ক্ষুত্তৃড়্ভ্যামর্দ্দিতাঃ অত এনং পিতেতি কৃপয়া মা রক্ষতেত্যেকে, অন্যে তু জক্ষধ্বং ভক্ষয়তেত্যেব্রুবন্। জক্ষভক্ষহসনয়োরিতি ধাতুঃ ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—দেবঃ (ব্রহ্মা) সংবিগ্নঃ (উদ্বিগ্নঃ সন্) তান্ (যক্ষাদীন্) আহ (কথিতবান্) অহো যক্ষরক্ষাংসি! (হে যক্ষরাক্ষসাঃ!) যূয়ং মে (মম) প্রজাঃ (সন্ততয়ঃ) বভূবিথ (একবচনমার্ষম্, জাতা ইত্যর্থঃ) [অতঃ] মা (মাং) মা জক্ষত (ন ভক্ষয়ত) [কিন্তু] রক্ষত ॥ ২১

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা উদ্‌বিগ্ন হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন—হে যক্ষ ও রাক্ষসগণ! তোমরা আমাকে রক্ষা কর, ভক্ষন করিও না, যেহেতু তোমরা আমারই সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—দেবো ব্রহ্মা সংবিগ্নঃ ভীতঃ সন্ মা মাং মা জক্ষত ন ভক্ষয়ত, কিন্তু রক্ষত। অহো হে যক্ষরক্ষাংসি! যূয়ং মে প্রজাঃ পুত্রা বভূবিথ জাতাঃ স্থ। এবমুগ্রস্বভাবা যক্ষরাক্ষসা জাতা ইত্যর্থঃ। তত্র যে জক্ষধ্বমিত্যূচুঃ তে যক্ষাঃ, যে তু মা রক্ষতেতি তে রাক্ষসা ইতি জ্ঞেয়ম্। এতচ্চ তির্য্যগাদিতামসসর্গস্যাপ্যুপলক্ষণম্ ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—দীব্যন্ (দ্যোতমানঃ ব্রহ্মা) প্রভয়া (সত্ত্বগুণমহিম্না) যা যা দেবতাঃ প্রমুখতঃ (প্রাধান্যতঃ) অসৃজৎ (সৃষ্টবান্) বিসৃষ্টাং (ব্রহ্মণা ত্যক্তাম্) অহঃ (দিবসরূপাং) তাং প্রভাং দেবয়ন্তঃ (ক্রীড়য়ন্তঃ) তে বৈ (যক্ষাদয়ঃ) অহার্ষুঃ (গৃহীতবন্তঃ) ॥ ২২

মূলানুবাদ।—সাত্ত্বিকপ্রভায় দীপ্যমান ব্রহ্মা প্রধানভাবে যে সকল দেবতাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহারাই ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত দিবাভাগস্বরূপ সেই প্রভাপুঞ্জকে অবলীলাক্রমে গ্রহণ করিলেন ॥ ১২

শ্রীধরটীকা।—প্রভয়া দীব্যন্ দ্যোতমানঃ যা যা দেবতাঃ দ্যুতিমত্যঃ সাত্ত্বিক্যঃ তাস্তাঃ প্রমুখতঃ প্রাধান্যেনাসৃজৎ। তে দেবাঃ দেবতা ইতি স্ত্রীত্বেন নির্দ্দিষ্টানামপ্যর্থমাত্রবিবক্ষয়া ত ইতি পুংস্ত্বেন প্রতিনির্দ্দেশঃ। এবং যক্ষরক্ষাংসীত্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্। তেন বিসৃষ্টাং ত্যক্তাং প্রভাম্ অহঃ দিবসরূপাং সতীং দেবয়ন্তঃ ক্রীড়য়ন্তঃ অহার্ষুঃ জগৃহুঃ ॥ ২২

দেবোঽদেবান্ জঘনতঃ সৃজতি স্মাতিলোলুপান্ ।
ত এনং লোলুপতয়া মৈথুনায়াভিপেদিরে ॥ ২৩ ॥

ততো হসন্ স ভগবানসুরৈর্নিরপত্রপৈঃ ।
অন্বীয়মানস্তরসা ক্রুদ্ধো ভীতঃ পরাপতৎ ॥ ২৪ ॥

স উপব্রজ্য বরদং প্রপন্নার্ত্তিহরং হরিম্ ।
অনুগ্রহায় ভক্তানামনুরূপাত্মদর্শনম্ ॥ ২৫ ॥

পাহি মাং পরমাত্মংস্তে প্রেষণেনাসৃজং প্রজাঃ ।
তা ইমা জভিতুং পাপা উপক্রামন্তি মাং প্রভো ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ।—দেবঃ (ব্রহ্মা) অতিলোলুপান্ (অত্যন্ত কামুকান্) অদেবান্ (অসুরান্) (নিতম্বস্থলাৎ) সৃজতি স্ম, তে (অসুরাঃ) লোলুপতয়া (কামুকতয়া) মৈথুনায় এনং (ব্রহ্মাণ্) অভিপেদিরে (তদভিমুখং ধাবিতবন্তঃ) ॥ ২৩ ॥

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা নিজ জঘনস্থল হইতে অসুরগণকে সৃষ্টি করিলেন। তাহারা অত্যন্ত হইল, এজন্য তাহারা মৈথুনার্থ সেই ব্রহ্মার প্রতিই ধাবমান হইল ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—অদেবানিতি চ্ছেদঃ ; স জঘনাদসুরানসৃজতেতি শ্রুতেঃ। অতিলোলুপান্ অভিপেদিরে প্রাপ্তাঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তদনন্তরং) হসন্ (হাস্যং কুর্ব্বন্) সঃ ভগবান্ (ব্রহ্মা) নিরপত্রপৈঃ (অসুরৈঃ অন্বীয়মানঃ (পশ্চাদনুস্রিয়মাণঃ) ক্রুদ্ধঃ ভীতঃ (অহো দুরাত্মান এতে পাপপ্রবৃত্ত্যা কলুষয়েয়ুরিতি শঙ্কিতশ্চ সন্) তরসা (বেগেন) পরাপতৎ (পলায়িতবান্) ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—অসুরদিগের ঐরূপ কুৎসিত প্রবৃত্তি দর্শনে ব্রহ্মা প্রথমতঃ হাসিলেন, কিন্তু ক্রমশঃই তাঁহার দিকে ধাবিত হইতে লাগিল দেখিয়া তিনি ক্রুদ্ধ ও শঙ্কিত হইয়া দ্রুতবেগে করিলেন ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—ভক্তানাং [সম্বন্ধে] অনুরূপাত্মদর্শনং (তেষামিচ্ছানুরূপাত্মপ্রকাশকারিণং) ন্নার্ত্তিহরং (বিপন্নদুঃখনিবারকং) বরদম্ (অভীষ্টফলদং) হরিম্ উপব্রজ্য (গত্বা) সঃ (ব্রহ্মা) [ইতি শেষঃ] ॥ ২৫

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা পলায়ন করিয়া সেই বিপন্নদুঃখহারী ভগবান্ শ্রীহরির নিকট হইলেন। ভগবান্ ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য তাহাদের ইচ্ছানুরূপ আত্মপ্রকাশ থাকেন এবং অভীষ্ট বর প্রদান করেন। তাঁহার নিকট ব্রহ্মা নিবেদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

শ্রীধরটীকা।—পরাপতৎ অপলায়ত ॥ ২৪ ॥ ভক্তেচ্ছানুরূপমাত্মানং দর্শয়তীতি তথা পাহীতি দ্বাভ্যাং প্রার্থিতবান্ ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—[হে] প্রভো পরমাত্মন্! মাং পাহি (রক্ষ) তে (তব) প্রেষণেন ([অহং] প্রজাঃ অসৃজম্ (সৃষ্টবানস্মি) [কিন্তু] ইমাঃ পাপাঃ (কলুষিতপ্রবৃত্তিসম্পন্নাঃ) তাঃ (প্রজাঃ) জভিতুং (মৈথুনেন অভিভবিতুম্) উপক্রামন্তি ॥ ২৬

ত্বমেকঃ কিল লোকানাং ক্লিষ্টানাং ক্লেশনাশনঃ।
ত্বমেব ক্লেশদস্তেষামনাসন্নপদাং তব ॥ ২৭ ॥
সোঽবধার্য্যাস্য কার্পণ্যং বিবিক্তাধ্যাত্মদর্শনঃ।
বিমুঞ্চাত্মতনুং ঘোরামিত্যুক্তো বিমুমোচ হ ॥ ২৮ ॥

মূলানুবাদ।—[ব্রহ্মা কহিতে লাগিলেন]—হে প্রভো! আপনি পরমাত্মস্বরূপ, আমাকে রক্ষা করুন; আপনারই নিয়োগে আমি যে লোকসৃষ্টি করিয়াছি, সেই লোকগণ কুৎসিৎ প্রবৃত্তির বশে আমাকেই সম্ভোগ করিতে উদ্যত হইয়াছে ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—ক্লিষ্টানাং (বিপন্নানাং) লোকানাং (জনানাং সম্বন্ধে) ত্বমেকঃ কিল ক্লেশনাশনঃ (দুঃখহারী) তব অনাসন্নপদাম্ (অনাশ্রিতচরণানাং) তেষাং (লোকানাং সম্বন্ধে) ত্বমেব ক্লেশদঃ (দুঃখদায়ী ভবসীতি শেষঃ) ॥ ২৭

মূলানুবাদ।—হে ভগবন্! একমাত্র আপনিই দুঃখিতদিগের দুঃখহারী, আবার যাহারা আপনার চরণে আশ্রয় লইতে পরাঙ্ মুখ, তাহাদিগের সম্বন্ধে আপনিই দুঃখ দান করিয়া থাকেন ॥ ২৭

শ্রীধরটীকা।—জভিতুং মৈথুনেন ধর্ষয়িতুম্ ॥ ২৬ ॥ লোকানাং জনানাং তব অনাসন্নৌ অনাশ্রিতৌ পাদৌ যৈস্তেষাম্ ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—বিবিক্তাধ্যাত্মদর্শনঃ (বিবিক্তম্ অসন্দিগ্ধম্ অধ্যাত্মদর্শনং পরচিত্তজ্ঞানং যস্য তথাবিধঃ) সঃ (ভগবান্ শ্রীহরিঃ) অস্য (ব্রহ্মণঃ) কার্পণ্যং (দৈন্যম্) অবধার্য্য (জ্ঞাত্বা) ঘোরাং (কলুষিতাম্) আত্মতনুং (নিজকলেবরং, স্বকীয়ং কামকলুষভাবমিতি পর্য্যবসিতার্থঃ) বিমুঞ্চ (পরিত্যজ) [ইতুক্তবান্ তেন] ইত্যুক্তঃ (ইত্যেবং কথিতো ব্রহ্মা) বিমুমোচ হ (বিমুক্তবানেব তং ভাবমিতি যাবৎ) ॥ ২৮

মূলানুবাদ।—অন্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীহরি নিঃসন্দিগ্ধরূপে পরচিত্তজ্ঞানে নিপুণ, সুতরাং ব্রহ্মার সকল দৈন্য বুঝিতে পারিয়া তিনি বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তুমি তোমার স্বীয় কামকলুষিত ভাব ত্যাগ কর। এই কথায় ব্রহ্মাও তৎক্ষণাৎ তাহা ত্যাগ করিলেন ॥ ২৮

শ্রীধরটীকা।—বিবিক্তমসন্দিগ্ধম্ অধ্যাত্মদর্শনং পরিচিত্তজ্ঞানং যস্য হরেঃ। ঘোরাং কামকশ্মলাং স্বতনুং বিমুঞ্চেতি উক্তবানিতি শেষঃ। ইত্যুক্তশ্চ ব্রহ্মা তাং তনুং বিমুমোচ। সর্ব্বত্র তনুত্যাগো নাম তত্তন্মনোভাবত্যাগো বিবক্ষিতঃ, গ্রহণঞ্চ তত্তদ্ভাবাপত্তিরিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ব্রহ্মা অজ্ঞানাদি পঞ্চবিধ বৃত্তি সৃষ্টি করিয়া স্বীয় তামসিক অবস্থা বিবেচনাপূর্ব্বক অত্যন্ত উপেক্ষা সহকারে ঐ তমোময় ভাব ত্যাগ করিলে তখন তাহা রাত্রিরূপে পরিণত হইল। যক্ষ ও রাক্ষসগণের স্বভাব তমোগুণপ্রধান, তাহারা ঐ তমোগুণের কার্য্যস্বরূপ রাত্রিকে নিজেদের অধিকারভুক্ত করিয়া হইল। আবার ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা এই দুইটীও তমোগুণের কার্য্য, রাত্রিতেই তাহাদের সম্যক্ প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। সুতরাং যক্ষ ও রাক্ষসেরা তখন ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া ব্রহ্মাকেই ভক্ষন করিতে উদ্যত হইল। তামসিক জীবগণের মধ্যে তৎকালে যাহারা বলিয়াছিল যে "মা রক্ষতৈনং" অর্থাৎ ইহাকে আর রক্ষা করিয়া কাজ নাই, তাহারাই হইল রাক্ষস, আর যাহারা "জক্ষধ্বং" অর্থাৎ "ইহাকে ভক্ষণ কর" এই কথা বলিয়াছিল, তাহারা হইল "যক্ষ"। ভক্ষন অর্থে "জক্ষ" ধাতুটী যদিও বর্গীয় "জ" কারাদি, আর "যক্ষ" নামটীর আদি অক্ষর অন্তাস্থ "য", তাহা হইলেও "পৃষোদরাদীনি যথোপদিষ্টং" এই অনুশাসন বলে এইরূপ পদ নিষ্পন্ন হইতে বাধা নাই। যাহা হউক,

তাং ক্বণচ্চরণাম্ভোজাং মদবিহ্বললোচনাম্।
কাঞ্চীকলাপবিলসদ্দুকূলচ্ছন্নরোধসম্ ॥ ২৯ ॥
অন্যোন্যশ্লেষয়োত্তুঙ্গ-নিরন্তরপয়োধরাম্।
সুনাসাং সুদ্বিজাং স্নিগ্ধহাসলীলাবলোকনাম্ ॥ ৩০ ॥
গূহন্তীং ব্রীড়য়াত্মানং নীলালকবরূথিনীম্।
উপলভ্যাসুরা ধর্ম্ম সর্ব্বে সংমুমুহুঃ স্ত্রিয়ম্ ॥ ৩১ ॥

ব্রহ্মা স্বীয় সাত্ত্বিক প্রভাদ্বারা দেবগণকে সৃষ্টি করিয়া সেই সত্ত্বময় ভাবকে ত্যাগ করিয়া দিনরূপে পরি করিলেন অর্থাৎ ব্রহ্মার সাত্ত্বিক অবস্থা হইতেই দিনের সৃষ্টি হইল ও সেই দিবাভাগ দেবতাদিগের অধিকার হইল। অতঃপর ব্রহ্মা স্বীয় নিতম্বস্থল হইতে অসুর সৃষ্টি করিলেন। অসুরগণ রজোগুণপ্রধান বলিয়া অ কামাতুর হইল এবং ব্রহ্মাকেই কুৎসিৎভাবে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। ব্রহ্মা তাহাদের এই মনোভাব দে প্রথমতঃ হাসিলেন, কিন্তু পরে ক্রমশঃ তাহাদের তীব্র আক্রমণের চেষ্টা দেখিয়া ভীতিবিহ্বল চিত্তে ভগবান্ শ্রী নিকট গমন করিয়া শরণাগত হইলেন। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ঐ সকল অবস্থা এবং তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা মনে ধারণা করিয়া ব্রহ্মাকে উপদেশ দিলেন যে,—তুমি শীঘ্র তোমার স্বীয় কামকলুষিত মনোবৃত্তি ত্যাগ ক এই ব্যবস্থায় অসুরগণের আক্রমণ কিরূপে অন্যথা হইল, তাহা পরে বর্ণিত হইবে। এখন একটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত এই যে, মূলে ভগবানের উক্তি আছে "বিমুঞ্চাত্মতনুং ঘোরাং।" এস্থলে "ঘোরাং কামরূ স্বামিপাদ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু মূলে এ প্রস্তাবে ব্রহ্মার কামপ্রবৃত্তির কথা কিছুই উল্লিখিত না এমন কি অন্য কোন "ঘোর" অবস্থার কথাও উল্লেখ দেখা যায় না। তবে ভগবান্ কেন তাহাকে ঐ উপদেশ দিলেন? ইহাতে বুঝিতে হইবে, অবশ্যই ব্রহ্মার অন্তঃকরণে কামভাব জাগরিত ছিল, সেই অবস্থায় অসুরগণকে সৃষ্টি করায় তাহারাও কামমত্ত হইয়াছে। মাতাপিতার আভ্যন্তরীণ বৃত্তি স সংক্রামিত হয়, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করেন। অন্তর্য্যামী শ্রীহরির নিকট কিছুই অবিদিত ন তাই তিনি ব্রহ্মাকে ঐ উপদেশ দিয়া তাঁহার আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করিলেন ॥ ২০—২৮

অন্বয়ঃ।—[হে] ধর্ম্ম! (ধর্ম্মময় বিদুর!) সর্ব্বে অসুরাঃ তাং (ব্রহ্মপরিত্যক্তকামাবস্থাং) ক্বণ ম্ভোজাং (নূপুরধ্বনিমুখরিতপাদপদ্মাং) মদবিহ্বললোচনাং (মদেন বিহ্বলে লোচনে যস্যাঃ তাং) কাঞ্চীকলাপ সদ্দুকূলচ্ছন্নরোধসং (কাঞ্চীকলাপেন নিতম্বাভরণবিশেষদাম্না বিলসদ্ দীপ্যমানং যৎ দুকূলং বস্ত্র তেন আবৃতং রোধঃ কটিতটৌ যস্যাঃ তাং) অন্যোন্যশ্লেষয়োত্তুঙ্গনিরন্তরপয়োধরাং (পরস্পরসংশ্লিষ্টপীবরস্তনযু সুনাসাং সুদ্বিজাং (শোভনাঃ দ্বিজাঃ দন্তাঃ যস্যাঃ তাং) স্নিগ্ধহাসলীলাবলোকনাং (সুস্নিগ্ধহাস্যযুক্তসবিলা কারিণীং) ব্রীড়য়া (লজ্জয়া) আত্মানং (স্বাং) গূহন্তীং (বস্ত্রাঞ্চলাদিভিঃ সংবৃণ্বতীং) নীলালকবরূথিনীং (বর্ণালকপঙ্‌ক্তিশালিনীং) স্ত্রিয়ং (স্ত্রীরূপাম্) উপলভ্য (মত্বা) সংমুমুহুঃ (কামমোহিতা বভূবুঃ) ॥ ২৯—৩১

মূলানুবাদ।—হে ধর্ম্মপ্রাণ বিদুর! ব্রহ্মা স্বীয় কামকলুষিতভাব ত্যাগ করিলে উহা একটি অ রমণীরূপে পরিণত হইল। ঐ রমণীর পাদপদ্মে নূপুরের ধ্বনি, মদমত্ত নয়নযুগল, সুবসনবেষ্টিত নিতম্বের উ ভাগে রমণীয় চন্দ্রহার; পীবর স্তনযুগল, সুগঠিত নাসিকা, সুন্দর দন্তপংক্তি, মুখে স্নিগ্ধ হাস্য, বিলা দৃষ্টিপাত, মস্তকে ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি। রমণী সলজ্জভাবে বস্ত্রাদি সঞ্চালনচাতুর্য্যে যেন আত্মসংবরণ করিতেছি ইহা দেখিয়া অসুরগণ একেবারে কামমুগ্ধ হইয়া পড়িল ॥ ২৯—৩১

অহো রূপমহো ধৈর্য্যমহো অস্যা নবং বয়ঃ।
মধ্যে কাময়মানানামকামেব বিসর্পতি ॥ ৩২ ॥
বিতর্কয়ন্তো বহুধা তাং সন্ধ্যাং প্রমদাকৃতিম্।
অভিসম্ভাব্য বিশ্রম্ভাৎ পর্য্যপৃচ্ছন্ কুমেধসঃ ॥ ৩৩ ॥
কাসি কস্যাসি রম্ভোরু কো বার্থস্তেঽত্র ভামিনি।
রূপদ্রবিণপণ্যেন দুর্ভগান্ নো বিবাধসে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরটীকা।—সাহোরাত্রয়োঃ সন্ধিরভবদিতি শ্রুতেঃ সা তেন বিসৃষ্টা তনুঃ সায়ন্তনী সন্ধ্যা বভুব। সা চ কামোদ্রেকবেলা, অসুরাশ্চ রাজসত্বাৎ স্ত্রীলম্পটাঃ, অতস্তাং সন্ধ্যামেব স্ত্রিয়ং কল্পয়িত্বা তে সম্মোহং প্রাপ্তা ইত্যাহ তামিতি ত্রিভিঃ। নূপুরাভ্যাং ক্বণন্তী চরণাম্ভোজে যস্যাঃ। মদেন বিহ্বলে লোচনে যস্যাঃ, কাঞ্চী-কলাপেন বিলসৎ দুকূলং তেন ছন্নং রোধঃ কটিতটো যস্যাস্তাম্ ॥ ২৯ ॥ অন্যোন্যং শ্লেষয় উপমর্দ্দেন হেতুনা উত্তুঙ্গৌ নিরন্তরৌ চ পয়োধরৌ যস্যাঃ। সুদ্বিজাং সুদতীম্। স্নিগ্ধো হাসো লীলাবলোকঞ্চ যস্যাঃ ॥ ৩০ ॥ গূহন্তীং বস্ত্রাঞ্চলেনাবৃণ্বানাম্। নীলানাম্ অকলানাং বরূথঃ স্তোমো বিদ্যতে যস্যাঃ। হে ধর্ম্ম বিদুর! তাং স্ত্রিয়মুপলভ্য মত্বা ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—অহো অস্যাঃ (রমণ্যাঃ) রূপম্! অহো ধৈর্য্যম্! অহো নবং বয়ঃ! [সর্ব্বত্র "অহো" ইতি বিস্ময়বোধকমব্যয়ম্] কাময়মানানাম্ (কামপরবশানামস্মাকং) মধ্যে অকামা ইব (কামনাশূন্যা ইব) [এষা] বিসর্পতি (বিচরতি) ॥ ৩২

মূলানুবাদ।—[অসুরগণ কামমুগ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল] অহো! এই রমণীর কি আশ্চর্য্য রূপ! কি অলৌকিক ধৈর্য্য! কি রমণীয় তরুণ বয়স! আমরা ইহার প্রতি কামনাপরবশ, আর ইহার মধ্যে ইনি নিষ্কামার ন্যায় চলিয়া যাইতেছেন! ॥ ৩২

শ্রীধরটীকা।—সম্মূঢ়ানাং বিভাবনাক্রমমাহ অহো ইতি ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—কুমেধসঃ (কুবুদ্ধয়স্তে) বহুধা (বহুপ্রকারেণ) বিতর্কয়ন্তঃ (ইয়ং দেবী মানুষী বা, অস্মাসু সানুরাগা বিরাগা বা ইত্যাদিকং কল্পয়ন্তঃ সন্তঃ) প্রমদাকৃতিং (রমণীমূর্ত্তিং) তাং সন্ধ্যাম্ অভিসংভাব্য (সৎকৃত্য) বিশ্রম্ভাৎ (প্রণয়ং প্রদর্শ্য) পর্য্যপৃচ্ছন্ (জিজ্ঞাসিতবন্তঃ) ॥ ৩৩

মূলানুবাদ।—কুবুদ্ধিসম্পন্ন অসুরগণ মনে মনে [ইনি দেবী না মানুষী, আমাদের প্রতি অনুরাগী না বিরাগিণী ইত্যাদি] নানারূপ তর্ক বিতর্ক করিয়া পরে সেই রমণীমূর্ত্তিশালিনী সন্ধ্যাকে অভ্যর্থনাপুর্ব্বক প্রণয়সহকারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ॥ ৩৩

শ্রীধরটীকা।—অভিসম্ভাব্য সৎকৃত্য, বিশ্রম্ভাৎ প্রণয়াৎ কুবুদ্ধয়স্তে তাং পপ্রচ্ছুঃ কাসীতি ত্রিভিঃ ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—[হে] রম্ভোরু! ভামিনি! (কোপনে!) [রমণি!] কাসি? কস্য [কন্যা] অসি? রূপদ্রবিণপণ্যেন (রূপং সৌন্দর্য্যমেব দ্রবিণং মহার্ঘ্যং বস্তু, তদেব পণ্যং ক্রয়োপযোগি তেন সৌন্দর্য্যগুণেন) দুর্ভগান্ (হতভাগ্যান্) নঃ (অস্মান্) বিবাধসে (পীড়য়সি) অত্র (অস্মিন্ বিষয়ে) তে (তব) কো বা অর্থঃ? (কিংবা প্রয়োজনম্?) ॥ ৩৪

মূলানুবাদ।—হে সুশ্রোণি ভামিনি রমণি! তুমি কে এবং কাহার কন্যা? তুমি যে স্বকীয় অমূল্য সৌন্দর্য্য প্রকটন করিয়া আমাদিগকে লোভাতুর করিয়া তুলিতেছ, এ সকল ব্যাপারে তোমার কি প্রয়োজন? ॥ ৩৪

যা বা কাচিৎ ত্বমবলে দিষ্ট্যা সন্দর্শনং তব ।
উৎস্নুনোষীক্ষমাণানাং কন্দুকক্রীড়য়া মনঃ ॥ ৩৫ ॥

নৈকত্র তে জয়তি শালিনি পাদপদ্মং ঘ্নন্ত্যা মুহুঃ করতলেন পতৎপতঙ্গম্ ।
মধ্যং বিষীদতি বৃহৎস্তনভারভীতং শ্রান্তেব দৃষ্টিরমলা সুশিখাসমূহঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি সায়ন্তনীং সন্ধ্যামসুরাঃ প্রমদায়তীম্ ।
প্রলোভয়ন্তীং জগৃহুর্মত্বা মূঢ়ধিয়ঃ স্ত্রিয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—কাসি জাত্যা ? কস্য বা কন্যা ? হে ভামিনি কোপনে ! রূপমেব দ্রবিণম্ অনর্ঘং বস্তু তদেব পণ্যং ক্রয়ার্হং তেন তদসমর্পণেন নো বিবাধসে পীড়য়সি ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—[হে] অবলে ! ত্বং যা বা কাচিৎ (ভবসি) দিষ্ট্যা (অস্মাকং ভাগ্যেন) তব সন্দর্শনং [জাতমিতি শেষঃ কিন্তু] কন্দুকক্রীড়য়া (খেলনবিশেষেণ) ঈক্ষমাণানাং (বিলোকয়তাম্) [অস্মাকং] মনঃ উৎস্নুনোষি (মথ্নাসি) ॥ ৩৫

মূলানুবাদ।—[অথবা জাতিকুল প্রভৃতি পরিচয় জিজ্ঞাসায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই] হে রমণি ! তুমি যেই হওনা কেন, তোমাকে যে দেখিতে পাইলাম, ইহাই আমাদের নিতান্ত সৌভাগ্য, হায় ! তুমি কন্দুকক্রীড়াদ্বারা (বল খেলা দ্বারা) দর্শনকারী আমাদের মন মথিত করিতেছ ॥ ৩৫

শ্রীধরটীকা।—কিং জাতিকুলাদি প্রশ্নেন যা বা কাচিদ্ভব, দিষ্ট্যা ইদং তাবদ্ভদ্রং জাতং যৎ তব দর্শনম্ । কিন্তু কেবলং নো মন উৎস্নুনোষি বিমথাসি ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—[হে] শালিনি ! (শোভনে !) পতৎ (সঞ্চলৎ) পতঙ্গং (কন্দুকং) করতলেন মুহুঃ (বারংবার) ঘ্নন্ত্যাঃ (তাড়য়ন্ত্যাঃ) তে (তব) পাদপদ্মং (চরণকমলম্) একত্র (কুত্রাপ্যেকস্মিন্ স্থানে) ন জয়তি (ন স্থিরীভবতি) বৃহৎস্তনভারভীতং (সমুন্নতস্তনদ্বয়ভারভীতমিব) মধ্যং (কটিদেশঃ) বিষীদতি (ক্লাম্যতি) অমলা (স্বচ্ছা) দৃষ্টিঃ শ্রান্তেব [লক্ষ্যতে ইতি শেষঃ] সুশিখাসমূহঃ (সুন্দরঃ কেশকলাপশ্চ শোভত ইতি যাবৎ) ॥ ৩৬

মূলানুবাদ।—হে শোভনে ! তুমি করতলদ্বারা ঐ চঞ্চলকন্দুকে পুনঃ পুনঃ আঘাৎ করিতেছ; সুতরাং তোমার পাদপদ্ম এক স্থানে স্থির থাকিতে পারিতেছে না, তোমার সমুন্নত স্তনদ্বয়ের ভারে ভীত হইয়াই যেন কটিদেশ নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছ। তোমার বিমল দৃষ্টি যেন ক্লান্ত হইয়াছে এবং কেশকলাপ অতি মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে ॥ ৩৬

শ্রীধরটীকা।—ক্ষুভিতচিত্তানাং বাক্যং নৈকত্রেতি। হে শালিনি শ্লাঘ্যে। একত্র ন জয়তি ন স্থিরীভবতি। যদ্বা নৈকত্র অনেকগতিবিলাসেষু জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে পতৎপতঙ্গম্ উচ্চলন্তং কন্দুকম্. বৃহতোঃ স্তনয়োর্ভারাৎ ভীতং তব কৃশং মধ্যং বিষীদতি শ্রাম্যতি। শ্রান্তা মন্থরেব প্রসরতি। সুশিখাসমূহঃ কেশকলাপস্তে। সুশিখাঃ সমূহেতি পাঠান্তরে সুশিখাঃ শোভনান্ কেশানবকীর্য্যমাণান্ সমূহ বধানেতি। অত্র চ অস্তং গচ্ছন্ সূর্য্য এব পতৎপতঙ্গঃ, মেঘবিচ্ছেদো মধ্যবিষাদঃ তারকারুণা দৃষ্টিঃ, তম এব কেশা ইত্যাদ্যুহ্যম্ ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—মূঢ়ধিয়ঃ (মুগ্ধমতয়ঃ) অসুরাঃ ইতি (পূর্ব্বোক্তরূপেন) প্রমদায়তীং (রমণীবৎপ্রতীয়মানাং) প্রলোভয়ন্তীং (প্রলোভনজনিকাং) সায়ন্তনীং সন্ধ্যাং স্ত্রিয়ং মত্বা (রমণীং বিভাব্য) জগৃহুঃ (গৃহীতবন্তঃ) ॥ ৩৭

প্রহস্য ভাবগম্ভীরং জিঘ্রন্ত্যাত্মানমাত্মনা।
কান্ত্যা সসর্জ্জ ভগবান্ গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণান্ ॥ ৩৮ ॥
বিসসর্জ্জ তনুং তাং বৈ জ্যোৎস্নাং কান্তিমতীং প্রিয়াম্।
ত এব চাদদুঃ প্রীত্যা বিশ্বাবসুপুরোগমাঃ ॥ ৩৯ ॥
সৃষ্ট্বা ভূতপিশাচাংশ্চ ভগবানাত্মতন্দ্রিণা।
দিগ্বাসসো মুক্তকেশান্ বীক্ষ্য চামীলয়দ্দৃশৌ ॥ ৪০ ॥
জগৃহুস্তদ্বিসৃষ্টাং তাং জৃম্ভরাখ্যাং তনুং প্রভো।
নিদ্রামিন্দ্রিয়বিক্লেদো যয়া ভূতেষু দৃশ্যতে।
যেনোচ্ছিষ্টান্ ধর্ষয়ন্তি তমুন্মাদং প্রচক্ষতে ॥ ৪১ ॥

মূলানুবাদ।—মূঢ়মতি অসুরগণ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে রমণীর ন্যায় প্রতীয়মানা প্রলোভনকারিণী সেই সায়ংসন্ধ্যাকে প্রকৃত রমণী মনে করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিল ॥ ৩৭

শ্রীধরটীকা।—প্রমদেবাচরন্তীং স্ত্রিয়াং মত্বা জগৃহুঃ ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—ভগবান্ (ব্রহ্মা) ভাবগম্ভীরং (ভাবঃ সৃষ্টিচাতুর্য্যগর্ব্বঃ, তেন গম্ভীরং যথা স্যাৎ তথা) প্রহস্য (হাস্যং কৃত্বা) আত্মনা (স্বয়মেব) আত্মানং জিঘ্রন্ত্যা (স্বপ্রভাবমাধুর্য্যমনুভবন্ত্যা) কান্ত্যা (সৌন্দর্য্যেণ) গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণং (গন্ধর্ব্বসমূহন অপ্সরসমূহঞ্চ) সসর্জ্জ (সৃষ্টবান্) ॥ ৩৮

মূলানুবাদ।—তখন ভগবান্ ব্রহ্মা অতি গম্ভীর ভাবে হাস্য করিয়া নিজ কান্তি দ্বারা গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরদিগকে সৃষ্টি করিলেন, তাঁহার সেই কান্তি স্বয়ংই যেন স্বীয়মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছিল ॥ ৩৮

শ্রীধরটীকা।—প্রহস্যাত্মানমাত্মনা জিঘ্রন্ত্যা কান্ত্যা সৌন্দর্য্যেণ। প্রহসনম্ আত্মাবঘ্রাণঞ্চ সৌন্দর্য্যানুভবচাতুর্য্যবিকারঃ ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—[ব্রহ্মা] কান্তিমতীং (কান্তিযুক্তাং) প্রিয়াং (প্রেমাস্পদীভূতাং) তনুং বিসসর্জ্জ (পরিত্যক্তবান্); বিশ্বাবসুপুরোগমাঃ (বিশ্বাবসুপ্রভৃতয়ঃ) তে এব (পূর্ব্বোক্তা গন্ধর্ব্বা এব) জ্যোৎস্নাং (জ্যোৎস্নারূপেণ পরিণতাং) তাং বৈ (তামেব, ত্যক্তাং জ্যোৎস্নারূপিনীমেব ইত্যর্থঃ) প্রীত্যা (প্রণয়সহকারেণ) আদদুঃ (গৃহীতবন্তঃ) ॥ ৩৯

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা নিজ দেহের সেই প্রীতিকর কান্তি পরিত্যাগ করিলে তাহা জ্যোৎস্নারূপে পরিণত হইলে, বিশ্বাবসুপ্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ অতিশয় প্রীতি সহকারে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৯

শ্রীধরটীকা।—জ্যোৎস্নাং চন্দ্রিকারূপাম্। ত এব গন্ধর্ব্বাদিগণাঃ। বিশ্বাবসুঃ পুরোগমো মুখ্যো যেষু ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—ভগবান্ (ব্রহ্মা) আত্মতন্দ্রিনা (আত্মনঃ স্বস্য তন্দ্রিণা আলস্যেন) ভূতপিশাচাংশ্চ (ভূতান্ পিশাচাংশ্চ) সৃষ্ট্বা (উৎপাদ্য) দিগ্‌বাসসঃ (নগ্নান্) মুক্তকেশান্ (অসংযতকেশান্) বীক্ষ্য চ (অবলোক্য চ) দৃশৌ (নেত্রদ্বয়ম্) অমীলয়ৎ (মুদ্রিতবান্) ॥ ৪০

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা নিজ আলস্যদ্বারা ভূত ও পিশাচগণকে সৃষ্টি করিলেন, ইহারা সকলেই নগ্ন (উলঙ্গ) এবং কাহারও কেশরাশি সংযত নহে দেখিয়া ব্রহ্মা নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিলেন ॥ ৪০

ঊর্জ্জস্বন্তং মন্যমান আত্মানং ভগবানজঃ।
সাধ্যান্ গণান্ পিতৃগণান্ পরোক্ষেণাস্থজৎ প্রভুঃ ॥ ৪২ ॥
ত আত্মসর্গং তৎকায়ং পিতরঃ প্রতিপেদিরে।
সাধ্যেভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ কবয়ো যদ্বিতন্বতে ॥ ৪৩ ॥
সিদ্ধান্ বিদ্যাধরাংশ্চৈব তিরোধানেন সোঽস্থজৎ।
তেভ্যোঽদদাৎ তমাত্মানমন্তর্দ্ধানাখ্যমদ্ভুতম্ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীধরটীকা।—আত্মনস্তন্দ্রিণা আলস্যেন। তাংশ্চ মগ্নান্ মুক্তকেশান্ বীক্ষ্য নেত্রে নিমীলিতবান্ ॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—[হে] প্রভো! (প্রভাবশালিন্ বিদুর!) তদ্বিস্থষ্টাং (তেন ব্রহ্মণা পরিত্যক্তাং) নিদ্রাং (নিদ্রারূপেণ পরিণতাং) তাং জৃম্ভণাখ্যাং তনুং (জৃম্ভণরূপং শারীরং ভাবং) জগৃহুঃ (গৃহীতবন্তঃ) যয়া (নিদ্রয়া) ভূতেষু (প্রাণিবর্গেষু মধ্যে) ইন্দ্রিয়বিক্লেদঃ (ইন্দ্রিয়াণাং বিক্লেদঃ, ক্লেদ-ক্ষরণং) দৃশ্যতে যেন (ক্লেদক্ষরণেন) উচ্ছিষ্টান্ (সম্যক্ শিষ্টানপি) ধর্ষয়ন্তি (বিক্লবান্ কুর্ব্বন্তি) তং (বিক্লবভাবম্) উন্মাদং (মত্ততাং) প্রচক্ষতে (কথয়ন্তি) ॥ ৪১

মূলানুবাদ।—হে প্রভাবসম্পন্ন বিদুর! অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা স্বকীয় সেই আলস্যরূপ ভাব ত্যাগ করিলে তাহা নিদ্রারূপে পরিণত হইল। ভূত ও পিশাচবর্গ সেই নিদ্রা গ্রহণ করিল। নিদ্রাবশতঃ প্রাণিদিগের ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে ক্লেদ-ক্ষরিত হয়, তাহাতে শিষ্টগণকেও অতিশয় বিহ্বল করিয়া তুলে, এই বিহ্বলতাকেই লোকে "মত্ততা" নামে অভিহিত করে ॥ ৪১

শ্রীধরটীকা।—ইন্দ্রিয়াণাং বিক্লেদঃ স্রাবো যয়া, তাং নিদ্রাং প্রচক্ষতে। যেনেন্দ্রিয়বিক্লেদেন হেতুনা, উচ্ছিষ্টাংশ্চ সতঃ ধর্ষয়ন্তি ভ্রান্তান্ কুর্ব্বন্তি, তং ভূতাদিগণম্ উন্মাদং প্রচক্ষতে। তন্দ্রা-জৃম্ভিকানিদ্রোন্মাদহেতুত্বেন ভূতাদীনাং তনূনাঞ্চ চাতুর্ব্বিধ্যমুক্তম্ ॥ ৪১

অন্বয়ঃ।—ভগবান্ প্রভুঃ অজঃ (ব্রহ্মা) আত্মানং (নিজম্) ঊর্জ্জস্বন্তং (সত্ত্ববন্তং) মন্যমানঃ (জানন্ সন্) পরোক্ষেণ (অদৃশ্যভাবেন) সাধ্যান্ গণান্ পিতৃগণাংশ্চ অস্থজৎ (উৎপাদিতবান্) ॥ ৪২

মূলানুবাদ।—[একদা] ভগবান্ ব্রহ্মা আপনাকে সত্ত্বপ্রধান বিবেচনা করিয়া অদৃশ্যমূর্ত্তিতে সাধ্য ও পিতৃগণকে স্থষ্টি করিলেন। ॥ ৪২

শ্রীধরটীকা।—ঊর্জ্জস্বন্তং সত্ত্ববন্তং পরোক্ষেণ অদৃশ্যরূপেণ ॥ ৪২

অন্বয়ঃ।—তে (পূর্ব্বোক্তাঃ) পিতরঃ (পিতৃগণাঃ, উপলক্ষণেন সাধ্যগণাশ্চ) আত্মসর্গং (স্বস্বস্থষ্টিকারণীভূতং) তৎকায়ং (সমাসান্তনির্দ্দেশোঽয়ং, তথাবিধং পরোক্ষদেহমিত্যর্থঃ) প্রতিপেদিরে (প্রাপ্তবন্তঃ) যং (যমেব কায়ং সম্প্রদানত্বে নিমিত্তীকৃত্য) কবয়ঃ (পণ্ডিতাঃ) সাধ্যেভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ [সম্প্রদানে চতুর্থী] বিতন্বতে (শ্রাদ্ধাদিনা হব্যকব্যাদিকং সমর্পয়ন্তি) ॥ ৪৩

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা যে অদৃশ্যমূর্ত্তিতে সাধ্য ও পিতৃগণকে স্থষ্টি করিয়াছিলেন, সাধ্য ও পিতৃগণ সেই অদৃশ্যমূর্ত্তিই গ্রহণ করিয়াছেন। পণ্ডিতেরা সেই মূর্ত্তিনিমিত্ত করিয়াই সেই সকল সাধ্য ও পিতৃগণের উদ্দেশে হব্যকব্য প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৪৩

শ্রীধরটীকা।—আত্মনঃ সর্গো যস্মাৎ তম্। যং যেন কায়েন সম্প্রদানত্বনিমিত্তেন, কবয়ঃ কর্ম্মকোবিদাঃ সাধ্যেভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ স্বপিতৃরূপেভ্যো বিতন্বতে শ্রাদ্ধাদিনা হব্যং কব্যঞ্চ দদতি ॥ ৪৩

স কিন্নরান্ কিম্পুরুষান্ প্রত্যাত্ম্যেনাসৃজৎ প্রভুঃ।
মানয়ন্নাত্মনাত্মানমাত্মাভাসং বিলোকয়ন্ ॥ ৪৫ ॥

তে তু তজ্জগৃহু রূপং ত্যক্তং যৎ পরমেষ্ঠিনা।
মিথুনীভূয় গায়ন্তস্তমেবোষসি কর্ম্মভিঃ ॥ ৪৬ ॥

দেহেন বৈ ভোগবতা শয়ানো বহুচিন্তয়া
সর্গেঽনুপচিতে ক্রোধাদুৎসসর্জ্জ হ তদ্বপুঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ।—সঃ (ব্রহ্মা) তিরোধানেন (অন্তর্দ্ধানবিদ্যয়া) সিদ্ধান্ বিদ্যাধরাংশ্চৈব অসৃজৎ (সৃষ্টবান্)। অন্তর্দ্ধানাখ্যং (তিরোধাননামকং) তম্ অদ্ভুতম্ (আশ্চর্য্যম্) আত্মানং (স্বভাবম্,—"আত্মা দেহে ধৃতৌ জীবে স্বভাবে পরমাত্মনি" ইত্যভিধানাৎ) তেভ্যঃ (সিদ্ধেভ্যঃ বিদ্যাধরেভ্যশ্চ) অদদাৎ (প্রদত্তবান্) ॥ ৪৪

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা অন্তর্দ্ধানশক্তি দ্বারা সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং সেই অদ্ভুত অন্তর্দ্ধানবিদ্যা তাহাদিগকে দান করিয়াছিলেন ॥ ৪৪

শ্রীধরটীকা।—তিরোধানেন দৃশ্যত্বে সত্যপি অন্তর্দ্ধানশক্ত্যা ॥ ৪৪

অন্বয়ঃ।—সঃ প্রভুঃ (ব্রহ্মা) আত্মনা (স্বয়ম্) আত্মাভাসং (নিজপ্রতিবিম্বং) বিলোকয়ন্ আত্মানং (প্রতিবিম্বদর্শিনং স্বং) মানয়ন্ (সৌন্দর্য্যেণ বহুমতং বিবেচয়ন্ সন্) প্রত্যাত্ম্যেন (আত্মপ্রতিবিম্বেন) কিন্নরান্ কিম্পুরুষাংশ্চ অসৃজৎ (সৃষ্টবান্) ॥ ৪৫

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা নিজ প্রতিবিম্ব সম্পাদনপূর্ব্বক তদ্দর্শনে নিজেকে অতি সৌন্দর্য্যশালী মনে করিয়া সেই প্রতিবিম্ব দ্বারা কিন্নর ও কিম্পুরুষদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৪৫

শ্রীধরটীকা।—প্রত্যাত্ম্যেন প্রতিবিম্বেন। আত্মভাসং প্রতিবিম্বম্। আত্মনা আত্মনো মানঃ প্রতিবিম্বদর্শিনঃ সুন্দরস্য শিরঃকম্পাদিচেষ্টা। অতএব তৎসৃষ্টানাং মিথঃসম্মানেন নিত্যং মিথুনীভাবঃ ॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—পরমেষ্ঠিনা (ব্রহ্মণা) যৎ (প্রতিবিম্বং) ত্যক্তং তে তু (কিন্নরাদয়ঃ) তৎরূপং (প্রতিবিম্বরূপং দেহং) জগৃহুঃ (গৃহীতবন্তঃ) উষসি (প্রভাতে) মিথুনীভূয় (দাম্পত্যক্রমেণ পৃথক্ পৃথক্ দলবদ্ধা ভূত্বা) কর্ম্মভিঃ (পরাক্রমাদিবর্ণনৈঃ) তমেব (ব্রহ্মাণমেব) গায়ন্তঃ (গানেন স্তবন্তো বভূবুরিত্যর্থঃ) ॥ ৪৬

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা সেই স্বীয় প্রতিবিম্ব ত্যাগ করিলে কিন্নর ও কিম্পুরুষগণ তাহা গ্রহণ করিল, (অর্থাৎ ব্রহ্মা যে নিজ প্রতিবিম্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্নর ও কিম্পুরুষদিগের দেহে সেই প্রতিবিম্ব সংক্রামিত হইয়াছিল) এবং প্রভাতকালে তাহারা নিজ নিজ পত্নীসহকারে দলবদ্ধ হইয়া ব্রহ্মার গুণকর্ম্মাদি গান করতঃ অবস্থান করিয়াছিল ॥ ৪৬

শ্রীধরটীকা।—তৎপ্রতিবিম্বরূপম্। কর্ম্মভিস্তৎপরাক্রমানুবর্ণনৈঃ ॥ ৪৬

অন্বয়ঃ।—ভোগবতা (হস্তপদাদিবিস্তারবতা) বৈ (অপি) দেহেন (শরীরেণ) সর্গে (সৃষ্টিব্যাপারে) অনুপচিতে (বৃদ্ধিমপ্রাপ্তে সতি) বহুচিন্তয়া (নানাবিধচিন্তয়া উপলক্ষিতঃ) শয়ানঃ (কিয়ন্তং কালং ব্যাপ্য শয়নং কৃত্বা স্থিতঃ সন্) ক্রোধাৎ [হেতৌ পঞ্চমী] তদ্বপুঃ (সাবয়বং, তং ভাবমিত্যর্থঃ) উৎসসর্জ্জ (পরিত্যক্তবান্) ॥ ৪৭

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা হস্তপদাদি বিস্তারযুক্ত দেহধারণ করিয়াও যখন দেখিলেন—সৃষ্টিব্যাপার বৃদ্ধি

যেঽহীয়ন্তামুতঃ কেশা অহয়স্তেঽঙ্গ জজ্ঞিরে ।
সর্পাঃ প্রসর্পতঃ ক্রূরা নাগা ভোগোরুকন্ধরাঃ ॥ ৪৮ ॥

স আত্মানং মন্যমানঃ কৃতকৃত্যমিবাত্মভূঃ ।
তদা মনূন্ সসর্জ্জান্তে মনসা লোকভাবনান্ ॥ ৪৯ ॥

প্রাপ্ত হইতেছে না, তখন অত্যন্ত চিন্তিতমনে তিনি কিছুকাল শয়ন করিয়াছিলেন, পরে ক্রোধবশতঃ সেই বাহ্যিক অবয়বের ক্রিয়াশালী অবস্থা ত্যাগ করিলেন ॥ ৪৭

শ্রীধরটীকা।—ভোগঃ আভোগো বিস্তারঃ পাদাদিপ্রসারণং, তদ্বতা দেহেন। অনুপচিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্তে। তদ্ভোগক্রোধাদিযুক্তম্ ॥ ৪৭

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ! (হে বিদুর!) অমুতঃ (অমুষ্মাৎ দেহাৎ) যে কেশাঃ অহীয়ন্ত (বিচ্যুতা বভূবুঃ) তে (কেশাঃ) অহয়ঃ (সর্পবিশেষাঃ) জজ্ঞিরে (জাতাঃ), প্রসর্পতঃ (পদাদ্যাকুঞ্চনৈঃ প্রচলতোঽস্মাদ্দেহাৎ) সর্পাঃ, ভোগোরুকন্ধরাঃ (ভোগেন ফণেন, উরুঃ বিস্তীর্ণা, কন্ধরা যেষাং তে তথাবিধাঃ) ক্রূরাঃ (কুটিলস্বভাবাঃ) নাগাঃ [জজ্ঞিরে ইতি শেষঃ] ॥ ৪৮

মূলানুবাদ।—হে বিদুর! ব্রহ্মার ঐ ভাবত্যাগ সময়ে তাঁহার সেই শরীর হইতে যে কেশগুলি বিচ্যুত হইয়াছিল, তাহা এক শ্রেণীর সর্প হইয়াছিল এবং যে অবস্থায় ব্রহ্মা হস্তপদাদি আকুঞ্চন করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন, সেই অবস্থায় ক্রূরস্বভাব সর্পগণ ও নাগগণ উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাদের ফণাস্বরূপ স্কন্ধদেশ অতি বিস্তীর্ণভাব ধারণ করিয়াছিল ॥ ৪৮

শ্রীধরটীকা।—অমুতঃ অমুষ্মাদ্দেহাৎ যে কেশা অহীয়ন্ত প্রচ্যুতাঃ তেঽহয়ো জাতাঃ, প্রসর্পতঃ পাদাদ্যাকুঞ্চনৈঃ প্রচলতোঽমুষ্মাৎ সর্পাঃ, অত এব অগা ন ভবন্তীতি নাগাঃ অতিবেগবন্ত ইত্যর্থঃ। ভোগবত্বে জাতত্বাদ্ভোগেণ ফণেন উরুর্বিস্তীর্ণা কন্ধরা যেষাম্। সর্ব্বে চৈতে ক্রোধযোগাৎ ক্রূরাঃ, তেষামবান্তরজাতিভেদঃ সর্পসিদ্ধান্তে প্রসিদ্ধঃ ॥ ৪৮

অন্বয়ঃ।—আত্মভূঃ সঃ (ব্রহ্মা) তদা (পূর্ব্বোক্তবহুবিধদৈহিকভাবত্যাগানন্তরং) আত্মানং (নিজং) কৃতকৃত্যমিব মন্যমানঃ (ভগবন্নিদেশানুসারেণ সৃষ্টিবিস্তারার্থং ময়া যা যা অবস্থাঃ স্বীকৃতাঃ, তাসু কর্মাদিরূপ সৃষ্টিব্যাপারো ন প্রসরতীতি যুক্ত এব তাসাং পরিত্যাগঃ কৃতঃ ইত্যেবংরূপেণ স্বং কৃতার্থমিব ভাবয়ন্) অথ (পূর্ব্বোক্ততত্তৎসৃষ্ট্যনন্তরং) মনসা লোকভাবনান্ (সর্ব্বলোকোদ্ভবহেতূন্) মনূন্ সসর্জ্জ (সৃষ্টবান্) ॥ ৪৯

মূলানুবাদ।—স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা পূর্ব্বোক্ত সেই সকলপ্রকার ভাব ত্যাগ করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়া অবশেষে মনের দ্বারা মনুদিগকে সৃষ্টি করিলেন; ইহারাই ক্রমশঃ সমস্ত লোকের সৃষ্টিবিধানে দক্ষ হইলেন ॥ ৪৯

শ্রীধরটীকা।—যদা মন্যমানোঽভূৎ তদা মনূন্ সসর্জ্জ ॥ ৪৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা নিজ জঘনস্থল হইতে অসুরগণকে সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু তাহারা অত্যন্ত কামপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মাকেই আক্রমণ করিতে উদ্যত হওয়ায়, তিনি ভগবান্ শ্রীহরির নিকট যাইয়া স্বীয় অবস্থা নিবেদন পূর্ব্বক শরণাগত হইলে ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহাকে উপদেশ দিলেন যে—তোমার স্বীয় অঙ্গ করণে কুৎসিত কামাদি প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকায় তোমার সৃষ্ট জীবগণও এইরূপ কুৎসিত ভাবাপন্ন হইয়াছে; অতএব তুমি এই কলুষিত ভাব ত্যাগ কর। ইহা শুনিয়া ব্রহ্মা তাহা ত্যাগ করিলে সেই পরিত্যক্ত কুৎসিত

ভাব হইতে সন্ধ্যাদেবীর সৃষ্টি হইল, এই পর্য্যন্ত পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই সন্ধ্যাদেবী অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যশালিনী রমণীরূপে প্রকাশিতা হইলেন দেখিয়া অসুরগণ নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা নিজ শরীরের এক এক প্রকার অবস্থা দ্বারা গন্ধর্ব্ব, ভূত, পিশাচ প্রভৃতি নানাবিধ জীব সৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বকীয় তাৎকালিক অবস্থাটী সেই সেই জীবের জন্য ত্যাগ করায় তাহারা সেই অবস্থা গ্রহণ করিতে লাগিল। ব্রহ্মা প্রকটমূর্ত্তিতেই ঐ সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার পর অদৃশ্যমূর্ত্তিতে সাধ্য ও পিতৃগণকে, অন্তর্দ্ধানশক্তি দ্বারা সিদ্ধ ও বিদ্যাধরদিগকে এবং স্বীয় প্রতিবিম্বদ্বারা কিন্নরসম্প্রদায়কে সৃষ্টি করিলেন। মূলে "কিন্নরান্" ও "কিম্পুরুষান্" দুইটী শব্দ একই শ্লোকে উল্লিখিত থাকায় মনে হয় যে, কিন্নর ও কিম্পুরুষ বুঝিবা বিভিন্ন জাতীয়, কিন্তু তাহা নহে, কারণ "স্যাৎ কিন্নরঃ কিম্পুরুষস্তুরঙ্গবদনোময়ুঃ" এই অমরকোষের সিদ্ধান্তে এই দুইটী শব্দ একার্থক বলিয়া স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে; সুতরাং মূলে এই দুইটী শব্দের পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ কেবল আর্ষপ্রয়োগ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। অথবা "সকিন্নরান্" অর্থাৎ "কিন্নরসহিতান্" এই অর্থে সহ শব্দের সহিত কিন্নর শব্দের সমাস-নিষ্পন্ন পদ বিবেচনা করিয়া তাহাকে "কিম্পুরুষান্" কথাটীর বিশেষণরূপে অন্বয় করা যাইতে পারে, তাহাতে অর্থ হইবে এই যে, কিন্নরগণ সহ কিম্পুরুষ অর্থাৎ কিম্পুরুষবর্ষ নামক প্রদেশকে সৃষ্টি করিলেন। "ভারতবর্ষ" "ইলাবৃতবর্ষ" প্রভৃতি যেরূপ এক একটী প্রদেশ, সেইরূপ হিমালয় ও হেমকুট পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশটী কিম্পুরুষবর্ষ নামে প্রসিদ্ধ, ইহা শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

যাহা হউক, ব্রহ্মা সৃষ্টি বিস্তারের জন্য নানাপ্রকারে নানাসম্প্রদায়ের জীব সৃষ্টি করিলেন বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা উত্তরোত্তর সৃষ্টি বিস্তারিত হইতে না দেখিয়া ব্রহ্মা বড় চিন্তিত ও ক্রমশঃ নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, ভাবিলেন এ সকল কোনও অবস্থার সৃষ্টিতেই কোনও কার্য্য হইবে না—এজন্য ক্রোধের বশে সে সমস্ত অবস্থাই পরিত্যাগ করিলেন এবং অবশেষে মনের দ্বারা মনুদিগকে সৃষ্টি করিলেন। এ বিষয়ে মূলে আছে "তদা মনূন্ সসর্জ্জান্তে মনসা লোকভাবনান্"। এ স্থলে বিচারের বিষয় এই যে—এই স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে কেবলমাত্র স্বায়ম্ভুব মনুরই সৃষ্টি উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এই স্থানে "মনূন্" এই বহুবচন প্রয়োগে চতুর্দ্দশমনুর সৃষ্টিই সূচিত হয়। সুতরাং এস্থলে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য কিরূপে রক্ষিত হইবে? দশম ও দ্বাদশ অধ্যায়ে সৃষ্টির যে ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে, এই বিংশ অধ্যায়ে ঠিক সেই ক্রম বর্ণিত হয় নাই, অথচ এই অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্বের এ পর্য্যন্ত বর্ণনা ত কেবল পূর্ব্বকথিত বিষয়েরই স্মরণার্থ, সুতরাং এ অধ্যায়ের বর্ণনায় পূর্ব্বের কোনও বৈপরীত্য থাকা কিরূপে সঙ্গত হয়? এস্থলে প্রথম আশঙ্কা সম্বন্ধে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর "মনূন্ মনুষ্যান্" এইরূপ ব্যাখ্যা অবলম্বন করিলে কোনও অসামঞ্জস্য থাকে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পরিশেষে ব্রহ্মা কতকগুলি মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া আদর্শ প্রদর্শন করিলেন, এই আদর্শেই মনু ক্রমশঃ লোকসৃষ্টি করিয়াছিলেন। দ্বাদশ অধ্যায়ে মনুর সৃষ্টি, আর এ অধ্যায়ে মনুষ্যের সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং একবচন ও বহুবচন লইয়া কোনও বিরোধ নাই, ইহাই শ্রীজীব গোস্বামিপাদের অভিপ্রায়। কিন্তু সারার্থদর্শিনীটীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সমাধান করিয়াছেন যে, "মনূনিতি, তেষু তদানীং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ প্রকটং সর্ব্বৈরদৃশ্যত, অন্যে চ যথা সময়ং দৃশ্যাঃ" অর্থাৎ ব্রহ্মা সকল মনুকেই তখন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই জন্যই এখানে বহুবচন প্রয়োগ সঙ্গত বটে, কিন্তু তৎকালে কেবল স্বায়ম্ভুব মনুই প্রকটমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই দ্বাদশ অধ্যায়ে "স্বায়ম্ভুবো মনুঃ" এই একবচনান্ত পদে সূচিত হইয়াছে। আর ক্রমের বৈষম্য সম্বন্ধেও ভাগবতপ্রধান শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন যে "মণ্ডুকপ্লুতি" ও "সিংহাবলোকিত" প্রভৃতি ন্যায় অনুসারে দশম, দ্বাদশ ও এই অধ্যায়ের ক্রম যে একরূপেই স্থিরীকৃত হইবে, তাহা এই—

তেভ্যঃ সোঽত্যসৃজৎ স্বীয়ং পুরং পুরুষমাত্মবান্ ।
তান্ দৃষ্ট্বা যে পুরা সৃষ্টাঃ প্রশশংসুঃ প্রজাপতিম্ ॥ ৫০ ॥

অহো এতজ্জগৎস্রষ্টঃ সুকৃতং বত তে কৃতম্ ।
প্রতিষ্ঠিতা ক্রিয়া যস্মিন্ সাকমন্নমদামহে ॥ ৫১ ॥

তপসা বিদ্যয়া যুক্তো যোগেন সুসমাধিনা ।
ঋষীনৃষিহৃষীকেশঃ সসর্জ্জাভিমতাঃ প্রজাঃ ॥ ৫২ ॥

প্রথম অবিদ্যার পঞ্চপ্রকার বৃত্তি, দ্বিতীয় বনস্পতি বৃক্ষাদি, তৃতীয় সর্পাদি, চতুর্থ গোমহিষাদি, পঞ্চম যক্ষ, রাক্ষস, অসুর কিন্নরাদি ; ষষ্ঠ সনকাদি, তারপর মনু সৃষ্ট হইয়াছেন, পরে মনু হইতেই ক্রমশঃ সৃষ্টি বিস্তার হইয়াছে ॥ ২৯—৪৯

অন্বয়ঃ ।—সঃ (ব্রহ্মা) আত্মবান্ (পরমাত্মাশ্রয়ঃ সন্) তেভ্যঃ (মনুভ্যঃ, সম্প্রদানে চতুর্থী) স্বীয়ং (স্বাধিষ্ঠিতং) পুরুষং পরং (পুরুষাকারং দেহম্) অত্যসৃজৎ (দদৌ) যে পুরা সৃষ্টাঃ [তে সনকাদয়ঃ] তান্ (মনূন্) দৃষ্ট্বা প্রজাপতিং (ব্রহ্মাণং) প্রশশংসুঃ (প্রশংসিতবন্তঃ) ॥ ৫০

মূলানুবাদ ।—অনন্তর ব্রহ্মা কেবল পরমাত্মার প্রতি নির্ভর রাখিয়া স্বকীয় সেই পুরুষাকার দেহ মনুদিগকে সমর্পণ করিলেন । পূর্ব্বোৎপন্ন সনকপ্রভৃতি এই পুরুষমূর্ত্তিসম্পন্ন মনুদিগকে দেখিয়া ব্রহ্মাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৫০

শ্রীধরটীকা ।—তেভ্যঃ স্বীয়ং পুরুষং পুরুষাকারং পুরং দেহম্ অত্যসৃজৎ দদৌ । তান্ মনূন্ ॥ ৫০

অন্বয়ঃ ।—অহো জগৎস্রষ্টঃ ! [ব্রহ্মণঃ সম্বোধনমেতৎ] তে (ত্বয়া) বত [বিস্ময়ে অব্যয়ং] এতৎ সুকৃতং (পুণ্যানুষ্ঠানং) কৃতং, যস্মিন্ (মনুসৃষ্টিকর্ম্মণি সতি) ক্রিয়া (অগ্নিহোত্রাদিরূপা) প্রতিষ্ঠিতা (নির্ব্বাধমনুষ্ঠাতুং যোগ্যা ভবতীতি শেষঃ) সাকং (তৈর্মনুভিঃ সহৈব) অন্নং (হবিঃপ্রভৃতি) অদামহে (আত্মনেপদমার্ষং, ভক্ষয়াম ইত্যর্থঃ) ॥ ৫১

মূলানুবাদ ।—হে জগৎসৃষ্টিকারিন্ ব্রহ্মা ! আপনি যে এই মনুসৃষ্টি করিলেন, ইহা অতি উত্তম কার্য্য হইয়াছে ; ইহাতে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াকলাপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে । আমরা ইহাদিগের সঙ্গে হব্যাদি ভক্ষণ করিতে পারিব ॥ ৫১

শ্রাধরটীকা ।—তে ত্বয়া, যৎ কৃতং, তৎ সুকৃতং সুকৃতত্বমাহুঃ—যস্মিন্ মনুসর্গে । ক্রিয়া অগ্নিহোত্রাদ্যাঃ । অতোঽস্মিন্ সর্ব্বে বয়ং সাকং সহ অন্নং হবির্ভাগাদি অদামভক্ষয়াম । হে ব্রহ্মন্ ॥ ৫১

অন্বয়ঃ ।—হৃষীকেশঃ (বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ) ঋষিঃ (ব্রহ্মা) তপসা (তপস্যয়া) বিদ্যয়া (জ্ঞানেন) সুসমাধিনা (সম্যগ্ বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যফলকেন) যোগেন (ধ্যানধারণাদিনা চ) যুক্তঃ [সন্] ঋষীন্ (মুনিস্বরূপাঃ) অভিমতাঃ প্রজাঃ সসর্জ্জ ॥ ৫২

মূলানুবাদ ।—অনন্তর ব্রহ্মা ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক তপস্যা, জ্ঞান, ধ্যান্যাদি যোগাঙ্গ, বৈরাগ্য ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া নিজের ইচ্ছানুরূপ প্রজা অর্থাৎ মুনিগণকে সৃষ্টি করিলেন ॥ ৫২

শ্রীধরটীকা ।—কর্ম্মিসৃষ্টিমুক্ত্বা ঋষীণাং সৃষ্টিমাহ তপসেতি । বিদ্যা উপাসনা । যোগোঽত্র আসনাদিঃ । সুসমাধিঃ বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যযুক্তঃ সমাধিঃ, তেন চ যুক্তঃ । হৃষীকেশঃ স্ববশেন্দ্রিয়ঃ সন্ ঋষীর্ব্রহ্মা ঋষীন্ প্রজাঃ সসর্জ্জ । ৫২

তেভ্যশ্চৈকৈকশঃ স্বস্য দেহস্যাংশমদাদজঃ।
যত্তৎসমাধিযোগর্দ্ধি-তপোবিদ্যাবিরক্তিমৎ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে জগৎসৃষ্টির্নাম
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—যৎ (দেহরূপং বস্তু) তৎসমাধিযোগর্দ্ধিতপোবিদ্যাবিরক্তিমৎ (তে সমাধিপ্রভৃতয়ো বিদ্যন্তে যত্র তৎ) অজঃ (ব্রহ্মা) স্বস্য দেহস্য (স্বকীয়তথাবিধদেহস্যেত্যর্থঃ) অংশং (সমাধ্যাদিযুক্তমেকৈকমবয়বং) তেভ্যঃ (মুনিভ্যঃ) একৈকশঃ অদাৎ চ (দত্তবানপি) ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

মূলানুবাদ।—ভগবান্ ব্রহ্মা নিজ দেহের অংশ, যাহা সমাধি, যোগ, অনিমাদি ঐশ্বর্য্য, তপস্যা, জ্ঞান ও বৈরাগ্য সম্পন্ন ছিল, তাহা এক এক করিয়া সেই মুনিদিগকে দান করিয়াছিলেন ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে বিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—কিং তদ্দেহং যস্যাংশমদাদিত্যত আহ যদিতি। সমাধিশ্চ যোগশ্চ ঋদ্ধিরৈশ্বর্য্যঞ্চ তপশ্চ বিদ্যা চ বিরক্তিশ্চ বিদ্যন্তে যস্মিন্ তৎ ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীভগবানের আদেশে ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা প্রসারিত করিবার জন্য নানা প্রকারে নানাবিধ সৃষ্টি করিয়াও সফলকাম হইতে পারিলেন না, কারণ তাঁহার সৃষ্ট জীব হইতে আর সম্প্রদায় বৃদ্ধি হইতেছিল না। ইহাতে তিনি অতি অবহিত চিত্তে বিশেষ চিন্তা করিয়া আবার স্বীয় মানসশক্তিদ্বারা মনুগণকে সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার নিজের যেমন পুরুষোচিত আকৃতি ছিল, তাঁহাদিগকেও সেইরূপ আকৃতি প্রদান করিলেন। তাঁহার এই অভিনব সৃষ্টি দর্শনে পূর্ব্বোৎপন্ন সনকাদি মুনিগণ ও অন্যান্য জীব সম্প্রদায় সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং সকলেই ধারণা করিলেন যে এই মনুগণের দ্বারা সৃষ্টিব্যাপার সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। অতঃপর ব্রহ্মা যোগ, সমাধি, অষ্টৈশ্বর্য্য প্রভৃতি বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন হইয়া মুনিসম্প্রদায় সৃষ্টি করিলেন। সেই সকল মুনিগণ সৃষ্টিকর্ত্তার তাৎকালিক তথাবিধ যোগ, তপস্যা প্রভৃতি গুণগ্রামে ভূষিত হইলেন। সৃষ্টিতত্ত্বের এই পর্য্যন্ত আলোচনায় যতদূর বুঝা গেল, তাহা একবার চিন্তা করিলে জগৎপ্রপঞ্চে শ্রীগোবিন্দের লীলারহস্য যে কি বিচিত্র—কি জটিলভাবে উহা প্রকটিত হইয়া থাকে তাহা বুঝা যায়। স্বয়ং শ্রীভগবান্ যাঁহাকে নিজ শরীর হইতে উদ্ভূত করিয়া সৃষ্টি ব্যাপারে নিয়োগ করিয়াছেন, চতুর্ব্বেদ, দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, ঋষি, প্রজাপতি প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের যিনি আদিকর্ত্তা, সেই ব্রহ্মাও স্বীয় ইচ্ছানুরূপ কার্য্য অবাধে সংসাধন করিতে পারিতেছেন না। কখনও সত্ত্ব, কখনও রজঃ, কখনও বা তমোগুণের প্রাবল্যে নানাবিধ অবস্থাবৈষম্য ও তন্নিবন্ধন কার্য্যবৈষম্য ভোগ করিতে হইতেছে। ইচ্ছা করিয়া সেই গুণের আবর্ত্তন রোধ করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি শ্রীভগবানের চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া করুণভাবে প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে—"পাহি মাং পরমাত্মংস্তে প্রেষণেনাসৃজং প্রজাঃ"—"হে পরমাত্ম-

স্বরূপ ভগবন্! তোমারই নিয়োগ অনুসারে আমি লোকসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এখন আমার রক্ষা কর”। সুতরাং সেই লীলাময়ের বিশ্বরাজ্যে আমাদের মত তুচ্ছ জীবের বৃথা অহমিকায় ও স্বাধীনচেষ্টায় কি ফলোদয় হইবে? অতএব কায়মনোবাক্যে সেই পরম কারুণিক শ্রীভগবানের প্রতি নির্ভর করা ভি আর অন্য গতি নাই॥ ৫০—৫৩

ইতি শ্রীধামশান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং
শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং
তৃতীয়স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়ঃ॥ ২০

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীবিদুর উবাচ।

স্বায়ম্ভুবস্য চ মনোর্বংশঃ পরমসম্মতঃ।
কথ্যতাং ভগবন্ যত্র মৈথুনেনৈধিরে প্রজাঃ ॥ ১ ॥
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ সুতৌ স্বায়ম্ভুবস্য বৈ।
যথা ধর্ম্মং জুগুপতুঃ সপ্তদ্বীপবতীং মহীম্ ॥ ২ ॥
তস্য বৈ দুহিতা ব্রহ্মন্ দেবহূতীতি বিশ্রুতা।
পত্নী প্রজাপতেরুক্তা কর্দ্দমস্য ত্বয়ানঘ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।—[হে] ভগবন্! (মৈত্রেয়)! স্বায়ম্ভুবস্য মনোঃ যত্র (বংশে) মৈথুনেন (দাম্পত্যধর্ম্মেণ) প্রজাঃ (জনাঃ) এধিরে (বিস্তৃতা বভূবুরিত্যর্থঃ) পরমসম্মতঃ (সতামত্যন্তসমাদরণীয়ঃ) [স চ] বংশঃ কথ্যতাম্ ॥ ১

মূলানুবাদ।—বিদুর বলিলেন—হে ভগবন্ মৈত্রেয়! স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ সাধুজনের অতি আদরণীয়, ঐ বংশেই দাম্পত্যধর্ম্ম দ্বারা লোকের সৃষ্টি বৃদ্ধি হইয়াছে। সম্প্রতি আমার নিকট সেই বংশের বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন ॥ ১

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।—

একবিংশে তপোবিদ্যা-তোষিতেন তু বিষ্ণুনা। কর্দ্দমস্য মনোঃ পুত্র্যা বিবাহঘটনোচ্যতে ॥

এধিরে এধাঞ্চক্রিরে ॥ ১

অন্বয়ঃ।—স্বায়ম্ভুবস্য (মনোঃ) সুতৌ (পুত্রৌ) প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ সপ্তদ্বীপবতীং (জম্বুপ্লক্ষ-শাল্মলিকুশক্রৌঞ্চশাকপুষ্করসংজ্ঞকাঃ সপ্তদ্বিপাঃ, সপ্তসমন্বিতাং) মহীং (পৃথিবীং) ধর্ম্মং (চ) যথা জুগুপতুঃ (রক্ষিতবন্তৌ) ["তন্মে বদ" ইতি উত্তরত্রান্বয়ঃ] ॥ ২

মূলানুবাদ।—স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক পুত্রদ্বয় যে প্রকারে জম্বুপ্লক্ষ প্রভৃতি সপ্তদ্বীপসমন্বিতা পৃথিবী ও ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ২

অন্বয়ঃ।—হে অনঘ! (নিষ্পাপ!) ব্রহ্মন্! (মৈত্রেয়!) দেবহূতীতি বিশ্রুতা (দেবহূতীতিনাম্না প্রসিদ্ধা) তস্য (স্বায়ম্ভুবমনোঃ) দুহিতা (কন্যা) কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ পত্নী [অভূদিতি] ত্বয়া উক্তা (পূর্ব্বং কথিতা) ॥ ৩

তস্যাং স বৈ মহাযোগী যুক্তায়াং যোগলক্ষণৈঃ।
সসর্জ্জ কতিধা বীর্য্যং তন্মে শুশ্রূষবে বদ ॥ ৪ ॥
রুচির্যো ভগবান্ ব্রহ্মন্ দক্ষো বা ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
যথা সসর্জ্জভূতানি লব্ধ্বা ভার্য্যাঞ্চ মানবীম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

প্রজাঃ সৃজেতি ভগবান্ কর্দ্দমো ব্রহ্মণোদিতঃ।
সরস্বত্যাং তপস্তেপে সহস্রাণাং সমা দশ ॥ ৬ ॥
ততঃ সমাধিযুক্তেন ক্রিয়াযোগেণ কর্দ্দমঃ।
সম্প্রপেদে হরিং ভক্ত্যা প্রপন্নবরদাশুষম্ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ।—হে পুণ্যশীল বিপ্রবর! সেই স্বায়ম্ভূব মনুর কন্যা দেবহূতি প্রজাপতি কর্দ্দমঋষির পত্নী ছিলেন ইহা আপনি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ৩

শ্রীধরটীকা।—ধর্ম্মং মহীঞ্চ যথা জুগুপতুঃ ররক্ষতুঃ, তন্মে বদেতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ ॥ ২ ॥ তস্য মনোঃ। ৩

অন্বয়ঃ।—স বৈ মহাযোগী (কর্দ্দমঃ) যোগলক্ষণৈঃ (যমনিয়মাদিভিঃ) যুক্তায়াং তস্যাং (দেবহূত্যাং) কতিধা বীর্য্যং সসর্জ্জ (কতিপুত্রান্ জনয়ামাস) তৎ শুশ্রূষবে (শ্রবণাভিলাষিণে) মে (মহ্যং) বদ (কথয়)। ৪

মূলানুবাদ।—কর্দ্দমঋষি মহাযোগী এবং তাঁহার পত্নী দেবহূতিও যমনিয়ম প্রভৃতি যোগসাধনপরায়ণা ছিলেন; তিনি ঐ পত্নীতে কতগুলি সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে, আপনি কীর্ত্তন করুন ॥ ৪

শ্রীধরটীকা।—যোগলক্ষণৈর্যমাদিভির্যুক্তায়াং কতিধা বীর্য্যং সসর্জ্জ, কতি পুত্রানুৎপাদয়ামাসেত্যর্থঃ। ৪

অন্বয়ঃ।—[হে] ব্রহ্মন্! (মৈত্রেয়!) যো ভগবান্ রুচিঃ (রুচিনামকো মহর্ষি, সঃ) ব্রহ্মণঃ সুতঃ (ব্রহ্মপুত্রঃ) দক্ষো বা মানবীং (মনোঃ কন্যাম্ আকুতিং প্রসূতিঞ্চ) ভার্য্যাং লব্ধা যথা (যেন প্রকারেণ) ভূতানি (প্রাণিবর্গান্) সসর্জ্জ [তচ্চ মে বদ ইতি শেষঃ] ॥ ৫

মূলানুবাদ।—হে বিপ্রবর! ভগবান্ মহর্ষি রুচি মনুকন্যা অকুতিকে এবং ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ মনুকন্যা প্রসূতিকে পত্নীরূপে লাভ করিয়া যে ভাবে প্রাণিবর্গকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহাও আমার নিকট বর্ণনা করুন ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—ভগবান্ কর্দ্দমঃ ব্রহ্মণা প্রজাঃ সৃজ (লোকান্ উৎপাদয়) ইতি উদিতঃ (ইত্যেবমাদিষ্টঃ সন্) সহস্রাণাং দশ সমাঃ (দশসহস্রসংবৎসরান্) সরস্বত্যাং (সরস্বতীনদীতটে) তপস্তেপে (তপস্যামনুষ্ঠিতবান্) ॥ ৬

মূলানুবাদ।—মৈত্রেয় বলিলেন—কর্দ্দমঋষিকে ভগবান্ ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন,—তুমি লোক সৃষ্টি কর। তাহাতে ঐ ঋষি সরস্বতীনদীর তীরে দশ হাজার বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ৬

শ্রীধরটীকা।—মানবীং মনোঃ কন্যাম্ আকুতিং প্রসূতিঞ্চ ভার্য্যাং লব্ধা যথা ভূতানি সসর্জ্জ তচ্চ বদেতি চকারস্যার্থঃ ॥ ৫ ॥ সহস্রাণাং সমা দশ—দশ সহস্রাণি সংবৎসরাণীত্যর্থঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তদনন্তরং) কর্দ্দমঃ সমাধিযুক্তেন (চিত্তস্য একাগ্রতাসহকৃতেন) ক্রিয়াযোগেন

তাবৎ প্রসন্নো ভগবান্ পুষ্করাক্ষঃ কৃতে যুগে।
দর্শয়ামাস তৎ ক্ষত্তঃ শাব্দং ব্রহ্ম দধদ্বপুঃ ॥ ৮ ॥
স তং বিরজমর্কাভং সিতপদ্মোৎপলস্রজম্।
স্নিগ্ধনীলালকব্রাত-বক্ত্রাব্জং বিরজাম্বরম্ ॥ ৯ ॥
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
শ্বেতোৎপলক্রীড়নকং মনঃস্পর্শস্মিতেক্ষণম্ ॥ ১০ ॥

(আরাধনাপ্রকারেণ) ভক্ত্যা (ভক্ত্যুদয়েন হেতুনা) প্রপন্নবরদাশুষম্ (আশ্রিতেভ্যো বরদায়কং) হরিং সংপ্রপেদে (প্রাপ্তবান্) ॥ ৭

মূলানুবাদ।—অনন্তর কর্দ্দম ঋষি একাগ্রচিত্তে আরাধনা দ্বারা ভক্তির উদ্ভব হেতু প্রপন্নগণের বরদানকারী ভগবান্ শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৭

শ্রীধরটীকা।—ততস্তস্মিন্ তপসি। ক্রিয়াযোগেন পূজাপ্রকারেণ। সম্প্রপেদে সিষেবে। প্রপন্নেভ্যো ভক্তেভ্যো বরদাতারম্ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—[হে] ক্ষত্তঃ! (বিদুর!) কৃতে যুগে (সত্যযুগে) ভগবান্ পুষ্করাক্ষঃ (পদ্মপলাশলোচনঃ শ্রীহরিঃ) প্রসন্নঃ (অনুগ্রহপ্রবণঃ সন্) তং (কর্দ্দমং) শাব্দং ব্রহ্ম (শব্দব্রহ্মময়ং) বপুঃ (শরীরং) দধৎ (ধারয়ন্) দর্শয়ামাস (দর্শনদানমকরোৎ) ॥ ৮

মূলানুবাদ।—হে বিদুর! সত্যযুগে ভগবান্ পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি নিতান্ত অনুগ্রহপরায়ণ হইয়া শব্দব্রহ্মময় মূর্ত্তি ধারণ পুর্ব্বক কর্দ্দম মুনিকে দেখা দিয়াছিলেন ॥ ৮

শ্রীধরটীকা।—শব্দৈকবেদ্যং যদ্ ব্রহ্ম, তন্ময়ং বপুর্দধৎ তং প্রত্যাত্মানং দর্শয়ামাস ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।—সঃ (কর্দ্দমঃ) বিরজং (বিমলমূর্ত্তিসম্পন্নম্) অর্কাভং (সূর্য্যপ্রভং) সিতপদ্মোৎপলস্রজং (সিতপদ্মাণি পুণ্ডরীকানি, উৎপলানি চ নীলপদ্মানি, তেষাং স্রক্ মাল্যং যস্য তং) স্নিগ্ধনীলালকব্রাতবক্ত্রাব্জং (স্নিগ্ধঃ নীলশ্চ অলকব্রাতঃ চূর্ণকুন্তলকলাপো যত্র তথাবিধং বক্ত্রাব্জং মুখপদ্মং যস্য তং) বিরজাম্বরং (নির্ম্মলবসনং) তং (ভগবন্তং শ্রীহরিং) [দৃষ্ট্বা মূর্দ্ধ্না ক্ষিতৌ অপতদিতি চতুর্থশ্লোকক্রিয়য়া অন্বয়ঃ] ॥ ৯

মূলানুবাদ।—কর্দ্দম ঋষি দেখিতে পাইলেন যে ভগবান্ শ্রীহরি নির্ম্মলমূর্ত্তিতে সূর্য্যের ন্যায় প্রভা বিস্তার করিতেছেন, তাঁহার গলদেশে শ্বেতপদ্ম ও নীলপদ্মের মাল্য, স্নিগ্ধ সুনীল অলকাবলীর মধ্যে মুখখানি পদ্মের ন্যায় শোভমান, নির্ম্মল বস্ত্র তাঁহার কটিতটে শেভা পাইতেছে ॥ ৯

শ্রীধরটীকা।—স কর্দ্দমস্তং খেঽবস্থিতং দৃষ্ট্বা মূর্দ্ধ্না ক্ষিতাবপতৎ, গীর্ভিশ্চাভ্যগৃণাদিতি চতুর্ণামন্বয়ঃ। পদ্মোৎপলে দিনরাত্রিবিকাশে। সিতানাং পদ্মানাম্ উৎপলানাঞ্চ স্রক্ যস্য তম্। স্নিগ্ধা নীলাশ্চ যে অলকাস্তেষাং ব্রাতো বক্ত্রাব্জে যস্য ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—কিরীটিনং (মুকুটশালিনং) কুণ্ডলিনং (কর্ণাবতংসশোভিতং) শঙ্খচক্রগদাধরং শ্বেতোৎপলক্রীড়নকং (শ্বেতপদ্মেন লীলয়া খেলন্তং) মনঃস্পর্শস্মিতেক্ষণং (মনঃস্পর্শং মনসি প্রমোদজনকং স্মিতং হাস্যম্ ঈক্ষণং বিলোকনঞ্চ যস্য তম্) ॥ ১০

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবানের মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও শ্বেতপদ্ম বিরাজমান, তাঁহার হাস্য ও দৃষ্টিপাত এত মধুর যে, তাহা দর্শকমাত্রেরই হৃদয়স্পর্শী ॥ ১০

বিন্যস্তচরণাম্ভোজমংসদেশে গরুত্মতঃ।
দৃষ্ট্বা খেঽবস্থিতং বক্ষঃশ্রিয়ং কৌস্তুভকন্ধরম্ ॥ ১১ ॥
জাতহর্ষোঽপতন্মূর্দ্ধ্না ক্ষিতৌ লব্ধমনোরথঃ।
গীর্ভিশ্চাভ্যগৃণাৎ প্রীতি-স্বভাবাত্মা কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরটীকা।—শ্বেতোৎপলং ক্রীড়নকং যস্য। মনঃস্পর্শং মনস্যানন্দজনকং স্মিতমীক্ষণঞ্চ যস্য ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—গরুত্মতঃ (গরুড়স্য) অংসদেশে (স্কন্ধদেশে) বিন্যস্তচরণাম্ভোজং (সংস্থাপিতপাদপদ্মং) বক্ষঃশ্রিয়ং (বক্ষসি শ্রীঃ লক্ষ্মীর্যস্য তৎ, লক্ষ্ম্যা সমালিঙ্গিতবক্ষসমিত্যর্থঃ) কৌস্তুভকন্ধরং (কৌস্তুভমণিশোভিত-কণ্ঠদেশং) [ভগবন্তং শ্রীহরিং] খে (আকাশে) অবস্থিতং (বিরাজমানং) দৃষ্ট্বা লব্ধমনোরথঃ (প্রাপ্তাভিলষিত-সিদ্ধিঃ) [অতএব] জাতহর্ষঃ (আনন্দিতঃ সন্) [স কর্দ্দমঃ] মূর্দ্ধ্না (অবনতেন শিরসা) ক্ষিতৌ অপতৎ (ভূলুণ্ঠিতমস্তকঃ প্রণতবানিত্যর্থঃ) প্রীতিস্বভাবাত্মা (প্রেমপ্রবণচিত্তঃ) কৃতাঞ্জলিঃ [সন্] গীর্ভিঃ (বাক্যৈঃ) অভ্যগৃণাচ্চ (স্তুতবানপি) ॥ ১১।১২

মূলানুবাদ।—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম গরুড়ের স্কন্ধে সংস্থাপিত ; লক্ষ্মীদেবী তাঁহার বক্ষঃস্থলে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন, গলদেশে কৌস্তুভমণি শোভা পাইতেছে,—এইরূপ ভাবে ভগবান্ শ্রীহরি আকাশপথে আবির্ভূত হইয়াছেন দেখিয়া মহর্ষি কর্দ্দম নিজ মনোরথ পূর্ণ হইল মনে করিয়া আনন্দিত মনে ভূলুণ্ঠিত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং প্রেমমুগ্ধচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১১।১২

শ্রীধরটীকা।—বক্ষসি শ্রীর্যস্য। কৌস্তুভঃ কন্ধরায়াং যস্য ॥ ১১ ॥ প্রীতিরেব স্বভাবঃ স্বতঃসিদ্ধো ধর্ম্মো যস্য তথাবিধ আত্মা মনো যস্য ॥ ১২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ইতিপূর্ব্বে তৃতীয় স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে মৈত্রেয় মুনি বিদুরের নিকট বলিয়াছেন যে,—স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক দুইপুত্র এবং আকুতি, দেবহূতি ও প্রসূতি নামে তিন কন্যা ছিল ; তাহার মধ্যে প্রথমকন্যাকে রুচির সহিত, দ্বিতীয়কন্যাকে কর্দ্দম ঋষির সহিত এবং তৃতীয়াকে দক্ষ প্রজাপতির সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। এই পর্য্যন্ত বর্ণনার পরই কথাপ্রসঙ্গে অন্যান্য বহু প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছে; তাহাতে হয়ত বিদুর সেই সকল পূর্ব্বপ্রস্তাব বিস্মৃত হইয়া যাইতে পারেন, এজন্য মৈত্রেয় মুনি পূর্ব্ব অধ্যায়ে সংক্ষেপে আবার মনু-সৃষ্টি পর্য্যন্ত উল্লেখ করায় সেই প্রসঙ্গ অনুসারে এই অধ্যায়ে বিদুর আবার প্রশ্ন করিতেছেন—হে মুনিবর! স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রদ্বয় কিরূপে ধর্ম্মরক্ষা ও পৃথিবীপালন করিয়াছিলেন এবং রুচি, কর্দ্দম ও দক্ষ যথাক্রমে আকুতি, দেবহূতি ও প্রসূতিকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াই বা কিরূপে সৃষ্টিবিস্তার সম্পাদন করিয়াছিলেন? এই সকল বিষয় শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে; অতএব তাহা বর্ণনা করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করুন। বিদুরের প্রার্থনা অনুসারে মহামুনি মৈত্রেয় এই অধ্যায়ে কর্দ্দম ঋষির তপস্যা এবং ভগবৎ সাক্ষাৎকার পাইয়া তাঁহার স্তুতি এবং শ্রীভগবানের পরিতুষ্টি ও দেবহূতির সহিত কর্দ্দমের বিবাহঘটনা প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে বর্ণনা করিতেছেন। মৈত্রেয় বলিলেন—হে বিদুর! ব্রহ্মা তাঁহার সৃষ্টিবিস্তারের জন্য কর্দ্দম ঋষিকে আদেশ করিলে কর্দ্দম ঋষি সরস্বতী নদীর তীরে অতিশয় সমাহিতচিত্তে একান্ত ভক্তিসহকারে দশহাজার বৎসর তপস্যা করিলেন। ভগবান্ পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া কিরীটকুণ্ডল শোভিত, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী কৌস্তুভ ভূষিত, মৃদুহাস্যরঞ্জিত, গরুড়

শ্রীঋষিরুবাচ।

জুষ্টং বতাদ্যাখিলসত্ত্বরাশেঃ সাংসিদ্ধ্যমক্ষ্ণোস্তব দর্শনান্নঃ।
যদ্দর্শনং জন্মভিরীড্য সদ্ভিরাশাসতে যোগিনো রূঢ়যোগাঃ ॥ ১৩ ॥
যে মায়য়া তে হতমেধসস্ত্বৎপাদারবিন্দং ভবসিন্ধুপোতম্।
উপাসতে কামলবায় তেষাং রাসীশ কামান্ নিরয়েঽপি যে স্যুঃ ॥ ১৪ ॥
তথাপি চাহং পরিবোঢ়ুকামঃ সমানশীলাং গৃহমেধধেনুম্।
উপেয়িবান্ মূলমশেষমূলং দুরাশয়ঃ কামদুঘাঙ্ঘ্রিপস্য ॥ ১৫ ॥

সমালিঙ্গিত মূর্ত্তিতে গরুড়াসনে উপবেশন করতঃ আকাশপথে প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহাকে দেখা দিলেন। ঋষি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তপস্যা সার্থক মনে করিয়া অবনত মস্তকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১—১২

অন্বয়ঃ।—[হে] ঈড্য! (স্তবনীয়।) অদ্য অখিলসত্ত্বরাশেঃ (সমগ্রসত্ত্বগুণাধারস্য) তব দর্শনাৎ নঃ (অত্র বিবক্ষয়া কর্ত্তরি ষষ্ঠিপ্রয়োগ আর্ষঃ, তথাচ অস্মাভিরিত্যর্থঃ) অক্ষ্ণোঃ (নয়নয়োঃ) সাংসিদ্ধ্যং (সাফল্যং) জুষ্টং (প্রাপ্তং) বত, (ইত্যব্যয়ং হর্ষে), যোগিনঃ (সাধিকাঃ) সদ্ভিঃ (উত্তরোত্তরমুৎকর্ষসম্পন্নৈঃ) জন্মভি রূঢ়যোগাঃ (পরিপক্ক সমাধিসমৃদ্ধয়ঃ সন্তোঽপি) যদ্দর্শনং (যস্য তব দর্শনম্) আশাসতে (সম্ভাবয়ন্ত্যেব, নতু সাহসা লব্ধুং শক্নুবন্তি)॥ ১৩

মূলানুবাদ।—কর্দ্দম ঋষি বলিতে লাগিলেন—হে স্তুতিভাজন ভগবন্! আপনি সকল সত্ত্বগুণের মূলাধার, আজ আপনাকে দর্শন করিয়া আমি নয়নের সফলতা লাভ করিলাম। যোগিগণ উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টজন্ম লাভ করতঃ পরিপক্ক সমাধিশালী হইয়াও প্রায়শঃ আপনার দর্শন পাইবার আশা করিয়া থাকেন মাত্র, [কিন্তু দর্শন লাভ বড় সহজে ঘটে না]॥ ১৩

শ্রীধরটীকা।—ত্বামৃতে পরমানন্দং ধিগন্যবরকামুকম্। তথাপি কৃপণং মানুগৃহাণ বরদানতঃ॥

বতেতি হর্ষে। হে ঈড্য! নোঽস্মাভিঃ সমগ্রসত্ত্বনিধেস্তব দর্শনাৎ অদ্য অক্ষ্ণোঃ সাংসিদ্ধ্যং সাফল্যং জুষ্টং সেবিতম্। তদ্দর্শনমেব মহাফলমিত্যুপপাদয়তি। যস্য তব দর্শনং সদ্ভিরুত্তরোত্তরমাপাদিতপ্রকর্ষৈর্জন্মভিঃ রূঢ়ো যোগো যৈস্তেঽপি ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—[হে] ঈশ! যে নিরয়েঽপি (নরকেঽপি) স্যুঃ তেষাং (নারকিনামপি) কামান্ (কাম্যফলানি) রাসি (দদাসি) [অতঃ] যে (সাধকাঃ) তে (তব) মায়য়া (মায়াবশেন) কামলবায় (কাম্যফলসম্পর্কায়) ভবসিন্ধুপোতং (সংসারার্ণবতারকং) ত্বৎপাদারবিন্দম্ (তব চরণকমলং) উপাসতে (সেবন্তে) তে হতমেধসঃ (হীনবুদ্ধয়ঃ) [ভবন্তীতিশেষঃ]॥ ১৪

মূলানুবাদ।—হে ভগবন্! যাহারা নরকে বাস করে, তাহাদেরও কাম্যফল আপনি সম্পাদন করিয়া থাকেন; সুতরাং যে সকল সাধকগণ আপনার মায়াপ্রভাবে কাম্যফলের জন্য এই ভবসিন্ধুর তীরস্বরূপ আপনার শ্রীপাদপদ্ম সেবা করে, তাহাদিগকে অতি হীনবুদ্ধি বলিয়া বুঝিতে হইবে ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—সকামভক্তান্ বিগর্হয়ন্নাহ—য ইতি। হে ঈশ! যে নিরয়েঽপি স্যুস্তেষাং কামানাং লবায় যে ত্বন্মায়য়া নষ্টবুদ্ধয়স্ত এবোপাসতে, ত্বন্তু তেষাং কামানপি রাসি দদাসি ॥ ১৪

প্রজাপতেস্তে বচসাধীশ তন্ত্র্যা লোকঃ কিলায়ং কামহতোঽনুবদ্ধঃ।
অহঞ্চ লোকানুগতো বহামি বলিঞ্চ শুক্লানিমিষায় তুভ্যম্ ॥ ১৬ ॥
লোকাংশ্চ লোকানুগতান্ পশূংশ্চ হিত্বা শ্রিতাস্তে চরণাতপত্রম্ ।
পরস্পরং ত্বদ্‌গুণবাদশীধু,-পীযূষনির্যাপিতদেহধর্ম্মাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।—তথাপি চ (সকামান্ গর্হণীয়ান্ বিদিত্বাপি চ) সমানশীলাং (নিজতুল্যস্বভাবশালিনীং) গৃহমেধধেনুং (গৃহমেধে গৃহস্থাশ্রমে ধেনুং ধর্ম্মার্থকামরূপত্রিবর্গদোগ্ধ্রীং ভার্য্যামিতি যাবৎ) পরিবোঢ়ুকামঃ (পরিণেতুমিচ্ছুঃ) [অত এব] দুরাশয়ঃ (দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্নঃ) অহম্ অশেষমূলং (সর্ব্বফলমূলাধারস্বরূপং) কামদুঘাঙ্ঘ্রিপস্য (কল্পতরুস্বরূপস্য) তব মূলং (শ্রীচরণম্) উপেয়িবান্ (আশ্রিতবানস্মি) ॥ ১৫

মূলানুবাদ।—সকাম উপাসকগণ নিতান্ত হেয়, ইহা যদিও আমি বুঝি, তথাপি আমি নিজের অনুরূপ স্বভাবসম্পন্না, গার্হস্থ্য ধর্ম্মে ধেনুর ন্যায় ত্রিবর্গসাধনের সহায়স্বরূপা একটি ভার্য্যা লাভ করিতে ইচ্ছুক। এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়াই আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় লইয়াছি, যেহেতু আপনি কল্পতরুস্বরূপ; সুতরাং সমস্ত রকমের বাঞ্ছিত ফল পাওয়া আপনার নিকটেই সম্ভবপর । ১৫

শ্রীধরটীকা—যঃ সকামান্ নিন্দামি সোঽহমপি তাদৃশ এবেত্যাহ তথেতি। গৃহমেধো গৃহাশ্রমঃ তত্র ধেনুং ত্রিবর্গদোগ্ধ্রীং ভার্য্যাং পরিবোঢ়ুকামঃ পরিনেতুমিচ্ছন্ কামদুঘাঙ্ঘ্রিপস্য কল্পদ্রুমস্য তব মূলমঙ্ঘ্রিম্ উপেয়িবানুপগতোঽস্মি। নন্বু কামাদ্যর্থমন্যৎ কিমপ্যুপাস্যতাম্? ন। যতঃ অশেষস্য পুরুষার্থস্য মূলমেতদেব॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—[হে] অধীশ! প্রজাপতেঃ (বিশ্বপিতুঃ) তে (তব) বচসা তন্ত্র্যা (বাক্যরূপরজ্জ্বা "সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্" ইত্যাদি গীতাবাক্যপ্রমাণ্যাৎ সৃষ্টিনিয়োগকরবাক্যরূপয়া রজ্জ্বা ইতি ফলিতার্থঃ) অয়ং লোকঃ (বিশ্বাসী জনঃ) অনুবদ্ধঃ (আবদ্ধঃ সন্) কামহতঃ কিল (কামপ্রবৃত্তঃ খলু বর্ত্ততে ইতি শেষঃ) অহঞ্চ লোকানুগতঃ (লোকানুযায়িবুদ্ধিসম্পন্নঃ) [হে] শুক্ল! (ধর্ম্মমূর্ত্তে!) অনিমিষায় (কালাত্মনে) তুভ্যং বলিং ((পূজোপহারং) বহামি চ (আহরামি, চকারাৎ "পত্নীঞ্চ প্রার্থয়ে" ইত্যর্থো বোধ্যঃ) ॥ ১৬

মূলানুবাদ।—হে প্রভো! আপনিই সমস্ত বিশ্বের মূল সৃষ্টিকর্ত্তা, আপনার বাক্যরজ্জুতে বিশ্বাসী সকল লোকই আবদ্ধ। আমিও সেই লোকসমষ্টির অনুসরণকারী, সুতরাং কালস্বরূপ আপনার উদ্দেশে পূজোপহারাদি প্রদান করিতেছি, আবার নিজানুরূপ পত্নীও প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১৬

শ্রীধরটীকা—নন্বু তর্হি মুক্ত্যর্থমেব কিং ন ভজসি? অনধিকারাদিত্যাহ। হে অধীশ! যস্য প্রজাপতিস্তস্য তব বচসা তন্ত্র্যা অয়ং কামহতো লোকঃ পশুবদ্বদ্ধঃ। হে শুক্ল ধর্ম্মমূর্ত্তে! অহঞ্চ কিল লোকানুগতঃ অতস্তুভ্যং বলিং বহামি হরামি, কর্ম্মময়ীং ত্বদাজ্ঞামনুবর্ত্তে। অনিমিষায় কালাত্মনে। তদর্থং ভার্য্যাঞ্চেচ্ছামীতি চকারস্যার্থঃ। ন কেবলং লোকানুগতে বহামি, কিন্তু ঋণত্রয়াপাকরণার্থমিতি কিলেত্যুক্তম্॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—লোকান্ (সকামান্ জনান্) লোকানুগতান্ চ (সত্যপি বিবেকে গতানুগতিকতয়া কর্ম্মপাশবদ্ধান্ মাদৃশাংশ্চ) পশূন্ (পশুতুল্যান্) হিত্বা (অনাদৃত্য, উপেক্ষ্য ইতি যাবৎ) [যে] তে (তব) চরণাতপত্রং (পাদপদ্মরূপং ছত্রং) শ্রিতাঃ (আশ্রয়ত্বেন প্রাপ্তা ভবন্তি, তে) পরস্পরং ত্বদ্‌গুণবাদশীধুপীযূষনির্যাপিতদেহধর্ম্মাঃ (ত্বদীয়গুণকীর্ত্তনাদিরূপাং সুধামাস্বাদ্যৈব সুখেন দেহধর্ম্মান্ ক্ষুধাতৃষ্ণাদীন্ অতিক্রম্য কালং যাপয়ন্তীতি ভাবঃ) ॥ ১৭

ন তেঽজরাক্ষভ্রমিরায়ুরেষাং ত্রয়োদশারং ত্রিশতংষষ্টিপর্ব্ব।
যন্নেম্যনন্তচ্ছদি যৎ ত্রিনাভি করালস্রোতো জগদাচ্ছিদ্য ধাবৎ ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ।—যে সকল ভক্তগণ সকাম ব্যক্তিগণকে এবং সকামের অনুসরণকরী মাদৃশ সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করিয়া আপনার শ্রীচরণতলে আশ্রয় লইয়া থাকেন, তাঁহারা পরস্পর আপনার গুণানুবাদ কীর্ত্তনকেই সুধার ন্যায় তৃপ্তিকর মনে করিয়া তদ্দ্বারাই ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি দৈহিক বিকার শান্ত করিয়া শান্তিতে জীবন যাপন করিয়া থাকেন ॥ ১৭

শ্রীধরটীকা।—অনিমিষায়েত্যনেন কালাত্মকাৎ ত্বত্তো ভীতঃ কর্ম্ম করোমীত্যুক্তম্, এতৎ তু ভয়ং ত্বদ্ভক্তানাং নাস্তীত্যাহ দ্বাভ্যাম্। লোকান্ কামাভিভূতান্ তাননুগতান্ পশূংশ্চ বিবেকে সত্যপি পুনঃ কর্ম্মজড়ান্ মাদৃশান্ হিত্বা অনাদৃত্য যে তব চরণরূপমাতপত্রং শ্রিতাঃ। তানেবাহ। ত্বদ্গুণানাং বাদঃ কথা, তদেব শীধু মদিরা সংসারবিস্মারকত্বাৎ, পীযুষং রুচিকরত্বাৎ, তেন নির্বাপিতা বিলাপিতা দেহধর্ম্মাঃ ক্ষুৎপিপাসাদয়ো যৈঃ। এষামিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—[তব ভক্তা এব কালশক্তিং জেতুং প্রভবন্তি, নান্যে ইত্যাহ ন তে ইত্যাদিনা] অজরাক্ষভ্রমিঃ (অজরং ব্রহ্ম তস্মিন্নক্ষরূপে ভ্রমিঃ অত্যন্তভ্রমণশীলত্বাৎ সাক্ষাদিব ভ্রমণরূপং) ত্রয়োদশারং (সংবৎসরান্তর্বর্ত্তিনো দ্বাদশমাসাঃ অধিমাসশ্চৈক ইতি ত্রয়োদশসঙ্খ্যকা অরাঃ চক্রবৎ অবয়ববিশেষা যস্য তৎ) ত্রিশতংষষ্টিপর্ব্ব (ত্রিশতং ষষ্টিশ্চ পর্ব্বাণি যস্য তৎ, শতশব্দান্ বিভক্তেরলুক্ আর্ষঃ) যন্নেমি (ষট্ ঋতবঃ নেময়ঃ চক্রধারাস্বরূপা যস্য তৎ) অনন্তচ্ছদি (অনন্তাঃ ক্ষণলবাদয়ঃ ছদাঃ পত্রাকারাধারাঃ সন্তি যস্য তৎ) করালস্রোতঃ (তীব্রবেগসম্পন্নং) ত্রিনাভি (ত্রীণি চাতুর্ম্মাস্যানি নাভয়ো যস্য তৎ তথাবিধং) জগদাচ্ছিদ্য (জগদাকৃষ্য) ধাবৎ (গতিশীলং) তব যৎ (কালচক্রং) [তৎ] এষাং (ভক্তানাম্) আয়ুঃ ন (আচ্ছিদ্য গন্তুং ন প্রভবতীত্যর্থঃ) ॥ ১৮

মূলানুবাদ।—হে ভগবন্! আপনার কালচক্র অতি আশ্চর্য্য, উহা ব্রহ্মরূপ অক্ষদণ্ডে নির্ভর করিয়া আবর্ত্তনশীল, বৎসরের দ্বাদশমাস আর একটী মলমাস এই ত্রয়োদশমাস ইহার চক্রস্বরূপ, ইহার তিন শত ষাট্ পর্ব্ব—ছয়টী ঋতু নেমি, (চার চার মাসে এক চাতুর্ম্মাস্য, ইহার তিনটি চাতুর্ম্মাস্য এই চক্রের নেমি) আর অসংখ্য ক্ষণমুহূর্ত্তাদি ইহার পত্রাকৃতি চিহ্ন, ইহার গতি অতি তীব্র, সমস্ত জগৎকে আকর্ষণ করিয়া এই কালচক্র নিয়ত ধাবিত হইতেছে, কিন্তু আপনার ভক্তদিগের পরমায়ুকে আকর্ষণ করিতে পারে না ॥ ১৮

শ্রীধরটীকা।—তব যৎ ত্রিনাভি কালচক্রং, তৎ জগদাচ্ছিদ্য জগদাকৃষ্য ধাবদপি এষাং ত্বদ্ভক্তানাম্ আয়ুরাচ্ছিদ্য ধাবন্ন ভবতি। কথম্ভূতম্? অজরং ব্রহ্ম, তস্মিন্নক্ষরূপে ভ্রমির্ভ্রমণম্। ভ্রমদিতি বক্তব্যে অতিভ্রমণশীলত্বাৎ উপচারেণ ভ্রমিরিত্যভেদনির্দ্দেশঃ। অধিমাসেন সহ ত্রয়োদশ মাসা অরা যস্য। ত্রিশতং ষষ্টিশ্চাহোরাত্রাঃ পর্ব্বাণি যস্য। শতশব্দে বিভক্তেরলুগার্ষঃ। ষট্ ঋতবো নেময়ো যস্য। অনন্তাঃ ক্ষণলবাদয়শ্ছদাঃ পত্রাণি পত্রাকারা ধারাঃ সন্তি যস্য। ত্রীণি চাতুর্ম্মাস্যানি নাভয়ঃ আধারভূতানি বলয়ানি যস্য। করালস্রোত-তীব্রবেগম্। এতৈর্বিশেষণৈরেব বৎসরাত্মকং চক্রমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—কর্দ্দম ঋষি সুদীর্ঘকালীন তপস্যার ফলে শ্রীভগবানের মধুর মূর্ত্তি সাক্ষাৎ করিতে পাইয়া স্তব করিতেছেন—হে ভগবন্! কত কত যোগীন্দ্র মুণীন্দ্রগণ জন্মজন্মান্তর কঠোর তপস্যা করিয়াও তোমার যে-মূর্ত্তির সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হয় না, আমি সেই তোমার দর্শন পাইলাম, ইহা তোমার একান্ত অনুগ্রহের ফল।

একঃ স্বয়ং সন্ জগতঃ সিসৃক্ষয়া দ্বিতীয়য়াত্মন্নধিযোগমায়য়া।
সৃজস্যদঃ পাসি পুনর্গ্রসিষ্যসে যথোর্ণনাভির্ভগবন্ স্বশক্তিভিঃ ॥ ১৯ ॥
নৈতদ্বতাধীশ পদং তবেপ্সিতং যন্মায়য়া নস্তনুষে ভূতসূক্ষ্মম্।
অনুগ্রহায়াস্ত্বপি যর্হি মায়য়া লসত্তুলস্যা ভগবান্ বিলক্ষিতঃ ॥ ২০ ॥

তুমি অনন্ত করুণাধার, তোমার অনুগ্রহে নরকের কীটও আহার-বিহারাদি যাবতীয় কাম্যফল ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু সেই কাম্যফলই ত জীবের পরমপুরুষার্থ নহে, যেহেতু তাহা স্থায়ী নহে, বিদ্যুৎচমকের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী মাত্র; সুতরাং যাহারা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সকামচিত্তে তোমার পাদপদ্মের আরাধনা করে, তাহারা নিতান্ত হেয়বুদ্ধি। নিষ্কামভাবে তোমাকে সেবা করিয়া ভক্তগণ যে অপার্থিব আনন্দ পায়, সকাম সাধকের ভোগসম্পদের আনন্দ তাহার কাছে অতি তুচ্ছ। কিন্তু এসকল বুঝিয়াও আমি যে কামনার পথ অতিক্রম করিতে পারিতেছি না, তাহার কারণ এই যে তুমি সৃষ্টিকার্য্যের জন্য ব্রহ্মাকে নিয়োগ করিয়াছ, ব্রহ্মা আমার পিতা, তিনি আবার আমাকে সৃষ্টির জন্য আদেশ করিয়াছেন। অলঙ্ঘ্য পিতৃবাক্য-প্রতিপালনের জন্য আমি দাম্পত্যধর্ম্মে সৃষ্টিসম্পাদন-মানসে একটী যোগ্যপত্নী পরিগ্রহণ করিতে অভিলাষী। তুমি সর্ব্বনিয়ন্তা সাক্ষাৎ কালস্বরূপ; কল্পতরুর ন্যায় তোমারই শ্রীচরণতলে আশ্রয় লইলে সমস্ত প্রকার বাঞ্ছিত ফল লাভ করা যায়। হে ভগবন্! তাই আমি পত্নীকামনায় তোমার শরণাগত হইয়াছি। যথাশক্তি তোমার আরাধনা করিতেছ বটে, কিন্তু ভক্তিপথে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি নাই, সেই জন্যই এত ব্যাকুলতা। হে প্রভো! যাঁহারা তোমার একান্ত ভক্ত, তাঁহারা কামনাবদ্ধ লোক ও তদনুসরণকারী লোকসম্প্রদায়কে পশুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাহাদের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া একমাত্র তোমার রূপগুণলীলাদি শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারাই সংসারের সকল দুঃখ অতিক্রম করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। তোমার প্রবর্ত্তিত অসীম শক্তি সম্পন্ন কালচক্র সকলের প্রতি প্রভাবশালী হইলেও তোমার এই সকল ভক্ত জনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না! ॥ ১৩—১৮

অন্বয়ঃ।—[হে] ভগবন্! স্বয়ম্ একঃ সন্নপি জগতঃ সিসৃক্ষয়া (সৃষ্টিকামনয়া) আত্মনি (স্বস্মিন্) অদ্বিতীয়য়া (অভিন্নরূপয়া) অধিযোগমায়য়া স্বশক্তিভিঃ (স্বস্বরূপৈঃ সত্ত্বাদিভিগুণৈঃ) ঊর্ণনাভির্যথা (স্বব্যতিরিক্তমনপেক্ষ্যৈব তন্তুজালময়ং বিচিত্রং বস্তু রচয়তি তথা) অদঃ (ইদং বিশ্বং) সৃজসি, পাসি, পুনঃ গ্রসিষ্যসে (বিনাশয়িষ্যসি) ॥ ১৯

মূলানুবাদ।—হে ভগবন্! আপনি একাকী হইয়াও জগতের সৃষ্টিবাসনায় নিজেরই আত্মভূতমায়া-প্রকাশে সেই মায়াস্বরূপ সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের দ্বারা ঊর্ণনাভির (মাকড়সার) জাল রচনার ন্যায় স্বয়ং এই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস করিয়া থাকেন ॥ ১৯

শ্রীধরটীকা।—ননু নিরুপাধিমুদাসীনং মাং কিং যাচসে? তথাপি মায়য়া বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বাৎ ভবেৎ যাচ্য ইত্যাহ। স্বয়মেক এব সন্নপি। আত্মন্যধিকৃতয়া যোগমায়য়া হেতুনা যাঃ স্বীকৃতাঃ শক্তয়ঃ সত্ত্বাদ্যাঃ তাভিঃ অদো বিশ্বম্। স্বব্যতিরিক্তসাধনানপেক্ষত্বে দৃষ্টান্তঃ যথেতি ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—[হে] অধীশ! নঃ (অস্মাদৃশাং ভজতাং সম্বন্ধে) ভূতসূক্ষ্মং (শব্দাদিবিষয়সুখং) স্ব মায়য়া তনুষে (বিস্তারয়সি) এতৎ পদং (এতাদৃশং বস্তু) [যদ্যপি] তব ন ঈপ্সিতং বত [তথাপি] অনুগ্রহায় (পরিণামশুভগতয়ে) অস্তু, যর্হি (যতঃ) মায়য়া (তবৈব স্বরূপশক্তিভূতয়া) তুলস্যা (উপলক্ষিতস্ত্বং) বিলক্ষিতঃ (ময়া সাক্ষাৎকৃতোঽসি) ॥ ২০

তং ত্বানুভূত্যোপরতক্রিয়ার্থং স্বমায়য়াবর্ত্তিতলোকতন্ত্রম্।
নমাম্যভীক্ষ্ণং নমনীয়পাদ,-সরোজমল্পীয়সি কামবর্ষম্ ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদ।—হে প্রভো! আমাদের মত সকাম সাধকের জন্য তুমি যে মায়াপূর্ব্বক শব্দস্পর্শাদি বিষয়সুখ বিস্তার করিয়া থাক, ইহা যেন আমার পক্ষে পরিণামে শুভগতির কারণ হয়, কারণ তুমি নিজ স্বরূপভূত তুলসীদ্বারা শোভিত মূর্ত্তিতে আমাকে দেখা দিয়াছ ॥ ২০

শ্রীধরটীকা।-যদ্যপি মায়িকত্বাদ্ভক্তেভ্যো বিষয়সুখং দাতুং নেচ্ছসি, তথাপ্যস্মদভিপ্রায়ানুসারেণ তৎ সম্পাদয়েত্যাহ—নৈতদিতি। হে অধীশ! নোঽস্মাকং ভজতাং ভূতসূক্ষ্মরূপং পদং শব্দাদি বিষয়সুখং মায়য়া তনুষে বিস্তারয়সীতি যৎ, এতৎ তব যদ্যপীপ্সিতং ন ভবতি, তথাপ্যস্মদনুগ্রহায়াস্তু; ঋণত্রয়াপাকরণানন্তরমেবাপবর্গায় ভবত্বিত্যর্থঃ। যর্হি, যতঃ মায়য়া পরিচ্ছিন্ন ইব লসন্ত্যা তুলস্যা যুক্তস্ত্বং বিলক্ষিতোঽসি। এবম্ভূতস্য তব দর্শনং যতো ভুক্তিমুক্তিপ্রদমিত্যর্থঃ ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—অনুভূত্যা (জ্ঞানেন) উপরতক্রিয়ার্থং (উপরতঃ নিবৃত্তঃ ক্রিয়ার্থঃ কর্ম্মফলভোগো যস্য তং, যদ্বিষয়কজ্ঞানেন কর্ম্মফলভোগো নিবর্ত্ততে তথাবিধমিত্যর্থঃ) স্বমায়য়া আবর্ত্তিতলোকতন্ত্রম্ (আবর্ত্তিতং পুনঃ সৃষ্টিপ্রলয়ধারাবদ্ধং কৃতং লোকতন্ত্রং বিশ্বোপকরণং যেন তং) নমনীয়পাদসরোজং (নমনীয়ং সর্ব্বৈঃ প্রণম্যং পাদসরোজং চরণপদ্মং যস্য তং) অল্পীয়সি (সকামে সাধকে) কামবর্ষং (বাঞ্ছিতফলপ্রদং) তং ত্বা (তথাবিধং ত্বাম্) অভীক্ষ্ণং (পুনঃ পুনঃ) নমামি ॥২১

মূলানুবাদ।—হে ভগবন্! তোমাকে জানিতে পারিলে লোকের আর কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না। তুমি নিজ মায়াপ্রভাবে বিশ্বের সমস্ত উপকরণ পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত করিয়া থাক। তোমার পাদপদ্ম সকলেরই নমস্য। যাহারা সকামচিত্তে তোমার উপাসনা করে, তুমি তাহাদিগকে কাম্যফল প্রদান করিয়া থাক; হে প্রভো! তোমাকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—তং ত্বা ত্বাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নমামি। মুক্তিদত্বে হেতুঃ—অনুভূত্যা জ্ঞানেন উপরতঃ ক্রিয়ার্থঃ কর্ম্মফলভোগো যস্মিন্ ভোগপ্রদত্বে হেতুঃ—স্বমায়য়া আবর্ত্তিতং লোকতন্ত্রং বিশ্বোপকরণং যেন। অতঃ সকামৈর্নিষ্কামৈশ্চ নমনীয়ং পাদসরোজং যস্য তম্। তত্রাল্পীয়সি কামে পুংসি ভজনে বা কামান্ বর্ষতীতি তথা তম্ ॥ ২১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ঋষিপ্রবর কর্দ্দম শ্রীভগবানের প্রতি যেরূপ ভক্তিমান্ সেইরূপ জ্ঞানবান্ ছিলেন। উপনিষদের অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অনুসারে শ্রীভগবানের অপরোক্ষ অনুভূতি এবং ভক্তিমার্গের দ্বৈতসিদ্ধান্ত অনুযায়ী তুলসীদলশোভিত ভক্তজনমনোহর প্রকটমূর্ত্তি-সাক্ষাৎকার, এই দ্বিবিধ অবস্থাই তিনি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট জ্ঞান ও ভক্তিপথের কোনও বিরোধ বিবেচিত হয় নাই; হইবেই বা কেন? তিনি যে তত্ত্বদর্শী। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে শাস্ত্রের কোন সিদ্ধান্তে এবং সাধনার কোন পথে বিরোধ থাকিতে পারে না, ইহা পূর্ব্বে কিছু কিছু আলোচিত হইয়াছে। যাহা হউক, কর্দ্দম শ্রীভগবানের অদ্বৈতরূপে স্তুতি করিতে গিয়া একটি চমৎকার লৌকিক দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন—"যর্থোর্ণনাভিঃ" ইত্যাদি। মাকড়সাগুলি যে সূক্ষ্মসূত্রজালের ন্যায় একরূপ বাসা প্রস্তুত করে, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যখন আমরা দেখিতে পাই যে মাকড়সা বাসা প্রস্তুত করিতেছে, তখন দুইটি বস্তু দেখি—একটি মাকড়সা আর অপরটি তন্তু; ক্রমে বাসা প্রস্তুতের পর আবার সময়ে দেখিতে পাই, আর একটি অতিরিক্ত বস্তু সেখানে রহিয়াছে, তাহা ঐ মাকড়ের ডিম্ব। তাহারপর ডিম্ব হইতে বহুসংখ্যক শাবক উৎপন্ন হয়, কিন্তু সকল পদার্থই এক সেই মাকড়সার মধ্য হইতে প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং মূল কারণ সেই এক

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইত্যব্যলীকং প্রণুতোঽব্জনাভ,-স্তমাবভাষে বচসামৃতেন।
সুপর্ণপক্ষোপরি রোচমানঃ প্রেমস্মিতোদ্বীক্ষণবিভ্রমদ্‌ভ্রূঃ॥ ২২॥

শ্রীভগবানুবাচ।

বিদিত্বা তব চৈত্ত্যং মে পুরৈব সমযোজি তৎ।
যদর্থমাত্মনিয়মৈস্ত্বয়ৈবাহং সমর্চ্চিতঃ॥ ২৩॥

মাকড়সা। সূত্রের ন্যায় যাহা পৃথক্ বস্তু দেখিয়াছি, তাহাও তাহার মধ্য হইতে প্রকাশিত। স্বতন্ত্রভাবে এই সূত্রের সত্তা ছিল না, কার্য্যকালে তাহার স্বতন্ত্র সত্তা উপলব্ধি হয় মাত্র। সেইরূপ এই জগৎপ্রপঞ্চের মূল কিন্তু একমাত্র সেই শ্রীভগবান্, মায়াশক্তিও তাঁহা হইতে অপৃথক্, অথচ কার্য্যকালে তাহাকে পৃথক্‌রূপে প্রকটিত করিয়া শ্রীভগবান্ এই বিশ্বরচনা করিয়া থাকেন; সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সকলই ঐ মায়ার শক্তিতে সাধন করিয়া থাকেন, মূল কিন্তু এক ভগবান্—মায়ার পৃথক্ সত্তা উপলব্ধি হয় মাত্র। এইরূপে স্তব করিয়া কর্দ্দম আবার ভক্তি গদ্‌গদ চিত্তে নিবেদন করিতেছেন—হে করুণাময় প্রভো! তুমি সমস্ত জীবের উদ্ধারকর্ত্তা, উদ্ধার করিবার জন্যই সর্ব্বদা অভিলাষী, কাহাকেও বদ্ধ রাখা তোমার অভিপ্রেত নহে; তবে তোমার সেই কল্যাণময় ইচ্ছা জীবের কর্ম্মসূত্রের মধ্য দিয়া কার্য্যকরী হইয়া থাকে; অর্থাৎ কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করাইতে করাইতে ক্রমশঃ জীবকে প্রকৃত পথ ধরাইতে ইচ্ছা কর। অতএব যাহারা সকামভাবে সাধনা করে, তাহাদের কাম্যফল তোমার তৃপ্তিকর না হইলেও তুমি তাহা প্রদান করিয়া থাক, তখন তাহারা আরও বন্ধনে জড়িত হয়। আমিও সৃষ্টি-বিস্তারের জন্য পত্নী কামনায় তোমাকে ডাকিয়াছি; আমাকে সেই প্রার্থিত ফল ত দিতেই হইবে, অথচ অধিকন্তু ইহাই আমার প্রার্থনা যে আমার এ পত্নীপরিগ্রহের যাহা প্রয়োজন, তাহা অর্থাৎ দৈব, পৈত্র ও আর্ষ ঋণশোধ হইয়া গেলে আর যেন আমার বন্ধনযন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়। হে কৃপাময়! তুমি কৃপা করিয়া ভক্তবৎসল মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছ বলিয়া আমার এই প্রার্থনা করিবার সাহস জন্মিয়াছে, তোমার শ্রীচরণ দর্শনের ফলে যেন আমার পরিণামের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। আমি তোমার চরণে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, হে ভগবন্! আমার প্রার্থনা বিফল করিও না॥ ১৯—২১

অন্বয়ঃ।—সুপর্ণপক্ষোপরি (গরুড়পৃষ্ঠোপরি) রোচমানঃ (শোভমানঃ) অব্জনাভঃ (পদ্মনাভঃ শ্রীহরিঃ) ইতি (পূর্ব্বোক্তরূপেণ) অব্যলীকম্ (অকপটং যথা স্যাৎ তথা) প্রণুতঃ (সম্যক্ স্তুতঃ সন্) প্রেমস্মিতোদ্‌বীক্ষণবিভ্রমদ্‌ভ্রূঃ (প্রেম্ণা স্মিতেন চ উজ্জ্বলেন বীক্ষণেন বিভ্রমন্তী ভ্রূর্যস্য সঃ) অমৃতেন (অমৃততুল্যেন) বচসা (বাক্যেন) তং (কর্দ্দমম্) আবভাষে (কথিতবান্)॥ ২২

মূলানুবাদ।—মৈত্রেয় কহিলেন—গরুড়ের পক্ষপুটের উপরিভাগে বিরাজমান্ ভগবান্ শ্রীহরি কর্দ্দম ঋষির ঐ সকল স্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া সহাস্যবদনে তাঁহার প্রতি প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে তাঁহার ভ্রূযুগল স্পন্দিত হইল; অনন্তর অমৃতের ন্যায় মধুরবাক্যে তিনি মুনিকে কহিতে লাগিলেন॥ ২২

শ্রীধরটীকা।—অমৃতেন সুখকরেণ। প্রেমস্মিতাভ্যাম্ ঈক্ষণেন বিভ্রমন্তী ভ্রূর্যস্য॥ ২২

অন্বয়ঃ।—ত্বয়া যদর্থমেব আত্মনিয়মৈঃ (অন্তঃকরণস্য একাগ্রতাদিভিঃ) অহং সমর্চ্চিতঃ (আরাধিতঃ) মে (ময়া) পুরৈব (প্রাগেব) তব চৈত্ত্যং (চিত্তাভিপ্রায়ং) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) তৎ সমযোজি (সংঘটিতম্)॥ ২৩

ন বৈ জাতু মৃষৈব স্যাৎ প্রজাধ্যক্ষ মদর্হণম্।
ভবদ্বিধেষ্বতিতরাং ময়ি সংগৃভিতাত্মনাম্ ॥ ২৪ ॥
প্রজাপতিপতিঃ সম্রান্মনুর্বিখ্যাতমঙ্গলঃ।
ব্রহ্মাবর্ত্তং যোঽধিবসন্ শাস্তি সপ্তার্ণবাং মহীম্ ॥ ২৫ ॥
স চেহ বিপ্র রাজর্ষির্মহিষ্যা শতরূপয়া।
আয়াস্যতি দিদৃক্ষুস্ত্বাং পরশ্বো ধর্ম্মকোবিদঃ ॥ ২৬ ॥
আত্মজামসিতাপাঙ্গীং বয়ঃশীলগুণান্বিতাম্।
মৃগয়ন্তীং পতিং দাস্যত্যনুরূপায় তে প্রভো ॥ ২৭ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন—মুনিবর! তুমি যে জন্য আত্মসংযমাদি দ্বারা আমার আরাধনা করিয়াছ, আমি পূর্ব্বেই তোমার চিত্তগত সেই অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাহা সংঘটন করিয়া রাখিয়াছি ॥ ২৩

শ্রীধরটীকা।-চৈত্ত্যং হার্দ্দং ভাবম্। যে ময়া সমযোজি সংঘটিতম্। যদর্থমেবাহং সমর্চ্চিতঃ তৎ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—[হে] প্রজাধ্যক্ষ! (প্রজাপতে কর্দ্দম) ভবদ্বিধেষু (ভবাদৃশেষু মধ্যে) ময়ি (মাং প্রতি) অতিতরাম্ (অত্যন্তং) সংগৃভিতাত্মনাম্ (একাগ্রীকৃতচেতসাং) মদর্হণং (মদুপাসনং) জাতু বৈ (কদাচিদপি) মৃষা (বৃথা) ন স্যাদেব ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—হে প্রজাপতি কর্দ্দম! ভবাদৃশ ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা আমার প্রতি অত্যন্ত একাগ্রচিত্ত, তাঁহারা আমার আরাধনা করিলে তাহা কখনই বিফল হয় না ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—প্রজাপতিপতিঃ (প্রজাপতীনাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ) বিখ্যাতমঙ্গলঃ (বিখ্যাতং মঙ্গলম্ অভ্যুদয়সদাচারাদিরূপং যস্য সঃ) যঃ সম্রাট্ মনুঃ ব্রহ্মাবর্ত্তং (তন্নামকং জনপদম্) অধিবসন্ সপ্তার্ণবাং (সপ্তসাগরবেষ্টিতাং) মহীং (পৃথিবীং) শাস্তি (প্রতিপালয়তি) ॥ ২৫

মূলানুবাদ।—যিনি উন্নতি, সদাচার প্রভৃতি কল্যাণকর গুণে সর্ব্বলোক বিখ্যাত, প্রজাপতিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই সম্রাট্ মনু ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে বাস করতঃ সপ্তসাগরবেষ্টিতা পৃথিবীকে পালন করিয়া থাকেন ॥ ২৫

শ্রীধরটীকা।—ময়ি সংগৃভিতঃ সংগৃহীতঃ একাগ্রীকৃতঃ আত্মা চিত্তং যৈঃ তেষাং যন্মদর্হণং ত্বাদৃশেষু অতিতরাং সর্ব্বথা মৃষা। নিষ্ফলং ন স্যাৎ ॥ ২৪ ॥ বিখ্যাতং মঙ্গলম্ অভ্যুদয়সদাচারাদিলক্ষণং যস্য ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—[হে] বিপ্র! (কর্দ্দম!) ধর্ম্মকোবিদঃ (ধর্ম্মজ্ঞঃ) স চ রাজর্ষিঃ (মনুঃ) শতরূপয়া (শতরূপানাম্ন্যা) মহিষ্যা [সহ] ত্বাং দিদৃক্ষুঃ (দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ সন্) পরশ্বঃ ইহ (অস্মিন্ স্থানে) আয়াস্যতি (আগমিষ্যতি) ॥ ২৬

মূলানুবাদ।—হে বিপ্রবর! সেই ধর্ম্মজ্ঞ রাজর্ষি মনু তোমাকে দেখিবার ইচ্ছায় নিজ মহিষী শতরূপাকে সঙ্গে লইয়া আগামী পরশ্ব দিন এস্থানে আগমন করিবেন ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—[হে] প্রভো! (প্রভাবশালিন্ মুনে!) [স মনুঃ] অসিতাপাঙ্গীম্ (অসিতে কজ্জলানুলেপাৎ কৃষ্ণবর্ণে অপাঙ্গে নেত্রপ্রান্তভাগৌ যস্যাঃ তাং) বয়ঃশীলগুণান্বিতাং, পতিং মৃগয়ন্তীং (স্বামিনম্ অন্বিষ্যন্তীম্) আত্মজাং (কন্যাম্) অনুরূপায় (যোগ্যায়) তে (তুভ্যং) দাস্যতি ॥ ২৭

সমাহিতং তে হৃদয়ং যত্রেমান্ পরিবৎসরান্।
সা ত্বাং ব্রহ্মন্ নৃপবধূঃ কামমাশু ভজিষ্যতি ॥ ২৮ ॥
যা ত আত্মভৃতং বীর্য্যং নবধা প্রসবিষ্যতি।
বীর্য্যে ত্বদীয়ে ঋষয় আধাস্যন্ত্যঞ্জসাত্মনঃ ॥ ২৯ ॥
তঞ্চ সম্যগনুষ্ঠায় নিদেশং ম উশত্তমঃ।
ময়ি তীর্থীকৃতাশেষ-ক্রিয়ার্থো মাং প্রপৎস্যসে ॥ ৩০ ॥

মূলানুবাদ।—হে প্রভাবসম্পন্ন মুনিবর! তাঁহার একটি সুন্দরী তরুণবয়স্কা সুশীলা ও সদ্গুণশালি কন্যা আছে। এই কন্যা (সম্প্রতি) যোগ্যস্বামীর অনুসন্ধান করিতেছে। তুমি তাহার উপযুক্ত পাত্র; সুতরাং মনু তোমাকেই এই কন্যা সম্প্রদান করিবেন ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।— [হে] ব্রহ্মন্! ইমান্ পরিবৎসরান্ (ব্যাপ্য) যত্র (যাদৃশ্যাং ভার্য্যায়াং) তে (তব) হৃদয়ং সমাহিতম্ (একাগ্রম্ আসীদিতি শেষঃ) [অসৌ] নৃপবধূঃ (রাজকন্যা, সামান্যতো নারীবাচকোঽয়ং "বধূ" শব্দঃ, অত্র লক্ষণয়া "কন্যা" ইত্যর্থং প্রতিপাদয়তি) সা (তাদৃশী ভার্য্যা সতী) আশু (শীঘ্রং) ত্বাং কাম (পর্য্যাপ্তং) ভজিষ্যতি ॥ ২৮

মূলানুবাদ।—হে বিপ্র! বহুবৎসর যাবৎ যে-ভার্য্যার জন্য তোমার মন অতি একাগ্রভাবে অবস্থিত আছে, এই রাজকন্যা অচিরে তোমার সেই ভার্য্যা হইয়া অবশ্যই তোমাকে পর্য্যাপ্তরূপে ভজ করিবে ॥ ২৮

শ্রীধরটীকা।—হে বিপ্র! মহিষ্যা সহ ॥ ২৬। ২৭ ॥ যত্র যস্যাং ভার্য্যায়াং সমাহিতম্ অভিন্নভাবে স্থিতম্। নৃপবধূঃ রাজকন্যা ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—যা (অসৌ মনুকন্যা) আত্মভৃতম্ (আত্মনি নিজগর্ভে ভৃতং ধৃতং) তে (তব) বীর্য্যং নবধা (নবসংখ্যকসন্ততিরূপেণ) প্রসবিষ্যতি, ত্বদীয়ে বীর্য্যে (তব বীর্য্যোৎপন্নাসু কন্যাসু) ঋষয়ঃ (অপরে মুনয়ঃ) অঞ্জসা (শীঘ্রং) আত্মনঃ (পুত্রান্, "আত্মা বৈ জায়তে পুত্র" ইতি স্মরণাৎ,) আধাস্যন্তি (জনয়িষ্যন্তি) ॥ ২৯

মূলানুবাদ।—এই মনুকন্যা নিজ গর্ভে তোমার বীর্য্য ধারণ করিয়া নয়টি সন্তান প্রসব করিবে। তোমার ঔরসে যে সকল কন্যা জন্মিবে, অন্যান্য ঋষিগণ তাহাদের গর্ভে শীঘ্রই পুত্র উৎপাদন করিবেন ॥ ২৯

শ্রীধরটীকা।—তে বীর্য্যম্ আত্মনি ভৃতং ধৃতং যা প্রসবিষ্যতি সা ভজিষ্যতি। বীর্য্যে বীর্য্যপ্রসূতাসু কন্যাসু অঞ্জসা আত্মনঃ পুত্রানাধাস্যন্তি ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—ত্বঞ্চ মে (মম) নিদেশম্ (আদেশানুরূপং কর্ম্ম) সম্যক্ অনুষ্ঠায় উশত্তমঃ (শুদ্ধসত্ত্বঃ সন্) ময়ি তীর্থীকৃতাশেষক্রিয়ার্থঃ (তীর্থীকৃতঃ পাত্রসাৎকৃতঃ অশেষঃ সমগ্রঃ ক্রিয়ার্থঃ কর্ম্মফলঃ যেন স তথাবিধশ্চ সন্) মাং প্রপৎস্যসে (প্রাপ্স্যসি) ॥ ৩০

মূলানুবাদ।—এইরূপে তুমিও আমার আদেশানুযায়ী কর্ম্মসকল সম্যক্ অনুষ্ঠান করতঃ শুদ্ধসত্ত্বময় হইয়া সমস্ত কর্ম্মফল আমাতে অর্পণ করিয়া আমাকে লাভ করিতে পারিবে ॥ ৩০

শ্রীধরটীকা।—নিদেশমাজ্ঞাম্। উশত্তমঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ। তীর্থং পাত্রং তেন দানং লক্ষ্যতে; ময়ি সমর্পিত সর্ব্বকর্ম্মফল ইত্যর্থঃ ॥ ৩০

কৃত্বা দয়াঞ্চ জীবেষু দত্বা চাভয়মাত্মবান্।
ময্যাত্মানং সহ জগৎ দ্রক্ষ্যস্যাত্মনি চাপি মাম্ ॥ ৩১ ॥
সহাহং স্বাংশকলয়া ত্বদ্বীর্য্যেণ মহামুনে।
তব ক্ষেত্রে দেবহূত্যাং প্রণেষ্যে তত্ত্বসংহিতাম্ ॥ ৩২ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

এবং তমনুভাষ্যাথ ভগবান্ প্রত্যগক্ষজঃ।
জগাম বিন্দুসরসঃ সরস্বত্যা পরিশ্রিতাৎ ॥ ৩৩ ॥
নিরীক্ষতস্তস্য যযাবশেষ-সিদ্ধেশ্বরাভিষ্টুতসিদ্ধমার্গঃ।
আকর্ণয়ন্ পত্ররথেন্দ্রপক্ষৈ-রুচ্চারিতং স্তোমমুদীর্ণসাম ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ।—জীবেষু দয়াং কৃত্বা আত্মবান্ (আত্মজ্ঞানপরায়ণঃ সন্) অভয়ং (বৈরাগ্যে ন কিঞ্চিদ্ভয়মস্তীতি আশ্বাসং) দত্বা চ ময়ি সহ জগৎ আত্মানং (আত্মানং জগচ্চ সহ একীভূতম্) আত্মনি অপি (স্বস্মিংশ্চাপি) মাং দ্রক্ষ্যসি ॥ ৩১

মূলানুবাদ।—জীবের প্রতি দয়া করিয়া ক্রমশঃ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া সন্ন্যাস অবস্থায় লোকসমূহকে অভয় দান করিবে, এইরূপে পরিণামে আমাতে তোমার আত্মা ও জগৎ—এই দুই পদার্থকে একীভূত অবস্থায় এবং তোমার নিজের মধ্যেও আমাকে অভিন্ন অবস্থায় দর্শন করিতে পারিবে ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—[হে] মহামুনে! (কর্দ্দম!) অহং স্বাংশকলয়া, (স্বস্য অংশকলারূপেণ) ত্বদ্বীর্য্যেণ সহ (তব বীর্য্যবিন্দুন্ অধিষ্ঠায় ইত্যর্থঃ) তব ক্ষেত্রে (বীর্য্যাধানপাত্রে) দেবহূত্যাং (তস্যাং তব ভার্য্যায়াম্) [আবির্ভূয়েতি শেষঃ] তত্ত্বসংহিতাং প্রণেষ্যে (রচয়িষ্যামি) ॥ ৩২

মূলানুবাদ।—হে মুনিবর! আমিও নিজ অংশকলারূপে তোমার বীর্য্যবিন্দুসহ তোমার সেই পত্নী দেবহূতির গর্ভে উদ্ভূত হইয়া তত্ত্বসংহিতা প্রণয়ন করিব ॥ ৩২

শ্রীধরটীকা।—গার্হস্থ্যেন দয়াং কৃত্বা, সন্ন্যাসেন চ অভয়ং দত্বা ময়ি আত্মানং জগচ্চ সহ একীভূতং দ্রক্ষ্যসি ॥ ৩১ ॥ ত্বদ্বীর্য্যেণ সহ দেবহূত্যাম্ অবতীর্য্যেতি শেষঃ ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—অথ (অনন্তরং) প্রত্যগক্ষজঃ (প্রত্যগ্ভূতেষু বহির্বিষয়বিরক্তেষু অক্ষেষু ইন্দ্রিয়েষু জায়তে আবির্ভবতীতি প্রত্যগক্ষজঃ তন্ময়েন্দ্রিয়গোচরঃ) ভগবান্ (শ্রীহরিঃ) তম্ (কর্দ্দমম্) অনুভাষ্য (সম্ভাষ্য) সরস্বত্যা [নদ্যা] পরিশ্রিতাৎ (বেষ্টিতাৎ) বিন্দুসরসঃ (তন্নামকসরোবরাৎ) জগাম (গতবান্) ॥ ৩৩

মূলানুবাদ।—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—বিষয়ব্যাবৃত্ত ইন্দ্রিয়বর্গের গোচর সেই ভগবান্ শ্রীহরি কর্দ্দম ঋষিকে এই প্রকারে সম্ভাষিত করিয়া সরস্বতীনদী দ্বারা বেষ্টিত বিন্দুসরোবর হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—অশেষসিদ্ধেশ্বরাভিষ্টুতসিদ্ধমার্গঃ (অশেষৈঃ সমগ্রৈঃ সিদ্ধেশ্বরৈঃ অভিষ্টুতঃ সিদ্ধমার্গো বৈকুণ্ঠমার্গো যস্য সঃ) [কর্দ্দমঃ] . পত্ররথেন্দ্রপক্ষৈঃ (পত্ররথাঃ পক্ষিণঃ, তেষামিন্দ্রঃ গরুড়ঃ, তস্য পক্ষৈঃ) উচ্চারিতং (সর্ব্বতো ব্যক্তীকৃতম্) উদীর্ণসাম (মুনিজনক্রিয়মাণসামগানং) স্তোমং (সামাধারভূতানামৃচাং সমুদায়ঞ্চ) আকর্ণয়ন্ (শৃণ্বন্) নিরীক্ষতঃ তস্য (তস্মিন্ কর্দ্দমে নিরীক্ষমাণে এব) যযৌ (গতবান্) ॥ ৩৪

মূলানুবাদ।—কর্দ্দম ঋষির সমক্ষে সমস্ত সিদ্ধপুরুষগণ শ্রীভগবানের বৈকুণ্ঠ মার্গের প্রশংসা করিতে

অথ সম্প্রস্থিতে শুক্লে কর্দ্দমো ভগবানৃষিঃ।
আস্তে স্ম বিন্দুসরসি তং কালং প্রতিপালয়ন্ ॥ ৩৫ ॥

লাগিলেন, মুনিগণ সামগান করিতে লাগিলেন, তাহা গরুড়ের পক্ষ সঞ্চালনোত্থিত বায়ু দ্বারা চতুর্দ্দিকে ব্যা হইতে লাগিল, আর শ্রীভগবান্ তাহা শ্রবণ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন ॥ ৩৪

শ্রীধরটীকা।—প্রত্যগ্‌ভূতেষক্ষেষু জায়তে আবির্ভবতীতি প্রত্যগক্ষজঃ। সরস্বত্যা নদ্যা পরি-বেষ্টিতাৎ ॥ ৩৩ ॥ অশেষৈস্তপোমন্ত্রাদিসিদ্ধেশ্বরৈরভিষ্টুতঃ সিদ্ধমার্গো বৈকুণ্ঠমার্গো যস্য। যদ্বা অশেষসিদ্ধেশ্বরাভিষ্টু-তাসৌ সিদ্ধৈর্ম্মৃগ্যত ইতি সিদ্ধমার্গশ্চ স যযৌ। পত্ররথেন্দ্রো গরুড়স্তস্য পক্ষৈরুদীর্ণমভিব্যক্তং সাম আকর্ণয়ন্। বৃহদ্রথন্তরে পক্ষাবিতি;শ্রুতেঃ। উচ্চারিতং স্তোমঞ্চ সামাধারভূতানামৃচাং সমুদায়ং শৃণ্বন্। স্তোম আত্মেতি শ্রুতেঃ। সমাসপাঠে উচ্চারিতঃ স্তোমঃ স্তোত্রীয়সমুদায়ো যস্য সাম্ন ইতি ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—অথ (অনন্তরং) শুক্লে (ভগবতি শ্রীহরৌ) সংপ্রস্থিতে (গতে সতি) ভগবান্ কর্দ্দম ঋষিঃ পূঃ কালং (“পরশ্ব” ইতি শ্রীহরিকথিতং সময়ং) প্রতিপালয়ন্ (প্রতীক্ষমাণঃ সন্) বিন্দুসরসি (বিন্দুসরোবরতীরে) আস্তে স্ম (অবস্থিতবান্) ॥ ৩৫

মূলানুবাদ।—অনন্তর ভগবান্ শ্রীহরি চলিয়া গেলে মুনিবর কর্দ্দম (পূর্ব্বোক্ত) সেই সময়ের প্রতীক্ষা করতঃ বিন্দুসরোবরের তীরেই অবস্থান করিলেন ॥ ৩৫

শ্রীধরটীকা।—তং কালং পরশ্ব ইত্যুক্তং প্রতীক্ষমাণঃ ॥ ৩৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মহর্ষি কর্দ্দমের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীহরি অমৃতোপম মধুরবাক্য-বিন্যাসে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন—হে মুনিবর! তুমি একান্ত ভক্তিভাবিতচিত্তে আমার যে উপাসনা করিয়াছ, ইহা কখনও নিষ্ফল হইবে না। বিখ্যাতকীর্ত্তি সম্রাট্ স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মাবর্ত্তে বাস করেন। তোমার অসামান্য গুণগৌরব ও কঠোর তপস্যাদি বৃত্তান্ত শ্রবণে অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত-চিত্তে তোমাকে দেখিবার জন্য তিনি শীঘ্রই নিজ মহিষীসহ এইস্থানে আগমন করিবেন। তাঁহার একটী অশেষ রূপযৌবনসম্পন্না সর্ব্বগুণান্বিতা দেবহূতি নাম্নী কন্যা সম্প্রতি অনুরূপ পতির অনুসন্ধান করিতেছে। তুমিই সর্ব্বতোভাবে সেই কন্যার উপযুক্ত পাত্র; অতএব মনু অবশ্যই ঐ কন্যাটী তোমাকে দান করিবেন ও তাহাতেই তোমার এই দীর্ঘকালীন তপস্যার কাম্যফল সিদ্ধ হইবে। মনুকন্যা দেবহূতি তোমাকে পতিভাবে ভজনা করিলে তোমার ঔরসে তাহার গর্ভে প্রথমতঃ নয়টী সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। তাহার পর তোমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইবে, তখন তুমি সমস্ত অহমিকা বিসর্জ্জন দিয়া কর্ম্মের ফলাফল সকলই আমাতে সমর্পণ করতঃ একান্ত মনে আমার শরণাগত হইবে। তখন জীবগণে দয়া ও আমাতে ঐকান্তিক নির্ভরের ফলে এই চরাচর বিশ্ব ও তোমার আত্মা এবং আমি এ সকলের মধ্যে একীভূত অবস্থা তুমি অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। তৎকালে আমি নিজ অংশকলাদ্বারা তোমার বীর্য্যে অধিষ্ঠিত হইয়া তোমার সেই পত্নীর গর্ভে পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইব এবং তত্ত্বজ্ঞানের শাস্ত্র প্রণয়ন করিব (ইহাই কপিল অবতার)। [এস্থলে পাঠকবর্গকে মনে রাখিতে হইবে যে, শ্রীভগবানের অবতার কেবল মৎস্যাদি দশটীই নহে; এই শ্রীগ্রন্থের প্রথমস্কন্ধেই কথিত আছে “অবতারা হ্যসঙ্খ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ” অর্থাৎ শ্রীহরির অসঙ্খ্য অবতার এবং তাহার পূর্ব্বেই “পঞ্চমঃ কপিলো নাম” ইহাও কথিত আছে।] যাহা হউক, শ্রীভগবান্ এই প্রকারে মহর্ষি কর্দ্দমকে আশ্বাস প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলে কর্দ্দম সেই ভগবৎকথিত মনুসমাগমের প্রতীক্ষায় তথায় অবস্থিত রহিলেন ॥ ২২—৩৫

মনুঃ স্যন্দনমাস্থায় শাতকৌম্ভপরিচ্ছদম্।
আরোপ্য স্বাং দুহিতরং সভার্য্যঃ পর্য্যটন্ মহীম্ ॥ ৩৬ ॥

তস্মিন্ সুধন্বন্নহনি ভগবান্ যৎ সমাদিশৎ।
উপায়াদাশ্রমপদং মুনেঃ শান্তব্রতস্য তৎ ॥ ৩৭ ॥

যস্মিন্ ভগবতো নেত্রান্যপতদ্ হর্ষবিন্দবঃ।
কৃপয়া সম্পরীতস্য প্রপন্নেঽর্পিতয়া ভৃশম্ ॥ ৩৮ ॥

তদ্বৈ বিন্দুসরো নাম সরস্বত্যা পরিপ্লুতম্।
পুণ্যং শিবামৃতজলং মহর্ষিগণসেবিতম্ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ।—সভার্য্যঃ (পত্নীসহিতঃ) মনুঃ শাতকৌম্ভপরিচ্ছদং (শাতকৌম্ভাঃ সুবর্ণময়াঃ পরিচ্ছদা যত্র তথাবিধঃ) স্যন্দনং (রথম্) আস্থায় (অধিরুহ্য) স্বাং দুহিতরং (নিজকন্যাং দেবহূতিম্) আরোপ্য (তত্র উত্থাপ্য) মহীং পর্য্যটন্ (বিচরিতবান্) ॥ ৩৬

মূলানুবাদ।—এই সময়ে স্বায়ম্ভুব মনু নিজ পত্নীসহকারে সুবর্ণ সজ্জায় সুশোভিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক নিজকন্যা দেবহূতিকে সেই রথে উঠাইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছিলেন ॥ ৩৬

শ্রীধরটীকা।—শাতকৌম্ভাঃ সৌবর্ণাঃ পরিকরা যস্মিন্ তং রথমাস্থায় দুহিতরঞ্চারোপ্য বরান্বেষণার্থং পর্য্যটন্ ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—[হে] সুধন্বন্! (ধনুর্ব্বিদ্যাপারদর্শিন্! বিদুর!) ভগবান্ (শ্রীহরিঃ) যৎ (অহঃ) সমাদিশৎ (নির্দ্দিষ্টবান্) তস্মিন্ অহনি তৎ (মনোঃ স্যন্দনং) শান্তব্রতস্য (শমগুণপরায়ণস্য) মুনেঃ (কর্দ্দমস্য) আশ্রমপদম্ উপায়াৎ (সমাজগাম) ॥ ৩৭

মূলানুবাদ।—হে বিদুর! পূর্ব্বে ভগবান্ যে দিনের কথা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সেই দিনে মনুর রথ ঐ শমগুণপরায়ণ কর্দ্দম ঋষির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—[যস্মিন্নিত্যাদিভিঃ সপ্তভিঃ শ্লোকৈরিদানীমাশ্রমং বর্ণয়তি] প্রপন্নে (শরণাগতে কর্দ্দমে) ভৃশম্ (অত্যন্তম্) অর্পিতয়া (বিহিতয়া) কৃপয়া সংপরীতস্য (সম্যক্ পরিব্যাপ্তচিত্তস্য) ভগবতো নেত্রাৎ যস্মিন্ (আশ্রমে) হর্ষবিন্দবঃ (আনন্দাশ্রু-বিন্দবঃ) ন্যপতন্ (নিপতিতা বভূবুঃ) ॥ ৩৮

মূলানুবাদ।—(সম্প্রতি ক্রমিক সাতটী শ্লোকে ঋষির আশ্রম বর্ণিত হইতেছে) এই আশ্রমে শরণাগত কর্দ্দম ঋষির প্রতি শ্রীভগবানের অন্তঃকরণ অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ হওয়ায় তাঁহার শ্রীনয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রুবিন্দু নিপতিত হইয়াছিল ॥ ৩৮

শ্রীধরটীকা।—হে সুধন্বন্ বিদুর। যৎ অহঃ ॥ ৩৭ ॥ তৎপ্রবেশমাত্রেণ পরমানন্দং প্রাপ্ত ইতি দর্শয়িতুম্ আশ্রমং বর্ণয়তি যস্মিন্নিত্যাদিভিঃ সপ্তভিঃ শ্লোকৈঃ। প্রপন্নে কর্দ্দমে ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—তদ্বৈ (পূর্ব্বকথিতমেব আশ্রমস্থং) বিন্দুসরোনাম (বিন্দুসরোনামকং সরোবরং) সরস্বত্যা (সরস্বতীনদ্যা জলপ্রবাহেণ) পরিপ্লুতং (সংশ্লিষ্টং) পুণ্যং (পবিত্রং) শিবামৃতজলং (শিবম্ আরোগ্যজনকং অমৃত-তুল্যঞ্চ জলং যত্র তৎ) মহর্ষিগণসেবিতং (মহর্ষিবর্গৈঃ সাদরং ব্যবহৃতঞ্চ ভবতীতিঃ শেষঃ) ॥ ৩৯

মূলানুবাদ।—সেই আশ্রমস্থ বিন্দুসরোবর সরস্বতীনদীর জলে আপ্লুত এবং অতি পবিত্র, তাহার

পুণ্যদ্রুমলতাজালৈঃ কূজৎপুণ্যমৃগদ্বিজৈঃ ।
সর্ব্বর্ত্তুফলপুষ্পাঢ্যং বনরাজিশ্রিয়ান্বিতম্ ॥ ৪০ ॥
মত্তদ্বিজগণৈর্ঘুষ্টং মত্তভ্রমরবিভ্রমম্ ।
মত্তবর্হিনটাটোপমাহ্বয়ন্মত্তকোকিলম্ ॥ ৪১ ॥
কদম্বচম্পকাশোক-করঞ্জ বকুলাসনৈঃ ।
কুন্দমন্দারকুটজৈশ্চূতপোতৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৪২ ॥
কারণ্ডবৈঃ প্লবৈর্হংসৈঃ কুররৈর্জলকুক্কুটৈঃ ।
সারসৈশ্চক্রবাকৈশ্চ চকোরৈর্বল্গুকূজিতম্ ॥ ৪৩ ॥

জল রোগনাশক ও অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু, মহর্ষিগণ ঐ সরোবরেব জল সাদরে ব্যবহার করিয়া থাকেন ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—পুণ্যদ্রুমলতাজালৈঃ (পুণ্যৈঃ পবিত্রৈঃ দ্রুমাণাং লতানাঞ্চ জালৈঃ সমূহৈঃ) কূজৎপুণ্যমৃগদ্বিজৈঃ (কুজন্তি শব্দায়মানৈঃ পুণ্যৈঃ পবিত্রৈঃ মৃগৈঃ পশুভিঃ দ্বিজৈঃ পক্ষিভিশ্চ উপলক্ষিতমিত্যর্থঃ, উপলক্ষণে তৃতীয়াবিধানাৎ) সর্ব্বর্ত্তুফলপুষ্পাঢ্যং (সর্ব্বেষু ঋতুষু ফলৈঃ পুষ্পৈশ্চ আঢ্যং পরিপূর্ণং) বনরাজিশ্রিয়া (বনশ্রেণীশোভয়া) অন্বিতং (যুক্তং) ["তত্তীর্থবরং প্রবিশ্য" ইত্যুত্তরশ্লোকেনান্বয়ঃ ॥] ৪৯

মূলানুবাদ।—সেই স্থান বহুতর পবিত্র বৃক্ষ ও লতাসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং প্রশান্ত পশু ও পক্ষীদিগের মধুর শব্দে মুখরিত ; সকল ঋতুতেই সেস্থানে প্রচুর ফল ও পুষ্প উৎপন্ন হয়। ঐ স্থান বনশ্রেণীর বিচিত্র শোভায় শোভিত ॥ ৪০

শ্রীধরটীকা।—শিবমারোগ্যম্ অমৃতবৎ স্বাদু জলং যস্মিন্ ॥ ৩৯ ॥ কূজন্তঃ পুণ্যা মৃগা দ্বিজাশ্চ যেষু তৈঃ, পুণ্যদ্রুমলতানাং জালৈঃ সমূহৈঃ যুক্তম্ ॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—মত্তদ্বিজগণৈর্ঘুষ্টং (মদমত্তৈঃ পক্ষিভির্মুখরীকৃতং) মত্তভ্রমরবিভ্রমং (মত্তানাং ভ্রমরাণাং বিভ্রমো বিভ্রান্তবিলসিতং যত্র তৎ) মত্তবর্হিনটাটোপং (মত্তাঃ বর্হিণঃ ময়ূরাঃ তে এব নটাঃ নৃত্যকরাঃ, তেষাম্ আটোপো নর্ত্তনব্যগ্রতা যত্র তৎ) আহ্বয়ন্মত্তকোকিলম্ (আহ্বয়ন্তঃ বনশোভাদর্শনার্থং পরস্পরং ভাষমানাঃ মত্তাঃ কোকিলা যত্র তৎ) [তীর্থবরমিতি পরেণান্বয়ঃ] ॥ ৪১

মূলানুবাদ।—সেই স্থান মদমত্ত পক্ষীদিগের কলরবে মুখরিত, ভ্রমরগণ মধুগন্ধে মুগ্ধ হইয়া তথায় উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় বিচরণ করিতেছে, মদমত্ত ময়ূরগণ নটের ন্যায় মনোহর নৃত্যকলায় ব্যগ্র, মত্ত কোকিলগণ যেন বন শোভা দর্শনের জন্য পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিতেছে ॥ ৪১

শ্রীধরটীকা।—ঘুষ্টং নাদিতম্। মত্তভ্রমরাণাং বিভ্রমো বিনোদো যস্মিন্, মত্তা বর্হিণ এব নটাস্তেষামাটোপো নৃত্যসম্ভ্রমো যস্মিন্। আহ্বয়ন্তঃ মিথো মত্তাঃ কোকিলা যস্মিন্ ॥ ৪১

অন্বয়ঃ।—কদম্বচম্পকাশোককরঞ্জবকুলাসনৈঃ কুন্দমন্দারকূটজৈঃ (তত্তন্নামপ্রসিদ্ধ-বৃক্ষবিশেষৈঃ) চূতপোতৈঃ (তরুণৈরাম্রবৃক্ষৈশ্চ) অলঙ্কৃতম্ [উত্তরত্রৈবান্বয়ঃ] ॥ ৪২

মূলানুবাদ।—কদম্ব, চম্পক, অশোক, করঞ্জ (করমচা), বকুল, আসন (জিয়া গাছ) কুন্দ, মন্দার, কুটুরাজ ও অভিনব আম্র প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ সমূহে সে স্থান অলঙ্কৃত ছিল ॥ ৪২

অন্বয়ঃ।—কারণ্ডবৈঃ প্লবৈঃ হংসৈঃ কুররৈঃ জলকুক্কুটৈ ; সারসৈঃ চক্রবাকৈঃ চকোরৈশ্চ বল্গু (মনোজ্ঞং যথা স্যাৎ তথা) কূজিতং (শব্দিতম্) ॥ ৪৩

তথৈব হরিণৈঃ ক্রোড়ৈঃ শ্বাবিদ্গবয়কুঞ্জরৈঃ।
গোপুচ্ছৈর্হরিভির্মর্কৈর্নকুলৈর্নাভিভির্বৃতম্ ॥ ৪৪ ॥

প্রবিশ্য তত্তীর্থবরমাদিরাজঃ সহানুগঃ।
দদর্শ মুনিমাসীনং তস্মিন্ হুতহুতাশনম্।
বিদ্যোতমানং বপুষা তপস্যুগ্রযুজা চিরম্ ॥ ৪৫ ॥

নাতিক্ষামং ভগবতঃ স্নিগ্ধাপাঙ্গাবলোকনাৎ।
তদ্ব্যাহৃতামৃতকলা-পীযূষশ্রবণেন চ ॥ ৪৬ ॥

মূলানুবাদ।—কারণ্ডব (পাতিহাঁস), প্লব (জলচর পক্ষিবিশেষ) রাজহংস, কাঠ ঠোক্‌রা পাখি, পাণিকৌড়ি, সারস, চক্রবাক ও চকোর প্রভৃতি পক্ষিগণের মধুরশব্দে সে স্থান ধ্বনিত হইতেছিল ॥ ৪৩

অন্বয় :।—তথৈব হরিণৈঃ, ক্রোড়ৈঃ (শূকরৈঃ), শ্বাবিদ্গবয়কুঞ্জরৈঃ (শল্লকগবয়হস্তিভিঃ) গোপুচ্ছৈঃ (বানরবিশেষৈঃ) হরিভিঃ (সিংহৈঃ), মর্কৈঃ (মর্কটৈঃ) নকুলৈঃ, নাভিভিঃ (কস্তুরীমৃগৈঃ) বৃতং (পরিব্যাপ্তম্) ॥ ৪৪

মূলানুবাদ।—[এবং] হরিণ, শূকর, শজারু, গবয় (বনগরু), হস্তী, গোপুচ্ছ (বানরবিশেষ), সিংহ, মর্কট, নকুল ও কস্তুরীমৃগ প্রভৃতি নানাবিধ পশুবর্গে সে স্থান পরিব্যাপ্ত ছিল ॥ ৪৪

শ্রীধরটীকা।—কদম্বাদিভির্বৃক্ষৈরঙ্কলতম্ ॥ ৪২ ॥ কারণ্ডবাদিভিঃ পক্ষিভিঃ বল্গু যথা তথা কুজিতম্ ॥ ৪৩ ॥ হরিণাদিভির্বৃতম্। তত্র ক্রোড়ঃ শূকরঃ। শ্বাবিৎ শল্লকঃ। মর্কো মর্কটঃ, তদ্বিশেষা গোপুচ্ছাঃ। হরির্বানরঃ সিংহো বা নাভিঃ কস্তুরীমৃগঃ ॥ ৪৪

অন্বয়ঃ।—সহানুগঃ (অনুচরবর্গসহিতঃ) আদিরাজঃ (মনুঃ) তৎ (তাদৃশং) তীর্থবরং (পবিত্র ক্ষেত্রং) প্রবিশ্য তস্মিন্ (আশ্রমে) আসীনম্ (উপবিষ্টঃ) হুতহুতাশনং (হুতঃ আহুতিভিস্তর্পিতঃ হুতাশনঃ অগ্নির্যেন তং, হোমপরায়ণমিত্যর্থঃ) চিরং (বহুকালং যাবৎ) তপসি (তপস্যায়াম্) উগ্রযুজা (অত্যন্তব্যাপৃতেন) বপুষা (শরীরেণ) বিদ্যোতমানং (শোভমানং) ভগবতঃ (শ্রীহরেঃ) স্নিগ্ধাপাঙ্গাবলোকনাৎ (সস্নেহকটাক্ষপাতদর্শনাৎ) তদ্ব্যাহৃতামৃতকলা-পীযূষশ্রবণেন চ (তস্য ভগবতঃ ব্যাহৃতং বাক্যমেব অমৃতকলস্য চন্দ্রস্য আ সম্যক্ পীযূষং সুধা, তস্য শ্রবণেন শ্রবণদ্বারাস্বাদগ্রহণেন চ) নাতিক্ষামম্ (অনতিকৃশং) মুনিং (কর্দ্দমং) দদর্শ (দৃষ্টবান্) ॥ ৪৫।৪৬

মূলানুবাদ।—আদিরাজ মনু অনুচরবর্গ সহ সেই পবিত্রক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সেই আশ্রমে উপবিষ্ট হোমপরায়ণ, বহুকাল যাবৎ তপস্যায় অত্যন্ত ব্যাপৃত থাকায় বিশেষ দ্যুতিসম্পন্ন এবং শ্রীভগবানের সস্নেহ দৃষ্টিপাত ও চন্দ্রের সুধার ন্যায় মাধুর্য্যপূর্ণ ভগবদ্‌বাক্য শ্রবণ করায় অনতিকৃশ সেই কর্দ্দম মুনিকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৪৫।৪৬

শ্রীধরটীকা।—হুতঃ হুতাশনো ব্রহ্মচারিযোগ্যো যেন। উগ্রা যুক্ যোগো যস্য তেন বপুষা বিদ্যোতমানম্ ॥ ৪৫ ॥ তস্য ভগবতো ব্যাহৃতং ভাষণমেবামৃতকলা অমৃতমণ্ডলস্য চন্দ্রস্য কলা, তন্ময়পীযূষং তস্য শ্রবণেন চ নাতিক্ষামং তপসা কৃশং তথাপ্যকৃশম্ ॥ ৪৬

প্রাংশুং পদ্মপলাশাক্ষং জটিলং চীরবাসসম্ ।
উপসংস্হৃত্য মলিনং যথার্হণমসংস্কৃতম্ ॥ ৪৭ ॥
অথোটজমুপায়ান্তং নৃদেবং প্রণতং পুরঃ ।
সপর্য্যয়া প্রত্যগৃহ্লাৎ প্রতিনন্দ্যানুরূপয়া ॥ ৪৮ ॥
গৃহীতার্হণমাসীনং সংযতং প্রীণয়ন্ মুনিঃ ।
স্মরন্ ভগবদাদেশমিত্যাহ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥ ৪৯ ॥
নূনং চঙ্‌ক্রমণং দেব সতাং সংরক্ষণায় তে ।
বধায় চাসতাং স ত্বং হরেঃ শক্তির্হি পালিনী ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ ।—প্রাংশুম্ (উন্নতং) পদ্মপলাশাক্ষং (কমলদলতুল্যনেত্রশালিনং) জটিলং (জটাধারিণং) চীরবাসসং (বস্ত্রখণ্ডং পরিদধানং) [তং মুনিম্] উপসংস্হৃত্য (সমীপতো গত্বা) অসংস্কৃতম্ (অমার্জ্জিতম্) অর্হণং যথা (মহারত্নমিব) মলিনম্ (অপ্রকটিতপ্রভাবং [দদর্শেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ] ॥ ৪৭

মূলানুবাদ ।—মুনির দেহ অতি উন্নত, নেত্রদ্বয় পদ্মদলের ন্যায় মনোহর, মস্তকে জটা, পরিধানে চীর বস্ত্রখণ্ড ; মনু তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মার্জ্জনাদি শূন্য মহামূল্য রত্ন যেমন মলিন দেখা যায়, সেইরূপ ঐ মুনিকে অতিশয় মলিন দেখা যাইতেছিল ॥ ৪৭

শ্রীধরটীকা ।—প্রাংশুমুন্নতম্ । উপসংস্হৃত্য সমীপং গত্বা মলিনং দদর্শেতি পূর্ব্বৈব ক্রিয়া । অর্হতেহনেনেতি অর্হণং মহারত্নং তৎ অসংস্কৃতম্ অনির্ণিক্তং যথা মলিনং দৃশ্যতে তদ্বৎ ॥ ৪৭

অন্বয়ঃ ।—অথ (অনন্তরং) [কর্দ্দমঃ] উটজম্ (পর্ণকুটীরম্) উপায়ান্তম্ (আগচ্ছন্তং) পুরঃ (সম্মুখে) প্রণতং নৃদেবং (নরপতিং মনুং) প্রতিনন্দ্য (অভিনন্দিতং কৃত্বা) অনুরূপয়া সপর্য্যয়া (পূজয়া) প্রত্যগৃহ্লাৎ (সংকৃতবান্) ॥ ৪৮

মূলানুবাদ ।—অনন্তর কর্দ্দম ঋষি সেই সম্রাট্ মনুকে কুটীরে আসিয়া সম্মুখে প্রণাম করিতে দেখিয়া অভ্যর্থনা পূর্ব্বক যোগ্য উপচারে তাঁহার সৎকার করিলেন ॥ ৪৮

অন্বয়ঃ ।—মুনিঃ (কর্দ্দমঃ) গৃহীতার্হণং (স্বীকৃতাভিনন্দনম্) আসীনম্ (উপবিষ্টং) সংযতং (সংযমশীলং মনুং) শ্লক্ষ্ণয়া (মধুরয়া) গিরা (বাক্যেন) প্রীণয়ন্ (তোষয়ন্) ভগবতাদেশং (শ্রীহরেঃ পূর্ব্বোক্তং বাক্যং) স্মরন্ (চিন্তয়ন্) ইতি (বক্ষ্যমাণবাক্যম্) আহ (কথিতবান্) ॥ ৪৯

মূলানুবাদ ।—সেই নরপতি মনু ঋষির অভ্যর্থনাগ্রহণ পূর্ব্বক সংযত ভাবে উপবেশন করিলে ঋষি শ্রীভগবানের পূর্ব্বকথিত বাক্য সকল ভাবিতে ভাবিতে মধুর বাক্যে তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করতঃ বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৯

অন্বয়ঃ ।—[হে] দেব ! (প্রভো !) তে (তব) চংক্রমণং (পর্য্যটনং) নূনং (নিশ্চিতং) সতাং (শিষ্টানাং) সংরক্ষণায়, অসতাং (দুষ্টানাং) বধায় চ, হি (যস্মাৎ) স ত্বং (এবম্বিধস্ত্বং) হরেঃ (ভগবতঃ) পালিনী শক্তিঃ (জগৎপালনশক্তিস্বরূপো ভবসীত্যর্থঃ) ॥ ৫০

মূলানুবাদ ।—[ঋষি মনুকে বলিলেন] মহারাজ ! আপনি অবশ্যই সজ্জনের পালন ও দুষ্টের নিধন করিবার জন্যই এরূপ পর্য্যটন করিতেছেন, কারণ শ্রীভগবানের যে জগৎপ্রতিপালিকা শক্তি, আপনারাই ত সেই শক্তিস্বরূপ ॥ ৫০

যোঽর্কেন্দ্বগ্নীন্দ্রবায়ূনাং যমধর্ম্মপ্রচেতসাম্।
রূপাণি স্থান আধৎসে তস্মৈ শুক্লায় তে নমঃ॥ ৫১॥
ন যদা রথমাস্থায় জৈত্রং মণিগণার্পিতম্।
বিস্ফূর্জ্জচ্চণ্ডকোদণ্ডো রথেন ত্রাসয়ন্নঘান্॥ ৫২॥
স্বসৈন্যচরণক্ষুণ্ণং বেপয়ন্ মণ্ডলং ভুবঃ।
বিকর্ষন্ মহতীং সেনাং পর্য্যটস্যংশুমানিব॥ ৫৩॥
তদৈব সেতবঃ সর্ব্বে বর্ণাশ্রমনিবন্ধনাঃ।
ভগবদ্রচিতা রাজন্ ভিদ্যেরন্ বত দস্যুভিঃ॥ ৫৪॥

শ্রীধরটীকা।—উটজং পর্ণশালাং প্রাপ্তং পুরঃ পাদসমীপে প্রণতং আশীর্ভিরভিনন্দ্য সপর্য্যয়া পূজয়া প্রত্যগৃহ্লাৎ সংকৃতবান্॥ ৪৮।৪৯॥ তে চঙ্ক্রমণং পর্য্যটনম্। হি যস্মাৎ॥ ৫০

অন্বয়ঃ।—স্থানে (প্রতাপবিস্তারাদি তত্তৎকার্য্যাবসরে) যঃ [ত্বম্] অর্কেন্দ্বগ্নীন্দ্রবায়ূনাং (অর্কঃ সূর্য্যঃ, ইন্দুঃ চন্দ্রঃ, অগ্নিঃ, বায়ুশ্চ তেষাং) যমধর্ম্মপ্রচেতসাং (যমশ্চ, ধর্ম্মশ্চ, প্রচেতা বরুণঃ, স চ তেষামপীত্যর্থঃ) রূপাণি আধৎসে (ধারয়সি) তস্মৈ শুক্লায় (বিষ্ণুস্বরূপায়) তে (তুভ্যং) নমঃ॥ ৫১

মূলানুবাদ।—হে প্রভো! আপনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ; সুতরাং জগতের আবশ্যকীয় বিভিন্নপ্রকার কার্য্যানুরোধে আপনিই সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, যম, ধর্ম্ম ও বরুণ প্রভৃতি দিক্পালগণের রূপধারণ করিয়া থাকেন, আপনাকে প্রণাম করি॥ ৫১

শ্রীধরটীকা।—মনুস্থং বিষ্ণুং প্রণমতি য ইতি। স্থানে তত্তৎকার্য্যাবসরে। শুক্লায় বিষ্ণবে॥ ৫১

অন্বয়ঃ।—যদা (যস্মিন্নেব সময়ে) বিস্ফূর্জ্জচ্চণ্ডকোদণ্ডঃ (বিস্ফূর্জ্জৎ বজ্রবৎ শব্দায়মানং চণ্ডং ভয়ানকং কোদণ্ডং ধনুর্যস্য সঃ তথাবিধঃ ত্বং) মণিগণার্পিতং (মণিগণস্য অর্পিতম্ অর্পণং যত্র তৎ, বিন্যস্তমণিসমূহমিত্যর্থঃ) জৈত্রং (জয়শীলং) রথম্ আস্থায় (অধিরুহ্য) অংশুমান ইব (সূর্য্য ইব) রথেন অঘান্ (পাপিষ্ঠান্) ত্রাসয়ন্ স্বসৈন্যচরণক্ষুণ্ণং (স্বকীয়সৈন্যানাং চরণসম্পর্কাৎ বিদীর্ণপ্রায়ং) ভুবঃ মণ্ডলং বেপয়ন্ (কম্পয়ন্) মহতীং সেনাং বিকর্ষন্ (পরিচালয়ন্) পর্য্যটসি (ভ্রমসি) [হে] রাজন্! (মনো!) বর্ণাশ্রমনিবন্ধনাঃ (বর্ণাশ্রমাণাং নিবন্ধনং সংরক্ষণোপায়ো যৈঃ তে) ভগবদ্রচিতা (ভগবতা সম্পাদিতাঃ) সর্ব্বে (সেতবঃ) [মর্য্যাদাপ্রভৃতয়ঃ] দস্যুভিঃ তদৈব ভিদ্যেরন্ (উল্লঙ্ঘিতা ভবেয়ুঃ)॥ ৫২—৫৪

মূলানুবাদ।—হে রাজন্! আপনি যদি বজ্রতুল্য টঙ্কারশালী ভীষণ ধনুক গ্রহণ করতঃ মণিগণশোভিত এই রথে আরোহণ করিয়া বিপুল সৈন্যদল সমভিব্যাহারে পদভরে ভূমণ্ডল কম্পিত করিয়া পাপিষ্ঠদিগের ভীতিসম্পাদন পূর্ব্বক বিচরণ না করিতেন, তবে এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সেতুস্বরূপ শ্রীভগবানের রচিত শাস্ত্রাদির মর্য্যাদা তখনই দস্যুগণ কর্ত্তৃক লজ্ঘিত হইত॥ ৫২—৫৪

শ্রীধরটীকা।—ন যদেতি পঞ্চানামন্বয়মর্থঃ,—যদ্যপি ধর্ম্মরক্ষার্থং সর্ব্বতঃ পর্য্যটতস্তব প্রসঙ্গাদত্রাপ্যাগমনং সম্ভবতি তথাপি বিশেষকার্য্যং চেদস্তি তৎ কথ্যতামিতি। জৈত্রং জয়প্রদং, মণিগণা অর্পিতা যস্মিন্ তং রথমারুহ্য ইহ যদা ভুবো মণ্ডলং ন পর্য্যটসি তদা সেতবো ভিদ্যেরন্নিতি ত্রয়াণামন্বয়ঃ। বিস্ফূর্জ্জৎ নাদং কুর্ব্বৎ চণ্ডং কোদণ্ডং যস্য। ৫২॥ স্বসৈন্যস্য চরণৈঃ ক্ষুণ্ণং সংঘটিতম্॥ ৫৩॥ বর্ণাশ্রমাণাং নিবন্ধনং যৈঃ। বত অহো॥ ৫৪

অধর্ম্মশ্চ সমেধেত লোলুপৈর্ব্যঙ্কুশৈর্নৃভিঃ।
শয়ানে ত্বয়ি লোকোঽয়ং দস্যুগ্রস্তো বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥ ৫৫ ॥
তথাপি পৃচ্ছে ত্বাং বীর যদর্থং ত্বমিহাগতঃ।
তদ্বয়ং নির্ব্ব্যলীকেন প্রতিপদ্যামহে হৃদা ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
তৃতীয়স্কন্ধে মনুকর্দ্দম-সংবাদে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ।—ত্বয়ি (মনৌ) শয়ানে (নিশ্চিন্তমবস্থিতে সতি) লোলুপৈঃ (কামনামত্তৈঃ) ব্যঙ্কুশৈঃ (নিরঙ্কুশৈঃ, শাসনশূন্যৈরিতি যাবৎ) নৃভিঃ (লোকৈঃ হেতুভিঃ) অধর্ম্মঃ সমেধেত (সম্যগ্ বৃদ্ধিপ্রাপ্তো ভবেৎ) অয়ং লোকশ্চ (মর্ত্ত্যলোকশ্চ) দস্যুগ্রস্তঃ [সন্] বিনঙ্ক্ষ্যতি (বিনষ্টো ভবিষ্যতি) ॥ ৫৫

মূলানুবাদ।—আপনি যদি নিশ্চিন্ত ভাবে অবস্থান করেন, তবে কামনাবদ্ধ লোকসকল নিরঙ্কু অর্থাৎ শাসনহীন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিবে, তাহাতে অধর্ম্ম অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে এবং এই ভূমণ্ডল দস্যুগ্র হইয়া একেবারে বিনষ্ট হইবে ॥ ৫৫

শ্রীধরটীকা।—নিরঙ্কুশৈর্নৃভির্নিমিত্তভূতৈঃ শয়ানে নিশ্চিন্তে ॥ ৫৫

অন্বয়ঃ।—[হে] বীর! তথাপি (যদ্যপি সামান্যতো বুধ্যতে, যৎ কিঞ্চিৎ বিশিষ্টমেবপ্রয়োজনমুদ্দিশ্য ত্বমাগতোঽসি “প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে” ইতিন্যায়াৎ, তথাপি) ত্বাং পৃচ্ছে (বিশেষ পৃচ্ছামি) ত্বং যদর্থং (যন্নিমিত্তম্) ইহ (মদীয়াশ্রমে) আগতঃ, তৎ (কার্য্যং) বয়ং নির্ব্যলীকেন (সহর্ষে হৃদা (মনসা) প্রতিপদ্যামহে (স্বীকুর্ম্মহে) ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১

মূলানুবাদ।—হে বীর! যদিও সাধারণ ভাবে বুঝিতেছি যে আপনার এই আগমনের অর্থ কোন উদ্দেশ্য আছে, তথাপি তাহা বিশেষ ভাবে শ্রবণ করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি যে এই স্থানে আগমন করিয়াছেন [তাহা প্রকাশ করুন]; আমরা হৃষ্টচিত্তে তাহা সাধন করিতে সম্মত আছি।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—নির্ব্বলীকেন সহর্ষেণ। প্রতিপদ্যামহে স্বীকুর্ম্মহে। ৫৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে কর্দ্দম ঋষির সুদীর্ঘকালীন সাধনার ফলে স্ব শ্রীভগবান্ তাঁহাকে দর্শন দিয়া নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং আশ্বাস দিয়াছেন যে—“স্বায় মনু সস্ত্রীক তোমাকে দেখিবার জন্য আগামী পরশ্ব দিনে এখানে আসিবেন ও তাঁহার কন্যা দেবহূতি তোমার হস্তে সম্প্রদান করিবেন।” এইরূপে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক ভগবান্ অন্তর্হিত হইলে কর্দ ঋষি ভগবন্নির্দ্দিষ্ট “পরশ্বদিনের” প্রতীক্ষায় সেই স্থানেই রহিলেন। এই স্থানটি অতি মনোরম। শরণাগত প্রতিপাল ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীহরি কর্দ্দম ঋষির উপাসনায় আকৃষ্ট হইয়া তথায় আগমন করতঃ তাঁহার ঐকান্তি ভক্তি, বিনীত ব্যবহার ও অকপট আত্মনিবেদনে নিরতিশয় প্রীতি ও করুণা পরবশ হওয়ায় তাঁহার দ্রবীভূত হইয়াছিল ও নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রুধারা বিগলিত হইয়া সে স্থান আপ্লুত করিয়াছিল; অশ্রুবিন্দুর প্রাচুর্য্যে তথায় বিন্দুসরোবর নামে একটি অপূর্ব্ব জলাশয় সৃষ্টি হইয়া রহিয়াছে;

সরস্বতী নদী প্রবাহিতা; বৃক্ষ, লতা, ফল, পুষ্প, পশু, পক্ষি প্রভৃতি নানাবিধ স্থাবর জঙ্গমাদি দ্বারা স্থানটী সর্ব্বতোভাবে শোভমান। তথায় কর্দ্দম ঋষি উৎসুকচিত্তে মনুর অপেক্ষা করিতেছেন। যথাসময়ে পত্নী ও কন্যা সহ মনু বিচিত্ররথে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও তপঃপ্রদীপ্ত-কান্তি ঋষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ঋষি সসম্ভ্রমে ফলপুষ্পাদি দ্বারা তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিলে মনু সানন্দে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তখন মুনি বিনীতভাবে তাঁহার প্রতি নানাবিধ স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা রাজা তাঁহাদের মধ্যে সাধারণ মানব হইতে অনেক বিশিষ্টতা আছে, "পঞ্চানামপি যো ভর্ত্তা নাসৌ প্রাকৃতমানুষঃ" "যিনি পাঁচজনকেও প্রতিপালন করেন, তিনি সামান্য মানব নহেন।" রাজাদিগের মধ্যে শ্রীভগবানের বিশেষ শক্তি নিহিত হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই "এতে সর্ব্বে প্রবৃত্তস্য স্থিতৌ বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ। বিভূতিভূতা রাজানো যে চান্যে মুনিসত্তম॥" "হে মুনিবর! ইহারা এবং অন্যান্য নৃপতিগণ সকলেই বিশ্বপালনতৎপর বিষ্ণুরই শক্তিবিশেষ"। অতএব কর্দ্দম ঋষিও সমগ্র মানবজাতির আদিরাজ মনুকে বলিতেছেন,—"স ত্বং হরেঃ শক্তির্হি পালিনী" এবং শাস্ত্রেও আছে "অষ্টাভিশ্চ সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভির্নির্ম্মিতো নৃপঃ" "শ্রেষ্ঠ দেবগণের আট অংশে রাজা সৃষ্ট হইয়া থাকেন"। তাই কর্দ্দম ঋষি মনুকে কহিতেছেন—"যোঽর্কেন্দ্বগ্নীন্দ্রবায়ূনাং যমধর্ম্মপ্রচেতসাং। রূপাণি স্থান আধৎসে" অর্থাৎ আপনি প্রতাপে সূর্য্য, যশে চন্দ্র, তেজস্বিতায় অগ্নি, ঐশ্বর্য্যে ইন্দ্র, অপ্রতিহতশক্তিতে বায়ু, শত্রুবিনাশে যম, শিষ্টপ্রতিপালনে ধর্ম্ম, গাম্ভীর্য্যে বরুণ; এই বিভিন্ন বিষয়ে আপনি বিভিন্ন দেবভাবাপন্ন। এই প্রকার নানাবিধ স্তুতিবাদে মনুর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া অবশেষে কর্দ্দম প্রার্থনা করিতেছেন—হে রাজন্! আপনি এই মুনিজনের পর্ণকুটীরে কি জন্য পদার্পণ করিয়াছেন, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিলে আমি অকপটচিত্তে তাহা সাধন করিতে যত্নবান্ হইব॥ ৩৬—৫৬

ইতি শ্রীধামশান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীশ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং
শ্রীতারানাথশর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং
তৃতীয়স্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ঃ॥ ২১

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

এবমাবিষ্কৃতাশেষ-গুণকর্ম্মোদয়ো মুনিম্।
সব্রীড় ইব তং সম্রাড়ুপারতমুবাচ হ ॥ ১ ॥

শ্রীমনুরুবাচ।

ব্রহ্মাসৃজৎ স্বমুখতো যুষ্মানাত্মপরীপ্সয়া।
ছন্দোময়স্তপোবিদ্যাযোগযুক্তানলম্পটান্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।—এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) আবিষ্কৃতাশেষগুণকর্ম্মোদয়ঃ (আবিষ্কৃতঃ মুনিনা সম্যগ্ ব্যাখ্যা গুণানাং কর্ম্মণাঞ্চ উদয়ঃ উৎকর্ষো যস্য সঃ) সম্রাট্ (মনুঃ) সব্রীড় ইব (আত্মমাহাত্ম্যশ্রবণাৎ লজ্জিত ইব উপারতং (নিবৃত্তিমার্গানুসারিণং) তং মুনিং (কর্দ্দমম্) উবাচ হ (কথয়ামাস) ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ।—মৈত্রেয় কহিলেন—মহর্ষি কর্দ্দম এই প্রকারে মনুর নানাবিধ গুণ ও কর্ম উৎকর্ষ কীর্ত্তন করিলে মনু আত্মপ্রসংশাবাক্যে লজ্জাবোধ করিয়া সেই নিবৃত্তিধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি কর্দ্দমকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।—

দ্বাবিংশে কর্দ্দমায়াদাদ্ যথাদিষ্টং হি বিষ্ণুনা। মনুর্দুহিতরং দেবহূতিমিত্যনুবর্ণ্যতে ॥

এবমাবিষ্কৃতঃ অশেষাণাং গুণানাং কর্ম্মণাঞ্চ উদয় উৎকর্ষো যস্য স সম্রাট্ মনুঃ। সব্রীড় ইব স্বকীর্ত্তিশ্রবণা প্রত্যাখ্যানশঙ্কয়া বা ; তং মুনিমুবাচ। উপারতং নিবৃত্তিনিরতম্ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—ছন্দোময়ঃ (বেদময়ঃ) ব্রহ্মা আত্মপরীপ্সয়া (আত্মানং বেদং পর্য্যাপ্তুং প্রতিপালয়িতুমিচ্ছয়া) তপোবিদ্যাযোগপ্রভৃতিভির্যুক্তান্ অলম্পটান্ (সাধুচরিত্রান্) যুষ্মান্ স্বমুখতঃ (নিজমুখাৎ) অসৃজৎ ॥ ২

মূলানুবাদ।—মনু কহিলেন—বেদময় ব্রহ্মা স্বীয় আত্মস্বরূপ বেদ রক্ষা করিবার জন্য তপস্যা, বিদ্যা ও যোগসম্পন্ন সাধুচরিত্র ভবাদৃশ ব্যক্তিগণকে নিজমুখ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ২

শ্রীধরটীকা।—মদীয়া কন্যা ত্বয়া পরিণেয়েতি বিজ্ঞাপয়িষ্যন্ যুষ্মদস্মৎসম্বন্ধস্তাবদীশ্বরেণ পূর্ব্ব ঘটিত ইত্যাহ ব্রহ্মেতি সার্দ্ধদ্বাভ্যাম্। আত্মনঃ পরীপ্সয়া পর্য্যাপ্তুমিচ্ছয়া ছন্দোময়স্যাত্মনঃ পর্য্যাপ্তিঃ পাল বেদপ্রবর্ত্তনং তস্য ইচ্ছয়া যুষ্মান্ ব্রাহ্মণান্ অসৃজৎ ॥ ২

তত্ত্রাণায়াসৃজচ্চাস্মান্ দোঃসহস্রাৎ সহস্রপাৎ।
হৃদয়ং তস্য হি ব্রহ্ম ক্ষত্রমঙ্গং প্রচক্ষতে॥ ৩॥
অতো হ্যন্যোন্যমাত্মানং ব্রহ্ম ক্ষত্রঞ্চ রক্ষতঃ।
রক্ষতি স্মাব্যয়ো দেবঃ স যঃ সদসদাত্মকঃ॥ ৪॥
তব সন্দর্শনাদেব চ্ছিন্না মে সর্ব্বসংশয়াঃ।
যৎ স্বয়ং ভগবান্ প্রীত্যা ধর্ম্মমাহ রিরক্ষিষোঃ॥ ৫॥
দিষ্ট্যা মে ভগবান্ দৃষ্টো দুর্দ্দর্শো যোঽকৃতাত্মনাম্।
দিষ্ট্যা পাদরজঃ স্পৃষ্টং শীর্ষ্ণা মে ভবতঃ শিবম্॥ ৬॥

অন্বয়ঃ।—সহস্রপাৎ (বিরাট্‌পুরুষাকৃতিঃ স ব্রহ্মা) তত্ত্রাণায় (তেষাং ব্রাহ্মণানাং ভবতাং ত্রাণায় রক্ষায়ৈ) দোঃসহস্রাৎ (সহস্রেভ্যঃ বাহুভ্যঃ) অস্মান্ (ক্ষত্রিয়ান্) অসৃজৎ, হি (তথাহি) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণং) তস্য (ব্রহ্মণঃ) হৃদয়ং (জ্ঞানশক্তিপ্রাধান্যাৎ অন্তকরণস্বরূপং) ক্ষত্রং (ক্ষত্রিয়জাতিম্) অঙ্গং (ক্রিয়াশক্তিপ্রাধান্যাৎ বাহুস্বরূপং) প্রচক্ষতে (বদন্তি) [বিশেষজ্ঞা ইতি শেষঃ]॥ ৩

মূলানুবাদ।—সহস্রচরণ বিরাট্ মূর্ত্তি ব্রহ্মা ভবাদৃশ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার জন্য নিজ সহস্রবাহু হইতে আমাদিগকে (ক্ষত্রিয়জাতিকে) সৃষ্টি করিয়াছেন; ব্রাহ্মণ তাঁহার হৃদয়স্বরূপ, আর ক্ষত্রিয় তাঁহার বাহুস্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে॥ ৩

শ্রীধরটীকা।—তত্ত্রাণায় ব্রাহ্মণপালনায়। ব্রহ্ম ব্রাহ্মণজাতিঃ। ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়জাতিঃ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—অতো হি (যতঃ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ৌ দ্বাবেব একস্য বিরাট্‌স্বরূপস্য অন্তর্বহিরঙ্গভূতৌ, অতঃ) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণঃ) ক্ষত্রং চ (ক্ষত্রিয়শ্চ) অন্যোন্যং (পরস্পরং) রক্ষতঃ, যঃ দেবঃ (ভগবান্) সদসদাত্মকঃ (সর্ব্বাত্মকঃ) অব্যয়ঃ (নির্ব্বিকারঃ) সঃ রক্ষতি স্ম (প্রাগেবৈতদ্ রক্ষাবিধানং করোতি স্ম ইতি ভাবঃ)॥ ৪

মূলানুবাদ।—অতএব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ইহারা পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকেন, এই রক্ষাবিধান সেই সর্ব্বাত্মক নির্ব্বিকার ভগবান্‌ই করিয়া দিয়াছেন॥ ৪

অন্বয়ঃ।—তব সন্দর্শনাদেব মে (মম) সর্ব্বসংশয়াঃ ছিন্নাঃ (দূরীভূতাঃ) প্রীত্যা (প্রীতিবশেন) ভগবান্ (ভবান্) স্বয়ং যৎ রিরক্ষিষোঃ (সৃষ্টিরক্ষাভিলাষিণো মম সম্বন্ধে) ধর্ম্মং (কর্ত্তব্যপথম্) আহ (উপদিষ্টবান্) [এতত্তু মে সমধিকং সৌভাগ্যমিতি শেষঃ]॥ ৫

মূলানুবাদ।—আপনাকে দর্শন করিয়াই আমার সকল সংশয় দূরীভূত হইয়াছে, তাহার পর আপনি প্রীতিবশতঃ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া আমাকে যে রক্ষাভিলাষি-জনোচিত ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছেন, ইহা আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য॥ ৫

শ্রীধরটীকা।—এবং স দেব এব রক্ষতি স্ম। কোঽসৌ? যঃ সদসদাত্মকঃ সর্ব্বাত্মকঃ। তথাপ্যব্যয়ো নির্ব্বিকারঃ॥ ৪॥ তং বিজ্ঞাপয়িতুমেব তদ্দর্শনাদিকমভিনন্দতি তবেতি ত্রিভিঃ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—যঃ ভগবান্ (ভবান্) অকৃতাত্মনাম্ (অপুণ্যবতাং) দুর্দ্দর্শঃ (দুর্লভদর্শনঃ) [সঃ ভবান্] মে (ময়া ইত্যর্থঃ, ষষ্ঠীপ্রয়োগস্তু সম্বন্ধবিবক্ষয়া আর্ষঃ) দিষ্ট্যা (ভাগ্যেন) দৃষ্টঃ, মে (মম) শীর্ষ্ণা (শিরসা) ভবতঃ শিবং (মঙ্গলময়ং) পাদরজঃ (চরণধূলিকণঃ) দিষ্ট্যা (ভাগ্যেনৈব) স্পৃষ্টম্॥ ৬

দিষ্ট্যা ত্বয়ানুশিষ্টোঽহং কৃতশ্চানুগ্রহো মহান্।
অপাবৃতৈঃ কর্ণরন্ধ্রৈর্জুষ্ট্যা দিষ্ট্যোশতীর্গিরঃ ॥ ৭ ॥
স ভবান্ দুহিতৃস্নেহ-পরিক্লিষ্টাত্মনো মম।
শ্রোতুমর্হতি দীনস্য শ্রাবিতং কৃপয়া মুনে ॥ ৮ ॥
প্রিয়ব্রতোত্তানপদোঃ স্বসেয়ং দুহিতা মম।
অন্বিচ্ছতি পতিং যুক্তং বয়ঃশীলগুণাদিভিঃ ॥ ৯ ॥
যদা তু ভবতঃ শীল-শ্রুতরূপবয়োগুণান্।
অশৃণোন্নারদাদেষা ত্বয্যাসীৎ কৃতনিশ্চয়া ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ।—পুণ্যবান্ ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের পক্ষে আপনার দর্শন অতি দুর্লভ, তবে আমি যে আপনার দর্শন পাইলাম এবং আপনার শ্রীচরণের মঙ্গলময় ধূলিকণা মস্তকদ্বারা স্পর্শ করিতে পাইলাম, ইহা নিতান্ত সৌভাগ্যের ফল ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—দিষ্ট্যা (ভাগ্যেন) ত্বয়া অহম্ অনুশিষ্টঃ (উপদিষ্টঃ) এষ চ মহান্ অনুগ্রহঃ কৃতঃ, দিষ্ট্যা চ অপাবৃতৈঃ (উন্মুক্তৈঃ) কর্ণরন্ধ্রৈঃ উশতীঃ (দ্বিতীয়াবহুবচনান্তং পদমার্ষং, তথাচ উশত্যঃ কমনীয়া ইত্যর্থঃ) গিরঃ (তব বাক্যানি) জুষ্টাঃ (অনুভূতাঃ ময়েতি শেষঃ) ॥ ৭

মূলানুবাদ।—আমার ভাগ্যবশতঃ আপনি আমাকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, ইহা মহৎ অনুগ্রহ করা হইয়াছে। আমি উন্মুক্তকর্ণে অবাধে যে আপনার কমনীয় উপদেশ শ্রবণ করিতে পাইলাম, ইহাও আমার পরম সৌভাগ্য ॥ ৭

শ্রীধরটীকা।—অকৃতাত্মনাম্ অবশীকৃতচিত্তানাম্ ॥ ৬ ॥ অনুগ্রহোঽনুশাসনাদিরূপ এব। উশতীঃ উশত্যঃ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—[হে] মুনে! সঃ (তথাবিধানুগ্রহকারী) ভবান্ দুহিতৃস্নেহপরিক্লিষ্টাত্মনঃ (কন্যাস্নেহপ্রপীড়িতচিত্তস্য) [অতএব] দীনস্য (কাতরস্য) মম শ্রাবিতং (বিজ্ঞাপনং) কৃপয়া শ্রোতুম্ অর্হতি ॥ ৮

মূলানুবাদ।—হে মুনিবর! [আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন] সম্প্রতি আমি কন্যার প্রতি স্নেহবশতঃ অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতেছি, এজন্য অতি কাতরভাবে আপনার নিকট যাহা বিজ্ঞাপন করিব, কৃপাপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করিলে অনুগৃহীত হইবে ॥ ৮

শ্রীধরটীকা।—বিজ্ঞাপয়তি স ভবানিতি সপ্তভিঃ। দুহিতুঃ স্নেহেন পরিক্লিষ্ট আত্মা যস্য। শ্রাবিতং বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—প্রিয়ব্রতোত্তানপদোঃ (প্রিয়ব্রতোত্তানপাদনামকয়োর্মৎপুত্রয়োঃ) স্বসা (ভগিনী) মম দুহিতা (কন্যা) ইয়ং (দেবহূতিঃ) বয়ঃশীলগুণাদিভিঃ যুক্তং পতিম্ (স্বামিনম্) অন্বিচ্ছতি (অনুসন্ধত্তে) তু (কিন্তু) যদা (যস্মিন্ সময়ে) এষা (কন্যা) নারদাৎ ভবতঃ শীলশ্রুতরূপবয়োগুণান্ (শীলং সৎস্বভাব, শ্রুতং শাস্ত্রজ্ঞানং, রূপং সৌন্দর্য্যং, বয়ঃ যৌবনং, গুণাঃ দয়াদাক্ষিণ্যাদয়ঃ, তান্) অশৃণোৎ (শ্রুতবতী) [তদা] ত্বয়ি কৃতনিশ্চয়া (দৃঢ়ীকৃতসংকল্পা) আসীৎ ॥ ৯।১০

মূলানুবাদ।—প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের ভগিনী আমার কন্যা এই দেবহূতি যোগ্যবয়স, স্বভাব ও গুণাদিযুক্ত পতি অনুসন্ধান করিতেছিল, কিন্তু যখন নারদের মুখে আপনার স্বভাব, শাস্ত্রজ্ঞান, সৌন্দর্য্য, বয়স

তৎ প্রতীচ্ছ দ্বিজাগ্র্যেমাং শ্রদ্ধয়োপাহৃতাং ময়া।
সর্ব্বাত্মনানুরূপাং তে গৃহমেধিষু কর্ম্মসু ॥ ১১ ॥
উদ্যতস্য হি কামস্য প্রতিবাদো ন শস্যতে।
অপি নির্ম্মুক্তসঙ্গস্য কামরক্তস্য কিং পুনঃ ॥ ১২ ॥
য উদ্যতমনাদৃত্য কীনাশমভিযাচতে।
ক্ষীয়তে তদ্‌যশঃ স্ফীতং মানশ্চাবজ্ঞয়া হতঃ ॥ ১৩ ॥
অহং ত্বাশৃণবং বিদ্বন্‌ৃ্বাহার্থং সমুদ্যতম্।
অতস্ত্বমুপকুর্ব্বাণঃ প্রত্তাং প্রতিগৃহাণ মে ॥ ১৪ ॥

ও সদ্‌গুণ প্রভৃতির কথা শুনিয়াছে, সেই অবধি আপনাকেই পতিত্বে বরণ করিবার জন্য স্থির করিয়া রাখিয়াছে ॥ ৯। ১০

অন্বয়ঃ।—[হে] দ্বিজাগ্র্য (বিপ্রবর!) তৎ (তস্মাদ্ধেতোঃ) ময়া শ্রদ্ধয়া উপাহৃতাম্ (অর্পিতাং) গৃহমেধিষু (গৃহস্থাশ্রমোচিতেষু) কর্ম্মসু সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্বতো ভাবেন) তে (তব) অনুরূপাং (যোগ্যাম্) ইমাং (কন্যাং) প্রতীচ্ছ (গৃহাণ) ॥ ১১

মূলানুবাদ।—অতএব হে বিপ্রবর! আপনি আমার এই কন্যাকে গ্রহণ করুন, আমি শ্রদ্ধাসহকারে ইঁহাকে দান করিতেছি, গৃহস্থাশ্রমের কার্য্যকলাপে এই কন্যা সর্ব্বতোভাবে আপনার অনুরূপা হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১১

শ্রীধরটীকা।—প্রিয়ব্রতোত্তানপদোঃ স্বসেতি পুত্রিকাকরণশঙ্কা নিরস্তা। মম সুতেতি ক্ষত্রিয়কন্যা তব যোগ্যেতি দর্শিতম্ ॥ ৯ ॥ এষা দেবহূতিঃ ॥ ১০ ॥ প্রতীচ্ছ স্বীকুরু ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—উদ্যতস্য (স্বত উপস্থিতস্য) কামস্য (ভোগ্যবিষয়স্য) প্রতিবাদঃ (প্রত্যাখ্যানং) নির্ম্মুক্তসঙ্গস্য (ত্যাগিনঃ) অপি ন শস্যতে (সমুচিতং ন ভবতি) কামরক্তস্য (বিষয়াসক্তস্য সম্বন্ধে) পুনঃ কিং? [প্রত্যাখ্যানং সুতরামেব অনুচিতমিতি কিমধিকং বক্তব্যম্] ॥ ১২

মূলানুবাদ।—যে ব্যক্তি বিষয়াসক্তিশূন্য, তাহার নিকটেও যদি কোনও ভোগ্যবিষয় আপনা হইতে উপস্থিত হয়, তবে তাহা প্রত্যাখ্যান করা যুক্তিসঙ্গত নহে; সুতরাং বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে আর অধিক কি বলিব? ॥ ২

শ্রীধরটীকা।—উদ্যতস্য স্বতঃপ্রাপ্তস্য বিষয়স্য প্রতিবাদঃ প্রত্যাখ্যানম্ ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—যঃ (জনঃ) উদ্যতম্ (অযাচিতোপস্থিতম্ বিষয়ম্) অনাদৃত্য (উপেক্ষ্য) [পশ্চাৎ] কীনাশং (কৃপণম্) অভিযাচতে (প্রার্থয়তে) স্ফীতং (বিপুলমপি) তদ্‌যশঃ (তস্য কীর্ত্তিঃ) ক্ষীয়তে, মানশ্চ অবজ্ঞয়া হতঃ (বিনষ্টো ভবতীতি শেষঃ) ॥ ১৩

মূলানুবাদ।—অযাচিতভাবে উপস্থিত বিষয়ে অনাদর করিয়া যে ব্যক্তি পরে অধমের নিকট যাচ্ঞা করে, তাহার বিপুল যশ থাকিলেও তাহা নষ্ট হয় এবং সম্মানও লোকের অবজ্ঞায় দূরীভূত হইয়া যায় ॥ ১৩

শ্রীধরটীকা।—কীনাশং কৃপণম্। অবজ্ঞয়া পরাপমানেন ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—[হে] বিদ্বন্! ত্বা (ত্বাম্) অহম্ উদ্বাহার্থং (বিবাহনিমিত্তং) সমুদ্যতং (সম্যগভিলাষিণম্) অশৃণবং (শ্রুতবানস্মি) অতঃ ত্বং মে (মম) উপকুর্ব্বাণঃ (উপকারং কুর্ব্বন্ সন্) প্রত্তাং (মৎপ্রদত্তামিমাং) প্রতিগৃহাণ ॥ ১৪

শ্রীঋষিরুবাচ।

বাঢ়মুদ্বোঢ়ুকামোঽহমপ্রত্তা চ তবাত্মজা।
আবয়োরনুরূপোঽসাবাদ্যো বৈবাহিকো বিধিঃ ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ।—হে বিদ্বন্! আমি শুনিয়াছি আপনি বিবাহের জন্য অভিলাষী, অতএব আমার প্রদত্ত এই কন্যাকে গ্রহণ করুন, ইহাতে আমারও উপকার করা হইবে ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—যস্য সাবধি ব্রহ্মচর্য্যং স উপকুর্ব্বাণঃ। প্রত্তাং ময়া দত্তাম্ ॥ ১৪

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—সুমধুর সম্ভাষণে কর্দ্দম ঋষিকে আপ্যায়িত করিয়া যে প্রকারে মনু তাঁহার সহিত নিজকন্যা দেবহূতির বিবাহ সংঘটন করিলেন, তাহাই এই অধ্যায়ে মৈত্রেয় মুনি বিদুরের নিকট বর্ণন করিতেছেন। কর্দ্দমের আশ্রমে মনুর উপস্থিতি ও কর্দ্দম কর্ত্তৃক তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা পূর্ব্বক গুণানুবাদ-কীর্ত্তন পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। ঋষির সেই সকল শিষ্টতম ব্যবহার ও স্তুতিবাদে মনু অত্যন্ত লজ্জা ও নম্রতা সহকারে কর্দ্দমের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রধান বক্তব্য বিষয় এই যে—"তৎপ্রতীচ্ছ দ্বিজাগ্র্যেমাং শ্রদ্ধয়োপহৃতাং ময়া। সর্ব্বাত্মনানুরূপাং তে গৃহমেধিষু কর্ম্মসু ॥" "হে দ্বিজবর! আমি অতি শ্রদ্ধা সহকারে আমার এই কন্যা আপনাকে অর্পণ করিতেছি। এই কন্যা আপনার গার্হস্থ্যধর্ম্মের সর্ব্বতোভাবে উপযুক্তা, অতএব আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন"। এই মুখ্য প্রস্তাব উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে অনেক প্রকার যুক্তি-কৌশলে মনু কর্দ্দমকে বুঝাইয়া লইতেছেন যে, তাঁহার সহিত এই সম্বন্ধস্থাপন সর্ব্বাংশেই সমুচিত; সেই অভিপ্রায় অনুসারেই মনু কহিতেছেন—হে মুনিবর! আপনি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, বেদাদি ধর্ম্মকোষের রক্ষার জন্য বিরাট্-পুরুষ নিজ অঙ্গ হইতে আপনাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার আপনাদের রক্ষার জন্য আমাদিগকে নিজ অঙ্গ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। ধর্ম্মবলে আপনারা আমাদের সহায়, আর কর্ম্মবলে আমরা আপনাদের সহায়, এইরূপ পরস্পরের প্রতি পরস্পরকে দৃঢ় সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ করিয়াই শ্রীভগবান্ আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ আমার এই কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপ পতিপ্রাপ্তির জন্য বহু অনুসন্ধান করিতে করিতে যখন আপনার বিষয় জ্ঞাত হইয়াছে, তখন হইতেই মনে মনে আপনাকে পতিরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছে; সুতরাং এই কন্যার সুসঙ্গত সদাকাঙ্খা পূরণের জন্য আমি আপনার নিকট প্রার্থীরূপে উপস্থিত। কন্যাটিও রূপ, গুণ, কুলশীল, বয়স প্রভৃতিতে সর্ব্বাংশেই আপনার যোগ্যা; তারপর "পিতা ন জ্ঞায়তে যস্যা ভ্রাতা যস্যা ন বিদ্যতে, নোপযচ্ছেত্ তাং কন্যাং ধর্ম্মলোপভয়াৎ সুধীঃ" অর্থাৎ "যাহার পিতার সন্ধান পাওয়া যায় না কিম্বা যাহার ভ্রাতা নাই, সেইরূপ কন্যাকে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবাহ করিবেন না, কারণ উহাতে ধর্ম্মলোপের আশঙ্কা আছে।" এই শাস্ত্রীয় বিধির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গেলেও আমার কন্যা উপেক্ষণীয়া নহে, কারণ "প্রিয়ব্রতোত্তানপদোঃ স্বসেয়ং দুহিতা মম" অর্থাৎ প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে ইহার দুইটি ভ্রাতা আছে, আর পিতা ত আমি এখানেই বিদ্যমান। (অথবা)—আমার যখন প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক দুই পুত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন এই কন্যাকে আমি পুত্রিকাকরণবিধি অনুসারে পুত্ররূপে গৃহে রক্ষা করিতে পারিব না; ইহাকে যোগ্যপাত্রে সমর্পণ করিতেই হইবে এবং আপনিও সৃষ্টধর্ম্মপালনের জন্য বিবাহ করিতে অভিলাষী বলিয়া আমি জ্ঞাত হইয়াছি। এ অবস্থায় অযাচিত ভাবে আপনার নিকটে সমর্পিতা আমার কন্যা কোনরূপেই আপনার উপেক্ষণীয়া নহে, আপনি দয়া করিয়া ইহাকে গ্রহণ করিয়া আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন ॥ ১—১৪

অন্বয়ঃ।—অহম্ উদ্বোঢ়ুকামঃ (পরিণয়প্রার্থী, ইতি) বাঢ়ং [স্বীকারার্থে অব্যয়মিদং] তব আত্মজা

কামঃ স ভূয়ান্নরদেব তেঽস্যাঃ পুত্র্যাঃ সমাম্নায়বিধৌ প্রতীতঃ।
ক এব তে তনয়াং নাদ্রিয়েত স্বয়ৈব কান্ত্যা ক্ষিপতীমিব শ্রিয়ম্ ॥ ১৬ ॥
যাং হর্ম্মপৃষ্ঠে ক্বণদঙ্ঘ্রিশোভাং বিক্রীড়তীং কন্দুকবিহ্বলাক্ষীম্।
বিশ্বাবসুর্ন্যপতৎ স্বাদ্বিমানাদ্‌-বিলোক্য সম্মোহবিমূঢ়চেতাঃ ॥ ১৭ ॥
তাং প্রার্থয়ন্তীং ললনাললাম-মসেবিত শ্রীচরণৈরদৃষ্টাম্।
বৎসাং মনোরুচ্চপদঃ স্বসারং কো নানুমন্যেত বুধোঽভিযাতাম্ ॥ ১৮ ॥

চ (কন্যাচেয়ম্) অপ্রত্তা (বাচা মনসাঽপি বা কস্মৈচিদপি ন দত্তা) [অত] আবয়োঃ (অস্যাঃ কন্যায়া মম চ) অসৌ আদ্যঃ (সর্ব্বতোভাবেন প্রাথমিকঃ) বৈবাহিকো বিধিঃ (বিবাহানুষ্ঠানম্) অনুরূপ (উপযুক্ত এব ভবেদিতি শেষঃ) ॥ ১৫

মূলানুবাদ।—কর্দ্দম ঋষি বলিলেন—আমি বিবাহ-প্রার্থী ইহা সত্য, আপনার এই কন্যাও অদত্তা। আমাদের উভয়ের মধ্যে এই প্রথম বিবাহ ব্যাপার সংঘটিত হইলে ইহা উপযুক্ত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা।—অপ্রত্তা চেতি মধ্যেব কৃতনিশ্চয়ত্বাৎ কস্মৈচিৎ প্রতিশ্রুতা ন ভবতীত্যর্থঃ। আদ্যঃ প্রথমঃ ততঃ পূর্ব্বং বিবাহাভাবাৎ মুখ্য ইতি বা ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—[হে] নরদেব! (নৃপতে!) সমাম্নায়বিধৌ (শাস্ত্রোক্তবিবাহবিধৌ) প্রতীতঃ (প্রসিদ্ধঃ) সকামঃ ("গৃভ্ণামিতে সৌভগত্বায় হস্তং, ময়া পত্যা জরদষ্টির্ভবেথাঃ" ইত্যাদিপ্রার্থনামন্ত্রঃ) তে (তব) অস্যাঃ পুত্র্যাঃ (কন্যায়াঃ সম্বন্ধে) ভূয়াৎ (সফলো ভবেৎ) স্বয়ৈব (এবকারেণ ভূষণাদিব্যবচ্ছেদঃ, তথাচ ভূষণাদ্যনুদ্ভাবিতয়া স্বাভাবিক্যা এব) কান্ত্যা (সৌন্দর্য্যেন) শ্রিয়ং (ভূষণাদিশোভাং) ক্ষিপতীমেব (গর্হয়ন্তীমিব) তে তনয়াং (তব কন্যামিমাং) ক এব ন আদ্রিয়েত (সর্ব্ব এব আদ্রিয়েত ইত্যর্থঃ) ॥ ১৬

মূলানুবাদ।—হে রাজন্! শাস্ত্রোক্ত বিবাহ বিধিতে প্রসিদ্ধ সেই সকল প্রার্থনা মন্ত্র আপনার এই কন্যাসম্বন্ধে সার্থক হইবে, কারণ ইহার দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যগুণেই অলঙ্কারাদির শোভা পরাভূত হইয়া থাকে, অতএব কে ইহাকে আদর না করিবে? ॥ ১৬

শ্রীধরটীকা।—ভূয়াৎ ভবেৎ। প্রতীতঃ—গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যেত্যাদিমন্ত্রপ্রসিদ্ধঃ। স্বয়াঙ্গকান্ত্যৈব শ্রিয়ং বিভূষণাদিশোভাম্ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে (প্রাসাদোপরি) বিক্রীড়তীম্ (আর্ষঃ প্রয়োগ এষঃ, ক্রীড়াপরায়ণামিত্যর্থঃ) ক্বণদঙ্ঘ্রিশোভাং (নূপুরমুখরিতচরণশোভিতাং) কন্দুকবিহ্বলাক্ষীং (কন্দুকঃ ক্রীড়নদ্রব্যবিশেষঃ, "বল" ইতি বস্তু প্রসিদ্ধঃ, তেন তৎসঞ্চলনেন ইতি যাবৎ, বিহ্বলে বিচলিতে অক্ষিণী যস্যাঃ তাং) যাং (তব কন্যামিমাং) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) বিশ্বাবসুঃ (গন্ধর্ব্ববিশেষঃ) সম্মোহবিমূঢ়চেতাঃ [সন্] স্বাদ্ বিমানাৎ (স্বকীয়াদ্ রথাৎ) ন্যপতৎ (নিপতিতো বভূব) ॥ ১৭

মূলানুবাদ।—কোনও এক সময়ে আপনার এই কন্যা অট্টালিকার উপরিভাগে কন্দুক ক্রীড়া (বল-খেলা) করিতেছিল, কন্দুকের প্রতি একাগ্রচিত্তে দৃষ্টি দান করতঃ ইতস্ততঃ ধাবমান হওয়ায় নূপুর শব্দে ইহার চরণ মুখরিত হইতেছিল, সেই সময়ে বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্ব ইহাকে দেখিয়া মোহবিহ্বলচিত্তে নিজ রথ হইতে পতিত হইয়াছিলেন ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—ললনাললামাং (ললনাসু রমণীষু মধ্যে ললামং ভূষণস্বরূপাং) অসেবিতশ্রীচরণৈঃ (মদিষ্ট-

অতো ভজিষ্যে সময়েন সাধ্বীং যাবৎ তেজো বিভৃয়াদাত্মনো মে।
অতো ধর্ম্মান্ পারমহংস্যমুখ্যান্ শুক্লপ্রোক্তান্ বহু মন্যেঽবিহিংস্রান্॥ ১৯॥
যতোঽভবদ্বিশ্বমিদং বিচিত্রং সংস্থাস্যতে যত্র চ বাব তিষ্ঠতে।
প্রজাপতীনাং পতিরেষ মহ্যং পরং প্রমাণং ভগবাননন্তঃ॥ ২০॥

দেবস্য শ্রীমন্নারায়ণস্য কান্তায়া লক্ষ্ম্যাশ্চরণসেবাবিরহিতৈর্জনৈঃ) অদৃষ্টাং (দ্রষ্টুমশক্যাং) মনোঃ (তব) যশ (কন্যাং) উচ্চপদঃ (উত্তানপাদস্য) স্বসারং (ভগিনীং) প্রার্থয়ন্তীং (কাময়মানাম্) অভিযাতাং (স্বয়মভ্যাগতাং) তাম্ (এতাং স্ত্রিয়ং) বুধঃ (বিজ্ঞঃ) কঃ (জনঃ) ন অনুমন্যেত? (পত্নীত্বেন ন গৃহ্নীয়াৎ?)॥ ১৮

মূলানুবাদ।—রমণীকুলের ভূষণস্বরূপা, স্বয়ং মনুর কন্যা, উত্তানপাদের ভগিনী, লক্ষ্মীর পদসেবা ব্যতিরে যাহার দর্শন লাভ দুর্ঘট, তথাবিধা এই রমণী পতিপ্রার্থনায় স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলে কোন্ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ইহাকে গ্রহণ করিতে অসম্মত হইতে পারে?॥ ১৮

শ্রীধরটীকা।—যাং বিলোক্য ন্যপতৎ। সম্মোহেন বিমূঢ়ং ব্যাকুলং চেতো যস্য, স্তনভ্যামজিঘ্রাং যস্যাঃ॥ ১৭॥ ললনানাং ললামং ভূষণভূতাম্। অসেবিতৌ শ্রিয়শ্চরণৌ যৈস্তৈরদৃষ্টাং দ্রষ্টুমপ্যযোগ্যাম্। উরু উত্তানপাদস্য। অভিজাতাং স্বয়ং প্রাপ্তাম্॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—অতঃ (অস্মাৎ কালাদারভ্য) যাবৎ (যাবৎকালপর্য্যন্তং) মে (মম) আত্মনঃ (নিজস্য) তেজ (বীর্য্যং) বিভৃয়াৎ (ধারয়েৎ) [তাবতা] সময়েন সাধ্বীং (পতিব্রতামেনাং) ভজিষ্যে (গার্হস্থ্যধর্ম্মেণ সেবিষ্যে) অতঃ (তদনন্তরং) পারমহংস্যমুখ্যান্ (সন্ন্যাসিজনোচিতান্) অবিহিংস্রান্ (হিংসাবিরহিতান্) শুক্লপ্রোক্তান্ (ভগবদ্‌বিহিতান্) ধর্ম্মান্ বহু মন্যে (আদরণীয়ান্ মন্যে)॥ ১৯

মূলানুবাদ।—এই সাধ্বী রমণী অদ্যাবধি যতদিন পর্য্যন্ত আমার স্বকীয় বীর্য্য ধারণ করিবে অর্থাৎ যতদিন না সন্তান উৎপন্ন হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমি গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুসারে ইহাকে ভজনা করিব, অনন্তর শ্রীভগবানের নির্দ্দিষ্ট সন্ন্যাসিজনোচিত অহিংসাধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই আমার অভিমত॥ ১৯

শ্রীধরটীকা।—ভজিষ্যে স্বীকরিষ্যে। যাবদপত্যোপত্তিস্তাবদ্গার্হস্থ্যং ততঃ পরং সন্ন্যাস ইত্যভিপ্রায় সময়ঃ। তমেবাহ—যাবদাত্মনো মম চ তেজো গর্ভং বিভৃয়াৎ। যদ্বা মমাত্মনো দেহাচ্চ্যুতং তেজো বীর্য্য বিভৃয়া দিতি। অতঃপরং পারমহংস্যং জ্ঞানং তস্মিন্ মুখ্যান্, শুক্লেন বিষ্ণুনা সাক্ষাৎ প্রকর্ষেণোক্তান্ অবিহিংস্রান্ হিংসারহিতান্ শমাদীন্ বহু যথা ভবতি এবমনুষ্ঠেয়ান্ মন্যে॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—যতঃ (যস্মাদ্ ভগবতঃ) ইদং বিচিত্রং বিশ্বম্ অভবৎ, যত্র অবতিষ্ঠতে (বিষ্ঠতে] [যত্র] সংস্থাস্যতে বা (বিলীনং ভবিষ্যতি) এষঃ (এবংবিধঃ) প্রজাপতীনাং পতিঃ (সর্ব্বনিয়ন্তা) ভগবান্ অনন্তঃ মহ্যং (চতুর্থীপ্রয়োগ আর্ষঃ, তথাচ মম সম্বন্ধে ইত্যর্থঃ) পরম্ (কেবলং) প্রমাণং (কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণমুক্তম্)॥ ২০

মূলানুবাদ।—যাঁহা হইতে এই বিচিত্র বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাতে ইহা অবস্থান করিতেছে এবং যাঁহাতেই আবার ইহা লয়প্রাপ্ত হইবে, প্রজাপতিদিগেরও নিয়ন্তা সেই ভগবান্ শ্রীহরিই আমার কর্ত্তব্যের একমাত্র অবলম্বন অর্থাৎ তাঁহার বিধান অনুসারেই আমি কর্ম্মপথে প্রবৃত্ত॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—ননু তব পিতুঃ প্রজাপতেরাজ্ঞা সৃষ্টাবেব ন সন্ন্যাসে, তত্রাহ যত ইতি। সংস্থাস্যতে লয়ং যাস্যতি। বাবেতি এবার্থে। ঋণত্রয়াপাকরণান্তরং সন্ন্যাস এব মাদৃশানাং ভগবতোক্ত ইত্যর্থঃ॥ ২০

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

স উগ্রধন্বন্নিয়দেবাবভাষে আসীচ্চ তূষ্ণীমরবিন্দনাভম্।
ধিয়োপগৃহ্নন্ স্মিতশোভিতেন মুখেন চেতো লুলুভে দেবহূত্যাঃ ॥ ২১ ॥
সোঽনুজ্ঞাত্বা ব্যবসিতং মহিষ্যা দুহিতুঃ স্ফুটম্।
তস্মৈ গুণগণাঢ্যায় দদৌ তুল্যাং প্রহর্ষিতঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীভাগবতাম্বুভবর্ষিণী।—মুনিবর কর্দ্দমের নিকট কন্যাদানের ইচ্ছায় মনু ইতিপূর্ব্বে যে সানুনয় প্রার্থনা জানাইয়াছেন, তদুত্তরে মুনি বলিলেন—হে রাজন্! আপনার এই কন্যা অবিবাহিতা, আমিও বিবাহ করিতে অভিলাষী; অতএব আমি ইহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত আছি। বেদোক্ত বিবাহপদ্ধতিতে "গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বান্ হস্তং ময়াপত্যা জরদষ্টির্ভবেথাঃ" এই যে একটি স্বামীর পাঠ্য মন্ত্র আছে, ইহার অর্থ এই যে "হে রমণী! আমি সৌভাগ্য লাভের জন্য তোমার পাণিগ্রহণ করিতেছি, আমি তোমার পতি, আমার সহিত চিরজীবন সঙ্গিনী হইয়া থাকিবে, ইহাই আমার প্রার্থনা"; আমি আশাকরি আপনার এই কন্যা গ্রহণ করিলে ঐ মন্ত্রের সার্থকতা হইবে। আপনার কন্যার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য এত মনোহর যে, তাহার কাছে অলঙ্কারাদির সৌন্দর্য্য অতি তুচ্ছ। ইহার অনুপম সৌন্দর্য্য ও সবিলাসভাব সন্দর্শনে মানুষের কথা আর কি বলিব, স্বয়ং গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু পর্য্যন্ত এক সময়ে মোহগ্রস্ত হইয়া নিজরথ হইতে ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন। এইরূপ উত্তমা কন্যা লাভ করা নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা। যাঁহারা একান্তচিত্তে শ্রীগোবিন্দের উপাসনাগুণে তৎপত্নী লক্ষ্মীদেবের কৃপা আকর্ষণ করিতে না পারেন, তাঁহাদের ভাগ্যে এরূপ বরবর্ণিনীর দর্শন পর্য্যন্ত দুর্লভ; যাহা হউক, আমি আপনার নিকট আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম। আরও একটি কথা বলিতেছি যে যতদিন ইহার গর্ভে পুত্রোৎপত্তি না হইবে, ততদিন পর্য্যন্তই আমি ইহার সহিত গার্হস্থ্যবন্ধনে বদ্ধ থাকিব; পুত্র জন্মিলে তাহারপর সেই ভগবন্নির্দ্দিষ্ট সন্ন্যাস ধর্ম্মের সার নিষ্কামভক্তিপথ আশ্রয় করিব। আমার আজীবন কর্ম্মপথের ক্রমিক স্তর অবলম্বনে আমি আত্মইচ্ছার উপর কিছুমাত্র নির্ভরশীল নহি; স্বয়ং শ্রীভগবান্ আমাকে আদেশ করিয়াছেন "ত্বঞ্চ সম্যগনুষ্ঠায় নিদেশং মে উশত্তমঃ। ময়ি তীর্থীকৃতাশেষক্রিয়ার্থো মাং প্রপৎস্যসে॥" "তুমি আমার আদেশ অনুযায়ী সন্তান উৎপাদন প্রভৃতি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া পরে নির্ম্মল সত্ত্বগুণাপন্ন হইবে এবং আমাতে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করিয়া আবার আমাকে লাভ করিতে পারিবে"। শ্রীভগবানের এই বাক্যই আমার একমাত্র অবলম্বন, সেই অনুসারেই আমি কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছি ॥ ১৫—২০

অন্বয়ঃ।—[হে] উগ্রধন্বন্! (বীর বিদুর!) সঃ (কর্দ্দমঃ) ইয়দেব (এতাবৎপর্য্যন্তমেব বক্তব্যম্) আবভাষে (কথিতবান্) ধিয়া (অন্তঃকরণেন) অরবিন্দনাভং (পদ্মনাভং শ্রীহরিমিত্যর্থঃ) উপগৃহ্নংশ্চ (স্মরংশ্চ) তূষ্ণীম্ আসীৎ, [তস্য] স্মিতশোভিতেন (মৃদুহাস্যশোভিতেন) মুখেন দেবহূত্যাঃ চেতঃ (মনঃ) লুলুভে (আকৃষ্টং বভূব) ॥ ২১

মূলানুবাদ।—মৈত্রেয় কহিলেন—হে বীর বিদুর! কর্দ্দম ঋষি এই পর্য্যন্তই নিজ বক্তব্য শেষ করিলেন, পরে মনে মনে শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন; তৎকালে মুনির মৃদুহাস্যশোভিত মুখখানি দেখিয়া দেবহূতির চিত্ত [আশায়] আকৃষ্ট হইতে লাগিল ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—অনু (অনন্তরং) সঃ (মনুঃ) মহিষ্যাঃ (শতরূপয়াঃ) দুহিতুঃ (দেবহূত্যাশ্চ) ব্যবসিতম্

শতরূপা মহারাজ্ঞী পারিবর্হান্ মহাধনান্।
দম্পত্যোঃ পর্য্যদাৎ প্রীত্যাঃ ভূষাবাসঃপরিচ্ছদান্ ॥ ২৩ ॥
প্রত্তাং দুহিতরং সম্রাট্ সদৃক্ষায় গতব্যথঃ।
উপগুহ্য চ বাহুভ্যামৌৎকণ্ঠ্যোন্মথিতাশয়ঃ ॥ ২৪ ॥
অশক্নুবংস্তদ্বিরহং মুঞ্চন্ বাষ্পকলাং মুহুঃ।
আসিঞ্চদম্ব বৎসেতি নেত্রোদৈর্দুহিতুঃ শিখাঃ ॥ ২৫
আমন্ত্র্য তং মুনিবরমনুজ্ঞাতঃ সহানুগঃ।
প্রতস্থে রথমারুহ্য সভার্য্যঃ স্বপুরং নৃপঃ ॥ ২৬ ॥

(অভিপ্রায়ং) স্ফুটং (স্পষ্টং) জ্ঞাত্বা প্রহর্ষিতঃ (অত্যন্তম্ আনন্দিতঃ সন্) গুণগণাঢ্যায় (সর্ব্বগুণসম্পন্নায়) (মুনয়ে কর্দ্দমায়) তুল্যাম্ (অনুরূপাং কন্যাং) দদৌ (প্রদত্তবান্) ॥ ২২

মূলানুবাদ।—অনন্তর মহিষী শতরূপার ও কন্যা দেবহূতির মনোভাব স্পষ্টরূপে পরিজ্ঞাত মনু সাতিশয় আনন্দিতচিত্তে সেই অশেষগুণসম্পন্ন কর্দ্দম ঋষির নিকট অনুরূপা কন্যাটীকে করিলেন ॥ ২২

শ্রীধরটীকা।—হে উগ্রধন্বন্ বিদুর! লুলুভে মুনের্মুখেন প্রলোভ্যতে স্ম। যদ্বা মুখেন প্রলোভিতবান্ স মনুঃ অনু অনন্তরং মহিষ্যাশ্চ ব্যবসিতং নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—মহারাজ্ঞী শতরূপা দম্পত্যোঃ (দেবহূতিকর্দ্দময়োঃ সম্বন্ধে) প্রীত্যা [হেতুনা] (বিবাহকালে প্রদেয়ান্) মহাধনান্ (বহুমূল্যান্) ভূষাবাসঃপরিচ্ছদান্ (বস্ত্রালঙ্কারপ্রভৃতীন্যুপকরণানি) (প্রদত্তবান্) ॥ ২৩

মূলানুবাদ।—মনুর মহিষী শতরূপা, দেবহূতি ও কর্দ্দম এই দম্পতির প্রতি প্রীতিবশতঃ নানাবিধ বহুমূল্য বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি যৌতুক প্রদান করিলেন ॥ ২৩

শ্রীধরটীকা।—পারিবর্হান্ বিবাহকালে প্রদেয়ান্। ভূষা ভূষণানি চ বাসাংসি চ পরিচ্ছদান্ করণাদি চ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—সম্রাট্ (মনুঃ) সদৃক্ষায় (সুযোগ্যায় পাত্রায়) প্রত্তাং (সমর্পিতাং) দুহিতরং বাহুভ্যাম্ উপগূহ্য (বাহুবেষ্টনেনালিঙ্গ্য) গতব্যথশ্চ (যোগ্যপাত্রাপ্রাপ্তিনিবন্ধনং প্রাক্কালীনং তোঽপি) তদ্বিরহং (তস্যাঃ কন্যায়াঃ বিরহম্ অসান্নিধ্যম্) অশক্নুবন্ (সোঢ়ুমসমর্থঃ) [অতএব] ন্মথিতাশয়ঃ (উদ্বেগাকুলচিত্তঃ সন্) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) বাষ্পকলাং (অশ্রুবিন্দুং) মুঞ্চন্ [হে] অম্ব! বৎসে! ইতি (ভাষমাণঃ সন্) দুহিতুঃ শিখাঃ (কন্যায়াঃ কেশকলাপান্) নেত্রোদৈঃ (অশ্রুজলৈঃ) (সিক্তবান্) ॥ ২৪ । ২৫

মূলানুবাদ।—সম্রাট্ মনু যোগ্যপাত্রে কন্যা সম্প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া হইলেন বটে, কিন্তু তাহার ভাবী বিরহ অসহ্য মনে করিয়া উৎকণ্ঠাবশতঃ ব্যাকুলচিত্তে হে হে বৎসে! এইরূপ বলিতে বলিতে পুনঃ পুনঃ অশ্রুজল বর্ষণকরতঃ কন্যার কেশরাশি সিক্ত লাগিলেন ॥ ২৪ । ২৫

উভয়োর্ঋষিকুল্যায়াঃ সরস্বত্যাঃ সুরোধসোঃ।
ঋষীনামুপশান্তানাং পশ্যন্নাশ্রমসম্পদঃ ॥ ২৭ ॥
তামায়ান্তমভিপ্রেত্য ব্রহ্মাবর্ত্তাৎ প্রজাঃ পতিম্।
গীতসংস্তুতিবাদিত্রৈঃ প্রত্যুদীয়ুঃ প্রহর্ষিতাঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ।—নৃপঃ (মনুঃ) তং মুনিবরং (কর্দ্দমম্) আমন্ত্র্য (সম্ভাষ্য) অনুজ্ঞাতঃ (স্বপুরগমনায় তেন অনুমোদিতঃ সন্) সভার্য্যঃ (সস্ত্রীকঃ) রথম্ আরুহ্য ঋষিকুল্যায়াঃ (মুনিকুলহিতায়াঃ) সরস্বত্যাঃ (নদ্যাঃ) উভয়োঃ সুরোধসোঃ (শোভনতীরয়োঃ) উপশান্তানাং (শমপরায়ণানাম্) ঋষীণাম্ আশ্রমসম্পদঃ (আশ্রমস্য শোভাসমৃদ্ধীঃ) পশ্যন্ সহানুগঃ (অনুচরবর্গসহিতঃ) স্বপুরং (নিজভবনং প্রতি) প্রতস্থে (গতবান্)॥ ২৬। ২৭

মূলানুবাদ।—মুনিবর কর্দ্দমকে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার নিকট বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক মনু সস্ত্রীক রথে আরোহণ করতঃ অনুচরবর্গ সহ নিজপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মুনিবর্গের কল্যাণকরী সরস্বতী নদীর উভয়তীরে শমদমাদি গুণপরায়ণ ঋষিদিগের আশ্রম ছিল, মনু আশ্রমের সেই সকল শোভা দর্শন করিতে করিতে গমন করিলেন ॥ ২৬। ২৭

শ্রীধরটীকা।—প্রত্তাঃ প্রদত্তাম্। সদৃক্ষায় সদৃশায়। গতা ব্যথা চিন্তা যস্য, ঔৎকণ্ঠ্যেন উন্মথিত দুভিতঃ আশয়ো যস্য ॥ ২৪ ॥ যস্য বিরহং সোঢ়ুম্। হে অম্ব! হে বৎসে! ইতি ব্রুবন্, সন্ধিরার্ধঃ। শিখাঃ কেশোনাসিক্তং ॥ ২৫। ২৬ ॥ ঋষিকুলহিতায়া উভয়োঃ সুরোধসোঃ শোভনতটয়োঃ ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—আয়ান্তং তম্ (আগচ্ছন্তং মনুং) পতিং (সম্রাজম্) অভিপ্রেত্য (জ্ঞাত্বা) প্রজাঃ প্রহর্ষিতাঃ (আনন্দিতাঃ সত্যঃ) ব্রহ্মাবর্ত্তাৎ (তন্নামকাৎ জনপদাৎ) গীতসংস্তুতিবাদিত্রৈঃ (গানৈঃ স্তুতিবাক্যৈর্বাদ্যধ্বনিভিশ্চ সহ) প্রত্যুদীয়ুঃ (প্রত্যুদ্গমনং চক্রুঃ) ॥ ২৮

মূলানুবাদ।—সম্রাট্ ফিরিয়া আসিতেছেন জানিয়া ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে প্রজাগণ সাতিশয় আনন্দিত মনে গীতবাদ্য ও স্তব করিতে করিতে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন ॥ ২৮

শ্রীধরটীকা।—অভিপ্রেত্য জ্ঞাত্বা ব্রহ্মাবর্ত্তাৎ দেশাৎ প্রজাঃ পতিঃ প্রত্যুজ্জগ্মুঃ ॥ ২৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মৈত্রেয় বলিতে লাগিলেন, হে বিদুর! মনুর প্রার্থনায় কর্দ্দমঋষি নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া অতঃপর শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে চিত্ত স্থাপনপূর্ব্বক মৌনভাব অবলম্বন করিলেন; এই মৌনভাবের মর্ম্ম এই যে কর্দ্দম ঋষি জীবনের সুদীর্ঘকাল যাবৎ শমদমাদি গুণে ভূষিত হইয়া সত্বময় সাধনা পথে বিচরণ করিতেছিলেন। পিতা ব্রহ্মা যৌনবিধানে প্রজাসৃষ্টির আদেশ করিয়াছিলেন; তাই তিনি সুযোগ্যপত্নীর আবশ্যক বোধে কঠোর তপস্যা করিয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্ম দর্শন পাইয়াছেন এবং তাঁহারই আদেশ অনুগামী সমাগত মনুকন্যার পাণিগ্রহণে প্রস্তুত হইয়াছেন। জটিল গার্হস্থ্যধর্ম্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রতঃ অভিজ্ঞতা থাকিলেও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা তাঁহার কিছুমাত্রই নাই, অথচ অচিরেই ঐ পথে পদার্পণ করিতে হইবে; এই সকল ভাব কর্দ্দমের অন্তঃকরণে উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার একটু ব্যাকুলতা জন্মিল, কারণ অনভ্যস্ত জটিল বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে কোন্ সময় ত্রুটীবিচ্যুতি ঘটবে, কিসে আবার ভগবানের শ্রীচরণে অপরাধ ঘটিয়া বসিবে তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় এ ব্যাকুলতা স্বাভাবিক। ভক্তিতৎপর মুনি আবার ক্ষণকালের মধ্যেই সে ব্যাকুলতা অতিক্রম করিয়া সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীভগবানের প্রতিই প্রগাঢ় ভাবে আত্মনির্ভর করিলেন ও

বর্হিষ্মতী নাম পুরী সর্ব্বসম্পৎসমন্বিতা ।
ন্যপতন্ যত্র রোমাণি যজ্ঞস্যাঙ্গং বিধুন্বতঃ ॥ ২৯ ॥
কুশাঃ কাশাস্ত এবাসন্ শশ্বদ্ধরিতবর্চ্চসঃ ।
ঋষয়ো যৈঃ পরাভাব্য যজ্ঞঘ্নান্ যজ্ঞমীড়িরে ॥ ৩০ ॥
কুশকাশময়ং বর্হিরাস্তীর্য্য ভগবান্ মনুঃ ।
অযজদ্ যজ্ঞপুরুষং লব্ধা স্থানং যতো ভুবম্ ॥ ৩১ ॥

"যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" এই মনে করিয়া তন্ময়চিত্তে তাঁহার চরণচিন্তা করিতে লাগিলেন। ভক্ত ইহাই ত একমাত্র সম্বল ; এই নির্ভরশীলতার ফলেই তাঁহারা সকল সঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে পারেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনকে স্বয়ং ভগবানও এই রহস্যই শিক্ষা দিয়াছেন—"মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি" "আমার উপর আন্তরিক নির্ভর কর, তাহা হইলে আমার অনুগ্রহে সকল সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবে"। যাহা হউক, অতঃপর মনু নিজপত্নী এবং কন্যার অভিপ্রায়ও স্পষ্টরূপে বুঝিয়া লইলেন। তাঁহাদেরও এই সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ আছে, সুতরাং অবিলম্বে মুনির হস্তে কন্যাসম্প্রদান করিয়া অভিনব কন্যাবিরহ দুঃখে নিতান্ত ব্যাকুল অন্তঃকরণে নিজপুরে প্রস্থান করিলেন ॥ ২০—২৮

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বসম্পৎসমন্বিতা (সর্ব্বসমৃদ্ধিপরিপূর্ণা) বর্হিষ্মতী নাম পুরী [অস্তীতি শেষঃ] যত্র (বর্হিষ্মত্যাং অঙ্গং বিধুন্বতঃ (শরীরং কম্পয়তঃ) যজ্ঞস্য (যজ্ঞমূর্ত্তের্বরাহদেবস্য) রোমাণি ন্যপতন্ ॥ ২৯

মূলানুবাদ।—সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধিশালিনী বর্হিষ্মতী নাম্নী একটী পুরী আছে, এই স্থানে যজ্ঞমূর্ত্তি বরাহ নিজ অঙ্গ কম্পিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার দেহ হইতে কতিপয় রোম পতিত হইয়াছিল ॥ ২৯

শ্রীধরটীকা।—কোঽসৌ ব্রহ্মাবর্ত্ত ইত্যপেক্ষায়ামাহ। যত্র বর্হিষ্মতী নাম পুরীতি। যাপি যত্র যজ্ঞস্য যজ্ঞবরাহস্য রোমাণি ন্যপতন্নিতি। যত্রেতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—তে এব (পুংলিঙ্গপ্রয়োগ আর্ষঃ, তানি রোমাণ্যেব ইত্যর্থঃ) শশ্বৎ (সর্ব্বদা) হরিতবর্চ্চসঃ (হরিতবর্ণাঃ) কুশকাশাঃ (কুশাঃ কাশাশ্চ) আসন্। ঋষয়ঃ যৈ (কুশকাশৈঃ) যজ্ঞঘ্নান্ (রাক্ষসান্ পরাভাব্য (পরাভূতান্ কৃত্বা) যজ্ঞং (বিষ্ণুং "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতিশ্রুতেঃ) ঈড়িরে (যজ্ঞানুষ্ঠানাদিভিঃ সেবিতবন্তঃ) ॥ ৩০

মূলানুবাদ।—সেই সকল রোমগুলিই সে স্থানে কুশ এবং কাশরূপে পরিণত হইয়াছে, মুনিগণ সর্ব্বদা তাহাদ্বারা যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসদিগকে পরাভূত করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করতঃ ভগবান্ বিষ্ণুর সেবা করিয়া থাকেন ॥ ৩০

শ্রীধরটীকা।—বর্হিষ্মতীনামনিরুক্তিং ব্রুবন্ প্রসঙ্গাদ্দেশস্য শ্রৈষ্ঠ্যমাহ দ্বাভ্যাম্। কুশাঃ কাশাশ্চ শশ্বৎ নিত্যং হরিতং বর্চ্চো বর্ণো যেষাম্। যজ্ঞঘ্নান্ পরাভবং নীত্বা যজ্ঞং বিষ্ণুম্ ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—ভুবং (ভূমণ্ডলরূপং) স্থানং লব্ধা (তৃণ্প্রত্যয়ান্তং পদমিদং, অতস্তৎকর্ম্মণি ন ষষ্ঠী, ইতি তদর্থঃ) ভগবান্ মনুঃ ততঃ (যস্মিন্ স্থানে) কুশকাশময়ং বর্হিঃ (কুশকাশাদিরূপমাস্তরণদ্রব্যম্) আস্তীর্য্য যজ্ঞপুরুষং (বিষ্ণুম্) অযজৎ (যাগেন আরাধিতবান্) ॥ ৩১ ॥

মূলানুবাদ।—ভগবান্ মনু ভূমণ্ডলরূপ স্থান প্রাপ্ত হইয়া ঐ স্থানেই কুশকাশাদি আস্তরণ করিয়া যজ্ঞ পুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন ॥ ৩১

বর্হিষ্মতীং নাম বিভুর্যাং নিবিশ্য সমাবসৎ।
তস্যাং প্রবিষ্টো ভবনং তাপত্রয়বিনাশনম্ ॥ ৩২ ॥
সভার্য্যঃ সপ্রজঃ কামান্ বুভুজেঽন্যাবিরোধতঃ।
সংগীয়মানসৎকীর্ত্তিঃ সস্ত্রীভিঃ সুরগায়কৈঃ।
প্রত্যুষেষ্বনুবুদ্ধেন হৃদাশৃণ্বন্ হরেঃ কথাঃ ॥ ৩৩ ॥
নিষ্ণাতং যোগমায়াসু মুনিং স্বায়ম্ভুবং মনুম্।
যদা ভ্রংশয়িতুং ভোগা ন শেকুর্ভগবৎপরম্ ॥ ৩৪ ॥
অযাতযামাস্তস্যাসন্ যামাঃ স্বান্তরযাপনাঃ।
শৃণ্বতো ধ্যায়তো বিষ্ণোঃ কুর্ব্বতো ব্রুবতঃ কথাঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—যত ইতি যত্রাযজৎ। ভুবঃ স্থানং লব্ধেতি তৃণ্ প্রত্যায়ান্তং, লব্ধবান্ সন্নিত্যর্থঃ। যতো লব্ধবান্ তং যজ্ঞপুরুষমিতি বা। এতেন স্বর্গাদপি ভূমিঃ শ্রেষ্ঠা তত্রাপি তৎ স্থানং শ্রেষ্ঠমিত্যুক্তং ভবতি ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—বিভুঃ (সম্রাট্ মনুঃ) বর্হিষ্মতীং নাম যাং (পুরীং) সমাবসৎ (পূর্ব্বং যত্র উষিতবান্) তস্যাং (পুর্য্যাং) নিবিশ্য (গত্বা) তাপত্রয়বিনাশনম্ (আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকেতিত্রিবিধদুঃখনাশকং) ভবনং (স্বগৃহং) প্রবিষ্টঃ [সন্] সভার্য্যঃ (পত্নীসহিতঃ) সপ্রজঃ (অপত্যবর্গসহিতশ্চ) সস্ত্রীভিঃ (সস্ত্রীকৈঃ) সুরগায়কৈঃ (গন্ধর্ব্বাদিভিঃ) সংগীয়মানসৎকীর্ত্তিঃ (সম্যগ্ গীয়মানা সতী কীর্ত্তির্যস্য সঃ) প্রত্যুষেষু (প্রত্যহং প্রভাতেষু) অনুবুদ্ধেন হৃদা (ভক্তিভাবিতেন চেতসা) হরেঃ কথাঃ শৃণ্বন্ (ভগবন্নামলীলাদিকমাকর্ণয়ন্) অন্যাবিরোধতঃ (অন্যেষাং ধর্ম্মাদীনাম্ অবিরোধতঃ অবিরুদ্ধভাবেন) কামান্ (বিষয়সুখানি) বুভুজে (উপভুক্তবান্) ॥ ৩২।৩৩

মূলানুবাদ।—যে-বর্হিষ্মতী পুরীতে ভগবান্ মনু বাস করিতেন, তথায় গমনপূর্ব্বক তিনি ত্রিতাপনাশক নিজ ভবনে প্রবেশ করিয়া স্ত্রী-পুত্রাদি সহকারে ধর্ম্ম অর্থাদির অবিরোধে বিষয় সুখ উপভোগ করিতে থাকিলেন। সস্ত্রীক স্বর্গীয় গায়ক গন্ধর্ব্বপ্রভৃতি তাঁহার নির্ম্মল কীর্ত্তি গান করিত, প্রভাতে জাগরিত হইয়াই তিনি ভক্তিভাবিত চিত্তে হরিকথা শ্রবণ করিতেন ॥ ৩২।৩৩

শ্রীধরটীকা।—প্রস্তুতমাহ। যাং বর্হিষ্মতীং নাম পুরীং সমাবসৎ পূর্ব্বং যস্যামুষিতঃ তস্যাং নিবিশ্য ভবনং প্রবিষ্টঃ সন্ ভোগেন বুভুজে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩২ ॥ অন্যেষাং ধর্ম্মদীনাম্ অবিরোধেন। প্রত্যুষেষু উষঃসু সংগীয়মানা সৎকীর্ত্তির্যস্য। তথাপি স্বয়ং হরেরেব কথাঃ শৃণ্বন্ ভোগান্ বুভুজে ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—যদা যোগমায়াসু (ইচ্ছানুসারিভোগসাধনেষু) নিষ্ণাতং (সুদক্ষং) ভগবৎপরং (শ্রীহরিপরায়ণম্) [অত এব] মুনিং (সঙ্গরহিতং) মনুং ভোগা ভ্রংশয়িতুং (ভগবদ্ভক্তিমার্গাৎ বিচালয়িতুং) ন শেকুঃ (সমর্থ্যা ন বভূবুঃ) ॥ ৩৪

মূলানুবাদ।—মনু ইচ্ছানুসারে বিষয় ভোগ করিতে নিপুণ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা শ্রীভগবানের প্রতি তন্ময় ছিল; সুতরাং বিষয় সম্ভোগ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই ॥ ৩৪

শ্রীধরটীকা।—যোগমায়াসু ঐচ্ছিকভোগরচনাসু। যৎ যতঃ। আভ্রংশয়িতুম্ ঈষদপি ভ্রংশয়িতুম্ বিভাবয়িতুম্ ॥ ৩৪

স এবং স্বান্তরং নিন্যে যুগানামেকসপ্ততিম্ ।
বাসুদেবপ্রসঙ্গেন পরিভূতগতিত্রয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ ।
ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্ হরিসংশ্রয়ম্ ॥ ৩৭ ॥
যঃ পৃষ্টো মুনিভিঃ প্রাহ ধর্ম্মান্ নানাবিধান্ শুভান্ ।
নৃণাং বর্ণাশ্রমাণাঞ্চ সর্ব্বভূতহিতঃ সদা ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ ।—বিষ্ণোঃ কথাঃ (নামলীলাদিবৃত্তান্তান্) শৃণ্বতঃ (সাধুজনসকাশাৎ আকর্ণয়তঃ) ধ্যায়তঃ (ভাবয়তঃ) কুর্ব্বতঃ (তৎসম্পর্কিতগ্রন্থাদিরচনাং কুর্ব্বতঃ) ব্রুবতঃ (কীর্ত্তয়তশ্চ) তস্য (মনোঃ) স্বান্তরস্পর্শ (মন্বন্তরনির্ব্বাহকা ইতি যাবৎ) যামাঃ (সময়াঃ) অযাতযামা (বৃথা ন অপক্ষীণাঃ) আসন্ ॥ ৩৫

মূলানুবাদ ।—মনু সর্ব্বদা ভগবৎকথা শ্রবণ ও ধ্যান করিতেন এবং তৎসম্পর্কে গ্রন্থাদি রচনা ও কী করিতেন, সুতরাং তাঁহার মন্বন্তরাদি সময় বৃথা যাপিত হয় নাই ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ ।—সঃ (মনুঃ) এবং (পূর্ব্বোক্তরূপেণ) বাসুদেবপ্রসঙ্গেন (শ্রীহরিপরায়ণতয়া) পরিভূ গতিত্রয়ঃ (তুচ্ছীকৃতত্রিবিধদুঃখঃ সন্) যুগানামেকসপ্ততিম্ (একসপ্ততিযুগাত্মকং) স্বান্তরং (মন্বন্তরং) নি (যাপিতবান্) ॥ ৩৬

মূলানুবাদ ।—মনু এইরূপে ভগবৎ কথাপ্রসঙ্গে ত্রিবিধ দুঃখ পরাভব করিয়া একবিংশতি যুগস্বরূপ মন্ব কাল যাপন করিয়াছিলেন ॥ ৩৬

শ্রীধরটীকা ।—অতঃ যতঃ যামো যস্য পক্বস্যান্নস্য তৎ গতসারং ভবতি অতোঽন্যদপি গত যাতযামমুচ্যতে। অগাতযামা অগতসারা আসন্ স্বান্তরং তদীয়ং মন্বন্তরং নয়ন্তি যে যামাঃ কালাবয়বাঃ। স্ববাক্যৈরুপনিবধ্নতঃ ॥ ৩৫ ॥ পরিভূতং গতিত্রয়ং জাগ্রদাদি সত্ত্বিকাদি বা যেন ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ !—[হে] বৈয়াসে ! (ব্যাসপুত্র বিদুর !) শারীরাঃ মানসাঃ (দ্বিবিধা অধ্যাত্মিকাঃ) দি (আধিদৈবিকাঃ) মানুষাঃ ভৌতিকাশ্চ (দ্বিবিধা আভিভৌতিকাঃ) যে ক্লেশাঃ (তে) হরিসংশ্রয়ং (শ্রীহরিচরণাশ্রি জনং) কথং বাধেরন্ ? (পীড়য়েয়ুঃ ? ন কথমপীতি ভাবঃ) ॥ ৩৭

মূলানুবাদ ।—হে ব্যাসনন্দন বিদুর ! শারীরিক, মানসিক, আধিদৈবিক, মনুষ্যজনিত ও ইতর প্রাণি যত প্রকার দুঃখ আছে, তাহারা শ্রীহরিপদাশ্রিত জনের পীড়া জন্মাইতে কিরূপে সমর্থ হইবে ? (কোন প্রক সমর্থ নহে) ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ ।—সর্ব্বভূতহিতঃ (সমস্তপ্রাণীমঙ্গলকরঃ) যঃ (মনুঃ) মুনিভিঃ পৃষ্টঃ (জিজ্ঞা সন্) নৃণাং (মনুষ্যাণাং) বর্ণাশ্রমাণাঞ্চ সদা শুভান্ (সর্ব্বদা হিতকরান্) নানাবিধান্ ধর্ম্মান্ (কথিতবান্) ॥ ৩৮

মূলানুবাদ ।—এই মহারাজ মনু সর্ব্বদা সমস্ত প্রাণিবর্গের মঙ্গলপরায়ণ ছিলেন। মুনিগণ ইঁ নিকট জিজ্ঞাসা করায় তিনি মানব সম্প্রদায় এবং চাতুর্ব্বর্ণ্য ও চতর্ব্বিধ আশ্রম সম্বন্ধে নানাবিধ হিতকর ধর্ম্ম উ করিয়াছিলেন ॥ ৩৮

শ্রীধরটীকা । —দিব্যাস্ত্বান্তরীক্ষাঃ। মানুষাঃ শত্রুপ্রভবাঃ। ভৌতিকাঃ শীতোষ্ণাদিপ্রভবাঃ। বৈ বিদুর ॥ ৩৭ ॥ তস্য জ্ঞানাতিশয়মাহ য ইতি। নৃণাং সাধারণধর্ম্মান্ ॥ ৩৮

এতৎ ত আদিরাজস্য মনোশ্চরিতমদ্ভুতম্।
বর্ণিতং বর্ণনীয়স্য তদপত্যোদয়ং শৃণু॥ ৩৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
কর্দ্দমায় দেবহূতিপ্রদানং নাম দ্বাবিশোঽধ্যায়ঃ॥ ২২॥

অন্বয়ঃ।—বর্ণনীয়স্য (বর্ণনাযোগ্যস্য) আদিরাজস্য মনোঃ অদ্ভুতম্ এতচ্চরিতং তে (তব সমীপে) বর্ণিতং [ময়েতি শেষঃ] তদপত্যোদয়ং (তস্য মনোঃ অপত্যং কন্যা দেবহূতিঃ, তস্যা উদয়ং মহিমানং) শৃণু॥ ৩৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২২

মূলানুবাদ।— বর্ণনার অতি উপযুক্ত পাত্র, আদিরাজ মনুর এই সকল অদ্ভুত চরিত কথা তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম, সম্প্রতি তাঁহার কন্যা দেবহূতির মাহাত্ম্য শ্রবণ কর॥ ৩৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়ঃ॥ ২২

শ্রীধরটীকা।—তস্য যদপত্যং দেবহূতিঃ, তস্যা উদয়ং প্রভবম্॥ ৩৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।--ব্রহ্মার শরীর হইতে সস্ত্রীক মনু উৎপন্ন হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে যখন সৃষ্টিবিস্তারের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে মনু বলিয়াছিলেন যে—আমার জন্য সুযোগ্য একটী স্থানের ব্যবস্থা করুন, কেননা পৃথিবী ত জলমগ্না, যোগ্যস্থান আশ্রয় করিয়া না বসিলে কর্ম্মদক্ষতা প্রদর্শন করা যায় না। মনুর এই কথার পরই ভগবান্ ব্রহ্মা শ্রীহরিকে একান্ত নির্ভরচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, তাহাতেই বরাহমূর্ত্তির আবির্ভাব হয় এবং বরাহদেব যে প্রকারে হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়া পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করত জলের উপরিভাগে তাহার প্রতিষ্ঠা করেন, সে সকল বৃত্তান্ত পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। সেই প্রতিষ্ঠিত ভূমণ্ডলে ব্রহ্মাবর্ত্ত-দেশে বর্হিষ্মতী নামে নগরীতে মনু রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যে কর্দ্দম ঋষির নিকট মনুর কন্যা-দান বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহার পর মনু সেই ঋষির নিকটে গমন করিয়া তথা হইতে বিদায় লইয়া উক্ত বর্হিষ্মতি নগরীতে ফিরিয়া আসিলেন। এই নগরীর "বর্হিষ্মতী" নাম কেন হইয়াছিল এবং তথায় নিজ ভবনে ফিরিয়া মনু কিরূপে কালযাপন করিয়াছিলেন, তাহাই সম্প্রতি বর্ণিত করিয়া মৈত্রেয় বলিলেন—হে বৎস বিদুর! আদি বরাহদেব রসাতল হইতে সেই প্রলয়মগ্না বসুন্ধরাকে উদ্ধারপূর্ব্বক যোগ্যস্থানে সংস্থাপন করত ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে দাঁড়াইয়া নিজ গাত্র কম্পিত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ জলার্দ্র শরীরটী কাঁপাইয়া জল ঝাড়িয়াছিলেন; সেই সময়ে তাঁহার দেহ হইতে কতকগুলি রোম সেই স্থানে পতিত হইয়া চিরস্নিগ্ধ সবুজবর্ণ কুশ ও কাশরূপে পরিণত হয়। এই সকল কুশকাশ সাধারণ নহে, মুনিগন যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণকে এই কুশ-কাশ দ্বারাই প্রতিহত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। ভগবান্ মনু এই সকল কুশাদিকেই যজ্ঞীয় আস্তরণরূপে ব্যবহার করিয়া যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির প্রীতি সাধন করিয়াছিলেন। এইরূপ অলৌকিক "বর্হিস্" অর্থাৎ কুশাদি এইস্থানে সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকিত, এইজন্যই সেই স্থানের নাম হইয়াছে "বর্হিষ্মতী"; "বর্হিস্" অর্থ কুশ, আর মতুপ্ প্রত্যয়ের অর্থ প্রশস্তরূপে অবস্থান। যাহা হউক, মনু এই নগরীতে নিজ ভবনে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীপুত্রাদি সমভিব্যাহারে বৈষয়িক সুখ সম্ভোগ করিয়াছিলেন। বিষয় ভোগে

মগ্ন হইলে প্রায়ই লোকের ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুতি ঘটে, শ্রীভগবানের প্রতি আর লক্ষ্য থাকে না। মনুর কিন্তু তাহা হয় নাই, তিনি গৃহস্থোচিত, ক্ষত্রিয়োচিত এবং রাজোচিত কর্ত্তব্য সকল সম্পাদন করত স্ত্রীপুত্র, ধন ঐশ্বর্য্য সমস্তই ভোগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে কখনও আসক্ত ছিলেন না—প্রাণের আসক্তি পূর্ণভাবে শ্রীহরির পাদপদ্মের দিকেই বর্ত্তমান ছিল। বিষয় সম্ভোগের মধ্যেও তিনি সর্ব্বদা শ্রীভগবানের নামলীলাদি শ্রবণকীর্ত্তনে সময়ের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন; সুতরাং কোন রূপ রাজসিক বা তামসিক ভাব তাঁহার অন্তঃকরণ কলুষিত করিতে পারে নাই। আচার্য্যপাদ দণ্ডী বলিয়াছেন "ভক্তিপূতে চ মনসি নভসীব ন জাতু রজোগুণৈঃ ষজ্জতে" "মন যদি ভক্তিভাবে পবিত্রীকৃত হয়, তবে আর কোন রকমে তাহাতে রজোগুণ সংক্রমিত হইতে পারে না।" ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দে যদি শরণ লওয়া যায়, তবে আর আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক কোন প্রকার বিঘ্ন তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। মনুর তাহাই হইয়াছিল, ঐকান্তিক ভক্তিবলে আসক্তিহীন চিত্তে তিনি একাত্তর যুগপরিমিতি এক মন্বন্তর কাল যাপন করিয়াছিলেন। হে বৎস বিদুর! এই ত মনুর কথা সংক্ষেপে শ্রবণ করিলে, সম্প্রতি তাঁহার কন্যা দেবহূতির অপূর্ব্ব মহিমা কীর্ত্তন করিব, শ্রবণ কর ॥ ২৯—৩৯ ॥

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং
শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা কৃতায়া শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং
তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২২

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

পিতৃভ্যাং প্রস্থিতে সাধ্বী পতিমিঙ্গিতকোবিদা।
নিত্যং পর্য্যচরৎ প্রীত্যা ভবানীব ভবং প্রভুম্ ॥ ১ ॥
বিশ্রম্ভেণাত্মশৌচেন গৌরবেণ দমেন চ।
শুশ্রূষয়া সৌহৃদেন বাচা মধুরয়া চ ভোঃ ॥ ২ ॥
বিসৃজ্য কামং দম্ভঞ্চ দ্বেষং লোভমঘং মদম্।
অপ্রমত্তোদ্যতা নিত্যং তেজীয়াংসমতোষয়ৎ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।—পিতৃভ্যাং (শতরূপামনুভ্যাং) প্রস্থিতে (প্রস্থানে কৃতে সতি) ইঙ্গিতকোবিদা (হৃদগত-ভাবজ্ঞাননিপুণা) সাধ্বী (সা দেবহূতিঃ) ভবানী (দুর্গা) ভবমিব (মহাদেবমিব) নিত্যং (সর্ব্বদা) প্রীত্যা (প্রফুল্লচেতসা) পতিং প্রভুং (কর্দ্দমং) পর্য্যচরৎ (শুশ্রূষিতবতী) ॥ ১

মূলানুবাদ।—মৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর! পিতামাতা চলিয়া গেলে সেই ইঙ্গিতজ্ঞা পতিরতা দেবহূতি, পার্ব্বতী যেরূপ মহাদেবের সেবা করিয়াছিলেন, সেইরূপ সর্ব্বদা প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে নিজপতি কর্দ্দম ঋষির সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ১

অন্বয়ঃ।—ভোঃ! (বিদুর!) [সা দেবহূতিঃ] কামং, দম্ভং, দ্বেষং, লোভম্, অঘং (পাপং) মদং চ (মত্ততাঞ্চ) বিসৃজ্য (পরিত্যজ্য) অপ্রমত্তা (অবহিতচিত্তা) উদ্যতা (উদ্যমশালিনী চ সতী) বিশ্রম্ভেণ (বিশ্বাসেন) আত্মশৌচেন (মনঃপবিত্রতয়া) গৌরবেণ দমেন (ইন্দ্রিয়সংযমেন) শুশ্রূষয়া, সৌহৃদেন (সৌহার্দ্দপ্রদর্শনেন) মধুরয়া বাচা চ (বাক্যেন চ) নিত্যং (সর্ব্বদা) তেজীয়াংসং (তেজস্বিনং পতিম্) অতোষয়ৎ (সন্তোষিতবতী) ॥ ২—৩

মূলানুবাদ।—হে বিদুর! কাম, দম্ভ, দ্বেষ, লোভ, মত্ততা প্রভৃতি সকল রিপু বর্জ্জন করিয়া দেবহূতি অবহিতচিত্তে অতি উদ্যম সহকারে বিশ্বাস, পবিত্রতা, গৌরবপ্রদর্শন, ইন্দ্রিয়সংযম, শুশ্রূষা, সৌহার্দ্দ, মধুর বাক্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ দ্বারা সর্ব্বদা সেই তেজস্বী পতি কর্দ্দমকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন ॥ ২—৩

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।—

ত্রয়োবিংশে তপোযোগ-নির্ম্মিতে সর্ব্বসম্পদি। বিমানে কামগে চিত্রা তয়ো রতিরুদীর্য্যতে ॥

প্রস্থিতে গমনে কৃতে সতি ॥ ১ । ২ ॥ দম্ভং কপটম্। অঘং নিষিদ্ধাচরণম্। তেজীয়াংসম্ অতিতেজস্বিনম্ ॥৩

স বৈ দেবর্ষিবর্য্যস্তাং মানবীং সমনুব্রতাম্।
দৈবাদ্গরীয়সঃ পত্যুরাশাসানাং মহাশিষঃ ॥ ৪ ॥
কালেন ভূয়সা ক্ষামাং কর্শিতাং ব্রতচর্য্যয়া।
প্রেমগদ্গদয়া বাচা পীড়িতঃ কৃপয়াব্রবীৎ ॥ ৫ ॥

শ্রীকর্দ্দম উবাচ।

তুষ্টোঽহমদ্য তব মানবি মানদায়াঃ, শুশ্রূষয়া পরময়া পরয়া চ ভক্ত্যা।
যো দেহিনাময়মতীব সুহৃৎ স দেহো, নাবেক্ষিতঃ সমুচিতঃ ক্ষপিতুং মদর্থে ॥ ৬॥
যে মে স্বধর্ম্মনিরতস্য তপঃসমাধি,-বিদ্যাত্মযোগবিজিতা ভগবৎপ্রসাদাঃ।
তানেব তে মদনুসেবনয়াবরুদ্ধান্, দৃষ্টিং প্রপশ্য বিতরাম্যভয়ানশোকান্ ॥ ৭॥

অন্বয়ঃ।—দৈবাৎ (অদৃষ্টাদপি) গরীয়সঃ (অধিকগৌরবসম্পন্নস্য) পত্যুঃ (কর্দ্দমস্য) মহাশিষঃ (মহ আশীর্ব্বাদান্) আশাসানাম্ (কাময়মানাং) সমনুব্রতাং (সম্যক্ সেবাপরায়ণাং) ভূয়সা কালেন (বহুনা সময়েন বহুকালং ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ) ব্রতচর্য্যয়া (নিয়মপ্রতিপালনেন) কর্শিতাং (কৃশীভূতাং) ক্ষামাং (দুর্ব্বলাং) তাং মানবীং (মনুকন্যাং দেবহূতিং প্রতি) কৃপয়া পীড়িতঃ (দয়ার্দ্রঃ সন্) স বৈ দেবর্ষিবর্য্যঃ (কর্দ্দমঃ) প্রেমগদ্গদয়া বাচা অব্রবীৎ (কথিতবান্) ॥ ৪—৫ ॥

মূলানুবাদ।—দেবহূতি নিজপতি কর্দ্দম ঋষিকে দৈব অপেক্ষাও গুরুতর মনে করিতেন অর্থাৎ ইনি ইচ্ছা করিলে দৈবশক্তি অতিক্রম করিতে পারেন এইরূপ বিশ্বাস করিতেন, এজন্য সর্ব্বদা তাঁহার আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষা করিয়া একান্ত মনে তাঁহার সেবা করিতেন। সুদীর্ঘ কাল কঠোর নিয়ম প্রতিপালনে তিনি অতি কৃশাঙ্গী ও দুর্ব্বলা হইয়াছিলেন, এই সমস্ত লক্ষ্য করিয়া সেই ঋষিবর কর্দ্দম অতি দয়ার্দ্র চিত্তে প্রণয়মধুর বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৪—৫

শ্রীধরটীকা।—দৈবাদ্গরীয়সঃ দৈবাদপি গুরুতরাৎ, দৈবমপ্যন্যথাকর্ত্তুং সমর্থাদিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ ব্রতচর্য্যয়া কর্শিতাং তত্রাপি ভূয়সা কালেনাতিক্ষামামিত্যর্থঃ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—[হে] মানবি! (মনুতনয়ে!) মানদায়াঃ (সম্মানবর্দ্ধিন্যাঃ) তব পরময়া শুশ্রূষয়া পরয়া (শ্রেষ্ঠয়া) ভক্ত্যা চ অদ্য অহং তুষ্টঃ, য অয়ং (দেহঃ) দেহিনাং (প্রাণিনাম্) অতীব সুহৃৎ (প্রিয়ঃ) সমুচিতঃ (শ্লাঘ্যোঽপি) স দেহঃ মদর্থে (মন্নিমিত্তং) ক্ষপিতুং (ক্ষপয়িতুং ক্ষীণং কর্ত্তুং) [ত্বয়া] ন অবেক্ষিতঃ (ন গণিতঃ) [প্রত্যুত] (উপেক্ষিত এব) ॥ ৬

মূলানুবাদ।—কর্দ্দম বলিলেন, হে মনুপুত্রি! তুমি আমার যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাক, তোমার পরম শুশ্রূষা ও ঐকান্তিক ভক্তিগুণে সম্প্রতি আমি তোমার প্রতি অতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। প্রাণিবর্গের এই দেহ বড়ই প্রিয় বস্তু, ইহা অত্যন্ত আদরণীয়; অথচ আমার জন্য তুমি ইহা ক্ষয় করিতেছ, কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিতেছে না ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—স্বধর্ম্মনিরতস্য (তপঃশৌচাদিব্রহ্মকর্ম্মপরায়ণস্য) মে (মম) তপঃসমাধিবিদ্যাত্মযোগ বিজিতাঃ (তপশ্চ সমাধিশ্চ ধ্যানপরিপাকঃ, বিদ্যা চ উপাসনা চ, তাসু য আত্মযোগশ্চিত্তৈকাগ্র্যং তেন বিজিতাঃ প্রাপ্তাঃ) যে ভগবৎপ্রসাদাঃ (পরমেশ্বরানুগ্রহাঃ) অভয়ান্ (ভয়াপহান্) অশোকান্ (শোকনিবারকান্) প্রা

অন্যে পুনর্ভগবতো ভ্রুব উদ্বিজৃম্ভ,-বিভ্রংশিতার্থরচনাঃ কিমুরুক্রমস্য।
সিদ্ধাসি ভুঙ্ক্ষ্ব বিভবান্ নিজধর্ম্মদোহান্ দিব্যান্, নরৈর্দুরধিগান্ নৃপবিক্রিয়াভিঃ ॥ ৮ ॥
এবং ব্রুবাণমবলাখিলযোগমায়া,-বিদ্যাবিচক্ষণমবেক্ষ্য গতাধিরাসীৎ।
সংপ্রশ্রয়প্রণয়বিহ্বলয়া গিরেষদ্,-ব্রীড়াবলোকবিলসদ্ধসিতাননাহ ॥ ৯ ॥

(ভগবৎপ্রসাদান্) মদনুসেবনয়া (মৎসেবাগুণেন) তে এব (ত্বয়াপি) অবরুদ্ধান্ (বশীকৃতান্) প্রপশ্য, দৃষ্টিং (দিব্যাং দর্শনশক্তিং) বিতরামি (অর্পয়ামি) ॥ ৭

মূলানুবাদ।—অমি স্বধর্ম্মে তৎপর থাকিয়া তপঃ, সমাধি ও উপাসনা প্রভৃতিতে একাগ্রচিত্ত হইয়া তদ্দারা যে সকল ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করিয়াছি, তাহাতে শোক ও ভয় দূরীভূত হইয়া যায়। সর্ব্বদা আমার সেবা করায় সেই সকল ঈশ্বরানুগ্রহ তোমারও আয়ত্ত হইয়াছে। আমি তোমাকে জ্ঞানদৃষ্টি প্রদান করিতেছি, তুমি ইহা অবলোকন কর ॥ ৭

শ্রীধরটীকা।—সুহৃৎ প্রিয়ঃ; মদর্থে ক্ষপয়িতুং নাবেক্ষিতঃ ন গণিতঃ, সমুচিতঃ শ্লাঘ্যোঽপি মৎসেবাসক্তয়া উপেক্ষিত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ তপশ্চ সমাধিশ্চ বিদ্যা চ উপাসনা চ, তাসু য আত্মযোগশ্চিত্তৈকাগ্র্যং তেন বিজিতাঃ প্রাপ্তাঃ ভগবৎপ্রসাদা দিব্যা ভোগাঃ, তানেব তে অবরুদ্ধান্ ত্বয়াপি বশীকৃতান্ প্রপশ্য। তে দিব্যাং দৃষ্টিং বিতরামি, যয়া দৃষ্ট্যা দ্রক্ষ্যসি ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—ভগবতঃ উরুক্রমস্য (বিষ্ণোঃ) ভ্রুবঃ উদ্বিজৃম্ভবিভ্রংশিতার্থরচনাঃ (উদ্বিজৃম্ভেণ বক্রভাবেন বিভ্রংশিতাঃ বিফলীকৃতাঃ অর্থরচনাঃ মনোরথা যেষু তে তথাবিধাঃ) অন্যে (পার্থিবাদয়ো ভোগাঃ) কিং পুনঃ? (অতিতুচ্ছা ইত্যর্থঃ) [ত্বং] সিদ্ধা অসি (পাতিব্রত্যবলেন সিদ্ধিপ্রাপ্তাসি), নরৈঃ (প্রাকৃতজনৈঃ) নৃপবিক্রিয়াভিঃ ("নৃপোঽহমিত্যাদিচিত্তবিকারৈর্হেতুভিঃ) দুরধিগান্ (দুষ্প্রাপান্) নিজধর্ম্মদোহান্ (স্বধর্ম্মপোষকান্) বিভবান্ (ভগবদনুগ্রহসম্পদঃ) ভুঙ্ক্ষ্ব ॥ ৮

মূলানুবাদ।—অন্যান্য অনেক প্রকার ভোগ্য বিষয় আছে বটে, কিন্তু তাহা অতি তুচ্ছ; কারণ, ভগবান্ শ্রীহরির ভ্রূভঙ্গীমাত্রেই সে সকল ভোগের অনুষ্ঠান নষ্ট হইয়া যায়। তুমি পাতিব্রত্য ধর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করিয়াছ; নিজ পুণ্যকর্ম্মের ফলস্বরূপ এই সকল দিব্যভোগ, যাহা সাধারণের পক্ষে অন্তঃকরণের বিকারবশতঃ অতি দুর্ল্ভ, তাহা তুমি উপভোগ কর ॥ ৮

শ্রীধরটীকা।—অন্যে পুনর্ভোগাঃ কিং? ন কিমপি, অতিতুচ্ছা ইত্যর্থঃ। অত্র হেতুঃ, ভগবতঃ উরুক্রমস্য যা ভ্রূঃ তস্যা উদ্বিজৃম্ভো বক্রীভাবঃ, তেন বিভ্রংশিতা অর্থরচনা মনোরথা যেষু। নিজধর্ম্মেণ পাতিব্রত্যেন দুহ্যন্ত ইতি তথা তান্। দুরধিগান্ দুষ্প্রাপান্। নৃপা বয়মিতি যা বিক্রিয়াস্তত্তদ্ভোগবিকৃতয়ঃ তাভিঃ ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—অবলা (রমণী সা দেবহূতিঃ) এবং ব্রুবাণং (পুর্ব্বোক্তবাক্যবাদিনং পতিম্) অখিল-যোগমায়া-বিদ্যাবিচক্ষণম্ (অখিলাসু যোগমায়াসু ভগবৎস্বরূপশক্তিবিষয়েষু বিদ্যাসু উপাসনাবিষয়েষু চ বিচক্ষণং প্রবীণম্) অবেক্ষ্য (জ্ঞাত্বা) গতাধিঃ (গতঃ দূরীভূতঃ আধিঃ মনঃখেদো যস্যাঃ সা) আসীৎ, ঈষদ্ব্রীড়াবলোকবিলসদ্ধসিতাননা (ঈষদ্ব্রীড়াযুক্তো যোঽবলোকঃ অল্পলজ্জাসহকৃতং যদবলোকনং, তেন বিলসদ্ধসিতং দীপ্যমানহাস্যম্ আননং মুখং যস্যাঃ সা তথাবিধা সতী) সংপ্রশ্রয়প্রণয়বিহ্বলয়া (সম্যগ্ বিনয়েন প্রেম্না চ গদ্গদয়া) গিরা (বাক্যেন) আহ (কথিতবতী) ॥ ৯

মূলানুবাদ।—দেবহূতি নিজপতি কর্দ্দমের সেই সকল বাক্য প্রয়োগে তাঁহাকে শ্রীভগবানের মায়াশক্তি ও

শ্রীদেবহূতিরুবাচ ।

রাদ্ধং বত দ্বিজবৃষৈতদমোঘযোগমায়াধিপে ত্বয়ি বিভো তদবৈমি ভর্ত্তঃ ।
যস্তেঽভ্যধায়ি সময়ঃ সকৃদঙ্গসঙ্গো, ভূয়াদ্ গরীয়সি গুণঃ প্রসবঃ সতীনাম্ ॥ ১০ ॥

সকল প্রকার উপাসনায় নিপুণ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন এবং কিঞ্চিৎ সলজ্জ দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক নম্র বদনে সবিনয় প্রেমবিহ্বল বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৯

শ্রীধরটীকা ।—অখিলযোগমায়াশ্চ বিদ্যাশ্চ তত্তদুপাসনাঃ তাসু বিচক্ষণং নিপুণম্, এবং ব্রুবাণং পতিমন্বেক্ষ্য গতাধির্নিশ্চিন্তা জাতা । সম্প্রশ্রয়ো বিনয়ঃ, প্রণয়ঃ প্রেম, তাভ্যাং বিহ্বলা গদ্গদা, তয়া গিরা, ঈষদ্ব্রীড়াবলোকনেন বিলসৎ হসিতমাননং যস্যাঃ সা আহ জগাদ ॥ ৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।-মৈত্রেয় মুনি ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে প্রথমতঃ দেবহূতির অতি একাগ্রচিত্তে পতিসেবা ও তাহাতে পতি কর্দ্দম ঋষির কৃপাপূর্ব্বক নানাবিধ প্রীতিপূর্ণ আশ্বাস বাক্য বর্ণনা করিয়া পরে ক্রমশঃ দেবহূতির সম্ভোগ প্রার্থনা এবং মহর্ষির তপোবলসম্ভূত দিব্যরথে উভয়ের বিহার প্রভৃতি কতিপয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছেন । মৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর ! দেবহূতিকে মুনির নিকট সম্প্রদান করিয়া মনু সস্ত্রীক রথে আরোহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিবার পর দেবহূতি একান্তমনে সর্ব্বদা পতির সেবা করিতে লাগিলেন। নিজের সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া স্বামীর আশীর্ব্বাদই একমাত্র পরম পদার্থ জ্ঞান করিয়া সুদীর্ঘ কাল কঠোর নিয়মে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে করিতে দেবহূতি নিতান্ত কৃশাঙ্গী হইয়া পড়িলেন। এই সকল দর্শন করিয়া কর্দ্দম মুনি নিতান্ত কৃপাপরবশ হইয়া প্রেমময় মধুরবাক্যবিন্যাসে বলিতে লাগিলেন,—হে মনুনন্দিনি ! তোমার শুশ্রূষাগুণে আমি পরম প্রীত হইয়াছি। আমি আশীর্ব্বাদ করি, আমি এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আরাধনা করিয়া যাহা কিছু ভগবৎ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি, তাহার ফলে তুমি অনন্যসুলভ দিব্য ভোগসম্পদ্ লাভ করিতে পারিবে। স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও অটল বিশ্বাস বশতঃ দেবহূতি দৈব অপেক্ষাও পতির আশীর্ব্বাদবাক্যকেই অধিক শক্তিসম্পন্ন মনে করিতেন। তিনি জানিতেন যে, পতি স্বীয় সত্ত্বগুণ প্রভাবে দৈবশক্তিকেও অতিক্রম করিতে পারেন। ইহার প্রীতিপূর্ণ আশীর্ব্বাদে অবশ্যই আমার ভবিষ্যৎ মঙ্গলময় হইবে ; সুতরাং তৎকালে তাঁহার সেই কঠোর নিয়মপালনজনিত আর কিছুমাত্র ক্লান্তি রহিল না, উৎসাহে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, প্রেমে আত্মহারা হইয়া সহাস্য বদনে স্বামীর নিকটে তিনি নিজ মনোবাসনা ব্যক্ত করিলেন ॥ ১—৯

অন্বয়ঃ ।—বত ! (হর্ষে অব্যয়ং) দ্বিজবৃষ ! (হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ !) ভর্ত্তঃ ! (স্বামিন্ !) অমোঘযোগমায়াধিপে (অমোঘঃ অব্যর্থঃ যো যোগঃ সাধনাবিশেষঃ মায়া চ গুণত্রয়ং, তয়োঃ অধিপে বশীকর্ত্তরি) ত্বয়ি এতৎ (প্রাগুক্তং সর্ব্বং) রাদ্ধং (সিদ্ধং), তৎ অবৈমি (জানামি) তু (কিন্তু) যঃ সময়ঃ (শপথঃ) অভ্যধায়ি (মৎপিতুঃ সমীপে ত্বয়া "অতো ভজিষ্যে সময়েন সাধ্বীং যাবত্তেজো বিভৃয়াদাত্মনো মে" ইত্যেবংরূপেণ কথিতঃ) [তদনুযায়ী] সকৃৎ (মদীয়গর্ভসম্ভবপর্য্যন্তঃ) অঙ্গসঙ্গঃ (ত্বদীয়দেহসমাগমঃ) [মম] ভূয়াৎ (ভবতু) হে বিভো (প্রভো !) গরীয়সি (গৌরবিতে পত্যৌ হেতুভূতে) সতীনাং (স্ত্রীণাং) প্রসবঃ (সন্তানোৎপাদঃ) গুণঃ (মহান্ লাভঃ) ॥ ১০

মূলানুবাদ ।—দেবহূতি বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ স্বামিন্ ! আপনি অব্যর্থ যোগ ও ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে আয়ত্তাধীন করিয়াছেন ; সুতরাং আপনি যাহা বলিলেন, সে সমস্তই আপনাতে সিদ্ধ

তত্রেতিকৃত্যমুপশিক্ষ যথোপদেশং, যেনৈষ মে কর্শিতোঽতিরিরংসয়াত্মা।
সিধ্যেত তে কৃতমনোভবধর্ষিতায়া, দীনস্তদীশ ভবনং সদৃশং বিচক্ষ ॥ ১১ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

প্রিয়ায়াঃ প্রিয়মন্বিচ্ছন্ কর্দ্দমো যোগমাস্থিতঃ।
বিমানং কামগং ক্ষত্তস্তর্হ্যেবাবিরচীকরৎ ॥ ১২ ॥

ইহা আমি বুঝিতেছি, কিন্তু আমার পিতার নিকটে আপনি যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তদনুসারে প্রথমতঃ আপনার দেহসঙ্গ সম্পাদিত হউক। হে প্রভো! শ্রেষ্ঠ স্বামী লাভ করিয়া তৎসম্পর্কে যদি পুত্রলাভ করিতে পারে, তাহাই সাধ্বীগণের পক্ষে পরম গৌরবের বিষয় ॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—বতেতি হর্ষে। দ্বিজবৃষ দ্বিজশ্রেষ্ঠ হে ভর্ত্তঃ! ত্বয়ি এতৎ সর্ব্বং রাদ্ধং সিদ্ধমেব, তৎ অহমবৈমি জানামি। কিন্তু যস্তে ত্বয়া সময়োঽভিহিতঃ, স তাবদ্ভূয়াৎ। সকৃদিতি গর্ভসম্ভবমাত্রপর্য্যন্ত ইত্যর্থঃ। ত্বাদৃগ্গরীয়সি শ্রেষ্ঠে ভর্ত্তরি হেতুভূতে স্ত্রীণাং প্রসবো গুণো মহান্ লাভঃ। সমাসপাঠে গরীয়সি পত্যৌ সতি সতীনাং যতো গুণপ্রসবো গুণবিস্তারো ভবতি, অতঃ পুত্রোৎপত্ত্যা মম গুণবিস্তারে জাতে পশ্চাৎ বহুলং সর্ব্বং ভবত্বিতি ভাবঃ ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—[হে] ঈশ! (প্রভো!) তত্র (অঙ্গসঙ্গবিষয়ে) যথোপদেশং (বাৎস্যায়নাদিকামশাস্ত্রবিধানানুরূপম্) ইতিকৃত্যং (সাধনম্ উপায়মিতি যাবৎ) উপশিক্ষ (আবিষ্কুরু) তে (ত্বয়া) কৃতমনোভবধর্ষিতায়াঃ (উৎপাদিতমদনবিহ্বলায়াঃ) মে (মম) অতিরিরংসয়া (অত্যন্তরমণেচ্ছয়া) কর্ষিতঃ (আক্রান্তঃ) [অত এব] দীনঃ (কাতরঃ) এষ আত্মা (দেহঃ) যেন (উপায়েন) সিধ্যেত (কৃতার্থো ভবেৎ) তৎ (তদর্থং) সদৃশং (যোগ্যং) ভবনম্ (আবাসস্থানং) বিচক্ষ (প্রকটয়) ॥ ১১

মূলানুবাদ।—হে প্রভো! এ বিষয়ে (বাৎস্যায়নাদি প্রণীত) কামশাস্ত্রের বিধান অনুসারে আপনি উপায় উদ্ভাবন করুন। আপনাদ্বারা উৎপাদিত মদনের আক্রমণে আমি বিহ্বলা হইয়াছি। আমার মন রমণেচ্ছায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছে; অতএব যাহাতে মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে এরূপ বাসস্থান সম্পাদন করুন ॥ ১১

শ্রীধরটীকা।—অঙ্গসঙ্গার্থঞ্চ প্রথমমিতিকর্ত্তব্যং সম্পাদয়েত্যাহ। হে ঈশ! তত্রাঙ্গসঙ্গে ইতিকৃত্যং সাধনং যথোপদেশং কামশাস্ত্রানুসারেণ উপশিক্ষ জানিহি, উপকল্পয়েত্যর্থঃ। যেন সাধনেন অভ্যঙ্গভোজনপানাদিনা অতীব রন্তুমিচ্ছয়া কর্শিতো দীনশ্চ মমৈষ আত্মা দেহঃ সিধ্যেত রতিসমর্থো ভবেৎ। কথম্ভূতায়াঃ? তে ত্বয়া কৃতঃ ক্ষোভিতো যো মনোভবস্তেন ধর্ষিতায়াঃ। তৎ ততোঽনুরূপং ভবনঞ্চ বিচক্ষ বিতর্কয়, বিস্তারয় ইতি ভাবঃ। ১১

অন্বয়ঃ।—[হে] ক্ষত্তঃ (বিদুর!) প্রিয়ায়াঃ (দেবহূতেঃ) প্রিয়ম্ (অভীষ্টম্) অন্বিচ্ছন্ (সাধয়িতুমভিলষন্) কর্দ্দমঃ যোগম্ আস্থিতঃ (অবলম্বমানঃ সন্) তর্হি এব (তস্মিন্নেব ক্ষণে) কামগং (স্বেচ্ছানুরূপগতিশীলং) বিমানং (রথম্) আবির্ভূতং (সম্পাদয়ামাস) ॥ ১১

মূলানুবাদ।—মৈত্রেয় বলিলেন,—হে বিদুর! কর্দ্দম ঋষি পত্নীর অভীষ্ট সাধনের জন্য যোগ অবলম্বন করিয়া তৎক্ষণাৎ একখানি ইচ্ছানুরূপ গতিসম্পন্ন রথ আবির্ভূত করিলেন ॥ ১২

শ্রীধরটীকা।—তর্হি তৎক্ষণমেব আবিরচীকরৎ আবির্ভাবয়াম্বভূব ॥ ১২

সর্ব্বকামদুঘং দিব্যং সর্ব্বরত্নসমন্বিতম্ ।
সর্ব্বর্দ্ধ্যুপচয়োদর্কং মণিস্তম্ভৈরুপস্কৃতম্ ॥ ১৩ ॥
দিব্যোপস্করণোপেতং সর্ব্বকালসুখাবহম্ ।
পট্টিকাভিঃ পতাকাভির্ব্বিচিত্রাভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ১৪ ॥
স্রগ্‌ভির্ব্বিচিত্রমাল্যাভির্মঞ্জুসিঞ্জৎষড়ঙ্ঘ্রিভিঃ ।
দুকূলক্ষৌমকৌশেয়ৈর্নানাবস্ত্রৈর্ব্বিরাজিতম্ ॥ ১৫ ॥
উপর্য্যুপরিবিন্যস্ত-নিলয়েষু পৃথক্ পৃথক্ ।
কৢপ্তৈঃ কশিপুভিঃ কান্তং পর্য্যঙ্কব্যজনাসনৈঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ ।—[ইদানীং নবভিঃ শ্লোকৈস্তদ্ বিমানং বর্ণয়তি] সর্ব্বকামদুঘং (নিখিলভোগসুখপ্র দিব্যং (স্বর্গীয়ং) সর্ব্বরত্নসমন্বিতং, সর্ব্বর্দ্ধ্যুপচয়োদর্কং (সর্ব্বাসাম্ ঋদ্ধীনাং সম্পদাম্ উপচয়ঃ উত্ত উদর্কঃ উত্তরোত্তরফলস্বরূপো যত্র তৎ) মণিস্তম্ভৈঃ (মণিময়স্তম্ভৈঃ) উপস্কৃতং (শোভিতং) ["বিমান চীকরৎ" ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ, এবং পরবর্ত্তিবিশেষণানামপি বোধ্যম্) ॥ ১৩

মূলানুবাদ ।—[সপ্রতি নয়টি শ্লোকে ঐ রথ বর্ণিত হইতেছে] সেই দিব্য রথখানি সকল প্র বাঞ্ছিত ভোগসুখ প্রদানে সমর্থ, তাহাতে নানাবিধ রত্ন বিরাজমান ছিল, সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধি তাহাতে উ রোত্তর বৃদ্ধি পাইবার যোগ্য এবং মণিময় স্তম্ভ দ্বারা তাহা শোভিত ছিল ॥ ১৩

শ্রীধরটীকা ।—তদেব বিশিনষ্টি সর্ব্বকামদুঘমিতি নবভিঃ । সর্ব্বৈশ্চ রত্নাদিভিঃ সমন্বিতম্ । সর্ব্বা সর্ব্বসম্পদাং য উপচয়স্তস্য উদর্কঃ উত্তরোত্তরাতিবৃদ্ধির্যস্মিন্ । উপস্কৃতং শোভিতম্ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ ।—দিব্যোপস্করণোপেতং (দিব্যৈঃ মনোহরৈঃ উপস্করণৈঃ সজ্জাভিঃ উপেতং যুক্তং) সর্ব্বকালসুখ (সর্ব্বর্ত্তুসুখকরং) বিচিত্রাভিঃ পট্টিকাভিঃ (অল্পবিস্তারপট্টবস্ত্রখণ্ডৈঃ) পতাকাভিশ্চ অলঙ্কৃতম্ ॥ ১৪

মূলানুবাদ ।—ঐ রথ দিব্য উপকরণে ভূষিত, সকল ঋতুতেই সুখকর :এবং বিচিত্র পট্টবস্ত্র পতাকাদ্বারা শোভিত ছিল ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা ।—উপস্করণং পরিকরঃ, পট্টিকা অল্পবিস্তারপট্টবস্ত্রবিশেষাঃ, পতাকা বিস্তৃতাঃ, তাভিঃ । ১৪

অন্বয়ঃ ।—বিচিত্রমাল্যাভিঃ (বিচিত্রাণি মাল্যানি পুষ্পাণি যাসু তাভিঃ) মঞ্জুসিঞ্জৎষড়ঙ্ঘ্রি (মঞ্জু মনোহরং সিঞ্জন্তঃ শব্দায়মানাঃ ষড়ঙ্ঘ্রয়ো ভ্রমরা যাসু তাভিঃ) স্রগ্‌ভিঃ (মালাভিঃ) দুকূলক্ষৌমকৌ নানাবস্ত্রৈঃ (পট্টক্ষৌমকৌশেয়প্রভৃতিভির্নানাবিধবস্ত্রশ্চ) বিরাজিতং (শোভিতম্) ॥ ১৫

মূলানুবাদ ।—বিচিত্র পুষ্পদ্বারা রচিত মাল্যের শোভায় সেই রথখানি সুশোভিত ছিল, ঐ পুষ্পে ভ্রমরগণ মনোহর গুঞ্জন করিতেছিল, পট্ট ও রেশম প্রভৃতিদ্বারা প্রস্তুত নানা প্রকার বস্ত্র ঐ শোভা বিস্তার করিতেছিল ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা ।—বিচিত্রাণি মাল্যাণি পুষ্পাণি যাসু, মঞ্জু যথা ভবতি এবং সিঞ্জন্তঃ ষড়ঙ্ঘ্রয়ো তাভিঃ স্রগ্‌ভিঃ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ ।—উপর্য্যুপরি (দ্বিতলাদিক্রমেণ) বিন্যস্তনিলয়েষু (অবস্থিতেষু গৃহেষু) পৃথক্ পৃথক্ (বিধভাবেন) কৢপ্তৈঃ (স্থিতৈ) কশিপুভিঃ (শয্যাভিঃ) পর্য্যঙ্কব্যজনাসনৈঃ [চ] কান্তং (মনোহরম্) । ১৬

তত্র তত্র বিনিক্ষিপ্ত নানাশিল্পোপশোভিতম্।
মহামরকতস্থল্যা জুষ্টং বিদ্রুমবেদিভিঃ ॥ ১৭ ॥
দ্বার্ষু বিদ্রুমদেহল্যা ভাতং বজ্রকবাটবৎ।
শিখরেষ্বিন্দ্রনীলেষু হেমকুম্ভৈরধিশ্রিতম্ ॥ ১৮ ॥
চক্ষুষ্মৎপদ্মরাগাগ্র্যৈর্বজ্রভিত্তিষু নির্ম্মিতৈঃ।
জুষ্টং বিচিত্রবৈতানৈঃ সহারৈর্হেমতোরণৈঃ ॥ ১৯ ॥
হংসপারাবতব্রাতৈস্তত্র তত্র নিকূজিতম্।
কৃত্রিমান্ মন্যমানৈঃ স্বানধিরুহ্যাধিরুহ্য চ ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদ।—সেই রথের মধ্যে একতল, দ্বিতল ও ত্রিতলাদিরূপে ক্রমশঃ উপর্য্যুপরি গৃহ ও তন্মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ প্রকারে বিবিধ শয্যা অবস্থিত ছিল এবং উত্তম পালঙ্ক, ব্যজন (পাখা) ও আসন ছিল, তাহাতে রথখানি অত্যন্ত মনোরম হইয়াছিল ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—তত্র তত্র (তত্তৎস্থানেষু) বিনিক্ষিপ্তনানাশিল্পোপশোভিতং (বিদ্যমানবিবিধশিল্পশোভিতম্) মহামরকতস্থল্যা (উৎকৃষ্টনীলকান্তমণিময়প্রদেশেন) বিদ্রুমবেদিভিঃ (প্রবালনির্ম্মিতৈঃ স্থানবিশেষৈশ্চ) জুষ্টম্ (অধিষ্ঠিতম্) ॥ ১৭

মূলানুবাদ।—তাহার মধ্যে কোন কোন স্থানে নানাপ্রকার শিল্পকার্য্য বিদ্যমান থাকায় বিলক্ষণ শোভা হইতেছিল, কোথাও বিস্তৃত নীলকান্তমণিময় প্রদেশ, কোথাও বা প্রবাল রচিত বেদী, এই সকলের শোভায় রথখানি অত্যন্ত সুশোভিত হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—উপর্য্যুপরিবিরচিতগৃহেষু কুশিপুভিঃ শয্যাভিঃ কান্তং কমনীয়ম্। পর্য্যঙ্কাদিভিশ্চ কান্তম্ ॥ ১৬—১৭

অন্বয়ঃ।—দ্বার্ষু (দ্বারদেশেষু) বিদ্রুমদেহল্যা (প্রবালমণিময়ভিত্ত্যা) ভাতং (শোভিতং) বজ্রকবাটবৎ (হীরকখচিতকবাটযুক্তং) ইন্দ্রনীলেষু (ইন্দ্রনীলমণিময়েষু) শিখরেষু (প্রাসাদোপরিভাগেষু) হেমকুম্ভৈঃ (স্বর্ণকলসৈঃ) অধিশ্রিতম্ (অধিষ্ঠিতম্) ॥ ১৮

মূলানুবাদ।—ঐ রথের দ্বারদেশের নিকটে প্রবালখচিত ভিত্তি শোভা পাইতেছিল, কপাটগুলি হীরকে অলঙ্কৃত ছিল এবং ইন্দ্রনীলমণিময় শিখরে স্বর্ণকলস বিরাজমান ছিল ॥ ১৮

শ্রীধরটীকা।—দ্বার্ষু দ্বারেষু বিদ্রুমরচিতা দেহলী উড়ুম্বরস্তয়া ভাতং শোভিতম্। বজ্রখচিতকবাটযুক্তম্। ইন্দ্রনীলমণিময়েষু শিখরেষু প্রাসাদাগ্রভাগেষু ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—বজ্রভিত্তিষু (হীরকময়ভিত্তিষু) নির্ম্মিতৈঃ (প্রোথিতৈঃ) পদ্মরাগাগ্র্যৈঃ (পদ্মরাগমণিপ্রধানৈঃ) চক্ষুষ্মৎ (স্ফুরিতনেত্রমিব) বিচিত্রবৈতানৈঃ (বিচিত্রৈর্বিতানসমূহৈঃ) সহারৈঃ (হারালঙ্কৃতৈঃ) হেমতোরণৈঃ (স্বর্ণনির্ম্মিতবহির্দ্বারৈঃ) জুষ্টং (যুক্তম্) ॥ ১৯

মূলানুবাদ।—সেই রথের হীরকময় ভিত্তিতে যে সকল পদ্মরাগমণি সংলগ্ন ছিল, তাহাতে বোধ হইতেছিল যেন উহার চক্ষুগুলি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে এবং বিচিত্র চন্দ্রাতপসমূহ ও হারশোভিত স্বর্ণনির্ম্মিততোরণে রথখানি অতীব শোভা পাইতেছিল ॥ ১৯

বিহারস্থানবিশ্রাম-সংবেশপ্রাঙ্গণাজিরৈঃ।
যথোপজোষং রচিতৈর্বিস্মাপনমিবাত্মনঃ ॥ ২১ ॥
ঈদৃগ্ গৃহং তৎ পশ্যন্তীং নাতিপ্রীতেন চেতসা।
সর্ব্বভুতাশয়াভিজ্ঞঃ প্রাবোচৎ কর্দ্দমঃ স্বয়ম্ ॥ ২২ ॥
নিমজ্জ্যাস্মিন্ হ্রদে ভীরু বিমানমিদমারুহ।
ইদং শুক্লকৃতং তীর্থমাশিষাং যাপকং নৃণাম্ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—চক্ষুষ্মন্ত ইব যে পদ্মরাগাগ্র্যাস্তৈঃ। যদ্বা চক্ষুষ্মদিব। কৈঃ? পদ্মারাগগ্র্যৈঃ। বিচি বৈর্তানৈবিতানসমূহৈঃ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—কৃত্রিমান্ (নির্ম্মিতানপি হংসাদীন্) স্বান্ (স্বসদৃশান্ প্রাকৃতান্) মন্যমানৈঃ হংসপারা ব্রাতৈঃ (হংসাদিসমূহৈঃ) তত্র তত্র (তত্তৎস্থানেষু) অধিরুহ্যাধিরুহ্য চ নিকূজিতং (কূজনৈর্মুখরীকৃতম্)॥ ২০

মূলানুবাদ।—এই রথে এমন সকল কৃত্রিম হংস-পারাবতাদি বিরাজমান ছিল, যাহাদিগকে প্র সজীব পক্ষী মনে করিয়া হংস ও পারবতগণ সেই সেই স্থানে উড়িয়া গিয়া নিজ নিজ শব্দে রথখানি মুখরি করিতেছিল॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—কৃত্রিমানপি হংসাদীন্ স্বান্ স্বজাতীয়ান্ মন্যমানৈঃ তত্র তত্রাধিরুহ্য নিকূ তম্॥ ২০

অন্বয়ঃ।—যথোপজোষং (যথাসুখং) রচিতৈঃ বিহারস্থানবিশ্রামসংবেশপ্রাঙ্গণাজিরৈঃ (বিহারস্থা ক্রীড়াপ্রদেশঃ, বিশ্রামঃ শয়নমন্দিরং, সংবেশঃ উপভোগস্থানং, প্রাঙ্গণং গৃহাদ্ বহিঃস্থানম্, অজিরং প্রাকা বহিঃপ্রদেশং, তৈঃ) আত্মনঃ (স্বশক্ত্যা রথোপস্থাপকস্যাপি মুনেঃ কর্দ্দমস্য) বিস্মাপনমিব (বিস্ময়জনক ["বিমানমচীকরৎ" ইতি পুর্ব্বেণৈব অন্বয়ঃ]॥ ২১

মূলানুবাদ।—ঐ রথে বিহারস্থান, শয়নাগার, উপভোগস্থান, প্রাঙ্গণ ও প্রাচীরের বহিঃস্থিত স্থা প্রভৃতি আবশ্যকীয় স্থানসমূহ অতি সুখকররূপে রচিত ছিল; এমন কি, তাহাতে সেই মুনির নিজেরও যেন বি উৎপন্ন হইল॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—বিহারস্থানং ক্রীড়াপ্রদেশঃ। বিশ্রামঃ শয়নগৃহং, সংবেশ উপলভাগস্থানম্। প্রা গৃহাদ্বহিঃ। অজিরং প্রাকারাদ্বহিঃ। যথোপজোষং যথাসুখমাত্মনঃ স্বস্য মায়াবিনোঽপি বিস্ময়জনকমিব॥ ২১

অন্বয়ঃ।—ঈদৃক্ (প্রাগুক্তসর্ব্বসৌন্দর্য্যপূর্ণঃ) তদ্‌গৃহং (বিমানরূপং) নাতিপ্রীতেন (অনতিপ্রফুল্লেন চেতসা) পশ্যন্তীং (বিলোকয়ন্তীং প্রিয়াং দেবহূতিং) সর্ব্বভূতাশয়াভিজ্ঞঃ (সমস্তপ্রাণিহৃদ্‌গতভাবাভিজ্ঞঃ) কর্দ্দমঃ স্বয়ং (স্ব প্রণোদিত এব) প্রাবোচৎ (কথিতবান্)॥ ২২

মূলানুবাদ।—এইরূপ সর্ব্বসৌন্দর্য্যপূর্ণ রথখানি আবাসগৃহরূপে উপস্থিত হইল দেখিয়াও দেবহূতি (নি দেহের মালিন্য ও পরিচারিকার অভাব বশতঃ) ততদূর প্রীতি লাভ করিলেন না। মুনিবর কর্দ্দম সকল প্রাণী অন্তরের ভাব বুঝিতেন; সুতরাং দেবহূতি মুখে কিছু প্রকাশ না করিলেও তাঁহার অভিপ্রায় স্বয়ংই বুঝি তাঁহাকে বলিলেন॥ ২২

অন্বয়ঃ।—[হে] ভীরু! (ভয়শীলে!) নৃণাং (মানবানাম্) আশিষাম্ (অভিলষিতবিষয়াণা যাপকং (প্রাপকং) শুক্লকৃতং (শুক্লেন বিষ্ণুনা কৃতম্ আনন্দাশ্রুপাতেন সম্পাদিতম) ইদং তীর্থং (পুণ্য

সা তদ্ভর্ত্তুঃ সমাদায় বচঃ কুবলয়েক্ষণা।
সরজং বিভ্রতী বাসো বেণীভূতান্ স্বমূর্দ্ধজান্ ॥ ২৪ ॥
অঙ্গঞ্চ মলপঙ্কেন-সঞ্ছন্নং শবলস্তনম্।
আবিবেশ সরস্বত্যাঃ সরঃ শিবজলাশয়ম্ ॥ ২৫ ॥
সান্তঃসরসি বেশ্মস্থাঃ শতানি দশ কন্যকাঃ।
সর্ব্বাঃ কিশোরবয়সো দদর্শোৎপলগন্ধয়ঃ ॥ ২৬ ॥
তাং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ স্ত্রিয়ঃ।
বয়ং কর্ম্মকরীস্তুভ্যং শাধি নঃ করবাম কিম্ ॥ ২৭ ॥

বৃতং বিন্দুসরঃ) অস্মিন্ হ্রদে (জলাশয়ে) নিমজ্য (অবগাহ্য) ইদং বিমানম্ আরুহ (উকারস্ত গুণাভাব আর্ষঃ, আরোহ ইতি যাবৎ) ॥ ২৩

মূলানুবাদ।—হে ভয়শীলে! সমীপস্থ এই জলাশয় অতি পবিত্র বিন্দুসরোবর নামক তীর্থ, ভগবান্ বিষ্ণুর আনন্দাশ্রু দ্বারা ইহা উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে অবগাহন করিলে লোকে বাঞ্ছিতফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তুমি এই সরোবরে স্নান করিয়া তাহারপর এই রথে আরোহণ কর ॥ ২৩

শ্রীধরটীকা।—নাতিপ্রীতেন মলিনদেহত্বাৎ পরিচারিকাভাবাচ্চ ॥ ২২ ॥ অস্মিন্ হ্রদে বিন্দুসরসি। আরুহ্য অধিরোহ। শুক্লেন বিষ্ণুনা আনন্দবিন্দুপাতেন যাপকং প্রাপকম্ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—কুবলয়েক্ষণা (পদ্মপলাশাক্ষী) সা (দেবহূতিঃ) ভর্ত্তুঃ (কর্দ্দমস্য) তদ্বচঃ (পুর্ব্বোক্তং বাক্যং) সমাদায় (আদৃত্য) সরজং (ধূলিধূসরিতং মলিনমিতি যাবৎ) বাসঃ (বস্ত্রং) বেণীভূতান্ সমূর্দ্ধজান্ (নিজকেশান্) মলপঙ্কেন (মলরূপকর্দ্দমেন অত্যধিকমলেন ইতি ভাবঃ) সঞ্ছন্নং (পরিব্যাপ্তং) শবলস্তনং (বিবর্ণস্তনসম্পন্নম্) অঙ্গঞ্চ (শরীরঞ্চ) বিভ্রতি (ধারয়ন্তী) সরস্বত্যাঃ (নদ্যাঃ) শিবজলাশয়ং (মাঙ্গলিকজল-প্রবাহসম্পর্কিতং) সরঃ (তদ্বিন্দুসরোবরম্) আবিবেশ (প্রবিষ্টবতী) ॥ ২৪ । ২৫

মূলানুবাদ।—পদ্মপলাশাক্ষী দেবহূতি পতির সেই বাক্য সাদরে গ্রহণ করিয়া মলিন বস্ত্র, বেণীবদ্ধ কেশকলাপ এবং অত্যধিক ধূলিধূসরিত হওয়ায় স্তনযুগল পর্য্যন্ত বিবর্ণ হইয়াছে এইরূপ শরীর লইয়া সরস্বতী নদীর পবিত্র জল সম্পর্কিত সেই বিন্দুসরোবরে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ২৪।২৫

শ্রীধরটীকা।—সমাদায় আদৃত্য। সরজং মলিনম্। বেণীভূতান্ জটিলান্ ॥ ২৪ ॥ শবলৌ বিবর্ণে স্তনৌ যস্মিন্ তৎ। সরস্বত্যাঃ শিবানি আশেরতে যস্মিন্, শিবা জলাশয়া জলচরা যস্মিন্ ইতি বা ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—সা (দেবহূতিঃ) অন্তঃসরসি (সরোবরাভ্যন্তরে) বেশ্মস্থাঃ (জলমধ্যগতভবনস্থিতাঃ) সর্ব্বাঃ কিশোরবয়সঃ (তরুণবয়স্কাঃ) উৎপলগন্ধয়ঃ (কর্ম্মবিশেষণত্বেন দ্বিতীয়াবহুবচনান্তমার্ষমিদং পদং, পদ্মগন্ধসম্পন্না ইতি তদর্থঃ, স্বামিপাদাস্তু পরবর্ত্তিশ্লোকস্থিতস্য "স্ত্রিয়ঃ" ইতি কর্ত্তৃপদস্য বিশেষণত্বেন প্রথমান্ততয়ৈবাস্য সঙ্গতিং কৃতবন্তঃ) দশশতানি কন্যকাঃ দদর্শ (দৃষ্টবতী) ॥ ২৬

মূলানুবাদ।—দেবহূতি সরোবরের অভ্যন্তরে একটি গৃহমধ্যে এক সহস্র কন্যা দর্শন করিলেন, ইহারা সকলেই কিশোরবয়স্কা এবং সকলেরই গাত্রে পদ্মের ন্যায় সুগন্ধ ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—স্ত্রিয়ঃ (তাঃ কন্যাঃ) তাং (দেবহূতিং) দৃষ্ট্বা সহসা উত্থায় প্রাঞ্জলয়ঃ (কৃতাঞ্জলিপুটাঃ

স্নানেন তাং মহার্হেণ স্নাপয়িত্বা মনস্বিনীম্।
দুকূলে নির্ম্মলে নূত্নে দদুরস্যৈ চ মানদাঃ ॥ ২৮ ॥
ভূষণানি পরার্দ্ধ্যানি বরীয়াংসি দ্যুমন্তি চ।
অন্নং সর্ব্বগুণোপেতং পানঞ্চৈবামৃতাসবম্ ॥ ২৯ ॥
অথাদর্শে স্বমাত্মানং স্রগ্বিণং বিরজাম্বরম্।
বিরজং কৃতস্বস্ত্যয়নং কন্যাভির্বহুমানিতম্ ॥ ৩০ ॥

সত্যঃ) প্রোচুঃ (কথিতবত্যঃ), তুভ্যং (ত্বদর্থং) বয়ঃ কিং করবাম? কর্ম্মকরীঃ (পরিচারিকাস্বরূপাঃ) (অস্মান্) শাধি (আদিশ) ॥ ২৭

মূলানুবাদ।—সেই কন্যাগণ দেবহূতিকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে লাগিল, আমাদিগকে আপনি পরিচারিকার ন্যায় মনে করিয়া আদেশ করুন; আপনার জন্য করিব? ॥ ২৭

শ্রীধরটীকা।—সা তত্র নিমগ্না সতী বিস্ময়ং দদর্শ, তমাহ সান্তঃসরসীতি দশভিঃ। উৎপলগন্ধয়ঃ প্রোচুঃ তব কর্ম্মকরীঃ পরিচারিকা বয়ম্, অস্মানাজ্ঞাপয়েতি ॥ ২৬।২৭

অন্বয়ঃ—মানদাঃ (সম্মানকারিণ্যঃ তাঃ কন্যাঃ) মহার্হেণ (বহুমূল্যেন অত্যুৎকৃষ্টেনেতি স্নানেন (স্নানার্হতৈলানুলেপনাদিনা) মনস্বিনীং তাং (দেবহূতিং) স্নাপয়িত্বা অস্যৈ (দেবহূত্যৈ) নূত্নে (নূতনে) দুকূলে (বস্ত্রে, পরিধেয়ম্ উত্তরীয়ঞ্চেতি দ্বে) দদুঃ (অর্পিতবত্যঃ) ॥ ২৮

মূলানুবাদ।—সেই কন্যাগণ অতি সম্মান সহকারে বহুমূল্য তৈলাদি লেপন পুর্ব্বক সেই দেবহূতিকে স্নান করাইল এবং দুইখানি নির্ম্মল নূতন বস্ত্র তাঁহাকে প্রদান করিল ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—বরীয়াংসি (শ্রেষ্ঠতরাণি) দ্যুমন্তি (দীপ্তিযুক্তানি) পরার্দ্ধ্যানি (বহুমূল্যানি) (অলঙ্কারাংশ্চ) সর্ব্বগুণোপেতং (স্বাদুত্বোপকারিত্বাদিসর্ব্বগুণসম্পন্নম্) অন্নম্ অমৃতাসবং (অমৃততুল্যং আসবতুল্যঞ্চ মাদকং) পানঞ্চৈব (পানীয়দ্রব্যঞ্চ) [দদুরিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ] ॥ ২৯

মূলানুবাদ।—দীপ্তিসম্পন্ন বহুমূল্য শ্রেষ্ঠতর অলঙ্কারাদি, সর্ব্বগুণসম্পন্ন খাদ্যদ্রব্য এবং মত্ততা জনক পানীয় প্রভৃতি তাঁহাকে দান করিল ॥ ২৯

শ্রীধরটীকা।—ততশ্চ স্নানেন স্নানযোগ্যতৈলাদিনা ॥ ২৮ ॥ পরার্দ্ধ্যানি উৎকৃষ্টানি, বরীয়াংসি তুভ্যং দ্যুমন্তি দীপ্তিমন্তি চ। পানং পেয়ম্ অমৃতং স্বাদু, আসবং মাদকম্ ॥ ২৯

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং, সা দেবহূতিঃ) আদর্শে (মুকুরবিম্বে) স্রগ্বিণং (মাল্যধারিণং) (নির্ম্মলবস্ত্রশালিনং) বিরজং (প্রক্ষালিতমলং) কৃতস্বস্ত্যয়নং (মঙ্গলসজ্জাসম্পন্নং) কন্যাভিঃ বহুমানিতম্ (অত্যাদৃতং) স্বম্ আত্মানং (প্রতিবিম্বিতং স্বকীয়ং শরীরং) [দদর্শেতি ক্রিয়য়া অন্বয়ঃ) ॥ ৩০

মূলানুবাদ।—অনন্তর দেবহূতি দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন করিলেন। তাঁহার গলে মালা, বিমল বস্ত্র, দেহ সুপরিষ্কৃত, তাহাতে সেই কন্যাগণ অতি আদর পুর্ব্বক নানারূপ মাঙ্গলিক সজ্জা করিয়াছে ॥ ৩০

স্নাতং কৃতশিরঃস্নানং সর্ব্বাভরণভূষিতম্ ।
নিষ্কগ্রীবং বলয়িনং কূজৎকাঞ্চননূপুরম্ ॥ ৩১ ॥
শ্রোণ্যোরধ্যস্তয়া কাঞ্চ্যা কাঞ্চন্যা বহুরত্নয়া ।
হারেণ চ মহার্হেণ রুচকেন চ ভূষিতম্ ॥ ৩২ ॥
সুদতা সুভ্রুবা শ্লক্ষ্ণস্নিগ্ধাপাঙ্গেন চক্ষুষা ।
পদ্মকোশস্পৃধা নীলৈরলকৈশ্চ লসন্মুখম্ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—আদর্শে স্বগাত্মানং দদর্শেতি শেষঃ। আত্মানং বিশিনষ্টি চতুর্ভিঃ। কৃতং স্বস্ত্যয়নং মঙ্গলং যস্য। পুংস্ত্বমাত্মশব্দসমানাধিকরণ্যাৎ ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—স্নাতম্ (উদ্বর্ত্তনাদিনা পরিষ্কৃত্য ক্ষালিতং) কৃতশিরঃস্নানং (কৃতং শিরঃস্নানং গন্ধতৈলাদিভিঃ শিরসোঽভ্যঙ্গো যত্র তৎ) সর্ব্বাভরণভূষিতং, নিষ্কগ্রীবং (গ্রীবালম্বিতপদকম্) বলয়িনং (বলয়যুক্তং) কূজৎকাঞ্চননূপুরম্ (শব্দায়মানস্বর্ণনূপুরম্) [আত্মানং দদর্শেতি যোজনা] ॥ ৩১

মূলানুবাদ।—[দেবহূতি দর্পণবিম্বে আরও দেখিলেন যে] নিজ দেহখানি মার্জ্জনাদি দ্বারা বেশ পরিষ্কৃত হইয়াছে; তৈলাদিলেপনে মস্তকের পারিপাট্য হইয়াছে, নানাবিধ অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কৃত হইয়াছে। গলে পদক, হস্তে বলয়, চরণে স্বর্ণনূপুরযুগল মধুর শব্দ করিতেছে ॥ ৩১

শ্রীধরটীকা।—বিরজমিত্যস্য প্রপঞ্চঃ—স্নাতম্ উদ্বর্ত্ত্য ক্ষালিতম্। কৃতং শিরঃস্নানমভ্যঙ্গো যেন। ভূষিতত্বমেবাহ নিষ্কং পদকং গ্রীবায়াং যস্য ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—শ্রোণ্যোঃ (জঘনভাগয়োঃ) অধ্যস্তয়া (বিন্যস্তয়া) বহুরত্নয়া (নানারত্নযুক্তয়া) কাঞ্চন্যা (স্বর্ণময্যা) কাঞ্চ্যা (রসনাদাম্না) মহার্হেণ (বহুমূল্যেন) হারেণ, রুচকেন চ (মঙ্গলদ্রব্যেণ কুঙ্কুমাদিনা চ) ভূষিতং [পূর্ব্ববদন্বয়সমাপ্তিঃ] ॥ ৩২

মূলানুবাদ।—নিতম্বদেশে বিন্যস্ত নানাবিধ রত্নখচিত স্বর্ণময় মেখলা, বহুমূল্য হার ও কুঙ্কুমাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যে দেহখানি উত্তমরূপে সজ্জিত ॥ ৩২

শ্রীধরটীকা।—বহূনি রত্নানি যস্যাং তয়া, রুচকেন মঙ্গলদ্রব্যেণ কুঙ্কুমাদিনা, তদুক্তং বিশ্বপ্রকাশে—"রুচকং মঙ্গলদ্রব্যে গ্রীবাভরণদন্তয়ো" রিতি ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—সুভ্রুবা সুদতা চক্ষুষা (এতত্ত্রিতয়স্থলে এব জাতাবেকবচনং, তথাচ শোভানাভ্যাং ভ্রূভ্যাং শোভনৈর্দন্তৈঃ, বক্ষ্যমাণবিশেষণযুক্তাভ্যাঞ্চ চক্ষুর্ভ্যামিত্যর্থঃ) [চক্ষুর্বিশেষণমাহ) শ্লক্ষ্ণস্নিগ্ধাপাঙ্গেন (শ্লক্ষ্ণঃ মনোহরঃ স্নিগ্ধঃ অপাঙ্গঃ প্রান্তভাগো যস্য তেন) পদ্মকোষস্পৃধা (পদ্মমুকুলপরাভবিনা ইত্যর্থঃ) নীলৈঃ (কৃষ্ণবর্ণৈঃ) অলকৈশ্চ (চূর্ণকুন্তলৈশ্চ) লসন্মুখং (লসৎ শোভমানং মুখং যত্র তৎ) [পূর্ব্ববদন্বয়ঃ] ॥ ৩৩

মূলানুবাদ।—মনোজ্ঞ ভ্রূযুগল, সুন্দর দন্তপংক্তি, পদ্মমুকুল অপেক্ষাও অত্যধিক শোভাসম্পন্ন মনোরম স্নিগ্ধ অপাঙ্গশালী নেত্রদ্বয় এবং ঘনকৃষ্ণ অলকাবলী দ্বারা দেবহূতির মুখমণ্ডল অত্যন্ত শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩৩

শ্রীধরটীকা।—সুদতা সুভ্রুবা চক্ষুযেতি চ জাতাবেকবচনানি। এতৈর্লসৎ শোভমানং মুখং যস্য কথম্ভূতেন চক্ষুষা? শ্লক্ষ্ণৌ মনোহরঃ স্নিগ্ধৌ নেত্রপ্রান্তৌ যস্য, পদ্মকোষে স্পর্দ্ধত ইতি পদ্মকোশস্পৃৎ তেন ॥ ৩৩

যদা সস্মার ঋষভমৃষীণাং দয়িতং পতিম্।
তত্র চাস্তে সহ স্ত্রীভির্যত্রাস্তে স প্রজাপ্রতিঃ ॥ ৩৫ ॥
ভর্ত্তুঃ পুরস্তাদাত্মানং স্ত্রীসহস্রবৃতং তদা ॥
নিশাম্য তদ্‌যোগগতিং সংশয়ং প্রত্যপদ্যত ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ।—যদা (দর্পণবিম্বে স্বলাবণ্যাতিশয়দর্শনেন প্রোদ্দীপ্তমদনা সা দেবহূতির্যস্মিন্নেব সময়) ঋষীণাম্ ঋষভং (মুনিবরং) দয়িতং (প্রিয়ং) পতিং (কর্দ্দমং) সস্মার (স্মৃতবতী) [তদৈব] সঃ প্রজাপ (কর্দ্দমঃ) যত্র আস্তে (বর্ত্ততে) স্ত্রীভিঃ (প্রাগ্ বর্ণিতাভিঃ কন্যাভিঃ) সহ [সা চ] তত্র আস্তে (ইত্যব কিতবতীতি ভাবঃ)॥ ৩৪

মূলানুবাদ।—ঐ অবস্থায় দেবহূতি যখনই প্রিয়পতি মুনিবর কর্দ্দমকে স্মরণ করিলেন, তখনই দেখি যে, সেই সকল কন্যাগণ সহ তিনি প্রজাপতি কর্দ্দমের আশ্রমেই উপনীত হইয়াছেন॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—তদা (তস্মিন্ সময়ে) [সা দেবহূতিঃ] স্ত্রীসহস্রবৃতম্ আত্মানং ভর্ত্তুঃ পুরস্তাৎ (প সম্মুখে বিদ্যমানমিতি যাবৎ) নিশাম্য (দৃষ্ট্বা) তদযোগগতিং (তস্য ভর্ত্তুঃ যোগগতিং যোগপ্রভাবঞ্চ নিশা সংশয়ং প্রত্যপদ্যত (অহো স্মরণমাত্রেণৈব সুদূরাৎ পতিসকাশং প্রাপ্তাস্মীতি কথমেতদভূৎ ইত্যেবং বি প্রাপ্তবতী)॥ ৩৫

মূলানুবাদ।—তখন দেবহূতি সেই সহস্রকন্যাসহ নিজেকে পতির সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া প অলৌকিক যোগপ্রভাব দর্শনে বিস্মিতা হইলেন॥ ৩৫

শ্রীধরটীকা।—দৃষ্ট্বা চ যদা পতিং সস্মার তদা যত্রাসৌ তত্রৈব স্বয়মপ্যাস্তে॥ ৩৪॥ আত্মানং নি দৃষ্ট্বা তাঞ্চ তস্য যোগগতিং যোগপ্রভাবং দৃষ্ট্বা, সংশয়ং কিমিদমিতি বিস্ময়ম্॥ ৩৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—দেবহূতির ঐকান্তিক যত্ন ও শুশ্রূষাগুণে ঋষিবর কর্দ্দম পরমপ্রীত হইয়া প্রকার মধুর উপদেশপূর্ণ বাক্যে তাঁহাকে আশ্বাসপ্রদান করিলে দেবহূতিও অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন। মান্য গুণসম্পন্ন পতির প্রণয়সম্ভাষণে পতিব্রতার প্রাণে প্রীতির উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; সুতরাং গুপ্ত আকাঙ্খা আর গোপন রাখিতে পারিলেন না, লজ্জাবনত মুখে নিবেদন করিলেন—হে স্বামিন্! পতি ভজনা করিয়া তাহার ফলে সন্তানলাভ করা স্ত্রীজতির অতি গৌরবকর বাঞ্ছনীয় বস্তু; আর আ আমাকে গ্রহণ করিবার সময় আমার পিতার নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন যে, আমার পুত্রোৎপত্তি পর্য্যন্ত আপনি আমার সহিত গার্হস্থ্যধর্ম্মে সম্মিলিত থাকিবেন। অতএব এখন আমার প্রার্থনা এই যে, ঔরসে যাহাতে আমি পুত্রলাভ করিতে পারি, আপনি সেই অনুগ্রহ করুন। ধর্ম্মপ্রাণা পত্নীর সুসঙ্গত প্রার্থনা পূরণ করা কর্ত্তব্য বোধে মুনিবর কর্দ্দম প্রথমতঃ গৃহস্থজনোচিত সস্ত্রীক ব্যবহার বাসগৃহ চিন্তা করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। তাঁহার যোগপ্রভাবে কিয়ৎকাল মধ্যেই একখানি অপূর্ব্ব রথ তথায় উপস্থিত হইল। এই রথে সুখস্বচ্ছন্দক্রমে অবস্থান করিয়া সর্ব্বপ্রকার ভোগ বাসনা চরিতার্থ করি উপাদান পূর্ণরূপে বিরাজমান ছিল। [ইহা ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদেই যথেষ্ট পরিস্ফুট হইয়াছে; সুতরাং আর অধিক লিখিবার কিছু নাই।] এইরূপ অত্যধিক রমণীয় রথখানি দর্শন করিয়া দেবহূতির মনে রকমের এক অতৃপ্তি উপস্থিত হইল। তাঁহার মনে হইল যে, এই রথখানি যেরূপ সুন্দর, আমি ত কাছে নিতান্ত অযোগ্যা, কঠোর আশ্রমধর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ অঙ্গসংস্কারাদি না করায়

স তাং কৃতমলস্নানাং বিভ্রাজন্তীমপূর্ব্ববৎ।
আত্মানো বিভ্রতীং রূপং সংবীতরুচিরস্তনীম্ ॥ ৩৬ ॥
বিদ্যাধরীসহস্রেণ সেব্যমানাং সুবাসসম্।
জাতভাবো বিমানং তদারোহয়দমিত্রহন্ ॥ ৩৭ ॥

যেরূপ শারীরিক মলিনতা ও অপরিচ্ছন্নতা জন্মিয়াছে, তাহাতে এ অবস্থায় এইরূপ মনোজ্ঞ বিমানে স্থান পাওয়ার আমি উপযুক্তা নাহি। আমার তেমন পরিচারিকাও নই, যাহারা আমাকে তেমন করিয়া অঙ্গসংস্কারাদিদ্বারা উপযুক্ত পরিচ্ছন্ন করিয়া স্বামীর প্রভাবকল্পিত রথে তাঁহার মনোরঞ্জন করিবার যোগ্য করিয়া তুলিতে পারিবে।

দেবহূতি এই সকল ভাবিতেছেন, মুনি যোগবলে তাহা বুঝিতে পারিয়া বিন্দুসরোবরে অবগাহন করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করিলেন। স্বয়ং ভগবানের আনন্দাশ্রুবিন্দুতে এই মহাতীর্থের সৃষ্টি হইয়াছে; সুতরাং ইহার অপূর্ব্ব মহিমা। দেবহূতি তাহাতে অবতীর্ণ হইবামাত্র জলের মধ্যে এক অপূর্ব্ব প্রাসাদে সহস্রসঙ্খ্যক সুন্দরী যুবতিদিগকে দেখিতে পাইলেন। সেই যুবতীগণ স্বেচ্ছায় সসম্ভ্রমে আসিয়া বিনীতভাবে দেবহূতির পরিচর্য্যা করিতে প্রার্থী হইল এবং নানাপ্রকারে তাঁহার শরীরসংস্কার করিয়া অসঙ্খ্য মহামূল্য অলঙ্কার ও মাঙ্গলিক সজ্জায় তাঁহাকে সজ্জিত করিল। দেবহূতি তখন দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া স্বকীয় অপূর্ব্ব লাবণ্যাদি দর্শনে ভাবাবিষ্ট হইয়া পতিকে স্মরণ করিবামাত্র পতির যোগবলে তৎক্ষণাৎ সেই যুবতিবৃন্দসহ অচিন্ত্যগতিতে তিনি তাঁহার আশ্রমে উপনীত হইলেন। এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটনে দেবহূতি অতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—অহো! যোগের কি অসীম শক্তি! মুগ্ধ জীব ভোগবাসনায় মত্ত হইয়া প্রাণপণে কত চেষ্টা করিয়াও ইচ্ছানুরূপ সামগ্রীর কণা পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে না, আর এই ফলমূলাশী বনবাসী মলিনবেশ জীর্ণকায় ঋষি ইচ্ছামাত্রে কি ব্যাপার সাধন করিতেছেন! ইহা অবশ্যই কোন অলৌকিক শক্তি, লৌকিক শক্তি নহে। সাধনার বলে স্বামী শ্রীভগবানের অনুগ্রহে এই অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়াছেন ॥ ১০—৩৫

অন্বয়ঃ।—[হে] অমিত্রহন্! (শত্রুবিজয়িন্ বিদুর!) সঃ (মুনিঃ) কৃতমলস্নানাং (স্নানেন কৃতমলপ্রক্ষালনাং) সংবীতরুচিরস্তনীং (সম্বাদিতমনোজ্ঞস্তনযুগলং) আত্মনঃ রূপং (স্বস্যৈব পূর্ব্বতনং সৌন্দর্য্যং) বিভ্রতীং (ধারয়ন্তীমপি) অপূর্ব্ববৎ বিভ্রাজন্তীং (অপূর্ব্বসৌন্দর্য্যশালিনীমিব বিরাজমানাং) বিদ্যাধরীসহস্রেণ সেব্যমানাং সুবাসসং (শোভনবসনালঙ্কৃতাং তাং পত্নীং) জাতভাবঃ (সঞ্জাতপ্রণয়ঃ সন্) তদ্ বিমানম্ (রথম্) আরোহয়ৎ (আরোহয়ামাস) ॥ ৩৬—৩৭

মূলানুবাদ।—হে বিদুর! দেবহূতি স্নান করিয়া পরিষ্কৃত দেহে বিবাহের পূর্ব্বকালীন সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। মনোহর স্তনযুগল বস্ত্র দ্বারা সম্যক্ আচ্ছাদিত করিয়াছেন। পরিধানে সুন্দর বসন, সহস্র বিদ্যাধরী তাঁহার পরিচর্যা করিতেছে, দেখিলে মনে হয় যেন এ বুঝি আর সে দেবহূতি নহে। এই অবস্থায় মহর্ষি কর্দ্দম তাঁহাকে সেই রথের উপর আরোহণ করাইলেন ॥ ৩৬—৩৭

শ্রীধরটীকা।—স মুনিঃ। বিবাহাৎ প্রাগাত্মানো যৎ রূপং তদেব পুনর্বিভ্রতীম্। সংবীতৌ প্রাবৃতৌ রুচিরৌ স্তনৌ যস্যাঃ। সংবীতরুচিরস্তনমিতি পাঠে রূপবিশেষণম্ ॥ ৩৬ ॥ শোভনে বাসসী যস্যাঃ। জাতো ভাবঃ প্রেম যস্য। হে অমিত্রহন্ জিতকাম ॥ ৩৭

তস্মিন্নলুপ্তমহিমা প্রিয়য়ানুরক্তো, বিদ্যাধরীভিরুপচীর্ণবপুর্বিমানে।
বভ্রাজ উৎকচকুমুদ্গণবানপীব্য,-স্তারাভিরাবৃত ইবোড়ুপতির্নভস্থঃ ॥ ৩৮ ॥
তেনাষ্টলোকপবিহারকুলাচলেন্দ্র,-দ্রোণীষ্বনঙ্গসখমারুতসৌভগাসু।
সিদ্ধৈর্নুতো দ্যুধুনিপাতশিবস্বনাসু, রেমে চিরং ধনদবল্ললনাবরূথী ॥ ৩৯ ॥
বৈশ্রম্ভকে সুরসনে নন্দনে পুষ্পভদ্রকে।
মানসে চৈত্ররথ্যে চ স রেমে রাময়া রতঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ।—তস্মিন্ বিমানে (রথে) অনুরক্তঃ (দেবহূতিং প্রতি প্রেমাবিষ্টোঽপি) অনুপ্ত (ন লুপ্তঃ মহিমা বশীকৃতচিত্ততা যস্য সঃ) [মুনিঃ] প্রিয়য়া (দেবহূত্যা সহ) বিদ্যাধরীভিঃ উপচীর্ণবপুঃ (উপ শুশ্রূষিতং বপুর্যস্য তথাবিধঃ সন্) উৎকচকুমুদগণবান্ (প্রফুল্লকুমুদাবলীসহিতঃ) তারাভিঃ (নক্ষত্রৈঃ) আবৃ (বেষ্টিতঃ) নভস্থঃ (আকাশস্থঃ) উড়ুপতিরিব (চন্দ্র ইব) অপীব্যঃ (অতীবসুন্দরঃ) বভ্রাজ (শুশুভে)। ৩

মূলানুবাদ।—কর্দ্দম ঋষি যদিও দেবহূতির প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার ম সিক স্বতন্ত্রতা অর্থাৎ মনের প্রতি আধিপত্য লুপ্ত হইয়া যায় নাই। তিনি প্রিয়তমার সহিত সেই রথে বিদ্যাধরীগণ কর্ত্তৃক শুশ্রূষিত হইয়া কুমুদবৃন্দের বিকাশকারী গগনস্থিত নক্ষত্রমালাপরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মূর্ত্তিতে শোভা পাইতেছিলেন ॥ ৩৮

শ্রীধরটীকা।—তস্মিন্ বিমানে মুনির্বভ্রাজে। ন লুপ্তো মহিমা স্বাতন্ত্র্যং যস্য। উপচীর্ণং শুশ্রূ বপুর্যস্য। বিকসিতকুমুদ্গণবান্ অপীব্যোঽতিসুন্দরঃ। পূর্ণচন্দ্র ইব মুনিঃ, নভ ইব বিমানং, তারা ইব তাঃ স্ত্রি কুমুদানীব তাসাং নেত্রাণীতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—ললনাবরূথী (স্ত্রীবর্গপরিবৃতঃ স কর্দ্দমঃ) তেন (বিমানেন) অনঙ্গসখমারুতসৌভ (অনঙ্গস্য মদনস্য সখা যো মারুতঃ মলয়ানিলঃ তেন সৌভগং মনোহরত্বং যাসু তাসু) দ্যুধুনিপাতশিবস্ব (দ্যুধুনিঃ গঙ্গা তস্যাঃ পাতেন শিবঃ মঙ্গলময়ঃ স্বনো যাসু তাসু) অষ্টলোকপ-বিহারকুলাচলেন্দ্র (অষ্টলোকপানাম্ ইন্দ্রাদীনাং বিহারো যত্র তথাবিধো যঃ কুলাচলেন্দ্রঃ মেরুঃ তস্য দ্রোণীষু গুহাসু) ধন (কুবের ইব) সিদ্ধৈর্নুতঃ (যক্ষাদিভিঃ স্তুতঃ সন্) চিরং রেমে (বিহারং কৃতবান্) ॥ ৩৯

মূলানুবাদ।—মদনের বন্ধু মলয়ানিলের সুখসঞ্চারে রমণীয় এবং গঙ্গার পতন শব্দে মুখরিত মে পর্ব্বতের গহ্বরে কুবের যেরূপ বিহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ মহর্ষি কর্দ্দম স্ত্রীবর্গসহ সেই রথোপরি কাল বিহার করিয়াছিলেন ॥ ৩৯

শ্রীধরটীকা।—তেন বিমানেন অষ্টলোকপালানাং বিহারো যস্মিন্ কুলাচলেন্দ্রে মেরৌ তস্য দ্রে দরীষু। অনঙ্গস্য সখা যো মারুতঃ শীতসুগন্ধমন্দানিলঃ তেন সৌভগং সৌন্দর্য্যং যাসু। সিদ্ধৈর্নুতঃ সন্। দ্যুধুনির্গঙ্গা, তস্যাঃ পাতেন শিবঃ স্বনো যাসু তাসু রেমে। ললনাবরূথী স্ত্রীসমূহবান্ ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—সঃ (কর্দ্দম) রতঃ (প্রীতঃ সন্) বৈশ্রম্ভকে সুরসনে নন্দনে পুষ্পভদ্রকে চৈত্ররথ্যে (এতেষু দেবোদ্যানেষু) মানসে (মানসসরোবরে চ) রাময়া (পত্ন্যা দেবহূত্যা সহ) রেমে ॥ ৪০

মূলানুবাদ।—সেই কর্দ্দম ঋষি অতি প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে বৈশ্রম্ভক, সুরসন, নন্দন, পুষ্পভদ্রক, চৈত্র রথনামক দেবোদ্যানে এবং মানস সরোবরে পত্নী দেবহূতির সহিত বিহার করিয়াছিলেন ॥ ৪০

শ্রীধরটীকা।—বৈশ্রম্ভকাদিষু দেবোদ্যানেষু। মানসে চ সরসি। রতঃ প্রীতঃ সন্ ॥ ৪০

ভ্রাজিষ্ণুনা বিমানেন কামগেন মহীয়সা।
বৈমানিকানত্যশেত চরঁল্লোকান্ যথানিলঃ ॥ ৪১ ॥
কিং দুরাপাদনং তেষাং পুংসামুদ্দামচেতসাম্।
যৈরাশ্রিতস্তীর্থপদশ্চরণো ব্যসনাত্যয়ঃ ॥ ৪২ ॥
প্রেক্ষয়িত্বা ভুবো গোলং পত্ন্যৈ যাবান্ স্বসংস্থয়া।
বহ্বাশ্চর্য্যং মহাযোগী স্বাশ্রমায় ন্যবর্ত্তত ॥ ৪৩ ॥
বিভজ্য নবধাত্মানং মানবীং সুরতোৎসুকাম্।
রামাং নিরময়ন্ রেমে বর্ষপূগান্ মুহূর্ত্তবৎ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ।—[কর্দ্দমঃ] ভ্রাজিষ্ণুনা (দীপ্তিমতা) কামগেন (স্বেচ্ছানুসারিগতিসম্পন্নেন) মহীয়সা (অতিমহতা) বিমানেন (রথেন) অনিলো যথা (বায়ুরিব) লোকান্ চরন্ (ভুবনানি বিচরন্) বৈমানিকান্ (সর্ব্বান্ রথচারিনো জনান্) অত্যশেত (অতিক্রম্য স্থিতঃ) ॥ ৪১

মূলানুবাদ।—কর্দ্দম ঋষি সেই দীপ্তিশালী কামগতি বিপুল রথে বায়ুর ন্যায় সর্ব্বলোক বিচরণ করতঃ সকল রথচারিদিগকে অতিক্রম করিয়াছিলেন ॥ ৪১

অন্বয়ঃ।—যৈঃ (ভক্তৈঃ) ব্যসনাত্যয়ঃ (বিপন্নিবারকঃ) তীর্থপদঃ (শ্রীহরেঃ) চরণঃ আশ্রিতঃ উদ্দামচেতসাম্ (উন্মুক্তচিত্তানাং) তেষাং (ভক্তানাং) কিং দুরাপাদনং ? (দুঃসাধ্যং কিমস্তি ?) ॥ ৪২

মূলানুবাদ।—বিপৎনিবারক শ্রীমধুসূদনের চরণে যাঁহারা শরণ লইয়াছেন, সেই সকল মুক্তপ্রাণ ভক্তদিগের পক্ষে দুঃসাধ্য কি আছে ? ॥ ৪২

শ্রীধরটীকা।—অত্যশেত অতিক্রম্য স্থিতঃ ॥ ৪১ ॥ উদ্দামচেতসাং ধীরাণাম্ ব্যসনং সংসারঃ, তস্যাত্যয়ো যস্মাৎ ॥ ৪২

অন্বয়ঃ।—মহাযোগী (কর্দ্দমঃ) স্বসংস্থয়া (দ্বীপবর্ষাদিরচনাক্রমেণ) যাবান্ (সম্ভবতি তাবন্তমিতি যাবৎ) বহ্বাশ্চর্য্যং (নানাবৈচিত্র্যময়ং) ভুবো গোলং (ভুমণ্ডলং) পত্ন্যৈ (দেবহূত্যৈ) প্রেক্ষয়িত্বা (প্রদর্শ্য) স্বাশ্রমায় ন্যবর্ত্তত (স্বকীয়াশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তনমকরোৎ) ॥ ৪৩

মূলানুবাদ।—মহাযোগী কর্দ্দম দ্বীপবর্ষ প্রভৃতি বিবিধ রচনাক্রমে নানাবৈচিত্রময় ভূমণ্ডল পত্নীকে দর্শন করাইয়া অনন্তর স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ৪৩

শ্রীধরটীকা।—প্রেক্ষয়িত্বা দর্শয়িত্বা। গোলং মণ্ডলম্। স্বসংস্থয়া দ্বীপবর্ষাদিরচনয়া যাবান্ তাবন্তম্। বহূনি আশ্চর্য্যাণি যস্মিন্ তম্ ॥ ৪৩

অন্বয়ঃ।—[কর্দ্দমঃ] আত্মানং নবধা (নববিধভাবেন) বিভজ্য সুরতোৎসুকাং রামাং মানবীং (মনুকন্যাং দেবহূতিং) নিরময়ন্ (রতিসুখং গ্রাহয়ন্) বর্ষপূগান্ (বহুসংবৎসরান্) মুহূর্ত্তবৎ (ক্ষণমিব) রেমে ॥ ৪৪

মূলানুবাদ।—কর্দ্দম ঋষি নিজ পত্নী দেবহূতিকে সুরতাভিলাষিনী দেখিয়া নিজ স্বরূপকে নবভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহাকে সুরতসুখ প্রদান করিতে লাগিলেন ; এইভাবে বহু বৎসর অতীত হইল, কিন্তু তাঁহাদের কাছে ঐ দীর্ঘ সময় যেন মুহূর্ত্তের ন্যায় চলিয়া গেল ॥ ৪৪

তস্মিন্ বিমান উৎকৃষ্টাং শয্যাং রতিকরীং শ্রিতা।
ন চাবুধ্যত তং কালং পত্যাপীব্যেন সঙ্গতা ॥ ৪৫ ॥
এবং যোগানুভাবেন দম্পত্যো রমমাণয়োঃ।
শতং ব্যতীয়ুঃ শরদঃ কামলালসয়োর্মনাক্ ॥ ৪৬ ॥
তস্যামাধত্ত রেতস্তাং ভাবয়ন্নাত্মনাত্মবিৎ।
নোধা বিধায় রূপং স্বং সর্ব্বসঙ্কল্পবিদ্বিভুঃ ॥ ৪৭ ॥
অতঃ সা সুষুবে সদ্যো দেবহূতিঃ স্ত্রিয়ঃ প্রজাঃ।
সর্ব্বাস্তাশ্চারুসর্ব্বাঙ্গ্যো লোহিতোৎপলগন্ধয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ।—তস্মিন্ বিমানে রতিকরীম্ উৎকৃষ্টাং শয্যাং শ্রিতা (অধিশয়ানা) অপীব্যেন (সুন্দরেণ) পত্যা (স্বামিনা কর্দ্দমেন সহ) সঙ্গতা (সম্ভোগসুখমনুভবন্তী দেবহূতিঃ) তং কালং (দীর্ঘসময়ং) ন চ অবুধ্যত (নৈব অনুভূতবতী)॥ ৪৫

মূলানুবাদ।—দেবহূতি সেই রথে রতিযোগ্য উত্তম শয্যায় শয়ন করতঃ পরম সুন্দর স্বামীর সম্মিলত থাকায় যে সুদীর্ঘ বহু বৎসর কাল অতীত হইল, তাহা অনুভবই করিতে পারিলেন না ॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—যোগানুভাবেন (যোগমহিম্না) এবম্ (অতিপ্রসক্তং) রমমাণয়োঃ (বিহরতোঃ) লালসয়োঃ (কামমুগ্ধয়োঃ) দম্পত্যোঃ (দেবহূতিকর্দ্দময়োঃ) শতং শরদঃ (সংবৎসরাঃ) মনাক্ (রতীয়ুঃ (অতীতা বভূবুঃ)॥ ৪৬

মূলানুবাদ।—ঐ দম্পতি যোগপ্রভাব অবলম্বনে রতিক্রীড়ায় ব্যাপৃত ছিলেন; সুতরাং অবস্থায় যে শতবৎসর চলিয়া গেল, তাহাও তাঁহাদের নিকট অতি অল্পক্ষণ বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ৪৬

শ্রীধরটীকা।—বিভজ্য নবধা নবপ্রভেদমাত্মানং কৃত্বা ॥ ৪৪। ৪৫ ॥ শরদঃ সংবৎসরাঃ। ঈষদিব ব্যতীয়ুঃ ॥ ৪৬

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বসংকল্পবিৎ (সর্ব্বসংকল্পং দেবহূত্যাঃ বহুসন্তানকামনারূপং বেত্তি জানাতি আত্মনা (বুদ্ধ্যা) আত্মবিৎ (আত্মানং নিজোপদেশকং পরমাত্মরূপিণং ভগবন্তং বেত্তীতি তথাবিধঃ) (মহর্ষিঃ কর্দ্দমঃ) তাং (পত্নীং) ভাবয়ন্ (আধানকালে স্ত্রীভাবনাতঃ স্ত্র্যপত্যং ভবতীতি স্ত্রিয়মেবানুচিন্ স্বং রূপং নোধা (নবধা) বিধায় তস্যাং (পত্ন্যাং) রেতঃ আধত্ত (বীর্য্যাধানং কৃতবান্)॥ ৪৭

মূলানুবাদঃ।—কর্দ্দম ঋষি যোগবলে সকলের সংকল্প বুঝিতে পারিতেন, সুতরাং দেবহূতির বহুসন্তান কামনা পরিজ্ঞাত হইয়া শ্রীভগবানের সেই পূর্ব্বোপদেশ স্মরণ করতঃ নিজস্বরূপ নয় ভাগে করিয়া একাগ্র চিত্তে পত্নী বিষয়ে ভাবনা পূর্ব্বক তাঁহার গর্ভে বীর্য্যাধান করিলেন ॥ ৪৭

শ্রীধরটীকা।—আত্মনা স্বদেহার্দ্ধরূপেণ অতিপ্রীত্যা ভাবয়ন্। তথা সতি সদপত্যং নোধা নবধা সর্ব্বসঙ্কল্পবিদিতি তস্যা বহ্বপত্যসঙ্কল্পং জানন্নিত্যর্থঃ। বিভুস্তথা কর্ত্তুং সমর্থশ্চ। চ তস্যামনাসক্তত্বাৎ স্ত্রিয়ো জাতা ইতি ভাবঃ। "পুমান্ পুংসোঽধিকে শুক্রে স্ত্রী ভবেদধিকে ইতি স্মৃতেঃ ॥ ৪৭

অন্বয়ঃ।—অতঃ (অনন্তরং) সা দেবহূতিঃ সদ্যঃ (একস্মিন্নেব দিনে) স্ত্রিয়ঃ প্রজাঃ (কন্যাঃ)

পতিং সা প্রব্রজিষ্যন্তং তদালক্ষ্যোশতী বহিঃ।
স্ময়মানা বিক্লবেন হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৪৯ ॥
লিখন্ত্যধোমুখী ভূমিং পদা নখমণিশ্রিয়া।
উবাচ ললিতাং বাচং নিরুধ্যাশ্রুকলাঃ শনৈঃ ॥ ৫০ ॥

(প্রসূতবতী), তাঃ সর্ব্বাঃ (কন্যাঃ) চারুসর্ব্বাঙ্গ্যঃ (সর্ব্বাঙ্গসৌন্দর্য্যসম্পন্নাঃ) লোহিতোৎপলগন্ধয়ঃ (রক্তপদ্মগন্ধ-শালিন্যশ্চ) [বভূবুরিতি শেষঃ] ॥ ৪৮

মূলানুবাদ।—অনন্তর দেবহূতি একদিনেই কতিপয় কন্যা প্রসব করিলেন, এই কন্যাগণ সকলেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী এবং প্রত্যেকেরই দেহে রক্তপদ্মের ন্যায় সুগন্ধ ছিল ॥ ৪৮

শ্রীধরটীকা।—অতোঽনন্তরমেব। সদ্যঃ একস্মিন্নেবাহনি। চারূণি সর্ব্বাণ্যঙ্গানি যাসাম্ ॥ ৪৮

অন্বয়ঃ।—উশতী (পত্যুরবিয়োগং কাময়মানা) সা (দেবহূতিঃ) তদা (কন্যাজননানন্তরং) পতিং (কর্দ্দমং) প্রব্রজিষ্যন্তং (সন্ন্যাধর্ম্মগ্রহনোদ্যতম্) আলক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) বহিঃ স্ময়মানা (হাস্যময়ং ভাবং প্রকটয়ন্তী অপি) বিক্লবেন (অন্তর্ব্যাকুলেন) বিদূয়তা (সন্তপ্যমানেন) হৃদয়েন (উপলক্ষিতা) [অতএব] অধোমুখী (অবনতবদনা সতী) নখমণিশ্রিয়া (নখরূপমণিশোভিতেন) পদা (চরণেন, চরণাঙ্গুষ্ঠেন ইতি যাবৎ) ভূমিং লিখন্তী (ভূতলম্ আখনন্তী সতী) অশ্রুকলাঃ (নেত্রজলবিন্দুন্) নিরুধ্য শনৈঃ (মন্দং মন্দং) ললিতাং (মধুরাং) বাচম্ উবাচ (কথিতবান্) ॥ ৪৯।৫০

মূলানুবাদ।—অতঃপর মহর্ষি কর্দ্দম সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন দেখিয়া সেই বিয়োগাসহিষ্ণু প্রিয়া দেবহূতি বাহিরে প্রফুল্লভাব প্রকাশ করিলেও অন্তরে অতিশয় ব্যাকুলতা প্রাপ্ত হইলেন, এবং সন্তপ্তহৃদয়ে অধোবদনে স্বীয় নখকান্তি-বিরাজিত চরণাঙ্গুষ্ঠদ্বারা ভূমি লিখন করিতে করিতে নেত্রের জল নিরুদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে সুললিত বাক্য বিন্যাসে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৯।৫০

শ্রীধরটীকা।—প্রব্রজিষ্যন্তমালক্ষ্য বিতর্ক্য স্ময়মানা বহিঃ, অন্তস্তু বিক্লবেন ব্যাকুলেন বিদূয়তা সন্তপ্যমানেন হৃদা উবাচেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৪৯ ॥ নখা এব মণয়ঃ তৈঃ শ্রীঃ শোভা যস্য তেন পদা ভূবং লিখন্তীতি দুরন্তচিন্তালক্ষণম্ ॥ ৫০

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—দেবহূতি বিন্দুসরোবরের অসামান্য মহিমান্বিত পবিত্র জলে স্নান করিয়া ও পূর্ব্বোক্ত সহস্র সংখ্যক বিদ্যাধরী যুবতীর পরিচর্য্যায় মনোহর রূপলাবণ্যশালিনী হইয়াছেন দেখিয়া মহর্ষি কর্দ্দম প্রেমাকৃষ্ট হৃদয়ে দেবহূতিকে সেই বিদ্যাধরীগণসহ পূর্ব্ববর্ণিত রথে আরোপিত করিয়া "নন্দন" "চৈত্ররথ্য" প্রভৃতি বহু সংখ্যক দেবোদ্যানে এবং রমণীয় মানস সরোবরে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বিহার করিতে লাগিলেন এবং স্থলের অনেক বিচিত্র দৃশ্য দেখাইয়া পত্নীর আনন্দবর্দ্ধন করিলেন। এ সময় দেবহূতি পতির সহিত রতিসুখলালসায় একান্ত উৎসুক হইয়াছেন লক্ষ্য করিয়া মহাযোগী কর্দ্দম শ্রীভগবানের অভিপ্রেত সৃষ্টিব্যাপার বৃদ্ধির জন্য যোগপ্রভাব সহকারে তাঁহার সহিত সুরতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে শতবৎসরকাল নিমিষের ন্যায়চলিয়া গেল। চিরাভ্যস্ত সংযম ও যোগপ্রভাবে কর্দ্দমের চিত্ত অতি সবল, মোহজনিত দুর্ব্বলতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; সুতরাং শ্রীভগবানের নিজমুখোচ্চারিত সেই নিয়োগবাক্য "যা ত আত্মভৃতং বীর্য্যং নবধা প্রসবিষ্যতি" ইত্যাদি সমস্তই তাঁহার স্মৃতিপথে পরিস্ফুটিতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে; সুতরাং যোগশক্তিপ্রভাবে নিজের সূক্ষ্ম শরীর নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া শুক্ররূপে তাহা পত্নীগর্ভে বিন্যস্ত করিলেন। এই বীর্য্যাধানের ফলে দেবহূতির

শ্রীদেবহূতিরুবাচ।

সর্ব্বং তদ্ভগবান্ মহ্যমুপোবাহ প্রতিশ্রুতম্।
অথাপি মে প্রপন্নায়ৈ অভয়ং দাতুমর্হসি ॥ ৫১ ॥
ব্রহ্মন্ দুহিতৃভিস্তুভ্যং বিমৃগ্যাঃ পতয়ঃ সমাঃ।
কশ্চিৎ স্যান্মে বিশোকায় ত্বয়ি প্রব্রজিতে বনম্ ॥ ৫২ ॥

গর্ভে নয়টি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। দেবহূতিরকন্যা জন্মিবার তাৎপর্য্য এই যে, ঋষিবর কর্দ্দম কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধি স্ত্রীসঙ্গ স্বীকার করিয়াছেন, কামের আক্রমণে নহে; সুতরাং তাঁহার মনে কোনও উদ্দীপনা নাই। যে ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে নিক্ষিপ্ত হয়, সেই ক্ষেত্রেই পুত্রসন্তান জন্মে। ইহার মূলে পুরুষের আসক্তিগত তার প্রধান। কর্দ্দমের যখন আসক্তি নাই, তিনি "অসক্তঃ সুখমন্বভুৎ" তখন তাঁহা হইতে অধিক পরিমাণে সমর্পিত হওয়া অস্বাভাবিক; অতএব বুঝিতে হইবে যে, কর্দ্দম অপেক্ষা দেবহূতির শক্তিই উপাদান রূপে সঞ্চারিত হইয়াছিল, সুতরাং কন্যাজন্মই অনিবার্য্য। যাহা হউক, এই সন্তানোৎপানের পরই কর্দ্দমঋষি গ্রহণ করিতে উৎসুক হইলেন, অথচ দেবহূতির প্রাণে স্বামিসম্মিলনের আগ্রহ তখনও মিটে নাই। গার্হস্থ্যবৃত্তি ত্যাগ করিবেন ভাবিতেই দেবহূতির মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল; অবশ্য ধৈর্য্যগুণে যদিও তাঁহার কোনও ব্যাকুলতা প্রকাশ পায় নাই বটে, কিন্তু অন্তরে সাতিশয় সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছে, বিবাহের পূর্ব্বে মুনির যাহা প্রতিজ্ঞা ছিল" অতো ভজিষ্যে সময়েন সাধ্বীং, যাবত্তেজো বিভৃয়াদা অর্থাৎ এখন হইতে যতদিন ইহার সন্তান না হয়, ততদিন আমি ইহার সহিত দাম্পত্য ধর্ম্মে সম্মিলিত থাকি সকল কথা ত দেবহূতির অবদিত নহে, সুতরাং পতির নিকট দাবী করিবারও বিশেষ অধিকার নাই; এই ভাবিয়া দেবহূতি বেদনায় অধোবদনা হইয়া ধীরে ধীরে আবার কিছু বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৩৬—৫০

অন্বয়ঃ।—ভগবান্ (ভবান্) প্রতিশ্রুতং সর্ব্বং মহ্যম্ (মন্নিমিত্তম্) উপোবাহ (সম্পাদিত অথাপি (অতঃপরমপি) প্রপন্নায়ৈ (শরণাগতায়ৈ) মে (মহ্যম্) অভয়ং (দৈন্যাৎ সংসারাচ্চ যদ্ ভয় বর্ত্তনোপায়ং) দাতুমর্হসি (ত্বমেব সম্পাদয়িতুং যোগ্যো ভবসি)॥ ৫১

মূলানুবাদ।—দেবহূতি বলিলেন—নাথ! আপনি যেরূপ প্রতিশ্রুত ছিলেন সে সমস্তই আমার সম্পাদিত করিয়াছেন, তথাপি আবার আমি অপনার শরণাগত হইতেছি, আমাকে অভয় দান করিতে সমর্থ॥ ৫১

শ্রীধরটীকা।—উপোবাহ সম্পাদিতবান্। অভয়মিতি ভাবিনো দৈন্যাৎ সংসারাচ্চ যদ্ভয়ং ইত্যর্থঃ॥ ৫১

অন্বয়ঃ।—[হে] ব্রহ্মন্! ত্বয়ি বনং প্রব্রজিতে (গতে সতী) তুভ্যং (চতুর্থীপ্রয়োগ আর্ষঃ ইত্যর্থঃ) দুহিতৃভিঃ (এতাভিঃ কন্যাভিঃ) স্বয়মেব সমাঃ (যোগ্যাঃ) পতয়ঃ বিমৃগ্যা (অনুসন্ধেয়াঃ স্তীতি মহৎ মে দৈন্যং) মে (মম) বিশোকায় (জ্ঞানোপদেশাদিভিঃ শোকদূরীকরণায়) কশ্চিৎ স্যাৎ প্যেকঃ পুত্রঃ অস্তু ইতি প্রার্থনা)॥ ৫২

মূলানুবাদ।—মুনিবর! আপনি সন্ন্যাসী হইয়া বনে চলিয়া গেলে আপনার এই কন্যাদিগের যোগ্য ইহাদের নিজেদেরই অনুসন্ধান করিতে হইবে, ইহা আমার অত্যন্ত দুঃখের বিষয়; আর আমাকে জ্ঞানো দ্বারা সুস্থ করিবার জন্য অন্ততঃ একটি মাত্র পুত্র হউক, ইহার আমার প্রার্থনা॥ ৫২

এতাবতালং কালেন ব্যক্তিক্রান্তেন মে প্রভো।
ইন্দ্রিয়ার্থপ্রসঙ্গেন পরিত্যক্তপরাত্মনঃ ॥ ৫৩ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু সজ্জ্যন্ত্যা প্রসঙ্গস্ত্বয়ি মে কৃতঃ।
অজানন্ত্যা পরং ভাবং তথাপ্যস্ত্বভয়ায় মে ॥ ৫৪ ॥
সঙ্গো যঃ সংস্থতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে ॥ ৫৫ ॥

শ্রীধরটিকা।—তত্র দৈন্যং নিবেদয়তি। তুভ্যং তব দুহিতৃভিঃ স্বয়মেব আত্মনঃ সমা যোগ্যাঃ পতয়ো বিমৃগ্যা ইতি দৈন্যং প্রাপ্তম্। সংসারভয়মুররীকৃত্যাহ—কশ্চিদিতি। বিশোকায় জ্ঞানোপদেশায়। স্ত্রীভিঃ ঋণানপাকরণাৎ কঞ্চিৎ কালং ত্বদবস্থানেন ব্রহ্মবিৎ পুত্রঃ কশ্চিৎ কিং ন স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫২

অন্বয়ঃ।—[হে] প্রভো! (স্বামিন্!) ইন্দ্রিয়ার্থপ্রসঙ্গেন (সম্ভোগসুখাসক্তিবশেন) পরিত্যক্তপরাত্মনঃ (পরিত্যক্তঃ ন চিন্তিতঃ পরঃ আত্মা পরমাত্মস্বরূপো ভগবান্ যয়া তস্যাঃ) মম ব্যতিক্রান্তেন (বৃথা যাপিতেন) এতাবতা কালেন অলং (পর্য্যাপ্তং) [ন পুনরেবং কালক্ষেপমহং কাময়ে ইতি ভাবঃ] ॥ ৫৩

মূলানুবাদ।—হে প্রভো ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যবিষয়ে একান্ত ব্যাপৃত থাকায় এই সুদীর্ঘকাল পরমাত্মস্বরূপ শ্রীভগবানের চিন্তা পর্য্যন্ত করিতে পারি নাই, সুতরাং এই যত কাল বৃথা যাপন করিলাম, ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে, [আর এরূপভাবে কালক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করি না] ॥ ৫৩

শ্রীধরটীকা।—বিষয়ান্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব কিং ব্রহ্মবিদ্যয়া ইতি চেৎ, তত্রাহ। এতাবতা অলং পূর্য্যতে। পরিত্যক্তঃ পর আত্মা যয়া তস্যা মম ॥ ৫৩

অন্বয়ঃ।—ইন্দ্রিয়ার্থেষু (বিষয়সুখভোগেষু) সর্জ্জন্ত্যা (আসক্তয়া) [অত এব তব] পরং ভাবং (পরমং তত্ত্বং ব্রহ্মজ্ঞত্বাদিরূপম্) অজানন্ত্যা মে (ময়া, ষষ্ঠীপ্রয়োগ আর্ষঃ) ত্বয়ি প্রসঙ্গঃ (অনুরাগাতিশয়ঃ) কৃতঃ, তথাপি (ইন্দ্রিয়তৎপরতয়া সেবায়াং কৃতায়ামপি) মে (মম) অভয়ায় (পারত্রিকভব্যায়) অস্তু ॥ ৫৪

মূলানুবাদ—হে নাথ! আমি বিষয়-সুখে আসক্ত হইয়াই আপনাতে প্রগাঢ় অনুরাগপরায়ণা হইয়াছি, কিন্তু আপনার পরমতত্ত্ব কিছুই বুঝি নাই; প্রার্থনা করি, আমার এই অজ্ঞানকৃত বিচ্যুতি সত্ত্বেও আপনার প্রতি অনুরাগ যেন আমার ভবিষ্যতে আবার অভয় দানে সমর্থ হয় ॥ ৫৪

শ্রীধরটীকা।—স্বকৃতমনুশোচন্ত্যাহ ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বিতি চতুর্ভিঃ। মে মায়া পরং ভাবং তত্ত্বং ত্বং ব্রহ্মবিদিতি ॥ ৫৪

অন্বয়ঃ।—যঃ (যাদৃশঃ) সঙ্গঃ অধিয়া (অজ্ঞানেনাপি) অসৎসু বিহিতঃ (সন্) সংসৃতেঃ হেতুঃ (সংসারে ভোগস্য কারণং ভবতি) স এব (তাদৃশ এব সঙ্গঃ) সাধুষু কৃতঃ (সদ্ভিঃ সহ অনুষ্ঠিতঃ সন্) নিঃসঙ্গত্বায় (নিষ্কামধর্ম্মফলায়) কল্পতে (সমর্থো ভবতি) ॥ ৫৫

মূলানুবাদ।—যে জাতীয় বিষয়াসক্তি অসাধুজনের সহিত অজ্ঞানতঃ অনুষ্ঠিত হইলেও সংসারবন্ধনের কারণ হইয়া থাকে, তাহাই যদি সাধুজনের সহিত সম্পাদিত হয়, তবে তাহা নিষ্কাম ধর্ম্মের ফলপ্রদানে সমর্থ হয় ॥ ৫৫

শ্রীধরটীকা।—প্রসঙ্গঃ কথমভয়ায়াস্তু; তত্রাহ সঙ্গ ইতি। অধিয়া অজ্ঞানেন ॥ ৫৫

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায় জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥ ৫৬ ॥
সাহং ভগবতো নূনং বঞ্চিতা মায়য়া দৃঢ়ম্।
যৎ ত্বাং বিমুক্তিদং প্রাপ্য ন মুমুক্ষেয় বন্ধনাৎ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
দেবহূত্যনুতাপো নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ।—ইহ (অস্মিন্ জীবনে) যৎকর্ম্ম (যস্য কার্য্যং) ন ধর্ম্মায়, ন বিরাগায়, তীর্থপদস্য (তীর্থদস্য ভগবতঃ সেবায়ৈ চ) ন কল্পতে (সমর্থং ন ভবতি) সঃ (তথাবিধকর্ম্মানুষ্ঠাতা) জীবন্নপি হি মৃ (তস্য জীবনধারণমকিঞ্চিৎকরমিতি ভাবঃ) ॥ ৫৬

মূলানুবাদ।—যাহার কর্ম্ম ধর্ম্মের জন্য সাধিত হয় না, অথবা বৈরাগ্য জন্মায় না, কিম্বা শ্রীভগবানের সেবার জন্য অনুষ্ঠিত হয় না, তেমন ব্যক্তি জীবিত থাকিলেও মৃতের ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ॥ ৫৬

শ্রীধরটীকা।—স্বভাবতঃ প্রবৃত্তং যস্য কর্ম্ম ধর্ম্মার্থং ন কল্পতে ধর্ম্মাভিমুখং ন ভবেৎ। অর্থ নিষ্কামধর্ম্মদ্বারা বিরাগায় ন কল্পতে। তদ্বারা চ তীর্থপদস্য হরেঃ সেবার্থং ন পর্য্যবস্যেদিত্যর্থঃ ॥ ৫৬

অন্বয়ঃ।—সা অহং (তুচ্ছবিষয়সুখাসক্তা অহং দেবহূতিঃ) নূনং (নিশ্চিতং) ভগবতঃ মায়য়া দৃঢ়ম্ (অত্য বঞ্চিতা (প্রতারিতা) যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) বিমুক্তিদং (মোক্ষপর্য্যন্তদানসমর্থং) ত্বাং (পতিং) প্রা বন্ধনাৎ (সংসারবন্ধনাৎ) ন মুমুক্ষেয় (মোক্তুমিচ্ছাং ন কৃতবত্যস্মি) ॥ ৫৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ২৩

মূলানুবাদ।—আমি নিশ্চয়ই শ্রীভগবানের মায়াশক্তিদ্বারা প্রতারিত হইয়া এইরূপ হইয়াছি, যেহে মোক্ষ পর্যন্ত দান করিতে সমর্থ ভবাদৃশ স্বামী পাইয়াও সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্র হইলাম না ॥ ৫৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ২৩

শ্রীধরটীকা।—ন মুমুক্ষেয় মোক্তুমিচ্ছাং ন কৃতবত্যস্মি ॥ ৫৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—কর্দ্দমপত্নী দেবহূতি অত্যন্ত পতিব্রতা, অসাধারণবুদ্ধিমতীও অকপট ধর্ম্মপরায় রমণী ছিলেন; যদিও যৌবনসুলভ রজোগুণের প্রবলশক্তিতে তাঁহার অন্তঃকরণ বিষয়সুখ সম্ভোগের জন্য অত্য চঞ্চল হইয়াছিল, তথাপি সত্ত্বগুণের গৌরবান্বিত ভাব তাঁহাতে পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান ছিল। অকপটে হৃদয় ভাব ব্যক্ত করা সত্ত্বগুণের নিদর্শন। কর্দ্দমঋষি তাঁহার গর্ভে নয়টী কন্যা উৎপাদন করিয়াই গার্হস্থ্যধর্ম্মে উপসংহার করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহাতে পতিব্রতা দেবহূতির প্রাণে বড়ই বেদনা উপস্থিত হয়। অবশ্যই ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক, কিন্তু সাধারণ রমণীর ন্যায় বৃথা আকুল বিলাপে পতিকে ব্যাকুল করিবার স তাঁহার স্বভাব নহে, সুতরাং তিনি স্বামীর কর্ত্তব্য পথে বাধা দিবেন কেন? তবে কয়েকটী যুক্তিপূর্ণ বিষ স্বামীর নিকট নিবেদন না করিলে আর কাহাকে জানাইবেন—কিরূপেই বা সঙ্গত ব্যবস্থা সম্ভব হইবে? এই জন্য দেবহূতি স্বামীকে অতি ধীরভাবে বলিলেন—হে নাথ! আপনি যে-কন্যাগণকে প্র করিলেন, ইহাদের জন্য যোগ্য পতি অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইবে, কিন্তু তাহা কে করিবে? যদি কন্যাদ

স্বয়ংই সে কার্য্য করিতে হয়, তবে তাহা বড়ই দুঃখের বিষয় হয়। আবার কন্যাদিগের বিবাহ হইলে তাহারা নিজ নিজ স্বামীগৃহে চলিয়া গেলে আমার আর কি অবলম্বন থাকিবে? কাহার মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া আমি সান্ত্বনা পাইব? এদিকে আপনাকেও যে সংসারবন্ধনে বদ্ধ হইয়া থাকিতে বলিব, তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। আপনি পরমযোগী, সুযোগ্য পথের আশ্রয় লইতেছেন, ইহা আপনারই কর্ত্তব্য। আমি যে জ্ঞানহীনা নারী, আমার বিষয়ও আমি বলিতেছি যে, আর এরূপ ইন্দ্রিয়ের সেবায় কালযাপন করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। বিষয়াসক্তিই বন্ধনের প্রধান কারণ, আর তাহাতে লিপ্ত থাকিতে চাহি না। প্রভো! আপনার মধ্যে যে অসীম যোগজ শক্তি আছে, আমি যদি তাহা বুঝিতাম, তবে আর এই তুচ্ছ ভোগের প্রবৃত্তিতে মত্ত হইতাম না। যাহা করিয়াছি সকলই আমার অজ্ঞানের ফল, সুতরাং প্রার্থনা করি, আপনার মত মহাপুরুষের সঙ্গগুণে আমার সকল দোষের যেন সংশোধন হয়, আর যেন সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইতে না হয়—আপনি আমাকে সেই অভয় প্রদান করুন। দেবহূতির অন্তঃকরণ অতীব সত্ত্বগুণাপন্ন, স্বামীর যোগপ্রভাবে যে অতুল সমৃদ্ধিশালী রথ, পরিচারিকা ও রূপলাবণ্যাদি তিনি লাভ করিয়াছেন সে সমস্তই বর্ত্তমান আছে, কিন্তু সে আকাঙ্খা আর নাই! অচিরেই স্বয়ং ভগবান্ আসিয়া ইহারই গর্ভে কপিল মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিবেন, সুতরাং তদুপযুক্তরূপে তাঁহার চিত্তসংগঠন না হইবেই বা কেন? লীলাময়ের লীলাচিত্রে কোনও অংশে কোন প্রকার অসামঞ্জস্য থাকিতে পারে না, ইহা সেই লীলাময়েরই বিধান কৌশল। সাঙ্খ্যদর্শনের প্রণেতা শ্রীভগবানের অবতার কপিল মুনি; তাঁহার মাতৃত্ব সাধারণ রমণীতে সংঘটিত হইতে পারে না। আদর্শ নষ্ট হইয়া যায়, পিতামাতার উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারেই সন্তান সৃষ্টি হয়, তাই ভগবান্ কপিলঅবতারে তাহার উজ্জ্বল আদর্শ দেখাইবার জন্য কর্দ্দমের মত পিতা ও দেবহূতির মত মাতা গঠিত করিয়াছেন॥ ৫১—৫৭

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীশ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং
শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনামতাৎপর্য্যসমালোচনায়াং
তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োবিংশোধ্যায়ঃ॥ ২৩

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

নির্ব্বেদবাদিনীমেবং মনোর্দুহিতরং মুনিঃ।
দয়ালুঃ শালিনীমাহ শুক্লাভিব্যাহৃতং স্মরন্॥ ১॥

শ্রীঋষিরুবাচ।

মা খিদো রাজপুত্রীত্থমাত্মানং প্রত্যনিন্দিতে।
ভগবাংস্তেঽক্ষরো গর্ভমদূরাৎ সম্প্রপৎস্যতে॥ ২॥
ধৃতব্রতাসি ভদ্রং তে দমেন নিয়মেন চ।
তপোদ্রবিণদানৈশ্চ শ্রদ্ধয়া চেশ্বরং ভজ॥ ৩॥

অন্বয়ঃ।—দয়ালুঃ মুনিঃ (কর্দ্দমঃ) শুক্লাভিব্যাহৃতং (শুক্লেন বিষ্ণুনা অভিব্যাহৃতং "সহাহং স্বাংশক ইত্যাদিভিঃ কথিতং) স্মরন্ এবং নির্ব্বেদবাদিনীং (করুণভাষিণীং) শালিনীং (শ্লাঘ্যাং) মনোঃ দুহিতরং (দুহিতম্) আহ (কথিতবান্)॥ ১

মূলানুবাদ।—মৈত্রেয় বলিলেন—(হে বিদুর!) শ্লাঘনীয়া মনুকন্যা এইরূপ করুণভাবে আত্মনি করিলে কর্দ্দম মুনি অত্যন্ত দয়াপরবশ হইলেন, ও তৎকালে শ্রীভগবানের পূর্ব্বকথিত বাক্য স্মরণ করিয়া তিনি পত্নীকে বলিতে লাগিলেন॥ ১

অন্বয়ঃ।—[হে] অনিন্দিতে রাজপুত্রি! (ত্বম্) আত্মানং প্রতি (স্বমুদ্দিশ্য) ইত্থং মা খিদঃ (মা কার্ষীঃ) [তথাহি] ভগবান্ অক্ষরঃ (বিষ্ণুঃ) অদূরাৎ (শীঘ্রমেব) তে (তব) গর্ভং সংপ্রপৎস্যতে (রূপেণ আশ্রয়িষ্যতি)॥ ২

মূলানুবাদ।—মুনি কহিলেন—হে শোভনে রাজপুত্রি! তুমি নিজের সম্বন্ধে এরূপ খেদ করিও অচিরেই ভগবান্ বিষ্ণু সন্তানরূপে তোমার গর্ভে আবির্ভূত হইবেন॥ ২

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।—

চতুর্ব্বিংশে ততো জন্ম কপিলস্যাহ তৎপিতুঃ। প্রব্রজ্যাং তমনুজ্ঞাপ্য ঋণত্রয়বিমোক্ষতঃ॥

শালিনীং শ্লাঘ্যাম্। শুক্লেনাভিব্যাহৃতং সহাহং স্বাংশকলয়া ইত্যাদি॥ ১॥ ইত্থং মা খিদঃ খেদং মা কার্ আত্মানং প্রতি অহং ভাগ্যহীনেতি। অদূরাৎ শীঘ্রম্॥ ২

অন্বয়ঃ।—[ত্বং] ধৃতব্রতাসি (স্ত্রীজনোচিতপাতিব্রত্যাদিধর্ম্মপরায়ণা অসি) [অতঃ] তে

স ত্বয়ারাধিতঃ শুক্লো বিতন্বন্ মামকং যশঃ।
ছেত্তা তে হৃদয়গ্রন্থিমৌদর্য্যো ব্রহ্মভাবনঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

দেবহূত্যপি সন্দেশং গৌরবেণ প্রজাপতেঃ।
সম্যক্ শ্রদ্ধায় পুরুষং কূটস্থমভজদ্‌গুরুম্ ॥ ৫ ॥
তস্যাং বহুতিথে কালে ভগবান্ মধুসূদনঃ।
কার্দ্দমং বীর্য্যমাপন্নো জজ্ঞেঽগ্নিরিব দারুণি ॥ ৬ ॥

কল্যাণম্ অস্ত্বিতি শেষঃ) দমেন (ইন্দ্রিয়নিরোধেন) নিয়মেন (স্বধর্ম্মপ্রতিপালনেন) তপোদ্রবিণদানৈশ্চ (তপসা ধনদানৈশ্চ) শ্রদ্ধয়া চ ঈশ্বরং ভজ ॥ ৩

মূলানুবাদ।—স্ত্রীজনোচিত পাতিব্রত্যাদি ধর্ম্মে তুমি দীক্ষিতাই আছ, আশীর্ব্বাদ করি—তোমার মঙ্গল হইবে, তুমি ইন্দ্রিয় সংযম, স্বধর্ম্ম প্রতিপালন, তপস্যা ও ধনরত্নাদি দান করতঃ শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীভগবান্‌কে ভজনা করিবে ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—স শুক্লঃ (বিষ্ণুঃ) ত্বয়া আরাধিতঃ (সেবিতঃ) তে (তব) ঔদর্য্যঃ (পুত্ররূপেণ জাতঃ) ব্রহ্মভাবনঃ (ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশকঃ সন্) মামকং যশঃ (মদীয়াং খ্যাতিং) বিতন্বন্ (বিস্তারয়ন্) হৃদয়গ্রন্থিম্ (অহংকাররূপং বন্ধনং) ছেত্তা (ছেৎস্যতি) ॥ ৪

মূলানুবাদ।—তোমার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু তোমার গর্ভে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার যশ বিস্তৃত করিবেন এবং ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করতঃ তোমার অহঙ্কাররূপ সংসারবন্ধন ছেদন করিবেন ॥ ৪

শ্রীধরটীকা।—দমেনেন্দ্রিয়সংযমেন স্বধর্ম্মেণ। তপাংসি দ্রবিণদানানি চ তৈঃ ॥ ৩ ॥ হৃদয়গ্রন্থিং চিজ্জড়াত্মকমহঙ্কারলক্ষণং বন্ধং ছেত্তা ছেৎস্যতি। ঔদর্য্যঃ পুত্রঃ সন্। ব্রহ্ম ভাবয়তি উপদিশতীতি তথা ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—দেবহূত্যপি (আর্ষোঽয়ং প্রয়োগঃ, দেবহূতিরপীত্যর্থঃ) প্রজাপতেঃ (কর্দ্দমস্য) সন্দেশং (বাক্যং) গৌরবেণ (গৌরবপূর্ব্বকং) সম্যক্ শ্রদ্ধায় (বিশ্বস্য) গুরুং (পুত্ররূপেণাবির্ভূয় জ্ঞানোপদেশং করিষ্যন্তং) কূটস্থং পুরুষং (ভগবন্তং শ্রীহরিম্) অভজৎ (আরাধিতবতী) ॥ ৫

মূলানুবাদ।—মৈত্রেয় বলিলেন—দেবহূতিও অতি গৌরব সহকারে প্রজাপতি কর্দ্দমের বাক্যে সম্যক্ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, যিনি পুত্ররূপে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিবেন, সেই নিত্যপুরুষ শ্রীভগবানের আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—বহুতিথে (বহুতরে) কালে (গতে সতি) ভগবান্ মধুসূদনঃ (শ্রীহরিঃ) কর্দ্দমং বীর্য্যং (কর্দ্দমস্য সত্ত্বপ্রভাবম্) আপন্নঃ (প্রাপ্তঃ, তেন বশীকৃত ইত্যর্থঃ) দারুণি (কাষ্ঠে) অগ্নিরিব (স্থিত এবাগ্নির্যথা অভিব্যক্তিকারণসম্বলনে প্রকটীভবতি তথা) তস্যাং (দেবহূত্যাং) জজ্ঞে (সর্ব্বান্তর্য্যামিতয়া স্থিত এবাসৌ সত্ত্বপরিপাকভক্ত্যাতিশয়াদিকারণবশাৎ পুত্ররূপেণ প্রাদুর্বভূব) ॥ ৬

মূলানুবাদ।—এইভাবে বহুকাল অতীত হইলে কর্দ্দম ঋষির সত্ত্বগুণ ও ভক্তিপ্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীমধুসূদন, কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি যেরূপ প্রাদুর্ভূত হয়, সেইরূপ দেবহূতির গর্ভে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৬

অবাদয়ংস্তদা ব্যোম্নি বাদিত্রাণি ঘনাঘনাঃ ॥
গায়ন্তি তং স্ম গন্ধর্ব্বা নৃত্যন্ত্যপ্সরসো মুদা ॥ ৭ ॥
পেতুঃ সুমনসো দিব্যাঃ খেচরৈরপবর্জ্জিতাঃ ।
প্রসেদুশ্চ দিশঃ সর্ব্বা অম্ভাংসি চ মনাংসি চ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরটীকা।—শ্রদ্ধায় বিশ্বস্থ ॥ ৫ ॥ বহুতিথে বহুতরে কালে অতিক্রান্তে সতি কর্দ্দমঃ কর্দ্দঃ সম্বর্দ্ধি ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—তদা (তজ্জন্মসময়ে) ব্যোম্নি (আকাশে) ঘনাঘনাঃ (বর্ষণশীলা মেঘাঃ, "বর্ষুকাব্দা ঘনাঘনাঃ" ইত্যমরোক্তেঃ) বাদিত্রাণি অবাদয়ন্ (বিচিত্রবাদ্যধ্বনিং কৃতবন্তঃ) গন্ধর্বাঃ তম্ (উৎপদ্যমানং ভগবন্তং তদীয়লীলাকথামিতি যাবৎ) গায়ন্তি স্ম, অপ্সরসঃ মুদা (হর্ষেণ) নৃত্যন্তি স্ম ॥ ৭

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবানের জন্মসময়ে আকাশে বর্ষণশীল মেঘগণ নানাবিধ বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল। গন্ধর্ব্বগণ শ্রীভগবানের লীলা গান করিতে লাগিল এবং অপ্সরাগণ আনন্দে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—খেচরৈঃ (দেবৈঃ) অপবর্জ্জিতাঃ (মুক্তাঃ) দিব্যাঃ (স্বর্গীয়াঃ) সুমনসঃ (পুষ্পাণি) পেতুঃ (পতন্তি স্ম) সর্ব্বাঃ দিশঃ অম্ভাংসি (জলানি) মনাংসি চ (সর্ব্বেষামন্তঃকরণানি চ) প্রসেদুঃ (প্রসন্নতাং প্রাপুঃ) ॥ ৮

মূলানুবাদ।—তখন দেবগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত স্বর্গীয় পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল, দিঙ্মণ্ডল, জল ও সকলের অন্তঃকরণ সাতিশয় প্রসন্নতা লাভ করিল ॥ ৮

শ্রীধরটীকা।—ঘনাঘনা ইত্যেকং পদং, বর্ষন্তো মেঘোঃ। গায়ন্তি স্ম ॥ ৭ ॥ অপবর্জ্জিতাঃ মুক্তাঃ ॥ ৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—বর্ত্তমান অধ্যায়ে দেবহূতির গর্ভে কপিলমূর্ত্তিতে শ্রীভগবানের আত্মপ্রকাশ, কর্দ্দম ঋষির কন্যাগণের বিবাহ, পুত্ররূপী শ্রীভগবানের নিকট কর্দ্দমের স্তুতি এবং ভগবানের অন্তর্দ্ধানক্রমে কর্দ্দমের সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বন প্রভৃতি প্রধানভাবে বর্ণনা করিয়া মৈত্রেয় মুনি বলিতে লাগিলেন—হে বিদুর! ইতিপূর্ব্বে দেবহূতি পতির নিকট কাতরভাবে যে নিবেদন করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া মহর্ষি কর্দ্দম কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—প্রিয়ে! দুঃখিত হইও না, একাগ্রমনে শ্রীভগবান্‌কে ডাক; ভক্তবৎসল ভগবান্ তোমার গর্ভে পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ পূর্ব্বক তোমার হৃদয়ের সকল অবসাদ দূর করিয়া দিবেন। তখন পতিব্রতা দেবহূতি স্বামীর কথায় অচলবিশ্বাস বশতঃ একাগ্রচিত্তে শ্রীভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং বহুকাল এইরূপ আরাধনা করিতে করিতে ভগবান্ প্রসন্ন হইলেন। দেবহূতি তাঁহাকে পুত্রভাবে লাভ করিবার আকাঙ্খায় আরাধনা করিয়াছেন, সুতরাং করুণাময় ভগবান্‌ও পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহা সফল করিলেন। ভক্তাধীনের এইরূপ ভাব নূতন নহে। গোপরমণীগণ পতিরূপে, অর্জ্জুন সখারূপে, যখন যে যে ভাবে তাঁহাকে ডাকিয়াছেন, তিনি তখন সেই ভাবেই তাহার কামনা পূর্ণ করিয়াছেন এবং করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। ভগবদ্গীতায় ভগবান্ নিজে মুখে বলিয়াছেন "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং"; ভক্তিহীন অবিশ্বস্তহৃদয়ে আমরা কখনও ডাকিলাম না, ডাকিবার মত মনের অবস্থা সম্পাদনেও চেষ্টা করিলাম না, সুতরাং কিরূপে তাঁহার কৃপা লাভ করিব? কর্দ্দম ও দেবহূতি যেমন সাধনা করিয়াছেন তেমন সিদ্ধিও লাভ হইল। ভগবান্ পুত্ররূপে যখন জন্মগ্রহণ করিলেন, তৎক্ষণাৎ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি, মেঘলোকে বিচিত্র বাদ্য, গন্ধর্ব্বগণের আনন্দ সঙ্গীত,

তৎকর্দ্দমাশ্রমপদং সরস্বত্যা পরিশ্রিতম্।
স্বয়ম্ভূঃ সাকমৃষিভির্মরীচ্যাদিভিরভ্যয়াৎ ॥ ৯ ॥
ভগবন্তং পরং ব্রহ্ম সত্ত্বেনাংশেন শত্রুহন্।
তত্ত্বসংখ্যানবিজ্ঞপ্ত্যৈ জাতং বিদ্বানজঃ স্বরাট্ ॥ ১০ ॥
সভাজয়ন্ বিশুদ্ধেন চেতসা তচ্চিকীর্ষিতম্।
প্রহৃষ্যমাণৈরসুভিঃ কর্দ্দমঞ্চেদমভ্যধাৎ ॥ ১১ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

ত্বয়া মেঽপচিতিস্তাত কল্পিতা নির্ব্ব্যলীকতঃ।
যন্মে সঞ্জগৃহে বাক্যং ভবান্ মানদ মানয়ন্ ॥ ১২ ॥

অপ্সরাদিগের প্রমোদনৃত্য প্রভৃতি নানারূপ মঙ্গলচিহ্ন সমুদ্ভূত হইতে লাগিল, দিঙ্মণ্ডল প্রসন্ন হইল, সকলের প্রাণে আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইল ॥ ১—৮

অন্বয়ঃ।—[হে] শত্রুহন্। (বিদুর!) স্বরাট্ (স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানঃ) অজঃ (উৎপত্তিশূন্যঃ) স্বয়ম্ভূঃ (ব্রহ্মা) পরং ব্রহ্ম (পরব্রহ্মরূপিণং) ভগবন্তং (শ্রীহরিং) তত্ত্বসংখ্যানবিজ্ঞপ্ত্যৈ (সাংখ্যদর্শনপ্রকাশায়) সত্ত্বেন অংশেন (সত্ত্বময়মূর্ত্ত্যা) জাতম্ (আবির্ভূতং) বিদ্বান্ (অবগচ্ছন্ সন্) মরীচ্যাদিভিঃ ঋষিভিঃ সাকং (সহ) সরস্বত্যা পরিশ্রিতং (বেষ্টিতং) তৎকর্দ্দমাশ্রমপদম্ অভ্যয়াৎ (আগতবান্) ॥ ৯।১০

মূলানুবাদ।—হে বিদুর! ব্রহ্মা স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানশক্তি-প্রভাবে বুঝিতে পারিলেন যে, ভগবান্ পরব্রহ্ম সাংখ্যজ্ঞান প্রচারের জন্য সত্ত্বময় মূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি মরীচিপ্রভৃতি ঋষিগণকে সঙ্গে লইয়া সরস্বতী নদীতীরস্থ সেই কর্দ্দমমুনির আশ্রমস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৯। ১০

অন্বয়ঃ।—বিশুদ্ধেন চেতসা (পবিত্রেণ চিত্তেন) তচ্চিকীর্ষিতং (তস্য ভগবতঃ চিকীর্ষিতং কর্ত্তুমিষ্টং সাংখ্যজ্ঞানপ্রচারং) সভাজয়ন্ (অভ্যর্থয়ন্) প্রহৃষ্যমাণৈঃ (প্রীতিপ্রফুল্লৈঃ) অসুভিঃ (প্রাণৈঃ অন্তঃকরণৈরুপলক্ষিত ইতি যাবৎ) কর্দ্দমঞ্চ (চকারাৎ দেবহূতিমপি) ইদং (বক্ষ্যমাণবাক্যম্) অভ্যধাৎ (কথিতবান্) ॥ ১১

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা শ্রীভগবানের অভিপ্রেত সাংখ্যজ্ঞান-প্রচার সম্বন্ধে অকপটচিত্তে প্রশংসা করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে ক্রমশঃ কর্দ্দম ও দেবহূতিকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১১

শ্রীধরটীকা।—পরিশ্রিতং বেষ্টিতম্ ॥ ৯॥ আগত্য কিং কৃতবান্ তদাহ ভগবন্তমিতি দ্বাভ্যাম্। তত্ত্বানাং সংখ্যানং যস্মিন্ তস্য সাংখ্যস্য বিজ্ঞপ্ত্যৈ বিশেষেণ জ্ঞাপনায় ভগবন্তং জাতং বিদ্বান্ অজো ব্রহ্মা, স্বরাট্ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানঃ, তস্য চিকীর্ষিতং সভাজয়ন্ পূজয়ন্, প্রহৃষ্যমাণৈরসুভিরিন্দ্রিয়ৈরুপলক্ষিতঃ কর্দ্দমঞ্চেদমভ্যধাৎ ইতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। চকারাদ্দেবহূতিঞ্চ ॥ ১০। ১১

অন্বয়ঃ।—[হে] মানদ! (সম্মানকারিন্!) তাত! (বৎস কর্দ্দম!) ত্বয়া নির্ব্যলীকতঃ (অকপটভাবেন) মে (মম) অপচিতিঃ (পূজা) কৃতা, যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) ভবান্ মানয়ন্ (সম্মানং প্রদর্শয়ন্ সন্) মে (মম) বাক্যং সংজগৃহে (আত্মনেপদমার্ষং, প্রতিপালিতবানিতি তদর্থঃ) ॥ ১২

এতাবত্যেব শুশ্রূষা কার্য্যা পিতরি পুত্রকৈঃ।
বাঢ়মিত্যনুমন্যেত গৌরবেণ গুরোর্বচঃ॥ ১৩॥
ইমা দুহিতরঃ সত্যস্তব বৎস সুমধ্যমাঃ।
সর্গমেতং প্রভাবৈঃ স্বৈর্বৃংহয়িষ্যন্তি নৈকধা॥ ১৪॥
অতস্ত্বমৃষিমুখ্যেভ্যো যথাশীলং যথারুচি।
আত্মজাঃ পরিদেহ্যদ্য বিস্তৃণীহি যশো ভুবি॥ ১৫॥
বেদাহমাদ্যং পুরুষমবতীর্ণং স্বমায়য়া।
ভূতানাং শেবধিং দেহং বিভ্রাণং কপিলং মুনে॥ ১৬॥

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা বলিলেন—হে বৎস কর্দ্দম! তুমি অকপটচিত্তে আমার পূজা সাধন করি যেহেতু তুমি যথেষ্ট সম্মানসহকারে আমার বাক্য প্রতিপালন করিয়াছ॥ ১২॥

শ্রীধরটীকা।—তত্র ত্বয়েতি পঞ্চভিঃ কর্দ্দমং প্রত্যাহ। অপচিতিঃ পূজা কৃতা। যৎ যস্মাৎ নির্ব্যলীক নিষ্কপটং সম্যক্ গৃহীতবান্॥ ১২

অন্বয়ঃ।—পুত্রকৈঃ পিতরি এতাবতী এব শুশ্রূষা (সেবা) কার্য্যা গুরোর্বচঃ গৌরবেণ বাঢ়ম্ ই অনুমন্যেত॥১৩

মূলানুবাদ।—পিতার প্রতি পুত্রের শুশ্রূষা এইরূপই কর্ত্তব্য, পুত্র পিতার প্রতি গৌরব স “যে আজ্ঞা” বলিয়া তাঁহার বাক্যে সম্মত হইবেন॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—[হে] বৎস! (কর্দ্দম!) ইমাঃ সত্যঃ (সুশীলাঃ) সুমধ্যমাঃ (সুন্দর্য্যঃ) তব দুহি (কন্যাঃ) নৈকধা (বহুবিধৈঃ) স্বৈঃ প্রভাবৈঃ (স্বকীয়বংশবিস্তারৈঃ) এতঃ স্বর্গং (প্রারব্ধ সৃষ্টিব্যাপা বৃংহয়িষ্যন্তি (সম্যগুন্নতিং প্রাপয়িষ্যন্তি) ১৪

মূলানুবাদ।—হে বৎস কর্দ্দম! তোমার এই কন্যাগণ সকলেই সুন্দরী ও সুশীলা, ইহারা নি নিজ বংশ বহুবিস্তার করিয়া এই সৃষ্টি কার্য্যের বিশেষ পুষ্টি সাধন করিবেন॥১৪

শ্রীধরটীকা।—অনুমন্যেতেতি যৎ এতাবত্যেব॥ ১৩॥ অনেকধা প্রভাবৈর্বংশৈর্বৃংহয়ি বর্দ্ধয়িষ্যন্তি॥ ১৪

অন্বয়ঃ।— অতঃ ত্বং অদ্য (সম্প্রতি) যথাশীলং (স্বভাবানুরূপ্যেণ) যথারুচি (যদর্থং যো রোচ তদনুসারেণ ইত্যর্থঃ) ঋষিমুখ্যেভ্যঃ (মুনিবরেভ্যঃ এভ্যো মরিচ্যাদিভ্যঃ) আত্মজাঃ (কন্যাঃ) পরিদেহি (অর্প ভুবি (পৃথিব্যাং) যশঃ (কীর্ত্তিং) বিস্তৃণীহি (সুবিস্তৃতং কুরু)॥ ১৫

মূলানুবাদ।—অতএব তুমি সম্প্রতি এই সকল মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণের নিকট স্বভাব অনু যেরূপ রুচি হয়, তদনুসারে তোমার কন্যাগণকে সমর্পণ কর এবং ভূমণ্ডলে যশ বিস্তৃত কর॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—[হে] মুনে! (কর্দ্দম!) দেহং বিভ্রাণং (মূর্ত্তিমন্তং) ভূতানাং শেবধিং (প্রাণি মধ্যে নিধিস্বরূপং, সর্ব্বাভিষ্টপ্রদানক্ষমমিতি যাবৎ) [ইমং] কপিলং (তন্নামানং) স্বমায়য়া (স্বীয়যো প্রভাবেণ) অবতীর্ণং (স্বরূপপ্রকটনকারিণম্) আদ্যং পুরুষং (পুরাতনপুরুষং ভগবন্তমেব) অহং (জানামি)॥১৬

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগেন কর্ম্মণামুদ্ধরন্ জটাঃ।
হিরণ্যকেশঃ পদ্মাক্ষঃ পদ্মমুদ্রাপদাম্বুজঃ ॥ ১৭ ॥
এষ মানবি তে গর্ভং প্রবিষ্টঃ কৈটভার্দ্দনঃ।
অবিদ্যাসংশয়গ্রন্থিং ছিত্ত্বা গাং বিচরিষ্যতি ॥ ১৮ ॥
অয়ং সিদ্ধগণাধীশঃ সাংখ্যাচার্য্যৈঃ সুসম্মতঃ।
লোকে কপিল ইত্যাখ্যাং গন্তা তে কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদ।—হে মুনিবর! তোমার এই পুত্রটী প্রাণিবর্গের মধ্যে মূর্ত্তিমান্ রত্নস্বরূপ; আদিপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণু নিজ মায়াশক্তিপ্রভাবে কপিল মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় ॥ ১৬

শ্রীধরটীকা।—ঋষিমুখেভ্যো। মরীচ্যাদিভ্যঃ ॥ ১৫ ॥ পুত্রস্তু সাক্ষাদীশ্বর এবেত্যাহ—বেদাহমিতি শেবধিং নিধিঃ সর্ব্বাভীষ্টম্ ॥১৬

অন্বয়ঃ।—[হে] মানবি! (মনুকন্যে দেবহুতে!) হিরণ্যকেশঃ (স্বর্ণবৎ পিঙ্গলকেশসম্পন্নঃ) পদ্মাক্ষঃ (পদ্মবৎশোভমাননেত্রঃ) পদ্মমুদ্রাপদাম্বুজঃ (পদ্মাকৃতিরেখাযুক্তপাদপদ্মঃ) কৈটভার্দ্দনঃ (ভগবান্ শ্রীহরিঃ) জ্ঞানবিজ্ঞানযোগেন (জ্ঞানং শাস্ত্রাভ্যাসজনিতং, বিজ্ঞানম্ অপরোক্ষানুভূতিঃ তদ্রূপেণ যোগেন উপায়েন) কর্ম্মণাং জটাঃ (মূলানি) উদ্ধরন্ (পরিহরিষ্যন্) এষঃ (পুত্ররূপী) তে, (তব) গর্ভং প্রবিষ্টঃ, অবিদ্যা-সংশয়গ্রন্থিম্ (অবিদ্যা স্বরূপাজ্ঞানং, সংশয়ঃ মিথ্যাজ্ঞানং, তন্ময়ং গ্রন্থিং বন্ধনং) ছিত্ত্বা গাং (ভূমণ্ডলং) বিচরিষ্যতি ॥ ৫৭।১৮

মূলানুবাদ।—হে মনুকন্যে দেবহূতি! পদ্মপলাশনয়ন পিঙ্গলকেশসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীহরিই জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি উপায়ে কর্ম্মের মূল বাসনা নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে পুত্ররূপে তোমার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন, ইনি তোমার হৃদয়ের সকল প্রকার অজ্ঞানাদি বন্ধন ছেদন করিয়া ভূমণ্ডলে বিচরণ করিবেন ॥ ১৭।১৮

শ্রীধরটীকা।—দেবহূতিং প্রত্যাহ ত্রিভিঃ। জ্ঞানং শাস্ত্রোত্থং, বিজ্ঞানমপরোক্ষং; তে এব যোগ উপায়স্তেন কর্ম্মণাং জটাঃ মূলানি বাসনাঃ উদ্ধরন্ উৎপাটয়িষ্যন্। পদ্মমুদ্রাযুক্তং পদাম্বুজং যস্য ॥ ১৭ ॥ হে মানবি! অবিদ্যা স্বরূপাজ্ঞানং, সংশয়া মিথ্যাজ্ঞানানি, তন্ময়ং তব হৃদয়গ্রন্থিম্ ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—সিদ্ধগণাধীশঃ (সর্ব্বেষাং সিদ্ধগণানামপি ভজনীয়ঃ) অয়ং (তব পুত্রঃ) সাঙ্খ্যাচার্য্যৈঃ (আসুরিপ্রভৃতিভিঃ) সুসম্মতঃ (সুপূজিতঃ সন্) লোকে (জগতি) কপিল ইত্যাখ্যাং (কপিল ইতি সংজ্ঞাং) গন্তা (লপ্স্যতে) তে (তব) কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ (যশোবৃদ্ধিকারী চ) [ভবিষ্যতীতি শেষঃ] ১৯

মূলানুবাদ।—সকল সিদ্ধগণেরও আরাধনীয় তোমার এই পুত্র সাঙ্খ্যাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়া জগতে কপিল নামে খ্যাতি লাভ করিবে এবং তোমার যশ পরিবর্দ্ধিত করিবে ॥ ১৯

শ্রীধরটীকা।—সুসম্মতঃ সন্। গন্তা প্রাপ্স্যতি ॥ ১৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ব্রহ্মা শ্রীভগবানের অভিপ্রায় অনুসারে সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া নানা উপায়ে নানাপ্রকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন—মরীচিপ্রভৃতি ঋষি, সনকাদি কুমারচতুষ্টয়, সকলেই ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন। কিন্তু ব্রহ্মা ইহাদের সকলকেই সৃষ্টিবিস্তারের জন্য আদেশ করিয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই এবং কাহারও দ্বারা সৃষ্টির বিস্তার হইল না দেখিয়া ব্রহ্মা শ্রীভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া ভাবিতে

এতাবত্যেব শুশ্রূষা কার্য্যা পিতরি পুত্রকৈঃ।
বাঢ়মিত্যনুমন্যেত গৌরবেণ গুরোর্বচঃ ॥ ১৩ ॥
ইমা দুহিতরঃ সত্যস্তব বৎস সুমধ্যমাঃ।
সর্গমেতং প্রভাবৈঃ স্বৈর্বৃংহয়িষ্যন্তি নৈকধা ॥ ১৪ ॥
অতস্ত্বমৃষিমুখ্যেভ্যো যথাশীলং যথারুচি।
আত্মজাঃ পরিদেহ্যদ্য বিস্তৃণীহি যশো ভুবি ॥ ১৫ ॥
বেদাহমাদ্যং পুরুষমবতীর্ণং স্বমায়য়া।
ভূতানাং শেবধিং দেহং বিভ্রাণং কপিলং মুনে ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা বলিলেন—হে বৎস কর্দ্দম! তুমি অকপটচিত্তে আমার পূজা সাধন করিয় যেহেতু তুমি যথেষ্ট সম্মানসহকারে আমার বাক্য প্রতিপালন করিয়াছ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরটীকা।—তত্র ত্বয়েতি পঞ্চভিঃ কর্দ্দমং প্রত্যাহ। অপচিতিঃ পূজা কৃতা। যৎ যস্মাৎ নির্ব্যলীকং নিষ্কপটং সম্যক্ গৃহীতবান্ ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—পুত্রকৈঃ পিতরি এতাবতী এব শুশ্রূষা (সেবা) কার্য্যা গুরোর্বচঃ গৌরবেণ বাঢ়ম্ ই অনুমন্যেত ॥১৩

মূলানুবাদ।—পিতার প্রতি পুত্রের শুশ্রূষা এইরূপই কর্ত্তব্য, পুত্র পিতার প্রতি গৌরব স "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার বাক্যে সম্মত হইবেন ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—[হে] বৎস! (কর্দ্দম!) ইমাঃ সত্যঃ (সুশীলাঃ) সুমধ্যমাঃ (সুন্দর্য্যঃ) তব দুহি (কন্যাঃ) নৈকধা (বহুবিধৈঃ) স্বৈঃ প্রভাবৈঃ (স্বকীয়বংশবিস্তারৈঃ) এতং স্বর্গং (প্রারব্ধ সৃষ্টিব্যাপা বৃংহয়িষ্যন্তি (সম্যগুন্নতিং প্রাপয়িষ্যন্তি) ১৪

মূলানুবাদ।—হে বৎস কর্দ্দম! তোমার এই কন্যাগণ সকলেই সুন্দরী ও সুশীলা, ইহারা নি নিজ বংশ বহুবিস্তার করিয়া এই সৃষ্টি কার্য্যের বিশেষ পুষ্টি সাধন করিবেন ॥১৪

শ্রীধরটীকা।—অনুমন্যেতেতি যৎ এতাবত্যেব ॥ ১৩ ॥ অনেকধা প্রভাবৈঃস্বৈর্বৃংহয়ি বর্দ্ধয়িষ্যন্তি ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—অতঃ ত্বং অদ্য (সম্প্রতি) যথাশীলং (স্বভাবানুরূপ্যেণ) যথারুচি (যদর্থং যো রোচ তদনুসারেণ ইত্যর্থঃ) ঋষিমুখ্যেভ্যঃ (মুনিবরেভ্যঃ এভ্যো মরিচ্যাদিভ্যঃ) আত্মজাঃ (কন্যাঃ) পরিদেহি (অর্প ভুবি (পৃথিব্যাং) যশঃ (কীর্ত্তিং) বিস্তৃণীহি (সুবিস্তৃতং কুরু) ॥ ১৫

মূলানুবাদ।—অতএব তুমি সম্প্রতি এই সকল মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণের নিকট স্বভাব অনুরূ যেরূপ রুচি হয়, তদনুসারে তোমার কন্যাগণকে সমর্পণ কর এবং ভূমণ্ডলে যশ বিস্তৃত কর ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—[হে] মুনে! (কর্দ্দম!) দেহং বিভ্রাণং (মূর্ত্তিমন্তং) ভূতানাং শেবধিং (প্রাণিবর্গ মধ্যে নিধিস্বরূপং, সর্ব্বাভিষ্টপ্রদানক্ষমমিতি যাবৎ) [ইমং] কপিলং (তন্নামানং) স্বমায়য়া (স্বীয়যোগমা প্রভাবেণ) অবতীর্ণং (স্বরূপপ্রকটনকারিণম্) আদ্যং পুরুষং (পুরাতনপুরুষং ভগবন্তমেব) অহং বে (জানামি) ॥১৬

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগেন কর্ম্মণামুদ্ধরন্ জটাঃ।
হিরণ্যকেশঃ পদ্মাক্ষঃ পদ্মমুদ্রাপদাম্বুজঃ॥ ১৭॥
এষ মানবি তে গর্ভং প্রবিষ্টঃ কৈটভার্দ্দনঃ।
অবিদ্যাসংশয়গ্রন্থিং ছিত্বা গাং বিচরিষ্যতি॥ ১৮॥
অয়ং সিদ্ধগণাধীশঃ সাংখ্যাচার্য্যৈঃ সুসম্মতঃ।
লোকে কপিল ইত্যাখ্যাং গন্তা তে কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ॥ ১৯॥

মূলানুবাদ।—হে মুনিবর! তোমার এই পুত্রটী প্রাণিবর্গের মধ্যে মূর্ত্তিমান্ রত্নস্বরূপ; আদিপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণু নিজ মায়াশক্তিপ্রভাবে কপিল মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয়॥ ১৬

শ্রীধরটীকা।—ঋষিমুখেভ্যো মরীচ্যাদিভ্যঃ ॥ ১৫ ॥ পুত্রস্তু সাক্ষাদীশ্বর এবেত্যাহ—বেদাহমিতি শেবধিং নিধিঃ সর্ব্বাভীষ্টম্ ॥১৬

অন্বয়ঃ।—[হে] মানবি! (মনুকন্যে দেবহূতে!) হিরণ্যকেশঃ (স্বর্ণবৎ পিঙ্গলকেশসম্পন্নঃ) পদ্মাক্ষঃ (পদ্মবৎশোভমাননেত্রঃ) পদ্মমুদ্রাপদাম্বুজঃ (পদ্মাকৃতিরেখাযুক্তপাদপদ্মঃ) কৈটভার্দ্দনঃ (ভগবান্ শ্রীহরিঃ) জ্ঞানবিজ্ঞানযোগেন (জ্ঞানং শাস্ত্রাভ্যাসজনিতং, বিজ্ঞানম্ অপরোক্ষানুভূতিঃ তদ্রূপেণ যোগেন উপায়েন) কর্ম্মণাং জটাঃ (মূলানি) উদ্ধরন্ (পরিহরিষ্যন্) এষঃ (পুত্ররূপী) তে, (তব) গর্ভং প্রবিষ্টঃ, অবিদ্যাসংশয়গ্রন্থিম্ (অবিদ্যা স্বরূপাজ্ঞানং, সংশয়ঃ মিথ্যাজ্ঞানং, তন্ময়ং গ্রন্থিং বন্ধনং) ছিত্বা গাং (ভূমণ্ডলং) বিচরিষ্যতি ॥ ১৭।১৮

মূলানুবাদ।—হে মনুকন্যে দেবহূতি! পদ্মপলাশনয়ন পিঙ্গলকেশসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীহরিই জ্ঞানবিজ্ঞানাদি উপায়ে কর্ম্মের মূল বাসনা নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে পুত্ররূপে তোমার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন, ইনি তোমার হৃদয়ের সকল প্রকার অজ্ঞানাদি বন্ধন ছেদন করিয়া ভূমণ্ডলে বিচরণ করিবেন॥ ১৭।১৮

শ্রীধরটীকা।—দেবহূতিং প্রত্যাহ ত্রিভিঃ। জ্ঞানং শাস্ত্রোত্থং, বিজ্ঞানমপরোক্ষং; তে এব যোগ উপায়স্তেন কর্ম্মণাং জটাঃ মূলানি বাসনাঃ উদ্ধরন্ উৎপাটয়িষ্যন্। পদ্মমুদ্রাযুক্তং পদাম্বুজং যস্য ॥ ১৭ ॥ হে মানবি! অবিদ্যা স্বরূপাজ্ঞানং, সংশয়া মিথ্যাজ্ঞানানি, তন্ময়ং তব হৃদয়গ্রন্থিম্ ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—সিদ্ধগণাধীশঃ (সর্ব্বেষাং সিদ্ধগণানামপি ভজনীয়ঃ) অয়ং (তব পুত্রঃ) সাঙ্খ্যাচার্য্যৈঃ (আসুরিপ্রভৃতিভিঃ) সুসম্মতঃ (সুপূজিতঃ সন্) লোকে (জগতি) কপিল ইত্যাখ্যাং (কপিল ইতি সংজ্ঞাং) গন্তা (লপ্স্যতে) তে (তব) কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ (যশোবৃদ্ধিকারী চ) [ভবিষ্যতীতি শেষঃ] ১৯

মূলানুবাদ।—সকল সিদ্ধগণেরও আরাধনীয় তোমার এই পুত্র সাঙ্খ্যাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়া জগতে কপিল নামে খ্যাতি লাভ করিবে এবং তোমার যশ পরিবর্দ্ধিত করিবে॥ ১৯

শ্রীধরটীকা।—সুসম্মতঃ সন্। গন্তা প্রাপ্স্যতি॥ ১৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ব্রহ্মা শ্রীভগবানের অভিপ্রায় অনুসারে সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া নানা উপায়ে নানাপ্রকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন—মরীচিপ্রভৃতি ঋষি, সনকাদি কুমারচতুষ্টয়, সকলেই ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন। কিন্তু ব্রহ্মা ইহাদের সকলকেই সৃষ্টিবিস্তারের জন্য আদেশ করিয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই এবং কাহারও দ্বারা সৃষ্টির বিস্তার হইল না দেখিয়া ব্রহ্মা শ্রীভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া ভাবিতে

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

তাবাশ্বাস্য জগৎস্রষ্টা কুমারৈঃ সহনারদঃ।
হংসো হংসেন যানেন ত্রিধামপরমং যযৌ ॥ ২০ ॥
গতে শতধৃতৌ ক্ষত্তঃ কর্দ্দমস্তেন চোদিতঃ।
যথোচিতং স্বদুহিতৄঃ প্রাদাদ্বিশ্বসৃজাং ততঃ ॥ ২১ ॥

লাগিলেন, ফলে মনু ও তৎপত্নী শতরূপার সৃষ্টি হইল, আর তাঁহার কান্তি হইতে কর্দ্দম ঋষি উৎপন্ন হইলেন। এ মনু ও কর্দ্দম ব্রহ্মার আদেশে বদ্ধপরিকর হইয়া বহুপ্রকার তপস্যাদি দ্বারা সৃষ্টি বিস্তারের অগ্রসর হইতেছেন। এই প্রসঙ্গে যে প্রকারে কর্দ্দমঋষির সহিত মনুকন্যা দেবহূতির সম্মিলন ঘটিয়া এ সকল বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। সম্প্রতি দেবহূতি ও কর্দ্দমের সম্মিলনে যে নয়টি কন্যা জন্মিয়া ইহা সৃষ্টিরাজ্যের অত্যন্ত সহায়তাকারী, আর স্বয়ং ভগবান্ ইহাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া ইহাও সৃষ্টজগতের পরম কল্যাণকর হইবে বুঝিয়া ব্রহ্মা নিরনিশয় আনন্দলাভ করিয়াছেন। এজন্য ব্র স্বয়ং কর্দ্দমের আশ্রমে আসিয়া প্রীতিপূর্ণবাক্যে তাঁহাকে উৎসাহ ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছে পুত্র যদি পিতার অভিপ্রেতকার্য্যে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হয় এবং ক্রমশঃ যদি সফলতার দিকে অগ্র হইতে থাকে, তবে পিতার আনন্দের সীমা থাকে না। কর্দ্দম একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মার কার্য্যে উদ্ হইয়াছেন, সন্তান সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টির পথ বিশেষ উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন; সুতরাং ব্রহ্মার যে অপ আনন্দ জন্মিয়াছে, তাহা স্বাভাবিক। তাই তিনি কর্দ্দম ও দেবহূতিকে বলিলেন—তোমাদের এই কন্যাগণ সৃষ্টির বিশেষ পুষ্টিসাধন হইবে; সুতরাং মরীচিপ্রভৃতি ঋষিবর্গকে দেখিয়া শুনিয়া যে যাহার যো পাত্র তদনুসারে তাহার সহিত তাহার বিবাহ প্রদান কর এবং তোমাদের এই পুত্রটিকে সাধা শিশু মনে করিও না, কারণ স্বয়ং ভগবান্ই তোমাদের পুত্ররূপে দেখা দিয়াছেন। ইনি সাংখ্যদর্শন প্র করিয়া জগতে কপিল নামে বিখ্যাত হইবেন। এই পুত্রের কর্ম্মফলে তোমরাও জগতে অসীম কী লাভ করিবে ॥ ৯—১৯

অন্বয়ঃ।—সহনারদঃ (নারদসহিতঃ) জগৎস্রষ্টা হংসঃ (ব্রহ্মা) তৌ (দেবহূতিকর্দ্দমৌ) আশ্ (সমুৎসাহ্য) কুমারৈঃ (সনৎকুমারাদিভিঃ সহ) হংসেন যানেন (হংসবাহরথেন) ত্রিধামপরমং (সত্যলো যযৌ (গতবান্)॥ ২০

মূলানুবাদ।—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এই ভাবে দেবহূতি ও কর্দ্দমকে উৎসাহিত করিয়া নারদ ও স কুমারাদি পাঁচজন কুমারকে সঙ্গে লইয়া হংসরথে সত্যলোকে গমন করিলেন॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—কুমারৈঃ সহেতি শেষঃ। সহনারদঃ নারদসহিতশ্চ। মরীচ্যাদীন্ বিবাহ স্থাপ্য নৈষ্ঠিকৈরেতৈঃ পঞ্চভিঃ সহিতো হংসো ব্রহ্মা যযৌ। ত্রিধাম তৃতীয়ং ধাম স্বর্গঃ তস্য পরাং ক সত্যলোকম্॥ ২০

অন্বয়ঃ।—[হে] ক্ষত্তঃ (বিদুরঃ!) শতধৃতৌ (ব্রহ্মণি) গতে (সতি) তেন (ব্রহ্মণা) চো (প্রোৎসাহিতঃ) কর্দ্দমঃ ততঃ (তদনন্তরং) বিশ্বসৃজাং (বিশ্বসৃগ্ভ্যো মরীচ্যাদিভ্য ইত্যর্থঃ, আর্যঃ) যথোচিতং (যথাবিধি) স্বদুহিতৄঃ (স্বকীয়কন্যাঃ) প্রাদাৎ (দত্তবান্)॥ ২১

মরীচয়ে কলাং প্রাদাদনসূয়ামথাত্রয়ে।
শ্রদ্ধামঙ্গিরসেঽযচ্ছৎ পুলস্ত্যায় হবির্ভুবম্ ॥ ২২ ॥
পুলহায় গতিং যুক্তাং ক্রতবে চ ক্রিয়াং সতীম্।
খ্যাতিঞ্চ ভৃগবেঽযচ্ছদ্ বশিষ্ঠায়াপ্যরুন্ধতীম্ ॥ ২৩ ॥
অথর্ব্বণেঽদদাচ্ছান্তিং যয়া যজ্ঞো বিতন্যতে।
বিপ্রর্ষভান্ কৃতোদ্বাহান্ সদারান্ সমলালয়ৎ ॥ ২৪ ॥
ততস্ত ঋষয়ঃ ক্ষত্তঃ কৃতদারা নিমন্ত্র্য তম্।
প্রাতিষ্ঠন্ নন্দিমাপন্নাঃ স্বং স্বয়াশ্রমমণ্ডলম্ ॥ ২৫ ॥

মূলানুবাদ।—হে বিদুর! ব্রহ্মা চলিয়া গেলে কর্দ্দম ঋষি সেই ব্রহ্মার বাক্যানুসারে উৎসাহিত হইয়া নিজ কন্যাগণকে মরীচিপ্রভৃতি প্রজাপতিগণের নিকট যথাবিধি সম্প্রদান করিলেন ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—[কস্মৈ কাং কন্যামদাদিতি বিশেষেণাহ—] মরীচয়ে কলাং (কলানাম্নীং কন্যাং) প্রাদাৎ, অথ অত্রয়ে (অত্রিনামকায় মুনয়ে) অনসূয়াম্, অঙ্গিরসে শ্রদ্ধাং, পুলস্ত্যায় হবির্ভুবম্ অযচ্ছৎ (দত্তবান্) ॥ ২২

মূলানুবাদ।—কর্দ্দম মরীচির নিকট কলাকে, অত্রির নিকট অনসূয়াকে, অঙ্গিরার নিকট শ্রদ্ধাকে এবং পুলস্ত্যের নিকট হবির্ভুনাম্নী কন্যাকে দান করিলেন ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—পুলহায় যুক্তাং (সুযোগ্যাং) গতিং (গতিনাম্নীং কন্যাং), ক্রতবে সতীং (সাধ্বীং) ক্রিয়াং (তন্নাম্নীং কন্যাং), ভৃগবে খ্যাতিং, বশিষ্ঠায় অপি অরুন্ধতীঞ্চ অযচ্ছৎ (অর্পিতবান্) ॥ ২৩

মূলানুবাদ।—পুলহের নিকট উপযুক্তা গতিকে, ক্রতুর নিকট সাধ্বী ক্রিয়াকে, ভৃগুর নিকট খ্যাতিকে ও বশিষ্ঠের নিকট অরুন্ধতীকে দান করিয়াছিলেন ॥ ২৩

শ্রীধরটীকা।—শতধৃতৌ ব্রহ্মণি ॥ ২১ । ২২ ॥ যুক্তাং যোগ্যম্ অযচ্ছৎ অদাৎ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—অথর্ব্বণে (তন্নামকমুনয়ে) শান্তিং (শান্তিনাম্নীং কন্যাম্) অদদাৎ (প্রদত্তবান্) যয়া (শান্ত্যা, যজ্ঞীয়শান্তিকর্ম্মাধিষ্ঠাতৃদেবীরূপয়া ইতি যাবৎ) যজ্ঞঃ বিতন্যতে (সম্পন্নঃ ক্রিয়তে), কৃতোদ্বাহান্ (পরিণীতান্) সদারান্ (পত্নীসহিতান্) বিপ্রর্ষভান্ (বিপ্রশ্রেষ্ঠান্ তান্ মরীচ্যাদীন্) সমলালয়ৎ (নানোপহারপ্রদানাদিভিঃ সন্তোষয়ামাস) ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—যে-শান্তি দ্বারা যজ্ঞ সুসম্পন্ন করা হয়, সেই শান্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী শান্তি নাম্নী কন্যাকে অথর্ব্বা নামক মুনির নিকট দান করিলেন ; এইরূপে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর কর্দ্দম সেই সস্ত্রীক বিপ্রর্ষিদিগকে নানাবিধ রত্ন ও উপহার প্রদানাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন ॥ ২৪

শ্রীধরটীকা।—বিতন্যতে সমৃদ্ধঃ ক্রিয়তে, শান্ত্যধিষ্ঠাত্রীং দেবতামিত্যর্থঃ। সমলালয়ৎ সন্তোষিতবান্ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—[হে] ক্ষত্তঃ! (বিদুর!) ততঃ (অনন্তরং) কৃতদারাঃ (কৃতদারপরিগ্রহাঃ) তে ঋষয়ঃ (মরীচ্যাদয়ঃ) তং (কর্দ্দমং) নিমন্ত্র্য (পৃষ্ট্বা, তদনুমত্যনুসারেণ ইতি যাবৎ) নন্দিং (হর্ষম্) আপন্নাঃ (প্রাপ্তাঃ সন্তঃ) স্বং স্বম্ আশ্রমমণ্ডলং প্রাতিষ্ঠন্ (গতবন্তঃ) ॥ ২৫

মূলানুবাদ।—হে বিদুর! মুনিগণ দারপরিগ্রহের পর সেই কর্দ্দম ঋষির নিকট বিদায় লইয়া আনন্দচিত্তে নিজ নিজ আশ্রমস্থানে গমন করিলেন ॥ ২৫

স চাবতীর্ণং ত্রিযুগমাজ্ঞায় বিবুধর্ষভম্।
বিবিক্ত উপসঙ্গম্য প্রণম্য সমভাষত ॥ ২৬ ॥

শ্রীকর্দ্দম উবাচ।

অহো পাপচ্যমানানাং নিরয়ে স্বৈরমঙ্গলৈঃ।
কালেন ভূয়সা নূনং প্রসীদন্তীহ দেবতাঃ ॥ ২৭ ॥
বহুজন্মবিপক্কেন সম্যগ্‌যোগসমাধিনা।
দ্রষ্টুং যতন্তে যতয়ঃ শূন্যাগারেষু যৎপদম্ ॥ ২৮ ॥
স এব ভগবানদ্য হেলনং ন গণষ্য নঃ।
গৃহেষু জাতো গ্রাম্যাণাং যঃ স্বানাং পক্ষপোষণঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—স চ (মুনিঃ কর্দ্দমঃ) বিবুধর্ষভং (সর্ব্বদেবপ্রধানং) ত্রিযুগং (ত্রিগুণাধীশং বিষ্ণুম্) অবতীর্ণং (পুত্ররূপেণ স্বগৃহে প্রাদুর্ভূতম্) আজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) বিবিক্তে (রহসি) উপসংগম্য (তদন্তিকং গত্বা) প্রণম্য সমভাষত (নিবেদিতবান্) ॥ ২৬

মূলানুবাদ।—এদিকে কর্দ্দম মুনি দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বিষ্ণুকে স্বগৃহে অবতীর্ণ জানিয়া নির্জ্জনে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—অহো! (বিস্ময়ে অব্যয়ম্) ইহ নিরয়ে (সংসাররূপে নরকে) স্বৈরমঙ্গলৈঃ (স্বকীয়ৈঃ দুষ্কৃতিরূপৈরনলৈঃ) পাপচ্যমানানাং (ভৃশং দহ্যমানানাং সম্বন্ধে) দেবতাঃ নূনং (নিশ্চিতং) ভূয়সা (অতিচিরেণ কালেন) প্রসীদন্তি (প্রসন্না ভবন্তি) ॥ ২৭

মূলানুবাদ।—কর্দ্দমঋষি বলিলেন, হায়! যাহারা এই সংসাররূপ নরকে নিজ নিজ পাপানলে অত্যন্ত দগ্ধ হইতে থাকে, তাহাদের প্রতি দেবতারা অত্যন্ত বিলম্বেই প্রসন্ন হইয়া থাকেন ॥ ২৭

শ্রীধরটীকা।—নিমন্ত্র্য পৃষ্ট্বা। নন্দিং হর্ষং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ ॥ ২৫ ॥ স চ মুনিঃ। ত্রিযুগং বিষ্ণুম্। বিবিক্তে রহসি ॥ ২৬ ॥ পাপচ্যমানানাং ভৃশং দহ্যমানানাম্। নিরয়ে সংসারে। স্বীয়ৈরমঙ্গলৈঃ পাপৈঃ ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—যতয়ঃ (সংযমিনঃ সাধকাঃ) বহুজন্মবিপক্কেন (বহুভির্জন্মভিঃ সুসিদ্ধেন) সম্যগ্‌যোগসমাধিনা (সম্যগ্‌যোগঃ ভক্তিযোগঃ, তত্র সমাধিঃ একাগ্রতা, তেন) শূন্যাগারেষু (নির্জ্জনস্থানেষু) যৎ (যস্য ভগবতঃ শ্রীচরণং) দ্রষ্টুং যতন্তে, স এব ভগবান্ (শ্রীহরিস্বরূপস্ত্বম্) অদ্য (সম্প্রতি) গ্রাম্যাণাং (হীনানামপি অস্মাকং) হেলনং (লঘুত্বং হীনতামিতি যাবৎ) ন গণয্য (ন চিন্তয়িত্বা) গৃহেষু জাতঃ (পুত্ররূপেণ আবির্ভূতঃ অসি ত্বং) (ত্বং) স্বানাং (স্বভক্তাদীনাং) পক্ষপোষণং (আনুকুল্যকারী, তস্য তব এবং ব্যবহারং সমুচিত এব জাত ইতি ভাবঃ) ॥ ২৮।২৯

মূলানুবাদ।—সংযমশীল সাধকগণ বহু জন্মজন্মান্তরের সাধনা বলে ভক্তিযোগে সম্যক্ একাগ্রতা লাভ করিলে যাঁহার শ্রীচরণ নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়া থকেন, তুমি সেই ভগবান্ হইয়াও কেবল স্বপক্ষ পোষণকারী বলিয়া এই মাদৃশ হীনব্যক্তির কোনরূপ হীনতা গণ্য না করিয়া আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ॥ ২৮।২৯

শ্রীধরটীকা।—কুতঃ সর্ব্বা দেবতাঃ প্রসন্না ইতি জ্ঞাতম্? অলভ্যলাভাদিত্যাহ দ্বাভ্যাম্। [illegible]

স্বীয়ং বাক্যমৃতং কর্ত্তুমবতীর্ণোঽসি মে গৃহে।
চিকীর্ষুর্ভগবন্ জ্ঞানং ভক্তানাং মানবর্দ্ধনঃ ॥ ৩০ ॥
তান্যেব তেঽভিরূপাণি রূপাণি ভগবংস্তব।
যানি যানি চ রোচন্তে স্বজনানামরূপিণঃ ॥ ৩১ ॥
ত্বাং সূরিভিস্তত্ত্ববুভুৎসয়াদ্ধা সদাভিবাদার্হণপাদপীঠম্।
ঐশ্বর্য্যবৈরাগ্যযশোঽববোধ,-বীর্য্যশ্রিয়া পূর্ত্তমহং প্রপদ্যে ॥ ৩২ ॥

জন্মসু বিপক্কেন সুপ্রসিদ্ধেন, সম্যগ্‌যোগঃ, ভক্তিযোগঃ, তস্মিন্ সমাধিরৈকাগ্র্যং তেন। শূন্যাগারেষু বিবিক্তস্থানেষু। যস্য তব পদম্ ॥ ২৮ ॥ হেলনমবজ্ঞা লাঘবং ন গণয়্য অগণয়িত্বা। উচিতমেব তবৈতদিত্যাহ। যত্ত্বং স্বানাং ভক্তানাং পক্ষং পুষ্ণাসীতি তথা সঃ ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—[হে] ভগবন্! (বিষ্ণো!) ভক্তানাং মানবর্দ্ধনঃ (সম্মানবৃদ্ধিকারী) [ত্বং] স্বীয়ং বাক্যং (তব পুত্রো ভবিষ্যামীতি বাক্যম্) ঋতং (সত্যং) কর্ত্তুং জ্ঞানং চিকীর্ষুঃ (সাঙ্খ্যযোগং প্রকাশয়িতুমভিলাষী চ) মে (মম) গৃহে অবতীর্ণঃ অসি ॥ ৩০

মূলানুবাদ।—হে ভগবন্! তুমি ভক্তদিগের সম্মান বৃদ্ধি করিয়া থাক; সম্প্রতি তুমি স্বীয় প্রাগুক্ত বাক্যের সত্যতা রক্ষার জন্যই জ্ঞানদানের ইচ্ছায় আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছ ॥ ৩০

শ্রীধরটীকা।—এতৎ প্রপঞ্চয়তি দ্বাভ্যাম্। স্বয়মেবাবতীর্ণোঽসি, স্ববাক্যং তব পুত্রো ভবিষ্যামীতি যৎ তৎ সত্যং কর্ত্তুম্। জ্ঞানং জ্ঞানসাধনং সাংখ্যঞ্চ চিকীর্ষুঃ সন্ ॥ ৩০

অন্বয়ঃ—[হে] ভগবন্! অরূপিণঃ (প্রাকৃতরূপরহিতস্যাপি) তব তানি (শাস্ত্রপ্রসিদ্ধানি চতুর্ভুজাদীনি) রূপাণি অভিরূপাণি এব (যোগ্যান্যেব সন্তি) [অপিচ] স্বজনানাং (ভক্তজনানাম্, অত্র রুচ্যর্থৈঃ প্রীয়মাণ ইতি সম্প্রদানত্বে সিদ্ধেঽপি ষষ্ঠীপ্রয়োগআর্ষঃ) যানি যানি (রূপাণি) রোচন্তে (রুচিকরাণি ভবন্তি) [তথাবিধান্যপি রূপাণি] তে (তব) [অভিরূপাণ্যেবেতি শেষঃ] ॥ ৩১

মূলানুবাদ।—হে ভগবন্! যদিও তোমার কোনপ্রকার লৌকিক রূপ নাই, তথাপি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ সেই অলৌকিক চতুর্ভুজ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহাদি রূপ এবং যে যে রূপ তোমার ভক্তগণের রুচিকর হয়, সে সমস্ত রূপই তোমার যোগ্য ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—অদ্ধা (যথার্থতঃ) তত্ত্ববুভুৎসয়া (ভগবত্তত্ত্ববোধেচ্ছয়া) সূরিভিঃ (পণ্ডিতৈঃ) সদা অভিবাদর্হণপামপীঠম্ (অভিবাদনযোগ্যশ্রীচরণাসনং) ঐশ্বর্য্যবৈরাগ্যযশোঽববোধবীর্য্যশ্রিয়া (ঐশ্বর্য্যাদিসম্পদা) পূর্ত্তং (পরিপূর্ণং) ত্বাম্ অহং প্রপদ্যে (শরণং গচ্ছামি) ॥ ৩২

মূলানুবাদ।—হে প্রভো! পণ্ডিতগণ যথার্থরূপে ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত হইবার জন্য সর্ব্বদা তোমার শ্রীচরণতল আরাধনা করিয়া থাকেন; ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, যশ, জ্ঞান, প্রভাব ও সম্পদ্ প্রভৃতি দ্বারা তুমি পরিপুর্ণ, অতএব আমি তোমারই নিকট শরণাগত হইতেছি ॥ ৩২

শ্রীধরটীকা।—যানি তবালৌকিকানি চতুর্ভুজাদীনি রূপাণি তান্যেব তেঽভিরূপাণি যোগ্যানি রূপাণি। যানি চ স্বজনানাং রোচন্তে মনুষ্যস্বরূপাণি, তান্যপি তে রোচন্ত ইত্যর্থঃ। অরূপিণঃ প্রাকৃতরূপরহিতস্য ॥ ৩১ ॥ অভিবাদার্হণং পাদপীঠং যস্য। ঐশ্বর্য্যাদিভিঃ পূর্ত্তং পূর্ণম্ ॥ ৩২

পরং প্রধানং পুরুষং মহান্তং কালং কবিং ত্রিবৃতং লোকপালম্।
আত্মানুভূত্যানুগতপ্রপঞ্চং স্বচ্ছন্দশক্তিং কপিলং প্রপদ্যে ॥ ৩৩ ॥
আ স্মাভিপৃচ্ছেঽদ্য পতিং প্রজানাং ত্বয়াবতীর্ণর্ণ উতাপ্তকামঃ।
পরিব্রজৎপদবীমাস্থিতোঽহং চরিষ্যে ত্বা হৃদি যুঞ্জন্ বিশোকঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ।—[ইদানীম্ উপনিষৎপ্রতিভয়া পরব্রহ্মস্বরূপত্বেন স্তৌতি] প্রধানং (প্রকৃতিস্বরূপং) পুরুষং (তদধিষ্ঠাতৃরূপং) মহান্তং (বুদ্ধিতত্ত্বস্বরূপং) কালং (প্রকৃত্যাদিক্ষোভকরশক্তিবিশেষাত্মকং) কবিং (সর্বজ্ঞ প্রধানাদেরাবির্ভাবতিরোভাবসাক্ষীভূতমিতি যাবৎ) ত্রিবৃতম্ (অহঙ্কাররূপং) লোকপালম্ (ইন্দ্রাদ্যাত্মকং) স্বচ্ছন্দশক্তিং (স্বাধীনশক্তিসম্পন্নম্) [অত এব) আত্মানুভূত্যা (চৈতন্যশক্ত্যা) অনুগতপ্রপঞ্চং (স্ববিলীন-বিশ্বং) পরং (পরব্রহ্মস্বরূপং) কপিলং (ত্বাং) প্রপদ্যে ॥ ৩৩

মূলানুবাদ।—হে ভগবন্! তুমি পরব্রহ্মস্বরূপ, সকল শক্তি তোমার অধীন; প্রকৃতি, পুরুষ, বুদ্ধি, কাল, অহঙ্কার প্রভৃতি সমস্তই তোমার স্বরূপে অবস্থিত, তুমিই সর্ব্বজ্ঞরূপে প্রকৃতি প্রভৃতির আবির্ভাব ও তিরোভাবের সাক্ষীস্বরূপ, তুমিই ইন্দ্রাদিরূপে ত্রিলোক পালন করিয়া থাক, আবার স্বীয় চৈতন্যশক্তির আকর্ষণে তুমি সমস্ত বিশ্ব নিজমধ্যে বিলীন করিয়া রাখ; অতএব হে কপিল! তোমার নিকটেই আমি আশ্রয় লইতেছি ॥ ৩৩

শ্রীধরটীকা।—ঐশ্বর্য্যাদিকং বিবৃণ্বন্নাহ। পরং পরমেশ্বরম্। তত্র হেতুঃ—স্বচ্ছন্দাঃ স্বাধীনাঃ শক্তয়ো যস্য। তা এবাহ। প্রধানং প্রকৃতিরূপং, পুরুষং তদধিষ্ঠাতারং, মহান্তং মহত্তত্ত্বরূপং, কালং তেষাং ক্ষোভকং, ত্রিবৃতমহংকাররূপং, লোকাত্মকং তৎপালাত্মকঞ্চ। তদেবং মায়য়া প্রধানাদিরূপতামুক্ত্বা চিচ্ছক্ত্যা নিষ্প্রপঞ্চতা-মাহ। আত্মানুভূত্যা চিচ্ছক্ত্যানুগতঃ স্বস্মিন্ লীনঃ প্রপঞ্চো যস্য তম্। কবিং সর্ব্বজ্ঞং, প্রাধানাদ্যাবির্ভাবলয়-সাক্ষিণমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—প্রজানাং পতিঃ (সর্ব্বজনাধিনাথং) [ত্বাম্] আপৃচ্ছে (সন্ন্যাসানুজ্ঞাং প্রার্থয়ে) স্মাভি (ইতি পাদপূরণার্থং অথবা স্মাভি ইতি যৎকিঞ্চিদর্থেঽব্যয়ম্। আ স্মাভিপৃচ্ছে যৎকিঞ্চিৎ পৃচ্ছামীত্যর্থঃ) ত্বয়া (হেতুভূতেন) অবতীর্ণর্ণঃ (সম্পাদিতপিত্রনুজ্ঞঃ) উত (অপি চ) আপ্তকামঃ (লব্ধমনোরথশ্চাস্মি) অদ্য (সম্প্রতি) ত্বা (ত্বাং) হৃদি যুঞ্জন্ (স্মরন্) পরিব্রজৎপদবীং (সন্ন্যাসিপদ্ধতিম্) আস্থিতঃ (অবলম্বিতঃ) অহং বিশোকঃ (বিগতসকলদৈন্যঃ) চরিষ্যে (বিচরিষ্যামি) ॥ ৩৪

মূলানুবাদ।—হে প্রভো! তুমি আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হওয়ায় আমার দৈবাদি ঋণত্রয় নিবৃত্ত হইয়াছে এবং যদিও আমি তাহাতে প্রাপ্তকাম হইয়াছি, তথাপি সম্প্রতি সর্ব্বজনের অধিপতি তোমার নিকট সন্ন্যাসের অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছি। তাহার পর ত্বদীয় মূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক সমস্ত দৈন্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া ভূমণ্ডলে বিচরণ করিব ॥ ৩৪

শ্রীধরটীকা।—সন্ন্যাসানুজ্ঞাং প্রার্থয়তে। আ স্মাভিপৃচ্ছে যৎকিঞ্চিদপি পৃচ্ছামীত্যর্থঃ। ত্বয়া পুত্ররূপেণ অবতীর্ণানি নিবৃত্তানি ঋণানি দৈবাদিরূপাণি যস্য সঃ, আপ্তকামশ্চাহং পরিব্রজতাং সন্ন্যাসিনাং পদবীং মার্গমাশ্রিতঃ সন্ ত্বা ত্বাং যুঞ্জন্ স্মরন্ বিচরিষ্যামি ॥ ৩৪

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মহর্ষি ব্রহ্মা দেবহূতি ও কর্দ্দমকে নানাপ্রকার উৎসাহবাক্যে আশ্বাসিত করিয়া সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার ও নারদ, এই পাঁচটী পুত্রকে সঙ্গে লইয়া সত্যলোকে চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মার এই

শ্রীভগবানুবাচ।

ময়া প্রোক্তং হি লোকস্য প্রমাণং সত্যলৌকিকে।
অথাজনি ময়া তুভ্যং যদবোচমৃতং মুনে ॥ ৩৫ ॥

পুত্র পাঁচটি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মাচারী, ইহারা পত্নীপরিগ্রহ ও গার্হস্থ্যধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পরাঙ্মুখ, ইহা এই স্কন্ধেরই দ্বাদশ অধ্যায়ে "তান্ বভাষে স্বভূঃ পুত্রান্ প্রজাঃ সৃজত পুত্রকাঃ। তন্নৈচ্ছন্মোক্ষধর্ম্মাণো বাসুদেবপরায়ণাঃ॥" "ব্রহ্মা সনকাদিপুত্রগণকে আদেশ করিলেন—বৎসগণ! তোমরা লোক সৃষ্টি কর; কিন্তু তাঁহারা শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি ও মোক্ষধর্ম্মে একান্ত আসক্তিবশতঃ তাহা স্বীকার করিলেন না" এই স্থলে বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং এ সকল কুমারগণের দ্বারা দেবহূতির কন্যাগ্রহণ করান সম্ভবপর নহে বুঝিয়াই ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন; আর মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ ও অথর্ব্বা নামক নয়টী পুত্রকে কর্দ্দমের আশ্রমেই রাখিয়া গেলেন। কর্দ্দম তাঁহাদিগের সহিত যথাক্রমে কলা, অনসূয়া, শ্রদ্ধা, হবির্ভূ, গতি, ক্রিয়া, খ্যাতি, অরুন্ধতী, ও শান্তি নাম্নী নয়টী কন্যাকে বিবাহ দিলেন। তাঁহারা সুযোগ্য পত্নী ও শ্বশুরের ঐকান্তিক আদর অভ্যর্থনা লাভ করিয়া প্রীতচিত্তে নিজ নিজ আশ্রমে চলিয়া গেলেন। এই সময়ে আশ্রম নির্জ্জন হইয়াছে দেখিয়া কর্দ্দম ঋষি নিজ পুত্ররূপে অবতীর্ণ শ্রীভগবানের নিকট গিয়া ভক্তি গদ্‌গদ চিত্তে তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। পিতা হইয়া পুত্রের চরণে প্রণাম করিতেছেন ইহা বড় মধুর দৃশ্য! মহাপ্রাজ্ঞ কর্দ্দম ঋষি পিতার আদেশ প্রতিপালনের জন্য যদিও সংসারীর ন্যায় দাম্পত্য ধর্ম্মে সৃষ্টি ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার পবিত্র অন্তঃকরণ হইতে কোন সময়ের জন্যই প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা ভগবদ্ভক্তি দূরীভূত হয় নাই; সুতরাং পুত্রের উৎপত্তিতে তাঁহার আনন্দাতিশয় জন্মিলেও তিনি আনন্দে আত্মহারা হন নাই। শ্রীভগবানের সেই "সহাহং স্বাংশকলয়া" ইত্যাদি বাক্য সমস্তই স্মৃতিপথে দেদীপ্যমাণ আছে; সুতরাং পুত্রস্নেহের মোহজনক শক্তি তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। তিনি নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্ই অংশকলামূর্ত্তিতে আমাদিগকে কৃতার্থ করিতে আসিয়াছেন; সুতরাং প্রাণের আবেগ আর প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারিলেন না, ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে তিনি নিজপুত্ররূপী ভগবান্ কপিলের শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া নানাপ্রকার স্তব করিতে লাগিলেন॥ ২০—৩৪

অন্বয়ঃ।—[হে] মুনে! সত্যলৌকিকে (সত্যে বৈদিকে, লৌকিকে চ ইত্যর্থঃ) ময়া প্রোক্তং হি (মদুপদিষ্টমেব) লোকস্য প্রমাণং (কার্য্যাকার্য্যবিবেকোপায়ত্বেনাবলম্বনীয়ম্) তুভ্যং যৎ অবোচং (তব পুত্রোভবিষ্যামীত্যেবং যৎ প্রাক্ কথিতবান্) [তৎ] ঋতং (সত্যং) অথ (অতএব) ময়া অজনি (ত্বৎপত্ন্যামহমুৎপন্নঃ)॥ ৩৫

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে মুনিবর! বৈদিক এবং লৌকিক সমস্ত কার্য্যেই আমার বাক্য লোকের নিকট প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়া থাকে, অতএব তোমাকে যে বলিয়াছিলাম "তোমার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিব" সেই কথা সত্য করিবার জন্যই তোমার গৃহে জন্মিয়াছি॥ ৩৫

শ্রীধরটীকা।—অহং তাবজ্‌জ্ঞানোপদেশায়ৈব ত্বদ্‌গৃহে অবতীর্ণঃ অতস্তব গৃহে বসতোঽপি মুক্তিঃ সুলভৈব, যদ্যপ্যবশ্যঃ গন্তব্যমেব ইত্যাগ্রহঃ তথাপি মামেবানুস্মরন্ গচ্ছেত্যাশয়েনাহ ময়েতি ষড়্‌ভিঃ। সত্যলৌকিকে বৈদিকে লৌকিকে চ কৃত্যে। স্বোক্তস্য প্রমাণমভিদর্শয়তি। যদ্‌যস্মাৎ তুভ্যং তব পুত্রো ভবিষ্যামীতি অবোচম্, অথ অত এব তদৃতং সত্যং যথা ভবতি তথা ময়া অজনি জন্ম স্বীকৃতম্॥ ৩৫ ॥

এতন্মে জন্ম লোকেঽস্মিন্ মুমুক্ষূণাং দুরাশয়াৎ।
প্রসংখ্যানায় তত্ত্বানাং সম্মতায়াত্মদর্শনে ॥ ৩৬ ॥
এষ আত্মপথোঽব্যক্তো নষ্টঃ কালেন ভূয়সা।
তং প্রবর্ত্তয়িতুং দেহমিমং বিদ্ধি ময়া ভৃতম্ ॥ ৩৭ ॥
গচ্ছ কামং ময়াপৃষ্টো ময়ি সন্ন্যস্তকর্ম্মণা।
জিত্বা সুদুর্জ্জয়ং মৃত্যুমমৃতত্বায় মাং ভজ ॥ ৩৮ ॥
মমাত্মানং স্বয়ং জ্যোতিঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ম্।
আত্মন্যেবাত্মনান্বীক্ষন্ বিশোকোঽভয়মৃচ্ছসি ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ।—দুরাশয়াৎ (দুষ্টাদ্দেহবন্ধাৎ) মুমুক্ষূণাং (মুক্তিমভিলষতাম্) আত্মদর্শনে (আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারে) সম্মতায় (উপযোগিনে) তত্ত্বানাং (প্রকৃত্যাদিচতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানাং) প্রসঙ্খ্যানায় (সম্যগ্ বিবেকায়) অস্মিন্ লোকে (মর্ত্ত্যভুবনে) মম এতৎ জন্ম (অবতারগ্রহণম্) ॥ ৩৬

মূলানুবাদ।—দুষ্ট দেহবন্ধন হইতে মুক্তি লাভেচ্ছু ব্যক্তিদিগের আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের উপযোগী চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনের জন্য আমি এই মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিলাম ॥ ৩৭

শ্রীধরটীকা।—দুরাশয়াল্লিঙ্গাৎ মুমুক্ষূণাঃ মুনীনাম্ আত্মদর্শনে সম্মতায় তত্ত্বানাং প্রসংখ্যানায় বিদ্ধীত্যুত্তরস্যানুষঙ্গঃ ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ—অব্যক্তঃ (সূক্ষ্মঃ) এষ আত্মপথঃ (আত্মজ্ঞানমার্গঃ) ভূয়সা কালেন (বহুকালক্রমেণ) নষ্টঃ (বিলুপ্তঃ) তং (মার্গং) প্রবর্ত্তয়িতুং (পুনঃ প্রকটয়িতুং) ময়া ইমং দেহং ভৃতং (গৃহীতং) বিদ্ধি জানিহি ॥ ৩৭

মূলানুবাদ।—এই আত্মজ্ঞানের সূক্ষ্মপথ পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু কালক্রমে তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; তাহাই আবার প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য আমি এই দেহ ধারণ করিয়াছি জানিবে ॥ ৩৭

শ্রীধরটীকা।—নন্বয়মাত্মজ্ঞানমার্গঃ পূর্ব্বসিদ্ধ এব, নেদানীমপূর্ব্ববৎ প্রবর্ত্তনীয়ং, তত্রাহ এষ ইতি। অব্যক্তঃ সূক্ষ্মঃ ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—ময়া অপৃষ্টঃ (অনুজ্ঞাতঃ) [ত্বং] ময়ি সংন্যস্তকর্ম্মণা (সমর্পিতেন কর্ম্মণা কর্ম্মসমর্পণেন ইতি যাবৎ) সুদুর্জ্জয়ং (দুর্জ্জয়ং) মৃত্যুং জিত্বা কামং (স্বচ্ছন্দতঃ) গচ্ছ, অমৃতত্বায় (মুক্তয়ে) মাং ভজ ॥ ৩৭

মূলানুবাদ।—আমি অনুমোদন করিতেছি, তুমি আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক দুর্জ্জয় মৃত্যু-ভয় অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছানুসারে গমন কর এবং মোক্ষলাভের জন্য আমার আরাধনা কর ॥ ৩৮

শ্রীধরটীকা।—কামং যথেচ্ছম্। আপৃষ্টঃ অনুজাতঃ যদ্বা যথা ত্বং গন্তুং মাং পৃষ্টবান্ তথাত্রাবস্থাতুং ময়াপি ত্বমাপৃষ্ট ইত্যর্থঃ। ময়ি সন্ন্যাসস্তেন সমর্পিতেন কর্ম্মণা। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ইতি শ্রুতেঃ।৩৮

অন্বয়ঃ।—স্বয়ংজ্যোতিঃ (প্রকাশরূপং) সর্ব্বভূতগুহাশয়ং (সব্বান্তর্য্যামিনম্) আত্মানং (পরমাত্মস্বরূপং) মাম্ আত্মনি এব (স্বস্মিন্নেব) আত্মনা (মনসা) অন্বীক্ষন্ (অন্বীক্ষমান উপলভমানঃ) বিশোকঃ (বিগতসকলদুঃখ সন্) অভয়ং (পরমাং শান্তিম্) ঋচ্ছসি (প্রাপ্স্যসি ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৯

মূলানুবাদ।—স্বপ্রকাশ সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মস্বরূপ আমাকে তোমার নিজের মধ্যেই অন্তঃকরণদ্বারা উপলব্ধি করিয়া সকল দুঃখের জ্বালা অতিক্রম পূর্ব্বক পরম শান্তিলাভ করিতে পারিবে ॥ ৩৯

মাত্রে চাধ্যাত্মিকীং বিদ্যাং শমনীং সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
বিতরিষ্যে যয়া চাসৌ ভয়ঞ্চাতিতরিষ্যতি ॥ ৪০ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

এবং সমুদিতস্তেন কপিলেন প্রজাপতিঃ।
দক্ষিণীকৃত্য তং প্রীতো বনমেব জগাম হ ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরটীকা।—ততশ্চ মাং পরমাত্মানম্ আত্মনি স্বস্মিন্ আত্মনা মনসা অন্বীক্ষমাণোঽভয়ং মোক্ষং প্রাপ্স্যসি ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—মাত্রে চ (দেবহূত্যৈ চ) সর্ব্বকর্ম্মণাং শমনীং (সমস্তকর্ম্মবন্ধননিবর্ত্তিকাম্) আধ্যাত্মিকীং বিদ্যাম্ (আত্মজ্ঞানমিত্যর্থঃ) বিতরিষ্যে (দাস্যামি) যয়া চ (বিদ্যয়া) অসৌ (মাতা দেবহূতিঃ) ভয়ং (সংসারভীতিম্) অতিতরিষ্যতি (সম্যক্ উত্তীর্ণা ভবিষ্যতি) ॥৪০

মূলানুবাদ।—মাতা দেবহূতিকে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা দান করিব, উহাতে সমস্ত কর্মবন্ধন দূরীভূত হইয়া থাকে, সুতরাং মাতা উহাদ্বারা চিরদিনের তরে ভববন্ধনভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন ॥ ৪০

শ্রীধরটীকা।—মাত্রে দেবহূত্যৈ। শমনীম্ উন্মূলনীম্। ভয়মতিশয়েন তরিষ্যতি, পরমানন্দঞ্চ প্রাপ্স্যতীতি চকারস্যার্থঃ ॥ ৪০

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—কর্দ্দমঋষি পুত্ররূপী পরমপুরুষ শ্রীভগবানের নিকট নির্জ্জনে বহু স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণের অনুনতি প্রার্থনা কবিলে, তাহাতে শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে মুনিবর! তুমি সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমাতে চিত্ত স্থাপনপূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছ, ইহা অতি উত্তম সংকল্প; কারণ আমাতে চিত্তস্থাপন ও অনন্যপরায়ণ হইয়া আমার সেবা করিলে যে পরম শান্তিলাভ করিবে ইহা আমি বহুস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। যদি মনে কর, আমি যে সকল আশ্বাস বাক্য প্রদান করি, তাহা শুধু প্ররোচনার জন্য, ফলতঃ উহার সত্যতা আছে কিনা সন্দেহ, ইহা নিতান্ত বৃথা আশঙ্কা, কারণ আমি যাহা বলি তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য এবং এই সত্যরক্ষার জন্যই আজ তোমার গৃহে পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। মন্বাদি প্রণীত লৌকিক কর্ম্ম অথবা আমার সেবারূপ অলৌকিক কর্ম্ম, যে দিকে প্রবৃত্ত হইবে, আমার কথায় বিশ্বাস রাখিও, আমাতে নির্ভর থাকিলে কোনও বিপদ ঘটিবে না, “মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যতি”। সম্প্রতি আবার তত্ত্বজ্ঞানের পন্থা পরিস্ফুটরূপে প্রদর্শন করা আবশ্যক হইয়াছে, কারণ কালপ্রভাবে অধ্যাত্মবিদ্যা সকলই লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। মাতা দেবহূতিকে সেই তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করাইয়া সকল কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিব, সুতরাং তুমি নিশ্চিন্তমনে ইচ্ছানুরূপ স্থানে চলিয়া যাও, সকল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া একান্ত মনে আমার ভজনা কর, অন্তে অবশ্যই আমার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ লাভ করিতে পারিবে ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—প্রজাপতিঃ (কর্দ্দমঃ) তেন (ভগবদবতারভূতেন) কপিলেন এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) সমুদিতঃ (সম্যগুপদিষ্টঃ সন্) প্রীতঃ (সন্তুষ্টচিত্তঃ) তং (কপিলং) দক্ষিণীকৃত্য (প্রদক্ষিণীকৃত্য) বনমেব জগাম্ (গতবান্) “হ” (ইতিপাদপূরণে) ॥ ৪১

মূলানুবাদ।—মৈত্রেয় কহিলেন—ভগবান্ কপিল এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, কর্দ্দম ঋষি সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বনে গমন করিলেন ॥ ৪২

ব্রতং স আস্থিতো মৌনমাত্মৈকশরণো মুনিঃ ।
নিঃসঙ্গো ব্যচরৎ ক্ষৌণীমনগ্নিরনিকেতনঃ ॥ ৪২ ॥
মনো ব্রহ্মণি যুঞ্জানো যৎ তৎ সদসতঃ পরম্ ।
গুণাবভাসে বিগুণ একভক্ত্যানুভাবিতে ॥ ৪৩ ॥
নিরহঙ্কৃতির্নির্ম্মমশ্চ নির্দ্বন্দ্বঃ সমদৃক্ স্বদৃক্ ।
প্রত্যক্প্রশান্তধীর্ধীরঃ প্রশান্তোর্ম্মিরিবোদধিঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ ।—স মুনিঃ (কর্দ্দমঃ) মৌনং (মুনিজনোচিতং) ব্রতম্ (অহিংসাদিলক্ষণম্) আস্থিতঃ (উপগতঃ) নিঃসঙ্গ (আসক্তিরহিতঃ) অনগ্নিঃ (হোমাদিপরিত্যাগী) অনিকেতনঃ (নির্দ্দিষ্টাশ্রয়পরিশূন্যঃ) আত্মৈকশরণঃ (অধ্যাত্মচিন্তামাত্রপরায়ণঃ সন্) ক্ষৌণীং (ভূমণ্ডলং) ব্যচরৎ (পর্য্যটিতবান্) ॥ ৪২

মূলানুবাদ ।—কর্দ্দম মুনিজনোচিত অহিংসাদি ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক একমাত্র পরমাত্মায় তৎপর হইয়া ভূমণ্ডলে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন, কোনও বিষয়ে আসক্তি রহিল না, এমন কি নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ও হোমীয় অগ্নিপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৪২

শ্রীধরটীকা ।—সমুদিতঃ সম্যগুক্তঃ সন্ । তং প্রদক্ষিণীকৃত্য ॥ ৪১ ॥ মুনীনামিদং মৌনং, ব্রতম্ অহিংসাদিলক্ষণম্ ॥ ৪২

অন্বয়ঃ ।—তৎ (সুপ্রসিদ্ধং) যৎ (ব্রহ্ম) সদসতঃপরং (সদসদ্বেতি অনির্ব্বাচ্যস্বরূপং) [তস্মিন্] বিগুণে (গুণতীতেঽপি) গুণাবভাসে (গুণবত্তয়া প্রতীয়মানে) একভক্ত্যা (অব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা) অনুভাবিতে (প্রত্যক্ষীকৃতে) ব্রহ্মনি মনঃ (অন্তঃকরণং) যুঞ্জানঃ (একাগ্রীকুর্ব্বন্) [কর্দ্দমঃ, সর্ব্বভূতেষু ভগবন্তমবস্থিতম্ অপশ্যৎ" ইতি পরত্রান্বয়ঃ] ॥৪৩

মূলানুবাদ ।—সৎ বা অসৎ বলিয়া নির্ব্বাচনের অযোগ্য যে ব্রহ্ম, তিনি গুণাতীত হইলেও সগুণ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকেন ; কেবল একনিষ্ঠ ভক্তিদ্বারা লভ্য সেই ব্রহ্মের প্রতি কর্দ্দম মন সংযোজিত করিলেন ॥ ৪৩

শ্রীধরটীকা ।—সদসতঃ পরং যৎ তস্মিন্ ব্রহ্মণি । গুণাবভাসে নির্গুণে । একভক্ত্যা অব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা অনুভাবিতে অপরোক্ষীকৃতে ॥ ৪৩

অন্বয়ঃ ।—নিরহঙ্কৃতিঃ (অহঙ্কারশূন্যঃ) নির্ম্মমঃ (মমত্বাভিমানশূন্যঃ) নির্দ্বন্দ্বঃ (শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বাতীতঃ) সমদৃক্ (ভেদজ্ঞানবিহীনঃ) স্বদৃক্ (আত্মদর্শী) প্রত্যক্প্রশান্তধীঃ (প্রত্যক্ অন্তর্মুখীভূতা অত এব প্রশান্তা বিক্ষেপশূন্যা ধীর্যস্য সঃ) প্রশান্তোর্ম্মিঃ (তরঙ্গহীনঃ) উদধিরিব (সমুদ্র ইব) ধীরঃ (অবিচলিতঃ) [পূর্ব্ববদন্বয়ঃ] ॥ ৪৪

মূলানুবাদ ।—কর্দ্দম ঋষি তখন দেহাদিতে অহংবুদ্ধি ও মমতাশূন্য হইলেন ; শীতোষ্ণ প্রভৃতিতে তাঁহার ব্যাকুলতা রহিল না, সর্ব্বত্র সমদর্শী হইলেন, নিজের প্রতি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান জন্মিল, বুদ্ধিবৃত্তি অন্তর্মুখী হইল, বহির্বিষয়ে কিছুমাত্র বিক্ষিপ্ততা রহিল না ; সুতরাং তরঙ্গহীন সমুদ্রের ন্যায় তিনি একান্ত ধীরভাব প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৪

শ্রীধরটীকা ।—অতো দেহাদিষু অহঙ্কারাদিরহিতঃ, অতএব নির্দ্বন্দ্বঃ শীতোষ্ণাদ্যনাকুলঃ । সমদৃক্ ভেদাগ্রাহকঃ, কিন্তু স্বদৃক্ স্বমেব পশ্যন্ । প্রত্যক্ প্রবণা প্রশান্তা বিক্ষেপরহিতা ধীর্য্যস্য ॥ ৪৪

বাসুদেব ভগবতি সর্ব্বজ্ঞে প্রত্যগাত্মনি।
পরেণ ভক্তিভাবেন লব্ধাত্মা মুক্তবন্ধনঃ ॥ ৪৫ ॥
আত্মানং সর্ব্বভূতেষু ভগবন্তমবস্থিতম্।
অপশ্যৎ সর্ব্বভূতানি ভগবত্যপি চাত্মনি ॥ ৪৬ ॥
ইচ্ছাদ্বেষবিহীনেন সর্ব্বত্র সমচেতসা।
ভগবদ্ভক্তিযোগেন প্রাপ্তা ভাগবতী গতিঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
তৃতীয়স্কন্ধে কাপিলেয়ে কর্দ্দম-প্রব্রজ্যানাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ।—মুক্তবন্ধনঃ (মুক্তং দূরীভূতং বন্ধনম্ অজ্ঞানং যস্য সঃ কর্দ্দমঃ) প্রত্যগাত্মনি (প্রতীচো-জীবস্য আত্মনি অন্তর্য্যামিরূপে) সর্ব্বজ্ঞে ভগবতি বাসুদেবে পরেণ (প্রেমরূপেণ) ভক্তিভাবেন লব্ধাত্মা (নিয়োজিতচিত্তঃ) [পরত্রান্বয়ঃ] ॥ ৪৫

মূলানুবাদ।—কর্দ্দমের অজ্ঞানরূপ বন্ধন দূরীভূত হওয়ায় সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামীস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি তাঁহার সুদৃঢ় একাগ্রতা জন্মিল ॥ ৪৫

শ্রীধরটীকা।—তদেবং কল্পিতোপাধিনিবৃত্তিমুক্তা পরমেশ্বরপদপ্রাপ্তিমাহ বাসুদেব ইতি ত্রিভিঃ। প্রতীচো জীবস্যাত্মনি লব্ধ আত্মা চিত্তং যেন। যতো মুক্তং বন্ধনম্ অজ্ঞানং যস্য ॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বভূতেষু (সমস্তজীবেষু) আত্মানং (পরমাত্মস্বরূপং) ভগবন্তম্ অবস্থিতম্ অপশ্যৎ, আত্মনি (পরমাত্মস্বরূপে) ভগবতি অপি সর্ব্বভূতানি অপশ্যৎ ॥ ৪৬

মূলানুবাদ।—তিনি সমস্ত জীবে পরমাত্মস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে এবং সেই ভগবানের মধ্যে সমস্ত প্রাণিবর্গকে অবস্থিত দেখিলেন ॥ ৪৬

অন্বয়ঃ।—ইচ্ছাদ্বেষবিহীনেন (রাগদ্বেষশূন্যেন) [অত এব] সর্ব্বত্র (জাগতিকপদার্থসমূহে) সম-চেতসা (উদাসীনচিত্তেন) ভগবদ্ভক্তিযোগেন (ভগবতি ভক্তিযোগো যস্য তেন কর্দ্দমেন) ভাগবতী গতিঃ (ভগবৎপার্ষদস্বরূপাবস্থা) প্রাপ্তা ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—কর্দ্দমের তখন কাহারও প্রতি অনুরাগ বা বিদ্বেষ রহিল না, জাগতিক সকল পদার্থই হেয় বলিয়া জ্ঞান হওয়ায় সমস্ত বস্তুতেই চিত্ত উদাসীন ছিল, একমাত্র শ্রীভগবানের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া ভগবানের পার্শ্বচরগণের ন্যায় তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হইলেন ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্ব্বিশাধ্যায় সমাপ্তঃ।

শ্রীধরটীকা।—লব্ধাত্মতামেবাহ—আত্মানমিতি ॥ ৪৬ ॥ তদেবং তেন ভগবতী গতিঃ প্রাপ্তা প্রাপ্তো ভগবতীং গতিমিতি পাঠে স এব তাং গতি প্রাপ্ত ইতি ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্ব্বিশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ভগবান্ শ্রীকপিল পিতা কর্দ্দমকে কর্ম্মসন্ন্যাস উপদেশপূর্ব্বক দেবহূতির বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইবার জন্য নানাপ্রকার জ্ঞানগর্ভ সান্ত্বনাবাক্য প্রদান করিয়া সন্নাসধর্ম্ম গ্রহণের জন্য বিদায় দিলেন। কর্দ্দম

তখন তাঁহাকে প্রদক্ষিন করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বিদায় লইয়া নানাস্থলে পর্য্যটন্ করিতে লাগিলেন এবং পুত্র, কলত্র, দেহ, গেহ কিছুতেই আর তাঁহার আসক্তি রহিল না। "আমি" "আমার" প্রভৃতি মিথ্যাজ্ঞানের ফলে কর্ম্মবাসনায় বদ্ধ হইয়া জীব সংসারযাতনা ভোগ করে; কর্দ্দমের আর সে সকল মিথ্যাজ্ঞান নাই, সুখ দুঃখাদির দ্বন্দ্বে আর প্রাণ ব্যাকুল হয় না; প্রশান্ত জলধির ন্যায় স্থিরচিত্তে একমাত্র শ্রীভগবানের চিন্তা করিতেছেন, অচল ভক্তিযোগে তাঁহারই আরাধনা করিতেছেন, সকল ভ্রান্তি বিদূরিত হইয়াছে, বিশ্বের সকল বস্তুতে ভগবদ্বুদ্ধি জন্মিয়াছে, "বাসুদেবঃ সর্ব্বম্" এইপ্রকার গীতা-কথিত ভাব তাঁহার অন্তকরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অর্জ্জুন যেমন বিশ্বরূপ দর্শনকালে শ্রীভগবানের দেহে সমস্ত জাগতিক বস্তু একাধারে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেইরূপ ঐ পরমভক্ত তত্ত্বদর্শী মহর্ষি কর্দ্দম ভক্তির প্রভাবে নিজ অন্তরে সুব্যক্ত ভগবানের দেহে যোগজ দৃষ্টিতে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সমাবেশ দর্শন করিতেছেন। ফলকথা, সেই শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় ভগবানের শ্রীমুখ নির্গলিত স্থিতপ্রজ্ঞের পূর্ণ লক্ষণ তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। সেই প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞাবলে জগতের সকল বস্তুকেই তিনি অসার বলিয়া বুঝিয়াছেন—বুঝিয়াছেন যে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ঐ অমৃতময় অভয়বাণীই একমাত্র সার। তাই সকল বস্তু উপেক্ষা করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীভগবানের চরণে শরণ লইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার সকল সাধনার পূর্ণ ফলস্বরূপ "ভাগবতী গতি" অর্থাৎ সেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাৎকারলাভ ঘটিয়াছে। করুণাময় শ্রীভগবান্ ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার কাম্যফল প্রদান করেন, তাহার মধ্যেও আবার পরম নিষ্কাম অবস্থায় টানিয়া লইয়া চরম উৎকর্ষময় চিরস্থির গতি লাভ করাইবার জন্য যে কত চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহা এই পুত্রভাবে কপিলমূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ করিয়া নানা তত্ত্বোপদেশদ্বারা সম্যক্ প্রদর্শন করিয়াছেন। তবে তিনি অযাচিতভাবে তোমাকে আমাকে উদ্ধার করিতে আসিবেন না, তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে হইবে, ভক্তির প্রবল বন্ধনে তাঁহাকে বাঁধিতে হইবে, তবেই তিনি তোমার জন্য ব্যবস্থা করিবেন। কর্দ্দম ঋষি কত শত শত বৎসর আরাধনা করিয়াছেন, তাহা মনে রাখিতে হইবে, আরও মনে রাখিতে হইবে যে, ভোগ সুখের মধ্যেও কর্দ্দমের চিত্ত কিরূপ সংযমপরায়ণ ও জ্ঞানময় ছিল। তাই বলি, কেবল মুগ্ধ হইলে চলিবে না, সকল অবস্থায় সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবানের শ্রীচরণের প্রতি একান্ত নির্ভর রাখিতে হইবে, তবেই কল্যাণ আবশ্যম্ভাবী॥ ৪১

ইতি শ্রীধামশান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামি প্রবর্ত্তিতায়াং শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য সমালোচনায়াং তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্ব্বিংশোধ্যায়ঃ॥ ২৪

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশৌনক উবাচ।

কপিলস্তত্ত্বসংখ্যাতা ভগবানাত্মমায়য়া। জাতঃ স্বয়মজঃ সাক্ষাদাত্মপ্রজ্ঞপ্তয়ে নৃণাম্ ॥ ১ ॥
ন হ্যস্য বর্ষ্ম‍ণঃ পুংসাং বরিন্নঃ সর্ব্বযোগিনাম্। বিশ্রুতৌ শ্রুতদেবস্য ভূরি তৃপ্যন্তি মেঽসবঃ ॥২॥
যদ্যদ্বিধত্তে ভগবান্ স্বচ্ছন্দাত্মাত্মমায়য়া। তানি মে শ্রদ্দধানস্য কীর্ত্তন্যান্যনুকীর্ত্তয় ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।—তত্ত্বসংখ্যাতা (তত্ত্বানাং প্রকৃত্যাদীনাং সংখ্যাতা সম্যগাখ্যানকর্ত্তা, সাংখ্যপ্রবর্ত্তক ইত্যর্থঃ) ভগবান্ কপিলঃ স্বয়ম্ অজঃ (উৎপত্তিরহিতোঽপি) নৃণাম্ (মানবানাম্) আত্মপ্রজ্ঞপ্তয়ে (আত্মজ্ঞানসম্পাদনায়) আত্মমায়য়া (আত্মভূতয়া স্বস্বরূপয়া মায়য়া অবিতর্ক্যযোগমায়াশক্ত্যা) সাক্ষাৎ (প্রাকৃতবৎ) জাতঃ (উৎপন্নঃ) ॥১

মূলানুবাদ।—শ্রীশৌনক বলিলেন, সাঙ্খ্যশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক ভগবান্ শ্রীকপিলদেব স্বয়ং নিত্যপুরুষ হইলেও মানবদিগের আত্মজ্ঞান সম্পাদনের জন্য নিজ যোগমায়া প্রভাবে সাধারণের ন্যায় তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১

শ্রীধরটীকা।—পঞ্চবিংশে জনন্যা তু পৃষ্টো বন্ধবিমোচনম্। আদাবাহ পরং ভক্তিলক্ষণং কপিলঃ সুতঃ ॥
কপিলেনার্পিতা মাত্রে গূঢ়ভাবনিয়ন্ত্রিতা। যোগমাণিক্যমঞ্জুষা স্ফুটমুদ্ঘাট্যতেঽধুনা ॥
উক্তানুবাদপূর্ব্বকং কাপিলং যোগং পৃচ্ছতি কপিল ইতি ত্রিভিঃ। তত্ত্বানাং সংখ্যাতা গণকঃ, সাংখ্যপ্রবর্ত্তক ইত্যর্থঃ। অতএব স্বয়ং জাতঃ। আত্মপ্রজ্ঞপ্তয়ে আত্মতত্ত্বজ্ঞাপনায় ॥ ১

অন্বয়ঃ।—পুংসাং (সর্ব্বজনানাং মধ্যে) বর্ষ্ম‍ণঃ (বৃদ্ধস্য প্রবীণস্যেতি যাবৎ) অস্য (কপিলস্য) সর্ব্বযোগিনাং (সকলযোগিপুরুষাণাং মধ্যে) বরিন্নঃ (শ্রেষ্ঠত্বাদ্ধেতোঃ) বিশ্রুতৌ (কীর্ত্তিকলাপশ্রবণবিষয়ে) ভূরি (বহুল) শ্রুতদেবস্য (শ্রুতঃ আকর্ণিতঃ দেবঃ শ্রীহরির্যেন তথাবিধস্য, বহুশঃ সমাকর্ণিতশ্রীহরিকথাসন্দর্ভস্যাপীত্যর্থঃ) মে (মম) অসবঃ (প্রাণাঃ, অন্তঃকরণানীত্যর্থঃ) ন হি তৃপ্যন্তি (তৃপ্তিং ন প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ২

মূলানুবাদ।—এই কপিলদেব সমস্ত লোকের মধ্যে অতি প্রবীণ এবং যোগিবৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম; এজন্য আমি যদিও বহুল পরিমাণে ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়াছি, তথাপি তাঁহার কীর্ত্তিকথা শ্রবণে আমার অন্তঃকরণ কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতেছে না ॥ ২

শ্রীধরটীকা।—পুংসাং মধ্যে বর্ষ্ম‍ণঃ বৃদ্ধস্য উত্তমস্যেত্যর্থঃ সর্ব্বযোগিণাং মধ্যে বরিন্নঃ, বরস্য ভাবো বরিমা, ভবিতৃপ্রধানোঽয়ং নির্দ্দেশঃ, বরিস্থস্যেত্যর্থঃ। যদ্বা বরীয়স্ত্বাদিত্যর্থঃ। বিশ্রুতৌ কীর্ত্তৌ, অসবঃ ইন্দ্রিয়াণি ভূরি অলং ন তৃপ্যন্তি। শ্রুতেন শ্রবণেন দীব্যতি দ্যোততে ইতি তথা তস্য। যদ্বা ভূরি বহুশোঽপি শ্রুতো দেবো যেন তস্যাপি মেঽসব ইতি সম্বন্ধঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—স্বচ্ছন্দাত্মা (স্বচ্ছন্দঃ স্বাধীনঃ ন তু জীববৎ কর্ম্মাধীনঃ, আত্মা দেহো যস্য সঃ) ভগবান্

শ্রীসূত উবাচ ।

দ্বৈপায়নসখস্ত্বেবং মৈত্রেয়ো ভগবাংস্তথা । প্রাহেদং বিদুরং প্রীত আন্বীক্ষিক্যাংপ্রচোদিতঃ ॥৪॥

(শ্রীহরিঃ) আত্মমায়য়া (স্বীয়মায়াশক্ত্যনুসারেণ) যদ্যৎ (কর্ম্ম) বিধত্তে (করোতি) কীর্ত্তন্যানি (কীর্ত্তনযোগ্যানি) তানি (কর্ম্মাণি শ্রদ্দধানস্য (শ্রদ্ধাপরায়ণস্য) মে (মম সমীপে) অনুকীর্ত্তয় (কথয়) ॥ ৩

মূলানুবাদ।—স্বীয় ইচ্ছানুসারে দেহধারণকারী ভগবান্ শ্রীহরি নিজমায়াশক্তিদ্বারা যে সকল কর্ম্ম সম্পাদন করেন, সে সমস্তই কীর্ত্তন করিবার যোগ্য ; অতএব আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন, আমি অতি শ্রদ্ধা সহকারে শুনিতে অভিলাষী ॥ ৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—স্বানাং পুংসাং, ছন্দেন ইচ্ছয়া, আত্মা দেহো যস্য সঃ। যদষৎ কর্ম্ম বিধত্তে তানি কর্ম্মাণি কীর্ত্তনার্হাণি অনুকীর্ত্তয় ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।—দ্বৈপায়নসখঃ (দ্বৈপায়নস্য বেদব্যাসস্য সখা সুহৃৎ) ভগবান্ মৈত্রেয়ঃ এবং (যথা ত্বং মাং পৃচ্ছসি তথা) আন্বীক্ষিক্যাম্ (আত্মবিদ্যাবিষয়ে) প্রচোদিতঃ (পৃষ্টঃ সন্) প্রীতঃ (সন্তুষ্টচিত্তঃ) তথা (বিদুর-প্রশ্নানুসারেণ) ইদং (বক্ষ্যমাণপ্রকারমুত্তরং) বিদুরং প্রাহ (কথিতবান্) ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীসূত বলিলেন (হে শৌনক) ! আপনি যেমন আমার নিকট প্রশ্ন করিতেছেন, মহাত্মা বিদুর ব্যাসদেবের প্রিয়সুহৃৎ মৈত্রেয়মুনির নিকটেও আত্মবিদ্যাবিষয়ে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন ; তাহাতে মুনিবর মৈত্রেয় প্রীত হইয়া বিদুরকে এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন। (তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন)॥ ৪

শ্রীধরটীকা।—যথা ত্বং মাং প্রচোদয়সি এবং প্রচোদিতঃ সন্। তথা তৎপ্রশ্নানুসারেণ আন্বীক্ষিক্যাম্ আত্মবিদ্যায়াম্ ॥ ৪

শ্রীভাগবতভাস্বভবর্ষিণী।—নৈমিষারণ্যবাসী শৌনকাদি ঋষিগণের আগ্রহে রোমহর্ষণপুত্র সূত তাঁহাদের নিকট ভাগবতীয় কথা কীর্ত্তন করিতে বসিয়া রাজা পরীক্ষিতের সহিত শ্রীশুকদেবের কথোপকথনবৃত্তান্ত-বর্ণন প্রসঙ্গে মৈত্রেয়-বিদুরসংবাদ অর্থাৎ বিদুরের প্রশ্ন ও মৈত্রেয়ের উত্তর প্রদান অবলম্বনে, ভগবানের শ্রীকপিলরূপ অবতারবিগ্রহ ও কর্দ্দম ঋষির সন্ন্যাসগ্রহণ পর্য্যন্ত সকল বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছেন। সে সমস্ত বৃত্তান্তই শ্রীভগবানের অপূর্ব্ব লীলামাহাত্ম্যপ্রকাশক ; তাহা শ্রবণ করিয়া শৌনকাদি মুনিগণ পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা মিটিতেছে না। কেমন করিয়াইবা মিটিবে ? ভক্তিরসে যাঁহাদের প্রাণ বিগলিত হইয়াছে, ভগবৎকথায় যাঁহারা অমৃতাপেক্ষা অধিক মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে অধিকারী হইয়াছেন, শ্রীভগবানের লীলাবৃত্তান্তশ্রবণে তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা কখনও মিটে না। শ্রীভগবানের অভিন্নহৃদয় ভক্ত অর্জ্জুন সর্ব্বদা শ্রীভগবান্‌কে সহচররূপে পাইয়া, সর্ব্বদা তাঁহার সহিত সম্মিলিতভাবে কর্ম্মপথে বিচরণ করিয়া কত অলৌকিক লীলামাধুর্য্য অনুভব করিয়াও তাঁহার তত্ত্বকথাশ্রবণে সমুৎসুকচিত্তে বলিয়াছিলেন—"ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতং" "হে প্রভো! আবার বল, অমৃততুল্য তোমার তত্ত্বকথামৃত শ্রবণে আমার কিছুতেই তৃপ্তি হইতেছে না।" সুতরাং অতৃপ্তহৃদয়ে শৌনক আবার প্রার্থনা করিলেন—হে সূত ! ইচ্ছাময় শ্রীভগবান্ আত্মতত্ত্ব প্রকাশের জন্য যে কপিলরূপে অবতীর্ণ হইয়া সাঙ্খ্যদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যকলাপ আপনি বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করুন, আমরা অতি শ্রদ্ধা সহকারে তাহা শুনিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছি। তখন সূত কহিলেন—হে শৌনক ! আপনি যেমন আগ্রহপরায়ণ হইয়াছেন, পূর্ব্বে মহাত্মা বিদুরও মৈত্রেয় মুনির নিকট এইরূপ আগ্রহ সহকারে প্রশ্ন করিয়াছিলেন ; তাহাতে মৈত্রেয়মুনি প্রীতমনে যেমন উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাই আমি বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই বলিয়া সূত

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

পিতরি প্রস্থিতেঽরণ্যং মাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
তস্মিন্ বিন্দুসরেঽবাৎসীদ্ ভগবান্ কপিলঃ কিল ॥৫॥

তমাসীনমকর্ম্মাণং তত্ত্বমার্গাগ্রদর্শনম্ । স্বসুতং দেবহূত্যাহ ধাতুঃ সংস্মরতী বচঃ ॥৬॥

শ্রীদেবহূতিরুবাচ ।

নির্ব্বিণ্ণা নিতরাং ভূমন্নসদিন্দ্রিয়তর্ষণাৎ । যেন সম্ভাব্যমানেন প্রপন্নান্ধং তমঃ প্রভোঃ ॥৭॥
তস্য ত্বং তমসোঽন্ধস্য দুষ্পারস্যাদ্য পারগম্ । সচ্চক্ষুর্জন্মনামন্তে লব্ধং মে ত্বদনুগ্রহাৎ ॥৮॥

আবার সেই মৈত্রেয়-বিদুর সংবাদের অবতারণা করিতেছেন। জননী দেবহূতির প্রশ্নানুসারে ভগবান্ কপিল যে ভক্তিযোগ অর্থাৎ ভক্তির লক্ষণ, প্রভাব ও উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহাই এই পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে মৈত্রেয় কর্তৃক বর্ণিত হইবে ॥ ১—৪

অন্বয়ঃ ।—পিতরি (কর্দ্দমে) অরণ্যং প্রস্থিতে (সন্ন্যাসিভাবেন বনং গতে সতি) ভগবান্ কপিলঃ মাতুঃ (দেবহূতেঃ) প্রিয়চিকীর্ষয়া (প্রিয়ম্ আত্মতত্ত্বজ্ঞানং সম্পাদয়িতুমিচ্ছয়া) কিল (অবধারণে, তথা চ তাদৃশেচ্ছয়ৈব ইত্যর্থঃ) তস্মিন্ (পূর্ব্ববর্ণিতে) বিন্দুসরে (বিন্দুসরসি) অবাৎসীৎ (অবস্থিতবান্) ॥ ৫

মূলানুবাদ ।—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—পিতা কর্দ্দমমুনি সন্নাসগ্রহণ পূর্ব্বক বনে গমন করিলে ভগবান্ কপিল জননী দেবহূতির প্রিয়কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য সেই বিন্দুসরোবরেই বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৫

শ্রীধরটীকা ।—বিন্দুসরে বিন্দুসরসি ॥ ৫

অন্বয়ঃ ।—ধাতুর্ব্বাচঃ (“এষ মানবি তে গর্ভং প্রবিষ্টঃ কৈটভার্দ্দনঃ” ইত্যাদিকং ব্রহ্মণো বাক্যং) সংস্মরতী (হ্রস্বাগমাভাব আর্ষঃ সম্যক্ স্মরন্তীত্যর্থঃ) দেবহূতিঃ, তত্ত্বমার্গাগ্রদর্শনং (তত্ত্বপথস্য পারপ্রদর্শকম্) অকর্ম্মাণং (কর্ম্মাস্বাসক্তিশূন্যম্) আসীনম্ (অবস্থিতং) তং স্বসুতং (নিজপুত্রং কপিলম্) আহ (কথিতবতী) [“দেবহূতিরাহ” ইতি বক্তব্যে “দেবহূত্যাহ” ইত্যেবং কৃতসন্ধিপ্রয়োগ আর্ষঃ] ॥ ৬

মূলানুবাদ ।—তত্ত্বপথের পরাকাষ্ঠাপ্রদর্শনকারী পুত্র কপিল কর্ম্মে নিঃস্পৃহ অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন দেখিয়া দেবহূতি ব্রহ্মার পূর্ব্বোক্ত বাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬

অন্বয়ঃ ।—[হে] ভূমন্ ! (বিরাট্পুরুষ !) অসদিন্দ্রিয়তর্ষণাৎ (দুষ্টানামিন্দ্রিয়াণাং বিষয়ভোগলালসাবশাৎ) নিতরাম্ (অত্যন্তং) নির্ব্বিণ্ণা (খিন্নাস্মি) [হে] প্রভো ! সংভাব্যমানেন (সম্যক্ পূর্য্যমানেন) যেন (ইন্দ্রিয়ব্যাপারেণ) অন্ধংতমঃ (মোহান্ধকারময়ং সংসারভাবং) প্রপন্না (প্রাপ্তাস্মি) ॥ ৭

মূলানুবাদ—শ্রীদেবহূতি বলিলেন—হে প্রভো বিরাট্পুরুষ ! দুষ্ট ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়ভোগের প্রতি অত্যধিক লালসা বশতঃ আমি গ্লানি অনুভব করিতেছি। ঐসকল ইন্দ্রিয়ব্যাপার পূরণ করিতে যাইয়াই আমার এই মোহান্ধকারময় সংসার যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে ॥ ৭

শ্রীধরটীকা ।—তত্ত্বমার্গস্যাগ্রং পারং দর্শয়তীতি তথা তম্। এষ মানবি তে গর্ভং প্রবিষ্টঃকৈটভার্দ্দন ইত্যাদি ধাতুর্বচঃসংস্মরন্তী প্রাহ ॥৬॥ অসতামিন্দ্রিয়াণাং তর্ষণাৎ নির্ব্বিণ্ণা শ্রান্তাস্মি। যেন সম্ভাব্যমানেন পূর্য্যমাণেন ॥৭

অন্বয়ঃ ।—অদ্য (সম্প্রতি) ত্বদনুগ্রহাৎ (তবৈব কৃপাবশাৎ) জন্মনাম্ অন্তে (জন্মাবসানে ভাব্যে সতীত্যর্থঃ)

য আদ্যো ভগবান্ পুংসামীশ্বরো বৈ ভবান্ কিল । লোকস্য তমসান্ধস্য চক্ষুঃ সূর্য্য ইবোদিতঃ ॥৯

অথ মে দেব সম্মোহমপাক্রষ্টুং ত্বমর্হসি ।
যোঽবগ্রহোঽহংমমেতী-ত্যেতস্মিন্ যোজিতস্ত্বয়া ॥১০॥
তং ত্বা গতাহং শরণং শরণ্যং স্বভৃত্যসংসারতরোঃ কুঠারম্ ॥
জিজ্ঞাসয়াহং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য নমামি সদ্ধর্ম্মবিদাং বরিষ্ঠম্ ॥১১॥

মে (ময়া) তস্য দুষ্পারস্য (দুস্তরস্য) অন্ধস্য তমসঃ (সংসারস্য) পারগং (পারপ্রাপকং) তং (ত্বদাত্মকং) সচ্চক্ষুঃ (উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাবেনান্বয়ঃ, ইতরনিরপেক্ষং শ্রেষ্ঠতমং চক্ষুঃ) লব্ধম্ ॥ ৮

মূলানুবাদ।—সম্প্রতি তোমারই অনুগ্রহে আমার বুঝি জন্মধারা শেষ হইয়া আসিয়াছে ; তাই অত্র অপার সংসারের পারকর্ত্তা শ্রেষ্ঠতম চক্ষুঃস্বরূপ তোমাকে আমি লাভ করিয়াছি ॥ ৮

অন্বয়ঃ ।—আদ্যঃ (সর্ব্বমূলীভূতঃ) ভগবান্ পুংসাম্ ঈশ্বরঃ (সর্ব্বলোকনিয়ন্তা) যো বৈ (য এব) ভবান্ তমসা (তমোগুণেন, পক্ষে অন্ধকারেণ) অন্ধস্য (বিবেকবিধুরস্য, পক্ষে দর্শনাসমর্থস্য) লোকস্য, (বিশ্বজনস্য) সূর্য্য ইব চক্ষুঃ (সর্ব্বতমঃপরাভবিনেত্রস্বরূপঃ) উদিতঃ কিল ॥ ৯

মূলানুবাদ।—সর্ব্বলোকের নিয়ন্তা আদিপুরুষ ভগবৎস্বরূপ তুমি এই তমোগুণাচ্ছন্ন অন্ধপ্রায় লোকদিগের সমক্ষে সূর্য্যের ন্যায় উদ্দীপ্ত চক্ষুঃস্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছ ॥ ৯

শ্রীধরটীকা।—পারং গময়তীতি পারগং, ত্বমেব শ্রেষ্ঠং চক্ষুর্মেময়া লব্ধম্। ত্বদনুগ্রহাৎ জন্মনামন্তে ভাবে সতি ॥ ৮ ॥ তৎ প্রপঞ্চয়তি য ইতি। স ভবান্ চক্ষুরূপ উদিতঃ সূর্য্যো যথা ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—[হে] দেব ! এতস্মিন্ (দেহাদৌ) ত্বয়া অহংমমেতীতি (অহমিতি মমেতি চ, দ্বৌ 'ইতি' শব্দৌ পৃথক্ পৃথক্ দ্বয়োরন্বিতৌ স্বামিপাদাস্তু দ্বিতীয়ম্ "ইতি" শব্দং রাগাদিগ্রহণার্থং বর্ণিতবন্তঃ) যঃ অবগ্রহঃ (আগ্রহঃ) যোজিতঃ, অথ (অতঃপরং) মে (মম) [তং] সম্মোহং (তথাবিধাগ্রহজনকজ্ঞানবিশেষঃ) ত্বং অপাক্রষ্টুং (দূরীকর্ত্তুম্) অর্হসি (যোগ্যো ভবসি) ॥ ১০

মূলানুবাদ।—হে দেব ! এই দেহাদি নশ্বর পদার্থে "আমি" "আমার" ইত্যাদিরূপে যে আগ্রহ হইয়া থাকে, ইহা তুমিই যোজনা করিয়াছ, অতএব তুমিই আমার এই আগ্রহজনক মোহ দূর করিয়া দাও ॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—অপাক্রষ্টুমপনেতুম্। কোঽসৌ সম্মোহঃ তমাহ। এতস্মিন্ দেহাদৌ ত্বয়ৈব যোজিতঃ যোঽহংমমেত্যবগ্রহ আগ্রহঃ। দ্বিতীয় ইতিশব্দঃ তৎকার্য্যরাগাদিগ্রহণার্থম্ ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—প্রকৃতেঃ (মায়ায়াঃ) পুরুষস্য (চৈতন্যময়স্য ভগবতশ্চ সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসয়া (জ্ঞানলাভেচ্ছয়া) স্বভৃত্যসংসারতরোঃ কুঠারং (স্বভৃত্যানাং নিজপোষ্যাণাং ভক্তবৃন্দানামিতি যাবৎ, সংসাররূপবৃক্ষস্য ছেদনকর্ত্তারং) শরণ্যং (শরণাগতপালকং) সদ্ধর্ম্মবিদাং (সন্তঃ ধর্ম্ম ভক্তিরূপং বিদন্তি জানন্তি যে তে সদ্ধর্ম্মবিদঃ, ভক্তিমার্গাভিজ্ঞা তেষাং) বরিষ্ঠং (প্রার্থনীয়তমং) তং ত্বা (তথাবিধং ত্বাম্) অহং শরণাগতা [সতী] নমামি ॥ ১১

মূলানুবাদ।—তুমি শরণাগতবৎসল ও নিজ নিজ ভক্তজনের সংসাররূপ-বৃক্ষছেদনে কুঠারস্বরূপ, অতএব ভক্তিপথের অভিজ্ঞ সাধকগণের তুমি পরম প্রার্থনীয়। আমি প্রকৃতিপুরুষের তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছায় তোমার শরণ লইয়া তোমাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ১১

শ্রীধরটীকা।—প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ জিজ্ঞাসয়া ত্বামহং শরণং গতা সতী নমামীত্যন্বয়ঃ। কুঠারং ছেত্তারম্ ॥১১

ইতি স্বমাতুর্নিরবদ্যমীপ্সিতং নিশম্য পুংসামপবগবর্দ্ধনম্।
ধিয়াভিনন্দ্যাত্মবতাং সতাং গতি-র্বভাষ ঈষৎস্মিতশোভিতাননঃ ॥১২॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ;—শ্রীমৈত্রেয় বলিতে লাগিলেন, হে বিদুর! কর্দ্দমমুনি দেবহূতির গর্ভে নয়টি কন্যা উৎপাদনের পর যখন সন্ন্যাস অবলম্বনে ইচ্ছা করিলেন, তখন দেবহূতি অতি কাতরভাবে বলিয়াছিলেন—স্বামিন্! আপনি সন্ন্যাসী হইয়া বনে চলিয়া গেলে আমার দুঃখ দূর করিবার জন্য কে থাকিবে? এতাবৎকাল বৃথা ইন্দ্রিয়-প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিলাম; ধর্ম্ম ও বৈরাগ্যমূলক কর্ম্ম করিতে না পারিলে জীবনধারণ বৃথা, সুতরাং আমার এই সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিয়া পরে আপনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। ইহার উত্তরে কর্দ্দম বলিয়াছিলেন, ভদ্রে! তুমি একান্ত শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীভগবানের ভজনা কর, তাহা হইলে তিনি তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া তোমাকে ধর্ম্ম ও বৈরাগ্যজনক উপদেশ প্রদান করিবেন, তাহাতেই তোমার সকল দুঃখ দূরীভূত হইবে। এ সকল বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। দেবহূতির ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনার ফলে ভগবান্ শ্রীকপিলরূপে তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও কর্দ্দম ঋষি সন্ন্যাসী হইয়া বনে গমন করিয়াছেন তাহাও বলা হইয়াছে। অতঃপর ভগবান্ শ্রীকপিলদেব যেরূপ তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়া জননীর মঙ্গলসাধন করিয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর। কপিল সেই বিন্দুসরোবরে মাতার সন্নিধানেই অবস্থান করিতেছেন, কর্ম্মপথে তাঁহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি লক্ষ্য হয় না, আপন মনে বসিয়া বসিয়া কালযাপন করেন। এই সকল ভাব দেখিয়া দেবহূতির মনে পতির সেই সান্ত্বনাবাক্য—"ছেত্তা যে হৃদয়গ্রন্থিমৌদর্য্যো ব্রহ্মভাবনঃ" আর ব্রহ্মার সেই আশীর্ব্বাদ—"এষ মানবি তে গর্ভং প্রবিষ্টঃ কৈটভার্দ্দনঃ। অবিদ্যাসংশয়গ্রন্থিং ছিত্বা গাং বিচরিষ্যতি॥" অর্থাৎ "শ্রীভগবান্ তোমার গর্ভে জন্মিয়া তোমার সকল অজ্ঞানাদি নাশ করিবেন" এইরূপ পূর্ব্বের সমস্ত বিষয় স্মৃতিপথে উপস্থিত হইল; তিনি বুঝিলেন—স্বামীর সান্তনা ও ব্রহ্মার আশীর্ব্বাদ অনুযায়ী ফলপ্রাপ্তির সময় আসিয়াছে। এই পুত্র সাক্ষাৎ শ্রীভগবানেরই অবতার, সুতরাং আমি আর কেন প্রতীক্ষা করি, প্রাণের সকল আবেগ ইহারই নিকট ব্যক্ত করি। এই ভাবিয়া শ্রীদেবহূতি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—প্রভো! দুষ্ট ইন্দ্রিয়বর্গের ভোগলিপ্সা অতি প্রবল, তাহা জয় করা দুঃসাধ্য; আমি ঐ ইন্দ্রিয়বর্গের লালসা পূরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমশঃ বিষম মোহসঙ্কুল সংসার-সাগরে ডুবিয়াছি, আমাকে উদ্ধার কর, জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বালিত করিয়া আমার এই বিরাট্ মোহান্ধকার বিদূরিত কর। হে দেব! "আমি" "আমার" প্রভৃতি অভিমান তোমারই সৃষ্ট, আবার তুমিই দয়া করিয়া তাহা নষ্ট করিতে পার। তুমি শরণাগতবৎসল, ভক্তজনের সংসারযাতনাদি নিবারণকারী, তাই আমি একান্ত ভক্তিময় চিত্তে তোমার শরণ লইতেছি, অবনতমস্তকে প্রণাম করিতেছি, জগতের তত্ত্ব আমায় বুঝাইয়া দাও॥ ৫—১১

অন্বয়ঃ।—আত্মবতাম্ (আত্মা বিদ্যতে জ্ঞাতত্বেন যেষু তেষাম্ আত্মজ্ঞানসম্পন্নানামিতি যাবৎ) সতাং (সাধূনাং) গতিঃ (অবলম্বনস্বরূপো ভগবান্ কপিলঃ) পুংসাং (লোকানাম্) অপবর্গবর্দ্ধনং (মোক্ষরতিজনকং) নিরবদ্যম্ (অতিশোভনং) স্বমাতুঃ (দেবহূতেঃ) ইতি ঈপ্সিতং (পূর্ব্বোক্তমভিলষিতং) নিশম্য (শ্রুত্বা) ঈষৎ-স্মিতশোভিতাননঃ (মৃদুহাস্যশোভিতমুখঃ সন্) বভাষ (কথিতবান্)॥ ১২

মূলানুবাদ।—[শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন] মাতা দেবহূতি যেরূপ মনোভাব প্রকাশ করিলেন, তাহা অতি উত্তম এবং মোক্ষপথের প্রবৃত্তি সম্পাদক, সুতরাং তাহা শ্রবণ করিয়া আত্মজ্ঞ মহাপুরুষদিগের একমাত্র গতিস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকপিলদেব আনন্দে মৃদুহাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন॥ ১২

শ্রীধরটীকা ; অপবর্গবর্দ্ধনং মোক্ষে রতিজনকম্। ঈষৎস্মিতেন শোভিতমাননং যস্য॥ ১২

শ্রীভগবানুবাচ।

যোগ আধ্যাত্মিকঃ পুংসাং মতো নিঃশ্রেয়সায় মে। অত্যন্তোপরতির্যত্র দুঃখস্য চ সুখস্য চ ॥১৩॥
তমিমং তে প্রবক্ষ্যামি যমবোচং পুরানঘে। ঋষিনাং শ্রোতুকামানাং যোগং সর্ব্বাঙ্গনৈপুণম্ ॥১৪॥
চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনো মতম্। গুণেষু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে ॥১৫॥
অহংমমাভিমাণোত্থৈঃ কামলোভাদিভির্মলৈঃ। বীতং যদা মনঃ শুদ্ধমদুঃখমসুখং সমম্ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ।—ভগবান্ (শ্রীকপিলঃ) উবাচ।আধ্যাত্মিক (আত্মনিষ্ঠঃ ; যোগ (চিত্তবৃত্তিসমাধানমেব) পুংসাং (জীবানাং) নিঃশ্রেয়সায় (মোক্ষোপায়ঃ) মে মতঃ (সম্মতঃ) যত্র (যস্মিন্ যোগে সতি) দুঃখস্য চ সুখস্য চ অত্যন্তোপরতিঃ (আত্যন্তিকনিবৃত্তিঃ) [ভবতীতি শেষঃ] ॥ ১৩

মূলানুবাদ।—ভগবান্ শ্রীকপিল বলিলেন—আত্মনিষ্ঠ যোগই লোকের মুক্তির কারণ বলিয়া আমার অভিমত ; এইরূপ যোগ সাধিত হইলে দুঃখ ও সুখ উভয়েরই একান্ত নিবৃত্তি ঘটে। ৩

অন্বয়ঃ।—[হে] অনঘে! (নিষ্পাপে!) পুরা (কদাচিৎ) শ্রোতুকামানাং (মোক্ষোপায়শ্রবণাভিলাষিণাম্) ঋষিণাং (নারদাদিনাং) [সমীপে ইতি শেষঃ] সর্ব্বাঙ্গনৈপুণং (সর্ব্বেষু অঙ্গেষু ধ্যানধারণাদিষু নৈপুণং চাতুর্য্যং যস্য তথাবিধং) যং যোগং অবোচং (কথিতবানস্মি) তে (তব সমীপে) তমিমং (যোগং) প্রবক্ষ্যামি (সম্যক্ কথয়িষ্যামি) ॥ ১৪

মূলানুবাদ।—হে নিষ্পাপে! একদা নারদ প্রভৃতি মুনিগণ মোক্ষের উপায় শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইলে, তাঁহাদের নিকট যে সর্ব্বাঙ্গচাতুর্য্যপূর্ণ যোগের কথা বলিয়াছিলাম, সম্প্রতি তোমার নিকটেও তাহাই বর্ণনা করিব ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—আধ্যাত্মিকঃ আত্মনিষ্ঠঃ। যত্র যস্মিন্ ॥ ১৩।১৪

অন্বয়ঃ।—তস্য আত্মনঃ (জীবস্য) বন্ধায় মুক্তয়ে চ চেতঃ খলু (চিত্তমেব) মতং (হেতুতয়া প্রসিদ্ধং) গুণেষু (বিষয়েষু) সক্তম্ (অনুরক্তং সৎ) বন্ধায় (বন্ধননিমিত্তং ভবতি) পুংসি বা (পরমেশ্বরে তু) রতং (রতিযুক্তং সৎ) মুক্তয়ে (মোক্ষনিমিত্তং ভবতীতি শেষঃ) ॥ ১৫

মূলানুবাদ।—চিত্তই জীবের বন্ধন ও মুক্তির কারণ ; যখন চিত্ত বিষয়ে আসক্ত থাকে, তখন বন্ধনের কারণ হয়, আর যখন পরমেশ্বরে অনুরক্ত থাকে, তখন মুক্তির কারণ হইয়া থাকে ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা।—তত্র সর্ব্বাঙ্গনৈপুণ্যং চিত্তসংযমাধীনমিতি দর্শয়ন্নাহ—চেত ইতি। অস্যাত্মনো জীবস্য গুণেষু বিষয়েষু। পুংসি পরমেশ্বরে। বাশব্দস্তুশব্দার্থে ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—[জ্ঞানবৈরাগ্যয়োরপি মোক্ষজনকত্বে ভক্তিরেব সহকারিণীত্যাহ ত্রিভিঃ] যদা মনঃ অহংমমাভিমানোত্থৈঃ (অহমিতি মমেতি চ যোঽভিমানঃ তজ্জনিতৈঃ) কামলোভাদিভিঃ মলৈঃ (দোষবিশেষৈঃ) বীতং (বিরহিতম্) [অতএব] অদুঃখম্ অসুখং (সুখদুঃখশূন্যং) [তথাচ] শুদ্ধং (সত্ত্বময়ং সৎ) সমং (যোগযুক্তং ভবতীতি শেষঃ, সমত্বং যোগ উচ্যতে ইতি স্মরণাৎ) ॥ ১৬

মূলানুবাদ।—(জ্ঞান ও বৈরাগ্য হইতে যে মুক্তি জন্মে, তাহাতেও ভক্তি সহকারিণী থাকে, ইহাই ক্রমিক তিনটি শ্লোকের মর্ম্মে সূচিত হইতেছে) কাম, লোভ প্রভৃতি রিপু "আমি" "আমার" ইত্যাদি অভিমানের জনক। মন যখন সেই সকল রিপুশূন্য হয়, তখন সুখ-দুঃখ অতিক্রম করিয়া সত্ত্বময় ও সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন হয় ॥ ১৬

তদা পুরুষ আত্মানং কেবলং প্রকৃতেঃ পরম্। নিরন্তরং স্বয়ংজ্যোতিরণিমানমখণ্ডিতম্ ॥১৭॥
জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযুক্তেন চাত্মনা। পরিপশ্যত্যুদাসীনং প্রকৃতিঞ্চ হতৌজসম্ ॥১৮॥
ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি। সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে ॥১৯॥

শ্রীধরটীকা। —যথা চ চিত্তসংযমে পুরুষার্থসিদ্ধিস্তদ্দর্শয়তি অহমিতি ত্রিভিঃ। মলৈর্বীতং বিহরিতং যদা শুদ্ধং মনো ভবতি। মনঃশুদ্ধের্জ্ঞাপকমাহ—অদুঃখমিতি ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—তদা (তস্যামবস্থায়াং) পুরুষঃ (জীবঃ) জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন চ আত্মনা (চেতসা) প্রকৃতেঃ পরং (অবিদ্যাবিমুক্তং) নিরন্তরম্ (অভিন্নস্বরূপং) স্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশম্) অণিমানং (ধর্ম্মিপরোঽয়ং নির্দ্দেশঃ তথা চ সূক্ষ্মমিত্যর্থঃ) অখণ্ডিতং (বিষয়বাসনাদিভিরনাকুলং) উদাসীনং (নির্লিপ্তং) কেবলং (পৃথগ্‌ভূতম্) আত্মানং পরিপশ্যতি (অনুভবতি) প্রকৃতিঞ্চ (বন্ধসম্পাদকমবিদ্যাদিকঞ্চ) হতৌজসং (পুরুষত্যক্ততয়া দুর্ব্বলাং স্বতঃ কিঞ্চিদপি কর্ত্তুমসমর্থামিতি যাবৎ) [পরিপশ্যতীত্যন্বয়ঃ] ॥ ১৭।১৮

মূলানুবাদ।—তখন জীব ভক্তিসহকৃত জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত চিত্তে প্রকৃতির সম্পর্কশূন্য, পরস্পর ভেদরহিত, স্বপ্রকাশ, সূক্ষ্ম, অখণ্ড, নির্লিপ্ত আত্মাকে অনুভব করিতে পারে এবং তখনই বুঝিতে পারে যে, প্রকৃতি স্বয়ং অতি দুর্ব্বলা অর্থাৎ স্বয়ং কোন কার্য্য সাধনে সমর্থা নহে ॥ ১৭।১৮

শ্রীধরটীকা।--নিরন্তরং নির্ভেদম্. অণিমানং সূক্ষ্মম্, অখণ্ডিতম্ অপরিচ্ছিন্নম্ ॥ ১৭ ॥ হতৌজসং ক্ষীণবলম্ ॥ ১৭।১৮

অন্বয়ঃ।—যোগিনাম্ (অষ্টাঙ্গযোগসাধনাদ্যুপায়বতাং) ব্রহ্মসিদ্ধয়ে (ভগবদ্‌বিষয়কসিদ্ধিলাভায়) অখিলাত্মনি (সর্ব্বাত্মকে) ভগবতি যুজ্যমানয়া (সমুচিতয়া) ভক্ত্যা সদৃশঃ শিবঃ পন্থাঃ (অপরো মঙ্গলময়ো মার্গঃ) ন অস্তি ॥১৯

মূলানুবাদ।—যোগিদিগের ভগবদ্‌বিষয়ক সিদ্ধি বিষয়ে সর্ব্বাত্মক শ্রীভগবানের প্রতি সমুচিত ভক্তিই প্রকৃষ্ট পথ, তাহার তুল্য অন্য মঙ্গলময় পথ আর নাই ॥ ১৯

শ্রীধরটীকা।—মনঃশুদ্ধৌ চ ভক্তিরেবান্তরঙ্গসাধনমিত্যাহ—নেতি ॥ ১৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী---মাতা দেবহূতি ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করায় ভগবান্ শ্রীকপিলদেব পরমপ্রীত হইয়া মনে মনে তাঁহার সৎপ্রবৃত্তিকে ধন্যবাদ দিয়া আনন্দোৎফুল্ল বদনে বলিতে লাগিলেন, মাতঃ! যাহারা সংসারবন্ধন হইতে মুক্তির ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে পরমাত্মস্বরূপ শ্রীভগবানের প্রতি চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনই প্রধান পথ, এই পথ অবলম্বন করিলে আর সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বে অভিভূত হইতে হয় না। সুখই বল, আর দুঃখই বল, ইহার যে কোনটী ভোগ করাই বন্ধন ; সুতরাং ঐ উভয়ের সীমা অতিক্রম করিতে না পারিলে মুক্ত হওয়া যায় না। যে উপায়ে শ্রীভগবানের প্রতি চিত্তের একাগতা ও দ্বন্দাতীত অবস্থা লাভ করা যাইতে পারে, তাহা আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নারদাদি ঋষিগণকে উপদেশ দিয়াছিলাম, সম্প্রতি তোমার নিকটেও তাহা প্রকাশ করিতেছে, শ্রবণ কর। চিত্তসংযমই জীবের পরমার্থলাভের একমাত্র উপায়। বন্ধন ও মোক্ষ দুই-ই চিত্তদ্বারা সাধিত হয়। চিত্ত বিষয়াসক্ত হইলে বন্ধ, আর পরমেশ্বরপরায়ণ হইলেই মোক্ষ। কাম লোভ প্রভৃতি রিপুগণ 'আমি' 'আমার' প্রভৃতি মিথ্যা অভিমানের প্রলেপে মনকে নিতান্ত কলুষিত করিয়া তুলে, নির্ম্মল ভক্তিজলে সেই প্রলেপ ধৌত করিয়া তাহাতে জ্ঞানরূপ বৈরাগ্যের বীজ রোপন করিতে হইবে। ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এইতিনের সমবায়ে মন যখন প্রকৃত শুদ্ধিলাভ করিবে, তখন জীব সেই অখণ্ড জ্যোতির্ম্ময় পরমপুরুষের অনুভূতি লাভ করিবে, বুঝিতে পারিবে যে পুরুষ নিত্যমুক্ত, আমি তুমি কেহই পৃথক্ নহি, সকলেই এক পরমাত্মস্বরূপ, কেহই সুখী, কেহই দুঃখী

প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ । স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্ ॥২০॥
তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্ । অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥২১॥
ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্ । মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ ॥২২॥
মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ । তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্ মদগতচেতসঃ ॥২৩॥

নহি ; পদ্মপত্র যেমন জলবিন্দুতে লিপ্ত হয় না, পুরুষও তেমনি সুখদুঃখ কিছুতেই লিপ্ত নহেন। উদাসীন চিত্তকে অসংযত পাইয়া প্রকৃতিই শুধু নানারূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেছিল, চিত্ত যখন সংযত হইল, আত্মনিষ্ঠ হইয়া তাঁহার স্বরূপ অনুভব করিল, তখন প্রকৃতি দুর্ব্বলা, আর পুরুষে মিথ্যা ভোগের আরোপ করিয়া তাঁহাকে বদ্ধ রাখিতে পারে না, তিনি স্বপ্রকাশ চিন্ময়রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। কিন্তু পুরুষের এইরূপ নিরাবরণ মুক্তস্বরূপ অনুভব করিতে যে চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন, তাহা বড় সহজ নহে। জ্ঞান বা কর্ম্ম যে পথে থাকিয়াই হউক, ভক্তি ব্যতিরেকে চিত্তের শুদ্ধতা লাভ করা অতি কঠিন ব্যাপার ; সুতরাং যে কোনও সাধনপথে সিদ্ধিলাভ করিতে চাও, ভক্তির ন্যায় মঙ্গলময় উপায় আর নাই। এইজন্যই মূলে "জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন চাত্মনা" এই স্থলে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সঙ্গেও ভক্তিযুক্ত হইবার উপদেশ রহিয়াছে ; অতএব হে জননি! তুমি যখন শ্রীভগবানের প্রতি একান্ত ভক্তিমতী হইয়াছ, তখন তোমার সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী ॥ ১২—১৯ ॥

অন্বয়ঃ ।—কবয়ঃ (পণ্ডিতাঃ) প্রসঙ্গম্ (আসক্তিম্) আত্মনঃ (জীবস্য) অজরং (দৃঢ়ং) পাশং (বন্ধনকরং) বিদুঃ (মন্যন্তে) স এব (প্রসঙ্গঃ) সাধুষু কৃতঃ (সাধুপুরুষৈঃ সহ বিহিতঃ সন্) অপাবৃতম্ (উন্মুক্তং) মোক্ষদ্বারং (মোক্ষপর্য্যন্তস্যাপি করণং ভবতীতি শেষঃ) ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদ ।—সঙ্গই জীবের দৃঢ় বন্ধন-পাশ বলিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ; কিন্তু ঐ সঙ্গই যদি সাধুজনের সহিত সংঘটিত হয়, তবে তাহা উন্মুক্ত মুক্তির দ্বার বলিয়া কথিত হয় ॥ ২০ ॥

শ্রীধরটীকা ।—অস্য সর্ব্বস্যাপি সৎসঙ্গো মূলমিত্যাহ—প্রসঙ্গমিতি। অপাবৃতং নিরাবরণম্ ॥ ২০ ।

অন্বয়ঃ ।—[সম্প্রতি চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ সাধূনাং লক্ষণমাহ] তিতিক্ষবঃ (ক্ষমাশীলাঃ) কারুণিকাঃ (দয়াপরায়ণাঃ) সর্ব্বদেহিনাং সুহৃদঃ (হিতাকাঙ্ক্ষিণঃ) অজাতশত্রবঃ (বৈরিতাশূন্যাঃ) শান্তাঃ (শমগুণপরায়ণাঃ) সাধবঃ (সরলাঃ) সাধুভূষণাঃ (সাধূন্ সজ্জনান্ ভূষয়ন্তি মানয়ন্তি যে তে সাধুভূষণাঃ সজ্জনাভিবাদিনঃ) ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদ ।—(সম্প্রতি চারিটি শ্লোকে সাধুগণের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে) যে সকল লোক ক্ষমাশীল, দয়ালু, সকল প্রাণীর হিতাকাঙ্খী, কাহারও সহিত শত্রুতা করেন না, শান্ত ও সরলস্বভাবসম্পন্ন এবং সজ্জনের প্রতি সম্মানপরায়ণ, (তাঁহারা সাধু) ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ ।—যে (জনাঃ) অনন্যেন ভাবেন (একাগ্রেণ মনসা) ময়ি (ভগবতি) দৃঢ়াম্ (অচলাং) ভক্তিং কুর্ব্বন্তি, মৎকৃতে (মদর্থং) ত্যক্তকর্ম্মাণঃ (কর্ম্মান্তপরিত্যাগিনঃ) ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ (সর্ব্বজনসম্পর্কত্যাগিনশ্চ ভবন্তি, তে সাধব ইতি পরেনান্বয়ঃ) ॥ ২২ ॥

মূলানুবাদ ।—যাঁহারা আমার প্রতি অচলা ভক্তিপরায়ণ এবং আমারই জন্য সর্ব্বকর্ম্ম, সমস্ত আত্মীয়বর্গের ত্যাগ করিয়াছেন (তাঁহারাই সাধু) ॥ ২২ ॥

শ্রীধরটীকা ।—সাধূনাং লক্ষণমাহ তিতিক্ষব ইতি চতুর্ভিঃ। সাধবঃ শাস্ত্রানুবর্ত্তিনঃ। সাধু সুশীলং, তদেব ভূষণং যেষাম্ ॥ ২১।২২

ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ । সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে ॥ ২৪
সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ২৫ ॥
ভক্ত্যা পুমান্ জাতবিরাগ ঐন্দ্রিয়াদ্দৃষ্টশ্রুতান্মদ্রচনানুচিন্তয়া ।
চিত্তস্য যত্তো গ্রহণে যোগযুক্তো যতিষ্যতে ঋজুভির্যোগমার্গৈঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ ।—[যে] মৃষ্টাঃ (শুদ্ধাঃ, পবিত্রা ইত্যর্থঃ) মদাশ্রয়কথাঃ (অহমেব আশ্রয়ঃ বিষয়ীভূতো যাসাং তাঃ কথাঃ) শৃণ্বন্তি চ, মদ্‌গতচেতসঃ এতান্ বিবিধাঃ (আধ্যাত্মিকাদয়স্ত্রিবিধাঃ) তাপাঃ ন তপন্তি ॥ ২৩

মূলানুবাদ ।—যাঁহারা আমার সম্বন্ধীয় পবিত্র কথা সর্ব্বদা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, এবং যাঁহাদের চিত্ত আমার প্রতিই একাগ্রতাময়, সেই সকল ব্যক্তিদিগকে ত্রিবিধ তাপরাশি সন্তপ্ত করিতে পারে না ॥ ২৩

অন্বয়ঃ ।—[হে] সাধ্বি ! (পবিত্রে !) ত এতে সাধবঃ, সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ (ভগবদ্‌ব্যতিরিক্তসর্ব্বাসক্তিরহিতাঃ) অথ (অনন্তরং) তেষু (তথাবিধসাধুজনেষু) তে (তব) সঙ্গঃ প্রার্থ্যঃ (বাঞ্ছনীয়ঃ) হি (যস্মাৎ) তে (সাধবঃ) সঙ্গদোষহরাঃ (সঙ্গেন দোষান্ হরন্তীতি তথাবিধাঃ) [ভবন্তীতি শেষঃ] ॥ ২৪

মূলানুবাদ ।—হে সাধ্বি ! আর যাঁহারা ভগবান্ ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ে আসক্ত নহেন, তাঁহারাই সাধু ; অতঃপর সেই সকল সাধুজনের সঙ্গ তোমার একান্ত বাঞ্ছনীয়, যেহেতু সাধুসঙ্গে সকল দোষ দূরীভূত হয় ॥২৪

শ্রীধরটীকা ।—এতানুক্তলক্ষণান্ ভক্তান্ তাপা আধ্যাত্মিকাদয়ো ন তপন্তি ন ব্যথয়ন্তি । কুতঃ ? মদগতং চেতো যেষাং তান্ ॥ ২৩।॥ যে তাপৈর্নাভিভূয়ন্তে তে সাধব ইত্যর্থঃ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ ।—সতাং (সাধূনাং) প্রসঙ্গাৎ (সঙ্গগুণাৎ) হৃৎকর্ণরসায়নাঃ (মনঃশ্রবণয়োঃ সুখদায়িকাঃ) মম বীর্য্যসম্বিদঃ (বীর্য্যস্য প্রভাবস্য সম্যগ্ বিদ্ জ্ঞানং যাসু তাঃ, মৎপ্রভাবসম্যগ্ বিজ্ঞাপিকাঃ) কথাঃ ভবন্তি, তজ্জোষণাৎ (তাসাং সৎকথানাং জোষণাৎ সেবনাৎ) আশু (শীঘ্রং) অপবর্গবর্ত্মনি (মুক্তিমার্গে) শ্রদ্ধা (বিশ্বাসঃ) রতিঃ (আসক্তিঃ) ভক্তিঃ [চ] অনুক্রমিষ্যতি (ক্রমেণ ভবিষ্যতি) ॥ ২

মূলানুবাদ ।—প্রকৃষ্টরূপে সাধুজনের সঙ্গ লাভ করিলে মন ও শ্রবণের সুখপ্রদ আমার প্রভাবসূচক কথা আলোচিত হয় । ঐ সকল কথার অনুশীলনে শীঘ্রই মুক্তিপথে শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও ভক্তি ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২৫

শ্রীধরটীকা ।—সৎসঙ্গস্য ভক্ত্যঙ্গতামুপপাদয়তি সতামিতি । বীর্য্যস্য সম্যগ্বেদনং যাসু তা বীর্য্যসংবিদঃ, হৃৎকর্ণয়ো রসায়নাঃ সুখদাঃ । তাসাং জোষণাৎ সেবনাৎ । অপবর্গোঽবিদ্যানিবৃত্তির্বর্ত্ম যস্মিন্ তস্মিন্ হরৌ প্রথমং শ্রদ্ধা ততো রতিঃ ততো ভক্তিঃ অনুক্রমিষ্যতি ক্রমেণ ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২৫

অন্বয়ঃ ।—পুমান্ (লোকঃ) মদ্রচনানুচিন্তয়া (মম রচনায়াঃ সৃষ্ট্যাদিলীলায়াঃ অনুচিন্তয়া অনুধ্যানেন সঞ্জাতয়া) ভক্ত্যা দৃষ্টশ্রুতাৎ (ঐহিকামুষ্মিকাৎ) ঐন্দ্রিয়াৎ (সুখাৎ) জাতবিরাগঃ (বৈরাগ্যপ্রাপ্তঃ সন্) যত্তঃ (উদ্যমযুক্তঃ) ঋজুভিঃ (ভক্তিপ্রাধান্যাদকঠোরৈঃ) যোগমার্গৈঃ (ধ্যানধারণাদিভিঃ) যোগযুক্তঃ (সমাহিতঃ সন্) চিত্তস্য গ্রহণে (বশীকারবিষয়ে) যতিষ্যতে (যত্নবান্ ভবিষ্যতি) ॥ ২৬

মূলানুবাদ ।—লোক আমার নানাবিধ লীলাকথা শ্রবণ করিয়া যে ভক্তিলাভ করে, তাহাতে ঐহিক বা পারত্রিক সকল প্রকার সুখে বৈরাগ্য উপস্থিত হয় । পরে অতি উদ্যম সহকারে সরল ধ্যান-ধারণাদি উপায়ে সমাধির পথে অগ্রসর হইয়া চিত্তকে বশীভূত করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়া থাকে ॥ ২৬

অসেবয়ায়ং প্রকৃতের্গুণানাং জ্ঞানেন বৈরাগ্যবিজৃম্ভিতেন ।
যোগেন ময্যর্পিতয়া চ ভক্ত্যা মাং প্রত্যগাত্মানমিহাবরুন্ধে ॥ ২৭ ॥

শ্রীদেবহূতিরুবাচ ।

কাচিৎ ত্বয্যুচিতা ভক্তিঃ কীদৃশী মম গোচরা ।
যয়া পদং তে নির্ব্বাণমঞ্জসান্বাশ্নবা অহম্ ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরটীকা।—ততঃ কিম্? অত আহ—ভক্ত্যেতি ; মম রচনা যা সৃষ্ট্যাদিলীলা, তস্যা অনুচিন্তয়া যা ভক্তিস্তয়া ঐন্দ্রিয়াৎ সুখাৎ জাতবিরাগঃ সন্। দৃষ্টশ্রুতাৎ ঐহিকামুষ্মিকাৎ। ততো যত্নঃ উদ্‌যুক্তঃ সন্ চিত্তস্য গ্রহণে যতিষ্যতে। ঋজুভির্ভক্তিপ্রধানত্বাদনায়াসৈঃ ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—অয়ং (পুরুষঃ) প্রকৃতের্গুণানাং (বিষয়াণাম্) অসেবয়া (সরাগসেবনাভাবেন) বৈরাগ্যবিজৃম্ভিতেন (বৈরাগ্যপরিবর্দ্ধিতেন) জ্ঞানেন যোগেন ময়ি অর্পিতয়া ভক্ত্যা চ ইহ (অবচ্ছেদে সপ্তমী, তথা চ এতচ্ছরীরাবচ্ছেদেনৈব) প্রত্যগাত্মানং (সর্ব্বান্তর্য্যামিণং মাম্) অবরুন্ধে (প্রাপ্নোতি) ॥ ২৭

মূলানুবাদ।—বিষয়োপভোগ না করা, বৈরাগ্যপরিবর্দ্ধিত জ্ঞান, যোগ ও আমার প্রতি ভক্তি, এই সকল উপায়ে জীব ঐহিক শরীরেই সকলের অন্তর্য্যামিস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৭

শ্রীধরটীকা।—তদেবং প্রকৃতের্গুণানামসেবয়া জ্ঞানাদিভিশ্চায়ং জীব ইহৈব দেহে মামবরুন্ধে প্রাপ্নোতি॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ইতিপূর্ব্বে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি প্রভৃতি সিদ্ধিলাভের যে সকল উপায় কথিত হইয়াছে, সাধুসঙ্গই ঐ সকলের প্রধান সহায়। অতএব শ্রীকপিল মাতা দেবহূতির পক্ষেও সাধুসঙ্গ অবলম্বন একান্ত কর্ত্তব্যরূপে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং তৎপ্রসঙ্গে সাধুপুরুষের লক্ষণ ও সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। যদিও সাধারণতঃ সঙ্গ মনঃশুদ্ধির বিরোধী এবং এই জন্যই গীতায় শ্রীভগবান্‌"সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ"ইত্যাদি শ্লোকে "সঙ্গ"পদার্থকে বিশেষভাবে অনিষ্টের মূল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, তথাপি সাধুজনের সহিত যে সঙ্গ, তাহা কোন প্রকারেই হেয় নহে—পরন্তু ইহা "মোক্ষদ্বারমপাবৃতং" মুক্তিপথের উন্মুক্ত দ্বারস্বরূপ। "কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তেঁহ পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)। "সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাং" "এই সংসারে যদি ক্ষণার্দ্ধকালও সাধুসঙ্গ লাভ ঘটে, তবে পরমনিধি প্রাপ্তি হইল বুঝিতে হইবে।" এই সকল বহুর প্রসঙ্গে সাধুসঙ্গের মহিমা বর্ণিত আছে। এখন বুঝা আবশ্যক যে, প্রকৃত সাধু কে? তাই ভগবান্ শ্রীকপিল "তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ" ইত্যাদি চারিটী শ্লোকে সাধুর লক্ষণ নির্ব্বাচন করিয়াছেন। [ইহার অর্থ সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও মূলানুবাদেই পরিস্ফুট করা হইয়াছে।] এই ভাগবতোক্ত সাধুলক্ষণেরই মর্ম্ম লইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে "কৃপালু অকৃতদ্রোহ সত্যসার সম। নির্দ্দোষ বদান্য মৃদু শুচি অকিঞ্চন ॥ সর্ব্বোপকারক শান্ত কৃষ্ণৈকশরণ। অকাম নিরীহ স্থির বিজিতষড়্‌গুণ ॥ মিতভুক্ অপ্রমত্ত মানদ অমানী। গম্ভীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মৌনী ॥" এইরূপ সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণবলক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল লক্ষণ অনুসারে সাধুপুরুষ নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহাদের সঙ্গ লইলে সর্ব্বদা শ্রীভগবানের লীলাকথা আলোচিত হয় ও তাহাতে চিত্ত ক্রমশঃ শ্রীভগবানের প্রতি প্রগাঢ়ভাবে আকৃষ্ট হয়। এইভাবে চিত্ত সুগঠিত হইলে অনায়াসে ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারা যায়। অতএব হে মাতঃ! তুমি সৎসঙ্গ অনুসরণ কর, তাহা হইলে তোমার পূর্ব্বতন অন্যান্য বিষয়াসঙ্গজনিত অপরাধ সকলই দূরীভূত হইয়া যাইবে, সর্ব্বদা ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা অচিরে পরমার্থসিদ্ধি অবশ্যই লাভ করিতে পারিবে ॥ ২০—২৭

যো যোগো ভগবদ্বাণো নির্ব্বাণার্থ (ত্বং) স্বয়োদিতঃ।
কীদৃশঃ কতি চাঙ্গানি যতস্তত্ত্বাববোধনম্ ॥ ২৯ ॥
তদেতন্মে বিজানীহি যথাহং মন্দধীর্হরে। সুখং বুধ্যেয় দুর্ব্বোধং যোষা ভবদনুগ্রহাৎ ॥ ৩০ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

বিদিত্বার্থং কপিলো মাতুরিত্থং জাতস্নেহো যত্র তন্বাভিজাতঃ।
তত্ত্বান্নায়ং যৎ প্রবদন্তি সাংখ্যং প্রোবাচ বৈ ভক্তিবিতানযোগম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ।—কাচিৎ (কাস্বিৎ) ত্বয়ি উচিতা ভক্তিঃ (ত্বয়ি সমুচিতায়া ভক্তেঃ কিং স্বরূপমিত্যর্থঃ) [তত্রাপি] মম (অবলায়াঃ) কীদৃশী (ভক্তিঃ) গোচরা (যোগ্যা ?) যয়া (ভক্ত্যা) অহং তে (তব) নির্ব্বাণং (মোক্ষাত্মকং) পদং (শ্রীচরণাশ্রয়ম্) অঞ্জসা (অনায়াসেন) অন্বাশ্নবৈ (প্রাপ্স্যামি) ॥ ২৮

মূলানুবাদ।—শ্রীদেবহূতি কহিলেন—(হে পুত্র !) তোমার প্রতি সমুচিত ভক্তির স্বরূপ কি ? আমি অবলা, আমার পক্ষেই বা কিরূপ ভক্তি উপযুক্ত, যাহা দ্বারা আমি অনায়াসে তোমার মোক্ষময় শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করিতে সামর্থ হইব ? ॥ ২৮

শ্রীধরটীকা।—কাচিদিতি কাস্বিদিত্যর্থঃ। উচিতা যোগ্যা, তত্রাপি মম স্ত্রিয়াঃ কীদৃশী গোচরা যোগ্যা। নির্ব্বাণং মোক্ষাত্মকং তব পদং স্বরূপম্ অন্বাশ্নবৈ অনন্তরমেব সর্ব্বাত্মনা প্রাপ্স্যামি। অঞ্জসা ত্বিতি পাঠে অহমিতি সম্বন্ধঃ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—যঃ (যাদৃশো যোগঃ) ভগবদ্বাণঃ (ভগবন্তং লক্ষীকৃত্য প্রবর্ত্তমানঃ) যতঃ (যোগাৎ) তত্ত্বাববোধনং (তত্ত্বজ্ঞানং ভবতীতি শেষঃ) [এবং বিধোঽয়ং] যোগঃ ত্বয়া নির্ব্বাণার্থঃ (মোক্ষহেতুভূতঃ) উদিতঃ (কথিতঃ) [সঃ] কীদৃশঃ ? [তস্য] অঙ্গানি চ কতি ? ॥ ২৯ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া যে কর্ত্তব্য, যাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া থাকে এবং মোক্ষের কারণ বলিয়া যাহা তুমি উল্লেখ করিয়াছ, সেই যোগেরই বা লক্ষণ কি ? এবং তাহার অঙ্গই বা কতগুলি ? ॥ ২৯

শ্রীধরটীকা।—ভগবদ্বাণো যো ভগবন্তং লক্ষীকরোতীত্যর্থঃ। যতো যস্মাৎ যোগাৎ ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—[হে] হরে ! (শ্রীহরিস্বরূপ ! কপিল !) তদেতৎ (ভক্ত্যাদিলক্ষণং) মে (মম সমীপে) বিজানীহি (অন্তর্ভূতণ্যর্থোঽয়ং প্রয়োগঃ, তথা চ বিজ্ঞাপয় ইত্যর্থঃ) যথা (যাদৃশেন বিজ্ঞাপনেন) মন্দধীঃ (অল্পবুদ্ধিসম্পন্না) যোষা (অবলাপি) অহং ভবদনুগ্রহাৎ দুর্ব্বোধং (দুজ্ঞের্য়মপি তত্তদ্বিষয়ং) সুখম্ (অনায়াসেন) বুধ্যেয় (অবগন্তুং শক্নুয়াং, প্রার্থনায়াং বিধিলিঙ্‌প্রয়োগঃ) ॥ ৩০

মূলানুবাদ।—হে শ্রীহরি ! তুমি এমন ভাবে আমার নিকট ঐ সকল বিষয় বর্ণনা কর, যাহাতে আমি অল্পবুদ্ধিসম্পন্না রমণী হইয়াও তোমার অনুগ্রহে সেই সকল দুর্ব্বোধ্য বিষয়গুলিকে অনায়াসে বুঝিতে সমর্থ হই। ৩০

শ্রীধরটীকা।—বিজানীহি বিশেষেণ জ্ঞাপয়। সুখমনায়াসেন ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—কপিলঃ যত্র (যস্যাং মাতরি দেবহূত্যাং) তন্বা (মূর্ত্ত্যা উপলক্ষিতে ইতি যাবৎ) অভিজাতঃ (সমুৎপন্নঃ) [তস্যাঃ] মাতুঃ ইত্থম্ অর্থং (জ্ঞাতব্যবিষয়ং) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) জাতস্নেহঃ (স্নেহাকৃষ্টঃ সন্)

শ্রীভগবানুবাচ ।

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাম্ । সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা ।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী ॥ ৩২ ॥
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা ॥ ৩৩ ॥
নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ ।
যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥ ৩৪

তত্ত্বাম্নায়ং (তত্ত্বোপদেশকং) যৎ (শাস্ত্রং) সাঙ্খ্যং প্রবদন্তি [তৎ] ভক্তিবিতানযোগং ।বৈ (ভক্তিবিস্তারস্য উপায়ঞ্চ) প্রোবাচ (কথিতবান্) ॥ ৩১

মূলানুবাদ ।—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—দেহধারণপূর্ব্বক ভগবান্ কপিল যে মাতার গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছেন, তাঁহার ঐ সকল জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়া অত্যন্ত স্নেহাকৃষ্ট হইলেন ; সুতরাং যে তত্ত্বোপদেশক শাস্ত্র সাঙ্খ্য বলিয়া কথিত হয়, তাহা এবং ভক্তিবিস্তারের উপায় তাঁহার নিকট বলিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ।

শ্রীধরটীকা ।—ইত্থং মাতুরর্থং প্রয়োজনং বিদিত্বা । জাতস্নেহত্বে হেতুঃ—যত্র যস্যাং তস্যা দেহেনাবির্ভূতঃ। তত্ত্বান্যাম্নায়ন্তে অনুক্রম্যন্তে যস্মিন্ । কিং তৎ ? যৎ সাংখ্যং প্রবদন্তি, তৎ প্রোবাচ, ভক্তিবিতানঞ্চ যোগঞ্চ ॥ ৩১

অন্বয়ঃ ।—একমনসঃ (একাগ্রচিত্তস্য পুংসঃ) আনুশ্রবিককর্ম্মণাং (গুরোঃ অনুশ্রূয়ন্তে যঃ সঃ অনুশ্রবঃ বেদঃ, তদ্‌বিহিতং কর্ম্ম আনুশ্রবিকং, তদেব কর্ম্ম যেষাং তেষাং) দেবানাং (দ্যোতনস্বভাবানাং) গুণলিঙ্গানাম্ (ইন্দ্রিয়াণাম্) সত্ত্বে এব (সত্ত্বমূর্ত্তৌ ভগবত্যেব) অনিমিত্তা (কামনারহিতা ; স্বাভাবিকী (অযত্নসিদ্ধা যা বৃত্তিঃ (তদুন্মুখতা) [সা] ভাগবতী (ভগবত্যুচিতা) ভক্তিঃ, সিদ্ধেঃ (মুক্তেরপি) গরীয়সী (শ্রেষ্ঠতরা), যা ভক্তিঃ (নিগীর্ণং ভুক্তদ্রব্যম্) অনলো যথা (জঠরাগ্নিরিব) আশু (শীঘ্রং) কোশং (লিঙ্গদেহং) জরয়তি (বিলীনয়তি) ॥ ৩২।৩৩

মূলানুবাদ ।—ভগবান্ শ্রীকপিল বলিলেন—শ্রীভগবানের প্রতি একাগ্রচিত্ত পুরুষের রূপরসাদি বিষয়গ্রাহী ইন্দ্রিয়বর্গ বেদানুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে একমাত্র শুদ্ধসত্ত্বময় শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহাদের যে নিষ্কাম স্বাভাবিক বৃত্তি, তাহাকেই ভাগবতী ভক্তি বলে। ইহা মুক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; জঠরানল যেমন ভুক্তবস্তুগুলিকে জীর্ণ করে, সেইরূপ ঐ ভক্তিও অবিলম্বে লোকের লিঙ্গশরীরকে জীর্ণ অর্থাৎ লয় করিয়া ফেলে ॥ ৩২।৩৩

শ্রীধরটীকা ।—কাচিৎ ত্বয্যুচিতা ভক্তিরিতি পৃষ্টামুত্তমাং ভক্তিং লক্ষয়তি। গুণা বিষয়া লিঙ্গ্যন্তে জ্ঞায়ন্তে যৈস্তেষাং দেবানাং দ্যোতনাত্মকানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং, তদধিষ্ঠাতৄণাং বা সত্ত্বে সত্ত্বমূর্ত্তৌ হরাবেব যা বৃত্তিঃ, সা ভক্তিঃ সিদ্ধের্মুক্তেরপি গরীয়সীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কথম্ভূতা ? অনিমিত্তা নিষ্কামা, স্বাভাবিকী অযত্নসিদ্ধা। তেষামেবংবিধবৃত্তৌ হেতুমাহ। গুরোরুচ্চারণমনুশ্রূয়তে ইত্যনুশ্রবো বেদঃ, তদ্বিহিতমানুশ্রবিকং, তদেব কর্ম্ম যেষাম্। সত্ত্ব এব একরূপম্ অবিকৃতং মনো যস্য পুংসঃ শুদ্ধসত্ত্বস্যেত্যর্থঃ। মুক্তিশ্চ প্রাসঙ্গিকী ভবত্যেবেত্যাহ—যা ভক্তিঃ কোশং লিঙ্গশরীরং জরয়তি ক্ষপয়তি। স্বপ্রযত্নং বিনৈব সিদ্ধৌ দৃষ্টান্তঃ—নিগীর্ণং ভুক্তমন্নম্ অনলো জাঠরো যথা জরয়তীতি ॥ ৩২।৩৩

অন্বয়ঃ ।—যে ভাগবতাঃ (ভগবদ্‌ভক্তিপরায়ণাঃ) [তে] মৎপাদসেবাভিরতাঃ, মদীহাঃ (মদর্থং ঈহা চেষ্টা যেষাং তে) অন্যোন্যতঃ (পরস্পরং) প্রসজ্য (মিলিত্বা) মম পৌরুষাণি (বলবীর্য্যাদিকানি) সভাজয়ন্তি (অভিনন্দন্তি) [তথাবিধাঃ] কেচিৎ মে একাত্মতাং (সাযুজ্যং) ন স্পৃহয়ন্তি ॥ ৩৪ ॥

পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্যম্ব সন্তঃ প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনানি ।
রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি সাকং বাচং স্পৃহণীয়াং বদন্তি ॥ ৩৫ ॥
তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদার,-বিলাসহাসেক্ষিতবামসূক্তৈঃ ।
হৃতাত্মনো হৃতপ্রাণাংশ্চ ভক্তি-রনিচ্ছতো গতিমণ্বীং প্রযুঙ্‌ক্তে ॥ ৩৬ ॥
অথো বিভূতিং মম মায়য়াচিতা,-মৈশ্বর্য্যমষ্টাঙ্গমনু প্রবৃত্তম্ ।
শ্রিয়ং ভাগবতীং বাঽস্পৃহয়ন্তি ভদ্রাং পরস্য মে তেঽশ্নুবতে তু লোকে ॥৩৭॥

মূলানুবাদঃ—যাঁহারা প্রকৃত ভগবদ্‌ভক্ত, তাঁহারা আমার চরণসেবাতেই অনুরক্ত ; তাঁহারা আমার উদ্দেশ্যেই সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করেন এবং পরস্পর মিলিত হইয়া আমারই প্রভাবের প্রশংসা করিতে থাকেন, কিন্তু কেহই আমার সাযুজ্য (মুক্তি) লাভে অভিলাষী নহেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরটীকা।—ভক্তের্গরিষ্ঠত্বমেবোপপাদয়তি নৈকাত্মতামিতি পঞ্চভিঃ। একাত্মতাং সাযুজ্যমোক্ষম্। মদর্থমীহা ক্রিয়া যেষাং, প্রসজ্য আসক্তিং কৃত্বা। পৌরুষাণি বীর্য্যাণি ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃঃ—[হে] অম্ব ! (মাতঃ !) তে সন্তঃ (ভক্তাঃ) মে (মম) রুচিরাণি (মনোজ্ঞানি) প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনানি (প্রসন্নে বক্ত্রে মুখমণ্ডলে অরুণে পদ্মপলাশপ্রভে লোচনে যেষু তানি) দিব্যানি (অপার্থিবানি) বরপ্রদানি (ভক্তবাঞ্ছিতফলপ্রদানি) রূপাণি পশ্যন্তি, সাকং (তত্তদ্রূপশালিনা ময়া সহ) স্পৃহণীয়াং বাচং বদন্তি, [ভগবতা সহ নিত্যদর্শনালাপনাদিসুখং ভক্তানাং মুক্তেরধিকমিতি ভাবঃ] ॥ ৩৫ ॥

মূলানুবাদ।—মাতঃ ! সেই সকল ভক্তগণ আমার প্রসন্নমুখণ্ডলে পদ্মপলাশনেত্রসম্পন্ন বরপ্রদ নানাবিধ মনোরম দিব্যরূপ দর্শন করিয়া থাকেন এবং আমার সহিত নানাপ্রকার স্পৃহণীয় বাক্যালাপ করিতে সমর্থ হ'ন ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরটীকাঃ—প্রসন্নানি বক্ত্রাণি অরুণানি লোচনানি চ যেষু ; তৈর্মদ্রূপৈঃ সাকং সহ। নিত্যং পরমেশ্বরানুভবসুখং ভক্তাবধিকমিতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃঃ—উদারবিলাসহাসেক্ষিতবামসূক্তৈঃ (বিলাসঃ লীলা, হাসশ্চ হাস্যম্, ঈক্ষিতঞ্চ সপ্রেমাবলোকনং বামং মনোজ্ঞং সূক্তঞ্চ আলপনং, তানি উদারানি বিলাসহাসেক্ষিতবামসূক্তানি যেষু তৈঃ) দর্শনীয়াবয়বৈঃ (দর্শনীয়া নয়নরঞ্জনা অবয়বা মুখাদীন্যঙ্গানি যেষু তৈঃ) তৈঃ (পূর্ব্বোক্তরূপৈঃ) হৃতাত্মনঃ (আকৃষ্টচিত্তান্) হৃতপ্রাণাংশ্চ (তন্ময়ীকৃতেন্দ্রিয়াংশ্চ তান্ ভক্তান্) অনিচ্ছতঃ (মুক্তিমনাকাঙ্ক্ষতোঽপি) ভক্তিঃ (স্বয়মেব) অণ্বীং গতিং (ব্রহ্মানন্দময়ীমবস্থাং) প্রযুঙ্‌ক্তে (প্রাপয়তি) ॥ ৩৬ ॥

মূলানুবাদ।—উদারবিলাস হাস্য, দৃষ্টিপাত ও মনোজ্ঞবাক্যসম্পন্ন সুদৃশ্য অবয়বশালী সেই সকল মূর্ত্তি দ্বারা ভক্তগণের ইন্দ্রিয় ও মন একান্ত আকৃষ্ট হয় : তখন তাহারা মুক্তি ইচ্ছা না করিলেও ভক্তিই তাহাদিগকে ব্রহ্মানন্দ লাভ করাইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরটীকাঃ—আত্মানন্দস্ববশ্যন্তাবীত্যাহ—তৈরিতি। দর্শনীয়া মনোহরা অবয়বা মুখনেত্রাদয়ো যেষু তৈঃ। হৃত আত্মা চিত্তং যেষাং, হৃতা আকৃষ্টাঃ প্রাণাশ্চ ইন্দ্রিয়াণি যেষাং তান্ ভজতঃ অনিচ্ছত ইচ্ছাহীনানপি অণ্বীং গতিং মুক্তিং প্রযুঙ্‌ক্তে প্রাপয়তি। কৈঃ সাধনৈর্হৃতাত্মনঃ ? উদারৈর্বিলাসাদিভিঃ। তত্রবিলাসো লীলা, বামং মনোহরং সূক্তং মধুরভাষণম্ ॥ ৩৬ ॥

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে নঙ্‌ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ॥ ৩৮ ॥
ইমং লোকং তথৈবামুমাত্মানমুভয়ায়িনম্ । আত্মানমনু যে চেহ যে রায়ঃ পশবো গৃহাঃ ॥৩৯॥
বিসৃজ্য সর্ব্বানন্যাংশ্চ মামেবং বিশ্বতোমুখম্ ।
ভজন্ত্যনন্যয়া ভক্ত্যা তান্ মৃত্যোরতিপারয়ে ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ ;—অথো (অবিদ্যানিবৃত্তেঃ পরং) মম মায়য়া (ভক্তসম্বন্ধিন্যা কৃপয়া) আচিতাং (সম্যক্ প্রকটিতাং) বিভূতিং (ভোগসম্পদম্) অনু প্রবৃত্তং (ভক্তিমনু স্বত এব সিদ্ধমপি) অষ্টাঙ্গমৈশ্বর্য্যম্ (অণিমাদ্যষ্টবিধমৈশ্বর্য্যং) ভদ্রাং (পরমমঙ্গলরূপাং) ভাগবতীং শ্রিয়ং বা (বৈকুণ্ঠলোকস্থাং সাক্ষাদ্‌ভগবৎসম্বন্ধিনীং সার্ষ্টিনাম্নীং সমৃদ্ধিঞ্চ) তে (ভক্তাঃ) অস্পৃহয়ন্তি (যদ্যপি ন কাময়ন্তে, তথাপি) পরস্য (পরমেশ্বরস্য) মে (মম) লোকে (বৈকুণ্ঠে) অশ্নুবতে নু (প্রাপ্নুবন্ত্যেব) [যদ্যপি মদ্ভক্তাঃ মৎসেবামেব পরমার্থং মন্বানো নান্যাং কামপি সম্পদং কাময়ন্তে, তথাপি ভক্তবাৎসল্যাদহং স্বয়মেব তেষামখিলবিশিষ্টসম্পৎপ্রাপ্তিং সংঘটয়ামি ইতি ভাবঃ] ॥ ৩৭ ॥

মূলানুবাদ ;—ভক্তগণের অবিদ্যানিবৃত্তির পর যদিও তাহারা আমার কৃপাপ্রদত্ত ভোগসম্পৎ বা ভক্তির ফলে স্বতঃসিদ্ধ অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য এবং বৈকুণ্ঠস্থিত সার্ষ্টি নামক মুক্তিবিশেষ, ইহার কিছুই কামনা করে না, তথাপি আমার বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া উক্ত সমস্তই তাহারা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরটীকা ।—বিভূত্যাদিকন্তু তত্রাধিকমিত্যাহ। অথো অবিদ্যানিবৃত্ত্যনন্তরং, বিভূতিং সত্যলোকাদিগতাং ভোগসম্পত্তিম্, অণিমাদ্যষ্টাঙ্গমৈশ্বর্য্যমনুপ্রবৃত্তং ভক্তিমনু স্বত এব প্রাপ্তমপি, ভাগবতীঞ্চ শ্রিয়ং বৈকুণ্ঠস্থাং সম্পত্তিম্ অস্পৃহয়ন্তি, তে যদ্যপি ন স্পৃহয়ন্তীত্যর্থঃ, তথাপি লোকে বৈকুণ্ঠে অশ্নুবতে তু প্রাপ্নুবন্ত্যেব ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ ;—[ননু স্বর্গাদাবিব লোকত্বাবিশেষাদ্ বৈকুণ্ঠেঽপি ভোক্তৃভোগ্যাদয়ো বিনশ্যেয়ুরিত্যত্রাহ নেত্যাদি] শান্তরূপে (শুদ্ধসত্ত্বময়ে বৈকুণ্ঠে) মৎপরাঃ (মৎপরায়ণা ভক্তাঃ) কর্হিচিৎ (কদাচিদপি) ন নঙ্‌ক্ষ্যন্তি (বিনাশং ভোগ্যহীনতাং বা ন প্রাপ্স্যন্তি) মে (মম) হেতিঃ অনিমিষঃ (কালাত্মকং চক্রং) নো লেঢ়ি (তান্ ন গ্রসতে) যেষাং (ভক্তানাম্) অহম্ আত্মা সুতশ্চ (আত্মস্বরূপপুত্র ইব) প্রিয়ঃ (স্নেহবিষয়ঃ) সখা (সমপ্রাণঃ) গুরুঃ (পূজ্যঃ), সুহৃদঃ (হিতকারী) ইষ্টং দৈবং (বাঞ্ছিতং সৌভাগ্যমিব অভিনন্দনীয়ঃ) ॥ ৩৮ ॥

মূলানুবাদ ;—শুদ্ধসত্ত্বময় বৈকুণ্ঠধামে আমার ভক্তগণ কখনও বিনষ্ট বা ভোগবিচ্যুত হন না। আমি যাহাদের পুত্রের ন্যায় প্রিয়, সখার ন্যায় সমপ্রাণ, গুরুর ন্যায় উপদেষ্টা, সুহৃদের ন্যায় হিতকারী, বাঞ্ছিত সৌভাগ্যের ন্যায় আদরণীয়, আমার কালচক্র তাহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরটীকা ;—নন্বেবং তর্হি লোকত্বাবিশেষাৎ স্বর্গাদিবৎ ভোক্তৃভোগ্যানাং কদাচিৎ বিনাশঃ স্যাৎ ? তত্রাহ হে শান্তরূপে ! যদ্বা শান্তং শুদ্ধং সত্ত্বং তদ্রূপে বৈকুণ্ঠে। মৎপরাঃ কদাচিদপি ন নঙ্‌ক্ষ্যন্তি ভোগহীনা ন ভবন্তি। অনিমিষো মে হেতির্মদীয়ং কালচক্রঞ্চ নো লেঢ়ি তান্ ন গ্রসতি। তত্র হেতু যেষামিতি। সুত ইব স্নেহবিষয়ঃ। সখেব বিশ্বাসাস্পদম্। গুরুরিব উপদেষ্টা। সুহৃদিব হিতকারী। ইষ্টং দৈবমিব পূজ্যঃ। এবং সর্ব্বভাবেন যে মাং ভজন্তি তান্ মদীয়ং কালচক্রং ন গ্রসতীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ ।—ইমং লোকং (বর্ত্তমানসংসারদশাম্) তথৈব অমুং (পরলোকম্) উভয়ায়িনম্ (উভয়ং লোকদ্বয়ম্ অয়তে গচ্ছতি যঃ স উভয়ায়ী লোকদ্বয়ানুবর্ত্তীত্যর্থঃ, তম্) আত্মানম্ (অহংভাবম্) ইহ (সংসারে) যে চ

আত্মানমনু (পুত্রকলত্রাদয়ঃ যে আত্মানং লক্ষ্যীকৃত্য প্রবর্ত্তিতাঃ) যে রায়ঃ (ধনানি) পশবঃ গৃহাশ্চ [তান্] অন্যাংশ্চ (অহঙ্কারবিষয়ান্) সর্ব্বান্ বিসৃজ্য (পরিত্যজ্য) অনন্যয়া (একনিষ্ঠয়া) ভক্ত্যা বিশ্বতোমুখং মাম্ এবং (সর্ব্বতোভাবেন) ভজন্তি তান্ (ভক্তান্) মৃত্যোঃ (সংসারাৎ) অতিপারয়ে (পরমং তারয়ামি) ॥ ৩৯।৪০ ॥

মূলানুবাদ।—ইহকাল, পরকাল, উভয়কালানুবর্ত্তী অহংভাব, পুত্র, কলত্র, ধন, পশু, গৃহ এবং অন্যান্য যাহা কিছু "আমার" বলিয়া মনে হয়, সেই সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক একনিষ্ঠ ভক্তিতে যাহারা আমাকে ভজনা করে, আমি সেই সকল ভক্তদিগকেই সংসার হইতে এরূপ ভাবে চিরদিনের জন্য উদ্ধার করি ॥ ৩৯।৪০ ॥

শ্রীধরটীকা।—এবম্ভূতাস্তু মুক্তিম্ একান্তভক্তেভ্যো দদামীত্যাহ ইমমিতি দ্বাভ্যাম্। উভয়ায়িনং লোকদ্বয়গামিনম্, আত্মানং সোপাধিকম্, আত্মানমনু যে পুত্রকলত্রাদয়ঃ, যে চ পশ্বাদয়ঃ, রায়ো ধনানি ॥৩৯॥ অন্যাংশ্চ পরিগ্রহান্। মৃত্যোঃ সংসারাদতিপারয়ে অতিতারয়ামি ॥ ৪০ ॥

শ্রীভাগবতাম্বভবর্ষিণী।—ভগবান্ শ্রীকপিল মাতা দেবহূতিকে ভক্তিপথ অবলম্বন করিতে উপদেশ করিলে দেবহূতি জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্র! তুমিই ত সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, সুতরাং তোমার প্রতি কি প্রকার ভক্তি করা উচিত, তাহা এমনভাবে লক্ষণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও যে, তদনুসারে ভজনা করিতে পারিলে যেন এই ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া তোমার শ্রীচরণে অক্ষয়স্থান লাভ করা যাইতে পারে। মাতার এরূপ সাধুতর জিজ্ঞাসায় নিতান্ত প্রীত হইয়া কপিল প্রথমতঃ ভক্তির লক্ষণ বর্ণনা করিলেন "দেবানাং গুণলিঙ্গানাম্" ইত্যাদি। ইহার মর্ম্ম এই যে, একাগ্রচিত্তে বেদাদি শাস্ত্রবিহিত গুরুনির্ব্বাচিত প্রণালী অবলম্বনে ইন্দ্রিয়গুলির বৃত্তিকে যদি নিষ্কামভাবে শ্রীভগবানের প্রতি তন্ময় করা যায়, তবে তাহাই ভগবদ্ভক্তি; এইরূপ যে ভক্তি তাহা মুক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কারণ মুক্তিতে যে-অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি, তাহা এই ভক্তিতেও আছে, অধিকন্তু ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের অপার করুণাগুণে ভক্তগণ আরও অনেক প্রকার অপার্থিব আনন্দসম্পৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অবশ্য তাহারা অন্য কোন প্রকার আনন্দ বা ভোগ্যসম্পদ্ কিছুই কামনা করেন না, তাঁহাদের একমাত্র কাম্য শ্রীভগবানের সেবা। "সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥" "আমার ভক্তগণকে আমার সেবা ব্যতিরেকে সালোক্যাদি মুক্তিও যদি চরমফলরূপে দিতে যাওয়া যায়, তবে তাহারা তাহাও গ্রহণ করিবে না।"

ভক্ত নরপতি ভরত একমাত্র ভগবৎসেবার অভিলাষে যৌবন অবস্থাতেই পুত্র, কলত্র, সুহৃৎ, রাজ্য প্রভৃতি অকাতরে ত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং, ভক্তগণের অন্য কিছু কামনা না থাকিলেও ভক্তিপথের এমনই মহিমা যে, যে ভক্ত যে ভাবে ভগবান্‌কে ভজনা করে, সে সেই ভাবেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে, ইহাই তাহার মুখ্যফল। আবার আনুষঙ্গিক ভাবেও অণিমাদি সিদ্ধি, এমন কি ব্রহ্মানন্দ পর্য্যন্তও অনায়াসে বিনা প্রার্থনায় তাহার আয়ত্ত হইয়া থাকে এবং বৈকুণ্ঠধামে শ্রীভগবানের পার্ষদরূপে তাঁহার সেবায় অবিচ্ছিন্ন অধিকারী হইয়া থাকে। মনে হইতে পারে যে, স্বর্গাদিলোকের মত বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়াও আবার বুঝি ভ্রষ্ট হইতে হয়, কিন্তু তাহা নহে; তথা হইতে ভক্তের আর বিচ্যুতির বা ধ্বংসের ভয় নাই। গীতায় শ্রীভগবান্ সুব্যক্ত ভাবে অভয়বাণী ঘোষণা করিয়াছেন—"যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম" "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" "আমার পরম ধামে গমন করিলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না।" "আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না।" অবশ্য এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, ভক্তিপথের এই অনন্যলভ্য ফলপ্রাপ্তি শুধু যেমন তেমন ভক্তিদ্বারা সম্ভবপর নহে। যাঁহারা গীতার সেই "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই উপদেশবাণী সম্পূর্ণ প্রতিপালন করিবেন, তাঁহাদের পক্ষেই ঐরূপ ফলসিদ্ধি। তাই ভগবান্ কপিল এখানে গীতারই প্রতিধ্বনি করিয়া সতর্ক করিয়াছেন যে, "বিসৃজ্য সর্ব্বানন্যাংশ্চ মামেবং বিশ্বতোমুখং। ভজন্ত্যনন্যয়া ভক্ত্যা তান্ মৃত্যোরতিপারয়ে॥" ॥ ২৮—৪০ ॥

নান্যত্র মদ্ভগবতঃ প্রধানপুরুষেশ্বরাৎ । আত্মনঃ সর্ব্বভূতানাং ভয়ং তীব্রং নিবর্ত্ততে ॥৪১॥
মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ । বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ ॥৪২॥
জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযোগেন যোগিনঃ । ক্ষেমায় পাদমূলং মে প্রবিশন্ত্যকুতোভয়ম্ ॥৪৩॥
এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্ ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
কাপিলেয়ে ভক্তিযোগো নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ ।—প্রধানপুরুষেশ্বরাৎ (প্রধানপুরুষাণাং ব্রহ্মাদীনামপি ঈশ্বরাৎ নিয়ন্তুঃ) মদ্ভগবতঃ (অহমেব ভগবান্ মদ্ভগবানিতি রূপককর্ম্মধারয়ঃ, তস্মাৎ, অথবা মদিতি পঞ্চম্যন্তমসমস্তমেব "ভগবত ইত্যস্য বিশেষণম্, উভয়থাপি মদাত্মকাৎ ভগবত ইত্যর্থঃ) অন্যত্র (অন্যস্মাৎ কস্মাদপ্যুপায়াদিত্যর্থঃ) সর্ব্বভূতানাং (সকলপ্রাণিনাম্) আত্মনঃ (অন্তঃকরণাৎ) তীব্রং ভয়ং (জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিপ্রভৃতিভয়ং) ন নিবর্ত্ততে ॥ ৪১ ॥

মূলানুবাদ ।—আমিই সমস্ত প্রধানপুরুষগণের নিয়ন্তা এবং আমিই ভগবান্। আমা ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ে প্রাণিদিগের অন্তঃকরণ হইতে তীব্র জন্মাদি ভয় কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে পারে না ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরটীকা ।—অভক্তানান্ত ন কথঞ্চিদপি মোক্ষ ইত্যাহ—নেতি। মদ্ভগবতোঽন্যত্র ভগবতো মত্তো বিনা। সর্ব্বভূতানামাত্মনঃ। ভগবদাদিবিশেষণত্রয়েণ সামর্থ্যং নিরপেক্ষত্বং হিতকারিত্বঞ্চোক্তম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ ।—অয়ম্ (অনুভূয়মানঃ) বাতঃ (বায়ুঃ) মদ্ভয়াৎ বাতি (প্রবহতে) সূর্য্যঃ মদ্ভয়াৎ তপতি, ইন্দ্রঃ বর্ষতি, অগ্নির্দহতি, মদ্ভয়াৎ মৃত্যুঃ চরতি (প্রাণিষু ধাবতি) [সর্ব্বমেবেদং দিক্‌পালাদয়ঃ সর্ব্বে দেবা অপি মচ্ছাসনভয়াদেব যথাধিকারং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি] ॥ ৪২ ॥

মূলানুবাদ ।—আমারই ভয়ে এই বায়ু প্রবাহিত হয়, আমারই ভয়ে সূর্য্য তাপ প্রদান করে, ইন্দ্র বর্ষণ করে ও অগ্নি দহন করে, (এমন কি) যম পর্য্যন্ত আমার ভয়ে নিজকর্ত্তব্যকার্য্যে ধাবিত হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরটীকা ।—ঐশ্বর্য্যং স্ফুটয়তি মদ্ভয়াদিতি। শ্রুতিশ্চ—ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ ।—যোগিনঃ ক্ষেমায় (আত্যন্তিকমঙ্গলায়) জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযোগেন অকুতোভয়ং (নিখিলভয়াপহং) মে (মম) পাদমূলং প্রবিশন্তি ॥ ৪৩ ॥

মূলানুবাদ ।—যোগিগণ আত্যন্তিক মঙ্গল লাভের জন্য জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিদ্বারা আমারই সর্ব্বভয়হারী পাদমূলে আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধরটীকা ।—মদ্ভজনাদেব মোক্ষ ইত্যত্র সদাচারং প্রমাণয়তি জ্ঞানেতি ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ ।—তীব্রেণ (অতিদৃঢ়েন) ভক্তিযোগেন ময়ি অর্পিতং মনঃ [যদি] স্থিরং [তিষ্ঠতীতি শেষঃ] [তর্হি] এতাবান্ এব (তথাবিধমনঃস্থিরীভাব এব) অস্মিন্ লোকে (ইহ সংসারে) পুংসাং (জীবানাং) নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ (পরমপুরুষার্থপ্রাপ্তিঃ) ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

মূলানুবাদ।—সুদৃঢ় ভক্তিসহকারে আমাতে অর্পিত মন যদি স্থিরভাবে রাখা যায়, তবে ইহসংসারে তাহাই লোকের পরমপুরুষার্থ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ঃ ॥ ২৫

শ্রীধরটীকা। - উপসংহরতি এতাবানিতি। ময়ি অর্পিতং যন্মনঃ স্থিরং ভবতীতি যৎ এতাবানেব ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ইতিপূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীকপিলের নিকট দেবহূতি যখন প্রশ্ন করেন, তখন তিনি যেসকল কথা বলিয়া মনের আবেগ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি কথা ছিল—"জিজ্ঞাসয়া প্রকৃতেঃ পুরুষস্য" "আমি প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছায় তোমার শরণ লইতেছি।" তখন হয়ত তাঁহার মনে ধারণা থাকিতে পারে যে, যে কোনও প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব অবগত হইলেই আমার সকল যাতনা নিবৃত্তি হইবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে; ভক্তিব্যতিরেকে শুধু তত্ত্বানুসন্ধানে ফল হইবে না। যতদিন প্রাণে ভক্তির দৃঢ়তা না আসিবে, ততদিন যত তত্ত্বালোচনাই কর না কেন, প্রাণের সংশয় মিটিবে না, কুটতর্ক, বৃথা কুযুক্তি আসিয়া প্রকৃত পথ হইতে বিরুদ্ধ দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিবে, মন স্থির হইবে না। মনের একাগ্রতাই যোগ, তাহা অবলম্বন করিতে না পারিলে কোন প্রকারেই সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। "নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা। ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥" "একাগ্রচিত্ত হইতে না পারিলে জ্ঞান বা ধ্যান সম্ভবে না, জ্ঞানপূর্ব্বক ধ্যান করিতে না পারিলে শান্তি নাই, শান্তি না হইলে আর সুখ কি?" ফল কথা—ভক্তিযোগ ভিন্ন মনের দ্বৈধ নিবৃত্তি হওয়া সহজ নহে, এইজন্য পূর্ব্বে ভক্তিযোগের উৎকর্ষ বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তন করিয়াও আবার ভক্তিহীনতার দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—"নান্যত্র মদ্‌ভগবতঃ" ইত্যাদি। ভগবান্ শ্রীকপিলের উপদেশের মধ্যে "ভজন্ত্যনন্যয়া ভক্ত্যা" কথাটি শুনিয়া শ্রীদেবহূতি হয়ত ভাবিতে পারেন যে, আমি অন্য কাহারও ভজনা না করিয়া শুধু শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তিমতী হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ কুপিত হইয়া আমার অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন। ইহার সমাধানের জন্যই কপিল অভয় প্রদান করিতেছেন—"মদ্‌ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ম্" ইত্যাদি, অর্থাৎ ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতাগণই আমার শাসনাধীন, সুতরাং তাঁহারা কোন প্রকারেই আমার ভক্তের প্রতিকূলতা করিতে পারিবেন না। উপসংহারেও আবার উপদিষ্ট হইয়াছে—জ্ঞান ও বৈরাগ্য সহযোগে ভক্তিযোগ অবলম্বন করিলে আমার চরণে আশ্রয় পাইবে, তাহা হইলে আর কোনও ভয় থাকিবে না। ভক্তিদ্বারাই শ্রীভগবানের প্রতি মন স্থির হইবে, তাহাতেই জীবের পরমার্থসিদ্ধি সুনিশ্চিত ॥৪১-৪৪॥

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদগোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং শ্রীতারানাথ-শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

তৃতীয় স্কন্ধঃ।

—:*:—

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অথ তে সংপ্রবক্ষ্যামি তত্ত্বানাং লক্ষণং পৃথক্। যদ্বিদিত্বা বিমুচ্যেত পুরুষঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ ॥১॥
জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সার্থায় পুরুষস্যাত্মদর্শনম্। যদাহুর্বর্ণয়ে তৎ তে হৃদয়গ্রন্থিভেদনম্ ॥২॥
অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। প্রত্যগ্‌ধামা স্বয়ংজ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্ ॥

অন্বয়ঃ।—[মাত্রা পৃষ্টেষু ভক্তিজ্ঞানযোগেষু মধ্যে ভক্তিঃ প্রাগুক্তা, সম্প্রতি জ্ঞানং নিরূপয়তি—অথেত্যাদি] অথ (অনন্তরং) তে (তুভ্যং) তত্ত্বানাং (পুরুষাদীনাং পঞ্চবিশতিসঙ্খ্যকানাং) লক্ষণং (স্বরূপং) পৃথক্ (একৈকশঃ) সংপ্রবক্ষ্যামি (সম্যক্ কথয়িষ্যামি) যৎ (তত্ত্বানাং স্বরূপং) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) পুরুষঃ (জীবঃ) প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ (অহঙ্কারাদিভিঃ) বিমুচ্যেত (মুক্তো ভবেৎ) ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ ;—ভগবান্ শ্রীকপিল বলিলেন—অনন্তর আমি পুরুষ প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের স্ব পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বলিব. উহা জ্ঞাত হইলে জীব প্রকৃতির গুণ অর্থাৎ অহঙ্কারাদি হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।১।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ;—

ষড়্‌বিংশে পুংপ্রকৃত্যোস্তু বিবেকায়োপবর্ণ্যতে। সাংখ্যেন সর্ব্বভাবানাং জন্মলক্ষণভেদতঃ ॥
ধাত্রা পুত্রায় যৎ প্রোক্তং ক্ষত্রে মিত্রাসুতেন যৎ। মাত্রে সাংখ্যং তদধ্যাত্মং প্রাধান্যেনাহ তত্ত্ববিৎ।

তত্ত্বাম্নায়ং যৎ প্রবদন্তি সাংখ্যমিত্যত্র সাংখ্যং ভক্তিযোগশ্চেতি ত্রয়মুপক্ষিপ্তম্, তত্র ভক্তিমুক্তা ইদানীং সাংখ্যমাহ—অথেতি ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।—পুরুষস্য (জীবস্য) যৎ আত্মদর্শনম্ (আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপং) জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সার্থায় (মোক্ষনিমিত্তম্) আহুঃ (কথয়ন্তি পণ্ডিতাঃ) হৃদয়গ্রন্থিভেদনং (হৃদয়গ্রন্থেরহঙ্কারস্য ভেদনং নিবর্ত্তকং) তৎ (জ্ঞানং) তে (তুভ্যং) বর্ণয়ে (বর্ণয়ামি) ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ ; -জীবের আত্মদর্শনরূপ যে-জ্ঞান মুক্তির কারণ বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, সেই হৃদয়গ্রন্থিভেদক অর্থাৎ অহঙ্কারনিবর্ত্তক জ্ঞান আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি ॥ ২ ॥

শ্রীধরটীকা।—নন্থ মুক্তিরাত্মজ্ঞানাদেব, ন তু তত্ত্বলক্ষণজ্ঞানাৎ—তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি ইতি শ্রুতেঃ। অত আহ জ্ঞানমিতি। আত্মদর্শনরূপং জ্ঞানম্ অতএব হৃদয়গ্রন্থিভেদনম্ অহঙ্কারনির্বর্ত্তকং, নিঃশ্রেয়স প্রয়োজনায় যদাহুঃ, তৎ তেবর্ণয়ামি। তত্ত্বলক্ষণজ্ঞানাদেব বিবিক্তাত্মজ্ঞানং ভবতীতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ ;—অনাদিঃ (নিত্যঃ) নির্গুণঃ (গুণত্রয়াতীতঃ) প্রত্যগ ধামা (প্রত্যক্ সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্যং ধাম স্ব

স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ । যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া ॥ ৪ ॥
গুণৈর্বিচিত্রাঃ সৃজতীং সরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ । বিলোক্য মুমুহে সদ্যঃ স ইহ জ্ঞানগূহয়া ॥৫ ॥
এবং পরাভিধ্যানেন কর্ত্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্ । কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে ॥ ৬ ॥

যস্য সঃ) স্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশরূপঃ) [অতএব] যেন (আত্মনা) সমাহিতম্ (অধিষ্ঠিতং) বিশ্বং (প্রকাশতে ইতিশেষঃ) [তথাবিধঃ] প্রকৃতেঃ পরঃ (প্রকৃতিসঙ্গরহিতঃ) আত্মা (পরমাত্মৈব) পুরুষঃ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ ।—নিত্য, নির্গুণ, অতীন্দ্রিয়, স্বপ্রকাশ এবং প্রকৃতির সঙ্গবর্জ্জিত যে পরমাত্মা, তিনিই পুরুষ ; তাঁহার সম্পর্কেই বিশ্ব প্রকাশিত হয় ॥ ৩ ॥

শ্রীধরটীকা ঃ—তত্র পুরুষং লক্ষয়তি – অনাদিরিতি। আত্মৈব পুরুষঃ। কোঽসাবাত্মা ? প্রত্যক্ প্রতিলোমং ধাম স্ফূর্ত্তির্যস্য। ক্ষণিকপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি—অনাদিরিতি। সংসারিত্বপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি—প্রকৃতেঃ পরোঽন্যঃ অসঙ্গঃ। জ্ঞানাদিগুণত্বং বারয়তি—নির্গুণঃ। মীমাংসকাদ্যভিমতজ্ঞানবিষয়ত্বং বারয়তি—স্বয়ংজ্যোতিঃ। অনেনৈব প্রভাকরাদিমতং জ্ঞানাধারত্বেন স্ফুরণমপি নিরস্তম্। স্বয়ংজ্যোতিত্বে হেতুঃ—বিশ্বং যেন সমন্বিতং প্রকাশত ইতি শেষঃ। এতৈরেব হেতুভিঃ পুরুষস্য প্রকৃতেঃ পরত্বমপি সিদ্ধম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ ঃ—বিভুঃ (পরমাত্মস্বরূপঃ) স এষঃ (পুরুষঃ) যদৃচ্ছয়ৈব (অকস্মাদেব) উপগতাং (সিসৃক্ষাসময়ে প্রাদুর্ভূতাং) সূক্ষ্মাম্ (অব্যক্তাং) দৈবীং (দেবস্য ভগবত ইয়ং দৈবী, ভগবচ্ছক্তিভূতা তাং) গুণময়ীং (ত্রিগুণাত্মিকাং) প্রকৃতিং লীলয়া অভ্যপদ্যত (ঐক্ষত, “স ঐক্ষত” ইত্যাদিশ্রুতেঃ) ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ ঃ—পরমাত্মস্বরূপ পুরুষ (যখন সৃষ্টিইচ্ছাসম্পন্ন হন, তখন) অকস্মাৎ তাঁহার সম্মুখে প্রাদুর্ভূত সূক্ষ্ম স্বীয় শক্তিস্বরূপ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিকে লীলাবশতঃ অবলোকন করেন ॥ ৪ ॥

শ্রীধরটীকা ।—তত্র চাবরণবিক্ষেপশক্তিভেদেন প্রকৃতির্দ্বিধা। তত্রাবরণশক্ত্যা সৈব জীবোপাধিরবিদ্যা, বিক্ষেপশক্ত্যা সৈব মায়া পারমেশ্বরী। পুরুষশ্চ জীবেশ্বররূপেণ দ্বিবিধঃ। তত্র যঃ প্রকৃত্যবিবেকেন সংসরতি স জীবঃ, যস্ত প্রকৃতিং বশীকৃত্য বিশ্বসৃষ্ট্যাদি করোতি স পরমেশ্বরঃ। তত্র প্রকৃত্যবিবেকেন জীবস্য সংসারপ্রকারমাহ—স এষ ইতি পঞ্চভিঃ। সূক্ষ্মামব্যক্তাং, দৈবীং দেবস্য বিষ্ণোঃ শক্তিং, লীলয়া উপগতাং যদৃচ্ছয়ৈবাভ্যপদ্যত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ ।—গুণৈঃ (সত্ত্বাদিভিঃ পৃথগ্‌ভূতৈঃ) বিচিত্রাঃ (নানাবিধাঃ) স্বরূপাঃ (গুণময়ত্বরূপসামান্যধর্ম্মেণ তুল্যাঃ) প্রজাঃ (কার্য্যাণি) সৃজতীং (জনয়ন্তীং) প্রকৃতিং বিলোক্য সঃ (পুরুষঃ) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) ইহ (সৃষ্টিব্যাপারে) জ্ঞানগূহয়া (জ্ঞানাবরণশক্তিভূতয়া তয়া অবিদ্যাখ্যয়া) মুমুহে (মুগ্ধো বভূব) ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ ।—প্রকৃতি, সত্ত্বাদি বিভিন্ন প্রকার গুণদ্বারা বিভিন্ন প্রকার, অথচ নিজতুল্য গুণময় কার্য্যসমূহ সৃষ্টি করেন ; ইহাই তাঁহার স্বভাব। পুরুষ তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তৎক্ষণাৎ আবরণশক্তিরূপা অবিদ্যার প্রভাবে সৃষ্টিব্যাপারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন ॥ ৫ ॥

শ্রীধরটীকা ।—তস্যা লীলামাহ—গুণৈরিতি। জ্ঞানং গূহতে আবৃণোতীতি জ্ঞানগূহা, তয়া। তথা চ শ্রুতিঃ—অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজা জনয়ন্তীং সরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্য ॥ ইতি। মুমুহে আত্মানং বিস্মৃতবান্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ ঃ—পুমান্ (স পুরুষঃ) এবং (পূর্ব্বোক্তরীত্যা) পরাভিধ্যানেন (প্রকৃত্যাবেশেন, প্রকৃতিরেবাহমিত্যেবং মননেন) প্রকৃতের্গুণৈঃ (মহদাদিভিঃ) কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষু [অপি] আত্মনি (স্বস্মিন্) কর্ত্তৃত্বং মন্যতে (অহমেব সর্ব্বস্য কর্ত্তেত্যেবমভিমানী ভবতি) ॥ ৬ ॥

তদস্য সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতম্ । ভবত্যকর্ত্তুরীশস্য সাক্ষিণো নির্ব্বৃতাত্মনঃ ॥ ৭॥
কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ । ভোক্তৃত্বে সুখদুঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥৮॥

মূলানুবাদ ।—পুরুষ এই ভাবে প্রকৃতিদ্বারা আবিষ্ট অর্থাৎ "আমিই প্রকৃতি" এইরূপ ভাবাপন্ন হইয়া প্রকৃতির গুণ অর্থাৎ মহদাদি দ্বারা অনুষ্ঠিত কার্য্যে নিজের কর্ত্তৃত্ব মনে করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

শ্রীপ্রবরটীকা ।—পরাভিধ্যানং প্রকৃত্যধ্যাসঃ, তেন প্রকৃতৈর্গুণৈঃ কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষু কর্ত্তৃত্বমাত্মনি মন্যতে ॥৬

অন্বয়ঃ ।—ঈশস্য (অপরতন্ত্রস্য) নির্ব্বৃতাত্মনঃ (সুখাত্মকস্য) সাক্ষিণঃ (উদাসীনস্য) অকর্ত্তুঃ (স্বয়ং কিমপ্যকুর্ব্বাণস্য) অস্য (পুরুষস্য) তৎ (কর্ত্তৃত্বমননমেব) বন্ধঃ (কর্ম্মভির্বদ্ধভাবঃ) তৎকৃতঞ্চ (কর্ম্মবন্ধনকৃতঞ্চ) পারতন্ত্র্যং (ভোগাধীনত্বং) [তথৈব চ] সংসৃতিঃ (জন্মমৃত্যুপ্রবাহঃ) ভবতি ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ ।—পুরুষ স্বাধীন, আনন্দময় ; কোন কার্য্যই তিনি স্বয়ং করেন না, কেবল সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন, অথচ ঐ প্রকার কর্ত্তৃত্বাভিমানই তাঁহাকে কর্ম্মদ্বারা আবদ্ধ করে এবং কর্ম্মবন্ধনবশতঃই ভোগাধীনতা উপস্থিত হয়, আর তজ্জন্যই তাঁহাকে সংসার অর্থাৎ জন্মমৃত্যুপ্রবাহ ভোগ করিতে হয় ॥ ৭ ॥

শ্রীপ্রবরটীকা ।—তদিতি কর্ত্তৃত্বমননমেব অস্য পুরুষস্য সাক্ষিমাত্রত্বাৎ অকর্ত্তুরেব সতঃ কর্ম্মভির্বন্ধঃ। ঈশস্যাপরতন্ত্রস্যৈব কর্ম্মবন্ধকৃতং ভোগপারতন্ত্র্যম্। নির্ব্বৃতাত্মনঃ সুখাত্মকস্যৈব সংসৃতিঃ জন্মমৃত্যুপ্রবাহঃ। প্রকৃত্যবিবেককৃতমেতৎ সর্ব্বং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ ।—কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে (ক্যর্য্যং শরীরং, কারণম্ ইন্দ্রিয়ম্, কর্ত্তা দিগ্‌বাতাদিদেবতাবর্গঃ, তেষাং তত্তদ্ভাবপ্রাপ্তৌ) প্রকৃতিং কারণং বিদুঃ (পণ্ডিতাঃ শরীরাদেঃ কার্য্যত্বাদিকং প্রতি প্রকৃতিমেব কারণং জানন্তি) সুখদুঃখানাং (ফলানাং) ভোক্তৃত্বে প্রকৃতেঃ পরং (পৃথগ্‌ভূতং) পুরুষং [কারণং বিদুরিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ]।৮।

মূলানুবাদ ।—দেহ, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতাবর্গের যে যথাক্রমে কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তৃভাব, ইহাতে প্রকৃতিকেই পণ্ডিতগণ কারণ বলিয়া থাকেন, আর সুখদুঃখাদি ফলের ভোক্তৃত্ববিষয়ে প্রকৃতি ব্যতিরিক্ত পুরুষকেই কারণ বলিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

শ্রীপ্রবরটীকা ।—ননু চৈতন্যসামানাধিকরণ্যেনৈব কর্ত্তৃত্বাদিপ্রতীতেস্তস্যৈব তদঙ্গীক্রিয়তাং নেত্যাহ। কার্য্যং শরীরং, কারণমিন্দ্রিয়ং, কর্ত্তা দেবতাবর্গঃ। তদ্ভাবাপত্তৌ পুরুষস্য প্রকৃতিং কারণং বিদুঃ। কূটস্থস্য স্বতো বিকারাভাবাৎ, প্রকৃতিপরিণামভূতদেহাদ্যহঙ্কারকৃতমেব কর্ত্তৃত্বাদিকমিত্যর্থঃ। ভোক্তৃত্বে তু পুরুষং কারণং বিদুরিত্যস্যায়ং ভাবঃ – যদাহঙ্কারগতমেব কার্য্যত্বাদিকং ভোক্তৃত্বঞ্চ, তথাপি বিকারস্য জড়াবসানত্বাদুপাধিপ্রাধান্যং ভোগস্য চিদবসানত্বাৎ উপহিতপ্রাধান্যমিতি ॥ ৮ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—মাতা দেবহূতি যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে যদিও ভক্তিমার্গের বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াই তাঁহাকে কৃতার্থ করা হইয়াছে, তথাপি জ্ঞান-যোগ প্রভৃতিও যে ভক্তি সাপেক্ষ, তাহা পরিস্ফুট করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকপিল আবার জ্ঞানমার্গের বর্ণনা করিতেছেন ও তন্মধ্যে এই ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ে প্রকৃতিপুরুষ সম্বন্ধীয় বিবেক উৎপাদনার্থ পুরুষ প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের লক্ষণাদি নির্ব্বাচনপূর্ব্বক সাঙ্খ্যযোগ বর্ণন করিতেছেন। সাঙ্খ্যাচার্যগণ বলিয়াছেন—"পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র কুত্রাশ্রমে বসন্। জটী মুণ্ডী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥" "পুরুষ প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে যে কোন আশ্রমাবলম্বী হউন না কেন, অবশ্য মুক্ত হইতে পারিবে ইহা নিশ্চিত"। ভগবান্ কপিল সেই সাঙ্খ্যাচার্য্যগণের মূলপথ প্রবর্ত্তক, সুতরাং জননীর প্রশ্নোত্তরে ভক্তির ন্যায় জ্ঞানমার্গের তত্ত্বোপদেশ প্রদান করাও তিনি আবশ্যক বোধ করিয়াছেন।

শ্রীদেবহূতিরুবাচ।

প্রকৃতেঃ পুরুষস্যাপি লক্ষণং পুরুষোত্তম। ব্রূহি কারণয়োরস্য সদসচ্চ যদাত্মকম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যৎ তৎ ত্রিগুণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্। প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহুরবিশেষং বিশেষবৎ ॥১০॥

মতে পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎতত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব, অহঙ্কার, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, এই পঞ্চতন্মাত্র, ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চমহাভূত, চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনঃ, এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। ইহার মধ্যে পুরুষ নিত্য, নির্গুণ, নির্ব্বিকার, স্বপ্রকাশ, চৈতন্যস্বরূপ ; প্রকৃতিও নিত্যা, কিন্তু গুণময়ী, অচেতনা, বিকারশালিনী। এই প্রকৃতির আবরণ ও বিক্ষেপ নামক দুই প্রকার শক্তি আছে ; আবরণশক্তির প্রকটন অবস্থায় তাহাকে অবিদ্যা বলে। এই অবস্থাই পুরুষের চৈতন্যময় স্বরূপটী আবৃত করিয়া অর্থাৎ "অহং" ভাবে ব্যাপ্ত করিয়া তাঁহাকে "জীব" অবস্থায় পরিণত করে ; আর বিক্ষেপশক্তির প্রকটন অবস্থায় প্রকৃতি মায়া নামে ঈশ্বরীয় শক্তিরূপে প্রসিদ্ধ। পুরুষ যে প্রকারে অবিদ্যার আবর্ত্তনে জীবরূপে সংসারবন্ধন ভোগ করে, এইরূপ অনাদি পুরুষ যখন "একোহহং বহুস্যাং" "আমি একাকী আছি, বহু হইব" এইরূপ "সিসৃক্ষা" বৃত্তিসম্পন্ন হন, তখনই জগতের উপাদানস্বরূপ গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতি তাঁহার দৃষ্টিপথে আসিয়া উপস্থিত হন। "স ঐক্ষত" এই শ্রুতিলভ্য "ঈক্ষণ" এইরূপে সংঘটিত হইলে তৎক্ষণাৎ প্রকৃতির সেই আবরণ-শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া পুরুষ নিজেকেই প্রকৃতি বলিয়া ধারণা করেন। এদিকে প্রকৃতি কিন্তু ঐরূপে পুরুষকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহারই চৈতন্যশক্তি বলে ক্রিয়াশীল হইয়া সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকার কার্য্য সৃষ্টি করিতে থাকেন। (এই সৃষ্টিক্রম পূর্ব্বেও বর্ণিত হইয়াছে, পরেও আবার অচিরাৎ বর্ণিত হইবে) পুরুষ স্বভাবতঃ নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় হইলেও প্রকৃতির ভাবে ভাবিত হইয়া তাহারই গুণের দ্বারা সৃষ্টি কার্য্যে স্বয়ং কর্ত্তৃত্বাভিমানী হইয়া থাকেন, এই অভিমানই তাঁহার বদ্ধভাব, ইহাতেই তাঁহার ভোগাধীনতা ও জন্মমৃত্যুর প্রবাহে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত সংঘটিত হয় ॥ ১—৮ ॥

অন্বয়ঃ।—[হে] পুরুষোত্তম! অস্য (বিশ্বস্য) সৎ (স্থূলম্) অসচ্চ (সূক্ষ্মঞ্চ) যদাত্মকং (যৎস্বরূপং) [তস্যাঃ] প্রকৃতেঃ পুরুষস্যাপি কারণয়োঃ (সৃষ্টিমূলীভূতয়োঃ তয়োর্দ্বয়োরপি) লক্ষণং ব্রূহি ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ। শ্রীদেবহূতি বলিলেন—হে পুরুষোত্তম! এই বিশ্বের স্থূল সূক্ষ্ম সকল কার্য্যবস্তুই যাহার স্বরূপ, সেই প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েই বিশ্বসৃষ্টির মূলীভূত কারণ ; সুতরাং ঐ দুইটীরই লক্ষণ বর্ণনা কর ॥ ৯ ॥

শ্রীধরটীকা।—তদেবং সংসারিণং পুরুষং তদ্ধেতুং প্রকৃতিঞ্চ জ্ঞাত্বা ইদানীং জগৎকারণমীশ্বরং তৎপ্রকৃতিঞ্চ পৃচ্ছতি প্রকৃতেরিতি। অস্য বিশ্বস্য সদসচ্চ স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ কার্য্যং যদাত্মকং তয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।—যৎ নিত্যম্ (উৎপত্তিবিনাশশূন্যং) ত্রিগুণং (সত্ত্বাদিগুণত্রয়সমাহাররূপং) তৎ অব্যক্তং প্রধানং প্রকৃতিঞ্চ প্রাহুঃ, (পণ্ডিতাস্তত্তন্নাম্না কথয়ন্তি) [তত্র অব্যক্তত্বে হেতুমাহ] অবিশেষং (গুণত্রয়সাম্যরূপত্বাদনভিব্যক্তস্বরূপং) [প্রধানত্বে হেতুমাহ] সদসদাত্মকং (সন্ সদাতনঃ অথচ অসন্ বিকারী আত্মা স্বরূপং যস্য তৎ, ন কিঞ্চিদন্যদিত্থম্ভূতমস্তীতি সর্ব্ববিলক্ষণত্বাৎ প্রধানমিতি ভাবঃ) [প্রকৃতিত্বে হেতুমাহ] বিশেষবৎ (বিশেষাঃ গুণবৈষম্যনিবন্ধনাঃ মহদাদয়ঃ সন্তি যত্র তৎ, মহদাদীনাং প্রধানস্যৈব কার্য্যত্বাৎ প্রধানং তেষাং প্রকৃতিরিতি বোধ্যম্) ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ।—সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সমবায়রূপ যে নিত্য পদার্থ, তাহাকে অব্যক্ত প্রধান ও প্রকৃতি বলে।

পঞ্চভিঃ পঞ্চভির্ব্রহ্ম চতুর্ভির্দশভিস্তথা। এতচ্চতুর্ব্বিংশতিকং গণং প্রাধানিকং বিদুঃ ॥ ১১ ॥
মহাভূতানি পঞ্চৈব ভূরাপোঽগ্নির্মরুন্নভঃ। তন্মাত্রাণি চ তাবন্তি গন্ধাদীনি মতানি মে ॥ ১২ ॥
ইন্দ্রিয়াণি দশ শ্রোত্রং ত্বগ্ দৃগ্রসননাসিকাঃ। বাক্করৌ চরণৌ মেঢ্রং পায়ুর্দশম উচ্যতে ॥১৩॥
মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিত্যন্তরাত্মকম্। চতুর্দ্ধা লক্ষ্যতে ভেদো বৃত্ত্যা লক্ষণরূপয়া। ১৪ ॥

গুণত্রয়ের সাম্য অবস্থাবশতঃ তাঁহার স্বরূপটী অনভিব্যক্ত, এ জন্য তিনি অব্যক্ত। আর তিনি স্বয়ং বিকার-স্বরূপ নহেন, অথচ নিজে বিকৃত হইয়া মহদাদি কার্য্য সৃষ্টি করেন। এরূপ পদার্থ জগতে আর কেহ নহে, সুতরাং তিনি প্রধান, আর তিনিই মহদাদি তত্ত্বগণের উপাদান, এজন্য প্রকৃতি বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

শ্রীধরটীকা।—তত্র প্রকৃতিং লক্ষয়তি। যৎ প্রধানং তদেব প্রকৃতিং প্রাহুঃ। কিং তৎ প্রধানম্? স্বতোঽবিশেষবৎ বিশেষবৎ বিশেষাণামাশ্রয়ঃ। তর্হি কিং ব্রহ্ম? ন ত্রিগুণম্, কিং মহত্তত্ত্বাদি? ন, অব্যক্তম্ অকার্যম্। কিং কালাদিঃ? ন, সদসদাত্মকং কার্য্যকারণরূপং, কিং জীবঃ প্রকৃতিঃ? ন, নিত্যম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।—পঞ্চভিঃ পঞ্চভিঃ (মহাভূতগতৈঃ পঞ্চভিঃ, তন্মাত্রগতৈশ্চ পঞ্চভিঃ স্বরূপৈঃ) চতুর্ভিঃ (মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাত্মকান্তঃকরণগতৈঃ) তথা দশভিঃ (ইন্দ্রিয়গতৈশ্চ দশভিঃ স্বরূপৈঃ উপলক্ষিতমিতিযাবৎ, সর্ব্বত্র তৃতীয়ায়া উপলক্ষণপরত্বাৎ) এতচ্চতুর্বিংশতিকঃ (এতানি চতুর্বিংশতির্যত্র তং) গণং (তত্ত্বসমূহং) প্রাধানিকং (প্রকৃতি-কার্য্যাত্মকং) ব্রহ্ম বিদুঃ (কার্য্যব্রহ্মতয়া পণ্ডিতাঃ কথয়ন্তি) ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ।—পঞ্চমহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, চতুষ্টয়াত্মক অন্তঃকরণ ও দশ ইন্দ্রিয় এই চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যক পদার্থকে পণ্ডিতগণ প্রকৃতির কার্য্যস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

শ্রীধরটীকা।—অন্যেষাং তত্ত্বানাং লক্ষণং বক্তুং তানি গণয়তি পঞ্চভিরিত্যাদিসংখ্যাভেদেন। এতচ্চতুর্বিংশতিকম্ এতানি চতুর্ব্বিংশতির্যস্মিন্ গণে তং গণং প্রাধানিকং প্রধানকার্য্যাত্মকং ব্রহ্ম বিদুঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।—[পূর্ব্বোক্তানি বিবৃণোতি] ভূঃ (পৃথিবী), আপঃ (জলানি), অগ্নিঃ, মরুৎ (বায়ুঃ), নভঃ (আকাশম্) [ইতি] পঞ্চৈব মহাভূতানি, গন্ধাদীনি (গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাত্মকানি) তন্মাত্রাণি চ তাবন্তি (পঞ্চ) মে (মম) মতানি (সম্মতানি) ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ।—ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, এই পাঁচটী মহাভূত এবং গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, এই পাঁচটী তন্মাত্র বলিয়া আমার অভিমত ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।—শ্রোত্রং (কর্ণেন্দ্রিয়ং), ত্বক্ (চর্ম্ম) দৃগ্রসন-নাসিকাঃ (নেত্রং, জিহ্বা, নাসিকা চ) বাক্ (কথনেন্দ্রিয়ং মুখমিতি যাবৎ) করৌ, চরণৌ, মেঢ্রং (জননেন্দ্রিয়ং) দশমঃ পায়ুঃ (মলত্যাগেন্দ্রিয়ং) উচ্যতে, [এতানি] দশ ইন্দ্রিয়াণি ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা, নাসিকা (এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়), বাক্, হস্ত, পদ, জননেন্দ্রিয় এবং গুহ্য, (এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়), বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—এতদ্বিবৃণোতি মহাভূতানীতি ত্রিভিঃ। তাবন্তি পঞ্চৈব ॥ ১২।১৩ ॥

অন্বয়ঃ।—মনঃ, বুদ্ধিঃ, অহঙ্কারঃ, চিত্তম্, ইতি (চতুষ্টয়ম্) অন্তরাত্মকম্ (অন্তঃকরণস্বরূপং ভবতীতি শেষঃ) লক্ষণরূপয়া বৃত্ত্যা (সংকল্পাদিরূপবিভিন্নস্বরূপয়া বৃত্ত্যা) চতুর্দ্ধা ভেদঃ লক্ষ্যতে ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ।—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, এই চারিটী অন্তঃকরণ ; [অন্তঃকরণ যদিও এক তথাপি] বিভিন্ন প্রকার বৃত্তিবশতঃ এইপ্রকার চতুর্ব্বিধ ভেদ লক্ষিত হয় ॥ ১৪ ॥

এতাবানেব সংখ্যাতো ব্রহ্মণঃ সগুণস্য চ।
সন্নিবেশো ময়া প্রোক্তো যঃ কালঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥ ১৫ ॥

প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকে যতো ভয়ম্। অহঙ্কারবিমূঢ়স্য কর্ত্তুঃ প্রকৃতিমীয়ুষঃ ॥ ১৬
প্রকৃতেগু´ণসাম্যস্য নির্ব্বিশেষস্য মানবি। চেষ্টা যতঃ স ভগবান্ কাল ইত্যুপলক্ষিতঃ ॥ ১৭
অন্তঃ পুরুষরূপেণ কালরূপেণ যো বহিঃ। সমন্বেত্যেষ সত্ত্বানাং ভগবানাত্মমায়য়া ॥১৮ ॥

শ্রীধরটীকা :—অন্তরাত্মকমন্তঃকরণম্। লক্ষণরূপয়া ব্যবচ্ছেদিকয়া ॥ ১৪

অন্বয়ঃ :—সগুণস্য (মহদাদিপরিণামবতঃ) ব্রহ্মণঃ (প্রকৃতে) যঃ. সন্নিবেশঃ (যাদৃশং সংস্থানং) ময়া প্রোক্তঃ (প্রাক্ উল্লিখিতঃ) এতাবানেব সঙ্খ্যাতঃ (পণ্ডিতৈঃ পরিগণিতঃ) যঃ কালঃ (কালাখ্যঃ য পদার্থঃ সঃ) পঞ্চবিংশকঃ (প্রকৃত্যবস্থাবিশেষ ইতি ভাবঃ) ॥ ১৫

মূলানুবাদ :—মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণত প্রকৃতির যে সকল অবস্থা আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিলাম, তাহা পণ্ডিতেরাও সেই ভাবেই গণনা করিয়াছিলেন। আর কাল নামক যে পঞ্চবিংশ পদার্থ, তাহাও এই প্রকৃতিরই অবস্থা বিশেষ ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা : - যাবান্ ময়া প্রোক্তঃ। এতাবানেব সংখ্যাতো গণিতঃ তত্ত্বজ্ঞৈঃ। কালে তু মতদ্বয়মাহ। যঃ কালঃ স পঞ্চবিংশকঃ, অল্পার্থে ক প্রত্যয়ঃ, প্রকৃতেরেবাবস্থাবিশেষ ইত্যর্থঃ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—[কালবিষয়ে মতভেদং বর্ণয়তি] একে (কেচিৎ পুরাবিদঃ) প্রকৃতিম্ ইয়ুষঃ (প্রকৃত্যাবিষ্টস্য) [অতএব] অহঙ্কারবিমূঢ়স্য কর্ত্তুঃ (জীবস্য) যতঃ (কালাৎ) ভয়ং, [তং] কালং পৌরুষং প্রভাবম্ (ঈশ্বরস্যৈব শক্তিবিশেষং) প্রাহুঃ ॥ ১৬

মূলানুবাদ।—অবিদ্যাসমাচ্ছন্ন অহঙ্কারমুগ্ধ জীব যে-কাল হইতে ভয়প্রাপ্ত হয়, এই কাল পদার্থটীকে কেহ ঈশ্বরেরই শক্তিবিশেষ বলিয়া থাকেন ॥ ১৬

শ্রীধরটীকা :—একে তু পৌরুষং পুরুষস্য ঈশ্বরস্য প্রভাবং বিক্রমং কালমাহুঃ। তমেব কালং দ্বেধা লক্ষয়তি। যতো ভয়ং ভবতি। কস্য ? প্রকৃতিমীয়ুষঃ প্রাপ্তস্য, অতএব দেহেঽহঙ্কারেণ বিমূঢ়স্য কর্ত্তুর্জীবস্য। অনেন সংহারকত্বেন লক্ষিতঃ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—[হে] মানবি! (মনুপুত্রি!) নির্ব্বিশেষস্য (ন্যূনাধিকভাবশূন্যস্য) গুণসাম্যস্য (সত্ত্বাদিগুণত্রয়সাম্যরূপায়া ইত্যর্থঃ, প্রকৃতের্বিধেয়বিশেষণমেতৎ) প্রকৃতেঃ যতঃ (যস্মাদ্ভগবতঃ) চেষ্টা (সক্রিয়ভাবঃ) [জায়তে ইতি শেষঃ] স ভগবান্ "কাল" ইতি উপলক্ষিতঃ (কীর্ত্তিতো ভবতি) ॥ ১৭

মূলানুবাদ।—হে মনুপুত্রি! কোনও অংশের ন্যূনতা বা আধিক্য যাহাতে নাই, এইরূপ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাস্বরূপ প্রকৃতি যে-ভগবান্ হইতে ক্রিয়াশীলতা প্রাপ্ত হন, সেই ভগবান্ই "কাল" বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন ॥ ১৭

শ্রীধরটীকা। সৃষ্টিহেতুত্বেন লক্ষয়তি প্রকৃতেরিতি ॥ ১৭

অন্বয়ঃ :—[কোঽসৌ কালরূপো ভগবানিত্যাহ] যঃ সত্ত্বানাং (সর্ব্বপ্রাণিনাম্) অন্তঃ পুরুষরূপেণ (অন্তর্যামিরূপেণ) বহিঃ কালরূপেণ আত্মমায়য়া (স্বীয়মায়াশক্তিবশেন) সমন্বেতি (নিয়ন্তৃ রূপেণ সম্বদ্ধো ভবতি) এষঃ ভগবান্ (কালাখ্য ঈশ্বরঃ) ॥ ১৮

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরন্ময়ম্ ॥ ১৯ ॥
বিশ্বমাত্মগতং ব্যঞ্জন্ কূটস্থো জগদঙ্কুরঃ। স্বতেজসাপিবৎ তীব্রমাত্মপ্রস্বাপনং তমঃ ॥ ২০ ॥
যত্তৎ সত্ত্বগুণং স্বচ্ছং শান্তং ভগবতঃ পদম্। যদাহুর্বাসুদেবাখ্যং চিত্তং তন্মহদাত্মকম্ ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদ।—যিনি নিজ মায়াশক্তিপ্রভাবে প্রাণিবর্গের অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে ও বাহিরে কালরূপে সর্ব্বদা কর্ম্মপথের নিয়ন্তা, তিনিই ঐ কাল নামক ভগবান্ ॥ ১৮

শ্রীধরটীকা।—কোঽসৌ ভগবান্, তমাহ অন্তরিতি। অন্তঃ প্রাণিনাং যঃ পুরুষরূপেণ নিয়ন্তৃত্বেন সম্বন্ধেতি সম্যক্ তদ্বিকাররহিত এবানুস্যূতো বর্ত্ততে, বহিশ্চ কালরূপেণ, এষ ভগবান্। যদা যঃ পুরুষ ইতি প্রসিদ্ধঃ কালঃ স পঞ্চবিংশকঃ। একে তু পুরুষস্য প্রভাবং কালমাহুঃ। প্রভাবস্যৈব লক্ষণং যত ইতি। পুরুষস্যৈব কালত্বে হেতুঃ প্রকৃতেরিতি। উভয়থা বিবক্ষায়াং হেতুঃ অন্তরিতি। শেষং সমানম্। তদেবং প্রকৃতেশ্চতুর্ব্বিংশতিভেদাঃ জীবেশ্বরয়োশ্চৈক্যবিবক্ষা, অতঃ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি ভবন্তি। তয়োর্ভেদবিবক্ষয়া তু ষড়্‌বিংশতির্ভবতি ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—পরঃ পুমান্ (ঈশ্বরঃ) দৈবাৎ (জীবাদৃষ্টবশাৎ) ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং (গুণক্ষোভযুক্তায়াং) স্বস্যাং যোনৌ (বিশ্বোৎপত্তিহেতুভূতায়াং স্বীয়প্রকৃতৌ) বীর্য্যং (চিচ্ছক্তিম্) আধত্ত (সঞ্চারয়ামাস) সা (প্রকৃতিঃ) হিরন্ময়ং (প্রকাশবহুলং) মহত্তত্ত্বং (বুদ্ধিতত্ত্বম্) অসূত (সৃষ্টবতী) ॥ ১৯

মূলানুবাদ।—জীবের অদৃষ্টবশে প্রকৃতির গুণবৈষম্য উপস্থিত হইলে ভগবান্ পরমপুরুষ সেই বিশ্বের হেতুভূত প্রকৃতিতে নিজ চৈতন্যশক্তি সঞ্চারিত করেন, তাহাতে প্রকৃতির সত্ত্বপ্রধান মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি করেন ॥ ১৯

শ্রীধরটীকা।—ইদানীং তত্ত্বানামুৎপত্তিপূর্ব্বকং লক্ষণান্যাহ দৈবাদিত্যাদিনা। এতান্যসংহতোভাঙ্গঃ প্রাক্তনেন গ্রন্থেন। তত্র চিত্তস্যোৎপত্তিপূর্ব্বকং লক্ষণমাহ চতুর্ভিঃ। দৈবাৎ জীবাদৃষ্টাৎ, ক্ষুভিতা ধর্ম্মা গুণা যস্যাঃ। যোনৌ অভিব্যক্তিস্থানে প্রকৃতৌ, বীর্য্যং চিচ্ছক্তিম্। সা প্রকৃতিঃ মহত্তত্ত্বমসূত। মহতঃ স্বরূপমাহ হিরন্ময়ং প্রকাশবহুলম্ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—কূটস্থঃ (লয়বিক্ষেপাদিশূন্যঃ) জগদঙ্কুরঃ (জগৎসৃষ্টিকারী) আত্মগতং (স্বস্মিন্ সূক্ষ্মরূপেণাবস্থিতং) বিশ্বং ব্যঞ্জন্ (প্রকটীকুর্ব্বন্) [মহান্] স্বতেজসা (স্বীয়সত্ত্বগুণমহিম্না) আত্মপ্রস্বাপনং (প্রলয়ে প্রকৃতৌ সবিলীনতাসাধকং) তীব্রং (বিপুলং) তমঃ (তমোগুণম্) অপিবৎ (দূরীকৃতবান্) ॥ ২০

মূলানুবাদ।—লয়-বিক্ষেপাদিশূন্য ও জগতের অঙ্কুরস্বরূপ মহত্তত্ত্ব, নিজের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত এই বিশ্ব প্রকটিত করিয়া স্বীয় সত্ত্বগুণপ্রভাবে প্রলয়কালীন তীব্র তমোগুণকে অপসারিত করিল ॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—বিশ্বমহঙ্কারাদিপ্রপঞ্চম্, আত্মগতং স্বস্মিন্ সূক্ষ্মরূপেণ স্থিতং, ব্যঞ্জন্ প্রকটয়ন্, মহান্ তীব্রং প্রলয়কালীনং তমোঽপিবৎ। কূটস্থঃ লয়বিক্ষেপশূন্যঃ। কথম্ভূতং তমঃ? আত্মানং প্রস্বাপয়তি প্রচ্ছাদয়তীতি তথা, যৎ পূর্ব্বং প্রলয়সময়ে মহান্তং প্রকৃতৌ বিলাপয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ।—যত্তৎ (প্রসিদ্ধং) সত্ত্বগুণং (সত্ত্বমেব প্রধানভূতো গুণো যত্র তৎ সত্ত্বগুণপ্রধানমিতি যাবৎ) স্বচ্ছং (নির্ম্মলং) শান্তং (রাগাদিরহিতং) ভগবতঃ পদম্ (উপলব্ধিস্থানভূতং) যৎ (চিত্তং) বাসুদেবাখ্যং (উপাস্যতয়া বাসুদেবনাম্না প্রসিদ্ধম্) আহুঃ (পণ্ডিতাঃ কথয়ন্তি) তৎ মহদাত্মকং (মহত্তত্ত্বস্যৈব স্বরূপভূতং চিত্তং ভবতীতি শেষঃ) ॥ ২১ ॥

স্বচ্ছত্বমবিকারিত্বং শান্তত্বমিতি চেতসঃ।
বৃত্তিভির্লক্ষণং প্রোক্তং যথাঽপাং প্রকৃতিঃ পরা ॥ ২২ ॥

মূলানুবাদ।—সত্ত্বগুণপ্রধান, নির্ম্মল, রাগাদিরহিত ও সাক্ষাৎকারের যোগ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ যে স্থান তাহাই চিত্ত ; ইহাকেই বিজ্ঞগণ বাসুদেব নামে অভিহিত করেন ; এই চিত্তই মহত্তত্ত্বের স্বরূপ ॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—প্রসঙ্গাচ্চতুর্ব্যূহোপাসনমাহ যত্তদিতি। সর্ব্বাগমপ্রসিদ্ধত্বমাহ—স্বচ্ছং বিশদং, শান্তং রাগাদিরহিতং, ভগবতঃ পদম্ উপলব্ধিস্থানম্, অতএব বাসুদেবাখ্যং যদাহুঃ। অয়মর্থঃ—অধিভূতরূপেণ তস্যৈব মহানিতি সংজ্ঞা, অধ্যাত্মরূপেণ চিত্তমিতি, উপাস্যরূপেণ বাসুদেব ইতি, অধিষ্ঠাতা তু তস্য ক্ষেত্রজ্ঞঃ। এবমহঙ্কারে সঙ্কর্ষণ উপাস্যঃ, রুদ্রোঽধিষ্ঠাতা। মনসি অনিরুদ্ধ উপাস্যঃ চন্দ্রোঽধিষ্ঠাতা। বুদ্ধৌ প্রদ্যুম্ন উপাস্যঃ, ব্রহ্মাধিষ্ঠাতেতি জ্ঞাতব্যম্ ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—অপাং (জলানাং) পরা প্রকৃতিঃ (ক্ষিত্যাদিসংসর্গাৎ পূর্ব্বতনঃ স্বভাবঃ) যথা (মাধুর্য্যস্বচ্ছত্ব-শৈত্যাদিসম্পন্না, তথা) চেতসঃ (চিত্তস্যাপি) বৃত্তিভিঃ (স্বাভাবিকীভিরেব অবস্থাভিঃ) স্বচ্ছত্বম্, অবিকারিত্বং, শান্তত্বমিতি চ লক্ষণং প্রোক্তম্ ॥ ॥ ২২

মূলানুবাদ।—পার্থিবাদি বস্তুর সংসর্গ না হওয়া পর্য্যন্ত জল যেমন স্বভাবতঃই মাধুর্য্য, স্বচ্ছতা ও শৈত্যাদিধর্ম্মসম্পন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ চিত্তেরও স্বাভাবিক অবস্থাতেই স্বচ্ছতা, বিকারশূন্যতা এবং শান্ততা প্রভৃতি তাহার স্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ২২

শ্রীধরটীকা।—স্বচ্ছত্বং ভগবদ্বিম্বগ্রাহিত্বম্। অবিকারিত্বং লয়বিক্ষেপরাহিত্যম্। অপাং প্রকৃতিঃ ফেন-তরঙ্গাদিরহিতাবস্থা পরা ভূমিসংসর্গাৎ প্রাক্তনী, সা যথা মধুরা স্বচ্ছা শান্তা চ তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পার্থিব ভোগৈশ্বর্য্যাদি কিছুই অনাবিল সুখপ্রদ নহে—উহাতে যতই লিপ্ত থাকা যাইবে ততই জন্মমৃত্যুর ধারা পুনঃ পুনঃ ভোগ করিতে হইবে। সংসারের এইরূপ অসারতা উপলব্ধি করিয়া দেবহূতি তাহা হইতে নিস্তার কামনায় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, পূর্ব্ব অধ্যায়েই ভগবান্ শ্রীকপিল ভক্তিযোগ কীর্ত্তন দ্বারা তাহার যোগ্য উত্তর দিয়াছেন। সেই অধ্যায়ের প্রথম ভাগে জ্ঞানযোগের উপযোগী সাঙ্খ্যসিদ্ধান্ত যাহা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেই দেবহূতির সম্যক্ জ্ঞানোদয় হইলেও গীতায় যেমন শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত উপদেশ শ্রবণ করিয়াও অর্জ্জুন অতৃপ্তপ্রাণে—"ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতং" "প্রভো! আবার বল, তোমার বাক্যামৃত আস্বাদনে আমার কিছুতেই পরিতৃপ্তি হইতেছে না" বলিয়া নিবেদন করিয়াছিলেন, এস্থলে দেবহূতিরও অবস্থা সেইরূপ; পুত্ররূপী শ্রীভগবানের মুখনির্গলিত অমূল্য উপদেশাবলী যতই তিনি শ্রবণ করিতেছেন, কিছুতেই তৃপ্তি নাই। এইজন্য প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া অধিক পরিমাণে তদীয় কথামৃত আস্বাদনের সুযোগ করিয়া লইতেছেন। ভগবান্ অন্তর্য্যামী, তিনি মাতার অন্তরের ভাব বুঝিয়া অতি বিস্তৃতভাবে পদার্থতত্ত্বের বিশ্লেষণ আরম্ভ করিয়াছেন। মূলে "পঞ্চভিঃ পঞ্চভির্ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্লোকে যেরূপ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের গণনা দেখান হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত, চতুর্ব্বিধ অন্তঃকরণ ও দশবিধ ইন্দ্রিয় এই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব ; আর ইহার পূর্ব্বতন অমৃত-বর্ষিণীতে যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের গণনা আছে, তাহাতে প্রকৃতি, মহৎ এবং অহঙ্কার এই তিনটিকে চতুর্ব্বিংশতির অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করিয়া পুরুষ সহ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের যে উল্লেখ আছে, ইহাতে কোনও বিরোধাশঙ্কার কারণ নাই ; যেহেতু গণনার যে প্রণালী দেখান হইয়াছে, তাহাতে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চতুষ্টয়াত্মক অন্তঃকরণকে একরূপে গ্রহণ করিয়াছি, তাহাদের ভেদ গ্রহণ করি নাই, একমাত্র মনকেই তত্ত্বরূপে দেখাইয়াছি ; সুতরাং প্রকৃতি, মহৎ ও অহঙ্কারকে তত্ত্বের মধ্যে গ্রহণ করিলেও সঙ্খ্যা অধিক হয় নাই। সাঙ্খ্যকারিকা প্রভৃতি প্রাচীন

মহত্তত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণাদ্ভগবদ্বীর্য্যসম্ভবাৎ । ক্রিয়াশক্তিরহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ সমপদ্যত ॥ ২৩ ॥
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চ যতো ভবঃ । মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ভূতানাং মহতামপি ॥ ২৪ ॥
সহস্রশিরসং সাক্ষাদ্‌যমনন্তং প্রচক্ষতে । সঙ্কর্ষণাখ্যং পুরুষং ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ম্ ॥ ২৫ ॥
কর্ত্তৃত্বং করণত্বঞ্চ কার্য্যত্বঞ্চেতি লক্ষণম্ । শান্তঘোরবিমূঢ়ত্বমিতি বা স্যাদহঙ্কৃতেঃ ॥ ২৬ ॥
বৈকারিকাদ্বিকুর্ব্বাণান্মনস্তত্ত্বমজায়ত । যৎসঙ্কল্পবিকল্পাভ্যাং বর্ত্ততে কামসম্ভবঃ ॥ ২৭ ॥

গ্রন্থেও এইরূপ গণনাই গৃহীত হইয়াছে। এস্থলে প্রকৃত্যাদি তিনটী তিনটী কেন, শুধু প্রকৃতিকে বাদ দিয়া মহৎকে চিত্তরূপে এবং অহঙ্কারকেও অন্তঃকরণের অংশরূপে গ্রহণ করিয়া প্রাধানিক অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে জাত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব গণনা করা হইয়াছে, সুতরাং কোনও বিরোধ নাই। কাল সম্বন্ধে মূলে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্মে ভগবৎশক্তিবিশেষই যে কাল, ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে ॥ ৯—২২

অন্বয়ঃ।—ভগবদ্বীর্য্যসম্ভবাৎ (ভগবত ঈশ্বরস্য বীর্য্যাৎ প্রকৃতিসংক্রামিতচিচ্ছক্তেঃ সম্ভবঃ উৎপত্তির্যস্য তস্মাৎ) বিকুর্ব্বাণাৎ (বিকারং প্রাপ্নুবতঃ) মহত্তত্ত্বাৎ, ক্রিয়াশক্তিঃ (ক্রিয়াসু মনঃপ্রভৃত্যুৎপাদনেষু শক্তির্যস্য সঃ) বৈকারিকঃ (সাত্ত্বিকঃ) তৈজসঃ (রাজসিকঃ) [বৈকারিক তৈজসেতি সংজ্ঞাদ্বয়ং পারিভাষিকং] তামসশ্চ [ইতি] ত্রিবিধঃ অহঙ্কারঃ সমপদ্যত (উৎপন্নোঽভূৎ) যতঃ (অহঙ্কারাৎ) মনসশ্চ ইন্দ্রিয়ঞ্চ মহতাং ভূতানামপি (ক্ষিত্যাদীনাং মহাভূতানামপীত্যর্থঃ) ভবঃ (উৎপত্তির্ভবতীতি শেষঃ) ॥ ২৩।২৪

মূলানুবাদ ঃ—শ্রীভগবানের চিৎশক্তি হইতে সমুৎপন্ন মহত্তত্ত্ব বিকারপ্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কার সৃষ্টি হয় এবং ঐ অহঙ্কার হইতেই মন, ইন্দ্রিয় ও মহাভূত সকল উৎপন্ন হয় ॥ ২৩।২৪

শ্রীধরটীকা।—অহঙ্কারস্যোৎপত্তিপূর্ব্বকং লক্ষণমাহ মহত্তত্ত্বাদিতি চতুর্ভিঃ। ক্রিয়াসু শক্তির্যস্য স ক্রিয়াশক্তিঃ ॥ ২৩ ॥ ত্রৈবিধ্যমাহ বৈকারিক ইতি। তস্য কার্য্যমাহ—যতো যস্মাৎ মনআদীনাং ভব উৎপত্তিঃ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—যম্ (অহঙ্কারং) ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ং সহস্রশিরসং সাক্ষাদনন্তং সঙ্কর্ষণাখ্যং (সঙ্কর্ষণরূপেণোপাস্যং) প্রচক্ষতে (বদন্তি প্রাজ্ঞা ইতি শেষঃ) ॥২৫

মূলানুবাদ ঃ—যে-অহঙ্কারকে পণ্ডিতগণ সঙ্কর্ষণনামক সহস্রমস্তকশালী সাক্ষাৎ অনন্তদেবরূপে উপাস্য পুরুষ বলিয়া থাকেন এবং ঐ সঙ্কর্ষণ অহঙ্কারের কার্য্য ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের স্বরূপ ॥ ২৫

শ্রীধরটীকা ঃ—তস্মিন্নুপাস্যব্যূহমাহ—সহস্রশিরসমিতি ॥ ২৫

অন্বয়ঃ ঃ—কর্ত্তৃত্বং [দেবতারূপেণ] কারণত্বম্ [ইন্দ্রিয়রূপেণ] কার্য্যত্বঞ্চ [ভূতস্বরূপেণ]শান্তঘোরবিমূঢ়ত্বমিতি বা (অহঙ্কারজনকগুণেষু সত্ত্বাংশেন শান্তত্বং, রজোভাগেন ঘোরত্বং, তমোভাগেন চ মূঢ়ত্বমিত্যপি) অহঙ্কৃতেঃ (অহঙ্কারস্য) লক্ষণং (স্বরূপম্) ॥ ২৬

মূলানুবাদ।—[দেবতারূপে] কর্ত্তৃত্ব [ইন্দ্রিয়রূপে] কারণত্ব, [ভূতরূপে] কার্য্যত্ব এবং [কারণীভূত গুণ অনুসারে) শান্তত্ব, ঘোরত্ব ও মূঢ়ত্ব প্রভৃতি এই অহঙ্কারেরই ধর্ম্ম ॥ ২৬

শ্রীধরটীকা।—লক্ষণমাহ কর্ত্তৃত্বমিতি। কর্ত্তৃত্বং দেবতারূপেণ, করণত্বমিন্দ্রিয়রূপেণ, কার্য্যত্বং ভূতরূপেণ, শান্তত্বাদিকন্তু তত্তৎকারণগুণত্রয়রূপেণ ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—বিকুর্ব্বানাৎ (বিকারপ্রাপ্তাৎ) বৈকারিকাৎ (সাত্ত্বিকাহঙ্কারাৎ) মনস্তত্ত্বং (মনোনামকং তত্ত্বং)

যদ্বিদুর্হ্য’নিরুদ্ধাখ্যং হৃষীকাণামধীশ্বরম্। শারদেন্দীবরশ্যামং সংরাধ্যং যোগিভিঃ শনৈঃ ॥ ২৮
তৈজসাত্তু বিকুর্ব্বাণাদ্বুদ্ধিতত্ত্বমভূৎ সতি। দ্রব্যস্ফুরণবিজ্ঞানমিন্দ্রিয়াণামনুগ্রহঃ ॥ ২৯ ॥
সংশয়োহথ বিপর্য্যাসো নিশ্চয়ঃ স্মৃতিরেব চ। স্বাপ ইত্যুচ্যতে বুদ্ধের্লক্ষণং বৃত্তিতঃ পৃথক্ ॥৩০
তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব ক্রিয়াজ্ঞানবিভাগশঃ। প্রাণস্য হি ক্রিয়াশক্তির্বুদ্ধের্বিজ্ঞানশক্তিতা ॥৩১॥

অজায়ত, যৎসঙ্কল্পবিকল্পাভ্যাং (যস্য মনসঃ, সঙ্কল্পঃ চিন্তনং, বিকল্পঃ বিশিষ্টচিন্তনং, তাভ্যাং) কামসম্ভবঃ (কামনানামকবৃত্তেরুদ্ভবঃ ভবতীতি শেষঃ) ॥ ২৭

মূলানুবাদ।—সাত্ত্বিক অহঙ্কার বিকারপ্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে মন উৎপন্ন হয়। এই মনের সংকল্প ও বিকল্প দ্বারা কামনার সৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ২৭

শ্রীপ্রবটীকা।—মনস উৎপত্তিপূর্ব্বকং লক্ষণমাহ বৈকারিকাদিতি দ্বাভ্যাম্। সঙ্কল্পশ্চিন্তনং, বিকল্পো বিশেষচিন্তনম্। যস্য মনসঃ সঙ্কল্পবিকল্পাভ্যাং কামসম্ভবো বর্ত্ততে ইতি কামরূপা বৃত্তির্লক্ষণত্বেনোক্তা, ন তু প্রদ্যুম্নব্যূহোৎপত্তিঃ, তস্য সঙ্কল্পাদিকার্য্যত্বাভাবাৎ। উপাস্যব্যূহস্য চানিরুদ্ধস্যোক্তেঃ ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—যৎ (মনঃ) হৃষীকাণাম্ (ইন্দ্রিয়াণাম্) অনীশ্বরং (নিয়ন্তারং) শারদেন্দীবরশ্যামং (শারদং শরৎকালীনং যৎ ইন্দীবরং নীলপদ্মং তদ্বৎশ্যামং) যোগিভিঃ শনৈঃ সংরাধ্যম্ (উপাস্যং) অনিরুদ্ধাখ্যং বিদুঃ (অনিরুদ্ধেতি নাম্না জানন্তি) ॥ ২৮

মূলানুবাদ।—ইন্দ্রিয়বর্গের নিয়ন্তা মনকেই পণ্ডিতগণ শরৎকালীন নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামলবর্ণ অনিরুদ্ধ নামক উপাস্য দেব বলিয়া থাকেন। যোগিগণ ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারেন ॥ ২৮

শ্রীপ্রবটীকা।—শারদং শরৎকালীনমিন্দীবরং নীলোৎপলং, তদিব শ্যামম্। যচ্ছনৈঃ সংরাধ্যং বশীকর্ত্তুং যোগ্যং, দুগ্রহত্বাৎ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—[হে] সতি! (জননি!) বিকুর্ব্বাণাৎ (বিকারং প্রাপ্নুবতঃ) তৈজসাৎ (রাজসাৎ অহঙ্কারাৎ) দ্রব্যস্ফুরণবিজ্ঞানং (দ্রব্যস্য বস্তুনঃ স্ফুরণাত্মকং যদ্বিজ্ঞানং তৎস্বরূপমিত্যর্থঃ) ইন্দ্রিয়ানামনুগ্রহঃ (ইন্দ্রিয়াণাং বিশিষ্টগ্রাহকস্বরূপং বুদ্ধিতত্ত্বম্) অভূৎ (সঞ্জাতম্) ॥ ২৯

মূলানুবাদ।—মাতঃ! রাজসিক অহঙ্কার বিকারপ্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে বুদ্ধি নামক তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। এই বুদ্ধি, বিষয়ের স্ফুরণরূপ যে বিজ্ঞান, তৎস্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়বর্গের প্রধান অনুগ্রহকারী ॥ ২৯

শ্রীপ্রবটীকা।—বুদ্ধেরুৎপত্তিপূর্ব্বকং লক্ষণমাহ তৈজসাদিতি দ্বাভ্যাম্। হে সতি! দ্রব্যস্ফুরণরূপং বিজ্ঞানমিতি চিত্তব্যাবৃত্ত্যর্থমুক্তম্। ইন্দ্রিয়াণামনুগ্রহ ইতি সবিকল্পকজ্ঞানে, হৃষীকাণামধীশ্বরমিতি যদুক্তং তৎ তু নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানে ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—সংশয়ঃ অথ বিপর্য্যাসঃ (ভ্রমজ্ঞানং) নিশ্চয়ঃ (যথার্থজ্ঞানং) স্মৃতিঃ (স্মরণং) স্বাপ এব চ (নিদ্রা চ) ইতি বৃত্তিতঃ (বৃত্তিভেদাৎ) বুদ্ধেঃ পৃথক্ লক্ষণং (পঞ্চবিধং স্বরূপম্) উচ্যতে ॥ ৩০

মূলানুবাদ।—সংশয়, মিথ্যাজ্ঞান, নিশ্চয়, স্মরণ ও নিদ্রা এই পঞ্চবিধ বৃত্তিভেদে বুদ্ধির লক্ষণও পৃথক্ পৃথক্ পঞ্চবিধ ॥ ৩০

শ্রীপ্রবটীকা।—দ্রব্যস্ফুরণস্যৈব প্রপঞ্চঃ সংশয়াদিঃ। বিপর্য্যাসো মিথ্যাজ্ঞানম্। নিশ্চয়ঃ প্রমাণজ্ঞানম্। স্বাপো নিদ্রা। প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয় ইতি পাতঞ্জলোক্তেঃ ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—ক্রিয়াজ্ঞানবিভাগশঃ (কর্ম্মজ্ঞানভেদাদ্ দ্বিবিধানি) ইন্দ্রিয়ানি তৈজসান্যেব (রাজসিকাহঙ্কারাদেব

তামসাচ্চ বিকুর্ব্বাণাদ্ভগবদ্বীর্য্যচোদিতাৎ । শব্দমাত্রমভূত্তস্মান্নভঃ শ্রোত্রন্তু শব্দগম্ ॥ ৩২ ॥
অর্থাশ্রয়ত্বং শব্দস্য দ্রষ্টুর্লিঙ্গত্বমেব চ । তন্মাত্রত্বঞ্চ নভসো লক্ষণং কবয়ো বিদুঃ ॥ ৩৩ ॥
ভূতানাং ছিদ্রদাতৃত্বং বহিরন্তরমেব চ । প্রাণেন্দ্রিয়াত্মধিষ্ণ্যত্বং নভসো বৃত্তিলক্ষণম্ ॥ ৩৪ ॥

জাতানি) হি (যস্মাৎ) প্রাণস্য ক্রিয়াশক্তিঃ, বুদ্ধেশ্চ বিজ্ঞানশক্তিতা (প্রাণবুদ্ধ্যো রাজসত্বাৎ তদীয়ক্রিয়া-জ্ঞানশক্তিমতাং দ্বিবিধানামপীন্দ্রিয়াণাং রাজসিকত্বস্যৈব যুক্তত্বাৎ), [এতেন জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং বৈকারিকাহঙ্কারজ-তত্বশঙ্কা নিরস্তা] ॥ ৩১

মূলানুবাদ ।—কর্ম্ম ও জ্ঞানভেদে দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়ই রাজসিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন ; যেহেতু প্রাণ রাজসিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, স্থতরাং তদীয় ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন কর্ম্মেন্দ্রিয়গণেরও রাজসিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হওয়া যুক্তিযুক্ত ; আর বুদ্ধি রাজসিক অহঙ্কার হইতে জাত, অতএব বুদ্ধির জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়গণেরও তাহাই হওয়া যুক্তিযুক্ত ॥ ৩১

শ্রীধরটীকা ।—ইন্দ্রিয়াণামুৎপত্তিমাহ —তৈজসানি তৈজসাহঙ্কারাজ্জাতানি । জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং বৈকারিকত্ব-শঙ্কানিবৃত্ত্যর্থমেবকারঃ ! দ্বিবিধান্যপি ইন্দ্রিয়াণি তৈজসান্যেবেত্যন্বয়ঃ । তত্র হেতুঃ প্রাণস্যেতি । হি যস্মাৎ প্রাণস্য ক্রিয়াশক্তিঃ বুদ্ধেশ্চ বিজ্ঞানশক্তিতা । অতঃ প্রাণস্য তৈজসত্বাৎ তদীয়ক্রিয়াশক্তিমতামপি ইন্দ্রিয়াণাং তৈজসত্বং, তথা বুদ্ধেস্তৈজসত্বাৎ তদীয়জ্ঞানশক্তিমতামপি ইন্দ্রিয়াণাং তৈজসত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩১

অন্বয়ঃ ।—ভগবদ্বীর্য্যচোদিতাৎ (ভগবতঃ বীর্য্যেণ কালাখ্যশক্তিবিশেষেণ চোদিতাৎ প্রেরিতাৎ) বিকুর্ব্বাণাৎ তামসাৎ (তামসিকাহঙ্কারাৎ) শব্দমাত্রং (শব্দরূপং তন্মাত্রম্) তস্মাচ্চ (শব্দাৎ) নভঃ (আকাশম্) অভূৎ, শ্রোত্রন্তু (শ্রবণেন্দ্রিয়ঞ্চ) শব্দগং (শব্দসম্বদ্ধম্) [অভূদিত্যন্বয়ঃ] ॥ ৩২

মূলানুবাদ ।—শ্রীভগবানের কাল নামক শক্তির প্রেরণায় তামসিক অহঙ্কার বিকারপ্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে শব্দ এবং শব্দ হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে । পরে শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দের সহিত সম্বদ্ধ হইয়াছে । ৩২

শ্রীধরটীকা ।—তন্মাত্রোৎপত্তিপূর্ব্বকমাকাশাদিমহাভূতোৎপত্তিং তল্লক্ষণঞ্চাহ তামসাদিতি পঞ্চদশভিঃ । শ্রোত্রন্তু শব্দগমিত্যাদিভিঃ বিষয়োৎপত্ত্যনন্তরং তৎসম্বন্ধমাত্রং কথ্যতে, ন তূৎপত্তিঃ, প্রাগেবোৎপন্নত্বাৎ । শব্দং গচ্ছতি প্রাপ্নোতীতি শব্দগম্ ॥ ৩২

অন্বয়ঃ ।—কবয়ঃ (পণ্ডিতাঃ) অর্থাশ্রয়ত্বং (প্রতিপাদকতাসম্বন্ধেন অর্থবত্বং) দ্রষ্টুঃ (ব্যবহিতস্যাপি বক্তুঃ) লিঙ্গত্বমেব চ (জ্ঞাপকত্বমেব চ) নভঃ (আকাশস্য) তন্মাত্রত্বঞ্চ (সূক্ষ্মত্বঞ্চ) শব্দস্য লক্ষণং বিদুঃ (জানন্তি) ॥ ৩৩

মূলানুবাদ ।—অর্থবত্ত্ব, বক্তৃজ্ঞাপকত্ব (অর্থাৎ বক্তা ব্যবধানে থাকিয়া শব্দ উচ্চারণ করিলে শব্দ দ্বারাই বক্তাকে জানা যায়—এই ভাব) এবং আকাশের সূক্ষ্মত্ব, এই কয়েকটীকেই পণ্ডিতগণ শব্দের লক্ষণ বলিয়া থাকেন ॥ ৩৩

শ্রীধরটীকা ।—শব্দস্য লক্ষণমাহ । অর্থাশ্রয়ত্বম্ অর্থবাচকত্বম্ । দ্রষ্টুর্লিঙ্গত্বং কুড্যান্তরিতস্য বক্তুর্জ্ঞাপকত্বং তদুক্তং—লিঙ্গং যদ্দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োরিতি । নভসঃ তন্মাত্রত্বং সূক্ষ্মত্বং শব্দস্য লক্ষণমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ ।—ভূতানাং (প্রাণিনাং) ছিদ্রদাতৃত্বম্ (অবকাশপ্রদত্বং) বহিরন্তরমেব চ (বাহ্যাভ্যন্তরাদিব্যবহার-জনকত্বঞ্চ) প্রাণেন্দ্রিয়াত্মধিষ্ণ্যত্বং (প্রাণানাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ আত্মনঃ অন্তঃকরণস্য চ ধিষ্ণ্যত্বং নাড্যাদিচ্ছিদ্ররূপেণা-শ্রয়ত্বং) নভসঃ (আকাশস্য) বৃত্তিলক্ষণং (বৃত্তিরূপং কার্য্যাত্মকং লক্ষণমিত্যর্থঃ) ॥ ৩৪

নভসঃ শব্দতন্মাত্রাৎ কালগত্যা বিকুর্ব্বতঃ। স্পর্শোঽভবত্ততো বায়ুস্ত্বক্ স্পর্শস্য চ সংগ্রহঃ ॥৩৫॥
মৃদুত্বং কঠিনত্বঞ্চ শৈত্যমুষ্ণত্বমেব চ। এতৎ স্পর্শস্য স্পর্শত্বং তন্মাত্রত্বং নভস্বতঃ ॥৩৬॥
চালনং ব্যূহনং প্রাপ্তির্নেতৃত্বং দ্রব্যশব্দয়োঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামাত্মত্বং বায়োঃ কর্ম্মাভিলক্ষণম্ ॥৩৭॥
বায়োশ্চ স্পর্শতন্মাত্রাদ্রূপং দৈবেরিতাদভূৎ। সমুত্থিতং ততস্তেজশ্চক্ষূ রূপোপলম্ভনম্ ॥৩৮॥

মূলানুবাদ।—প্রাণীদিগের অবকাশপ্রদান, বাহির ও ভিতর বলিয়া ব্যবহার সম্পাদন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের আশ্রয়ত্ব, এই সকল আকাশের কার্য্যস্বরূপ লক্ষণ ॥ ৩৪

শ্রীধরটীকা।—নভোলক্ষণমাহ ভূতানামিতি। ছিদ্রদাতৃত্বমবকাশদাতৃত্বম্। বহিরন্তরব্যবহারাস্পদত্বম্। আত্মা মনঃ। প্রাণাদীনাং ধিষ্ণ্যত্বমাশ্রয়ত্বং নাড্যাদিচ্ছিদ্ররূপেণ। বৃত্তিং কার্য্যমেব লক্ষণং বৃত্তিলক্ষণম্। এবমুত্তরত্রাপি। একেন শ্লোকেন তন্মাত্রমহাভূতয়োরুৎপত্তিঃ, দ্বিতীয়েন তন্মাত্রলক্ষণং, তৃতীয়েন মহাভূতলক্ষণম্ ইত্যনুসন্ধেয়ম্ ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—কালগত্যা (কালাখ্যশক্তিপ্রভাবেন) বিকুর্ব্বতঃ শব্দতন্মাত্রাৎ (শব্দ এব তন্মাত্রং যস্য তস্মাৎ শব্দপরিণামাদিত্যর্থঃ) নভসঃ (আকাশাৎ) স্পর্শঃ অভবৎ, ততঃ (স্পর্শাৎ) স্পর্শস্য সংগ্রহঃ (সম্যক্ গৃহ্যতে অনয়েতি করণে অপ্, ত্বচো বিশেষণত্বেঽপি সংগ্রহশব্দস্য অজহল্লিঙ্গতয়া পুংস্ত্বপ্রয়োগঃ, স্পর্শগ্রাহিকেত তদর্থঃ) ত্বক্ চ [ততোঽভবদিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ] ॥ ৩৫

মূলানুবাদ।—শব্দতন্মাত্রজাত আকাশ কালপ্রভাবে বিকারপ্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে স্পর্শ এবং স্পর্শ হইতে বায়ু ও স্পর্শগ্রাহক ত্বগিন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৩৫

শ্রীধরটীকা।—সা ত্বক্ স্পর্শস্য সংগ্রহঃ সম্যক্ গ্রহণং যয়া, পুংস্ত্বং নিয়তলিঙ্গত্বাৎ। যদ্বা স্পর্শস্য সংগ্রহস্ততো ভবতীতি শেষঃ। শব্দতন্মাত্রাদি তন্মাত্রাণামুত্তরোত্তরান্বয়ার্থমুক্তম্ ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—মৃদুত্বং, কঠিনত্বং, শৈত্যম্, উষ্ণত্বঞ্চ, নভস্বতঃ (বায়োঃ) তন্মাত্রত্বমেব চ (সূক্ষ্মরূপমেব চ) এতৎ (সর্ব্বং) স্পর্শস্য স্পর্শত্বং (স্বরূপলক্ষণমিতি ভাবঃ) ॥ ৩৬

মূলানুবাদ।—মৃদুতা, কাঠিন্য, শীতলতা, উষ্ণতা এবং বায়ুর সূক্ষ্মভাব, এই সকল ধর্ম্মই স্পর্শের স্বরূপ ॥৩৬

শ্রীধরটীকা।—স্পর্শলক্ষণমাহ মৃদুত্বমিতি। স্পর্শত্বং স্বরূপলক্ষণ মত্যর্থঃ। নভস্বতো বায়োস্তন্মাত্রত্বঞ্চ ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—চালনং (বৃক্ষাদেঃ সঞ্চালনং) ব্যূহনং (মেলনং) প্রাপ্তিঃ (সংযোগঃ) দ্রব্যশব্দয়োঃ (গন্ধাদিমতাং দ্রব্যাণাং ঘ্রাণাদিকমিন্দ্রিয়ং প্রতি, শব্দস্য চ শ্রোত্রং প্রতি) নেতৃত্বং (প্রাপকত্বং) সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং (চক্ষুরাদীনাম্) আত্মত্বম্ (উজ্জীবকত্বং) বায়োঃ কর্ম্মাভিলক্ষণং (কর্ম্মরূপং লক্ষণম্) ॥ ৩৭

মূলানুবাদ।—বৃক্ষাদি সঞ্চালন, তৃণাদিকে রাশীকৃত করা, বস্তুর সহিত সংযুক্ত হওয়া, গন্ধস্পর্শাদিযুক্ত দ্রব্যকে নাসিকা, ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অভিমুখে উপস্থাপন করা এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়কে উজ্জীবিত রাখা, এই সকল বায়ুর কার্য্যস্বরূপ লক্ষণ ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—দৈবেরিতাৎ (দেবস্য ভগবতঃ অয়ং কালাখ্যশক্তিবিশেষঃ দৈবঃ, তেন ঈরিতাৎ প্রেরিতাৎ) স্পর্শতন্মাত্রাৎ (স্পর্শ এব তন্মাত্রং যস্য তথাবিধাৎ) বায়োঃ (বিকুর্ব্বাণাদিতি বোধ্যং) রূপম্ অভূৎ (উৎপন্নং) ততঃ (রূপাৎ) তেজঃ রূপোপলম্ভনং (রূপগ্রাহকং) চক্ষুশ্চ সমুত্থিতম্ (সঞ্জাতম্) ॥ ৩৮

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবানের কালশক্তিপ্রভাবে স্পর্শগুণসম্পন্ন বায়ু বিকারপ্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে রূপ এবং রূপ হইতে তেজ ও রূপের গ্রাহক চক্ষুঃ সৃষ্ট হইয়াছে ॥ ৩৮

দ্রব্যাকৃতিত্বং গুণতা ব্যক্তিসংস্থাত্বমেব চ । তেজস্ত্বং তেজসঃ সাধ্বি রূপমাত্রস্য বৃত্তয়ঃ ॥৩৯॥
দ্যোতনং পচনং পানমদনং হিমমর্দ্দনম্ । তেজসো বৃত্তয়স্ত্বেতা শোষণং ক্ষুত্তৃড়েব চ ॥৪০॥
রূপমাত্রাদ্বিকুর্ব্বাণাৎ তেজসো দৈবচোদিতাৎ । রসমাত্রমভূৎ তস্মাদম্ভো জিহ্বা রসগ্রহঃ ॥৪১॥
কষায়ো মধুরস্তিক্তঃ কট্‌বম্ল ইতি নৈকধা । ভৌতিকানাং বিকারেণ রস একো বিভিদ্যতে ॥৪২॥

শ্রীপ্রবটীকা ;—চালনং বৃক্ষশাখাদেঃ । বৃংহনং মেলনং তৃণাদেঃ । প্রাপ্তিঃ সংযোগঃ । দ্রব্যস্য গন্ধবত্ত্বে ঘ্রাণং প্রতি, তথা শৈত্যাদিমতঃ স্পর্শনং প্রতি, শব্দস্য শ্রোত্রং প্রতি, নেতৃত্বম্ । সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামাত্মত্বম্ উপোদ্বলকত্বম্। কর্ম্মণা কার্য্যেণাভিলক্ষণং ভাবে ল্যুট্ । কর্ম্মৈবাভিলক্ষণমিতি বিগ্রহে তু করণে ॥ ৩৭।৩৮

অন্বয়ঃ ।—[হে] সাধ্বি ! (মাতঃ !) দ্রব্যাকৃতিত্বং (দ্রব্যাণামাকারপ্রকাশকত্বং) গুণতা (দ্রব্যাশ্রিতত্বেনৈব প্রতীতিঃ) ব্যক্তিসংস্থাত্বং (স্বাশ্রয়ীভূতদ্রব্যপরিমাণানুসারেণৈব প্রতীয়মানত্বং) তেজসঃ তেজস্ত্বমেব চ (তৈজসতন্মাত্রত্বমেব চ) রূপমাত্রস্য (রূপসামান্যস্য) বৃত্তয়ঃ (স্বরূপভূতানি লক্ষণানি) ॥ ৩৯

মূলানুবাদ ;—মাতঃ! দ্রব্যের মূর্ত্তি প্রকাশ করা, দ্রব্যগত ভাবেই অনুভূত হওয়া, স্বীয় আশ্রয়ের পরিমাণ অনুসারে প্রতীয়মানতা এবং তেজের তন্মাত্রত্ব, এই সকল সাধারণতঃ রূপের স্বরূপ ॥ ৩৯

শ্রীপ্রবটীকা ।—দ্রব্যাকৃতিত্বং দ্রব্যস্যাকারসমর্পকত্বম্ । গুণতা দ্রব্যোপসর্জ্জনতয়া প্রতীতিঃ । শব্দস্য তু স্বাতন্ত্র্যেণৈব প্রতীতিঃ । অপ্রত্যক্ষদ্রব্যস্য স্পর্শাদেরপি স্বাতন্ত্র্যেণৈব প্রতীতিঃ । রূপস্য তু নৈবমিতি তস্যায়ং বিশেষ উক্তঃ । ব্যক্তিসংস্থাত্বং—দ্রব্যস্য যা সংস্থা সন্নিবেশঃ সৈব সংস্থা সন্নিবশো যস্য দ্রব্যপরিমাণতয়া প্রতীতিরিত্যর্থঃ। তেজসস্তেজস্ত্বমসাধারণত্বম্ ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ ।—দ্যোতনং (প্রকাশনং) পচনং (তণ্ডুলাদেঃ বিক্লেদনং) ক্ষুত্তৃট্, (ক্ষুধা তৃষ্ণা চ) [তথা চ] পানম্ অদনঞ্চ হিমমর্দ্দনং (হিমনাশনং) শোষণঞ্চ, এতাঃ তেজসঃ বৃত্তয়ঃ (কার্য্যভূতানি লক্ষণানি) ॥ ৪০

মূলানুবাদ ।—বস্তু প্রকাশ করা, তণ্ডুলাদির বিক্লেদন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও তদনুযায়ী পান, ভোজন, হিমনিবারণ, শুষ্কতা সম্পাদন প্রভৃতিই তেজের বৃত্তি অর্থাৎ স্বরূপ ॥ ৪০

শ্রীপ্রবটীকা ;—দ্যোতনং প্রকাশনম্ । পচনং তণ্ডুলাদেঃ । ক্ষুত্তৃট্ অশনা পিপাসা চ, তদ্দ্বারে পানমদনঞ্চ ॥ ৪০

অন্বয়ঃ ।—দৈবচোদিতাৎ (কালপ্রেরণাধীনাৎ) বিকুর্ব্বাণাৎ রূপমাত্রাৎ (রূপমেব তন্মাত্রং যস্য তথাবিধাৎ) তেজসঃ রসমাত্রং (রসনামকং তন্মাত্রম্) অভূৎ, তস্মাৎ (রসাৎ) অম্ভঃ (জলং) রসগ্রহঃ (রসগ্রাহিকা) জিহ্বা (রসনেন্দ্রিয়ঞ্চ) [অভূদিতি সম্বন্ধঃ] ॥ ৪১

মূলানুবাদ ;—রূপজনিত তেজঃ কালের প্রেরণায় বিকারপ্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে রস উৎপন্ন হয় এবং রস হইতে জল ও রসগ্রাহক রসনেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় ॥ ৪১

শ্রীপ্রবটীকা ;—জিহ্বা রসনেন্দ্রিয়ম্ । রসো গৃহ্যতে অনয়েতি রসগ্রহঃ । যদ্বা রসগ্রহস্ততো ভবতীতি শেষঃ ॥ ৪১

অন্বয়ঃ ;—রসঃ একঃ (মূলতো মধুরমাত্রাত্মকঃ সন্নপি) ভৌতিকানাং (বিভিন্নভূতপ্রধানানাং সংসর্গিদ্রব্যাণাং) বিকারেণ (বিকৃতিবশাৎ) কষায়ঃ, মধুরঃ, তিক্তঃ কট্‌বম্লঃ (কটুসহিত অম্লঃ ইতি মধ্যপদলোপিকর্মধারয়ঃ) [অত্র কষায়াদিভির্লবণোঽপি উপলক্ষিতঃ, তথা হি "রসাঃ ষড়েতে মধুরাম্লতিক্তাঃ ক্ষারঃ কষায়ঃ কটুকোঽপি তদ্বৎ" ইতি শাস্ত্রানুসারেণ ষড়্রসপ্রসিদ্ধিঃ] ইতি নৈকধা (অনেকধা) বিভিদ্যতে ॥ ৪২

ক্লেদনং পিণ্ডনং তৃপ্তিঃ প্রাণনাপ্যায়নোন্দনম্। তাপাপনোদো ভূয়স্ত্বমম্ভসো বৃত্তয়স্ত্বিমাঃ ॥ ৪৩॥
রসমাত্রাদ্বিকুর্ব্বাণাদম্ভসো দৈবচোদিতাৎ। গন্ধমাত্রমভূত্তস্মাৎ পৃথ্বী ঘ্রাণস্তু গন্ধগঃ ॥ ৪৪ ॥
করম্ভপূতিসৌরভ্যশান্তোগ্রাম্লাদিভিঃ পৃথক্। দ্রব্যাবয়ববৈষম্যাদ্গন্ধ একো বিভিদ্যতে ॥ ৪৫ ॥
ভাবনং ব্রহ্মণঃ স্থানং ধারণং সদ্বিশেষণম্। সর্ব্বসত্ত্বগুণোদ্ভেদঃ পৃথিবীবৃত্তিলক্ষণম্ ॥ ৪৬ ॥

মূলানুবাদ।—রস মূলে মাত্র এক (মধুর) হইলেও বিভিন্ন প্রকার ভৌতিক দ্রব্যের বিকারে কষায়, মধুর, তিক্ত, কটু, অম্ল প্রভৃতি অনেক প্রকারে বিভিন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরটীকা।—কষায়াদিষু লবণোঽপি দ্রষ্টব্যঃ। ভৌতিকানাং সংসর্গিদ্রব্যাণাং, য একো মধুর এব সন্ এবমনেকধা ভিদ্যতে স রস ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃঃ—ক্লেদনম্ (আর্দ্রীকরণম্) পিণ্ডনং (মৃত্তিকাদেঃ পিণ্ডীভাবসম্পাদনং) তৃপ্তিঃ, প্রাণনং (জীবনরক্ষণম্) আপ্যায়নং (তৃষাজনিতদুঃখনিবারণম্) উদনং (মৃদুকরণং) তাপাপনোদঃ (সন্তাপদূরীকরণং) ভূয়স্ত্বং (কূপাদিষু উদ্ধৃতেঽপি জলে পুনঃ পরিবৃদ্ধিশীলত্বম্) ইমাঃ (পূর্ব্বোক্তাঃ সর্ব্বাঃ) অম্ভসঃ (জলস্য) বৃত্তয়ঃ (স্বাভাবিকধর্ম্মাঃ) ॥ ৪৩ ॥

মূলানুবাদঃ—আর্দ্র করা, পিণ্ডভাবসম্পাদন করা, জীবনরক্ষা, পিপাসানিবৃত্তি, তৃপ্তিবিধান, মৃদু করা, তাপপ্রশমন ও বৃদ্ধিশীলতা, এই সকল জলের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধরটীকা।-ক্লেদনমার্দ্রীকরণম্। পিণ্ডনং মৃদাদেঃ পিণ্ডীকরণম্। তৃপ্তিঃ তৃপ্তিদাতৃত্বম্। প্রাণনং জীবনম্। আপোময়ঃ প্রাণ ইতি শ্রুতেঃ। আপ্যায়নং তৃড়্‌বৈক্লব্যনিবর্ত্তনম্। উদনং মৃদুকরণম্। ওন্দনমিতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। ভূয়স্ত্বং কূপাদাবুদ্ধৃতস্যাপি পুনঃপুনরুদ্গমঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃঃ—দৈবচোদিতাৎ বিকুর্ব্বানাৎ রসমাত্রাৎ (রসতন্মাত্রজনিতাৎ) অম্ভসঃ (জলাৎ) গন্ধমাত্রং (গন্ধনামকং তন্মাত্রম্) অভূৎ, তস্মাৎ (গন্ধাৎ) পৃথ্বী (ক্ষিতিঃ) গন্ধগঃ (গন্ধগ্রাহকঃ) ঘ্রাণস্তু (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ঞ্চ) [অভূদিতান্বয়ঃ] ॥ ৪৪ ॥

মূলানুবাদঃ—রসতন্মাত্রজনিত জল কালক্রমে বিকারপ্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে গন্ধ নামক তন্মাত্র জন্মে, গন্ধ হইতে ক্ষিতি ও গন্ধের গ্রাহক ঘ্রাণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃঃ—গন্ধঃ একঃ (সন্নপি) দ্রব্যাবয়ববৈষম্যাৎ (সম্বন্ধদ্রব্যাণামুপাদানবৈচিত্র্যাৎ) করম্ভপূতিসৌরভ্যশান্তোদগ্রাম্লাদিভিঃ (করম্ভঃ মিশ্রগন্ধঃ, পূতিঃ দুর্গন্ধঃ সৌরভ্যং কর্পূরাদিগন্ধঃ, শান্তঃ পদ্মাদের্মৃদুগন্ধঃ, উদগ্রঃ লশুনাদেঃ তীব্রগন্ধঃ, ইত্যেবমাদিভিঃ) পৃথক্ বিভিদ্যতে (নানাবিধভেদসম্পন্নো ভবতি ॥ ৪৫ ॥

মূলানুবাদঃ—গন্ধ এক হইলেও তাহার আশ্রয়ীভূত দ্রব্যের উপাদানভেদে তাহা মিশ্রগন্ধ, দুর্গন্ধ, সৌরভ, শান্তগন্ধ, তীব্রগন্ধ প্রভৃতি নানাভাবে বিভিন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধরটীকাঃ—গন্ধগঃ গন্ধং প্রাপ্নোতি ॥ ৪৪ ॥ করম্ভো মিশ্রগন্ধঃ, যথা ব্যঞ্জনাদীনাং হিঙ্গ্বাদিসংস্কারেণ। পূতির্দুর্গন্ধঃ। সৌরভ্যং কর্পূরাদেঃ। উগ্রো লশুনাদেঃ। অম্লস্তিন্তিড়্যাদেঃ। সংসর্গিণাং দ্রব্যাবয়বানাং বৈষম্যাদ্ য এবং বিভিদ্যতে স গন্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃঃ—ব্রহ্মণঃ (ভগবতঃ) ভাবনং (প্রতিমাদিরূপেণ সাকারতাসম্পাদনং) স্থানম্ (ইতরবিলক্ষণতয়াবস্থানসাধনং) ধারণং (জলাদ্যাধারত্বং) সদ্বিশেষণং (সতাকামাশাদীনাং বিশেষণং "নীলমাকাশম্" ইত্যাদি-

নভোগুণবিশেষোঽর্থো যস্য তচ্ছোত্রমুচ্যতে।
বায়োর্গুণবিশেষোঽর্থো যস্য তৎ স্পর্শনং বিদুঃ ॥ ৪৭ ॥
তেজোগুণবিশেষোঽর্থো যস্য তচ্চক্ষুরুচ্যতে।
অম্ভোগুণবিশেষোঽর্থো যস্য তদ্রসনং বিদুঃ।
ভূমের্গুণবিশেষোঽর্থো যস্য স ঘ্রাণ স উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥
পরস্য দৃশ্যতে ধর্ম্মো হ্যপরস্মিন্ সমন্বয়াৎ। অতো বিশেষো ভাবানাং ভূমাবেবোপলভ্যতে ॥৪৯

বিশিষ্টতাব্যবহারসম্পাদনং) সর্ব্বসত্ত্বগুণোদ্ভেদঃ (সর্ব্বেষাং সত্ত্বানাং প্রাণিনাং, তদ্‌গুণানাং স্ত্রীত্বপুংস্ত্বাদীনাঞ্চ উদ্ভেদঃ প্রকটীকরণং) [এতৎ সর্ব্বং] পৃথিবীবৃত্তিলক্ষণং (পৃথিব্যাঃ ক্ষিতেঃ বৃত্তীনাং লক্ষণং স্বরূপম্) ॥ ৪৬ ॥

মূলানুবাদ।—প্রতিমাদি সম্পাদন করিয়া শ্রীভগবানের (কিংবা অন্যান্য উপাস্য দেবতার) সাকারতা প্রকটন, জলাদিকে অপেক্ষা না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান, সকল বস্তুকে ধারণ করা, আকাশ প্রভৃতি নিত্য বস্তুর বিশেষণ হওয়া এবং সমস্ত প্রাণিবর্গের ও তদীয় স্ত্রীত্বপুংস্ত্বাদি গুণের প্রকটন, এই সকল ক্ষিতির স্বাভাবিক ধর্ম্মের স্বরূপ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—ব্রহ্মণো ভাবনং প্রতিমাদিরূপেণ সাকারতাপাদনম্। স্থানং জলাদিবিলক্ষণতয়া আশ্রয়ান্তরনৈরপেক্ষ্যেণ স্থিতিঃ। ধারণং জলাদ্যাধ্যারত্বম্। সতামাকাশাদীনাং বিশেষণমবচ্ছেদকত্বম্। সর্ব্বেষাং সত্ত্বানাং প্রাণিনাং তদ্‌গুণানাঞ্চ পুংস্ত্বাদীনাম্ উদ্ভেদঃ পরিণামবিশেষৈঃ প্রকটীকরণম্ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ।—নভোগুণবিশেষঃ (নভসঃ আকাশস্য গুণবিশেষঃ শব্দঃ) যস্য (ইন্দ্রিয়স্য) অর্থঃ (বিষয়ঃ) তৎ (ইন্দ্রিয়ম্) শ্রোত্রমুচ্যতে, বায়োর্গুণবিশেষঃ (স্পর্শঃ) যস্য অর্থঃ তৎ স্পর্শনং (ত্বগিন্দ্রিয়ং) বিদুঃ (জানন্তি) ॥ ৪৭ ॥

মূলানুবাদ।—আকাশের বিশেষগুণ শব্দ যে-ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভূত হয়, তাহাকে শ্রবণেন্দ্রিয় কহে, আর বায়ুর বিশেষগুণ স্পর্শ যাহা দ্বারা অনুভূত হয়, তাহাকে ত্বক্ ইন্দ্রিয় বুঝিতে হইবে ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ।—তেজোগুণবিশেষঃ (রূপং) যস্য অর্থঃ তৎ (ইন্দ্রিয়ং) চক্ষুঃ উচ্যতে, অম্ভোগুণবিশেষঃ (রসঃ) যস্য অর্থঃ তৎ রসনং (রসনানামকমিন্দ্রিয়ং) বিদুঃ, ভূমেঃ (ক্ষিতেঃ) গুণবিশেষঃ (গন্ধঃ) যস্য অর্থঃ সঃ ঘ্রাণঃ (নাসিকানামকম্ ইন্দ্রিয়ম্) উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

মূলানুবাদ।—তেজের বিশেষগুণ রূপ যাহার বিষয় তাহা চক্ষুঃ, জলের বিশেষগুণ রস যাহার বিষয় তাহা রসনা এবং ক্ষিতির বিশেষ গুণ গন্ধ যাহার বিষয়, তাহা নাসিকা নামে কথিত হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

শ্রীধরটীকা।—শ্রোত্রাদীনাং শব্দাদিগ্রাহকত্বমুক্তং, তেষাঞ্চ লক্ষণং তদেবেত্যাহ পঞ্চভিঃ শ্লোকার্দ্ধৈঃ। নভসো গুণবিশেষঃ শব্দো যস্যার্থো বিষয়ঃ ॥ ৪৭।৪৮ ॥

অন্বয়ঃ।—অপরস্মিন্ (কার্য্যরূপে বায়্বাদৌ) সমন্বয়াৎ (স্ব-স্ব-কারণসম্পর্কাৎ) পরস্য (কারণীভূতস্য আকাশাদেঃ) ধর্ম্মঃ (শব্দাদিঃ) দৃশ্যতে (অনুভূয়তে) অতঃ (অস্মাদ্ধেতোঃ) ভাবানাং (প্রাগুক্তানামাকাশাদিপদার্থানাং) বিশেষঃ (শব্দাদিঃ সর্ব্ব এব) ভূমৌ (ক্ষিতৌ) উপলভ্যতে এব ॥ ৪৯ ॥

মূলানুবাদ।—বায়ু প্রভৃতি কার্য্যবস্তুতে আকাশ প্রভৃতি কারণের সম্পর্কবশতঃ শব্দাদি কারণধর্ম বায়ু প্রভৃতি কার্য্যে অনুভূত হয়, এইজন্য ক্ষিতিতে আকাশাদি সকল ভূতের ধর্ম্মই (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, প্রভৃতি) অনুভূত হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

এতান্যসংহত্য যদা মহদাদীনি সপ্ত বৈ। কালকর্ম্মগুণোপেতো জগদাদিরুপাবিশৎ ॥ ৫০ ॥
ততস্তেনানুবিদ্ধেভ্যো যুক্তেভ্যোঽণ্ডমচেতনম্। উত্থিতং পুরুষো যস্মাদুদতিষ্ঠদসৌ বিরাট্ ॥৫১
এতদণ্ডং বিশেষাখ্যং ক্রমবৃদ্ধৈর্দশোত্তরৈঃ।
তোয়াদিভিঃ পরিবৃতং প্রধানেনাবৃতৈর্বহিঃ।
যত্র লোকবিতানোঽয়ং রূপং ভগবতো হরেঃ ॥ ৫২
হিরণ্ময়াদণ্ডকোষাদুত্থায় সলিলেশয়াৎ।
তমাবিশ্য মহাদেবো বহুধা নির্ব্বিভেদ খম্ ॥ ৫৩

শ্রীধরটীকা।—গুণবিশেষশব্দব্যাবর্ত্তং দর্শয়তি পরস্তেতি। পরস্য কারণস্য ধর্ম্মঃ শব্দাদিঃ, অপরস্মিন্ কার্য্যে বায্বাদৌ, কারণান্বয়াদ্দৃশ্যতে। অতো ভাবানাম্ আকাশাদীনাং বিশেষো গুণঃ সর্ব্বোঽপি শব্দাদিঃ ভূমাবেবোপলভ্যতে চতুর্ণাং তত্রান্বয়াৎ। জলাদিষু যথান্বয়মেব, ন সর্ব্বঃ। আকাশে তু অন্যান্বয়াভাবাৎ এক এব ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—এতানি (পূর্ব্বোল্লিখিতানি) মহদাদীনি সপ্ত (মহান্, অহঙ্কারঃ, পঞ্চভূতানি চেতি সপ্ত) যদা অসংহত্য বৈ (অমিলিত্বা এব স্থিতানীতি শেষঃ) [তদা] জগদাদিঃ (ঈশ্বরঃ) কালকর্ম্মগুণোপেতঃ (কালঃ ক্ষোভকঃ শক্তিবিশেষঃ, কর্ম্ম জীবাদৃষ্টং, গুণঃ প্রকৃতিঃ তৈঃ উপেতঃ সহিতঃ) উপাবিশৎ (তেষু প্রাবিশৎ) ॥ ৫০

মূলানুবাদ—যখন দেখা গেল যে পূর্ব্ববর্ণিত মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চভূত এই সাতটি অমিলিত অবস্থায়ই রহিয়াছে, তখন ঈশ্বর—কাল, অদৃষ্ট ও প্রকৃতিকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৫০

শ্রীধরটীকা।—এবং কারণোৎপত্তিমুক্ত্বা কার্য্যোৎপত্তিমাহ সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। এতানি অসংহত্য অমিলিত্বা যদা স্থিতানি তদা জগদাদিরীশ্বরঃ প্রাবিশৎ। সপ্তেতি চ প্রাধান্যাভিপ্রায়েণোক্তম্, প্রবেশস্তু সর্ব্বেষপি বিবক্ষিত এব ॥ ৫০

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তদনন্তরং) তেন (ঈশ্বরানুপ্রবেশেন) অনুবিদ্ধেভ্যঃ (ক্ষুভিতেভ্যঃ) [অতএব] যুক্তেভ্যঃ (মিলিতেভ্যঃ তত্ত্বেভ্যঃ) অচেতনম্ অণ্ডং (ডিম্ববিশেষঃ) উত্থিতম্ (উৎপন্নং) যস্মাৎ (অণ্ডাৎ) অসৌ বিরাট্ পুরুষঃ উদতিষ্ঠৎ (প্রাদুরভূৎ) ॥ ৫১

মূলানুবাদ—অনন্তর সেই ঈশ্বরানুপ্রবেশে মহদাদি তত্ত্বগণ ক্রিয়াশীল হইয়া পরস্পর মিলিত হইলে তাহা হইতে একটী অচেতন ডিম্ব উৎপন্ন হইল ; সেই ডিম্ব হইতেই বিরাট্ পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ৫১

অন্বয়ঃ।—বহিঃ প্রধানেন (প্রকৃতেরাবরকাংশেন তমসা) আবৃতৈঃ ক্রমবৃদ্ধৈঃ দশোত্তরৈঃ (দশগুণপর্য্যন্তক্রমিকবৃদ্ধিপ্রাপ্তৈঃ) তোয়াদিভিঃ (জলপ্রভৃতিভিঃ) এতৎ (পূর্ব্বোক্তং)) বিশেষাখ্যং (বিশেষনামকম্) অণ্ডং পরিবৃতং (পরিব্যাপ্তমাসীদিতি শেষঃ), যত্র (যস্মিন্নণ্ডে) ভগবতো হরেঃ রূপং (ভগবন্মায়ামূর্ত্তিরূপঃ) অয়ং লোকবিতানঃ (চতুর্দ্দশভুবন-বিস্তারঃ) [তিষ্ঠতীতি শেষঃ] ॥ ৫২

মূলানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত অণ্ডের নাম বিশেষ ; বহির্ভাগে প্রকৃতির আবরণ (তমোগুণ) দ্বারা আবৃত উত্তরোত্তর দশগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জল প্রভৃতি দ্বারা সেই অণ্ডটী পরিবেষ্টিত থাকে। উহাতেই ভগবান্ শ্রীহরির মায়াময় মূর্ত্তিস্বরূপ এই চতুর্দ্দশ ভুবন অবস্থান করে ॥ ৫২

শ্রীধরটীকা।—অনুবিদ্ধেভ্যঃ ক্ষুভিতেভ্যঃ, যস্মাদণ্ডাদসৌ বিরাট্ পুরুষ উদতিষ্ঠৎ ॥ ৫১ ॥ ভগবতো রূপমিতি পুরুষাভেদাভিপ্রায়েণ ॥ ৫২

অন্বয়ঃ।—মহাদেবঃ (মহান্ দেবঃ, সমষ্টিজীবরূপো বিরাট্ পুরুষঃ) সলিলেশয়াৎ (জলমধ্যস্থিতাৎ) হিরণ্ময়াৎ

নিরভিদ্যতাস্য প্রথমং মুখং বাণী ততোঽভবৎ ।
বাণ্যা বহ্নিরথো নাসে প্রাণোতো ঘ্রাণ এতয়োঃ ॥ ৫৪ ॥
ঘ্রাণাদ্বায়ুরভিদ্যেতামক্ষিণী চক্ষুরেতয়োঃ ।
তস্মাৎ সূর্য্যো ন্যভিদ্যেতাং কর্ণৌ শ্রোত্রং ততো দিশঃ ॥ ৫৫ ॥
নির্ব্বিভেদ বিরাজস্ত্বগ্রোমশ্মশ্রাদয়স্ততঃ । তত ওষধয়শ্চাসন্ শিশ্নং নির্ব্বিবিভিদে ততঃ ॥ ৫৬
রেতস্তস্মাদাপ আসন্ নিরভিদ্যত বৈ গুদম্ । গুদাদপানোঽপানাচ্চ মৃত্যুর্লোকভয়ঙ্করঃ ॥ ৫৭

(স্বর্ণময়াৎ) অণ্ডকোষাৎ (অণ্ডরূপাৎ কোষাৎ) উত্থায় (প্রাদুর্ভূয়, ঔদাসীন্যং পরিত্যজ্যেতি যাবৎ) তম্ (অণ্ড-কোষম্) আবিশ্য (অধিষ্ঠায়) বহুধা (বহুপ্রকারং) খং (ছিদ্রং) নির্ব্বিভেদ (পৃথক্ পৃথক্ চকার) ॥ ৫৩

মূলানুবাদ ।—সেই মহান্ বিরাট্ পুরুষ জলমধ্যস্থিত সেই স্বর্ণময় অণ্ড হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া ঔদাসীন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাতে অধিষ্ঠান করতঃ পৃথক্ পৃথক্ বহুপ্রকার ছিদ্র সম্পাদন করিলেন ॥ ৫৩

শ্রীধরটীকা ।—তস্মিন্নধ্যাত্মাদিবিভাগমাহ হিরণ্ময়াদিতি নবভিঃ । উত্থায় ঔদাসীন্যং বিহায় তমাবিশ্য অধিষ্ঠায় । মহাংশ্চাসৌ দেবশ্চ । খং ছিদ্রম্ ॥ ৫৩

অন্বয়ঃ ।—প্রথমম্ অস্য (বিরাজঃ) মুখং নিরভিদ্যত (প্রকটিতমভূৎ) ততঃ (মুখাৎ পরং) বাণী (বাক্) অভবৎ, বাণ্যা [সহ] বহ্নিঃ [অভবদিতি সম্বন্ধঃ] অথো (অনন্তরং) নাসে (নাসিকাবিবরদ্বয়ম্), [এতয়োঃ] (নাসয়োঃ) প্রাণোতঃ (প্রাণেন সহিতঃ) ঘ্রাণঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ম্) [অভবদিত্যন্বয়ঃ] ॥ ৫৪

মূলানুবাদ ।—প্রথমতঃ বিরাট্ পুরুষের মুখ প্রকটিত হইল ; তাহার পর বাক্য, বাক্যের সহিত বহ্নি, অনন্তর নাসিকাযুগল এবং তাহা হইতে প্রাণবায়ু সহ ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রকটিত হইল ॥ ৫৪

শ্রীধরটীকা ।—বাণ্যা সহ বহ্নিরভবৎ প্রাবিশৎ । নাসে নিরভিদ্যেতাম্ । প্রাণোতঃ প্রাণেন উতঃ স্যূতঃ সন্ ঘ্রাণ এতয়োর্নাসিকয়োরভবদিত্যনুষঙ্গঃ ॥ ৫৪

অন্বয়ঃ ।—ঘ্রাণাৎ (পরং) বায়ুঃ (প্রাণবিশিষ্টঃ) [অভবদিতি সম্বন্ধঃ] অক্ষিণী (নয়নগোলকদ্বয়ং) অভিদ্যেতাম্ (উৎপন্নে) এতয়োঃ (নয়নগোলকয়োঃ) চক্ষুঃ (প্রাণবিশিষ্টং সৎ উৎপন্নং) তস্মাৎ (চক্ষুষঃ) সূর্য্যঃ কর্ণৌ (কর্ণগোলকদ্বয়ং) ন্যভিদ্যেতাং (সঞ্জাতৌ) ততঃ (কর্ণগোলকাভ্যাং) শ্রোত্রং (শ্রবণেন্দ্রিয়ং) ততঃ (অনন্তরং) দিশঃ (দিক্সমূহাঃ,) [অভবন্নিতি শেষঃ] ॥ ৫৫

মূলানুবাদ ।—ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পর বায়ু, অতঃপর নেত্রগোলক এবং তাহাতে চক্ষুঃ ইন্দ্রিয়, চক্ষুঃ হইতে সূর্য্য, অনন্তর কর্ণদ্বয়, তাহা হইতে শ্রবণেন্দ্রিয় এবং দিক্ সকল প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ৫৫

শ্রীধরটীকা ।—ঘ্রাণাদনন্তরং বায়ুশ্চ । প্রাণোত ইতি বিশেষণং সর্ব্বেন্দ্রিয়েষ্বপি দ্রষ্টব্যম্ । ন্যভিদ্যেতাং অন্বভিদ্যেতামিতি পাঠদ্বয়েঽপ্যেক এবার্থঃ । ততো দিশঃ প্রাবিশন্ ॥ ৫৫

অন্বয়ঃ ।—ততঃ (তদনন্তরং) বিরাজঃ (সমষ্টিজীবরূপস্য বিরাট্পুরুষস্য) ত্বক্ (চর্ম্ম) নির্ব্বিভেদ, ততঃ (অনন্তরং) রোমশ্মশ্রাদয়ঃ ওষধয়শ্চ (ফলপাকান্তা ধান্যাদয়শ্চ) আসন্ (উৎপন্না বভূবুঃ) ততঃ (পরং) শিশ্নং (জননেন্দ্রিয়ং) নির্ব্বিভিদে (সমুৎপন্নম্) ॥ ৫৬

মূলানুবাদ ।—অনন্তর বিরাট্ পুরুষের চর্ম্ম ও রোম, শ্মশ্রু, কেশ প্রভৃতি প্রকাশিত হইল। তারপর ওষধি (যাহাদের ফল পাকিলেই নাশ হয়, যেমন ধান্যাদি) উৎপন্ন হইল ; পরে জননেন্দ্রিয় প্রকটিত হইল। ৫৬

হস্তৌ চ নিরভিদ্যেতাং বলং তাভ্যাং ততঃ স্বরাট্।
পাদৌ চ নিরভিদ্যেতাং গতিস্তাভ্যাং ততো হরিঃ ॥ ৫৮ ॥
নাড্যোঽস্য নিরভিদ্যন্ত তাভ্যো লোহিতমাভৃতম্।
নদ্যস্ততঃ সমভবন্নুদরং নিরভিদ্যত ॥ ৫৯ ॥
ক্ষুৎপিপাসে ততঃ স্যাতাং সমুদ্রস্ত্বেতয়োরভূৎ।
অথাস্য হৃদয়ং ভিন্নং হৃদয়ান্মন উত্থিতম্ ॥ ৬০ ॥
মনসশ্চন্দ্রমা জাতো বুদ্ধির্বুদ্ধের্গিরাংপতিঃ। অহঙ্কারস্ততো রুদ্রশ্চিত্তং চৈত্ত্যস্ততোঽভবৎ ॥৬১॥

অন্বয়ঃ।—তস্মাৎ (জননেন্দ্রিয়াৎ) রেতঃ (শুক্রং) [ততঃ] আপঃ (জলানি) আসন্, গুদঃ (মলদ্বারং) বৈ নিরভিদ্যত, গুদাৎ অপানঃ (অধোবায়ুঃ) অপানাচ্চ লোকভয়ঙ্করঃ মৃত্যুঃ [নিরভিদ্যতেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ] ॥ ৫৭

মূলানুবাদ।—শিশ্নদেশ হইতে শুক্র উৎপন্ন হইল, অনন্তর জল হইল, পরে পায়ু (মলদ্বার) প্রকটিত হইল, তাহা হইতে অপান বায়ু এবং অপান বায়ু হইতে সর্ব্বলোকের ভয়জনক মৃত্যু প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ৫৭

অন্বয়ঃ।—হস্তৌ চ নিরভিদ্যেতাং (প্রাদুর্ভূতৌ), তাভ্যাং (হস্তাভ্যাং) বলং, ততঃ (অনন্তরং) স্বরাট্ (ইন্দ্রঃ), পাদৌ চ (চরণৌ চ) নিরভিদ্যেতাং তাভ্যাং (চরণাভ্যাং) গতিঃ, ততঃ (অতঃপরং) হরিঃ (তদাবেশাবতারো দেবতাবিশেষ ইতি ক্রমসন্দর্ভঃ) [নিরভিদ্যতেতি শেষঃ] ॥ ৫৮

মূলানুবাদ।—অনন্তর বিরাট্ পুরুষের হস্তদ্বয় প্রকটিত হইল, তাহা হইতে বল প্রকাশিত হইল, অনন্তর ইন্দ্র আবির্ভূত হইলেন, তাহার পর বিরাট্ পুরুষের চরণদ্বয়, তাহা হইতে গতি ও পরে বিষ্ণু (বিষ্ণুকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত দেবতাবিশেষ) আবির্ভূত হইলেন ॥ ৫৮

অন্বয়ঃ।—অস্য (বিরাজঃ) নাড্যঃ (নাড়ীসমূহাঃ) নিরভিদ্যন্ত, তাভ্যঃ (নাড়ীভ্যঃ) লোহিতং (শোণিতম্) আভৃতং (জাতং) ততঃ (অনন্তরং) নদ্যঃ সমভবন্, উদরং নিরভিদ্যত ॥ ৫৯

মূলানুবাদ।—অতঃপর বিরাট্ পুরুষের নাড়ী সমূহ প্রকটিত হইল, তাহা হইতে শোণিত উৎপন্ন হইল, পরে নদী সকল সৃষ্টি হইল, অনন্তর তাঁহার উদর প্রকাশিত হইল ॥ ৫৯

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তদনন্তরং) ক্ষুৎপিপাসে (ক্ষুধা পিপাসা চ) স্যাতাং (বিধিলিঙ্ প্রয়োগ আর্ষঃ; সঞ্জাতে ইতি তদর্থঃ) এতয়োঃ (ক্ষুৎপিপাসয়োঃ) সমুদ্রস্তু (তু ইতি বাক্যালঙ্কারে) অভূৎ, অথ (অনন্তরম্) অস্য (বিরাজঃ) হৃদয়ং ভিন্নং (প্রকটিতং) হৃদয়াৎ মনঃ উত্থিতং (প্রাদুর্ভূতম্) ॥ ৬০

মূলানুবাদ।—অনন্তর তাঁহার ক্ষুধা ও পিপাসা সৃষ্টি হইল, তাহা হইতে সমুদ্র হইল, পরে তাঁহার হৃদয় প্রকটিত হইল, তাহা হইতে মন উৎপন্ন হইল ॥ ৫০

শ্রীধরটীকা।—আদিশব্দেন কেশাঃ ॥ ৫৬।৫৭ ॥ স্বরাড়িন্দ্রঃ, হরির্বিষ্ণুঃ ॥ ৫৮ ॥ আভৃতং জাতম্ ॥ ৫৯।৬০ ॥

অন্বয়ঃ।—মনসঃ চন্দ্রমাঃ জাতঃ, বুদ্ধিঃ (জ্ঞানঞ্চ মনসো জাতমিতি বোধ্যং) বুদ্ধেঃ গিরাংপতিঃ (ব্রহ্মা) [প্রাদুর্ভূত ইতি শেষঃ], ততঃ (অনন্তরম্) অহঙ্কারঃ, ততঃ (তস্মাদহঙ্কারাৎ) রুদ্রঃ [প্রাদুর্ভূতঃ] ততঃ চিত্তং, ততশ্চ চৈত্ত্যঃ (হিরণ্যগর্ভান্তর্য্যামী প্রদ্যুম্নস্বরূপ ঈশ্বরঃ) অভবৎ ॥ ৬১

মূলানুবাদ।—মন হইতে চন্দ্র, অতঃপর বুদ্ধি, তাহা হইতে ব্রহ্মা, অনন্তর অহঙ্কার, তাহা হইতে রুদ্র, অতঃপর চিত্ত ও তাহা হইতে হিরণ্যগর্ভের অন্তর্য্যামী প্রদ্যুম্ন নামক দেবতা আবির্ভূত হইলেন ॥ ৬১

শ্রীধরটীকা।—বুদ্ধ্যাদিষু হৃদয়মেবাধিষ্ঠানম্। গিরাংপতির্ব্রহ্মা। চৈত্ত্যঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ॥ ৬১

এতে হ্যভ্যুত্থিতা দেবা নৈবাস্যোত্থাপনেঽশকন্ ।
পুনরাবিবিশুঃ খানি তমুত্থাপয়িতুং ক্রমাৎ ॥ ৬২ ॥
বহ্নির্ব্বাচা মুখং ভেজে নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ।
ঘ্রাণেন নাসিকে বায়ুর্নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥ ৬৩ ॥
অক্ষিণী চক্ষুষাদিত্যো নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ।
শ্রোত্রেণ কর্ণৌ চ দিশো নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥ ৬৪
ত্বচং রোমভিরোষধ্যো নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ।
রেতসা শিশ্নমাপস্তু নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥ ৬৫
গুদং মৃত্যুরপানেন নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ।
হস্তাবিন্দ্রো বলেনৈব নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥ ৬৬

অন্বয়ঃ—এতে দেবাঃ অভ্যুত্থিতাঃ (প্রাদুর্ভূতাঃ সন্তোঽপি) অস্য (বিরাজঃ) উত্থাপনে (সলিলাৎ বহিঃ কর্ম্মপ্রবর্ত্তনে) নৈব অশকন্ (ন সমর্থা বভূবুঃ) [অতঃ] তং (বিরাজম্) উত্থাপয়িতুং পুনঃ ক্রমাৎ (প্রাদুর্ভাব-ক্রমানুসারেণ) খানি (স্ব-স্ব-প্রকটরন্ধ্রাণি) আবিবিশুঃ (প্রবিষ্টবন্তঃ) ॥ ৬২

মূলানুবাদ।—ঐ সকল দেবতাগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াও বিরাট্ পুরুষকে জলের বহির্ভাগে কর্ম্মে প্রবর্ত্তি করিতে সমর্থ হইলেন না ; সুতরাং তাঁহাকে উত্থাপিত (বহিঃপ্রদেশে কর্ম্মপ্রবৃত্ত) করিবার জন্য দেবগ ক্রমানুসারে আবার স্ব স্ব প্রাদুর্ভাব-স্থানে প্রবেশ করিলেন ॥ ৬২

অন্বয়ঃ—বহ্নিঃ বাচা (বাগিন্দ্রিয়েণ) মুখং ভেজে (প্রবিষ্টবান্) তদা (তস্মিন্নপি সময়ে) বিরাট্ ন উদ্‌তিষ্ঠৎ, বায়ুঃ ঘ্রাণেন (ঘ্রাণেন্দ্রিয়েণ) নাসিকে (নাসারন্ধ্রদ্বয়ং) [ভেজে ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ, এবং সর্ব্বত্র] তদা বিরাট্ ন উদতিষ্ঠৎ ॥ ৬৩

মূলানুবাদ।—বহ্নি বাগিন্দ্রিয় দ্বারা মুখে প্রবেশ করিলেন, তাহাতেও বিরাট্ উঠিলেন না। বায়ু ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা নাসিকাবিবরে প্রবেশ করিলেন, তাহাতেও বিরাট্ উঠিলেন না। ॥ ৬৩

অন্বয়ঃ—আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) চক্ষুষা (ইন্দ্রিয়েণ) অক্ষিণী (নেত্রগোলকদ্বয়ং) [ভেজে ইত্যন্বয়ঃ] তদা বিরাট্ ন উদতিষ্ঠৎ, দিশশ্চ শ্রোত্রেণ কর্ণৌ [ভেজিরে] তদা বিরাট্ ন উদতিষ্ঠৎ ॥ ৬৪

মূলানুবাদ।—সূর্য্য চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা নেত্রগোলকে প্রবেশ করিলেন, তথাপি বিরাট্ উঠিলেন না এবং দিক্ সকল শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ণবিবরে প্রবেশ করিলেন, তাহাতেও তিনি উঠিলেন না ॥ ৬৪

অন্বয়ঃ।—ওষধ্যঃ (ফলপাকান্তাঃ) রোমভিঃ ত্বচং [ভেজে] তদা বিরাট্ ন উদতিষ্ঠৎ, আপস্তু রেতসা (শুক্রেণ) শিশ্নং [ভেজে] তদা বিরাট্ ন উদতিষ্ঠৎ ॥ ৬৫

মূলানুবাদ।—ওষধিগণ লোমদ্বারা ত্বকে প্রবিষ্ট হইল, তথাপি বিরাট্ উঠিলেন না ; জলসমূহ শুক্রদ্বারা শিশ্নদেশে প্রবেশ করিল, তাহাতেও বিরাটের উত্থান হইল না ॥ ৬৫

অন্বয়ঃ।—মৃত্যুঃ অপানেন (বায়ুনা) গুদং (মলদ্বারং) [ভেজে ইতি শেষঃ] তদা বিরাট্ ন উদতিষ্ঠৎ। ইন্দ্রঃ বলেনৈব হস্তৌ [ভেজে] তদা বিরাট্ ন উদতিষ্ঠৎ ॥ ৬৬

বিষ্ণুর্গ ত্যৈব চরণৌ নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্।
নাড়ীর্নদ্যো লোহিতেন নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥৬৭॥
ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যামুদরং সিন্ধুর্নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্।
হৃদয়ং মনসা চন্দ্রো নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥৬৮॥
বুদ্ধ্যা ব্রহ্মাপি হৃদয়ং নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্।
রুদ্রোঽভিমত্যা হৃদয়ং নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥৬৯॥
চিত্তেন হৃদয়ং চৈত্ত্যঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রাবিশদ্‌যদা।
বিরাট্ তদৈব পুরুষ সলিলাদুদতিষ্ঠত ॥৭০॥
যথা প্রসুপ্তং পুরুষং প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ।
প্রভবন্তি বিনা যেন নোত্থাপয়িতুমোজসা ॥৭১॥
তমস্মিন্ প্রত্যগাত্মানং ধিয়া যোগপ্রবৃত্তয়া।
ভক্ত্যা বিরক্ত্যা জ্ঞানেন বিবিচ্যাত্মনি চিন্তয়েৎ ॥৭২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
কাপিলেয়ো তত্ত্বসমাম্নায়ো নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৬॥

মূলানুবাদ।—মৃত্যু অপানবায়ু দ্বারা গুহ্যদেশে প্রবেশ করিলেন, তাহাতেও বিরাট্ উঠিলেন না। ইন্দ্র বলের দ্বারা হস্তদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন, তাহাতেও বিরাট্ উঠিলেন না॥ ৬৬

অন্বয়ঃ।—বিষ্ণুঃ (তদাবেশাবতারো দেববিশেষঃ) গত্যা এব (গতিং দ্বারীকৃত্যৈব) চরণৌ [ভেজে] তদা বিরাট্ ন উদতিষ্ঠৎ, নদ্যঃ লোহিতেন (শোণিতেন) নাড়ীঃ [ভেজে] তদা বিরাট্ ন উদতিষ্ঠৎ॥ ৬৭

মূলানুবাদ।—বিষ্ণু (তদাবিষ্ট অবতার বিশেষ) গতিদ্বারা চরণদ্বয়ে প্রবিষ্ট হইলেন, তথাপি বিরাট্ উঠিলেন না ; নদীগণ শোণিতদ্বারা নাড়ীমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহাতেও বিরাট্ উঠিলেন না॥ ৬৭

অন্বয়ঃ।—সিন্ধুঃ (সমুদ্রঃ) ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যাং (ক্ষুধাতৃষ্ণাভ্যাম্) উদরং [ভেজে] তদা বিরাট্ ন উদতিষ্ঠৎ, চন্দ্রঃ মনসা হৃদয়ং [ভেজে] তদা বিরাট্ ন উদতিষ্ঠৎ॥ ৬৮

মূলানুবাদ।—সমুদ্র ক্ষুধা ও তৃষ্ণাদ্বারা উদরে প্রবেশ করিলেন, তথাপি বিরাট্ উঠিলেন না। চন্দ্র মনের দ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, তাহাতেও বিরাট্ উঠিলেন না॥ ৬৮

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মাপি বুদ্ধ্যা হৃদয়ং [ভেজে] তদা বিরাট্ ন উদতিষ্ঠৎ; রুদ্রঃ অভিমত্যা (অভিমানেন) হৃদয়ং [ভেজে] তদা বিরাট্ ন উদতিষ্ঠৎ॥ ৬৯

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মাও বুদ্ধিদ্বারা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেন, তথাপি বিরাট্ উঠিলেন না। রুদ্র অভিমানদ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, তাহাতেও বিরাটের উত্থান হইল না॥ ৬৯

অন্বয়ঃ।—যদা ক্ষেত্রজ্ঞঃ (আত্মস্বরূপঃ) চৈত্ত্যঃ (হিরণ্যগর্ভান্তর্যামী প্রদ্যুম্নাখ্যভগবদ্‌বিশেষঃ) চিত্তেন (অনুসন্ধানাত্মিকয়া অন্তঃকরণবৃত্ত্যা) হৃদয়ং প্রাবিশৎ তদৈব বিরাট্ পুরুষঃ সলিলাৎ উদতিষ্ঠত (বহিরপি চেষ্টাং প্রাপ্তবান্)॥ ৭০

মূলানুবাদ ।—আত্মস্বরূপ হিরণ্যগর্ভের অন্তর্য্যামী প্রদ্যুম্নরূপী ভগবান্ যখন চিত্তকে আশ্রয় করিয়া বিরাটের হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখনই সেই বিরাট্পুরুষ জল হইতে উত্থিত হইলেন অর্থাৎ বহির্বিষয়েও ক্রিয়াশক্তি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৭০

শ্রীধরটীকা ।—অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ক্ষেত্রজ্ঞং বিবেক্তুং সর্ব্বেষাং পুনঃ প্রবেশমাহ এত ইতি নবভিঃ ॥ ৬২—৭০

অন্বয়ঃ ।—প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ (প্রাণঃ, ইন্দ্রিয়াণি, মনঃ, ধীশ্চ) যথা যেন (চিত্তাধিষ্ঠাত্রা ক্ষেত্রজ্ঞেন) বিনা প্রসুপ্তং পুরুষং (সুষুপ্তং ব্যষ্টিজীবম্) ওজসা (স্ববলেন) উত্থাপয়িতুং (জাগরয়িতুং) ন প্রভবন্তি (সমর্থা ন ভবন্তি) [তথা যেন বিনা বিরাট্ ন উদতিষ্ঠদিতি পূর্ব্ববাক্যেন দৃষ্টান্তঃ] তং প্রত্যগাত্মানং (সর্ব্বান্তর্য্যামিণং চিত্তাধিষ্ঠাতারং ক্ষেত্রজ্ঞং) ভক্ত্যা, বিরক্ত্যা (বৈরাগ্যেন) যোগপ্রবৃত্তয়া ধিয়া (একাগ্রীভূতেন চিত্তেন) জ্ঞানেন (ভক্ত্যাদিসহকৃতেন তথাবিধচিত্তেন জনিতং যজ্ জ্ঞানং তেন) অস্মিন্ আত্মনি (কার্য্যকারণসংঘাতরূপে ব্যষ্টিশরীরে) বিবিচ্য (সম্যক্ জ্ঞাত্বা) চিন্তয়েৎ (জীবেশ্বরয়োরৈক্যং বিবিচ্য ধ্যায়েদিতি ভাবঃ) ॥ ৭১।৭২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ২৬

মূলানুবাদ ।—প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, ইহারা যেমন চিত্তের অধিষ্ঠাতা অন্তর্য্যামীপুরুষের সাহায্য ব্যতিরেকে সুষুপ্ত জীবকে জাগরিত করিতে পারে না, সেইরূপ বিরাট্কেও তদ্ব্যতিরেকে কেহ জাগরিত (বহিঃক্রিয়াশীল) করিতে পারে না ; সুতরাং ভক্তি, বৈরাগ্য,একাগ্রচিত্ত ও তজ্জনিত জ্ঞানবলে এই কার্য্যকারণভাবময় জীবদেহে সেই অন্তর্য্যামী ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ পুরুষকে সম্যক্ ধারণা করিয়া পুনঃপুনঃ ধ্যান করিতে থাকিবে ॥ ৭১।৭২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে ষড়্বিংশতি অধ্যায়ঃ ॥ ২৬

শ্রীধরটীকা ।—বিরাড়্দেহস্থ ব্যষ্টিদেহং দৃষ্টান্তত্বেন দর্শয়ন্ সাংখ্যানুকথনস্য প্রয়োজনমাহ যথেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৭১ ॥ প্রথমং পরমেশ্বরে ভক্তিঃ, ততো অন্যত্র বিরক্তিঃ, ততো যোগপ্রবৃত্তা ধীঃ একাগ্রং চিত্তং, ততো যজ্ জ্ঞানং তেন, প্রত্যগাত্মানং ক্ষেত্রজ্ঞম্ অস্মিন্নাত্মনি কার্য্যকারণসংঘাতে বিবিচ্য চিন্তয়েৎ ॥ ৭২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে ষড়্বিশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

শ্রীভাগবতাম্বতবর্ষিণী ।—বর্ত্তমান অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকপিল যে-সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করিলেন,তাহা ইতিপূর্ব্বে গ্রন্থের অনেক স্থলেই বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে এই স্কন্ধেরই পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে এবং দ্বিতীয় স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে ঠিক ইহার অনুরূপ ভাবেই মূলে বর্ণিত থাকায় ঐ দুই স্থলের তাৎপর্য্যব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করিয়া সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার যেরূপ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, এ স্থলে তাহা অপেক্ষা অধিক বা নূতন কিছু বক্তব্য নাই ; সুতরাং একই প্রকারের কথা পুনঃ পুনঃ লিখিয়া বৃথা গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধি করা অনুচিত ও অনাবশ্যক। এজন্য ভক্ত পাঠকবর্গের নিকট বিনীত প্রার্থনা, তাঁহারা কেবল এই অধ্যায়টী পাঠ করিয়া সৃষ্টিরহস্যের বিস্তৃত তাৎপর্য্যব্যাখ্যা না পাইয়া বিষয়ের দুরূহতা ও নীরসতাবশতঃ বিতৃষ্ণ হইবেন না। পূর্ব্বের সেই স্থানগুলির আলোচনা মিলাইয়া দেখিলেই মর্ম্ম আস্বাদনে মাধুর্য্য পাইবার সম্ভাবনা আছে। তবে এই অধ্যায়ের শেষ দুইটী শ্লোকের তাৎপর্য্যের প্রতি একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, অথচ ইহা পূর্ব্বে তেমন বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয় নাই। মূলে বর্ণিত ব্যষ্টি জীবদেহের সহিত দৃষ্টান্ত দিয়া সমষ্টিজীবস্বরূপ বিরাটের বাহ্যক্রিয়া সাধন বিষয়ে স্বতন্ত্রতা নাই। গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত জীব যেমন প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় এবং চিত্ত প্রভৃতি অক্ষুন্নভাবে থাকা সত্ত্বেও শ্রীভগবানের ইচ্ছা

ব্যতিরেকে বাহ্যিক কোন ক্রিয়াশীল হয় না, বিরাট্ পুরুষেরও সেইরূপ বাহ্যিক ও আন্তরিক সকল প্রকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকটিত হইয়াছে বটে, প্রাণ, মন প্রভৃতি কোনও অংশে ত্রুটি হয় নাই সত্য, কিন্তু পরমপুরুষের অধিষ্ঠান হয় নাই বলিয়া এতক্ষণ তিনি বাহ্য বিষয়ে ক্রিয়াহীন ছিলেন ; এজন্য ভগবান্ প্রদ্যুম্নরূপে চিত্তে অধিষ্ঠিত হইয়া বিরাটের ক্রিয়াশীলতা পূর্ণ করিলেন, ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। সাধারণ লোক এই ভৌতিক জড়দেহে আমিত্বের অভিমানে মুগ্ধ হইয়া তাহাতেই সর্ব্ব বিষয়ের কর্তৃত্ব মনে করে, বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে ; চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে শুধু অচেতন ইন্দ্রিয়গুলি কখনও ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। রথ যতই সুগঠিত হউক না কেন, কোন চালক না থাকিলে কখনও উহা সুশৃঙ্খলভাবে চলিতে পারে না। অতএব বুঝিতে হইবে যে সকল ক্রিয়াশক্তির মূলাধার সেই চৈতন্যময় পুরুষ ; তাঁহারই শক্তিতে প্রকৃত্যাদি জড়বর্গ ক্রিয়াশীল। আবার ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, এই পুরুষ আর পরমপুরুষ শ্রীভগবানে কোন পার্থক্য নাই, যিনি জীব, তিনিই পরম। ভক্তি-বৈরাগ্যাদিমিশ্রিত জ্ঞানবলে এই ঐক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া একাগ্রচিত্তে তাঁহার শ্রীচরণ ধ্যান করিতে হইবে, তাহা হইলেই সুব্যক্তরূপে সেই ঐক্যের সাক্ষাৎকার লাভ করা যাইবে ॥ ২৩—৭২

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদগোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং শ্রীতারানাথ-শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং তৃতীয়স্কন্ধে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৬

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ ।

—০ঃ০—

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

প্রকৃতিস্থোঽপি পুরুষো নাজ্যতে প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ । অবিকারাদকর্ত্তৃত্বান্নির্গুণত্বাজ্জলার্কবৎ ॥১॥
স এষ যর্হি প্রকৃতের্গুণেষ্বভিবিষজ্জতে । অহঙ্কারবিমূঢাত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২
তেন সংসারপদবীমবশোঽভ্যেত্য নির্ব্বৃতঃ । প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্ম্মদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযোনিষু ॥ ৩॥

অন্বয়ঃ।—পুরুষঃ (পরমাত্মস্বরূপশ্চেতনঃ) প্রকৃতিস্থোঽপি (জীবরূপেণ প্রাণিদেহসম্বদ্ধোঽপি) নির্গুণত্বাৎ (গুণাতীতত্বাৎ) অকর্তৃত্বাৎ (কৃতিশূন্যত্বাৎ) অবিকারাৎ (বিকারাভাবাৎ) জলার্কবৎ (জলপ্রতিবিম্বিতঃ সূর্য্যো জলধর্ম্মেণ যথা ন লিপ্যতে তথা) প্রাকৃতৈঃ গুণৈঃ (সুখদুঃখাদিভিঃ) ন অজ্যতে (লিপ্তো ন ভবতি) ॥ ১

মূলানুবাদ।—ভগবান্ (শ্রীকপিল) বলিলেন -- পরমাত্মস্বরূপ চৈতন্যময় পুরুষ জীবরূপে দেহাদিতে সম্ব হইলেও তিনি স্বভাবতঃ নির্গুণ, নির্ব্বিকার ও কর্তৃত্বরহিত বলিয়া জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যে যেরূপ বস্তুগত জলীয়গুণ সংক্রামিত হয় না, সেইরূপ উক্ত পুরুষেও সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি প্রকৃতিজনিত গুণ কিছুমাত্র সংক্রামিত হয় না ॥১

অন্বয়ঃ।—যর্হি (যদা) স এষঃ (পুরুষঃ) প্রকৃতের্গুণেষু (মহত্তত্ত্বাদিষু) অভিবিষজ্জতে (চিৎসংক্রমণেন প্রতিবিম্বপ্রাপ্তো ভবতি) [তদা] অহঙ্কারবিমূঢাত্মা (অহঙ্কারেণ মহত্তত্ত্বকার্য্যভূতেন, বিমূঢ়ঃ আচ্ছন্নঃ আত্মা স্বরূপং যস্য তথাবিধঃ সন্) অহং কর্ত্তা ইতি মন্যতে ॥ ২

মূলানুবাদ।—সেই পুরুষ যখন প্রকৃতির কার্য্য মহত্তত্ত্বাদিতে স্বীয় চিৎশক্তির সঞ্চার দ্বারা প্রতিবিম্বপ্রাপ্ত হন, তখন অহঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া "আমি কর্ত্তা" বলিয়া অভিমানী হইয়া থাকেন ॥ ২

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।—

সপ্তবিংশে ততঃ সম্যগ্ বহুসাধনযোগতঃ । পুংপ্রকৃত্যোর্বিবেকেন মোক্ষরীতির্নিরূপ্যতে ॥

বিবেকজ্ঞানেন মোক্ষমুপপাদয়িতুং শুদ্ধস্যৈব পুরুষস্য প্রকৃত্যবিবেকতঃ পূর্ব্বোক্তং সংসারমনুস্মারয়তি প্রকৃতিস্থোঽপীতি ত্রিভিঃ। দেহস্থোঽপি নাজ্যতে ন লিপ্যতে। গুণৈস্তৎকৃতৈঃ সুখদুঃখাদিভিঃ নির্গুণত্বাদকর্তৃত্ব ততোঽবিকারিত্বং তস্মাৎ ॥ ১ । ২

অন্বয়ঃ।—প্রাসঙ্গিকৈঃ (প্রকৃতিসঙ্গজনিতৈঃ) কর্ম্মদোষৈঃ তেন (অহঙ্কারজমোহেন) অবশঃ (লুপ্তস্বাতন্ত্র্যঃ) [অতএব] অনির্বৃতঃ (দুঃখিতঃ সন্) সদসন্মিশ্রযোনিষু (সতী অসতী মিশ্রা চ সদসন্মিশ্রাঃ তথাবিধাঃ যাঃ যোনয়ঃ দেবতির্য্যঙ্নরাদিজাতয়ঃ তাসু) সংসারপদবীং (সংসারপথম্) অভ্যেতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৩

মূলানুবাদ।—প্রকৃতির সঙ্গজনিত দোষে অহঙ্কারজনিত মোহপ্রাপ্তিবশতঃ পুরুষ স্বাধীনতা হারাইয়া অশান্তিময় চিত্তে পশু, পক্ষী এবং মনুষ্যাদি যোনিতে জন্মলাভ করিয়া সংসারী হইয়া থাকেন ॥ ৩

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥ ৪ ॥

শ্রীধরটীকা।—অনিবৃ´তঃ সন্ প্রাসঙ্গিকৈঃ প্রকৃতিসঙ্গকৃতৈঃ। সদসন্মিশ্রযোনিষু সংসারপদবীং প্রাপ্নোতি ॥৩

অন্বয়ঃ।—অর্থে (বদ্ধতাহেতুভূতে কর্ম্মাদৌ) অবিদ্যমানেঽপি (বস্তুতঃ পুরুষে অসত্ত্বেঽপি) বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ (বিষয়েষু স্বস্য কর্ত্তৃত্বমভিমন্যমানস্য) অস্য (পুরুষস্য) স্বপ্নে অনর্থাগমো যথা (স্বপ্নসময়ে বস্তুতো বিষয়াভাবেঽপি ব্যাঘ্রাদিকং পশ্যামীতি চিন্তয়ত এব ভীতিচীৎকারাদির্যথা প্রত্যক্ষসিদ্ধঃ, তথা) সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে (জন্মদুঃখাদিরূপসংসারদশাঽপি অবিচ্যুতৈব তিষ্ঠতি) ॥ ৪

মূলানুবাদ।—সংসারবন্ধনের হেতুভূত কর্ম্মাদি যদিও বাস্তবিক পক্ষে পুরুষে অবস্থিত নহে, তথাপি স্বপ্নে ব্যাঘ্রাদিদর্শনে ভয়াদিপ্রাপ্তির ন্যায় কেবল “বিষয় ভোগ করিতেছি” এইরূপ চিন্তাবশতঃই সংসারবন্ধন ভোগ হইতে থাকে ॥ ৪

শ্রীধরটীকা।—ননু তর্হ্যবাস্তবত্বাৎ সংসৃতেঃ কিং তন্নিবৃত্তিপ্রয়াসেন? তত্রাহ অর্থে হীতি ॥ ৪

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ভক্তিসহকৃত জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রভৃতি উপায় দ্বারা প্রকৃতি-পুরুষ সম্বন্ধে সম্যক্ বিবেক উৎপন্ন হওয়ায়, যেরূপে মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা বর্ত্তমান অধ্যায়ে বর্ণিত হইতেছে। সুতরাং পরমপুরুষ ও সাধারণ পুরুষের অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মার যে ঐক্য, জীবাত্মাও যে বস্তুতঃ প্রকৃতির অধীন নহেন বা কর্ম্মে লিপ্ত নহেন, ইহা প্রথমতঃ বুঝাইয়া লওয়া আবশ্যক, কারণ সংসার বা মোক্ষ অবস্থা জীবেরই বুঝিতে হইবে, পরমপুরুষ পরমেশ্বর ত নিত্য মুক্ত, তাঁহার সম্বন্ধে আর বন্ধন-মোচনের প্রশ্ন কি হইতে পারে? জীব সংসার-যাতনায় নিতান্ত পীড়িত হয় বলিয়া নিজেদের সেই যন্ত্রণার চরম নিবৃত্তির উপায় অনুসন্ধান করে। দেবহূতি যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার সেই জীবাত্মারই উদ্দেশ্যে; অতএব ভগবান্ শ্রীকপিল“জলার্কবৎ” এই একটী পরিস্ফুট দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া জীবের বন্ধন ও মোক্ষ পদার্থ বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। আমরা সকলেই দেখিয়া থাকি—জলের মধ্যে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব যখনই পতিত হয়, জল কম্পিত হইলেই সূর্য্যবিম্বও কম্পিত হইয়া থাকে। এস্থলে এই সূর্য্যবিম্বের কম্পনটী যেমন সত্য নহে, জলেরই কম্পন সংসর্গদোষে তাঁহাতে আরোপিত হয় মাত্র; সূর্য্য যেমন তেমনই রহিয়াছেন, কম্পনের উৎপত্তি বা নিবৃত্তির কোনটীই তাঁহাতে হয় না, অথচ আমরা তাঁহার কম্পন বা অকম্পন মনে করি। সেইরূপ পুরুষও প্রকৃতির সাত্ত্বিক পরিণামস্বরূপ মহত্তত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হন। এই মহত্তত্ত্বই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা এবং সুখ-দুঃখাদি সর্ব্বপ্রকার ফলের ভোক্তা, কারণ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, সেই অন্তঃকরণ মহত্তত্ত্বের অবস্থা বিশেষ, সুতরাং কর্ম্ম ও ফলভোগ সমস্তই মহত্তত্ত্বে পর্য্যবসিত। তবে প্রকৃতিঃ “কর্ত্রী” “প্রকৃতিই সকল কার্য্যের কর্ত্রী” এইরূপ যে সাঙ্খ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত, তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, সত্ত্বময় মহৎতত্ত্ব ঐ প্রকৃতিরই গুণ। সাঙ্খ্যমতে গুণ ও গুণীর অভেদ স্বীকার সুপ্রসিদ্ধ, সুতরাং মহতের যে কর্ত্তৃত্ব, তাহা লইয়াই প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বকথন; এই জন্যই শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়”প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ” এই শ্লোকে“প্রকৃতেঃ গুণৈঃ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি” “প্রকৃতির গুণের দ্বারা কার্য্যগুলি অনুষ্ঠিত” এই কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু “প্রকৃত্যা ক্রিয়মাণানি” অর্থাৎ“প্রকৃতির দ্বারা অনুষ্ঠিত” ইহা বলা হয় নাই। যাহা হউক, কর্ম্ম ও কর্ম্মভোগ যে পুরুষের স্বগত নহে, ইহা নিশ্চিত হইল, তবে ঐ মহত্তত্ত্বের ধর্ম্মই প্রতিবিম্বরূপ সংসর্গদোষে তাঁহাতে আরোপিত হয় মাত্র। প্রকৃতির গুণ মহদাদির সহিত ঐরূপ বিম্বিত ভাবের যে সম্বন্ধ, উহাতেই পুরুষ প্রকৃত স্বরূপ হারাইয়া ফেলেন অর্থাৎ যেমন জলের স্পন্দনাদি ধর্ম্ম বিম্বিতসূর্য্যকে আচ্ছাদিত করে, সেরূপ মহতের ধর্ম্ম অহঙ্কার তাঁহাকেও আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। তখন অহঙ্কারের আবরণে তাঁহার মনে হইতে থাকে—“আমিই সকল করিতেছি”; এইভাবে “আমি”“আমার” প্রভৃতি বৃথা অভিমান তাঁহার মধ্যে

অতএব শনৈশ্চিত্তং প্রসক্তমসতাং পথি। ভক্তিযোগেন তীব্রেণ বিরক্ত্যা চ নয়েদ্বশম্ ॥ ৫
যমাদিভির্যোগপথৈরভ্যসন্ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। ময়ি ভাবেন সত্যেন মৎকথাশ্রবণেন চ ॥ ৬

প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে কর্ম্মময় সংসারপথে টানিয়া লয়, অর্থাৎ ঐ সকল মিথ্যাজ্ঞানদ্বারা ভোগ বাসনা জন্মিয়া তাঁহাকে দেহবদ্ধ করিয়া তুলে। দেহধারণ না করিলে ত ভোগ সম্ভবপর নহে, এইজন্য দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন "ভোগায়তং শরীরম্"। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মূল পুরুষ ত ঠিক স্বরূপেই রহিলেন, মহত্তত্ত্বে যে বিম্ব প্রতিফলিত হইল, তাহার পক্ষেই মহত্তত্ত্বের পরিণাম অনুযায়ী নানাবিধ পরিণাম সংঘটিত হইবে, মূল পুরুষে ত কিছুই নহেন, সুতরাং পুরুষের বন্ধন বা পুরুষের মোক্ষ ইহা কিরূপে প্রসিদ্ধ হইল? ইহার উত্তরে বুঝিতে হইবে যে, মূল পুরুষই পরমপুরুষ বা পরমেশ্বর, আর বিম্বই জীব। একই সূর্য্য যেমন বিভিন্ন জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া সেই বিম্বগত বিভিন্ন প্রকার অবস্থাসম্পন্ন হইয়া থাকেন, সেইরূপ একই পরমপুরুষ বিম্বিত অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার জীবদেহের অবস্থাবৈচিত্র্যে বিচিত্র জীবরূপে বিভিন্নতা লাভ করেন। দেহের উৎপত্তি বিনাশাদি অনুসারেই তাঁহার উৎপত্তি-বিনাশাদি পরিগণিত হইয়া থাকে। আবার আশঙ্কা হইতে পারে যে, দেহাদিগত জন্মমৃত্যু প্রভৃতি, বা অন্তঃকরণগত সুখ-দুঃখ যতই তাঁহাতে আরোপিত হউক না কেন, বাস্তবিক পক্ষে ত তিনি ঐ সকল ধর্ম্মবর্জ্জিত, সুতরাং তাঁহার সেই আনন্দময় স্বরূপ ত তখনও রহিল, তবে আবার বন্ধন-যন্ত্রণা কিরূপ? কাহারই বা মুক্ত হইবার জন্য উপায় জিজ্ঞাসা? ইহা বুঝাইবার জন্যই ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন—"অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি" ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে—সত্য সত্য বিষয়ের অবস্থান অনুসারেই যে সুখ-দুঃখাদি ফলভোগ, তাহা নহে; যেমন স্বপ্নে ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি ভয়ঙ্কর জীব দেখিয়া অনেকে ভয়ে বিহ্বল হইয়া করুণ চীৎকার করিয়া উঠে, তখন সত্যই কি তথায় ভয়ঙ্কর কোন জীব বর্ত্তমান? কিছুই নহে, তবে আছে কেবল মিথ্যাজ্ঞান, সেই জ্ঞানই তাহাকে ভয়ে বিহ্বল করিতেছে। এইরূপ পুরুষে যদিও সত্যই বন্ধনের কোন বিষয়ই নাই, তথাপি প্রকৃতির গুণ (মহাদাদি) সম্পর্কে অহঙ্কারে আত্মহারা যে জীবরূপী পুরুষ, তাঁহারও নিয়ত ঐরূপ "আমি সুখী হইব" "আমার বড় দুঃখ হইয়াছে" ইত্যাদি মিথ্যাজ্ঞানের প্রবাহ চলিতেছে, সুতরাং তদনুযায়ী ফলভোগের জন্য জন্ম মৃত্যুর প্রবাহ ভোগ করিতে হইতেছে ॥ ১—৪

অন্বয়ঃ।—অতএব (যতো বিষয়ধ্যানমনর্থকারণম্ অতএব) অসতাম্ (ইন্দ্রিয়াণাং) পথি (বিষয়মার্গে) প্রসক্তম্ (অনুরক্তং) চিত্তম্ (অন্তঃকরণং) তীব্রেণ ভক্তিযোগেন বিরক্ত্যা চ (তীব্রেণ বৈরাগ্যেণ চ) শনৈঃ বশং নয়েৎ (সংযতং কুর্য্যাৎ) ॥ ৫

মূলানুবাদ।—যেহেতু বিষয়চিন্তাই অনর্থের হেতু, অতএব দুষ্ট ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়পথে অনুরক্ত চিত্তকে প্রবল ভক্তি ও বৈরাগ্য দ্বারা ধীরে ধীরে সংযত করিতে হইবে ॥ ৫

শ্রীধরটীকা।—যতো বিষয়ধ্যানমনর্থহেতুঃ, অতো মনো নিয়ন্তব্যমিত্যাহ—অতএবেতি। অসতামিন্দ্রিয়াণাং, পথি বিষয়মার্গে। তীব্রেণ দৃঢ়েন। বিরক্ত্যা চ তীব্রয়া ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—[ভক্তিবৈরাগ্যয়োঃ তীব্রতাহেতুং প্রদর্শয়ন্ মোক্ষপ্রকারং ষড়্‌ভিঃ শ্লোকৈর্বর্ণয়তি] শ্রদ্ধয়া অন্বিতঃ (যুক্তঃ, জীব ইতি শেষঃ) যমাদিভিঃ (যমনিয়মপ্রভৃতিভিঃ) যোগপথৈঃ (যোগোপায়াবলম্বনৈঃ) অভ্যসন্ (পুনঃপুনশ্চিত্তৈকাগ্র্যং সম্পাদয়ন্ সন) ময়ি সত্যেন ভাবেন (অকপটেনানুরাগেণ) মৎকথাশ্রবণেন চ (মদীয়নাম লীলাদিশ্রবণেন চ) [সর্ব্বানুস্যূতমন্বয়ং প্রতিপদ্যতে ইত্যগ্রেণ ষষ্ঠশ্লোকাংশেন সম্বন্ধঃ] ॥ ৬

মূলানুবাদ।—জীব শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যম, নিয়ম প্রভৃতি যোগপথ অবলম্বন পূর্ব্বক চিত্তের একাগ্রতা

সর্ব্বভূতসমত্বেন নির্বৈরেণাপ্রসঙ্গতঃ। ব্রহ্মচর্য্যেণ মৌনেন স্বধর্ম্মেণ মহীয়সা ॥ ৭ ॥
যদৃচ্ছয়োপস্থিতেন সন্তুষ্টো মিতভুঙ্ মুনিঃ। বিবিক্তশরণঃ শান্তো মৈত্রঃ করুণ আত্মবান্ ॥ ৮ ॥
সানুবন্ধে চ দেহেঽস্মিন্নকুর্ব্বন্নসদাগ্রহম্। জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ ॥ ৯ ॥
নিবৃত্তবুদ্ধ্যবস্থানো দূরীভূতান্যদর্শনঃ। উপলভ্যাত্মনাত্মানং চক্ষুষেবার্কমাত্মদৃক্ ॥ ১০ ॥

অভ্যাস করতঃ আমার প্রতি অকপট প্রেম ও মদীয় নাম লীলাদিশ্রবণ দ্বারা [পরমাত্মস্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে পারে) ॥ ৬

শ্রীধরটীকা ;—ভক্তিবিরক্ত্যোস্তীব্রত্বে কারণানি বর্ণয়ন্ জ্ঞানেন মোক্ষপ্রকারমাহ ষড়্‌ভিঃ। যমাদিভির্যোগমার্গৈশ্চিত্তমভ্যসন্ পুনঃপুনরেকাগ্রীকুর্ব্বন্ আত্মানমুপলভ্য সর্ব্বানুস্যূতমদ্বয়ং পরমাত্মানং প্রতিপদ্যত ইতি ষষ্ঠেনান্বয়ঃ। সত্যেন নিষ্কপটেন। ভাবেন প্রেম্না ॥ ৬

অন্বয়ঃ ;—নির্বৈরেণ (শত্রুতাপরিশূন্যেন) সর্ব্বভূতসমত্বেন (সর্ব্বেষু প্রাণিষু সমতাবোধেন), অপ্রসঙ্গতঃ (সঙ্গত্যাগেন), ব্রহ্মচর্য্যেণ, মৌনেন (বাক্‌সংযমেন), মহীয়সা (ঈশ্বরার্পিতেন) স্বধর্ম্মেণ (স্ব স্ব বর্ণাশ্রমাদ্যুচিতকর্ম্মণা) ॥ ৭

মূলানুবাদ ।—কাহারও প্রতি শত্রুতা না করিয়া সর্ব্বভূতে সমভাব অবলম্বন, সঙ্গত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, বাক্‌সংযম এবং শ্রীভগবানের প্রতি ফলাফল সমর্পণপূর্ব্বক স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া [পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে] ॥ ৭

অন্বয়ঃ ;—যদৃচ্ছয়া উপস্থিতেন (অযত্নলব্ধেন ভোগ্যবস্তুনা) সন্তুষ্টঃ, মিতভুক্ (পরিমিতাহারঃ), মুনিঃ (দ্বন্দসহিষ্ণুঃ) বিবিক্তিশরণঃ (নির্জ্জনাশ্রয়ঃ) শান্তঃ মৈত্রঃ (সর্ব্বপ্রাণিষু মৈত্রীপরায়ণঃ) করুণঃ (দয়াবান্) আত্মবান্ (ধৃতিযুক্তঃ) ॥ ৮

মূলানুবাদ ।—বিনা যত্নে যাহা পাওয়া যায় তদ্দ্বারাই সন্তুষ্ট, পরিমিতভোজনশীল, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বে অবিচলিত, নির্জ্জনবাসী, শান্ত, সৌহার্দ্দপরায়ণ, দয়ালু ও ধৈর্য্যশীল হইলে, [পরমাত্মসাক্ষাৎকার লাভ করা যায়] ॥ ৮

শ্রীধরটীকা ।—অপ্রসঙ্গতঃ সঙ্গত্যাগেন। মহীয়সা ঈশ্বরেঽর্পিতেন ॥ ৭ ॥ বিবিক্তশরণ একান্তবাসী ॥ ৮

অন্বয়ঃ ;—সানুবন্ধে (পুত্রকলত্রাদিসহিতে) অস্মিন্ দেহে (নশ্বরে কায়ে) অসদাগ্রহম্ (অহঙ্কার-মমকারাদিকম্) অকুর্ব্বন্ প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ দৃষ্টতত্ত্বেন (দৃষ্টম্ অবগতং তত্ত্বং যাথার্থ্যং যেন তেন) জ্ঞানেন (বিবেকখ্যাতিরূপেণ) ॥ ৯

মূলানুবাদ ;—আনুষাঙ্গিক পুত্রকলত্রাদি সহ এই নশ্বরদেহে "আমি" "আমার" প্রভৃতি মিথ্যা অভিমান না করিয়া প্রকৃতি ও পুরুষের যথার্থ স্বরূপ যাহাতে বুঝা যায়, এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা, [পরমাত্মসাক্ষাৎকার লাভ করা যায়] ॥ ৯

শ্রীধরটীকা ।—অসদাগ্রহম্ অহংমমতাম, প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ দৃষ্টং তত্ত্বং যেন তেন জ্ঞানেন ॥৯

অন্বয়ঃ ।—নিবৃত্তবুদ্ধ্যবস্থানঃ (বুদ্ধেরবস্থানং জাগ্রদাদিকং, তৎ নিবৃত্তং যস্য সঃ) দূরীভূতান্যদর্শনঃ (দূরীভূতং বিগতম্ অন্যদর্শনং বিষয়ানুধ্যানং যস্য সঃ) চক্ষুষা (চক্ষুঃপ্রতিফলিতেন অর্কেণ) অর্কমিব (আকাশস্থং সূর্য্যং যথা পশ্যতি তথা) আত্মনা (অবিদ্যাচ্ছন্নেন জীবেন স্বেন) আত্মানং (শুদ্ধম্) উপলভ্য (অনুভূয়) আত্মদৃক (আত্মতত্ত্বদর্শী সন্) ॥ ১০

মূলানুবাদ ।—(এইরূপে) জাগ্রৎ, স্বপ্ন প্রভৃতি অবস্থা অতিক্রম করিয়া, বিষয়চিন্তা প্রভৃতি অন্য ধারণা

মুক্তলিঙ্গং সদাভাসমসতি প্রতিপদ্যতে। সতো বন্ধুমসচ্চক্ষুঃ সর্ব্বানুস্যূতমদ্বয়ম্ ॥ ১১ ॥
যথা জলস্থ আভাসঃ স্থলস্থেনাবদৃশ্যতে। স্বাভাসেন তথা সূর্য্যো জলস্থেন দিবি স্থিতঃ ॥ ১২
এবং ত্রিবৃদহঙ্কারো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ৈঃ। স্বাভাসৈর্লক্ষিতোঽনেন সদাভাসেন সত্যদৃক্ ॥ ১৩

ত্যাগ করিয়া, চক্ষুতে প্রতিফলিত সূর্য্যবিম্ব দ্বারা যেমন প্রকৃত সূর্য্যের অনুভূতি লাভ করা যায়, সেইরূপ অবিদ্যা-সমাচ্ছন্ন জীবরূপ চৈতন্য দ্বারা শুদ্ধচৈতন্যের উপলব্ধি সহকারে আত্মদর্শী হইতে পারিলে [তবেই পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়] ॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—নিবৃত্তানি বুদ্ধ্যবস্থানানি জাগ্রদাদীনি যস্য সঃ। অতএব দূরীভূতমন্যদর্শনং যস্য। আত্মনা অহঙ্কারাবচ্ছিন্নেন, আত্মানং শুদ্ধমুপলভ্য। একস্যৈবাবচ্ছেদাভ্যাং করণত্বকর্ম্মত্বে দৃষ্টান্তমাহ—চক্ষুষা চক্ষুরবচ্ছিন্নেন অর্কেণ গগনস্থমর্কমিব। এবমাত্মদৃক্ শুদ্ধমাত্মানং পশ্যন্ ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—অসতি (মিথ্যাভূতে অহঙ্কারে) সদাভাসং (সদ্রূপেণ প্রতীয়মানং) সতো বন্ধুং (সতঃ কারণস্য প্রধানস্যেতি যাবৎ, বন্ধুমধিষ্ঠাতৃতয়োপকারকম্) অসচ্চক্ষুঃ (অসতাং কার্য্যাণাং মহদাদীনাং চক্ষুঃ প্রকাশকং) সর্ব্বানুস্যূত্যং (সর্ব্বত্র সতি অসতি চ অনুস্যূতং সম্বদ্ধম্) মুক্তলিঙ্গং (নিরুপাধিকম্) অদ্বয়ং (পূর্ণব্রহ্মরূপং পর-মাত্মানং) প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ১১

মূলানুবাদ।—মিথ্যাভূত অহঙ্কারের মধ্যেও যিনি সৎরূপে প্রতীত হন, সকলের মূলকারণ প্রকৃতিকেও যিনি নিজ অধিষ্ঠানদ্বারা উপকৃত করেন, মহদাদি কার্য্যবর্গ যাঁহার প্রকাশশক্তিতে প্রকাশিত হয়, এইরূপে সৎ, অসৎ সকলের সহিত সম্বদ্ধ নিরুপাধিক পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মাকে [পূর্ব্বোক্ত উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়] ॥ ১১

শ্রীধরটীকা।—মুক্তলিঙ্গং নিরুপাধিকম্, অসতি মিথ্যাভূতেঽহঙ্কারে, সদাভাসং সদ্রূপেণাভাসমানং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি। শুদ্ধজীবস্বরূপাদ্বিশেষমাহ—সতঃ কারণস্য প্রধানস্য বন্ধুমধিষ্ঠানম্, অসতঃ কার্য্যস্য চক্ষুরিব প্রকাশকং, সর্ব্বেষু কার্য্যকারণেষু অনুস্যূতম্, অদ্বয়ং পরিপূর্ণম্ ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—[কয়া রীত্যা প্রথমং জীবাত্মোপলব্ধিঃ, কথং বা ততঃ পরমাত্মসাক্ষাৎকার ইতি দৃষ্টান্তপ্রদর্শন-পূর্ব্বকং যুগ্মকেন আহ] স্থলস্থেন (কুত্রচিৎ সৌধস্বচ্ছভিত্তিগাত্রে স্ফুরিতেন বিম্বেন) জলস্থ আভাসঃ (জলমধ্যে প্রতিবিম্বিতঃ সূর্য্যপ্রকাশঃ) যথা অবদৃশ্যতে (প্রথমতো যথা অনুভূয়তে) [ততশ্চ] যথা জলস্থেন স্বাভাসেন (সূর্য্য-প্রকাশেন) দিবিস্থিতঃ (আকাশে দীপ্যমানঃ) সূর্য্যঃ [অবদৃশ্যতে ইত্যন্বয়ঃ] এবং (তথা) ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ৈঃ (দেহেন্দ্রিয়মনোবর্ত্তিভিঃ) স্বাভাসৈঃ (চৈতন্যপ্রকাশৈঃ) ত্রিবৃদহঙ্কারঃ (ত্রিগুণাত্মকঃ অহঙ্কারঃ উপাধির্যস্য সঃ, জীবাত্মা ইতি যাবৎ) [প্রথমং লক্ষ্যতে ইতি শেষঃ] [ততঃ] সদাভাসেন (সতঃ শুদ্ধস্য পরমাত্মনঃ আভাসেন প্রতি-বিম্বস্বরূপেণ) অনেন (জীবাত্মনা) সত্যদৃক্ (নিত্যজ্ঞানস্বরূপঃ পরমাত্মা) লক্ষিতঃ (অনুভূতো ভবতি) ॥ ১২।১৩

মূলানুবাদ।—জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের আলোকচ্ছটা যদি স্থলে কোনও ভিত্তির উপর পতিত হয়, তবে তাহা দেখিয়া প্রথমতঃ যেমন জলস্থ সূর্য্যবিম্ব অনুভূত হইয়া থাকে এবং পরে যেমন সেই জলস্থ বিম্বদ্বারা আবার আকাশস্থ মূল সূর্য্য লক্ষিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতিতে আত্মার চৈতন্য প্রকাশ অনুভব করিয়া প্রথমতঃ অহঙ্কারোপাধিক জীবাত্মার অনুভূতি হইয়া থাকে, পরে সেই জীবাত্মা দ্বারা আবার নিত্য জ্ঞানময় পরমাত্মাকে পর্য্যন্ত অনুভব করা যায় ॥ ১২।১৩

শ্রীধরটীকা।—অহঙ্কারোপহিতেন শুদ্ধব্রহ্মপ্রতিপত্তিং সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। জলে স্থিত আভাসঃ সূর্য্য-প্রতিবিম্বো যদা গৃহান্তর্ব্বর্ত্তিভিত্তৌ স্ফুরতি তদা গৃহকোণস্থিতৈঃ পুরুষৈর্ভিত্ত্যাদৌ স্থলে স্থিতেন স্বাভাসেন সূর্য্যপ্রতি-

ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যাদিষ্বিহ নিদ্রয়া।
লীনেষ্বসতি যস্তত্র বিনিদ্রো নিরহংক্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

বিম্বেন যথা প্রথমং জলস্থ আভাসোঽবদৃশ্যতে।লক্ষ্যতে, গগনস্থস্য গৃহমধ্যে প্রতিবিম্বাযোগাৎ। চার্থে তথাশব্দঃ, যথা চেত্যর্থঃ। যথা চ জলস্থেন দিবিস্থিতঃ সূর্য্যো লক্ষ্যতে॥ ১২ ॥ এবং ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ৈর্দেহেন্দ্রিয়মনোভিরবচ্ছিন্নৈঃ স্বাভাসৈরাত্মপ্রতিবিম্বৈঃ, ত্রিবৃৎ ত্রিগুণোঽহঙ্কারঃ, সতো ব্রহ্মণ আভাসো যস্মিন্ তেন রূপেণ লক্ষিতঃ। অহঙ্কারস্যাভাসং বিনা বিষয়াভাসানুপপত্তেঃ। অনেন চাহঙ্কারেণ সদাভাসবতা সত্যদৃক্ পরমার্থজ্ঞপ্তিরূপ আত্মা লক্ষিত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩

শ্রীভাগবভাম্বুভবর্ষিণী।—বিষয়বাসনাই জীবের সকল অনর্থের মূল, ইহা পূর্ব্বসন্দর্ভে কথিত হইয়াছে। সুতরাং এই ঘোর সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে বিষয়ের আকর্ষণ হইতে মনকে নিবৃত্ত করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণ অতি খলস্বভাব, “ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ” “দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্ব্বক মনকে আকর্ষণ করে”; অতএব প্রবল ভক্তি ও বৈরাগ্যের বলে সকল আকর্ষণ হইতে মনকে স্ববশে আনিতে হইবে। অবশ্য মনকে বশীভূত করা ব্যাপারটা বড়ই গুরুতর, এই জন্য শ্রীগীতাগ্রন্থে শ্রীভগবান্ এই বিষয়টী লইয়াই অভ্যাসযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি প্রভূত অমূল্য উপদেশ বাণী প্রচার করিয়াছেন। এখানেও ভগবান্ শ্রীকপিল জননীর নিকট সেইরূপ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগপথ অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রমিক অভ্যাস দ্বারা এবং শ্রদ্ধাসহকারে ভগবন্নাম-লীলাদিশ্রবণ, তাঁহার প্রতি অকপট ভক্তি ও ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি দ্বারা চিত্তসংযম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এই চিত্তসংযম বিষয়টী ভাবিতে গেলে স্বপ্নের মত মনে হইবে; কিন্তু যদি আগ্রহ থাকে, তবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, বৃথা বসিয়া ভাবিলে ইহা সহজ হইবে না। ভক্তিপূর্ব্বক অভ্যাস ব্যতিরেকে ইহার আর উপায় নাই। ফল কথা, চিত্তশুদ্ধিই সিদ্ধিলাভের প্রধান উপায়; চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাহাতে জ্ঞানের আলো ফুটিয়া উঠিবে, প্রকৃতি, পুরুষ প্রভৃতি সকল তত্ত্বেরই স্বরূপ অনুভব করা যাইবে। তখন আর পুত্র, কলত্র, দেহ, গেহ, প্রভৃতি কোন বস্তুতেই “মম” বুদ্ধি আসিবে না, জীবের তখন আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইবে অর্থাৎ নিজের স্বরূপ নিজে চিনিতে পারিবে—বুঝিবে যে, বৃথা মোহে মুগ্ধ হইয়া কি তুচ্ছ বিষয়-সুখের জন্য অবিরাম দুঃখময় সংসার-সাগরে ভাসিতেছি! নিজের দোষগুলি যদি নিজের কাছে ধরা পড়ে তবে প্রায়ই সে দোষ আর তাহার থাকে না। অহঙ্কারের বশে আত্মার যে কি ঘটিয়াছে, তাহা যদি একবার সম্যক্ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ভালরূপে অনুভব করা যায়, তবে কি আর আত্মা অহঙ্কারে মুগ্ধ থাকিবে? জ্ঞানরূপ অসির প্রহারে সে বন্ধন খণ্ডিত করিয়া আবার পরমানন্দময় হইয়া বসিবে ॥৫—১৩

অন্বয়ঃ।—ইহ (এতেষু) ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যাদিষু (ভূতসূক্ষ্মাণি শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাখ্যানি পঞ্চ তন্মাত্রাণি, ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি, মনঃ বুদ্ধিশ্চ তৎপ্রভৃতিষু) নিদ্রয়া (সুষুপ্ত্যা) অসতি (অসত্তুল্যে অনভিব্যক্তস্বরূপায়াং প্রকৃতৌ ইতি যাবৎ) লীনেষু (সৎসু) তত্র (তদা) যঃ বিনিদ্রঃ (নিদ্রাহীনঃ) নিরহংক্রিয়ঃ (অহংভাবশূন্যঃ) [তম্ আত্মানং প্রতিপদ্যতে ইতি পরেণান্বয়ঃ] ১৪

মূলানুবাদ।—সুষুপ্তি অবস্থায় যখন সূক্ষ্মভূত, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি অব্যক্তরূপা প্রকৃতিতে লীন ভাবে অবস্থান করে, তখনও যিনি নিদ্রাহীন এবং নিরহঙ্কারভাবে অবস্থান করেন, [তিনিই শুদ্ধ আত্মা]॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—ইদানীং সুষুপ্তিসাক্ষিত্বেন শুদ্ধাত্মপ্রতিপত্তিমনুভবতো দর্শয়তি ত্রিভিঃ। ভূতাদিষু অসতি অসত্তুল্যে অব্যাকৃতে নিদ্রয়া লীনেষু সৎসু তদা বিনিদ্রো নিরহংক্রিয়ঃ, তমাত্মানং প্রতিপদ্যতে ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ॥ ১৪

মন্যমানস্তদাত্মানমনষ্টো নষ্টবন্মৃষা । নষ্টোঽহঙ্করণে দ্রষ্টা নষ্টবিত্ত ইবাতুরঃ ॥ ১৫ ॥
এবং প্রত্যবমৃশ্যাসাবাত্মানং প্রতিপদ্যতে । সাহঙ্কারস্য দ্রব্যস্য যোঽবস্থানমনুগ্রহঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ ।—দ্রষ্টা (দৃশ্যানাং ভূতসূক্ষ্মাদীনাং সাক্ষাৎকর্ত্তৃতয়া পূর্ব্বং স্ফুটং প্রতীতঃ আত্মা) তদা (সুষুপ্তিকালে) অহঙ্করণে নষ্টে (অহঙ্কারে প্রকৃতিলীনে সতি) অনষ্টঃ (স্বয়ম্ অবিকলঃ সন্নপি) নষ্টবিত্তঃ (নষ্টং বিত্তং যস্য তদাবিধ জনঃ) আতুর ইব (যথা স্বয়মনষ্টোঽপি বিত্তনাশেনৈব স্বয়ং নষ্টপ্রায়ং মন্যমানো বিবশো ভবতি তথা) আত্মানং নষ্টবৎ মৃষা মন্যমানঃ (মিথ্যা ভাবয়ন্) [তিষ্ঠতীতি শেষঃ] ॥ ১৫

মূলানুবাদ ।—জাগ্রৎ অবস্থায় সূক্ষ্মভূত প্রভৃতি দৃশ্যবর্গের দ্রষ্টারূপে আত্মা সম্যক্ প্রতীয়মান থাকেন, কিন্তু সুষুপ্তি কালে নিজ উপাধি অহঙ্কার নষ্ট হওয়াতে স্বয়ং নষ্ট না হইলেও ধননাশে সেই ধনস্বামী যেমন মৃতের ন্যায় বিহ্বল হইয়া থাকে, সেইরূপ আত্মাও বিনষ্টের ন্যায় অবস্থান করেন ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা ।—নন্থ যদি তদা বিনিদ্রোঽসাবস্তি তর্হি জাগ্রৎস্বপ্নয়োরিব স্ফুটং কিং নাভাসতে ? তত্রাহ—পূর্ব্বং স দ্রষ্টা, অতো দ্রষ্টৃত্বেন সবিকল্পতয়া স্ফুটং প্রতীতঃ । সুষুপ্তৌ তু ভূতাদেরহঙ্কারবিষয়স্য লীনত্বাৎ তদ্বিষয়েহঙ্কারে নষ্টে সতি স্বয়মনষ্টোঽপি মৃষৈবাত্মানং নষ্টবন্মন্যমানো যঃ । অন্যস্য নাশে অন্যস্য নষ্টতুল্যত্বে দৃষ্টান্তঃ—নষ্টবিত্তো যথা আতুরো বিবশঃ নষ্টবদ্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ ।—যঃ (আত্মা) সাহঙ্কারস্য দ্রব্যস্য (কার্য্যকারণসংঘাতরূপস্য দেহেন্দ্রিয়াদেঃ) অনুগ্রহঃ (প্রকাশকঃ) অবস্থানম্ (আশ্রয়শ্চ, তমেবাশ্রিত্য তেষাং বিষয়েষু প্রবর্ত্তনাৎ) অসৌ (আত্মা) প্রত্যবমৃশ্য (অহঙ্কারাদিদর্শী তদ্ব্যতিরিক্ত এবাত্মা ইত্যেবং বিবিচ্য) এবম্ আত্মানং (শুদ্ধমাত্মানং) প্রতিপদ্যতে (অনুভবেন প্রাপ্নোতি, "সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষম্" ইত্যাদিসন্ধানাৎ) ॥ ১৬

মূলানুবাদ ।—আত্মাই কার্য্যকারণভাবাপন্ন দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতির প্রকাশক ও অবলম্বনস্বরূপ। "অহঙ্কারাদির সাক্ষীস্বরূপ আত্মা অবশ্য তাহা হইতে স্বতন্ত্র" জীব এইরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক অবশ্য শুদ্ধআত্মাকে অনুভব করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরটীকা ।—নন্থ সুষুপ্তৌ ন কিঞ্চি নুভূয়তে । নৈবং সুখমহমস্বাপ্সং, ন কিঞ্চিদবেদিষমিতি বিশেষজ্ঞানং বিনা কেবলস্যাত্মনঃ প্রতিসন্ধানাদিত্যাহ এবমিতি । নন্থ প্রতিসন্ধানেনাহঙ্কারস্য প্রতীতেঃ কথং নিরহঙ্কৃতিরয়ম্? তত্রাহ—সাহঙ্কারস্য দ্রব্যস্য কার্য্যকারণসংঘাতস্যানুগ্রহঃ প্রকাশকঃ অবস্থানঞ্চ ; দ্রব্যস্য বিশেষণতয়া অহঙ্কারস্যাপি দৃশ্যত্বাচ্চ তদ্দ্রষ্টা আত্মা তদ্ব্যতিরিক্তঃ । তমাত্মানমিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৬

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—ভক্তি ও যোগমার্গ অবলম্বনে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জীবাত্মার অনুভূতি ও তদ্দ্বারা পরমাত্মার অনুভূতি হইয়া থাকে এবং তাহাতেই বুঝা যায় যে, জীব ও পরমাত্মার বস্তুতঃ কোনও ভেদ নাই, কেবল অহঙ্কাররূপ উপাধিদ্বারা ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। সুষুপ্তির সাক্ষীরূপেও যে শুদ্ধআত্মার অনুভূতি হয়, ইহাই সম্প্রতি বর্ণিত হইতেছে। লোকে সুষুপ্তির পরে মনে করিয়া থাকে যে, "সুখমহমস্বাপ্‌সং ন কিঞ্চিদবেদিষং" "আমি বড় সুখে ঘুমাইয়াছিলাম, কোনরূপ জ্ঞান ছিল না" ; এই যে সুষুপ্তির পরবর্ত্তী স্মরণ, ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, সুখনিদ্রার ও বিষয়জ্ঞানাভাবের সাক্ষীরূপে আত্মা অবশ্যই বিনিদ্রভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, নতু'া জাগরণের পর কে তাহা বুঝাইয়া দিল ? এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদিও সুষুপ্তিকালে সাক্ষীরূপে আত্মা অনুভবসিদ্ধ, তথাপি তখন শুদ্ধআত্মা প্রতীত হইল কৈ! "সুখমহমস্বাপ্সং"রূপে যাঁহার প্রতীতি স্থিরীকৃত হইল, সে ত অহঙ্কারাচ্ছন্ন ; এই প্রশ্নের সমাধানের জন্যই

শ্রীদেবহূতিরুবাচ।

পুরুষং প্রকৃতির্ব্রহ্মন্ ন বিমুঞ্চতি কর্হিচিৎ। অন্যোন্যাপাশ্রয়ত্বাচ্চ নিত্যত্বাচ্চানয়োঃ প্রভো॥১৭॥
যথা গন্ধস্য ভূমেশ্চ ন ভাবো ব্যতিরেকতঃ। অপাং রহস্য চ যথা তথা বুদ্ধেঃ পরস্য চ ॥ ১৮ ॥

ভগবান্ শ্রীকপিল বলিয়াছেন—"সাহঙ্কারস্য দ্রব্যস্য" ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, তৎকালে "অহং" ভাবটীকেই যিনি প্রত্যক্ষ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি অবশ্য অহঙ্কার হইতে স্বতন্ত্র। পারদলিপ্ত কাচখণ্ড অন্য সকল বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় বটে, কিন্তু সেই পারদের প্রতিবিম্ব কখনও সেই কাচ গ্রহণ করিতে পারে না, স্বতন্ত্র কাচের দ্বারাই তাহা গ্রহণ করা সম্ভবপর; সেইরূপ অহঙ্কারাচ্ছন্ন আত্ম কখনই অহংভাবের সাক্ষী হইতে পারে না, সুতরাং স্বতন্ত্র আত্মাই বুঝিতে হইবে। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভক্তি, যোগ প্রভৃতি সাধনার দ্বারা যে শুদ্ধআত্মার অনুভূতিই ফল, সেই শুদ্ধাত্মানুভূতি যদি সুষুপ্তি অবস্থাতেই সম্ভবপর হইল, তবে আর কঠোর সাধনার আবশ্যক কি? ইহার উত্তরেও ভগবান্ "নষ্টবিত্ত ইবাতুরঃ" এই দৃষ্টান্তযুক্ত শ্লোকে সংক্ষিপ্তভাবে যাহা সূচনা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ—কাহারও যদি সঞ্চিত অর্থ নষ্ট হইয়া যায় (অথচ অর্থের কামনা আছে), তবে সেই অর্থহীনতা যেমন তাহার সুখের কারণ হয় না, কিন্তু অর্থের আসক্তিবর্জ্জনেই সুখ হয়, সেইরূপ সুষুপ্তি বা প্রলয়কালে যে অহঙ্কার রূপ উপাধির নাশ, তাহাতে আত্মার সেই পরমানন্দরূপতা প্রাপ্তি হয় না; কারণ তখনও অবিদ্যাজনিত সংস্কার ত বিদ্যমানই থাকে, তাহাই যত অনর্থের কারণ। তবে যদি নৈষ্কর্ম্যশালী অর্থাৎ কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হওয়া যায়, তবেই পরমানন্দরূপতা উপস্থিত হয়; ইহা ভক্তিসহকৃত জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ব্যতিরেকে সম্ভবপর নহে॥ ১৪—১৬

অন্বয়ঃ।—[হে] প্রভো! [হে] ব্রহ্মন্! (পরব্রহ্মস্বরূপ! কপিল!) প্রকৃতিঃ কর্হিচিৎ (কদাপি) পুরুষং ন বিমুঞ্চতি, [হেতুমাহ] অনয়োঃ (প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ) অন্যোন্যাপাশ্রয়ত্বাৎ (শক্তি-শক্তিমৎস্বরূপয়োঃ তয়োঃ পরস্পরম্ আশ্রয়াশ্রয়িভাবস্বভাবাৎ), [ননু একতরস্য নাশেনৈব পরস্পরসংযোগনাশঃ স্যাৎ, তদপি ন ইত্যাহ] নিত্যত্বাচ্চ (যতঃ তৌ দ্বাবপি নিত্যৌ অতঃ কস্যাপি ন বিনাশঃ সম্ভবতি)॥ ১৭

মূলানুবাদ।—শ্রীদেবহূতি কহিলেন—হে প্রভো পরব্রহ্মস্বরূপ কপিল! প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই নিত্য এবং পরস্পর আশ্রয়-আশ্রিতভাবপরায়ণ; সুতরাং প্রকৃতির পক্ষে কোন সময়েই ত পুরুষকে ত্যাগ করা সম্ভবপর নহে॥ ১৭

শ্রীধরটীকা।—ভক্তিবিরক্তিভ্যাং সত্যপি বিবেকে প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পরস্পরত্যাগাভাবাৎ কথং মুক্তিরিতি পৃচ্ছতি পুরুষমিতি চতুর্ভিঃ। পুরুষব্যতিরেকেণ প্রকৃতেঃ স্বরূপলাভাভাবাৎ, প্রকৃতিব্যতিরেকেণ পুরুষস্যাভিব্যক্ত্যভাবাদিত্যন্যোন্যাপাশ্রয়ত্বান্নিত্যত্বাচ্চ পুরুষং প্রকৃতিঃ কদাচিন্ন মুঞ্চতীত্যর্থঃ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—যথা গন্ধস্য ভূমেশ্চ, যথা চ রসস্য অপাং চ (অপাং জলানাং) ব্যতিরেকতঃ (পরস্পরম্ অসম্বদ্ধভাবেন) ভাবঃ (সত্তা) ন, তথা বুদ্ধেঃ (কার্য্যকারণয়োরভেদোপচারাৎ বুদ্ধিপদেন প্রকৃতির্বোধ্যা, তথা চ প্রকৃতেরিত্যর্থঃ) পরস্য চ (পুরুষস্য চ, ব্যতিরেকতঃ ভাবো নেতি যোজনা)॥ ১৮

মূলানুবাদ।—যেমন গন্ধ ও ক্ষিতি এবং রস ও জল পরস্পর অসম্বদ্ধভাবে থাকে না, সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষ পৃথক্ ভাবে থাকিতে পারে না॥ ১৮

শ্রীধরটীকা।—ব্যতিরেকাভাবমাত্রে দৃষ্টান্তঃ—যথা ব্যতিরেকতো ভাবঃ সত্তা নাস্তি। গন্ধস্য কদাচিদপ্যদর্শনাৎ দৃষ্টান্তান্তরম্ অপামিতি। বুদ্ধেঃ প্রকৃতেঃ। পরস্য পুরুষস্য চ॥ ১৮

অকর্ত্তুঃ কর্ম্মবন্ধোঽয়ং পুরুষস্য যদাশ্রয়ঃ । গুণেষু সৎসু প্রকৃতেঃ কৈবল্যং তেষ্বতঃ কথম্ ॥১৯
ক্বচিৎ তত্ত্বাবমর্শেন নিবৃত্তং ভয়মুল্বণম্ । অনিবৃত্তনিমিত্তত্বাৎ পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে ॥ ২০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

অনিমিত্তনিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণামলাত্মনা । তীব্রয়া ময়ি ভক্ত্যা চ শ্রুতসংভৃতয়া চিরম্ ॥ ২১ ॥
জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা । তপোযুক্তেন যোগেন তীব্রেণাত্মসমাধিনা ॥ ২২ ॥
প্রকৃতিঃ পুরুষস্যেহ দহ্যমানা ত্বহর্নিশম্ । তিরোভবিত্রী শনকৈরগ্নের্যোনিরিবারণিঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ।—অকর্ত্তুঃ, (স্বয়ং কর্ত্তৃত্বরহিতস্যাপি) পুরুষস্য যদাশ্রয়ঃ (যন্নিবন্ধনঃ) অয়ং কর্ম্মবন্ধঃ, প্রকৃতেঃ তেষু গুণেষু (অহঙ্কারাদিষু) সৎসু অতঃ (কর্ম্মবন্ধাৎ) কথং কৈবল্যং (পুরুষস্য মোক্ষঃ কথং সম্ভবতি) ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদ।—প্রকৃতির যে সকল গুণের সম্পর্কে পুরুষের এই কর্ম্মবন্ধন সংঘটিত হয়, সেই সকল গু থাকিতে কিরূপে তাহা হইতে পুরুষের মুক্তি হইতে পারে ? ॥১৯

শ্রীধরটীকা।—ততঃ কিম্, অত আহ অকর্ত্তুরিতি। যে গুণা আশ্রয়ো যস্য সঃ। তেষু প্রকৃতেগুর্ণেষু সৎসু পুরুষস্য কৈবল্যং কথম্ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—ক্বচিৎ (কদাচিৎ) তত্ত্বাবমর্শেন (তত্ত্বজ্ঞানেন) উল্বণং (তীব্রং) ভয়ং (সংসারবন্ধনভয়ং) নিবৃত্তম্ [অপি] অনিবৃত্তনিমিত্তত্বাৎ (বন্ধনকারণস্য প্রকৃতিসঙ্গস্য অবিচ্যুতিবশাৎ) পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে (সমাগচ্ছতি) ॥ ২০

মূলানুবাদ।—কখন কখন তত্ত্ববিচার দ্বারা পুরুষের এই সংসারভয় দূরীভুত হইলেও তাহার কারণ নিবৃত্ত না হওয়ায় আবার উহা আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—অতএব ক্বচিন্নিবৃত্তপ্রায়স্যাপি সংসারভয়স্য পুনরুদ্ভবো দৃশ্যত ইত্যাহ ক্বচিদিতি ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—অনিমিত্তনিমিত্তেন ।(নিমিত্তং ফলং ন নিমিত্তং প্রবৃত্তিহেতুভূতং যস্মিন্ তেন, ফলাভিসন্ধিং বিনা ক্রিয়মাণেন) স্বধর্ম্মেণ (স্বাধিকারানুরূপকর্ম্মণা) অমলাত্মনা (নির্ম্মলেন চিত্তেন) ময়ি (মাং প্রতি) শ্রুতসম্ভৃতয়া (শ্রুতেন নামলীলাদিশ্রবণেন সম্ভৃতয়া পরিবর্দ্ধিতয়া) তীব্রয়া (প্রবলয়া) ভক্ত্যা চ [প্রকৃতিঃ দহ্যমানা তিরোভবিত্রী ইতি তৃতীয়শ্লোকাংশেনান্বয়ঃ] ॥ ২১

মূলানুবাদ।—ভগবান্ শ্রীকপিল বলিলেন—ফলে আকাঙ্ক্ষা না করিয়া স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান, চিত্তের নির্ম্মলতা সম্পাদন, মদীয় নাম লীলাদি শ্রবণ দ্বারা আমার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি অবলম্বন, [ইত্যাদি উপায় দ্বারা প্রকৃতি পরাভূত হইয়া তিরোহিত হইতে বাধ্য হইবেন] ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—দৃষ্টতত্ত্বেন (দৃষ্টম্ অবগতং তত্ত্বং যেন, তেন) জ্ঞানেন বলীয়সা বৈরাগ্যেণ, তপোযুক্তেন (শমদমাদিসহকৃতেন) যোগেন (ধ্যানেন), তীব্রেণ আত্মসমাধিনা (চিত্তৈকাগ্র্যেণ), [উত্তরত্র ক্রিয়ান্বয়ঃ] ॥ ২২

মূলানুবাদ।—তত্ত্বজ্ঞান, প্রবল বৈরাগ্য, শমদমাদিসহকৃত ধ্যান, চিত্তের প্রগাঢ় একাগ্রতা, [পরশ্লোকে ক্রিয়াসমাপ্তি] ॥ ২২

শ্রীধরটীকা।—ন প্রকৃতিসম্বন্ধমাত্রং বন্ধহেতুঃ, কিন্তু গুণবুদ্ধ্যা তদাসক্তিঃ ; তন্নিবৃত্তৌ সত্যাং মোক্ষোঽপি ঘটতে। ক্বচিদুদ্ভবস্তু সাধনবৈকল্যাদিত্যভিপ্রেত্য সাধনাতিশয়ং কথয়ন্ পরিহরতি ত্রিভিঃ। নিমিত্তং ফলং, তন্ন নিমিত্তং প্রবর্ত্তকং যস্মিন্ তেন নিষ্কামেণ ধর্ম্মেণ। অমলাত্মনা নির্ম্মলেন মনসা, শ্রুতেন কথাশ্রবণেন সংভৃতয়া পুষ্টয়া ॥ ২১।২২

ভুক্তভোগা পরিত্যক্তা দৃষ্টদোষা চ নিত্যশঃ। নেশ্বরস্যাশুভং ধত্তে স্বে মহিম্নি স্থিতস্য চ ॥২৪
যথা হ্যপ্রতিবুদ্ধস্য প্রস্বাপো বহ্বনর্থভৃৎ। স এব প্রতিবুদ্ধস্য ন বিমোহায় কল্পতে ॥ ২৫ ॥
এবং বিদিততত্ত্বস্য প্রকৃতির্ময়ি মানসম্। যুঞ্জতো নাপকুরুত আত্মারামস্য কর্হিচিৎ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ।—ইহ (সংসারে) পুরুষস্য [তৈস্তৈরুপায়ৈঃ] প্রকৃতিঃ অহর্নিশং (সর্ব্বদা) দহ্যমানা তু (পরাভূয়মানা হি) অগ্নেঃ যোনিঃ (উৎপাদয়িত্রী) অরণিরিব (কাষ্ঠযন্ত্রমিব) শনকৈঃ (ক্রমশঃ) তিরোভবিত্রী (তিরোহিতা ভবিষ্যতি) ॥ ২৩

মূলানুবাদ।—ইহলোকে (পূর্ব্বোক্ত উপায়সমূহে) পুরুষের প্রকৃতি নিরন্তর অভিভূত হইতে হইতে ক্রমশঃ অগ্নিজনক অরণি-কাষ্ঠের ন্যায় তিরোহিত হইতে বাধ্য হইবে ॥ ২৩

শ্রীধরটীকা।—দহ্যমানা অভিভূয়মানা তিরোহিতা ভবতি ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—ভুক্তভোগা (ভুক্তঃ ভোগঃ সুখদুঃখাদিফলং যস্যাঃ সা) নিত্যশঃ (সর্ব্বদা) দৃষ্টদোষা (দৃষ্টঃ অবগতঃ দোষঃ বন্ধকারিত্বাদিরূপো যস্যাঃ সা তথাবিধা প্রকৃতিঃ) পরিত্যক্তা (সম্বন্ধবিচ্যুতীকৃতা সতী) স্বে মহিম্নি স্থিতস্য (হেয়োপাদেয়বিবেকময়ে জ্ঞানস্বরূপে পর্য্যবসিতস্য) ঈশ্বরস্য (অপরাধীনস্য স্বতন্ত্রস্যেতি যাবৎ) অশুভং (বন্ধনরূপং) ন ধত্তে (সম্পাদয়িতুং ন শক্নোতি) ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—প্রকৃতির সম্পাদিত সুখদুঃখাদি ফল পুনঃ পুনঃ ভোগের পর যখন অবিরত তাহার দোষ (বন্ধনকারিত্বাদি) অনুভব করিয়া পুরুষ তাহাকে পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি ত্যাজ্য অত্যাজ্য প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ণজ্ঞানময় অবস্থায় উপনীত হন ; সুতরাং তাঁহার পরাধীনতা নাই। এ অবস্থায় প্রকৃতি আর তাঁহার বন্ধনাদি অনিষ্ট সম্পাদন করিতে পারে না ॥ ২৪

শ্রীধরটীকা।—এবঞ্চ সতি পুনরুদ্ভবো নাস্তীত্যাহ। ভুক্তো ভোগো যস্যাঃ। নিত্যশঃ সদা দৃষ্টো দোষো যস্যাঃ। অতএব পরিত্যক্তা সতী, ঈশ্বরস্যাপরতন্ত্রস্য স্বে মহিম্নি স্থিতস্য স্বানন্দং প্রাপ্তস্য ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—যথা হি অপ্রতিবুদ্ধস্য (নিদ্রিতস্য জনস্য) প্রস্বাপঃ (স্বপ্নঃ) বহ্বনর্থভৃৎ (নানাবিধানিষ্টকারী ভবতি) প্রতিবুদ্ধস্য (জাগরিতস্য সম্বন্ধে তু) স এব (স্বপ্নঃ সংস্কারবশেন স্ফুরন্নপীতি যাবৎ) বিমোহায় (মোহং সম্পাদয়িতুং) ন কল্পতে (সমর্থো ন ভবতি) ॥ ২৫

মূলানুবাদ।—পুরুষের নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন যেমন তাহার বহু অনিষ্ট সাধন করিতে পারে, কিন্তু জাগরিত হইলে সংস্কার বশতঃ সেই স্বপ্ন মনে পড়িলেও আর তাহার মোহ উৎপাদনে সমর্থ হয় না ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—এবং (তথা) বিদিততত্ত্বস্য (তত্ত্বসাক্ষাৎকারিণঃ) ময়ি মানসং যুঞ্জতঃ (একাগ্রীকুর্ব্বতঃ) [অতএব] আত্মারামস্য (আত্মনি স্বস্মিন্ আরমতি পূর্ণানন্দমনুভবতি যঃ তস্য) প্রকৃতিঃ কর্হিচিৎ (কদাপি) ন অপকুরুতে ॥ ২৬

মূলানুবাদ।—সেইরূপ যে ব্যক্তি প্রকৃতি-পুরুষাদির তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়াছে এবং আমার প্রতি স্থিরতর একাগ্রতা জন্মাইয়া আত্মারাম অর্থাৎ আত্মাতেই পরমানন্দস্বরূপ-দর্শনকারী হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে প্রকৃতি আর কখনও কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না ॥ ২৬

শ্রীধরটীকা।—অবিবেকাবস্থায়ামনর্থহেতুরপি বিবেকানন্তরং ন ভবতীতি সদৃষ্টান্তমাহ—যথেতি দ্বাভ্যাম্। প্রস্বাপঃ স্বপ্নঃ বহ্বনর্থান্ বিভর্ত্তি পুষ্ণাতি। প্রতিবুদ্ধস্য সংস্কারবশেন স্ফুরন্নপি ॥ ২৫।২৬

যদৈবমধ্যাত্মরতঃ কালেন বহুজন্মনা । সর্ব্বত্র জাতবৈরাগ্য আব্রহ্মভবনান্মুনিঃ ॥ ২৭
মদ্ভক্তঃ প্রতিবুদ্ধার্থো মৎপ্রসাদেন ভূয়সা । নিঃশ্রেয়সং স্বসংস্থানং কৈবল্যাখ্যং মদাশ্রয়ম্ ॥২৮॥
প্রাপ্নোতীহাঞ্জসা ধীরঃ স্বদৃশা চ্ছিন্নসংশয়ঃ । যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তেত যোগী লিঙ্গবিনির্গমে ॥ ২৯॥
যদা ন যোগোপচিতাসু চেতো মায়াসু সিদ্ধস্য বিষজ্জতেঽঙ্গ ।
অনন্যহেতুষ্বথ মে গতিঃ স্যা-দাত্যন্তিকী যত্র ন মৃত্যুহাসঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
প্রকৃতিবিবেকো নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ।—বহুজন্মনা (বহূনি জন্মানি যস্মিন্ তেন, অনেকজন্মা দিঘটিতেন) কালেন যদা এবং (পূর্ব্বোক্ত-প্রকারেণ) অধ্যাত্মরতঃ (আত্মতত্ত্বৈকপরায়ণঃ) আব্রহ্মভবনাৎ সর্ব্বত্র (ব্রহ্মলোকাদিসর্ব্ববিষয়ে) জাতবৈরাগ্যঃ (নিঃস্পৃহঃ সন্) মুনিঃ (স্থিতপ্রজ্ঞো ভবতি) [তথা কৈবল্যাখ্যং মদাশ্রয়ং প্রাপ্নোতি ইতি পরত্র সম্বন্ধঃ]। ২৭

মূলানুবাদ।—বহু জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী কালক্রমে পুরুষ যখন উক্ত উপায়ে আত্মতত্ত্বপরায়ণ হইয়া ব্রহ্ম-লোকাবধি সমস্ত বিষয়ে বৈরাগ্যশালী মুনি (স্থিতপ্রজ্ঞ) হইতে পারেন [তখন কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন]। ২৭

শ্রীধরটীকা।—উপসংহরতি যদৈবমিতি ত্রিভিঃ । বহূনি জন্মানি যস্মিন্ কালে ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—ধীরঃ মদ্ভক্তঃ যোগী ভূয়সা (অতিমাত্রেণ) ইহ (অস্মিন্ জন্মনি) মৎপ্রসাদেন (মদনুগ্রহে প্রতিবুদ্ধার্থঃ (জ্ঞাততত্ত্বঃ) [ততশ্চ] স্বদৃশা (আত্মজ্ঞানেন) ছিন্নসংশয়ঃ (বিদূরিতাশেষসংশয়ক্লেশঃ সন্) লি বিনির্গমে (লিঙ্গশরীরনাশে সত) অঞ্জসা (অচিরাদেব) স্ব-সংস্থানং (দেহাদিব্যতিরিক্তং) মদাশ্রয়ং (অহমেবাশ্র যস্য তথাবিধং) কৈবল্যাখ্যং (কৈবল্যনামকং) নিঃশ্রেয়সং (মোক্ষপদং) প্রাপ্নোতি। যৎ (কৈবল্যং) গ (প্রাপ্য) ন নিবর্ত্ততে ॥ ২৮।২৯

মূলানুবাদ।—ধীরভাবে আমার প্রতি ভক্তিমান্ সাধক আমার একান্ত অনুগ্রহে তত্ত্বজ্ঞান লা করিয়া স্বীয় আত্মজ্ঞানবলে সকল সংশয় হইতে মুক্ত হয়। তখন লিঙ্গশরীর নাশ হইলে সে অবি দেহাদিসম্পর্কশূন্য একমাত্র আমাতে পর্য্যবসিত কৈবল্য নামক মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। এই পদ প্রা হইলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না ॥ ২৮।২৯

শ্রীধরটীকা।—প্রতিবুদ্ধার্থঃ বিদিতাত্মতত্ত্বঃ। কৈবল্যাখ্যং স্বসংস্থানং দেহাদিব্যতিরিক্তং স্বরূপং, মদাশ্র নিঃশ্রেয়সং নিরতিশয়ানন্দম্ ॥ ২৮ ॥ স্বদৃশা আত্মজ্ঞানেন, ছিন্না সংশয়া মিথ্যাজ্ঞানানি যস্য। লিঙ্গাদ্বিনির্গমে লি শরীরনাশে সতীত্যর্থঃ ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ! (হে মাতঃ!) যদি যোগোপচিতাসু (যোগবলেন সমৃদ্ধাসু) অনন্যহেতুষু (ন বিদ্য অন্য যোগভিন্নঃ হেতুর্যাসাং তাসু) মায়াসু (অণিমাদিসিদ্ধিসুলভনানাবিধভোগ্যবস্তুষু) সিদ্ধস্য (অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধি সম্পন্নস্য) চেতঃ (চিত্তং) ন বিষজ্জতে (আকৃষ্টং ন ভবতি) অথ (তদনন্তরং) মে (মম সম্বন্ধিনী) আত্যন্তিকী (অক্ষয়া) গতিঃ স্যাৎ যত্র (যস্যাং, গতৌ সত্যাং) মৃত্যুহাসঃ (মৃত্যোর্গর্ব্বঃ) ন (ন ভবতি) ॥ ৩০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ২৭

মূলানুবাদ।—মাতঃ! এইরূপ সাধনাবলে সিদ্ধ হইতে পারিলে যখন যোগবলসম্পাদিত অণিমাদি সি বিষয়ে তাহার চিত্ত আর আকৃষ্ট হয় না, তখন মৎসম্বন্ধীয় অক্ষয় গতি যেখানে মৃত্যুরগর্ব খর্ব হইয়াছে তাহা লাভ হয় ॥ ৩০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তবিংশতি অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ২৭

শ্রীধরটীকা।—তদা তু অণিমাদিসিদ্ধয়োঽন্তরায়রূপা ভবন্তি। তাসু যে গেনোপচিতাসু সমৃদ্ধাসু, ন যোগা-ভঙ্গো হেতুর্যাসাং তাসু, যথা সিদ্ধস্য চেতো ন বিষজ্জতে, অঙ্গ হে মাতঃ! অথ তদা অন্তমতিক্রান্তোঽত্যন্তো যোঽহং তৎসম্বন্ধিনী। যত্র যস্যাং গতৌ মৃত্যোর্হাসো ন ভবতি। বিষয়াসক্তৌ তু সিদ্ধোঽপি ময়া বশীকৃত ইতি মৃত্যোর্হাসো পূর্ব্বো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—এই অধ্যায়ের প্রথম ভাগে ভগবান্ শ্রীকপিল মাতা দেবহূতিকে উপদেশ করিয়াছেন যে, "স এব যর্হি প্রকৃতেগুর্ণেষ্বভিবিষজ্জতে। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" "পুরুষ যখন প্রকৃতির গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে সম্বন্ধ থাকেন, তখন অহঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া "আমি কর্ত্তা" বলিয়া অভিমানী হইয়া থাকেন। অতএব সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইলে "জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ" "প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা শুদ্ধআত্মার অনুভূতি করা প্রয়োজন" এই মর্ম্মের প্রাগুক্ত উপদেশ শ্রবণে শ্রীদেবহূতি বুঝিয়াছেন যে প্রকৃতির সম্পর্কই পুরুষের যত অনর্থের হেতু, সুতরাং তাহা ত্যাগ করিতে না পারিলে পুরুষের মুক্তিলাভ সম্ভবপর নহে, অথচ প্রকৃতি পুরুষেরই শক্তিবিশেষ, সুতরাং গন্ধ যেমন ক্ষিতিকে এবং রস যেমন জলকে ত্যাগ করিয়া থাকে না, সেইরূপ প্রকৃতিও পুরুষকে ত্যাগ করিয়া কখনও থাকিতে পারেন না। যদিও তত্ত্ববিচারাদি দ্বারা সংসারবন্ধনবিষয়ে নির্ভীকতা উপস্থিত হয়, তথাপি তাহা স্থায়ী হয় না, ইহাই প্রতিক্ষণ প্রত্যক্ষ হইতেছে; সুতরাং বুঝিতে হইবে, প্রকৃতি পুরুষকে কিছুতেই ত্যাগ করেন না। এইরূপ সন্দেহের বশবর্ত্তিনী হইয়া শ্রীদেবহূতি কপিলের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"পুরুষং প্রকৃতির্ব্রহ্মন্ ন বিমুঞ্চতি কর্হিচিৎ" ইত্যাদি।

ইহার উত্তরে শ্রীকপিল মাতাকে বুঝাইতেছেন—মাতঃ! আমার প্রতি (ভগবানের প্রতি) একান্তভক্তিসহকারে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা পূর্ণবৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া যদি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে, তবে তাহা দ্বারা প্রকৃতি পরাভূত হন, অর্থাৎ অবিদ্যার আবরণে আর পুরুষকে মুগ্ধ করিবার ক্ষমতা থাকে না, সুতরাং তাহার সঙ্গ থাকা না থাকা সমান, বিশেষতঃ সঙ্গই থাকিতে পারে না। স্ত্রী যেমন গৃহীর আজীবন সহচরী, সাধ্বী স্ত্রী কখনও পতির আশ্রয় ত্যাগ করেন না এবং পতিও তাহাকে উপেক্ষা করেন না, কিন্তু যদি স্ত্রী কখনও অসাধ্বী বলিয়া প্রতিপন্না হন, তখন পতি অবশ্যই মনে করেন যে, যতদিন সৎভাবে ছিল ততদিন আমার ছিল, এখন ইহার অসাধুতা প্রমাণিত হইয়াছে, আর কিছুতেই ইহার সম্পর্ক রাখা যাইবে না। এইরূপ স্থির করিয়া নিশ্চয়ই তাহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করেন। সেইরূপ পুরুষও যতদিন প্রকৃতির গুণে অর্থাৎ অবিদ্যায় মুগ্ধ হইয়া তাহার দোষ লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, ততদিন তাহাতে সম্বদ্ধ থাকিতে পারেন, কিন্তু যখনই সাধনপ্রণালী দ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে, প্রকৃতি আমার সর্ব্বনাশ করিতেছে, আমার আত্মজ্ঞান লোপ করিয়া মিথ্যা ভোগপ্রপঞ্চে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে, তখন তাহাকে দুষ্টা বলিয়া অবশ্যই ত্যাগ করিবেন, আর তাহাকে কাছে আসিতে দিবেন না। সুতরাং তাহার সঙ্গত্যাগ অসম্ভব হইবে কেন? হে মাতঃ! আমার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিমান হইলে আমারই অনুগ্রহে জীবের সকল মোহ কাটিয়া যাইবে, আর প্রকৃতিতে মন আকৃষ্ট হইবে না, তখন নিত্যআনন্দময় মদীয় সেই কৈবল্যধাম "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে" ও "যত্র ন মৃত্যুহাসঃ" তাহাই প্রাপ্ত হইতে পারিবে ॥ ১৭—৩০

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তবিংশোধ্যায় ॥ ঃ ২৭

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

—ঃ০*০ঃ—

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

যোগস্য লক্ষণং বক্ষ্যে সবীজস্য নৃপাত্মজে। মনো যেনৈব বিধিনা প্রসন্নং যাতি সৎপথম্ ॥১॥
স্বধর্ম্মাচরণং শক্ত্যা বিধর্ম্মাচ্চ নিবর্ত্তনম্। দৈবাল্লব্ধেন সন্তোষ আত্মবিচ্চরণার্চ্চনম্ ॥ ২॥
গ্রাম্যধর্ম্মনিবৃত্তিশ্চ মোক্ষধর্ম্মরতিস্তথা। মিতমেধ্যাদনং শশ্বদ্বিবিক্তক্ষেমসেবনম্ ॥ ৩॥

অন্বয়ঃ।—[হে] নৃপাত্মজে (নৃপস্য রাজ্ঞঃ মনোঃ আত্মজে! পুত্রি!) সবীজস্য (আলম্বনযুক্ত যোগস্য (সম্প্রজ্ঞাতসমাধেরিতি যাবৎ) লক্ষণং (স্বরূপং) বক্ষ্যে (বর্ণয়িষ্যামি) যেনৈব বিধিনা (প্রকারে মনঃ প্রসন্নং (নির্ম্মলং সৎ) সৎপথং (প্রকৃষ্টং পন্থানং) যাতি (গচ্ছতি) ॥১

মূলানুবাদ।—ভগবান্ শ্রীকপিল বলিলেন—হে রাজপুত্রি! অতঃপর আমি সবীজ যোগের লক্ষণ বলি যে প্রকার অনুষ্ঠান করিলে মন প্রসন্ন হইয়া সৎপথে ধাবিত হয় ॥ ১

শ্রীপ্রবটীকা।—অষ্টাবিংশে ততোঽষ্টাঙ্গযোগেন ধ্যানশোভিনা। সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং স্বরূপজ্ঞানমী
ভক্তিং সংক্ষেপতঃ প্রোচে সাংখ্যমাখ্যায় বিস্তৃতম্। অথাহ বৈষ্ণবং যোগমষ্টাঙ্গং কপিলো হরিঃ।
সবীজস্য সালম্বনস্য, প্রসন্নং সৎ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—শক্ত্যা (শক্ত্যনুসারেণ, ন তু ইচ্ছানুসারেণ) স্বধর্ম্মাচরণং (স্বাধিকারোচিতধর্ম্মানুষ্ঠানং) বিধর্ম্মা (স্বাধিকারবিরুদ্ধধর্ম্মাচ্চ) নিবর্ত্তনং, দৈবাৎ লব্ধেন (প্রার্থনাং বিনা যদৃচ্ছাপ্রাপ্তেন) সন্তোষঃ, আত্মবিচ্চরণার্চ্চ (আত্মবিদাম্ আত্মতত্ত্বজ্ঞানাং চরণার্চ্চনং) ॥ ২

মূলানুবাদ।—যথাশক্তি স্বধর্ম্মাচরণ, বিরুদ্ধ ধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকা, বিনা প্রার্থনায় যাহা পাওয়া য তাহাতেই সন্তোষ, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের চরণবন্দন ॥ ২

শ্রীপ্রবটীকা।—তত্র যমনিয়মানাহ—ত্রিভিরক্ষরদ্বয়াধিকৈঃ। শক্ত্যা স্বধর্ম্মাচরণম্ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—গ্রাম্যধর্ম্মনিবৃত্তিঃ (গ্রাম্যধর্ম্মঃ ধর্ম্মার্থকামনিমিত্তানুষ্ঠানং, তস্মাৎ নিবৃত্তিঃ) তথা মোক্ষধর্ম্মরতি (মোক্ষোপযোগিকর্ম্মানুরাগশ্চ) মিতমেধ্যাদনং (পরিমিতপবিত্রভোজনং) শশ্বৎ (সর্ব্বদা) বিবিক্তক্ষেমসেব (নির্ব্বাধবিজনস্থানাবস্থানম্) ॥ ৩

মূলানুবাদ।—ধর্ম্ম-অর্থ-কামবিষয়ক কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি, মোক্ষজনক কর্ম্মে প্রবৃত্তি, পরিমিত পবিত্র খা ভক্ষণ ও সর্ব্বদা বিঘ্নশূন্য নির্জ্জন স্থানে অবস্থান ॥ ৩

শ্রীপ্রবটীকা।—গ্রাম্যস্ত্রৈবর্গিকো ধর্ম্মঃ তস্মান্নিবৃত্তিঃ। মিতঞ্চ তন্মেধ্যং শুদ্ধঞ্চ তস্যাদনম্। তত্র মিতং না

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং যাবদর্থপরিগ্রহঃ। ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচং স্বাধ্যায়ঃ পুরুষার্চ্চনম্ ॥ ৪
মৌনং সদাসনজয়-স্থৈর্য্যং প্রাণজয়ঃ শনৈঃ। প্রত্যাহারশ্চেন্দ্রিয়াণাং বিষয়ান্মনসা হৃদি ॥ ৫
স্বধিষ্ণ্যানামেকদেশে মনসা প্রাণধারণম্। বৈকুণ্ঠলীলাভিধ্যানং সমাধানং তথাত্মনঃ ॥ ৬
এতৈরন্যৈশ্চ পথিভির্মনো দুষ্টমসৎপথম্। বুদ্ধ্যা যুঞ্জীত শনকৈর্জিতপ্রাণো হ্যতন্দ্রিতঃ ॥ ৭
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য বিজিতাসন আসনম্। তস্মিন্ স্বস্তিকমাসীন ঋজুকায়ঃ সমভ্যসেৎ ॥৮

দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈস্তোয়েনৈকঞ্চ পূরয়েৎ। মারুতস্য প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েদিতি স্মৃতিপ্রসিদ্ধম্। বিবিক্তং বিজনং, ক্ষেমং নির্ব্বাধং, তস্য স্থানস্য সেবনম্ ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—অহিংসা (অবৈধহিংসাত্যাগঃ) সত্যম্, অস্তেয়ম্ (অবৈধপরস্বগ্রহণাকরণং), যাবদর্থপরিগ্রহঃ (প্রয়োজনানুরূপবস্তুগ্রহণং), ব্রহ্মচর্য্যং, তপঃ (বাক্‌কায়মনোগতং ত্রিবিধং) ; শৌচং (বাহ্যাভ্যন্তরভেদাৎ দ্বিবিধং) স্বাধ্যায়ঃ (বেদাধ্যয়নং), পুরুষার্চ্চনং (ভগবৎসেবনম্) ॥ ৪

মূলানুবাদ।—অহিংসা, সত্য, অবৈধভাবে পরকীয় বস্তু গ্রহণ না করা, প্রয়োজনানুরূপ বস্তুগ্রহণ করা, ব্রহ্মচর্য্য, কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ তপস্যা, অন্তর ও বাহিরের পবিত্রতা ; বেদাধ্যয়ন, শ্রীভগবানের সেবা ॥ ৪

শ্রীধরটীকা।—যাবতা অর্থঃ প্রয়োজনং তাবন্মাত্রস্য পরিগ্রহঃ ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—মৌনং (বাক্‌সংযমঃ) সদাসনজয়স্থৈর্য্যং (সতঃ আসনস্য জয়েন বশীকারেণ স্থৈর্য্যং) শনৈঃ প্রাণজয়ঃ (প্রাণাদীনাং বায়ূনাং সংযমঃ) মনসা ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়াৎ হৃদি প্রত্যাহারঃ (অন্তর্মুখীকরণম্) ॥ ৫

মূলানুবাদ।—মৌনাবলম্বন, উত্তম আসনে অভ্যস্ত হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান, ক্রমে ক্রমে প্রাণবায়ুর সংযম, ইন্দ্রিয়গণকে মনের দ্বারা বহির্বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া অন্তরের দিকে আনয়ন ॥ ৫

শ্রীধরটীকা।—আসনাদীনি অঙ্গান্যাহ ত্রিভিঃ। সতঃ আসনস্য জয়েন স্থৈর্য্যম্ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—স্বধিষ্ণ্যানাং (প্রাণস্থানানাং মূলাধারাদীনাম্) একদেশে (একস্মিন্ স্থানে) মনসা [সহ] প্রাণধারণং (প্রাণস্য সন্ধারণং), বৈকুণ্ঠলীলাভিধ্যানং (ভগবল্লীলাপরিচিন্তনং) তথা আত্মনঃ (অন্তঃকরণস্য) সমাধানং (আত্মরূপতাসম্পাদনম্) ॥ ৬

মূলানুবাদ।—মূলাধার প্রভৃতি ছয়টি প্রাণস্থানের মধ্যে যে কোনও এক স্থানের সহিত প্রাণবায়ুকে সংযত করিয়া রাখা, শ্রীভগবানের লীলাধ্যান এবং মনকে আত্মা রূপে সংগঠন ॥ ৬

শ্রীধরটীকা।—স্বধিষ্ণ্যানাং প্রাণস্থানানাং মূলাধারাদীনাং মধ্যে একস্মিন্ দেশে মনসা সহ প্রাণস্য ধারণং ধারণা। আত্মনো মনসঃ সমাধানমাত্মাকারতা ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—শনকৈঃ (ক্রমেণ) জিতপ্রাণঃ (বশীকৃতপ্রাণাদিবায়ুসঞ্চারঃ) অতন্দ্রিতঃ হি (অনলসশ্চ সন্) অসৎপথং (কুমার্গপ্রস্থিতং) দুষ্টং মনঃ এতৈঃ (পূর্ব্বোক্তৈঃ) অন্যৈশ্চ (ব্রতদানাদিভিঃ) পথিভিঃ (উপায়ৈঃ) বুদ্ধ্যা যুঞ্জীত (ধ্যানপথে যোজয়েৎ) ॥ ৭

মূলানুবাদ।—ধীরে ধীরে প্রাণবায়ুর ক্রিয়া বশীভূত করিয়া অনলস ভাবে পূর্ব্বোক্ত উপায়সমূহ এবং দান, ব্রত প্রভৃতি আরও উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়া অসৎপথাবলম্বী দুষ্ট মনকে বুদ্ধি দ্বারা ধ্যানপথে ব্যাপৃত করিতে হইবে ॥ ৭

শ্রীধরটীকা।—অন্যৈশ্চ ব্রতদানাদিভিঃ, পথিভিরুপায়ৈঃ ॥ ৭

প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূরকুম্ভকরেচকৈঃ ।
প্রতিকূলেন বা চিত্তং যথা স্থিরমচঞ্চলম্ ॥ ৯ ॥
মনোঽচিরাৎ স্যাদ্বিরজং জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ ।
বায্বগ্নিভ্যাং যথা লোহং ধ্মাতং ত্যজতি বৈ মলম্ ॥ ১০ ॥
প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষান্ ।
প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ ;—বিজিতাসনঃ [সন্] শুচৌ দেশে (পবিত্রে স্থানে) আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য তস্মিন্ (আসনে) স্বস্তিকং (মঙ্গলং যথা স্যাৎ তথা) আসীনঃ (উপবিষ্টঃ) ঋজুকায়ঃ (সরলদেহঃ সন্) সমভ্যসেৎ (সম্যক্ যোগাভ্যাসং কুর্য্যাৎ) ॥ ৮

মূলানুবাদ।—আসন অভ্যাস করিয়া পবিত্রস্থানে আসন সংস্থাপন পূর্ব্বক মঙ্গলময়ভাবে সরল দেহে উপবেশন করতঃ সম্যক্ প্রকারে যোগ অভ্যাস করিবে ॥ ৮

শ্রীধরটীকা ;—আসনাদীনি প্রপঞ্চয়তি—শুচাবিতি যাবৎ সমাপ্তিঃ। আসনং কুশাজিনচেলোত্তরম্। প্রতিষ্ঠাপ্য স্বস্তিকাসনেন তথাসুখমিতি বা। সমভ্যসেৎ প্রাণমিতি শেষঃ। উরু জঙ্ঘান্তরাধায় পাদাগ্রে জানুমধ্যগে। যোগিনো যদবস্থানং স্বস্তিকং তদ্বিদুর্বুধাঃ ॥ ৮

অন্বয়ঃ ;—পূরকুম্ভকরেচকৈঃ (প্রথমতঃ বামনাসাপুটেন বায়োরন্তঃপ্রবেশনং পূরকঃ, প্রবেশিতবায়োস্তম্ভনং কুম্ভকঃ, দক্ষিণেন চ নিঃসারণং রেচকঃ তৈঃ) প্রতিকূলেন বা (দক্ষিণেন পূরণং বামেন চ রেচনমিতি বিপরীতক্রমেণ চ) প্রাণস্য (বায়োঃ) মার্গং (সংসারপ্রদেশং) শোধয়েৎ, যথা চিত্তম্ অচঞ্চলং স্থিরং (সুনিয়ন্ত্রিতং ভবতি)। ৯

মূলানুবাদ।—বামনাসাপুটক্রমে, তাহার বিপরীতক্রমে, এবং তাহার বিপরীতক্রমে পূরক, কুম্ভক ও রেচকদ্বারা প্রাণাদিবায়ুর সঞ্চারপথ এমনভাবে শোধিত করিতে হইবে, চিত্ত যাহাতে সম্যক্ স্থিরতা লাভ করে। ৯

শ্রীধরটীকা।—বাহ্যবায়োরন্তঃপ্রবেশনং পূরকঃ, প্রবেশিতস্য ধারণং কুম্ভকঃ, ধৃতস্য বহির্নিঃসারণং রেচকঃ। প্রতিকূলেন রেচককুম্ভকপূরকৈঃ, যদ্বা ঈড়য়া আপূর্য্য পিঙ্গলয়া রেচনং, পিঙ্গলয়া আপূর্য্য ঈড়য়া রেচনমিত্যেবং প্রতিকূলেন। বাশব্দশ্চার্থে। স্থিরং সৎ পুনরপি চঞ্চলং যথা ন ভবতি তথা শোধয়েৎ ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—বায্বগ্নিভ্যাং ধ্মাতং (সুতপ্তং) লোহং (স্বর্ণাদিকং) যথা বৈ মলং ত্যজতি, [তথা] জিতশ্বাসস্য (আয়ত্তীকৃতশ্বাসক্রিয়স্য) যোগিনঃ মনঃ অচিরাৎ বিরজং (বিশুদ্ধং) স্যাৎ ॥ ১০

মূলানুবাদ।—বায়ুপ্রদীপ্ত অগ্নিদ্বারা স্বর্ণাদি ধাতু সম্যক্ উত্তপ্ত হইলে যেমন তাহা মলিনতা ত্যাগ করে, সেইরূপ যোগপরায়ণ হইয়া শ্বাস জয় করিতে পারিলে তাহার মন অচিরে নির্ম্মল হইয়া থাকে ॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—ধ্মাতং সন্তপ্তমিত্যর্থঃ। লোহং সুবর্ণং যথা মলং ত্যজতি তথা মনো বিরজং স্যাৎ। ততশ্চাঞ্চল্যং স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—প্রাণায়ামৈঃ (পূরক-কুম্ভক-রেচকাত্মকৈঃ) দোষান্ (বাতপিত্তাদীন্) দহেৎ (প্রশময়েৎ) ধারণাভিশ্চ (বায়ুনা সহ মনসঃ স্থৈর্য্যসম্পাদনেন চ) কিল্বিষান্ (পাপানি', প্রত্যাহারেণ (ইন্দ্রিয়াণাং বহির্বিষয়ব্যাবর্ত্তনেন) সংসর্গান্ (বিষয়সম্পর্কান্), ধ্যানেন (স্থিরীকৃতস্য মনসঃ পুনঃ প্রকৃতে বস্তুনি বৃত্তিসন্তানেন) অনীশ্বরান্ গুণান্ (রাগাদীন্) [দহেদিত্যনেনান্বয়ঃ] ॥ ১১

যদা মনঃ সুবিরজং যোগেন সুসমাহিতম্। কাষ্ঠাং ভগবতো ধ্যায়েৎ স্বনাসাগ্রাবলোকনঃ ॥১২
প্রসন্নবদনাম্ভোজং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্। নীলোৎপলদলশ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ১৩ ॥
লসৎপঙ্কজকিঞ্জল্কপীতকৌশেয়বাসসম্। শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভামুক্তকন্ধরম্ ॥ ১৪ ॥
মত্তদ্বিরেফকলয়া পরীতং বনমালয়া। পরার্দ্ধ্যহারবলয়-কিরীটাঙ্গদনূপুরম্ ॥ ১৫

মূলানুবাদ ;—প্রাণায়াম দ্বারা বাতপিত্তাদি দোষ, ধারণা অর্থাৎ বায়ুর সহিত মনের স্থিরতা সম্পাদন দ্বারা পাপ, প্রত্যাহার অর্থাৎ বহির্বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়বর্গের নিবর্ত্তন দ্বারা বিষয়সঙ্গ এবং ধ্যানদ্বারা রাগদ্বেষাদি প্রশমিত করিতে হয় ॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—প্রাণায়ামাদীনাং সমাধৌ চত্বারি কার্য্যাণ্যাহ—প্রাণায়ামৈরিতি। দোষান্ বাতশ্লেষ্মাদীন্ সংসর্গান্ বিষয়সঙ্গান্। অনীশ্বরান্ রাগাদীন্। বায়ুনা সহ মনসঃ স্থিরীকরণং ধারণা, স্থিরস্য বৃত্তিসন্ততির্ধ্যানং, বৃত্তিনিরোধঃ সমাধিরিতি ভেদঃ ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—যদা সুবিরজং (সুনির্ম্মলং) মনঃ যোগেন (যমনিয়মাদ্যষ্টাঙ্গোপহিতেন বৃত্তিনিরোধেন) সুসমাহিতং (সম্যক্ স্থিরং ভবতি) [তদা] স্বনাসাগ্রাবলোকনঃ (নিজনাসাগ্রসন্নিবেশিতদৃষ্টিঃ সন্) ভগবতঃ কাষ্ঠাং (কলাং মূর্ত্তিমিতি যাবৎ) ধ্যায়েৎ ॥ ১২

মূলানুবাদ।—নির্ম্মল মন যখন যোগের দ্বারা সম্যক্ স্থিরতা লাভ করিবে, তখন নিজ নাসিকাগ্রে দৃষ্টি সংস্থাপন পূর্ব্বক শ্রীভগবানের মূর্ত্তি ধ্যান করিবে ॥ ১২

শ্রীধরটীকা।—সুসমাহিতা স্থিরজাতম্। কাষ্ঠাং কলাং, মূর্ত্তিমিত্যর্থঃ। স্বনাসাগ্রেঽবলোকনং যস্য। এতচ্চ লয়বিক্ষেপয়োঃ পরিহারায় ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—[সম্প্রতি ভগবতো ধ্যেয়ং স্বরূপমাহ সপ্তভিঃ শ্লোকৈঃ] প্রসন্নবদনাম্ভোজং (প্রসন্নমুখপদ্মং) পদ্মগর্ভারুণেক্ষণং (পদ্মস্য গর্ভবৎ অভ্যন্তরবৎ অরুণে রক্তাভে ঈক্ষণে নেত্রে যস্য তং) নীলোৎপলদলশ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরং (শঙ্খচক্রগদেত্যত্র উপলক্ষণেন পদ্মমপি বোধ্যং, তেন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণমিত্যর্থঃ) ॥ ১৩

মূলানুবাদ ;—[শ্রীভগবানের যেরূপ মূর্ত্তি ধ্যান করিতে হইবে, তাহা সাতটি শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে] সুপ্রসন্ন বদনকমল, পদ্মের অভ্যন্তরের ন্যায় রক্তাভ নয়নযুগল, নীলপদ্মের দলের ন্যায় শ্যামল বর্ণ, চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিরাজমান ॥ ১৩

শ্রীধরটীকা।—ধ্যেয়ং হরিমাহ সপ্তভিঃ। প্রসন্নং বদনাম্ভোজং যস্য তং ধ্যায়েদিতি ষষ্ঠেনান্বয়ঃ। পদ্মগর্ভবৎ অরুণে ঈক্ষণে নেত্রে যস্য। নীলোৎপলদলবৎ শ্যামম্ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ ;—লসৎপঙ্কজকিঞ্জল্কপীতকৌশেয়বাসসং (লসৎ শোভমানং পঙ্কজকিঞ্জল্কবৎ পদ্মপরাগবৎ পীতং হরিদ্রাবর্ণং কৌশেয়বাসঃ যস্য তং) শ্রীবৎসবক্ষসং (শ্রীবৎসচিহ্নযুক্তং বক্ষো যস্য তং) ভ্রাজৎকৌস্তুভামুক্তকন্ধরং (ভ্রাজতা দীপ্যমানেন কৌস্তুভেন মণিনা অমুক্তা সংশ্লিষ্টা কন্ধরা গ্রীবা যস্য তম্) ॥ ১৪

মূলানুবাদ ;—তাঁহার পরিধানে পদ্মরাগের ন্যায় পীতবর্ণ কৌশেয়বসন শোভা পাইতেছে; বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, দীপ্তিমান্ কৌস্তুভমণি কণ্ঠদেশে বিরাজমান ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—লসৎপঙ্কজস্য কিঞ্জল্কবৎ পীত কৌশেয়ে বাসসী যস্য। শ্রীবৎসো লাঞ্ছনং বক্ষসি যস্য। ভ্রাজৎকৌস্তুভেন অমুক্তা সংশ্লিষ্টা কন্ধরা যস্য ॥ ১৪

কাঞ্চীগুণোল্লসৎশ্রোণিং হৃদয়াম্ভোজবিষ্টরম্ । দর্শনীয়তমং শান্তং মনোনয়নবর্দ্ধনম্ ॥ ১৬ ॥
অপীব্যদর্শনং শশ্বৎ সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্ । সন্তং বয়সি কৈশোরে ভৃত্যানুগ্রহকাতরম্ ॥ ১৭ ॥
কীর্ত্তন্যতীর্থযশসং পুণ্যশ্লোকযশস্করম্ । ধ্যায়েদেবং সমগ্রাঙ্গং যাবন্ন চ্যবতে মনঃ ॥ ১৮ ॥
স্থিতং ব্রজন্তমাসীনং শয়ানং বা গুহাশয়ম্ । প্রেক্ষণীয়েহিতং ধ্যায়েচ্ছুদ্ধভাবেন চেতসা ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ ।—মত্তদ্বিরেফকলয়া (মত্তানাং দ্বিরেফাণাং ভ্রমরাণামাং কলঃ অব্যক্তমধুরধ্বনির্যস্যাং তয়া) বনমালয়া পরীতং (যুক্তং) পরার্দ্ধ্যহারবলয়কিরীটাঙ্গদনূপুরং (পরার্দ্ধ্যানি অমূল্যানি হারাদীনি অলঙ্কারবিশেষা যস্য তম্) ॥ ১৫

মূলানুবাদ ।—তাঁহার গলদেশে মদমত্তভ্রমরগুঞ্জিত বনমালা ও মহামূল্য হার, হস্তে বলয়, বাহুতে অঙ্গদ (অনন্ত), মস্তকে মুকুট ও চরণে নূপুর ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা ।—মত্তদ্বিরেফাণাং কলো মধুরধ্বনির্যস্যাং তয়া পরীতং ব্যাপ্তম্ । পরার্দ্ধ্যানি অমূল্যানি হারাদীনি যস্য ॥ ১৫

অন্বয়ঃ ।—কাঞ্চীগুণোল্লসৎশ্রোণিং (কাঞ্চীগুণেন মেখলাদাম্না উল্লসন্তী শোভমানা শ্রোণিঃ নিতম্বপ্রদেশো যস্য তং) হৃদয়াম্ভোজবিষ্টরং (হৃদয়াম্ভোজং ভক্তানাং হৃৎপদ্মমেব বিষ্টরম্ আসনং যস্য তং) দর্শনীয়তমং (অতীব সুদৃশ্যমূর্ত্তিং) শান্তং, মনোনয়নবর্দ্ধনং (মনসঃ নয়নয়োশ্চ ঔৎসুক্যপরিবর্দ্ধকম্) ॥ ১৬

মূলানুবাদ ।—তাঁহার নিতম্বদেশে সুন্দর মেখলাদাম, ভক্তগণের হৃদয়পদ্মই তাঁহার আসন, প্রশান্ত মূর্ত্তিখানি অত্যন্ত সুদৃশ্য, তাঁহাকে যতই দেখা যায়, মন ও নয়নের আগ্রহ ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে ॥ ১৬

শ্রীধরটীকা ।—কাঞ্চীগুণেনোল্লসন্তী শ্রোণির্যস্য । ভক্তানাং হৃদয়াম্ভোজমেব বিষ্টরমাসনং যস্য । ভক্তানাং মনোনয়নানি বর্দ্ধয়তি হর্ষয়তীতি তথা ॥ ১৬

অন্বয়ঃ ।—অপীব্যদর্শনম্, (অপীব্যম্ অতিসুন্দরং দর্শনং দৃষ্টিপাতো যস্য তং) শশ্বৎ (সর্ব্বদা) সর্ব্বলোকনমস্কৃতং কৈশোরে বয়সি সন্তং (তরুণবয়স্কং) ভৃত্যানুগ্রহকাতরং (ভক্তান্ প্রতি অনুগ্রহে ব্যগ্রম্) ॥ ১৭

মূলানুবাদ ।—তাঁহার দৃষ্টিপাত অতি মনোজ্ঞ, তিনি সর্ব্বদা সমস্ত লোকের প্রণাম প্রাপ্ত হইতেছেন, সর্ব্বদাই তিনি তরুণবয়স্ক এবং ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ করিতে ব্যগ্র ॥ ১৭

শ্রীধরটীকা ।—অপীব্যম্ অতিসুন্দরং ভক্তবিষয়ং দর্শনং যস্য । কিশোরে তারুণ্যে বয়সি সন্তং স্থিতম্ । ভৃত্যানামনুগ্রহে কাতরং ব্যগ্রম্ ॥ ১৭

অন্বয়ঃ ।—কীর্ত্তন্যতীর্থযশসং (কীর্ত্তন্যং কীর্ত্তনার্হং তীর্থং সংসারতারকং যশো যস্য তং) পুণ্যশ্লোকযশস্করং (পুণ্যশ্লোকাঃ যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ, তেষাং যশস্করং) সমগ্রাঙ্গং (সমগ্রাণি অঙ্গানি যস্মিন্ তথাবিধং সর্ব্বাবয়বসম্পন্নং ভগবন্তমিত্যর্থঃ) এবং (নিরুক্তস্বরূপেণ) ধ্যায়েৎ, যাবৎ মনঃ ন চ্যবতে (বিচ্যুতং ন ভবতি) ॥ ১৮

মূলানুবাদ ।—তাঁহার যশঃ কীর্ত্তনার্হ ও সংসার হইতে উদ্ধারকারী, তিনি যুধিষ্ঠিরাদি পুণ্যশ্লোকদিগের যশোবিস্তার করিয়াছেন, সমগ্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গসম্পন্ন সেই শ্রীভগবানের মূর্ত্তি তাবৎকাল এইরূপে ধ্যান করিবে, যাবৎ তাহা হইতে মন নিবৃত্ত না হয় ॥ ১৮

শ্রীধরটীকা ।—কীর্ত্তন্যং কীর্ত্তনার্হং তীর্থং যশো যস্য । পুণ্যশ্লোকা বলিপ্রমুখাঃ তেষাং যশস্করম্ । সমগ্রাণ্যঙ্গানি যস্মিন্ । ন চ্যবতে নাপর্য্যাতি, ন পর্য্যেতি বা ॥ ১৮

তস্মিল্লব্ধপদং চিত্তং সর্ব্বাবয়বসংস্থিতম্।
বিলক্ষ্যৈকত্র সংযুঞ্জ্যাদঙ্গে ভগবতো মুনিঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ।—প্রেক্ষণীয়েহিতং (প্রেক্ষণীয়ম্ ঈহিতং লীলা যস্য তং) [ভগবন্তং] স্থিতং ব্রজন্তং, শয়ানং, গুহাশয়ং বা (অন্তর্য্যামিস্বরূপং বা) শুদ্ধভানেন চেতসা (বিশুদ্ধেন চিত্তেন) ধ্যায়েৎ ॥ ১৯

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবানের সর্ব্বপ্রকার লীলাই দ্রষ্টব্য বস্তু ; সুতরাং তাঁহার উপবিষ্ট, গমনকারী, শয়ান, অথবা অন্তর্য্যামী, ইহার যে কোনও অবস্থা মনে করিয়া তাঁহাকে বিশুদ্ধচিত্তে ধ্যান করিবে ॥ ১৯

শ্রীধরটীকা।—প্রেক্ষণীয়ম্ ঈহিতং লীলা যস্য ॥ ১৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পূর্ব্বাধ্যায়ে প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ববিচার ও তৎপ্রসঙ্গে অহঙ্কার ও মনের অবস্থা বর্ণনা করিয়া ভগবান্ শ্রীকপিল উপসংহারে বলিয়াছেন—"এবং বিদিততত্ত্বস্য প্রকৃতির্ময়ি মানসম্। যুঞ্জতো নাপকুরুত আত্মারামস্য কর্হিচিৎ ॥" "এই প্রকারে তত্ত্ব অবগত হইয়া আত্মারাম হইতে পারিলে এবং আমার প্রতি একান্ত ভাবে মন সমর্পণ করিতে পারিলে প্রকৃতি আর কখনও তাহার কোন অপকার করিতে পারিবে না"—এইরূপে যে জ্ঞানযোগের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা লাভ করিতে হইলে ক্রিয়াযোগ আবশ্যক। ক্রিয়াযোগ দ্বিবিধ, সবীজ ও নির্ব্বীজ ; যম,নিয়ম,আসন,প্রাণায়াম,প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, এই আটপ্রকার তাহার অঙ্গ ; এই অষ্টাঙ্গসাধন দ্বারা প্রথমতঃ সবীজ সমাধি প্রাপ্ত হইয়া তারপর ক্রমে"তস্যাপি নিরোধে সর্ব্ববৃত্তিনিরোধাৎনির্বীজঃ সমাধিঃ" (পাতঞ্জলসূত্র) অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে করিতে যখন সেই সবীজ অবস্থা হইতেও তাহাকে আরও সংযত করিয়া লইতে পারিবে, তখন আর তাহার কোনও অবলম্বন (বিষয়) থাকিবে না। কেবলমাত্র সংস্কারবশতঃ যে বৃত্তিটুকু বর্ত্তমান থাকিবে, তাহাও "তন্ন তন্ন" করিয়া দূর করিয়া দিতে পারিলে নির্বীজ অর্থাৎ অবলম্বনহীন সমাধি উপস্থিত হইবে ; ইহা সবীজ সমাধির পরবর্ত্তী ফল। এইজন্য ভগবান্ কপিল পূর্ব্বতন সবীজ সমাধির উপদেশ দেওয়াই আবশ্যক বোধ করিয়া এই অধ্যায়ে সুবিস্তৃতভাবে তাহা বর্ণনা করিতেছেন। "স্বধর্ম্মাচরণং শক্ত্যা"ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা যম,নিয়ম,আসন, প্রাণায়াম, ধারণা ও প্রত্যাহার পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া"যদা মনঃ স্ববিরজম্"এই শ্লোকে ধ্যানের উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক"প্রসন্নবদনাম্ভোজম্"ইত্যাদি শ্লোকে সেই ধ্যানের বিষয় শ্রীভগবানের মধুর মূর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে। যদিও উপনিষৎ প্রভৃতি জ্ঞানশাস্ত্রে নিরাকার ব্রহ্মবাদ ও নিরাকারেরই উপাসনার প্রণালী উপদিষ্ট হইয়াছে, তথাপি ভক্তিশাস্ত্রের সারস্বরূপ শ্রীভাগবতে ভক্তিপথের সাকারোপাসনাসিদ্ধান্তই সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও, 'ব্রহ্ম সংহিতা'প্রভৃতি অপরাপর প্রসিদ্ধ ভক্তিগ্রন্থেও শ্রীভগবানের "বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষম্" ইত্যাদিরূপে শ্রীমূর্ত্তির বর্ণনা এবং শ্লোকান্তরে "শ্যাং ত্রিভঙ্গললিতং নিয়তপ্রকাশং" ইত্যাদি বর্ণনায় তাঁহার নিত্যতা প্রকাশিত হইয়াছে। আবার "বেদেষু দুর্ল্লভমদুর্ল্লভমাত্মভক্তৌ" ইত্যাদি শ্লোকে জ্ঞানপথে তাঁহার এই মধুর মূর্ত্তি অপ্রকট হইলেও ভক্তিপথে ইহার প্রকট উল্লেখ পাওয়া [illegible] সুতরাং বুঝিতে হইবে যে অপ্রকট অবস্থা লইয়াই ভক্তিনিরপেক্ষ জ্ঞানমার্গের নিরাকারতাবাদ, আর প্রকট অবস্থা লইয়া ভক্তিশাস্ত্রের অনুশীলন, অতএব বাস্তবিক সিদ্ধান্তের কোনও বিরোধ নাই ॥ ১—১৯

অন্বয়ঃ।—মুনিঃ (সাধকঃ) তস্মিন্ (পূর্ব্ববর্ণিতরূপে ভগবতি) লব্ধপদং (সুপ্রতিষ্ঠিতং) সর্ব্বাবয়বসংস্থিতং (সম্পূর্ণদেহানুগতং) চিত্তং বিলক্ষ্য (বিশেষেণ লক্ষ্যং গ্রাহয়িত্বা) ভগবতঃ একত্র অঙ্গে (একৈকস্মিন্নঙ্গে এব) সংযুঞ্জ্যাৎ (সংযুক্তং কুর্য্যাৎ) ॥ ২০

মূলানুবাদ।—পূর্ব্বোক্তরূপে শ্রীভগবানের প্রতি চিত্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে অতঃপর সাধক তাঁহার সর্ব্বশরীরানুরক্ত চিত্তকে ক্রমশঃ এক একটী অঙ্গের প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্যবদ্ধ করিবেন ॥ ২০

সঞ্চিন্তয়েদ্ভগবতশ্চরণারবিন্দং বজ্রাঙ্কুশধ্বজসরোরুহলাঞ্ছনাঢ্যম্ ।
উত্তুঙ্গরক্তবিলসন্নখচক্রবাল-জ্যোৎস্নাভিরাহতমহদ্ধৃদয়ান্ধকারম্ ॥২১॥
যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন তীর্থেন মূর্দ্ধন্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ ।
ধ্যাতুর্মনঃশমলশৈলনিসৃষ্টবজ্রং ধ্যায়েচ্চিরং ভগবতশ্চরণারবিন্দম্ ॥২২॥
জানুদ্বয়ং জলজলোচনয়া জনন্যা লক্ষ্ম্যাখিলস্য সুরবন্দিতয়া বিধাতুঃ ।
ঊর্বোর্নিধায় করপল্লবরোচিষা যৎ সংলালিতং হৃদি বিভোরভবস্য কুর্য্যাৎ ॥২৩॥

শ্রীধরটীকা ।—তদেবং সমগ্রধ্যানমুক্ত্বা একৈকাবয়বধ্যানমাহ। তস্মিন্ লব্ধং পদং স্থিতির্যেন তচ্চিন্ত্যং বিলক্ষ্য বিশেষেণ লক্ষ্যীকৃত্য। একত্র একৈকস্মিন্ অঙ্গে ইত্যর্থঃ ॥ ২০

অন্বয়ঃ । ভগবতঃ (শ্রীহরেঃ) বজ্রাঙ্কুশধ্বজসরোরুহলাঞ্ছনাঢ্যং (বজ্রাদিচিহ্নযুক্তম্) উত্তুঙ্গরক্তবিলসন্নখচক্রবালজ্যোৎস্নাভিঃ (উত্তুঙ্গস্য সমুন্নতস্য রক্তস্য রক্তপ্রভস্য বিলসতঃ নখচক্রবালস্য নখসমূহস্য জ্যোৎস্নাভিঃ প্রভাভিঃ) আহতমহদ্ধৃদয়ান্ধকারম্ (আহতঃ বিনাশিতঃ মহতাং ভক্তানাং হৃদয়ান্ধকারো যেন তৎ) চরণারবিন্দং (পাদপদ্মং) সঞ্চিন্তয়েৎ (ধ্যায়েৎ) ॥ ২১

মূলানুবাদ ।—তাঁহার চরণে বজ্র, অঙ্কুশ, ধ্বজ ও পদ্মচিহ্ন বিরাজমান, সমুন্নত রক্তবর্ণকান্তিশালী নখমণ্ডলের প্রভায় ভক্তগণের হৃদয়ান্ধকার বিদূরিত হইতেছে—এইরূপে শ্রীভগবানের পাদপদ্মযুগল চিন্তা করিবে ॥ ২১

শ্রীধরটীকা ।—তদেব পাদাদিক্রমেণাহ ত্রয়োদশভিঃ। সম্যক্ চিন্তয়েৎ। পাদতলে রেখাত্মকানি বজ্রাদীনি লাঞ্ছনানি তৈরাঢ্যং যুক্তম্। উত্তুঙ্গাশ্চ রক্তাশ্চ বিলসন্তো যে নখাস্তেষাং চক্রবালং মণ্ডলং, তস্য জ্যোৎস্নাভিরাহতো মহতাং ধ্যাতৄণাং হৃদয়ান্ধকারো যেন। এতচ্চ সর্ব্বমুপাদেয়ং বিশেষণং ধেয়ত্বেনৈবোচ্যতে। ২১

অন্বয়ঃ ।—তীর্থেন (সংসারতারকেণ) যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন (যস্য ভগবচ্চরণারবিন্দস্য শৌচেন ক্ষালনেন নিঃসৃতায়াঃ প্রাদুর্ভূতায়াঃ সরিৎপ্রবরায়াঃ গঙ্গায়াঃ উদকেন জলেন) মূর্দ্ধ্নি (মস্তকে) অধিকৃতেন (প্রতিষ্ঠিতেন সতা) শিবঃ (শঙ্করোঽপি) শিবঃ (পরমমঙ্গলময়ঃ) অভূৎ, ধ্যাতুঃ (ধ্যানকর্ত্তুঃ) মনঃশমলশৈলনিসৃষ্টবজ্রং (মনসি স্থিতো যঃ শমলশৈলঃ পাপপর্ব্বতঃ, তত্র নিসৃষ্টং নিক্ষিপ্তং বজ্রমিব) ভগবতঃ [তৎ] চরণারবিন্দং চিরং ধ্যায়েৎ ॥ ২২

মূলানুবাদ ।—শ্রীভগবানের যে-পাদপদ্মের প্রক্ষালনে শ্রেষ্ঠনদী গঙ্গা নিঃসৃত হওয়ায় তাঁহার সেই সংসারতারক জল মস্তকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং শঙ্করও নিজেকে কল্যাণময় বলিয়া মনে করেন, সেই শ্রীচরণ যাঁহারা ধ্যান করেন, তাঁহাদের মনোগত পাপরূপ পর্ব্বতে যেন বজ্র নিক্ষিপ্ত হয় ; সুতরাং সেই পাদপদ্ম চিরকাল ধ্যান করিবে ॥ ২২

শ্রীধরটীকা ।—কিঞ্চ যস্য শৌচেন ক্ষালনেন নিঃসৃতায়াঃ সরিৎপ্রবরায়া গঙ্গায়া উদকেন তীর্থেন সংসারতারকেণ, মূর্দ্ধ্নি অধিকৃতেন ধৃতেন শিবোঽপি শিবোঽভূৎ অত্যধিকং সুখং প্রাপ্যেত্যর্থঃ। ধ্যাতুর্মনসি যঃ শমলশৈলঃ পাপপর্ব্বতঃ, তস্মিন্ নিসৃষ্টং ক্ষিপ্তং বজ্রমিব যৎ। যদ্বা শমলশৈলে নিসৃষ্টং স্বলাঞ্ছনরূপং বজ্রং যেন তৎ ॥ ২২

অন্বয়ঃ ।—অভবস্য (ন বিদ্যতে ভবঃ সংসারদুঃখং যস্মাৎ তস্য) বিভোঃ (পরমেশ্বরস্য শ্রীহরেঃ) যৎ জানুদ্বয়ং অখিলস্য (বিশ্বস্য) বিধাতুঃ (ব্রহ্মণঃ) জনন্যা (মাতৃভূতয়া) সুরবন্দিতয়া (সর্ব্বদেবপূজিতয়া) জলজলোচনয়া (পদ্মাক্ষ্যা) লক্ষ্ম্যা ঊর্ব্বোর্নিধায় (স্বকীয়োরুদ্বয়ে সংস্থাপ্য) করপল্লবরোচিষা (হস্তপল্লবকান্ত্যা) সংলালিতং (সম্যক্ সেবিতং ভবতি) [তৎ জানুদ্বয়ং] হৃদি কুর্য্যাৎ (ধ্যায়েৎ) ॥ ২৩

ঊরূ সুপর্ণভুজয়োরধিশোভমানা-বোজোনিধী অতসিকাকুসুমাবভাসৌ।
ব্যালম্বিপীতবরবাসসি বর্ত্তমান-কাঞ্চীকলাপপরিরম্ভি নিতম্ববিম্বম্ ॥২৪॥
নাভিহ্রদং ভুবনকোশগুহোদরস্থং যত্রাত্মযোনিধিষণাখিললোকপদ্মম্।
ব্যূঢ়ং হরিন্মণিবৃষস্তনয়োরমুষ্য ধ্যায়েদ্দ্বয়ং বিশদহারময়ূখগৌরম্ ॥২৫॥

মূলানুবাদঃ—সংসারদুঃহারী শ্রীভগবানের যে-জানুদ্বয় বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মার জননী সর্ব্বদেববন্দিতা পদ্মপলাশলোচনা লক্ষ্মীদেবী স্বীয় ঊরুদেশে স্থাপিত করিয়া পল্লবতুল্যকান্তিসম্পন্ন হস্তদ্বারা সেবা করেন, সেই জানুদ্বয়ের ধ্যান করিবে ॥ ২৩

শ্রীধরটীকাঃ—বিভোর্জানুদ্বয়ং তৎপর্য্যন্তং জঙ্ঘাদ্বয়ম্, অখিলস্য বিধাতুর্ব্রহ্মণো জনন্যা লক্ষ্ম্যা সংলালিতং স্পর্শচাতুর্য্যেণ সংসেবিতম্। সংসারিত্বমিব প্রতীতং বারয়তি অভবস্যেতি। হৃদি কুর্য্যাৎ ধ্যায়েৎ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ—সুপর্ণভুজয়োঃ (সুপর্ণস্য গরুড়স্য ভুজয়োঃ লক্ষণয়া ভুজমূলয়োঃ স্কন্ধয়োরিত্যর্থঃ) অধিশোভমানৌ (অত্যন্তশোভাশালিনৌ) ওজোনিধী (বলবন্তৌ) অতসিকাকুসুমাবভাসৌ (পীতবসনপ্রভয়া অতসীপুষ্পবৎ দীপ্যমানৌ) [ভগবতঃ] ঊরূ (ঊরুদ্বয়ং) ব্যালম্বিপীতবরবাসসি (আগুল্ফলম্বিতে, পীতবর্ণ শ্রেষ্ঠবসনে) বর্ত্তমানকাঞ্চীকলাপপরিরম্ভি (বর্ত্তমানং কাঞ্চীকলাপং মেখলাগুণং পরিরভতে আলিঙ্গিত স্পৃশতীতি যাবৎ, এবম্ভূতং) নিতম্ববিম্বং (জঘনস্থলঞ্চ) [হৃদি কুর্য্যাদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ] ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—গরুড়ের স্কন্ধদেশে বিরাজমান,তেজঃসম্পন্ন,পীতবস্ত্রের প্রভায় অতসীপুষ্পের ন্যায় দীপ্যমান তদীয় ঊরুযুগল এবং আগুল্ফলম্বিত পীতবর্ণ উত্তম বসনের উপরি অবস্থিত মেখলাগুণে সুশোভিত তদীয় নিতম্বদেশ ধ্যান করিবে ॥ ২৪

শ্রীধরটীকাঃ—সুপর্ণস্য ভুজয়োঃ স্কন্ধয়োরধি উপরি। ওজসো বলস্য নিধী আধারৌ। অতসিকায়াঃ কুসুমবৎ কান্ত্যা অবভাসমানৌ। ব্যালম্বি আগুল্ফং লম্বমানং যৎ পীতং বরং বাসস্তস্মিন্ বর্ত্তমানো যঃ কাঞ্চীকলাপঃ তেন পরিরম্ভঃ সংশ্লেষো বিদ্যতে যস্য তদ্বিভোর্নিতম্ববিম্বঞ্চ হৃদি কুর্য্যাদিতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ—যত্র (নাভিহ্রদে) আত্মযোনিধিষণাখিললোকপদ্মম্ (আত্মযোনের্ব্রহ্মণঃ ধিষণম্ উদ্ভবস্থানম্ অখিললোকাত্মকং সর্ব্বভুবনময়ং পদ্মম্) ব্যূঢং (সমুত্থিতং) [তং] ভুবনকোশগুহোদরস্থং (ভুবনকোশস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য গুহা অধিষ্ঠানভূতং যৎ উদরং তদুপরি তিষ্ঠতি যঃ তম্) অমুষ্য (ভগবতঃ) নাভিহ্রদং, বিশদহারময়ূখগৌরং (বিমলহারপ্রভাধবলিতং) হরিন্মণিবৃষস্তনয়োঃ (নীলকান্তমণিবৎ শ্রেষ্ঠয়োঃ স্তনয়োঃ) দ্বয়ং (যুগলঞ্চ) ধ্যায়েৎ ॥ ২৫

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবানের যে-নাভিহ্রদে ব্রহ্মার উদ্ভবস্থান সর্ব্বলোকাত্মক পদ্ম অবস্থিত এবং ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়স্বরূপ যে উদর তদুপরি বিরাজমান, সেই নাভিহ্রদ ও নির্ম্মলহারের প্রভায় ধবলিত নীলকান্তমণির ন্যায় শ্রেষ্ঠ তদীয় স্তনযুগল ধ্যান করিবে ॥ ২৫

শ্রীধরটীকাঃ—অমুষ্য হরের্নাভিহ্রদং ধ্যায়েৎ। কথম্ভূতম্? ভুবনানাং কোশস্য সমূহস্য গুহা অধিষ্ঠানং যদুদরং তত্র স্থিতম্। যত্র নাভিহ্রদে আত্মযোনের্ব্রহ্মণো ধিষণং বিষ্ণ্যম্, অখিললোকাত্মকং পদ্মং ব্যূঢ়মুত্থিতম্। তথা হরিন্মণিবৃষৌ মরকতমণিশ্রেষ্ঠাবিব দ্বৌ স্তনৌ তয়োর্দ্বয়ং ধ্যায়েৎ। বিশদহারাণাং ময়ূখৈর্গৌরং শ্বেতম্ ॥ ২৫

বক্ষোঽধিবাসমৃষভস্য মহাবিভূতেঃ পুংসাং মনোনয়ননির্বৃতিমাদধানম্ ।
কণ্ঠঞ্চ কৌস্তুভমণেরধিভূষণার্থং কুর্য্যান্মনস্যখিললোকনমস্কৃতস্য ॥২৬॥
বাহূংশ্চ মন্দরগিরেঃ পরিবর্ত্তনেন নির্ণিক্তবাহুবলয়ানধিলোকপালান্ ।
সঞ্চিন্তয়েদ্দশশতারমসহ্যতেজঃ শঙ্খঞ্চ তৎকরসরোরুহরাজহংসম্ ॥২৭॥
কৌমোদকীং ভগবতো দয়িতাং স্মরেত দিগ্ধামরাতিভটশোণিতকর্দ্দমেন ।
মালাং মধুব্রতবরূথগিরোপঘুষ্টাং চৈত্ত্যস্য তত্ত্বমমলং মণিমস্য কণ্ঠে ॥২৮॥

অন্বয়ঃ।—মহাবিভূতেঃ (মহালক্ষ্যাঃ) অধিবাসম্ (অধিষ্ঠানস্থানভূতং) পুংসাং (জনানাং) মনোনয়ননির্বৃতিং (মনসঃ নয়নয়োশ্চ শান্তিম্) আদধানং (জনয়ৎ) ঋষভস্য (পুরুষোত্তমস্য তস্য) বক্ষঃ, অখিললোকনমস্কৃতস্য (সর্ব্বলোকপূজিতস্য) কৌস্তুভমণেঃ অধিভূষণার্থং (শোভাসম্পাদকং) কণ্ঠঞ্চ মনসি কুর্য্যাৎ (ধ্যায়েৎ) ॥ ২৬

মূলানুবাদ।—লোকের মন ও নয়নের আনন্দদায়ক, মহালক্ষ্মীর অধিষ্ঠানস্থানস্বরূপ তদীয় বক্ষঃস্থল এবং সর্ব্বলোকের আদরণীয় কৌস্তুভমণির শোভাজনক তদীয় কণ্ঠদেশ ধ্যান করিবে ॥ ২৬

শ্রীধরটীকা।—ঋষভস্য শ্রেষ্ঠস্য, মহাবিভূতের্মহালক্ষ্ম্যা অধিবাসং স্থানং বক্ষঃ কণ্ঠঞ্চ মনসি কুর্য্যাৎ। কথম্ভূতং কণ্ঠম্? কৌস্তুভমণির্যো ভূষণার্থং ধৃতঃ তস্যাধিকং ভূষণমর্থঃ প্রয়োজনং যস্য, কৌস্তুভমণিনেব স্বয়মলঙ্কুর্ব্বন্তমিত্যর্থঃ। পুংসাং স্মর্ত্তৄণাং দ্রষ্টৄণাঞ্চ মনোনয়নানাং নির্বৃতিমাদধানমিত্যুভয়োর্ব্বিশেষণম্ ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—মন্দরগিরেঃ (মন্দরপর্ব্বতস্য) পরিবর্ত্তনেন (ঘর্ষণেন) নির্ণিক্তবাহুবলয়ান্ (উজ্জ্বলীকৃতাঙ্গদান্) অধিলোকপালান্ (লোকপালৈরধিষ্ঠিতান্) বাহূন্, অসহ্যতেজঃ (অসহ্যং তেজো যস্য তৎ) দশশতারং (সহস্রারযুক্তং সুদর্শনচক্রমিতি যাবৎ) তৎকরসরোরুহরাজহংসং (পদ্মতুল্যতদীয়করে রাজহংসবৎশোভমানং) শঙ্খঞ্চ সঞ্চিন্তয়েৎ ॥২৭

মূলানুবাদ।—(সমুদ্র মন্থন সময়ে) যে সকল বাহুস্থিত বলয়গুলি মন্দরপর্ব্বতের ঘর্ষণে অত্যধিক উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং লোকপালগণ যে সকল বাহুতে সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত, শ্রীভগবানের সেই সকল বাহু ও প্রখরতেজঃসম্পন্ন সুদর্শন চক্র এবং পদ্মতুল্য হস্তে রাজহংসের ন্যায় শোভমান শঙ্খ ধ্যান করিবে ॥ ২৭

শ্রীধরটীকা।—নির্ণিক্তানি উজ্জ্বলীকৃতানি বাহুবলয়ানি অঙ্গদানি যেষু। অধিশ্রিতা লোকপালা যেষু। দশশতারং চক্রম্। ন সহ্যং তেজো যস্য। তস্য করসরোরুহে রাজহংসমিব ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—অরাতিভটশোণিতকর্দ্দমেন (শত্রুসৈন্যরক্তপঙ্কেন) দিগ্ধাং (লিপ্তাং) ভগবতঃ দয়িতাং (অতিপ্রিয়াং) কৌমোদকীং (তন্নাম্নীং গদাম্), অস্য (ভগবতঃ) কণ্ঠে মধুব্রতবরূথগিরা (ভ্রমরগুঞ্জনেন) উপঘুষ্টাং (শব্দিতাং) মালাং, চৈত্ত্যস্য (জীবস্য) অমলং তত্ত্বং (নিগুর্ণতত্ত্বস্বরূপং) মণিং (কৌস্তুভঞ্চ) স্মরেত (স্মরেৎ) ॥ ২৮

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবানের অতিপ্রিয় কৌমোদকী নামক গদা, যাহা শত্রুসৈন্যদিগের রুধির-কর্দ্দমে সর্ব্বদা লিপ্ত, তাহা, ও কণ্ঠদেশে ভ্রমরগুঞ্জনে মুখরিত মালা এবং জীবের নিগুর্ণ তত্ত্বস্বরূপ কৌস্তুভনামক মণির ধ্যান করিবে ॥ ২৮

শ্রীধরটীকা।—অরাতয়ো যে ভটা যোদ্ধারঃ, তেষাং শোণিতমেব কর্দ্দমস্তেন দিগ্ধাং লিপ্তাম্। অস্য কণ্ঠে মালাং মণিঞ্চ স্মরেৎ। মধুব্রতানাং বরূথস্য গিরা উপঘুষ্টাং নাদিতাম্। চৈত্ত্যস্য জীবস্য তত্ত্বম্। তদুক্তং বৈষ্ণবে—"আত্মানমস্য জগতো নির্লেপমগুণামলম্। বিভর্ত্তি কৌস্তুভমণিস্বরূপং ভগবান্ হরি"রিতি ॥ ২৮

ভৃত্যানুকম্পিতধিয়েহ গৃহীতমূর্ত্তেঃ সঞ্চিন্তয়েদ্ভগবতো বদনারবিন্দম্ ।
যদ্বিস্ফুরন্মকরকুণ্ডলবল্গিতেন বিদ্যোতিতামলকপোলমুদারনাসম্ ॥ ২৯ ॥
যচ্ছ্রীনিকেতমলিভিঃ পরিষেব্যমাণং ভূত্যা স্বয়া কুটিলকুন্তলবৃন্দজুষ্টম্ ।
মীনদ্বয়াশ্রয়মধিক্ষিপদব্জনেত্রং ধ্যায়েন্মনোময়মতন্দ্রিত উল্লসদ্ভ্রু ॥ ৩০ ॥
তস্যাবলোকমধিকং কৃপয়াতিঘোর-তাপত্রয়োপশমনায় নিসৃষ্টমক্ষ্ণোঃ ।
স্নিগ্ধস্মিতানুগুণিতং বিপুলপ্রসাদং ধ্যায়েচ্চিরং বিততভাবনয়া গুহায়াম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ।—ভৃত্যানুকম্পিতধিয়া (অনুকম্পা অস্তি যস্যাঃ সা অনুকম্পিতা, তারকাদিত্বাদিতচ্ প্রত্যয়ঃ, ভৃত্যেষু ভক্তেষু অনুকম্পিতা সদয়া যা ধীঃ, তয়া) ইহ (অস্মিন্ নশ্বরজগতি) গৃহীতমূর্ত্তেঃ (স্বীকৃতাবতারস্য) ভগবতঃ স্ফুরন্মকরকুণ্ডলবল্গিতেন (স্ফুরন্তী দীপ্যমানে মকরাকারে যে কুণ্ডলে তয়োর্বল্গিতেন সঞ্চালনেন) বিদ্যোতিতামলকপোলং (বিশেষেণ দ্যোতিতৌ অমলৌ কপোলৌ যত্র তৎ) উদারনাসং (সমুন্নতনাসিকাসম্পন্নং) যৎ বদনারবিন্দং (মুখপদ্মং) [তৎ] সঞ্চিন্তয়েৎ ॥ ২৯

মূলানুবাদ।—ভক্তগণের প্রতি সদয় বুদ্ধিতে যিনি এই নশ্বর সংসারে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীভগবানের মুখপদ্মে দীপ্যমান মকরাকৃতি কুণ্ডলের সঞ্চালনে কপোলদ্বয় অত্যন্ত শোভাপ্রাপ্ত এবং যাহাতে সমুন্নত নাসিকা বিরাজমান, সেই মুখপদ্ম চিন্তা করিবে ॥ ২৯

শ্রীধরটীকা।—ভৃত্যেষু অনুকম্পিতা কৃতানুকম্পা যা ধীস্তয়া গৃহীতা মূর্ত্তির্যেন তস্য। বিস্ফুরন্তী যে মকরকুণ্ডলে তয়োর্বল্গিতেন প্রচলনেন বিদ্যোতিতৌ অমলৌ কপোলৌ যস্মিন্ তৎ। উদারা উন্নতা নাসিকা যস্মিন্ তৎ ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।— অলিভিঃ (ভ্রমরৈঃ) স্বয়া ভূত্যা (স্বকীয়য়া শোভয়া চ) পরিষেব্যমানম্ (অধিষ্ঠিতং) মীনদ্বয়াশ্রয়ং (মৎস্যদ্বয়সম্পর্কিতঞ্চ) শ্রীনিকেতং (পদ্মম্) অধিক্ষিপৎ (পরাভবৎ) কুটিলকুন্তলবৃন্দজুষ্টং (কুটিলকেশরাশিশোভিতম্) অব্জনেত্রম্ (অব্জবৎ পদ্মতুল্যে নেত্রে যত্র তৎ) উল্লসদ্ভ্রু (শোভমানভ্রূযুগলসম্পন্নং) মনোময়ং (মনসি আবির্ভূতং) যৎ (মুখপদ্মং) [তৎ] ধ্যায়েৎ ॥ ৩০

মূলানুবাদ।—কুটিলকেশরাশিপরিব্যাপ্ত পদ্মতুল্যনেত্রশালী মনোজ্ঞ ভ্রূযুগলসম্পন্ন তদীয় যে-মুখপদ্ম ভ্রমরগণপরিব্যাপ্ত স্বীয়শোভাসম্পন্ন মৎস্যদ্বয়সম্পর্কিত পদ্মকেও পরাভব করিয়াছে, সেই মুখপদ্ম মনের মধ্যে ধারণা করিয়া চিন্তা করিবে ॥ ৩০

শ্রীধরটীকা।—যচ্চ মুখং স্বয়া ভূত্যা শোভয়া অলিভিশ্চ পরিষেব্যমাণং মীনদ্বয়াশ্রয়ঞ্চ শ্রীনিকেতং পদ্মম্ অধিক্ষিপৎ বর্ত্ততে তদ্ধ্যায়েৎ। অত্র কুন্তলৈরলিনামধিক্ষেপঃ, নেত্রদ্বয়েন মীনদ্বয়স্যেতি দ্রষ্টব্যম্। অব্জে ইব নেত্রে যস্মিন্ ইত্যুপমানান্তরম্। উল্লসন্ত্যৌ ভ্রুবৌ যস্মিন্। মনোময়ং মনসি আবির্ভবৎ ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—কৃপয়া অতিঘোরতাপত্রয়োপশমনায় (অতিঘোরম্ অত্যন্ত ভয়ঙ্করং যৎ তাপত্রয়ম্ আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকেতি ত্রিবিধদুঃখং তস্য উপশমনায়) অধিকং নিসৃষ্টং (সম্যক্ প্রযুক্তং) স্নিগ্ধস্মিতানুগুণিতং (স্নিগ্ধহাস্যসহকৃতং) বিপুলপ্রসাদং (প্রভূতানুগ্রহপূর্ণং) তস্য (ভগবতঃ) অক্ষ্ণোঃ (নয়নয়োঃ) অবলোকং (দৃষ্টিক্ষেপং) গুহায়াং (হৃদি) বিততভাবনয়া (অবিরতভাবনাপ্রবাহানুসারেণ) চিরং ধ্যায়েৎ ॥ ৩১

মূলানুবাদ।—ভক্তজনের প্রতি কৃপাবশতঃ তাহাদের অতি ভয়ঙ্কর আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধি-

হাসং হরেরবনতাখিললোকতীব্র-শোকাশ্রুসাগরবিশোষণমত্যুদারম্ ।
সম্মোহনায় রচিতং নিজমায়য়াস্য ভ্রূমণ্ডলং মুনিকৃতে মকরধ্বজস্য ॥৩২॥
ধ্যানায়নং প্রহসিতং বহুলাধরৌষ্ঠ-ভাসারুণায়িততনুদ্বিজকুন্দপঙ্ক্তি ।
ধ্যায়েৎ স্বদেহকুহরেঽবসিতস্য বিষ্ণো-র্ভক্ত্যার্দ্রয়ার্পিতমনা ন পৃথগ্দিদৃক্ষেৎ ॥৩৩॥

দৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ দূর করিবার জন্য শ্রীভগবান্ অতিস্নিগ্ধ হাস্য সহকারে সাতিশয় অনুগ্রহসূচক যে পরিস্ফুট দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন, হৃদয়ের মধ্যে অবিরত প্রবাহ অনুসারে তাহা দীর্ঘকাল ধ্যান করিবে ॥ ৩১

শ্রীধরটীকা ।—কৃপয়া অধিকমত্যর্থম্ অক্ষিভ্যাং নিসৃষ্টং প্রযুক্তং স্নিগ্ধস্মিতেনানুগুণিতং সংযুক্তম্। বিপুলঃ প্রসাদো যস্মিন্ । গুহায়াং হৃদি ॥ ৩১

অন্বয়ঃ ।—অবনতাখিললোকতীব্রশোকাশ্রুসাগরবিশোষণম্ (অবনতানাং ভক্তিনম্রাণাম্ অখিললোকানাং তীব্রশোকজনিতস্য অশ্রুসাগরস্য বিশোষণং প্রশমকারিণম্) হরেঃ অত্যুদারং হাসং, মুনিকৃতে (মুনীনামুপকারায়) মকরধ্বজস্য (মদনস্য) সম্মোহনায় (মদনোঽহসৌ মুনীনপি মোহয়িতুং যততে ইতি মত্বাসৌ সম্মোহনীয় ইতি বিবিচ্য তস্য মোহমুৎপাদয়িতুমিব) নিজমায়য়া রচিতম্ অস্য (ভগবতঃ) ভ্রূমণ্ডলং [চ ধ্যায়েদিত্যন্বয়ঃ] ॥ ৩২

মূলানুবাদ ।—বিনীত ভক্তদিগের তীব্রশোকজনিত অশ্রুসাগর শুষ্ক করিবার জন্য ভগবান্ যে উদার হাস্য করিয়া থাকেন তাহা, এবং মুনিদিগের উপকারার্থ মদনকে মুগ্ধ করিবার জন্য ভগবান্ নিজ মায়াবলে যে স্বীয় ভ্রূযুগল সম্পাদন করিয়াছেন, তাহার ধ্যান করিবে ॥ ৩২

শ্রীধরটীকা ।—অবনতা যে অখিললোকাঃ তেষাং তীব্রশোকেন যানি অশ্রূণি তেষাং সাগরং বিশোষয়তীতি তথা, তং হরের্হাসম্ । অস্য অত্যুদারং ভ্রূমণ্ডলঞ্চ ধ্যায়েৎ । কথম্ভূতম্ ? নিজমায়য়া মকরধ্বজস্য সম্মোহনায় রচিতম্ । মুনিকৃতে মুনীনামুপকারায় । মুনীনাং সম্মোহনে প্রবৃত্তং কামমেব সম্মোহয়িতুমিত্যর্থঃ ॥ ৩২

অন্বয়ঃ ।—[মৃদুহাস্যধ্যানমুক্ত্বা সম্প্রতিসুব্যক্তহাসধ্যানমাহ] আর্দ্রয়া (প্রেমবিগলিতয়া) ভক্ত্যা অর্পিতমনাঃ (ভগবতি সমর্পিতচিত্তঃ সন্) স্বদেহকুহরে (নিজহৃদয়াভ্যন্তরে) অবসিতস্য (প্রতীতস্য) বিষ্ণোঃ বহুলাধরৌষ্ঠভাসা (অধরোষ্ঠস্য বহুলয়া কান্ত্যা) অরুণায়িততনুদ্বিজকুন্দপঙ্ক্তি (অরুণায়িতা অনুরঞ্জিতা তনূনাং সূক্ষ্মাণাং দ্বিজরূপাণাং দন্তস্বরূপাণাং কুন্দানাং পঙ্ক্তিঃ শ্রেণী যত্র, তৎ) ধ্যানায়নং (পরিস্ফুটতয়া সম্যক্ ধ্যানবিষয়ীভূতং) প্রহসিতং (প্রকৃষ্টহাস্যং) ধ্যায়েৎ, পৃথক্ (তদ্ব্যতিরিক্তং) ন দিদৃক্ষেৎ (দ্রষ্টুং নৈব অভিলষেৎ, ততো ন মনঃ প্রচালয়েদিতি যাবৎ) ॥ ৩৩

মূলানুবাদ ।—নিজহৃদয়াভ্যন্তরে অনুভূত শ্রীভগবানের প্রতি প্রেমবিগলিত ভক্তি-সহকারে মন সমর্পণ করিয়া তাঁহার উচ্চহাস্য ধ্যান করিবে। ঐ হাস্যকালে তাঁহার অধরের অত্যধিক রক্তবর্ণ আভায় কুন্দকুসুমতুল্য সূক্ষ্ম দন্তপঙ্ক্তি অনুরঞ্জিত হওয়ায় উহা সহজেই ধ্যানপথে ধারণা করা যাইবে। ঐরূপ ধ্যান হইতে মন যেন বিচলিত না হয় ॥ ৩৩

শ্রীধরটীকা ।—মন্দহাসধ্যানমুক্ত্বা স্ফুটহাসধ্যানমাহ। বিষ্ণোঃ প্রহসিতং ধ্যায়েৎ। কীদৃশম্ ? ধ্যানায়নম্ অতিসুন্দরতয়া প্রযত্নং বিনৈব ধ্যানস্য বিষয়ভূতম্ । সৌন্দর্য্যমেবাহ। বহুলয়া অধিকয়া অধরৌষ্ঠস্য ভাসা কান্ত্যা অরুণীভূতাস্তনবঃ সূক্ষ্মা দ্বিজা এব কুন্দমুকুলানি, তেষাং পঙ্ক্তিঃ স্ফুরতি যস্মিন্ তৎ। দহ্রকুহরে হৃদয়াবকাশেঽবসি

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান-স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে ॥৩৪॥
মুক্ত্যাশ্রয়ং যর্হি নির্ব্বিষয়ং বিরক্তং নির্ব্বাণমৃচ্ছতি মনঃ সহসা যথার্চ্চিঃ।
আত্মানমত্র পুরুষোঽব্যবধানমেক-মন্বীক্ষতে প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ ॥৩৫॥

তস্য জ্ঞাতস্য। প্রেমরসেণার্দ্রয়া ভক্ত্যা, তস্মিন্নেবার্পিতমনাঃ সন্ পৃথক্ তদ্ব্যতিরিক্তং দ্রষ্টুং নৈবেচ্ছেৎ, চিত্তং ন বিচালয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—এবং (পূর্ব্ববৎ ধ্যানমার্গেণ) ভগবতি হরৌ প্রতিলব্ধভাবঃ (সম্প্রাপ্তপ্রেমপ্রকর্ষঃ) ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয়ঃ (বিগলচ্চিত্তঃ) প্রমোদাৎ (আনন্দাৎ) উৎপুলকঃ (রোমাঞ্চিতঃ) ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া (ঔৎসুক্যজনতাশ্রুকলয়া) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) অর্দ্দ্যমানঃ (পীড্যমানশ্চ সন্) শনকৈশ্চ (ধ্যানপরিপাকক্রমেণ চ) তৎ (ভগবতি ন্যস্তং) চিত্তবড়িশমপি (বড়িশং মৎস্যবেধকং, তত্তুল্যং ভগবতি বিদ্ধমপি চিত্তং) বিযুঙ্‌ক্তে (ধ্যেয়ং প্রতি তদ্ধারণে শিথিলপ্রযত্নো ভবতি) ॥ ৩৪

মূলানুবাদ।—এই প্রকারে ধ্যান করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি প্রগাঢ়প্রেমপরবশ হইলে ভক্তিরসে হৃদয় বিগলিত হইয়া আসিবে, আনন্দে শরীর রোমাঞ্চিত হইবে, ঔৎসুক্যনিবন্ধন অশ্রুজলে নিরন্তর প্লাবিত হইতে হইবে। এইরূপ অবস্থাপন্ন সাধক ধ্যানের ক্রমিক পরিপক্কতার ফলে বড়িশের ন্যায় শ্রীভগবানে সুসংলগ্ন চিত্তকেও আর তাঁহার প্রতি ধারণাবদ্ধ রাখিতে প্রয়াসী থাকেন না ॥ ৩৪

শ্রীধরটীকা।—সমাধিমাহ—এবমিতি দ্বাভ্যাম্। নির্ব্বীজঃ সবীজশ্চেতি দ্বিবিধো যোগঃ। তত্র নির্ব্বীজযোগে "যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্। ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ"দিতি গীতাদ্যুক্তমার্গেণ ক্রিয়মাণোঽপি দুষ্করঃ সমাধিঃ। সবীজে তু সুকরঃ। তত্র হি পরমানন্দমূর্ত্তৌ হরৌ ধ্যায়মানেঽযত্নত এব চিত্তোপরমো ভবতি। তদুক্তম্ "হৃতাত্মনো হৃতপ্রাণাংশ্চ ভক্তিরনিচ্ছতো মে গতিমণ্বীং প্রযুঙ্‌ক্ত" ইতি। অতঃ স এবোপক্ষিপ্তঃ, যোগস্য লক্ষণং বক্ষ্যে সবীজস্যেতি। তদেবাযত্নসিদ্ধত্বং দর্শয়তি। এবং ধ্যানমার্গেণ হরৌ প্রতিলব্ধো ভাবঃ প্রেমা যেন, ভক্ত্যা দ্রবৎ হৃদয়ং যস্য, প্রমোদাদুদ্গতানি পুলকানি যস্য, ঔৎকণ্ঠ্যপ্রবৃত্তাশ্রুকলয়া চ মুহুরর্দ্দ্যমানঃ আনন্দসংপ্লবে নিমজ্জমানঃ দুগ্রহস্য ভগবতো গ্রহণে বড়িশং মৎস্যবেধনমিব উপায়ভূতং চিত্তমপি ধ্যেয়াৎ বিযুঙ্‌ক্তে, তদ্ধারণে শিথিলপ্রযত্নো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—যথা অর্চ্চিঃ (দীপাদিশিখা তৈলবর্ত্তিকাদিরূপস্বাশ্রয়াপগমে নির্ব্বাণং প্রাপ্নোতি, তথা) যর্হি (যদা) নির্বিষয়ং (ধ্যেয়বিরতম্) [অতএব] মুক্তাশ্রয়ং (মুক্তঃ অপগতঃ আশ্রয়ঃ ধ্যাতৃতয়া অবস্থিতির্যস্য তৎ, ধ্যেয়সম্বন্ধরাহিত্যেন নিরবলম্বনং সদিতি যাবৎ) বিরক্ত (বিষয়বিরাগযুক্তং) মনঃ সহসা নির্ব্বাণং (লয়ম্) ঋচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) অত্র (অস্যামবস্থায়াং) প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ (অপগতাদেহাদ্যুপাধিকঃ) পুরুষঃ (জীবঃ) একম্ (অখণ্ডম্) অব্যবধানং (ধাতৃধ্যেয়বিভাগশূন্যম্) আত্মানং (স্বাত্মমাত্রম্) অন্বীক্ষতে (অনুভবতি) ॥ ৩৪

মূলানুবাদ।—ঐ প্রকারে চিত্ত যখন ধ্যেয় বস্তু হইতে বিরত হয়, তখন তাহার আর কোনও অবলম্বন থাকে না। রূপাদি বিষয়ের প্রতি পূর্ব্বেই বিরাগ জন্মিয়াছে, সুতরাং তখন দীপশিখা যেমন তৈল ও বর্ত্তিকাদি বিষয়ের অভাবে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ চিত্তও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অবস্থায় সেই উপাধিমুক্ত জীব "ধ্যাতা" "ধ্যেয়" এইরূপ পার্থক্যশূন্য একমাত্র অখণ্ড আত্মাই অনুভব করিয়া থাকেন ॥ ৩৫

শ্রীপ্ররতীকা।—যহি যদা এবং নির্ব্বিষয়ং ভবতি অতএব মুক্তাশ্রয়ঞ্চ ধ্যেয়সম্বন্ধং বিনা ধ্যাতৃধ্যেয়বস্থানামন্ত্ববাৎ। ন চ পূর্ব্ববৎ শব্দাদির্বিষয়ঃ স্যাৎ। যতস্তত্র বিরক্তং পরমানন্দানুভবেন। অতো নির্ব্বাণং লয়মৃচ্ছতি। বৃত্তিরূপতাং পরিত্যজ্য ব্রহ্মাকারেণ পরিণমত ইত্যর্থঃ। যথা অর্চ্চির্জ্জ্বালা আশ্রয়বিষয়াপগমে মহাভূতজ্যোতীরূপেণ পরিণমতে, অত্র অস্যাং দশায়াম্ অব্যবধানং ধ্যাতৃধ্যেয়বিভাগশূন্যম্ একমখণ্ডম্, আত্মানমনুগতমীক্ষতে। অত্র হেতুঃ—প্রতিনিবৃত্তোঽপগতো গুণপ্রবাহো দেহাদ্যুপাধির্যস্য ॥ ৩৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—"প্রসন্নবদানাম্ভোজম্" ইত্যাদি পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীভগবানের সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন মূর্ত্তি ধ্যান করিবার উপদেশ দিয়া পরে "সঞ্চিন্তয়েদ্ ভগবতশ্চরণারবিন্দম্" ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহার এক একটি অঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ধ্যান করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্নভাবে এইরূপ পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিতে উপদেশ দেওয়ার তাৎপর্য্য এই যে, উহাতে ধ্যেয় পদার্থের ধারণা সুদৃঢ় হইয়া থাকে, তাহা হইলেই সমাধি লাভ হইতে পারে। এই সমাধি "সবীজ" ও "নির্বীজ" ভেদে দ্বিবিধ ; সবীজ সমাধিই প্রাথমিক, আর তাহারই চরম পরিণতিতে নির্বীজ সমাধির প্রাপ্তি হয়, এই সকল কথাও পূর্ব্বে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকপিলও এই জন্যই সবীজ সমাধি হইতেই বুঝাইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ যোগাঙ্গ সকল বর্ণনা করিয়া উপসংহারের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন।

জীবের চিত্ত সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া, এমন কি জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই প্রকার ভেদবুদ্ধি পর্য্যন্ত বিদূরিত করিয়া একমাত্র আত্মরূপে অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপে প্রতীয়মান হওয়াই নির্বীজ সমাধি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় "যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরং। ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥" ইত্যাদি শ্লোকে এই নির্বীজ সমাধিরই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা অতি দুষ্কর সাধনা ; কারণ—কোনও আশ্রয় থাকিবে না, বিনা অবলম্বনে কেবল "নেতি নেতি" করিয়া মনকে নিবৃত্ত করিয়া তাহার বৃত্তি লোপ করিতে হইবে, ইহা বড় সহজ নহে। সুতরাং শ্রীশ্রীভগবৎস্বরূপ পদার্থটীকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার আনন্দময় মধুর মূর্ত্তির চিন্তনে অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে মনোবৃত্তির উপশম সম্ভবপর বলিয়া সেই প্রণালীতে অগ্রসর হইতে হইবে। এই সালম্বন প্রণালী অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুকে অবলম্বন করিয়া যে সবীজ সমাধিতে প্রবর্ত্তন তাহার মধ্যেও জ্ঞানমার্গানুযায়ী নিরাকার ব্রহ্মচিন্তা অপেক্ষা ভক্তিমার্গানুযায়ী সাকার ঈশ্বরের চিন্তা কিয়ৎ পরিমাণে অল্পায়াসসাধ্য, এইজন্য শ্রীভগবানের মূর্ত্তি পরিস্ফুট ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উপসংহারে "এবং হরৌ ভগবতি" ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, এই প্রকার ভগবদ্ধ্যানপথেও নির্ব্বাণমুক্তি পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে, যদি ভগবৎপ্রাপ্তিকেই পরমার্থ মনে না করিয়া নির্ব্বাণ প্রার্থনীয় হয়। ঐ দুইটি শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীভগবানের মধুর মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার প্রতি চিত্ত প্রতি প্রগাঢ়প্রেমপরায়ণ হইলেও যদি চিত্তের ঔৎসুক্য দূরীভূত না হয়, তবে তখন সেই ভগবানের প্রতি চিত্ত সংরক্ষণে আর যত্ন থাকে না। যেমন কোনও ব্যক্তি বড়িশের দ্বারা মৎস্যধারণে প্রবৃত্ত হইয়া মৎস্যলাভেই যদি কৃতার্থতা মনে করে, তবে তাহাতেই ব্যাপৃত থাকে, কিন্তু যদি কাহারও এমন অবস্থা হয় যে, মৎস্য লাভ করিয়াও তৃপ্তি হইতেছে না, তখন সে অবশ্য তাহা হইতে বিরত হয়। ঐরূপ মন যদি ঈশ্বর হইতেও বিরত হইল, অথচ রূপ, রস প্রভৃতি ভোগ্য বিষয়সমূহে ত পূর্ব্ব হইতেই বিরাগ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে, এ অবস্থায় আর তখন চিত্তের বৃত্তি থাকিতে পারে না ; কারণ সে বাহ্যবিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া পরমেশ্বর পর্য্যন্ত সকল সদার্থেরই সম্পর্ক লাভ করিয়া দেখিয়াছে,আর কিছুই বাকী নাই,সুতরাং তখন "নির্ব্বাণমিচ্ছতি মনঃ সহসা যথার্চ্চিঃ" তৈল নিঃশেষ হইলে এবং বর্ত্তিকা দগ্ধ হইলে আর যেমন দীপশিখা থাকিতে পারে না, সেইরূপ সহসা নির্ব্বাণ অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হয়, বৃত্তিরূপতা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মরূপতা লাভ করে। যে-মনের বৃত্তি অনুসারে

সোঽপ্যেতয়া চরময়া মনসো নিবৃত্ত্যা তস্মিন্ মহিম্ন্যবসিতঃ সুখদুঃখবাহ্যে।
হেতুত্বমপ্যসতি কর্ত্তরি দুঃখয়োর্যৎ স্বাত্মন্ বিধত্ত উপলব্ধপরাত্মকাষ্ঠঃ ॥ ৩৬ ॥
দেহঞ্চ তং ন চরমঃ স্থিতমুত্থিতং বা সিদ্ধো বিপশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্।
দৈবাদপেতমথ দৈববশাদুপেতং বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ ॥ ৩৭ ॥

জীব বদ্ধভাবাপন্ন ছিল, সেই মনের যদি লয় হইল, তবে জীব তখন স্বরূপে অর্থাৎ চৈতন্যরূপে পর্য্যবসিত হইল; ইহাই নির্ব্বাণপ্রাপ্তি ॥ ২০—৩৫

অন্বয়ঃ।—[হে] স্বাত্মন্ (বিশুদ্ধচিত্তে !) উপলব্ধপরাত্মকাষ্ঠঃ (প্রত্যক্ষীকৃতাত্মতত্ত্বঃ) সোঽপি (তথাবিধশ্চ পুরুষঃ) এতয়া (যোগাভ্যাসকৃতয়া) চরময়া (অবিদ্যারাহিত্যেন অপুনরাবৃত্তিযোগ্যয়া) মনসো নিবৃত্ত্যা (হেতুনা) সুখদুঃখবাহ্যে তস্মিন্ মহিম্নি (চিন্মাত্ররূপে) অবসিতঃ (পর্য্যবসিতঃ সন্) দুঃখয়োঃ (সুখদুঃখয়োঃ) যৎ হেতুত্বমপি (পূর্ব্বমাত্মনি যদ্ ভোক্তৃত্বমাসীৎ, তদপি) অসতি (অবিদ্যাময়ে) কর্ত্তরি (অহঙ্কারে) বিধত্তে (তদ্গতমেবানুভবতি) ॥ ৩৬

মূলানুবাদ।—উক্তরূপে আত্মতত্ত্বদর্শী পুরুষ যোগাভ্যাসবশতঃ মনের চরম নিবৃত্তি লাভ করে বলিয়া সুখদুঃখের অতীত সেই চৈতন্যমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। তখন সুখ-দুঃখের যে কারণতা পূর্ব্বে নিজের বলিয়া উপলব্ধি হইত, তাহা অবিদ্যাজনিত অহঙ্কারেরই ধর্ম্ম বলিয়া অনুভব করে ॥ ৩৬

শ্রীধরটীকা।—ন চ সুপ্তোত্থিত ইব পুনঃ সংসরতীত্যাহ—সোঽপি। স চ পুরুষস্তস্মিন্ মহিম্নি ব্রহ্মরূপেঽবসিতঃ অবসানং নিষ্ঠাং প্রাপ্তঃ। কয়া? মনসো নিবৃত্ত্যা চরময়া অবিদ্যারহিতয়েতি সুষুপ্তাদ্বিশেষঃ। তত্র হি অবিদ্যাস্তি ন ত্বিদানীম্। তত্র হেতুঃ—এতয়া, যোগাভ্যাসকৃতয়েত্যর্থঃ। নন্বেবমপি সুখদুঃখয়োরাত্মধর্ম্মত্বে কুতো ব্রহ্মৈকং তত্রাহ। দুঃখয়োঃ সুখদুঃখয়োঃ হেতুত্বং ভোক্তৃত্বঞ্চ যৎ পূর্ব্বমাত্মনি আসীৎ, তদপি অসতি অবিদ্যয়া কৃতে কর্ত্তরি অহঙ্কারে বিধত্তে তন্নিষ্ঠমেব পশ্যতীত্যর্থঃ। যত উপলব্ধপরাত্মকাষ্ঠঃ অপরোক্ষীকৃতাত্মতত্ত্বঃ ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—চরমঃ সিদ্ধঃ (প্রাগুক্তস্বরূপসিদ্ধিপ্রাপ্তো জনঃ) যতঃ (যস্মাদ্ধেতোঃ) স্বরূপং (চিন্মাত্রপর্য্যবসানম্) অধ্যগমৎ (প্রাপ্তঃ) [অতঃ] স্থিতম্ উত্থিতং বা (আসনাদুত্থিতং তত্রৈব স্থিতং বা) তং দেহঞ্চ (দেহমপি) মদিরামদান্ধঃ (মদিরাজনিতেন মদেন মত্ততয়া অন্ধঃ) পরিকৃতং (কটিতটে পরিবেষ্টিতং) বাসঃ (বসনং) দৈবাৎ অপেতং (বিগতম্) উত (অথবা) দৈববশাৎ উপেতং (উপস্থিতং বর্ত্তমানমিতি যাবৎ) যথা (নানুভবতি তথা ইতি শেষঃ) ন বিপশ্যতি (ন অনুসন্ধত্তে) ॥ ৩৭

মূলানুবাদ।—পূর্ব্বোক্তরূপে সিদ্ধিপ্রাপ্ত জীব যেহেতু চৈতন্যমাত্রে পর্য্যবসিত (জীবন্মুক্ত) হইয়া থাকেন, অতএব সুরাপানমত্ত লোক যেমন স্বীয় বস্ত্র কটিদেশে আছে কিংবা দৈবক্রমে বিগলিত হইয়াছে, ইহা অনুসন্ধান করে না, সেইরূপ নিজের দেহ আসন হইতে উত্থিত হইয়াছে, অথবা সেইখানেই রহিয়াছে, তাহা তিনি আর অনুসন্ধান করেন না ॥ ৩৭

শ্রীধরটীকা।—তস্য জীবন্মুক্ততামাহ দেহঞ্চেতি দ্বাভ্যাম্। চরমঃ উক্তলক্ষণঃ সিদ্ধো দেহমপি ন বিপশ্যতীতি কুতঃ সুখদুঃখে? আসনাদুত্থিতম্ উত্থায় তত্রৈব স্থিতং, তৎস্থানাদপেতং ততো দৈববশাৎ পুনরপি উপেত্যং বা ন বিপশ্যতি। যতঃ স্বরূপং প্রাপ্তঃ। যতো দেহাৎ স্বরূপমধ্যগমৎ তং দেহমিতি বা। অতোঽপ্যননুসন্ধানে দৃষ্টান্তঃ—বাসঃ পরিকৃতং কটিতটে পরিবেষ্টিতং স্থিতং গতং বা মদিরামদেনান্ধো যথা ন পশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭

দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম্ম যাবৎ স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ ।
তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ ॥ ৩৮ ॥
যথা পুত্ত্রাচ্চ বিত্তাচ্চ পৃথঙ্মর্ত্ত্যঃ প্রতীয়তে । অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্দেহাদেঃ পুরুষস্তথা ॥ ৩৯ ॥
যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদ্ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ । অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্ যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ ॥৪০॥
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ ।
আত্মা তথা পৃথগ্দ্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ ।—যাবৎ খলু (যাবৎকালপর্য্যন্তমেব) স্বারম্ভকং কর্ম্ম (দেহাদ্যারম্ভকং প্রাক্তনং তিষ্ঠতি) [তাবৎ] দৈববশগঃ (পূর্ব্বসংস্কারাধীনঃ) সাসুঃ (অসুভিঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ) দেহোঽপি প্রতি সমীক্ষতে এব (জীবত্যেব) অধিরূঢ়সমাধিযোগঃ (প্রাপ্তচরমসমাধ্যবস্থঃ) [অতএব] প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ (বিজ্ঞাততত্ত্বঃ) [পুরুষঃ] স্বাপ্নং (স্বপ্নকালীনদেহাদিতুল্যং) সপ্রপঞ্চং (পুত্রকলত্রাদিসহিতং) তং (দেহং) পুনর্ন ভজতে ॥ ৩৮

মূলানুবাদ ।—জীবের দেহ প্রাক্তন সংস্কারের অধীন, সুতরাং যতদিন তাহার সেই দেহারম্ভক কর্ম্ম থাকে, ততদিন সেই দেহও জীবিত ভাবে থাকে ; কিন্তু প্রকৃষ্ট সমাধি প্রাপ্ত হইয়া আত্মতত্ত্ব অবগত হইলে তখন আর (পুরুষ) স্বপ্নকালীন দেহাদির ন্যায় পুত্রকলত্রাদি পরিবৃত দেহকে আশ্রয় করিতে প্রবৃত্ত হয় না ॥ ৩৮

শ্রীধরটীকা ।—নন্বু কথং তর্হি দেহস্য প্রবৃত্তিনিবৃত্তী জীবনং বা ? তত্রাহ—দেহোঽপীতি। দৈবং পূর্ব্বসংস্কারঃ, তদ্বশেন গচ্ছন্ যাবৎ স্বারম্ভকং কর্ম্মাস্তি তাবৎ প্রতিসমীক্ষতে জীবত্যেব, সাসুঃ সেন্দ্রিয়ঃ। নন্বু তর্হি তস্মিন্ পুনঃ সঙ্গঃ স্যাৎ তত্রাহ। তং দেহং স্বাপ্নদেহাদিতুল্যং সপ্রপঞ্চং পুত্রাদিসহিতং পুনর্ন ভজতে, অহং মমেতি নাভিমন্যতে। অধিরূঢ়ঃ প্রাপ্তঃ সমাধিপর্য্যন্তো যোগো যেন ; অতএব প্রতিবুদ্ধং বস্তু আত্মতত্ত্বং যেন সঃ ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ ।—পুত্রাচ্চ বিত্তাচ্চ (অত্যন্তাসক্তিবশাৎ আত্মত্বেনাভিমতাদপীতি যাবৎ) যথা মর্ত্ত্যঃ (পিত্রাদিঃ পুরুষঃ) পৃথক্ প্রতীয়তে (বিভিন্ন এবানুভূয়তে) আত্মত্বেনাভিমতাৎ অপি দেহাদেঃ পুরুষঃ তথা (পৃথক্ প্রতীয়তে) ॥ ৩৯

মূলানুবাদ ।—একান্ত আসক্তিবশতঃ পুত্র ও বিত্তের প্রতি আত্মতুল্য জ্ঞান হইলেও তাহাতে যেমন পার্থক্যবুদ্ধিও বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ দেহাদিতে "আত্মা" বলিয়া অভিমান থাকিলেও আবার পার্থক্যবুদ্ধিও জন্মিয়া থাকে ॥ ৩৯

শ্রীধরটীকা ।—প্রতিবোধপ্রকারমাহ ষড়্ভিঃ। যথেতি। অতিস্নেহবশাৎ আত্মত্বেনাভিমতাদপি পুত্রাদের্মর্ত্ত্যঃ। পুরুষো দেহাদের্দ্রষ্টা ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ :—অগ্নিঃ যথা উল্মুকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাৎ (উল্মুকাৎ জ্বলৎকাষ্ঠাৎ জায়মানো যো বিস্ফুলিঙ্গঃ, তস্মাৎ) স্বসম্ভবাৎ (অগ্নিজনিতাৎ) ধূমাদ্ বা, যথাপি উল্মুকাৎ (জ্বলৎকাষ্ঠাৎ) আত্মত্বেন (অগ্নিস্বরূপত্বেন) অভিমতাদপি (ভ্রমজ্ঞানবিষয়াদপি) পৃথক্, তথা ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ (ভূতানি চ, ইন্দ্রিয়াণি চ, অন্তঃকরণঞ্চ, তেষাং সমাহারঃ তস্মাৎ) দ্রষ্টা আত্মা (সাক্ষীভূতঃ পুরুষঃ) পৃথক্, জীবসংজ্ঞিতাৎ (তস্মাৎ পুরুষাদপি) ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ [পৃথক্] প্রধানাৎ (প্রকৃতেশ্চ) ভগবান্ [পৃথক্] ॥ ৪০।৪১

মূলানুবাদ ।—জ্বলন্ত কাষ্ঠ হইতে যে স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হয় তাহাতে এবং অগ্নি হইতে যে ধূম উৎপন্ন হয় তাহাতে, কিংবা সেই জ্বলন্ত কাষ্ঠে অজ্ঞদিগের অগ্নি বলিয়া ভ্রম হইলেও বস্তুতঃ ঐ সকল হইতে অগ্নি যেমন পৃথক্,

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষেতানন্যভাবেন ভূতেম্বিব তদাত্মতাম্ ॥ ৪২ ॥
স্বযোনিষু যথা জ্যোতিরেকং নানা প্রতীয়তে।
যোনীনাং গুণবৈষম্যাৎ তথাত্মা প্রকৃতৌ স্থিতঃ ॥ ৪৩ ॥
তস্মাদিমাং স্বাং প্রকৃতিং দৈবীং সদসদাত্মিকাম্।
দুর্ব্বিভাব্যাং পরাভাব্য স্বরূপেণাবতিষ্ঠতে ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
কাপিলেয়ে সাধনানুষ্ঠানং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

পদার্থ, সেইরূপ ভূত, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ এই সমুদয়ে জীবাত্মা বলিয়া অভিমান হইলেও এই সমুদয় হইতে জীবাত্মা পৃথক্; এবং জীব হইতে ব্রহ্ম ও প্রকৃতি হইতে ভগবান্ বস্তুতঃ পৃথক্ বস্তু। ৪০।৪১

শ্রীধরটীকা।—পৃথগবস্থানাভাবেঽপি ভেদং সদৃষ্টান্তমাহ। যথোল্মুকাৎ ইদানীং জ্বলতঃ কাষ্ঠাৎ স্বসম্ভবাদগ্নেঃ সম্ভূতাৎ। আত্মত্বেন অগ্নেঃ স্বরূপত্বেন অভিমতাদপি। অত্যন্তাবিবেকিনো হি ধূমেঽপ্যগ্ন্যভিমানোঽস্তি উল্মুকাৎ পূর্ব্বসিদ্ধাদপি দাহকঃ প্রকাশকশ্চাগ্নিঃ পৃথগেব ॥ ৪০ ॥ ভূতাদের্দ্রষ্টা তেভ্যঃ পৃথক্ তস্মাদপি জীবনসংজ্ঞিতাৎ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ পৃথক্ তথা প্রধানাদপি তৎপ্রবর্ত্তকো ভগবান্ পৃথগিত্যর্থঃ ॥ ৪১

অন্বয়ঃ।—[উপাধিভেদাৎ পৃথগ্ বিবেকমুপদিশ্য পরমার্থতস্তেষামভেদমেব দ্রষ্টুমুপদিশতি] ভূতেষু (প্রাণিবর্গেষু) তদাত্মতামিব (মহাভূতস্বরূপতামিব) সর্ব্বভূতেষু আত্মানম্, আত্মনি চ সর্ব্বভূতানি, অনন্যভাবেন (অপৃথগ্রূপেণ) ঈক্ষেত ॥ ৪২

মূলানুবাদ।—প্রাণিবর্গকে লোকে যেমন মহাভূতস্বরূপ মনে করে, সেইরূপ সকল প্রাণীতে আত্মাকে এবং আত্মায় সকল প্রাণীকে অভিন্নরূপে অবলোকন করিবে ॥ ৪২

শ্রীধরটীকা।—উপাধিতো বিবেকমুক্ত্বা তদৈক্যমাহ সর্ব্বভূতেম্বিতি। ভূতেষু চতুর্ব্বিধেষু। তদাত্মতাং মহাভূতাত্মতাম্ ॥ ৪২

অন্বয়ঃ।—স্বযোনিষু (স্বোৎপত্তিস্থানেষু কাষ্ঠাদিষু) জ্যোতিঃ একং (তেজঃ অভিন্নং সদপি) যোনীনাং (তেষাং কাষ্ঠাদীনাং) গুণবৈষম্যাৎ (হ্রস্বত্বদীর্ঘত্বাদিবৈচিত্র্যাৎ) যথা নানা প্রতীয়তে, তথা প্রকৃতৌ (দেহে) স্থিতঃ আত্মা [দেহানাং গুণবৈষম্যাৎ নানাত্বেন প্রতীয়তে] ৪৩

মূলানুবাদ।—অগ্নি এক হইলেও নিজের উৎপত্তিস্থান কাষ্ঠাদিতে তাহাদের গুণবৈষম্যনিবন্ধন যেমন নানাপ্রকার বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ দেহাশ্রিত আত্মাও (দেহের গুণবৈচিত্রবশতঃ বিভিন্ন প্রকারে প্রতীত হইয়া থাকেন) ॥ ৪৩

শ্রীধরটীকা।—ধর্ম্মভেদস্ত্বৌপাধিকত্বং সদৃষ্টান্তমাহ। স্বযোনিষু কাষ্ঠেষু। জ্যোতিরগ্নিঃ। গুণবৈষম্যাৎ দীর্ঘহ্রস্বাদিভেদাৎ। প্রকৃতৌ দেহে ॥ ৪৩

অন্বয়ঃ।—তস্মাৎ (প্রকৃতেরেব নানাত্বপ্রতীতিপ্রয়োজকত্বাৎ) স্বং (স্বাবরকীভূতাং) সদসদাত্মিকাং (কারণরূপতয়া সতীং, কার্য্যরূপতয়া চাসতীম্) [অতএব] দুর্বিভাব্যাম্ (অচিন্ত্যস্বরূপাম্) ইমাং দৈবীং (দেবস্য ভগবতঃ শক্তিরূপাং) প্রকৃতিং (মায়াং) পরাভাব্য (ভগবৎপ্রসাদেনৈব জিত্বা) [জীবঃ] স্বরূপেণ (ব্রহ্মরূপেণ, নিরুপাধিকচৈতন্যমাত্রস্বরূপতয়া ইত্যর্থঃ) অবতিষ্ঠতে ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ২৮

মুলানুবাদ।—অতএব (জীব) স্বীয় আবরণরূপা সৎ ও অসৎস্বরূপা অচিন্ত্যপ্রভাবা ভগবৎশক্তিরূপা এই প্রকৃতিকে শ্রীভগবানেরই অনুগ্রহে পরাভূত করিতে পারিলে তবে শুদ্ধচৈতন্যরূপে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়॥ ৪৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাবিংশতি অধ্যায়ঃ॥ ২৮

শ্রীধরটীকা।—স্বাংশস্য জীবস্য বন্ধহেতুং দৈবীং দেবস্য বিষ্ণোঃ শক্তিং পরাভাব্য তৎপ্রসাদেনৈব জিত্বা স্বরূপেণ ব্রহ্মত্বেনাবতিষ্ঠতে॥ ৪৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মহর্ষি কপিল কর্ত্তৃক ইতিপূর্ব্বে যোগের যেরূপ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে আর সংসারদশা ভোগ করিতে হয় না। অবশ্য সুষুপ্তি অবস্থায়ও চিত্তের বৃত্তি রুদ্ধ হইয়াথাকে এবং পরে আবার সংসারদশা ভোগ করিতে হয় সত্য, কিন্তু তথাপি এই যোগসিদ্ধ ব্যক্তির সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না; কারণ সুষুপ্তিতে অবিদ্যার নাশ হয় না, কিন্তু যোগসিদ্ধ ব্যক্তির সাধনার প্রভাবে তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। সুষুক্তির পরে অবিদ্যার প্রভাবে যদিও পুনর্ব্বার ভোগদশা প্রাপ্তি অপরিহার্য্য, তথাপি বিবেকের ফলে অবিদ্যাকে দূর করিতে পারিলে কে আর সংসারে প্রবর্ত্তিত করিবে? সুতরাং তখন জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ হয় এবং এই সময়ে দেহাদির প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য থাকে না। সুরাপান করিয়া যদি কেহ মত্ততা লাভ করে, তবে তাহার যেমন পরিধেয় বস্ত্রাদির দিকে দৃষ্টি থাকে না, সেইরূপ অবিদ্যামুক্ত হইয়া শুদ্ধচৈতন্যের আনন্দময় স্বরূপ অনুভব করিলে তখন কি আর তুচ্ছ দেহাদির দিকে লক্ষ্য থাকিতে পারে? এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, ঐ অবস্থায় আর দেহাদি থাকিবার ত কোনই আবশ্যকতা নাই, সুতরাং তৎক্ষণাৎ দেহাত্যয় ঘটে না কেন? ইহার উত্তর "দেহোঽপি দৈববশগঃ" এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে। প্রাক্তন কর্ম্ম অনুসারে দেহ ধারণ করিতে হয়, উপযুক্ত দেহধারণ করিয়া ভোগ দ্বারা সেই প্রাক্তনকে ক্ষয় করিতে হয়। ভোগ ব্যতিরেকে তাহা কিছুতেই নষ্ট হয় না, "প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ"; অতএব সেই অবশিষ্ট কর্ম্ম অনুযায়ী ভোগ যতদিন শেষ না হইবে, ততদিন দেহের সত্তা থাকিতেই হইবে, তবে সে দেহে আর "আমি" "আমার" বলিয়া অভিমান থাকিবে না। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রভৃতি কেহই আত্মা নহে, তাহারা সকলেই পৃথক্ পদার্থ, আত্মা (জীব) সাক্ষীরূপে তাহাদের ক্রিয়াশীলতা সম্পাদন করেন ও এই ভাবে তাহাদের সহিত সম্পর্কবশতঃ তাহাদেরই গুণবৈচিত্র্যে বিচিত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। সুতরাং সাধনাবলে সেই গুণময়ী দৈবপ্রকৃতিকে (মায়াশক্তিকে) যদি শ্রীভগবানের কৃপায় পরাভূত করিতে পারা যায়, তবে আর কোন প্রকার ভেদবুদ্ধি থাকে না, শুদ্ধচৈতন্যময় আত্মাই কেবল স্ফুরিত হইতে থাকে; ইহাই পুরুষের মুক্তভাব॥ ৩৬—৪৪

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি প্রবর্ত্তিতায়াং
শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্য-
সমালোচনায়াং তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৮

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ ।

—০:*:০—

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীদেবহূতিরুবাচ ।

লক্ষণং মহদাদীনাং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ । স্বরূপং লক্ষ্যতেঽমীষাং যেন তৎ পারমার্থিকম্ ॥ ১ ॥
যথা সাংখ্যেষু কথিতং যন্মূলং তৎ প্রচক্ষ্যতে । ভক্তিযোগস্য মে মার্গং ব্রূহি বিস্তরতঃ প্রভো ॥২
বিরাগো যেন পুরুষো ভগবন্ সর্ব্বতো ভবেৎ । আচক্ষ্ব জীবলোকস্য বিবিধা মম সংসৃতীঃ ॥ ৩ ॥
কালস্যেশ্বররূপস্য পরেষাঞ্চ পরস্য তে । স্বরূপং বত কুর্ব্বন্তি যদ্ধেতোঃ কুশলং জনাঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।—[হে] প্রভো ! (কপিল !) মহাদাদীনাং (বুদ্ধিতত্ত্বপ্রভৃতীনাং) প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ যেন (লক্ষণেন) অমীষাং (মহদাদীনাং প্রকৃতিপুরুষয়োশ্চ) তৎ (সুপ্রসিদ্ধং) স্বরূপং পারমার্থিকং (পরস্পরবিভক্তং) লক্ষ্যতে (অবগম্যতে) [তৎ] লক্ষণং সাঙ্খ্যেষু যথা কথিতং (তথা ত্বয়া কথিতমিতি যাবৎ), তৎ (তাদৃক্স্বরূপজ্ঞানং) যন্মূলং (যঃ ভক্তিযোগো মুলং কারণং যস্য তথাবিধং যদ্‌ভক্তিযোগমূলকম্ ইত্যর্থঃ) প্রচক্ষ্যতে (ভবদ্ভিঃ কথ্যতে) [তস্য] ভক্তিযোগস্য মার্গং (পন্থানং) মে (মম সমীপে) বিস্তরতঃ ব্রূহি (কথয়) ॥ ১।২

মূলানুবাদ।—শ্রীদেবহূতি বলিলেন—হে প্রভো ! প্রকৃতি, পুরুষ ও মহৎতত্ত্ব প্রভৃতির যেরূপ লক্ষণ সাঙ্খ্যশাস্ত্রে বর্ণিত আছে এবং যেরূপ লক্ষণের দ্বারা তাহাদের (প্রকৃতি-পুরুষ প্রভৃতির) স্বরূপ পরস্পর বিভক্তরূপে সম্যক্ অবগত হওয়া যায়, তুমি উহাদের সেই প্রকার লক্ষণ বলিয়াছ। এই সকল তত্ত্বের স্বরূপ জ্ঞান করিতে হইলে যে-ভক্তিযোগ তাহার মূল বলিয়া কথিত হয়, সম্প্রতি সেই ভক্তিযোগের পন্থা আমার নিকট বিস্তৃতভাবে বর্ণনা কর ॥ ১।২

শ্রীধরটীকা।—একোনত্রিংশকে ভক্তিযোগস্ত বহুধোচ্যতে। কালস্য চ বলং ঘোরা সংসৃতিশ্চ বিরক্তয়ে॥ উক্তানুবাদপূর্ব্বকঃ ভক্তিমার্গভেদান্ পৃচ্ছতি দ্বাভ্যাম্। লক্ষণং মহাদাদীনাং যথা সাংখ্যেষু তথা কথিতম্। যেন লক্ষণেন। তৎ পারমার্থিকং পরস্পরবিভক্তমিত্যর্থঃ। যো ভক্তিযোগো মূলং প্রয়োজনং যস্য তৎ যন্মূলং তৎ কথিতম্। তস্য ভক্তিযোগস্য মার্গং প্রকারং বিস্তরতো মে ব্রূহি ॥ ১।২

অন্বয়ঃ।—[হে] ভগবন্ ! জীবলোকস্য বিবিধাঃ সংসৃতীঃ (নানাবিধান্ সংসারপ্রকারান্) মম (সমীপে) আচক্ষ (কথয়), যেন (শ্রুতেনাখ্যানেন) পুরুষঃ (জীবঃ) সর্ব্বতঃ (সংসারভাবাৎ) বিরাগো ভবেৎ ॥ ৩

মূলানুবাদ।—হে ভগবন্ কপিল ! জীবের নানাবিধ সংসারদশা আমার নিকট কীর্ত্তন কর ; যাহা শুনিলে লোক সংসারের আসক্তি হইতে সর্ব্বতোভাবে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইতে পারে ॥ ৩

শ্রীধরটীকা।—যেন সংসৃতীনামাখ্যানেন বিগতরাগো ভবেৎ ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—ঈশ্বররূপস্য (মহাপ্রভাবস্য) পরেষাঞ্চ পরস্য (কারণানামপি কারণস্য) তে (ত্বদাত্মকস্য) কালস্য স্বরূপম্ [অপি আচক্ষ], যদ্ধেতোঃ (যস্য কালস্য ভয়াদ্ধেতোঃ) জনাঃ কুশলং (পুণ্যানুষ্ঠানং) কুর্ব্বন্তি বত ॥ ৪

লোকস্য মিথ্যাভিমতেরচক্ষুষ-শ্চিরং প্রসুপ্তস্য তমস্যনাশ্রয়ে।
শ্রান্তস্য কর্ম্মস্বনুবিদ্ধয়া ধিয়া ত্বমাবিরাসীঃ কিল যোগভাস্করঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইতি মাতুর্বচঃ শ্লক্ষ্ণং প্রতিনন্দ্য মহামুনিঃ। আবভাষে কুরুশ্রেষ্ঠ প্রীতস্তাং করুণার্দ্দিতঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈর্ভাবিনি ভাব্যতে।
স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ।—তোমার যে কাল নামক একটী স্বরূপ আছে, যাহা সকল কারণেরও কারণ এবং মহাপ্রভাবসম্পন্ন, তাহার স্বরূপও বর্ণনা কর। উহার ভয়েই লোকে পুণ্য কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করে ॥ ৪

শ্রীধরটীকা।—ঈশ্বরস্বরূপস্য মহাপ্রভাবস্য তে ত্বদাত্মকস্য, যদ্ধেতোঃ যদ্ভয়াৎ কুশলং পুণ্যং কুর্ব্বন্তি ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—অচক্ষুষঃ (অজ্ঞস্য) মিথ্যাভিমতেঃ (মিথ্যাভূতে দেহাদৌ অভিমতিঃ অহঙ্কারো যস্য তস্য) কর্ম্মসু অনুবিদ্ধয়া (অনুরক্তয়া) ধিয়া (চিত্তেন) শ্রান্তস্য (অবসাদগ্রস্তস্য) অনাশ্রয়ে (অপারে) তমসি (তমোময়ে সংসারে) চিরং প্রসুপ্তস্য (কর্ত্তব্যবিমূঢ়স্য) লোকস্য [প্রবোধনায়েতি শেষঃ] ত্বং কিল যোগভাস্করঃ (যোগবলপ্রকাশকঃ ভাস্কর ইব) আবিরাসীঃ (আবির্ভূতোঽসি) ॥ ৫

মূলানুবাদ।—যে সকল লোক অজ্ঞতাবশতঃ দেহাদি মিথ্যাবস্তুতে "অহং"জ্ঞানপরায়ণ এবং কর্ম্মাসক্ত বুদ্ধি দ্বারা নিতান্ত অবসাদগ্রস্ত হইয়া অপার সংসারে দীর্ঘকাল যাবৎ "কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়" অবস্থায় কালযাপন করে, তাহাদের সেই অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার জন্য তুমি যোগবলপ্রকাশকরূপে সূর্য্যের ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছ ॥ ৫

শ্রীধরটীকা।—অচক্ষুষঃ অজ্ঞস্য, অতো মিথ্যাভূতে দেহাদৌ অভিমতিরহঙ্কারো যস্য, অতঃ কর্ম্মসু অনুবিদ্ধয়া, আসক্তয়া ধিয়া শ্রান্তস্য, অতএব অনাশ্রয়েঽপারে তমসি সংসারে চিরং প্রসুপ্তস্য লোকস্য প্রবোধনায় ত্বং যোগপ্রকাশকো ভাস্করঃ কিলাবির্ভূতোঽসি ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—[হে] কুরুশ্রেষ্ঠ ! (বিদুর !) মহামুনিঃ (শ্রীকপিলঃ) মাতুঃ (শ্রীদেবহূতেঃ) ইতি (পূর্ব্বোক্তপ্রকারং) শ্লক্ষ্ণং (মনোজ্ঞং) বচঃ প্রতিনন্দ্য (অভিবাদ্য) প্রীতঃ (সন্তুষ্টঃ) করুণার্দ্দিতঃ (দয়ার্দ্রশ্চ সন্) তাং (মাতরম্) আবভাষে (কথিতবান্) ॥ ৬

মূলানুবাদ।—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর! মহামুনি শ্রীকপিল মাতার এইরূপ মনোজ্ঞ বাক্য শুনিয়া তাহা প্রশংসা করিয়া অত্যন্ত প্রীতি ও দয়াপূর্ণ চিত্তে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬

শ্রীধরটীকা।—শ্লক্ষ্ণং সুন্দরম্ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—ভাবিনি (সম্বোধনপদমিদং, ভগবদ্ভাবপরায়ণে ! ইতি তদর্থঃ ; অথবা সপ্তম্যন্তপদমিতি কৃত্বা বিচিত্রভাবযুক্তে জনে ইত্যর্থঃ) মার্গৈঃ (প্রকারভেদৈঃ) ভক্তিযোগঃ বহুবিধঃ ভাব্যতে (প্রকাশ্যতে), [প্রকারভেদং সমর্থয়তে] স্বভাবগুণমার্গেণ (স্বভাবভূতা যে গুণাঃ তমঃপ্রভৃতয়ঃ, তেষাং মার্গেণ বৃত্তিভেদেন) পুংসাং (জনানাং) ভাবঃ (অভিপ্রায়ঃ) বিভিদ্যতে (পৃথক্ পৃথক্ ভবতি, তথা ফলকামনাভেদাদ্ ভক্তিযোগস্যাপি বহুবিধঃ প্রকারভেদ ইতি ভাবঃ) ॥ ৭

অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্ ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ ॥ ৮ ॥
বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা। অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্যো মাং পৃথগ্ ভাবঃ স রাজসঃ ॥ ৯ ॥
কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্। যজেদ্যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্ ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ।—ভগবান্ শ্রীকপিল বলিলেন—মাতঃ! বিভিন্ন ভাবসম্পন্ন সাধকবর্গের প্রকারভেদে ভক্তিযোগ নানাভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে, যেহেতু তমঃ প্রভৃতি যে সকল স্বভাবসিদ্ধ গুণ, তাহাদের অবস্থা ভেদে লোকের অভিপ্রায় ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে ॥ ৭

শ্রীধরটীকা।—মার্গৈঃ প্রকারবিশেষৈঃ। তানেবাহ। স্বভাবভূতা যে গুণাস্তেষাং মার্গেন বৃত্তিভেদেন। ভাবঃ অভিপ্রায়ঃ, ফলসংকল্পভেদাদ্ভক্তিভেদ ইত্যর্থঃ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—[ভক্তিমৎপুরুষভেদবর্ণনয়ৈব তামস্যাদিত্রিবিধভক্তিলক্ষণং ক্রমশঃ শ্লোকত্রয়েণাহ] সংরম্ভী (ক্রোধী) ভিন্নদৃক্ (ভেদদর্শী, আত্মতুলনয়া পরস্মিন্ সুখদুঃখাদিবোধাপটুঃ) হিংসাং, দম্ভং, মাৎসর্য্যং (বৈরিতাম্ এব বা) অভিসন্ধায় (সঙ্কল্প্য) ময়ি (মাং প্রতি) যৎ (ক্রিয়াবিশেষণমেতৎ) ভাবং (ভক্তিং) কুর্য্যাৎ, সঃ তামসঃ (তামসিকভক্তিসম্পন্নঃ) ॥ ৮

মূলানুবাদ।—ক্রোধী ও ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হিংসা, দম্ভ অথবা বৈরিভাব উদ্দেশ্য করিয়া যে আমার প্রতি ভক্তিমান্ হয়, সে ব্যক্তি তামসিক ভক্তিসম্পন্ন ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—পৃথগ্ ভাবঃ (ভেদবুদ্ধিসম্পন্নঃ) যঃ (জনঃ) বিষয়ান্ (রূপাদীন্) যশঃ ঐশ্বর্য্যমেব বা অভিসন্ধায় (উদ্দিশ্য) অর্চ্চাদৌ (অর্চ্চাতে পূজ্যতে অস্যামিতি অর্চ্চা প্রতিমা, তৎপ্রভৃতৌ) মাম্ অর্চ্চয়েৎ, সঃ রাজসঃ (রাজসিকভক্তিসম্পন্নঃ) ॥ ৯

মূলানুবাদ।—ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন যে ব্যক্তি রূপাদি বিষয়, কিংবা যশ অথবা ঐশ্বর্য্য কামনা করিয়া প্রতিমাদিতে আমার অর্চ্চনা করে, সেই ব্যক্তি রাজসিক ভক্তিসম্পন্ন ॥ ৯

শ্রীধরটীকা।—অভিসন্ধায় সঙ্কল্প্য। সংরম্ভী ক্রোধী, ভিন্নদৃক্ ভেদদর্শী, যো ভাবং ভক্তিং কুর্য্যাৎ, স ত্রিবিধোঽপি তামসঃ ॥ ৮ ॥ পৃথগ্ ভাবঃ ভেদদর্শী ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—পৃথগ্ ভাবঃ (যো ভেদবুদ্ধিশালী) কর্ম্মনির্হারং (পাপক্ষয়ং) পরস্মিন্ (পরমেশ্বরে) তদর্পণং বা (কর্ম্মফলার্পণং বা) উদ্দিশ্য, যষ্টব্যমিতি বা (অথবা যাগাদিকং ময়া কর্ত্তব্যমেব ইতি কর্ত্তব্যত্ববুদ্ধ্যা) যজেৎ (যাগাদিকমনুতিষ্ঠেৎ) স সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিকভক্তিযুক্তঃ) ॥ ১০

মূলানুবাদ।—ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন যে ব্যক্তি পাপক্ষয় কিংবা পরমেশ্বরে কর্ম্মফল সমর্পণ অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতি উদ্দেশ্য করিয়া, অথবা শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে "এই যাগ-যজ্ঞাদি আমার অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য" এইরূপ ধারণা করিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি সাত্ত্বিকভক্তিসম্পন্ন ॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—কর্ম্মনির্হারং পাপক্ষয়ম্। পরস্মিন্ পরমেশ্বরে, তদর্পণং, ভগবৎপ্রীতিমুদ্দিশ্যেত্যর্থঃ। যষ্টব্যমিতি বিধিসিদ্ধমুদ্দিশ্যেত্যর্থঃ। ভেদদর্শিত্বম্ অর্চ্চাদাবর্চ্চনঞ্চ ত্রিস্বপি সমানম্। তদেবং তামসাদিভক্তিষু ত্রয়ো ভেদাঃ, তাসু যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্যম্। এবঞ্চ শ্রবণকীর্ত্তনাদয়ো নবাপি প্রত্যেকং নব নব ভেদাঃ তদেবং সগুণা ভক্তিরেকাশীতিভেদা ভবতি ॥ ১০

মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে। মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥ ১১ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্। অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।—[নানাবিধাং সগুণাং ভক্তিং নিরূপ্য সম্প্রতি নির্গুণামেকবিধাং প্রাক্ "দেবানাং গুণলিঙ্গানাম্" ইত্যাদিনা লক্ষিতামপি স্পষ্টার্থং পুনর্লক্ষয়তি দ্বাভ্যাং] মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ সর্ব্বগুহাশয়ে (সর্ব্বান্তর্য্যামিনি) পুরুষোত্তমে ময়ি, অম্বুধৌ (সমুদ্রে) গঙ্গাম্ভসো যথা (গঙ্গাজলস্য যথা অবিচ্ছিন্না গতির্বিদ্যতে তথা) অবিচ্ছিন্না (সন্ততা) অহৈতুকী (ফলাভিসন্ধানশূন্যা) অব্যবহিতা ভেদবুদ্ধিবিরহিতা চ) যা মনোগতিঃ (মনসো যদ্ ধাবনং) [সা] ভক্তিঃ [ইতি] হি নির্গুণস্য ভক্তিযোগস্য লক্ষণম্ উদাহৃতং (কথিতম্) ॥ ১১।১২

মূলানুবাদ।—গঙ্গাজল যেমন অবিরত সমুদ্রের দিকে ধাবমান, সেইরূপ আমার গুণ শ্রবণমাত্রে সকলের অন্তর্য্যামী ও পুরুষোত্তম আমার প্রতি নিষ্কামভাবে ভেদবুদ্ধিশূন্য অবস্থায় মনের যে অবিরাম গতি, তাহাই ভক্তি; (ইহাই) নির্গুণভক্তিযোগের লক্ষণ বলিয়া কথিত হইল ॥ ১১।১২

শ্রীধরটীকা।—নির্গুণা তু ভক্তিরেকবিধৈব, তামাহ মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণেতি দ্বাভ্যাম্। অবিচ্ছিন্না সন্ততা, অহৈতুকী ফলানুসন্ধানশূন্যা, অব্যবহিতা ভেদদর্শনরহিতা চ, মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি পুরুষোত্তমে মনোগতিরিতি যা ভক্তিঃ সা নির্গুণস্য ভক্তিযোগস্য লক্ষণমিত্যন্বয়ঃ। লক্ষণং স্বরূপম্ ॥ ১১।১২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—বর্ত্তমান অধ্যায়ে কপিল কর্ত্তৃক ভক্তিযোগের বহু প্রকার স্বরূপভেদ এবং বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য কালের প্রবলশক্তি বর্ণিত হইতেছে। তন্মধ্যে "ভক্তিযোগস্য মে মার্গং ব্রূহি বিস্তরতঃ প্রভো" "হে প্রভো! ভক্তিযোগের প্রণালী বিস্তৃতভাবে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন" শ্রীদেবহূতির এইরূপ প্রথম প্রার্থনা অনুসারে ভগবান্ শ্রীকপিল প্রথমতঃ ভক্তিমার্গেরই বিশ্লেষণ করিতেছেন। ভক্তি প্রথমতঃ দ্বিবিধ—সগুণ ও নির্গুণ। ইহার মধ্যে সগুণ ভক্তিই প্রথমে বর্ণিত হইতেছে। ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন সাধক ফলকামনা পূর্ব্বক যে ভক্তিশালী হইয়া থাকেন, তাহাই সগুণ ভক্তি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি লোকের স্বভাবসিদ্ধ গুণ, তাহার মধ্যে যে সাধকের অন্তরে যে গুণের প্রবলতা, সেই গুণ অনুসারে তাহার ফলস্পৃহা জন্মিয়া থাকে। সেই ফলের দিকে লক্ষ্য করিয়াই সেই সগুণ সাধক ভেদবুদ্ধিবশতঃ কখনও লক্ষ্মী, কখনও ষষ্ঠী, কখনও অগ্নিরূপে শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। গুণভেদে সাধকের প্রবৃত্তিফলও যে উপাস্যদেবতাসম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার হওয়া স্বাভাবিক, তাহা শাস্ত্রকার মহর্ষিগণ বুঝিতে পারিয়াই তদনুসারে "পঞ্চম্যাং শ্রিয়ং পূজয়েদ্ ভূতিকামঃ" "সম্পৎকামী ব্যক্তি পঞ্চমী তিথিতে লক্ষ্মীপূজা করিবে" "আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ" "আরোগ্য লাভ করিতে হইলে সূর্য্যের আরাধনা করিবে" এই প্রকার নানাবিধ বিধি করিয়া গিয়াছেন। ফলকথা—গুণের বৈষম্য অনুসারে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ সাধক এবং তাহার মধ্যে প্রত্যেকেরই আবার তিন তিন প্রকার উদ্দেশ্য হইতে পারে। এইরূপ গুণ ও উদ্দেশ্য ভেদ লইয়া সাধক নয় প্রকার বিভক্ত হইল; সুতরাং তদনুসারে ভক্তিও নয় প্রকারে বিভক্ত হইল। ভক্তের অবস্থাবৈষম্যেই ভক্তির বৈচিত্র্য, এইজন্যেই মূলে "ভক্তিযোগো বহুবিধঃ" এইরূপে উপক্রম করিয়া তাহারপর কিন্তু ভক্তেরই বিভাগ করিয়াছেন—উদ্দেশ্য এই যে, ভক্তের ভেদ হইতেই ভক্তির ভেদ সূচিত হইতেছে। যাহা হউক, এই নয় প্রকার ভক্তির প্রত্যেকটী আবার শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রভৃতি নয় প্রকারে পরিণত হইতে পারে; সুতরাং সগুণ ভক্তি একাশীতি প্রকার, আর নির্গুণ ভক্তি মাত্র এক প্রকার। ইহার লক্ষণ এই স্কন্ধেরই পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে "দেবানাং গুণলিঙ্গানাং" ইত্যাদি শ্লোকে যদিও নিরূপিত হইয়াছে, তথাপি প্রসঙ্গক্রমে পরিস্ফুটভাবে বুঝাইবার জন্য এখানে আবার "মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ" ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন সাধনবলে চিত্তশুদ্ধি

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ১৩
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ। যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৪
নিষেবিতানিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণ মহীয়সা। ক্রিয়াযোগেণ শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ ॥ ১৫

করা যায়, সত্ত্বাদি গুণ সকল আয়ত্ত হইয়া যায়, তাহাদের বেগে চিত্ত আর বিচলিত অর্থাৎ বিচিত্র ফল কামনায় আকৃষ্ট হয় না এবং ভেদবুদ্ধি বিদূরিত হইয়া যায়, তখন শ্রীভগবানের প্রতি নিষ্কামভাবে সর্ব্বদা যে এক প্রকার মনের আকর্ষণ উপস্থিত হয়, তাহাই নির্গুণভক্তি ॥ ১—১২

অন্বয়ঃ।—জনাঃ (ভক্তাঃ) মৎসেবনং বিনা সালোক্যসার্ষ্টি সামীপ্যসারূপ্যৈকত্বং (সালোক্যং সমানলোকে বাসং, সার্ষ্টিং তুল্যৈশ্বর্য্যং, সামীপ্যং নিকটবর্ত্তিত্বং, সারূপ্যং তুল্যরূপশালিতাম্, একত্বং সাযুজ্যম্ অভিন্নভাবমিতি যাবৎ) দীয়মানম্ উত অপি (অযাচিতভাবেন অর্প্যমাণমপি) ন গৃহ্ণন্তি (যাচ্ঞা তু দূরে আস্তামিতি ভাবঃ) ॥ ১৩

মূলানুবাদ।—আমার সমানলোকে বাস, তুল্য ঐশ্বর্য্য-ভোগ, নিকটে অবস্থান, সমানরূপ প্রাপ্তি কিংবা সাযুজ্য অর্থাৎ আমার সহিত একাত্মতালাভ—এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও ভক্তগণ, আমার সেবা ব্যতিরেকে কিছুই গ্রহণ করেন না ॥ ১৩

শ্রীধরটীকা।—ভক্তানাং নিষ্কামতাং কৈমুতিকন্যায়েনাহ। সালোক্যং ময়া সহ একস্মিন্ লোকে বাসং, সার্ষ্টিং সমানৈশ্বর্য্যং, সামীপ্যং নিকটবর্ত্তিত্বম্, সারূপ্যং সমানরূপতাম্, একত্বং সাযুজ্যম্; উত অপি, দীয়মানমপি ন গৃহ্ণন্তি, কুতস্তৎকামনেত্যর্থঃ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—যেন (ভক্তিযোগেন) ত্রিগুণং (গুণত্রয়জনিতং সংসারবন্ধম্) অতিব্রজ্য (অতিক্রম্য) মদ্ভাবায় (মদ্ভাবং ব্রহ্মত্বং লব্ধুম্) উপপদ্যতে (শক্নোতি), স এব আত্যন্তিকঃ (পরমঃ) ভক্তিযোগাখ্যঃ (ভক্তিযোগনামকঃ) উদাহৃতঃ (কথিতঃ) ॥ ১৪

মূলানুবাদ।—যে-ভক্তিযোগের ফলে ত্রিগুণজনিত সংসারবন্ধন অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই উত্তম ভক্তিযোগ নামে প্রসিদ্ধ ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—কিমিতি তর্হি ভজন্তে? ভক্তেরেব পরমফলত্বাদিত্যাহ—স এবেতে। নন্নু ত্রৈগুণ্যং হিত্বা ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ পরমফলং প্রসিদ্ধম্; সত্যং, তত্তু ভক্তাবানুষঙ্গিকমিত্যাহ। যেন ভক্তিযোগেন। মদ্ভাবায় ব্রহ্মত্বায় ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—নিত্যশঃ (সর্ব্বদা) নিষেবিতানিমিত্তেন (নিষেবিতঃ সম্যগনুষ্ঠিতঃ, স চাসৌ অনিমিত্তশ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ শিষ্টপ্রয়োগানুসারী, তেন ফলানুসন্ধানমকৃত্বা সম্যগনুষ্ঠিতেনেত্যর্থঃ) মহীয়সা (শ্রদ্ধাদিসহকারিপুষ্টেন) স্বধর্ম্মেণ (স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমোচিতনিত্যনৈমিত্তিককার্য্যকলাপেন) নাতিহিংস্রেণ (অবৈধহিংসারহিতেন) শস্তেন (প্রশস্তেন) ক্রিয়াযোগেন (পঞ্চরাত্রাদিবিহিতপূজাদিনা) [পঞ্চমশ্লোকে "মাম্ অভ্যেতি" ইতি ক্রিয়াসমাপ্তিঃ] ॥ ১৫

মূলানুবাদ।—ফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে সর্ব্বদা নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যের সম্যক্ অনুষ্ঠান এবং অবৈধ হিংসাবিরহিত পঞ্চরাত্রাদি আগমোক্ত প্রশস্ত পূজাদির অনুষ্ঠান, [ইত্যাদি উপায়ে সাধকের আত্মশুদ্ধি জন্মিলে আমাকে লাভ করিতে পারে, এই বাক্যসমাপ্তি অতঃপর পঞ্চমশ্লোকে লক্ষ্য করিতে হইবে] ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা।—এবম্ভূতায়া ভক্তেঃ সাধনান্যাহ পঞ্চভিঃ। নিষেবিতেন সম্যগনুষ্ঠিতেন অনিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণ নিত্যনৈমিত্তিকেন। মহীয়সা শ্রদ্ধাদিযুক্তেন। ক্রিয়াযোগেন পঞ্চরাত্রাদ্যুক্তপূজাপ্রকারেণ, শস্তেন নিষ্কামেন ॥ ১৫

মদ্ধিষ্ণ্যদর্শনস্পর্শপূজাস্তুত্যভিবন্দনৈঃ। ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ ॥ ১৬ ॥
মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া। মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ ॥ ১৭ ॥
আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নামসঙ্কীর্ত্তনাচ্চ মে। আর্জ্জবেনার্য্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা ॥ ১৮ ॥
মদ্ধর্ম্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ। পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম্ ॥১৯॥
যথা বাতরথো ঘ্রাণমাবৃঙ্‌ক্তে গন্ধ আশয়াৎ। এবং যোগরতং চেত আত্মানমবিকারি যৎ ॥২০॥

অন্বয়ঃ।—মদ্ধিষ্ণ্যদর্শনস্পর্শপূজাস্তুত্যভিবন্দনৈঃ (মম ধিষ্ণ্যং প্রতিমা তস্য দর্শনাদিভিঃ) ভূতেষু (সর্ব্ব-প্রাণিষু) মদ্‌ভাবনয়া (মদ্‌ভাবভাবনয়া), সত্ত্বেন (ধৈর্য্যেণ), অসঙ্গমেন চ (অনাসক্ত্যা চ) ॥ ১৬

মূলানুবাদ।—আমার প্রতিমাদি দর্শন, পূজন, স্তুতি ও বন্দনা, সকল প্রাণীতে আমার ভাব চিন্তা করা, ধৈর্য্য ও বৈরাগ্য অবলম্বন ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—মহতাং (সাধূনাং) বহুমানেন, দীনানাম্ অনুকম্পয়া (কৃপয়া) আত্মতুল্যেষু (স্বসদৃশজনেষু) মৈত্র্যা চৈব (সৌহার্দ্দেন চ), যমেন (বহিরিন্দ্রিয়সংযমেন), নিয়মেন চ (অন্তঃকরণসংযমেন চ) ॥ ১৭

মূলানুবাদ।—সাধুজনের প্রতি অত্যন্ত সম্মানপ্রদর্শন, দীনের প্রতি দয়া, আত্মতুল্য ব্যক্তির প্রতি সৌহার্দ্দ, বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়কে সংযত করা ॥ ১৭

শ্রীধরটীকা।—মদ্ধিষ্ণ্যং মৎপ্রতিমাদি তস্য দর্শনাদিভিঃ, সত্ত্বেন ধৈর্য্যেণ। অসঙ্গমেন বৈরাগ্যেণ ॥ ১৬।১৭

অন্বয়ঃ।—অধ্যাত্মিকানুশ্রবণাৎ (আধ্যাত্মিকস্য আত্মানাত্মবিবেকশাস্ত্রস্য অনুশ্রবণাৎ), মে (মম) নাম-সংকীর্ত্তনাচ্চ, আর্জ্জবেন (সরলতয়া) আর্য্যসঙ্গেন (সাধুসঙ্গেন) তথা নিরহংক্রিয়য়া (অহঙ্কারশূন্যতয়া) ॥ ১৮

মূলানুবাদ।—আত্মা ও অনাত্মা বিষয়ে বিবেক লাভের উপযোগী শাস্ত্রশ্রবণ, আমার নাম সংকীর্ত্তন, সরলতা, সৎসঙ্গ ও অহঙ্কারশূন্যতা ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—মদ্ধর্ম্মণঃ (মদুদ্দেশ্যকঃ ধর্ম্মো যস্য তস্য) পুরুষস্য আশয়ঃ (চিত্তম্) এতৈগুণৈঃ (পূর্ব্বোক্ত-রূপায়ৈঃ) পরিসংশুদ্ধঃ [সন্] শ্রুতমাত্রগুণং হি (শ্রুতমাত্রঃ গুণো যস্য তথাবিধং হি) মাম্ অঞ্জসা (অবিলম্বেন) অভ্যেতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ১৯

মূলানুবাদ।—আমার প্রীতিসাধনমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহার চিত্ত পূর্ব্বোক্ত ঐ সকল উপায়ে সম্যক্ শুদ্ধিলাভ করে। তখন আমার গুণশ্রবণমাত্রেই সে অচিরে আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ১৯

শ্রীধরটীকা।—আর্জ্জবেন অকৌটিল্যেন ॥ ১৮ ॥ মদ্ধর্ম্মণো ভগবদ্ধর্ম্মানুষ্ঠাতুঃ পুরুষস্য আশয়শ্চিত্তম্ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—বাতরথঃ (বাতঃ বায়ুঃ রথঃ বহনকর্ত্তা যস্য সঃ, বায়ুপরিচালিত ইত্যর্থঃ) গন্ধঃ যথা আশয়াৎ (স্বস্থানাৎ) [গত্বা] ঘ্রাণম্ আবৃঙ্‌ক্তে (প্রাপ্নোতি) যোগরতং (ভক্তিযোগপরায়ণম্) অবিকারি (বিকাররহিতং) যৎ চেতঃ [তদপি] এবং (তথা) আত্মানম্ [আবৃঙ্‌ক্তে ইত্যন্বয়ঃ] ॥ ২০

মূলানুবাদ।—গন্ধ যেমন বায়ুকে আশ্রয় করিয়া স্বস্থান হইতে লোকের ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ভক্তিযোগপরায়ণ নির্ব্বিকার চিত্ত আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—প্রযত্নং বিনৈব প্রাপ্তৌ দৃষ্টান্তঃ—বাতো রথঃ প্রাপকো যস্য গন্ধস্য। আশয়াৎ স্থানাৎ আবৃঙ্‌ক্তে আত্মসাৎ করোতি। অবিকারি সমং যচ্চেতঃ ॥ ২০

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা। তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্ ॥ ২১ ॥
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্ ।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥ ২২ ॥
দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৩ ॥
অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে ।
নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ ॥ ২৪ ॥
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ।—অহং ভূতাত্মা (ভূতানাং প্রাণিনাম্ আত্মা অন্তর্য্যামী সন্) সদা সর্ব্বেষু ভূতেষু অবস্থিতঃ, মর্ত্ত্যঃ তং মাং (তথাবিধং মাম্) অবজ্ঞায় অর্চ্চাবিড়ম্বনম্ (অর্চ্চায়াং প্রতিমায়াং পূজাবিড়ম্বনং) কুরুতে ॥ ২১

মূলানুবাদ।—আমি অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বদা সকল প্রাণীতে অবস্থান করি। মানব সেই সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিমাদিতে যে পূজা করে, তাহা বিড়ম্বনা মাত্র ॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—চিত্তশুদ্ধিঃ সর্ব্বভূতাত্মদৃষ্ট্যৈব ভবতীতি বক্তুং কেবলপ্রতিমাদিনিষ্ঠাং নিন্দন্নাহ অহমিতি সপ্তভিঃ। অর্চ্চৈব বিড়ম্বনমনুকরণম্। অর্চ্চায়াং পূজাবিড়ম্বনমিতি বা। অবজ্ঞোপেক্ষা দ্বেষনিন্দাঃ ক্রমেণ চতুর্ভিনিষিধ্যন্তে ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—যঃ (জনা) সর্ব্বেষু (ভৌতিকবস্তুজাতেষু) সন্তং (বিদ্যমানম্) আত্মানম্ (অন্তর্য্যামিরূপম্) ঈশ্বরং মাং হিত্বা (উপেক্ষ্য) মৌঢ্যাৎ (ইয়ং কাচিৎ শৈলী মৃন্ময়ী বা প্রতিমৈব, লোকাঃ পূজয়ন্তীতি অহমপি পূজয়ামীত্যেবং মোহবশাৎ) অর্চ্চাং (প্রতিমাং) ভজতে (পূজয়তি) সঃ (জনঃ) ভস্মন্যেব জুহোতি (তাদৃশমোহপূর্ব্বকপ্রতিমাদি-পূজনং ভস্মনি হুতমিব গর্হণীয়মিতি ভাবঃ) ॥ ২২

মূলানুবাদ।—আমি ঈশ্বর অন্তর্য্যামিরূপে সমস্ত পদার্থের মধ্যেই বিদ্যমান। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ আমাকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিমাকে কেবল শিলাদিনির্ম্মিত পুত্তলিকা জ্ঞান করিয়া লৌকিক অনুকরণে পূজা করে মাত্র, সে ব্যক্তি ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদান করে ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—মানিনঃ (অভিমানশালিনঃ) ভিন্নদর্শিনঃ (ভেদবুদ্ধিসম্পন্নস্য) [অতএব] ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য (শত্রুতাপরায়ণস্য) [তথা চ] পরকায়ে মাং দ্বিষতঃ (পরদেহান্তর্ভাবেন মাং প্রত্যেব বিদ্বেষবতঃ জনস্য) মনঃ শান্তিং ন ঋচ্ছতি (ন প্রাপ্নোতি) ॥ ২৩

মূলানুবাদ।—যে ব্যক্তি ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন এবং অভিমানভরে অন্যের প্রতি শত্রুতা আচরণ করে, সে ঐ পরদেহে আমাকেই বিদ্বেষ করে। তাহার মন কখনও শান্তি লাভ করিতে পারে না ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—[হে] অনঘে ! (নিষ্পাপে !) ভূতগ্রামাবমানিনঃ (প্রাণিবর্গনিন্দকস্য) উচ্চাবচৈঃ (উচ্চৈশ্চ অবাক্ চ উচ্চাবচং তানি উচ্চাবচানি তৈঃ, বিচিত্রৈরিত্যর্থঃ) দ্রব্যৈঃ (উপচারৈঃ) উৎপন্নয়া (সম্পন্নয়া) ক্রিয়য়া (অনুষ্ঠানেন) অর্চ্চায়াং (প্রতিমাদৌ অহম্) অর্চ্চিতঃ (পূজিতঃ সন্নপি) নৈব তুষ্যে (ন হি তুষ্টো ভবামি) ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—হে নিষ্পাপে ! যে ব্যক্তি প্রাণিবর্গের নিন্দাকারী, সে যদি নানাবিধ উপচার দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া প্রতিমাতে আমার পূজা সম্পাদন করে, তবে তাহাতেও আমি সন্তুষ্ট হই না ॥ ২৪

শ্রীধরটীকা।—হিত্বা উপেক্ষ্য ॥ ২২।২৩ ॥ দ্রব্যৈরুৎপন্নয়া ক্রিয়য়া। ভূতগ্রামাবমানিনস্তন্নিন্দকস্য ॥ ২৪

আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্। তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্॥ ২৬
অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্। অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—[পুরুষঃ] সর্ব্বভূতেষু অবস্থিতঃ মাং স্বহৃদি (স্বকীয়ান্তঃকরণে) যাবৎ ন বেদ (ন জানাতি) তাবৎ স্বকর্ম্মকৃৎ (স্বীয়কর্ত্তব্যনিরতঃ সন্) অর্চ্চাদৌ (ঈশ্বরং মাম্) অর্চ্চয়েৎ (পূজয়েৎ)॥ ২৫

মূলানুবাদ।—(তবে) আমি ঈশ্বর যে সর্ব্বভূতে অবস্থিত, ইহা লোকে যতদিন অন্তরের মধ্যে না বুঝিতে পারে, ততদিন পর্য্যন্ত নিজ কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক প্রতিমাদিতে আমার অর্চ্চনা করিবে॥ ২৫

শ্রীধরটীকা।—তর্হি কিম্ অর্চ্চাদাবর্চ্চনমনর্থকমেব? নেত্যাহ—অর্চ্চাদাবিতি। সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং মাং স্বহৃদি যাবন্ন বেদ। স্বকর্ম্মকৃৎ কর্ম্মাবিরোধেন যথাবকাশম্। অনেন কর্ম্মনিষ্ঠায়া অপি স এবাবধিরিত্যুক্তং ভবতি॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—যঃ আত্মনঃ (নিজস্য) পরস্য চ অন্তরা (ভেদং) উৎ অপি অরং (স্বল্পমপি) করোতি [অহং] মৃত্যুঃ (মৃত্যুরূপঃ সন্) ভিন্নদৃশঃ (ভেদদর্শিনঃ) তস্য উল্বণং (তীব্রং) ভয়ং বিদধে (সম্পাদয়ামি)॥ ২৬

মূলানুবাদ।—যে নিজের ও পরের মধ্যে অল্পমাত্রও ভেদজ্ঞান করে, সেই ভেদজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে (আমি) মৃত্যুস্বরূপ হইয়া তাহার তীব্র ভয় সম্পাদন করিয়া থাকি॥ ২৬

শ্রীধরটীকা।—অন্তরা অন্তরং ভেদম্, উৎ অপি, অরম্ অল্পম্, অল্পমপি ভেদং যঃ পশ্যতীত্যর্থঃ। যদ্বা অন্তরা মধ্যে, উদরং শরীরম্। মৃত্যুরহং তস্য ভয়ং বিদধে করোমি॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—অথ (অতঃ) সর্ব্বভূতেষু (সমস্তপ্রাণিষু) কৃতালয়ম্ (অন্তর্য্যামিতয়া অধিষ্ঠিতং) ভূতাত্মানং (সর্ব্বাত্মকঞ্চ) মাং [জাত্বেতি শেষঃ] অভিন্নেন চক্ষুষা (সমদর্শিত্বেন) মৈত্র্যা (সুহৃদ্ভাবেন) দানমানাভ্যাং (দানেন সম্মানপ্রদর্শনেন চ) অর্হয়েৎ (পূজয়েৎ)॥ ২৭

মূলানুবাদ।—অতএব আমি সর্ব্বময় এবং সর্ব্বভূতে অবস্থিত ইহা বুঝিয়া সমদর্শিতা, সুহৃদভাব, দান, ও সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি দ্বারা আমাকে অর্চ্চনা করিবে॥ ২৭

শ্রীধরটীকা।—অথ অতঃ সর্ব্বভূতেষু কৃতালয়ং কৃতাবাসম্। অত্র হেতুঃ—ভূতানামাত্মানম্ অন্তর্য্যামিণম্, অভিন্নেন চক্ষুষা সমদর্শনেন॥ ২৭

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ইতিপূর্ব্বে যে সগুণ ও নির্গুণভক্তি বিস্তারিতভাবে নিরূপিত হইয়াছে তন্মধ্যে নির্গুণভক্তিযোগে সাধকের কোন প্রকার ফলকামনা থাকে না, একমাত্র ভগবৎসেবাই ভক্তের পরম পুরুষার্থ। ফলের কামনা দূরে থাকুক, ভগবৎসেবাবর্জ্জিতরূপে সালোক্যাদি মুক্তিও যদি দান করিতে যাওয়া যায়, তবে ভক্ত তাহাও গ্রহণ করিতে সম্মত হন না। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বিচিত্র পরিণাম বশতঃ নানাপ্রকার তুচ্ছ সুখদুঃখাদিসঙ্কুল অবস্থা হইতে মুক্ত হওয়াই ত মুক্তির উদ্দেশ্য। ভক্তের পক্ষে সে উদ্দেশ্যের সিদ্ধি অতি অনায়াসসিদ্ধ অবান্তর ফল মাত্র। সেবানন্দে মগ্ন হইতে পারিলে তাহার আর কোন প্রকার সাংসারিক আবর্জ্জনা ভোগ করিতে হয় না, ভক্তির প্রভাবে সকল অতিক্রম করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে। শ্রদ্ধাসহকারে নিয়ত স্বধর্ম্ম প্রতিপালন, সাধুসঙ্গ, ভগবানের নামলীলাদি-শ্রবণ-কীর্ত্তন, ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি সদুপায়ে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ক্রমশঃ এই ভক্তিমার্গের উত্তম স্তরে উপনীত হইতে হয়। সর্ব্বভূতে আত্মরূপতাজ্ঞান চিত্তশুদ্ধির একটি প্রধানতম উপায়; অন্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ সর্ব্বভূতে বিরাজমান; সুতরাং কোনও জীবের প্রতি অবজ্ঞা করিলে ভগবানকেই অবজ্ঞা করা হয়, অতএব জীবমাত্রে ভগবদ্বুদ্ধি রাখিয়া তাহাদের প্রীতিতে ভগবান্ প্রীত হন, ইহা স্থির ভাবে ধারণা পূর্ব্বক সকল প্রাণীকে আত্মবৎ সেবা

জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে। ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ॥ ২৮
তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ। তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ ॥ ২৯

করিবে। এই প্রকার ভাব উপেক্ষা করিয়া শুধু লৌকিক আড়ম্বরের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যাহারা প্রতিমাদি পূজায় ব্যতিব্যস্ত, তাহাদের সে সকল পূজানুষ্ঠান ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদানের ন্যায় নিরর্থক। একখানি প্রতিমা গড়িয়া তাহার নিকটে কতকগুলি পুষ্প, পত্র, ফল, জল, বস্ত্র, নৈবেদ্য প্রভৃতি সাজাইলেই যদি শ্রীভগবানের প্রীতি সম্পাদন করা যাইত, তবে আর সাধনপথে এত ভাবিবার কি ছিল? ঐরূপ কেবল মাত্র বাহ্যাড়ম্বরে কোনও ফল হয় না। অবশ্য এরূপ ধারণা কেহ করিবেন না যে, তবে প্রতিমাদিতে যে বাহ্যপূজা বিহিত আছে তাহা নিরর্থক; বস্তুতঃ তাহা নহে, তাহাও শ্রীভগবানেরই অভিপ্রেত; অবস্থাবিশেষে এরূপ-বাহ্য পূজায়ও ভগবানের প্রীতিসম্পাদন হয়। "যখন পর্য্যন্ত লোকে আমাকে সর্ব্বান্তর্য্যামী বলিয়া দৃঢ়ভাবে ধারণা করিতে না পারে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত স্বীয় কর্ত্তব্যকর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক প্রতিমাদিতে ঈশ্বরজ্ঞানে আমাকে অর্চ্চনা করিবে" ইহা ভগবান্ শ্রীকপিল"অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ। যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥" এই শ্লোকে উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা গ্রন্থেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি। তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥" "ভক্তি সহকারে পত্র, পুষ্প, ফল, যে যাহা আমাকে প্রদান করে, আমি তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি" এবং "যে ভক্ত আমাকে যে মূর্ত্তিতেই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে চাহে, আমি তাহার সেই শ্রদ্ধাই ক্রমে অচলশ্রদ্ধারূপে পরিণত করি।" ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে প্রথম স্তরে বাহ্যিক অনুষ্ঠানে মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা প্রভৃতি অনুপযোগী নহে, কিন্তু বিশ্বাস ও ভক্তি আবশ্যক; ভক্তি সহকারে বিশ্বস্তহৃদয়ে ঐরূপ স্তর অবলম্বন করিয়া পূজাদি দ্বারা ক্রমিক চিত্তশুদ্ধি লাভ হইবে, তাহাতেই প্রকৃষ্ট উপাসনার সুযোগ ঘটিবে ॥ ২৩—২৭

অন্বয়ঃ।—[ননু অনন্তেষু জীবেষু সর্ব্বত্রৈব কিং সমানমানাদিপ্রদর্শনম্ উত তারতম্যমপ্যস্তি ইতি জিজ্ঞাসায়াং তারতম্যং প্রদর্শয়তি ষড়্‌ভিঃ]—[হে] শুভে! (মঙ্গলময়ি মাতঃ!) অজীবানাম্ (অত্র ষষ্ঠীপ্রয়োগ আর্ষঃ, অচেতনেভ্য ইত্যর্থঃ) জীবাঃ (সচেতনাঃ), ততঃ (তেভ্যঃ) প্রাণভৃতঃ (প্রাণক্রিয়াবন্তঃ), ততঃ সচিত্তাঃ (জ্ঞানবন্তঃ) শ্রেষ্ঠাঃ, ততশ্চ ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ (ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তয়ঃ গন্ধরসাদিগ্রহণস্বরূপা যেষু তে) প্রবরাঃ (শ্রেষ্ঠাঃ, ভবন্তীতি শেষঃ) ॥ ২৮

মূলানুবাদ।—[জীবের মধ্যেও তারতম্য বিবেচনা করিয়া সম্মানাদি প্রদর্শন করিতে হইবে, ইহা বর্ণিত হইতেছে] হে মঙ্গলময়ি জননি! অচেতন অপেক্ষা সচেতন শ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষা প্রাণবৃত্তিবিশিষ্টগণ শ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষা জ্ঞানিগণ শ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষা আমার ইন্দ্রিয়কার্য্যসম্পন্ন জীব শ্রেষ্ঠ ॥ ২৮

শ্রীধরটীকা।—তত্রাপি যথোত্তরং মানাদ্যতিশয়ঃ কার্য্য ইতি বক্তুং তারতম্যমাহ জীবা ইতি সার্দ্ধৈঃ ষড়্‌ভিঃ। অজীবানামচেতনেভ্যঃ ততস্তেভ্যোঽপি প্রাণভৃতঃ প্রাণবৃত্তিমন্তঃ। সচিত্তাঃ জ্ঞানবন্তঃ। ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তয়ো যেষু বৃক্ষাণামপি সূক্ষ্মা ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তয়ঃ সন্ত্যেব। তথা হি মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মেষু স্মর্য্যতে—"তস্মাৎ পশ্যন্তি পাদপাঃ, তস্মাজ্জিঘ্রন্তি পাদপা" ইতি ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—তত্রাপি (তেষু ইন্দ্রিয়বৃত্তিসম্পন্নেষু মধ্যেঽপি) স্পর্শবেদিভ্যঃ (বৃক্ষাদিভ্যঃ) রসবেদিনঃ (মৎস্যাদয়ঃ) প্রবরাঃ (শ্রেষ্ঠাঃ), তেভ্যঃ (রসবেদিভ্যঃ) গন্ধবিদঃ (ভ্রমরাদয়ঃ) শ্রেষ্ঠাঃ; ততঃ (গন্ধবিদ্‌ভ্যঃ) শব্দবিদঃ (সর্পাদয়ঃ) বরাঃ (শ্রষ্ঠাঃ) ॥ ২৯

রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তোদতঃ। তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাদস্ততো দ্বিপাৎ ॥ ৩০
ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ। ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞো হ্যর্থজ্ঞোঽভ্যধিকস্ততঃ ॥ ৩১
অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মকৃৎ। মুক্তসঙ্গস্ততো ভূয়ানদোগ্ধা ধর্ম্মমাত্মনঃ ॥ ৩২
তস্মান্ময্যর্পিতাশেষ ক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ।
ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সন্ন্যস্তকর্ম্মণঃ।
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্ত্তুঃ সমদর্শনাৎ ॥৩৩॥

মূলানুবাদ।—ইন্দ্রিয়বৃত্তি অর্থাৎ গন্ধাদিগুণগ্রহণপটু জীব-সম্প্রদায়ের মধ্যেও স্পর্শজ্ঞ বৃক্ষাদি অপেক্ষা রূপগ্রাহী মৎস্যাদি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা গন্ধবেত্তা ভ্রমর প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ, আবার তাহা অপেক্ষা শব্দবিৎ সর্পাদি শ্রেষ্ঠ ॥ ২৯

শ্রীধরটীকা।—প্রভূতা তু তরুষু স্পর্শনেন্দ্রিয়বৃত্তিরেব, অতস্তেভ্যঃ স্পর্শবেদিভ্য রসবেদিনো মৎস্যাদয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ। গন্ধবিদো ভ্রমরাদয়ঃ। শব্দবিদঃ সর্পাদয়ঃ ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—তত্র (তেভ্যঃ) রূপভেদবিদঃ (রূপবৈলক্ষ্যজ্ঞানশালিনঃ কাকাদয়ঃ) ততশ্চ উভয়তোদন্তঃ (উভয়তঃ উপরি নিম্নে চেতি পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে দন্তা যেষাং তে ইতি সমাসে বিভক্তেরলুক্ বাহুল্যাৎ), তেষাম্ (উভয়তোদন্তশালিনাং মধ্যে) বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাঃ, [তেষু চ] চতুষ্পাদঃ (শ্রেষ্ঠাঃ) ততশ্চ দ্বিপাৎ (পদদ্বয়যুক্তো) মনুষ্যঃ (শ্রেষ্ঠঃ) ॥ ৩০

মূলানুবাদ।—শব্দবিৎ সর্পাদি অপেক্ষা রূপভেদজ্ঞানসম্পন্ন কাক প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা দুই পংক্তি দন্তযুক্ত জীব শ্রেষ্ঠ, তাহাদের মধ্যে বহুপদযুক্ত, তন্মধ্যে চতুষ্পদসমূহ, তাহা অপেক্ষা দ্বিপদ অর্থাৎ মনুষ্য শ্রেষ্ঠ ॥৩০

অন্বয়ঃ।—ততঃ (তেষু মনুষ্যেষু মধ্যে) চত্বারঃ বর্ণাঃ (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাঃ, শ্রেষ্ঠা ইতি শেষঃ) তেষাং (মধ্যে) ব্রাহ্মণঃ উত্তমঃ, ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞঃ, ততঃ (বেদজ্ঞেষু মধ্যেঽপি) অর্থজ্ঞঃ (অর্থং বেদার্থং জানাতি যঃ সঃ) অত্যধিকঃ (শ্রেষ্ঠঃ) ॥ ৩১

মূলানুবাদ।—মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চতুর্ব্বর্ণ শ্রেষ্ঠ ; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ, আবার সেই বেদজ্ঞগণের মধ্যেও যাঁহারা বেদার্থজ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহারাই উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ ॥ ৩১

শ্রীধরটীকা।—রূপভেদবিদঃ কাকাদয়ঃ। উভয়তো দন্তা যেষাম্। অপাদেভ্যস্তেভ্যো বহুপদাঃ। তেভ্যশ্চতুষ্পাদ ইত্যর্থঃ। ততো দ্বিপান্মনুষ্যঃ ॥ ৩০ ॥ ততস্তেষু বর্ণাঃ ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা (মীমাংসাকারী), ততঃ স্বধর্ম্মকৃৎ (নিজধর্ম্মপ্রতিপালকঃ) শ্রেয়ান্ (প্রশস্ততরঃ), ততঃ (স্বধর্ম্মপালকেষ্বপি মধ্যে) আত্মনঃ ধর্ম্মম্ অদোগ্ধা (ফলাভিসন্ধানেন স্বকীয়ং ধর্ম্মং হীনং ন কুর্ব্বাণঃ, নিষ্কাম ইতি যাবৎ) মুক্তসঙ্গঃ (বিষয়াসক্তিশূন্যো জনঃ) [শ্রেয়ানিত্যন্বয়ঃ] ॥ ৩২

মূলানুবাদ।—সাধারণ অর্থজ্ঞানী অপেক্ষা মীমাংসাদ্বারা সংশয়নিবারণকারী শ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষা স্বধর্ম্মপালক শ্রেষ্ঠ, আবার তাহাদের মধ্যে বিষয়াসক্তিহীন অর্থাৎ স্বকীয় ধর্ম্মকর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ॥ ৩

শ্রীধরটীকা।—সংশচ্ছেত্তা মীমাংসকঃ। ততোঽপি কেবলং স্বধর্ম্মকৃৎ। মুক্তসঙ্গস্য লক্ষণম্—আত্মনো ধর্ম্মমদোগ্ধা নিষ্কাম ইত্যর্থঃ ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—তস্মাৎ (কেবলাৎ মুক্তসঙ্গাদপি) ময়ি অর্পিতাশেষক্রিয়ার্থাত্মা (অর্পিতাঃ অশেষাঃ সমগ্রাঃ ক্রিয়াঃ কর্ম্মণি, অর্থাঃ তৎকালনি, আত্মা অন্তঃকরণঞ্চ যেন সঃ) নিরন্তরঃ (ভক্ত্যা মদব্যবহিতঃ) [শ্রেয়ানিতি

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহু মানয়ন্। ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥ ৩৪ ॥
ভক্তিযোগশ্চ যোগশ্চ ময়া মানব্যুদীরিতঃ। যয়োরেকতরেণৈব পুরুষঃ পুরুষং ব্রজেৎ ॥ ৩৫ ॥
এভদ্ভগবতো রূপং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ। পরং প্রধানপুরুষং দৈবং কর্ম্মবিচেষ্টিতম্ ॥ ৩৬ ॥
রূপভেদাস্পদং দিব্যং কাল ইত্যভিধীয়তে। ভূতানাং মহাদাদীনাং যতো ভিন্নদৃশাং ভয়ম্ ॥৩৭॥

পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ], ময়ি অর্পিতাত্মনঃ (সমর্পিতচিত্তাৎ) ময়ি সংন্যস্তকর্ম্মণঃ (সমর্পিতকর্ম্মতৎফলাৎ] অকর্ত্তুঃ (কর্তৃত্বাভিমানশূন্যাৎ) সমদর্শনাৎ পুংসঃ (লোকাৎ) পরং ভূতং (শ্রেষ্ঠং জীবং) ন পশ্যামি ॥ ৩৩

মুলানুবাদ।—সাধারণ নিষ্কাম ব্যক্তি অপেক্ষা যে ব্যক্তি সমস্ত কর্ম্ম, তাহার ফল ও অন্তঃকরণ আমাতে সমর্পণ করে, সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। আমাতে যে আত্মসমর্পণ ও কর্ম্মসমর্পণ করিয়া কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী হয়, তাহা অপেক্ষা আর কোন জীবই আমার দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় না ॥ ৩৩

শ্রীধরটীকা।—অর্পিতা অশেষাঃ ক্রিয়া অর্থস্তৎফলানি আত্মা দেহশ্চ যেন। অতএব নিরন্তরঃ অব্যবহিতঃ। অকর্ত্তুঃ কর্তৃত্বাভিমানশূন্যাৎ ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—ঈশ্বরঃ (সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ঃ) ভগবান্ জীবকলয়া (জীবানামন্তর্য্যামিতয়া) প্রবিষ্টঃ (অধিষ্ঠিতঃ) ইতি (এবং মত্বা) এতানি ভূতানি (সমস্তপ্রাণিবর্গান্) বহু মানয়ন্ (অত্যন্তং সম্মানয়ন্ সন্) মনসা প্রণমেৎ ॥ ৩৪

মুলানুবাদ।—সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় শ্রীভগবান্ সকল জীবে অন্তর্য্যামিরূপে অধিষ্ঠিত, ইহা বুঝিয়া সমস্ত প্রাণিবর্গকে বিশেষ সম্মান সহকারে মনে মনে প্রণাম করিবে ॥ ৩৪

শ্রীধরটীকা।—জীবানাং কলয়া পরিকলনেন, অন্তর্য্যামিতয়া প্রবিষ্ট ইতি দৃষ্ট্যৈত্যর্থঃ ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—[হে] মানবি ! (মনুপুত্রি !) ময়া ভক্তিযোগশ্চ যোগশ্চ (অষ্টাঙ্গোপপন্নযোগশ্চ) উদীরিতঃ (কথিতঃ) যয়োঃ (এতয়োর্যোগয়োঃ) একতরেণৈব (ভক্তিযোগেন অষ্টাঙ্গযোগেন বা) পুরুষঃ (জীবঃ) পুরুষং (পরমপুরুষং ভগবন্তং) ব্রজেৎ (প্রাপ্নুয়াৎ) ॥ ৩৫

মুলানুবাদ।—হে মনুপুত্রি ! আমি তোমার নিকট ভক্তিযোগ এবং অষ্টাঙ্গযোগ বর্ণনা করিলাম। এই দ্বিবিধ যোগের মধ্যে যে কোনটি অবলম্বন করিলেই জীব পরমপুরুষ শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে ॥ ৩৫

শ্রীধরটীকা।—উক্তং হি ভক্তিযোগং পূর্ব্বোক্তেনাষ্টাঙ্গযোগেন সহ উপসংহরতি ভক্তিযোগশ্চেতি। হে মানবি ! পুরুষং পরমেশ্বরম্ ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—[শ্রীদেবহূতিপৃষ্টং কালস্য স্বরূপমিদানীং বর্ণয়তি] প্রধানপুরুষং (প্রকৃতিপুরুষাত্মকং) পরং (তদ্ব্যতিরিক্তঞ্চ) কর্ম্মবিচেষ্টিতং (কর্ম্মণো বিচেষ্টিতং বিবিধস্বরূপং যস্মাৎ তৎ) দৈবম্ (অদৃষ্টাখ্যং) রূপভেদাস্পদং (বস্তূনাং নানাবৈচিত্র্যসম্পাদকং) দিব্যম্ (অদ্ভুতপ্রভাবসম্পন্নং) ভগবতঃ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ (ভক্তেষু ভগবদ্রূপস্য জ্ঞানিষু চ ব্রহ্মস্বরূপস্য পরমেশ্বরস্য) এতৎ (সর্ব্বানুভবসিদ্ধং) রূপং কাল ইতি অভিধীয়তে (কথ্যতে), যতঃ (কালাৎ) ভিন্নদৃশাং (ভেদবুদ্ধিসম্পন্নানাং) মহদাদীনাং ভূতানাং (মহদাদ্যভিমানিনাং জীবানাং) ভয়ং [ভবতীতি শেষঃ] ॥ ৩৬।৩৭

মূলানুবাদ :—ভগবান্ পরমাত্মা পরমব্রহ্মের অদ্ভুত প্রভাব সম্পন্ন এবং জাগতিক বস্তুর নানাবিধ বৈচিত্র্য সম্পাদক স্বরূপবিশেষই কাল নামে কথিত হয়। ইহা প্রকৃতি-পুরুষাত্মক, অথচ তদ্ব্যতিরিক্তও বটে, ইহাই নানাবিধ কর্ম্মের মূলীভূত অদৃষ্টস্বরূপ এবং ইহা হইতেই ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন মহাদাদিরূপে অভিমানী জীবগণ সর্ব্বদা ভীত হইয়া থাকে ॥ ৩৬।৩৭

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য ভূতানি ভূতৈরত্ত্যখিলাশ্রয়ঃ ।
স বিষ্ণ্বাখ্যোঽধিযজ্ঞোঽসৌ কালঃ কলয়তাং প্রভুঃ ॥ ৩৮ ॥
ন চাস্য কশ্চিদ্দয়িতো ন দ্বেষ্যো ন চ বান্ধবঃ । আবিশত্যপ্রমত্তোঽসৌ প্রমত্তং জনমন্তকৃৎ ॥ ৩৯
যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ । যদ্ভয়াদ্বর্ষতে দেবো ভগণো ভাতি যদ্ভয়াৎ ॥ ৪০
যদ্বনস্পতয়ো ভীতা লতাশ্চৌষধিভিঃ সহ । স্বে স্বে কালেঽভিগৃহ্ণন্তি পুষ্পাণি চ ফলানি চ ॥৪১

শ্রীধরটীকা।—যদন্যৎ পৃষ্টং জীবস্য সংসৃতীঃ কালস্য স্বরূপঞ্চ আচক্ষ্বেতি, তদাহ এতদিতি সার্দ্ধেন। এতৎ সর্ব্বনিয়ন্তৃ যদ্ভগবতো রূপম্। কীদৃশম্? প্রধানপুরুষাত্মকং, পরং তদ্ব্যতিরিক্তঞ্চ, এতদেব দৈবমিত্যভিধীয়তে। কীদৃশম্? কর্ম্মণো বিচেষ্টিতং নানাসংসৃতিলক্ষণং যস্মাৎ তৎ দৈবপ্রেরিতকর্ম্মকৃতাঃ সংসৃতয়ো বিচিত্রা ইত্যর্থঃ॥ ৩৬॥ এতদেব ভগবতো রূপং কাল ইতি চাভিধীয়তে। রূপভেদস্য বস্তূনামন্যথাত্বস্য আস্পদমাশ্রয়ঃ কারণম্। উক্তং হি—কালাদ্ গুণব্যতিকর ইতি। বক্ষ্যতে চ—গুণব্যতিকরঃ কাল ইতি। দিব্যমদ্ভুতপ্রভাবম্। তদেবাহ ভূতানামিতি যাবৎসমাপ্তিঃ। মহদাদীনাং তত্তদভিমানিনাং জীবানাম্॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—অখিলাশ্রয়ঃ ("কালো হি জগদাধারঃ কালাধারো ন বিদ্যতে" ইতি প্রসিদ্ধেঃ সর্ব্বাধারভূতঃ) যঃ অন্তঃ প্রবিশ্য (সর্ব্বেষাং পদার্থানাং মধ্যে প্রকটিতো ভূত্বা) ভূতৈঃ (ভৌতিকৈরপ্যুপায়ৈঃ) ভূতানি অত্তি (সংহরতি) কলয়তাম্ (আয়ত্তীকুর্ব্বতাং) প্রভুঃ (শ্রেষ্ঠঃ) অসৌ কালঃ সঃ (প্রসিদ্ধঃ) বিষ্ণ্বাখ্যঃ (বিষ্ণুনামকঃ) অধিযজ্ঞঃ (যজ্ঞফলদাতা ভগবানেব ইত্যর্থঃ)॥ ৩৮

মূলানুবাদ।—নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়স্বরূপ কাল অন্য সকল পদার্থকে নিজ আয়ত্তাধীন করিয়া রাখিতে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন। এই কাল সমস্ত পদার্থের মধ্যে প্রকটিত হইয়া ভৌতিক উপায়েই সর্ব্বভূতের ধ্বংসসাধন করিয়া থাকে। ইহা সেই যজ্ঞফলদাতা ভগবান্ বিষ্ণুরই স্বরূপবিশেষ ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—কশ্চিৎ (জনঃ) অস্য (কালস্য) দয়িতো ন (প্রিয়ো ন ভবতি) দ্বেষ্যো ন (বিদ্বেষভাজনঞ্চ ন ভবতি) বান্ধবশ্চ ন, অন্তকৃৎ (ধ্বংসকারী) অসৌ (কালঃ) অপ্রমত্তঃ [সন্] প্রমত্তজনং (বিবেকবিধুরং জনম্) আবিশতি (আয়ত্তীকরোতি)॥ ৩৯

মূলানুবাদ।—কালের নিকটে কেহ প্রিয় বা আত্মীয় নহে, কেহ বিদ্বেষভাজনও নহে, এই কাল সর্ব্বদা সকল পদার্থের প্রতি সাবধানে লক্ষ্য রাখিয়া থাকে, কেহ কখনও বিবেকচ্যুত হইলেই তাহাকে সংহার মূর্ত্তিতে আয়ত্ত করিয়া লয়॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—যদ্ভয়াৎ (যস্মাৎ কালাৎ ভয়ং প্রাপ্য) অয়ং বাতঃ (বায়ু) বাতি (প্রবহতে), যদ্ভয়াৎ সূর্য্যঃ তপতি (তাপং বিতরতি) দেবঃ (ইন্দ্রঃ যদ্ভয়াৎ বর্ষতে, [আত্মনেপদমার্ষং], ভগণঃ (নক্ষত্রসমূহশ্চ) যদ্ভয়াৎ ভাতি (দীপ্যতে)॥ ৪০

মূলানুবাদ।—এই কালের ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হইতেছেন, সূর্য্য তাপ- বিতরণ করিতেছেন, ইন্দ্র বর্ষণ করিতেছেন এবং নক্ষত্রগণ দীপ্তি পাইতেছেন ॥ ৪০

শ্রীধরটীকা।—ভয়হেতুত্বমাহ য ইতি। ভূতৈরেব ভূতান্যত্তি সংহরতি। অধিযজ্ঞো যজ্ঞফলদাতা। কলয়তাং বশীকুর্ব্বতাম্॥ ৩৮—৪০

অন্বয়ঃ।—যৎ (যস্মাৎ কালাৎ) ভীতাঃ ওষধিভিঃ সহ বনস্পতয়ঃ (বৃক্ষাঃ) লতাশ্চ স্বে স্বে কালে (স্ব-স্ব-যোগ্যসময়ে) পুষ্পাণি চ ফলানি চ অভিগৃহ্ণন্তি॥ ৪১

স্রবন্তি সরিতো ভীতা নোৎসর্পত্যুদধির্যতঃ। অগ্নিরিন্ধে স গিরিভির্ভূর্ন মজ্জতি যদ্ভয়াৎ ॥ ৪২ ॥
অদো দদাতি শ্বসতাং পদং যন্নিয়মান্নভঃ। লোকং স্বদেহং তনুতে মহান্ সপ্তভিরাবৃতম্ ॥ ৪৩ ॥
গুণাভিমানিনো দেবাঃ সর্গাদিষ্বস্য যদ্ভয়াৎ। বর্ত্তন্তেঽনুযুগং যেষাং বশ এতচ্চরাচরম্ ॥ ৪৪ ॥
সোঽনন্তোঽন্তকরঃ কালোঽনাদিরাদিকৃদব্যয়ঃ। জনং জনেন জনয়ন্ মারয়ন্ মৃত্যুনান্তকম্ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
কাপিলেয়ে ভক্তিযোগো নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

মূলানুবাদ।—যে-কালের ভয়ে ভীত হইয়া ওষধি (ফল পাকিলে যে বৃক্ষ মরিয়া যায় তাহা), বৃক্ষ ও লতাগণ উপযুক্ত সময়ে পুষ্প ও ফল ধারণ করিয়া থাকে ॥ ৪১

অন্বয়ঃ।—যতঃ (কালাৎ) ভীতাঃ সরিতঃ (নদ্যঃ) স্রবন্তি (প্রবহন্তে) উদধিঃ (সমুদ্রঃ) যতঃ [ভীতঃ সন্] ন উৎসর্পতি (স্ববেলাভূমিং নোল্লঙ্ঘয়তি) যদ্ভয়াৎ সঃ (প্রসিদ্ধঃ) অগ্নিঃ ইন্ধে (দীপ্যতে) গিরিভিঃ (পর্ব্বতৈঃ সহ) ভূঃ (পৃথিবী) ন মজ্জতি (জলমগ্না ন ভবতি) ॥ ৪২

মূলানুবাদ।—যাহার ভয়ে নদী সকল প্রবাহিত হয়, সমুদ্র স্বীয় বেলাভূমি অতিক্রম করে না, অগ্নি দীপ্তি বিস্তার করেন ও পর্ব্বতগণ সহ পৃথিবী জলমগ্না না হইয়া অবস্থান করে ॥ ৪২

শ্রীধরটীকা।—যদ্ যস্মাদ্ভীতাঃ ॥ ৪১ ॥ যতো ভীতাঃ সরিতঃ স্রবন্তি। ইন্ধে দীপ্যতে। সহ গিরিভির্ভূঃ ॥৪২

অন্বয়ঃ।—অদো নভঃ (এতৎ আকাশং) যন্নিয়মাৎ (যস্য কালস্য নিয়মবশাৎ) শ্বসতাং (শ্বাসক্রিয়াবতাং প্রাণিনাং) পদং (শ্বাসত্যাগাবকাশং) দদাতি, মহান্ (মহত্তত্ত্বং) স্বদেহম্ (অহঙ্কারাত্মকং স্বকার্য্যং) সপ্তভিঃ (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যঞ্চেতি সপ্তবিধৈর্নামভিঃ) আবৃতং (যুক্তং) লোকং (ভুবনং) তনুতে (বিস্তারয়তি) ॥ ৪৩

মূলানুবাদ।—যে-কালের নিয়মানুসারে এই আকাশ প্রাণিদিগের শ্বাসত্যাগের জন্য অবকাশ দান করিয়া থাকে এবং মহত্তত্ত্ব নিজকার্য্য অহঙ্কারকে ভূঃ প্রভৃতি সপ্তভুবনরূপে বিস্তার করিয়া থাকে ॥ ৪৩

শ্রীধরটীকা।—অদো নভো যন্নিয়মাৎ যস্যাজ্ঞয়া। মহান্ মহত্তত্ত্বম্, অহঙ্কারাত্মকং স্বদেহং লোকত্বেন্ তনুতে বিস্তারয়তি ॥ ৪৩

অন্বয়ঃ।—এতৎ চরাচরং (বিশ্বং) যেষাং বশে (অধীনতায়াং তিষ্ঠতি) [তে] গুণাভিমানিনঃ (গুণত্রয়নিয়ন্তারঃ) দেবাঃ (ব্রহ্মাদয়ঃ) যদ্ভয়াৎ অনুযুগং (যুগে যুগে) অস্য (বিশ্বস্য) সর্গাদিষু (সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়েষু) বর্ত্তন্তে (রতা ভবন্তি) ॥ ৪৪

মূলানুবাদ।—এই চরাচর বিশ্ব যাঁহাদের আয়ত্তাধীন এবং যাঁহারা সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের নিয়ন্তা, সেই ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত যে-কালের ভয়ে প্রতিযুগে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কার্য্যে রত থাকেন ॥ ৪৪

শ্রীধরটীকা।—গুণাভিমানিনো গুণনিয়ন্তারো দেবা ব্রহ্মাদয়ঃ অস্য বিশ্বস্য সর্গাদিষু প্রবর্ত্তন্তে। অনুযুগং বারংবারমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪

অন্বয়ঃ।—অনন্তঃ (স্বয়ং বিনাশরহিতোঽপি) অন্তকরঃ (জগতাং নাশকরঃ), অনাদিঃ (স্বয়ম্ উৎপত্তি-শূন্যোঽপি) আদিকৃৎ (জগতাং সৃষ্টিকর্ত্তা) অব্যয়ঃ (অক্ষয়ঃ) সঃ কালঃ জনেন (পিত্রাদিনা) জনং (পুত্রাদিং)

জনয়ন্ (উৎপাদয়ন্) মৃত্যুনা (সংহারশক্ত্যা) অন্তকং (যমম্ অপি) মারয়ন্ (বিধ্বংসয়ন্) [ক্রীড়তীতি শেষঃ] ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

মূলানুবাদ।—এই কাল স্বয়ং বিনাশরহিত, অথচ অন্যের বিনাশকারী ; স্বয়ং অনাদি, অথচ সকলের আদিকর্ত্তা ; পিত্রাদিদ্বারা পুত্রাদির উৎপাদন করিতেছে. আবার সংহারশক্তি দ্বারা যমের পর্য্যন্ত মৃত্যুসাধন করতঃ অক্ষয়রূপে ক্রীড়া করিতেছে ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে একোনত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৯

শ্রীধরটীকা।—জননে পিত্রাদিনা জনং পুত্রাদিং জনয়ন্ আদিকৃৎ, মৃত্যুনা অন্তকমপি মারয়ন্নন্তকরঃ, স্বয়ন্তু আনদিরনন্তোঽব্যয়শ্চ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—সর্ব্বভূতে সমদর্শিতা ও সম্মানপ্রদর্শন প্রভৃতি যে ভগবদ্‌ভক্তির প্রধান অঙ্গ ইহা বুঝাইবার প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকপিল নিজ মাতার নিকট বলিয়াছেন যে, “অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্। অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা” ॥ ইহার বিস্তৃত অর্থ যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে, তবে সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, “শ্রীভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বভূতে বিরাজমান, সুতরাং ভেদজ্ঞান পরিহার করিয়া দান ও সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক সকলকেই অভ্যর্থনা করিবে, তাহা হইলে সেই অভ্যর্থনা শ্রীভগবানের প্রতিই বিহিত হইবে, সুতরাং তাহাতে ভগবান্ সাতিশয় প্রীত হইবেন”। এই উপদেশে মনে হইতে পারে যে “সমস্ত পদার্থই ঈশ্বরের সৃষ্ট, সকলের মধ্যেই সেই অন্তর্য্যামী ঈশ্বর যখন সমভাবে বিরাজমান, তখন দান বা সম্মান করিবার সময়ে আর পাত্রাপাত্র বিবেচনার আবশ্যকতা কি ? একই প্রকার ভাবে সকলের প্রতি ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য, তাহাই বুঝি শ্রীভগবানের অভিপ্রেত।” এইরূপ ধারণা করিয়া উত্তমঅধম ভাবটীকে কাল্পনিক মনে করা যে অসঙ্গত তাহা বুঝাইবার জন্যই ভগবান্ শ্রীকপিল “জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাম্” ইত্যাদি ছয়টী শ্লোকে ক্রমিক ভূতবর্গের উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে বর্ণাশ্রম অনুযায়ী যে উৎকর্ষাপকর্ষ ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, তাহাও তাঁহার শ্রীমুখে প্রচারিত হইয়াছে। তাহার পর কালের স্বরূপ ও অসীম প্রভাবও বর্ণিত হইয়াছে; কারণ শ্রীদেবহূতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, “অচক্ষ জীবলোকস্য বিবিধা মম সংসৃতীঃ। কালস্যেশ্বররূপস্য পরেষাঞ্চ পরস্য তে ॥ স্বরূপম্—“ইত্যাদি। “হে ভগবন্! জীবের নানাবিধ স্বরূপ কীর্ত্তন কর”। যদিও এই প্রার্থনার ক্রম অনুসারে জীবের সংসারদশাই অগ্রে বর্ণনা করা উচিত বলিয়া মনে হইতে পারে, তথাপি ভগবান্ কপিল তাহা না করিয়া কালের আলোচনাই যে অগ্রে করিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য এই যে—সংসারে যে সকল বিষম অবস্থা, তাহার মূলেও কালপ্রভাব বিশেষভাবে প্রকটিত ; সুতরাং কালের স্বরূপ ও প্রভাব না বুঝিলে তজ্জনিত সংসারবৈচিত্র্যও হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন হইবে। অতএব তাহা পূর্ব্বেই আলোচনা করা আবশ্যক। এইজন্য এই অধ্যায়ের ৩৬ শ্লোক হইতে অধ্যায় শেষ পর্য্যন্ত বিশদভাবে সেই কালের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। [ইহার মর্ম্ম মূলানুবাদেই পরিস্ফুট হইয়াছে এবং ইতঃপূর্ব্বেও বিশদভাবে একাধিকবার আলোচিত হইয়াছে ; সুতরাং এ স্থলে পুনরায় তত্তৎ বিষয়ের আলোচনায় গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক] ॥ ২৮—৪৫

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং শ্রীতারানাথ-শর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং তৃতীয়স্কন্ধে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

তস্যৈতস্য জনো নূনং নায়ং বেদোরুবিক্রমম্।
কাল্যমানোঽপি বলিনো বায়োরিব ঘনাবলিঃ॥ ১॥
যং যমর্থমুপাদত্তে দুঃখেন সুখহেতবে। তং তং ধুনোতি ভগবান্ পুমাঞ্ছোচতি যৎকৃতে॥ ২॥
যদধ্রুবস্য দেহস্য সানুবন্ধস্য দুর্ম্মতিঃ। ধ্রুবাণি মন্যতে মোহাদ্‌গৃহক্ষেত্রবসূনি চ॥ ৩॥

অন্বয়ঃ।—অয়ং (সংসারবদ্ধঃ) জনঃ কাল্যমানঃ অপি (কালেন পরিচাল্যমানঃ অপি) বলিনঃ (মহাপ্রভাবস্য) এতস্য (অনুভূয়মানস্য) তস্য (কালস্য) ঘনাবলিঃ (মেঘসমূহঃ) বায়োরিব (মেঘো যথা বায়ুনা চাল্যমানোঽপি তদ্‌বেগং ন জানাতি তথা) নূনং (নিশ্চিতম্) উরুবিক্রমং (বিপুলং পরাক্রমং) ন বেদ (ন জানাতি)॥১

মূলানুবাদ।—ভগবান্ শ্রীকপিল বলিলেন—এই সংসারবদ্ধ জীব কালের দ্বারা পরিচালিত হইলেও, মেঘসমূহ যেমন বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়াও তাহার বেগ বুঝিয়া উঠিতে পারে না, সেইরূপ জীবও এই কালের বিপুল পরাক্রম কিছুই বুঝিতে পারে না, ইহা নিশ্চিত॥ ১

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।—

ত্রিংশে তু কায়কান্তাদি ললনাকুলচেতসাম্। কামিনাং তামসী পাপাদধোগতিরুদীর্য্যতে॥

কালপ্রভাববর্ণনপূর্ব্বকং বৈরাগ্যায় চিত্রকর্ম্মকৃতাং সংসৃতিমধ্যায়ত্রয়েণ প্রপঞ্চয়তি। তস্যৈতস্য বলিনঃ কালস্য। বলিনেতি বা পাঠঃ। কাল্যমানঃ বিচাল্যমানোঽপি। বায়োর্বিক্রমং যথা মেঘপঙক্তির্ন বেদ॥ ১

অন্বয়ঃ।—পুমান্ (লোকঃ) সুখহেতবে (সুখলাভার্থঃ) যং যম্ অর্থং (বিষয়ং) দুঃখেন (প্রয়াসবাহুল্যেনাপি) উপাদত্তে (সম্পাদয়তি) ভগবান্ (কালঃ) তং তং (বিষয়ং) ধুনোতি (বিনাশয়তি), যৎকৃতে (যন্নিমিত্তং) [পুমান্] শোচতি (দুঃখাকুলো ভবতি)॥ ২

মূলানুবাদ।—লোক সুখের জন্য বহু প্রয়াস স্বীকার করিয়াও যে সকল বিষয় সম্পাদন করে, ভগবান্ কাল তাহা বিনষ্ট করিয়া থাকেন। ইহার জন্য লোক আবার দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে॥ ২

শ্রীধরটীকা।—বিক্রমমেবাহ। যং যম্ অর্থং দুঃখেন প্রয়াসেন উপাদত্তে আপাদয়তি, তং তম্ অর্থং ভগবান্ কালঃ ধুনোতি বিনাশয়তি যৎকৃতে যন্নিমিত্তম্॥ ২

অন্বয়ঃ।—[উক্তমর্থং সমর্থয়তি] যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) দুর্ম্মতিঃ (বিবেকহীনঃ) সানুবন্ধস্য (স্ত্রীপুত্রাদিপরিবৃতস্য) অধ্রুবস্য (নশ্বরস্য) দেহস্য [সম্বন্ধীনি] গৃহক্ষেত্রবসূনি চ (গৃহং, ভূসম্পদং, ধনরত্নাদীনি চ) মোহাৎ ধ্রুবাণি (চিরস্থিরাণি) মন্যতে (অবধারয়তি)॥ ৩

জন্তুর্বৈ ভব এতস্মিন্ যাং যাং যোনিমনুব্রজেৎ ।
তস্যাং তস্যাং স লভতে নির্ব্বৃতিং ন বিরজ্যতে ॥ ৪ ॥
নরকস্থোঽপি দেহং বৈ ন পুমাংস্ত্যক্তুমিচ্ছতি ।
নারক্যাং নির্ব্বৃতৌ সত্যাং দেবমায়াবিমোহিতঃ ॥ ৫ ॥
[সৎসঙ্গরহিতো মর্ত্ত্যো বৃদ্ধসেবাপরিচ্যুতঃ । মামনারাধ্য দুঃখার্ত্তঃ কুটুম্বাসক্তমানসঃ ॥]
আত্মজায়াসুতাগার-পশুদ্রবিণবন্ধুষু । নিরূঢ়মূলহৃদয় আত্মানং বহু মন্যতে ॥ ৬ ॥
স দহ্যমানসর্ব্বাঙ্গ এষামুদ্বহনাধিনা । করোত্যবিরতং মূঢ়ো দুরিতানি দুরাশয়ঃ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ।—যেহেতু বিবেকহীন ব্যক্তি মোহবশতঃ স্ত্রীপুত্রাদিপরিবৃত এই নশ্বরদেহসম্বন্ধীয় গৃহ, ক্ষেত্র ও ধনরত্নাদিকে চিরস্থায়ী বলিয়া মনে করে ॥ ৩

শ্রীধরটীকা।—শোকে হেতুঃ—যদ্যস্মাৎ সানুবন্ধস্য কলত্রাদিসহিতস্য সম্বন্ধীনি গৃহাদীনি। বসু দ্রব্যম্। অনুক্তসমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—জন্তুঃ (জীবঃ) এতস্মিন্ ভবে (সংসারে) যাং যাং বৈ যোনিং (যাদৃশীমেব জীবজাতিম্) অনুব্রজেৎ (জন্মনা লভেত) তস্যাং তস্যাং (তাদৃশ্যামেব জাতৌ) সঃ (জীবঃ) নির্বৃতিং (তৃপ্তিং) লভতে, ন বিরজ্যতে (বিরাগং নৈব লভতে) ॥ ৪

মূলানুবাদ।—এই সংসারে জীব (যখন) যেরূপ জাতিতেই জন্ম গ্রহণ করে, (তখন) তাহাতেই তৃপ্ত হইয়া থাকে, কিছুমাত্র বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয় না ॥ ৪

শ্রীধরটীকা।—দুর্ম্মতিত্বং দর্শয়ন্ দুঃখং প্রপঞ্চয়তি জন্তুরিতি চতুর্দ্দশভিঃ ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—[উক্তমেবার্থং বিশেষেণ দর্শয়তি] দেবমায়াবিমোহিতঃ (দেবস্য ভগবতো যা মায়া তয়া বিমোহিতঃ) পুমান্ নরকস্থোঽপি, নারক্যাং (নরকভোগজাতায়াং) নির্বৃতৌ সত্যাং (তৃপ্তৌ সত্যাং) দেহং বৈ (তৎ নারকীয়শরীরমপি) ন ত্যক্তুমিচ্ছতি ॥ ৫

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবানের মায়াশক্তিতে মুগ্ধ হইয়া জীব নরকে অবস্থান করিয়াও সেই নারকীয় ভোগেই তৃপ্ত হওয়ায় সে দেহও আর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না ॥ ৫

শ্রীধরটীকা।—নারক্যাং নারকাহারাদিভির্জাতায়াম্ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—সৎসঙ্গরহিতঃ বৃদ্ধসেবাপরিচ্যুতঃ (প্রাচীনজনসম্মানবিমুখঃ) মর্ত্ত্যঃ আত্মজায়াসুতাগারপশুদ্রবিণবন্ধুষু (আত্মনি স্বস্মিন্, জায়ায়াং পত্ন্যাং, সুতেষু অপত্যেষু, আগারে গৃহে, পশুষু গবাদিষু, দ্রবিণেষু ধনরত্নাদিষু চ) নিরূঢ়মূলহৃদয়ঃ (বিবিধমনোরথসম্পন্নঃ) [অতএব] মাম্ (ঈশ্বরম্) অনারাধ্য কুটুম্বাসক্তমানসঃ (পোষ্যবর্গানুরক্তচিত্তঃ সন্) দুঃখার্ত্তঃ [অপি] আত্মানং বহু মন্যতে (কৃতার্থং ভাবয়তি) ॥ ৬

মূলানুবাদ।—সৎসঙ্গরহিত ও বৃদ্ধজনের সম্মানবিমুখ ব্যক্তি নিজসম্বন্ধে এবং স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পশু, ধন, সুহৃৎ প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাপ্রকার আকাঙ্খা উৎপন্ন হওয়ায় আমার আরাধনা না করিয়া কেবল পোষ্যবর্গের প্রতিই একান্ত অনুরক্ত হইয়া যদি দুঃখও ভোগ করে, তথাপি নিজকে কৃতার্থ বিবেচনা করিয়া থাকে ॥ ৬

শ্রীধরটীকা।—নিরূঢ়মূলং প্রসূতমনোরথং হৃদয়ং যস্য। বহু মন্যতে কৃতার্থোঽহমিতি শ্লাঘতে ॥ ৬

আক্ষিপ্তাত্মেন্দ্রিয়ঃ স্ত্রীণামসতীনাঞ্চ মায়য়া। রহোরচিতয়ালাপৈঃ শিশূনাং কলভাষিণাম্ ॥ ৮ ॥
গৃহেষু কূটধর্ম্মেষু দুঃখতন্ত্রেষ্বতন্দ্রিতঃ। কুর্ব্বন্ দুঃখপ্রতিকারং সুখবন্মন্যতে গৃহী ॥ ৯ ॥
অর্থৈরাপাদিতৈর্গুর্ব্ব্যা হিংসয়েতস্ততশ্চ তান্।
পুষ্ণাতি যেষাং পোষেণ শেষভুগ্ যাত্যধঃ স্বয়ম্ ॥ ১০ ॥
বার্ত্তায়াং লুপ্যমানায়ামারব্ধায়াং পুনঃ পুনঃ।
লোভাভিভূতো নিঃসত্ত্বঃ পরার্থে কুরুতে স্পৃহাম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।—দুরাশয়ঃ (দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্নঃ) সঃ (তথাবিধো জনঃ) এষাং (পোষ্যবর্গাণাম্) উদ্বহনাধিনা (পোষণচিন্তয়া) দহ্যমানসর্ব্বাঙ্গঃ (দহ্যমানানি সর্ব্বাণি অঙ্গানি যস্য সঃ) মূঢ়ঃ (কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেকশূন্যঃ সন্) অবিরতং (সর্ব্বদা) দুরিতানি (পাপাচরণানি) করোতি ॥ ৭

মূলানুবাদ।—এই সকল পোষ্যবর্গের পোষণচিন্তায় তাদৃশ দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইতে থাকে; তখন আর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই বিবেচনা থাকে না, সুতরাং সর্ব্বদা পাপাচরণ করিতে থাকে ॥ ৭

শ্রীধরটীকা।—উদ্বহনাধিনা পোষণচিন্তয়া ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—গৃহী (গৃহস্থাশ্রমী জনঃ) দুঃখতন্ত্রেষু (দুঃখপ্রধানেষু) কূটধর্ম্মেষু (কূটাঃ বিত্তশাঠ্যাদিসঙ্কুলাঃ ধর্ম্মাঃ যেষু তেষু) গৃহেষু (গৃহস্থাশ্রমেষু) অতন্দ্রিতঃ (লুপ্তস্বাতন্ত্র্যঃ সন্) অসতীনাঞ্চ (দুশ্চরিত্রাণামপি) স্ত্রীণাং রহোরচিতয়া (নির্জ্জনসম্পাদিতয়া) মায়য়া (সম্ভোগাদিলীলয়া) কলভাষিণাম্ (অপরিস্ফুটমধুরভাষিণাং) শিশূনাং আলাপৈশ্চ আক্ষিপ্তাত্মেন্দ্রিয়ঃ (আক্ষিপ্তানি আকৃষ্টানি আত্মা অন্তঃকরণম্, ইন্দ্রিয়ানি চ যস্য তথাবিধঃ সন্) দুঃখপ্রতীকারং কুর্ব্বন্ (সর্ব্বদা স্ত্রীপুত্রাদিনাং দুঃখনিবৃত্ত্যর্থমেব যতমানঃ সন্) সুখবৎ মন্যতে ॥ ৮।৯

মূলানুবাদ।—গৃহী ব্যক্তি (ধর্ম্মকার্য্যেও) বিত্তশাঠ্য প্রভৃতি কপটতাসঙ্কুল দুঃখময় গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া নিজ স্বতন্ত্রতা ভুলিয়া দুষ্টচরিত্র স্ত্রীলোকদিগের গোপনে বিহিত সম্ভোগাদি লীলাচাতুর্য্যে এবং অপরিস্ফুট মধুরভাষী শিশুগণের আলাপে একান্ত মুগ্ধ হইয়া (সর্ব্বদা) তাহাদের কিসে দুঃখ দূর হইবে, সেইজন্য প্রয়াস করিয়াও তাহাই সুখ বলিয়া মনে করে ॥ ৮।৯

শ্রীধরটীকা।—দুরাশয়ত্বমাহ। আক্ষিপ্ত আত্মা ইন্দ্রিয়াণি চ যস্য। কয়া ? অসতীনাঞ্চ পুংশ্চলীনামপি রহসি রচিতয়া সম্ভোগাদিরূপয়া। মধুরভাষিণাং শিশূনাম্ আলাপৈশ্চ সুখবন্মন্যতে ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৮ ॥ কূটা বিত্তশাঠ্যাদিবহুলা ধর্ম্মা যেষু দুঃখপ্রদানেষু ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—ইতস্ততঃ (নানাস্থানাৎ) গুর্ব্ব্যা (মহত্যা) হিংসয়া [অপি] আপাদিতৈঃ (সংগৃহীতৈঃ) অর্থৈঃ, শেষভুক্ (অগ্রে পরিজনান্ ভোজয়িত্বা তদবশিষ্টং ভুঞ্জানঃ) তান্ (স্ত্রীপুত্রাদীন্ পরিজনান্) পুষ্ণাতি (পালয়তি) যেষাং পোষেণ স্বয়ম্ অধঃ যাতি (অধোগতিং লভতে) ॥ ১০

মূলানুবাদ।—নানাস্থান হইতে গুরুতর হিংসাবৃত্তি পর্য্যন্ত অবলম্বন করিয়া অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহা দ্বারা অগ্রে নিজে ভোগ না করিয়া যাহাদের পোষণ দ্বারা নিজের অধোগতি লাভ হয়, এমন পরিজনবর্গকে পোষণ করে ॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—যেষাং পোষণেনাধো যাতি তান্ পুষ্ণাতি। শেষভুগিতি ভোগোঽপি তস্য দুর্লভ ইত্যর্থঃ ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—পুনঃ পুনঃ আরব্ধায়াম্ (একাবৃত্তিরবলম্বিতা, সা যদি লুপ্তা তদা বৃত্তান্তরাবলম্বনম্, ইত্থং পুনঃ

কুটুম্বভরণেঽকল্যো মন্দভাগ্যো বৃথোদ্যমঃ । শ্রিয়া বিহীনঃ কৃপণো ধ্যায়ন্ শ্বসিতি মূঢ়ধীঃ ॥ ১২
এবং স্বভরণাকল্যং তৎকলত্রাদয়স্তদা । নাদ্রিয়ন্তে যথাপূর্ব্বং কীনাশা ইব গোজরম্ ॥ ১৩॥
তত্রাপ্যজাতনির্ব্বেদো ভ্রিয়মাণঃ স্বয়ন্তু তৈঃ । জরয়োপাত্তবৈরূপ্যো মরণাভিমুখো গৃহে ॥ ১৪॥
আস্তেঽবমত্যোপন্যস্তং গৃহপাল ইবাহরন্ । আময়াব্যপ্রদীপ্তাগ্নিরল্পাহারোঽল্পচেষ্টিতঃ ॥ ১৫॥

পুনরবলম্বিতায়াং) বার্ত্তায়াং (জীবিকায়াং) লুপ্যমানায়াং (বিগতায়াং সত্যাং) নিঃসত্ত্বঃ (পোষ্যবর্গভরণানক্তঃ) [অতএব] লোভাভিভূতঃ পরার্থে (পরধনে) স্পৃহাং কুরুতে ॥ ১১

মূলানুবাদ ।—যে জীবিকা অবলম্বন করা হয়, তাহাই লুপ্ত হয়, এই ভাবে পুনঃ পুনঃ অবলম্বিত জীবিকা যদি লুপ্ত হইতে থাকে, তখন আর জীবিকাসম্পাদনে সমর্থ হয় না ; সুতরাং লোভের বশে পরধন গ্রহণ করিতেই অভিলাষ করে ॥ ১১

অন্বয়ঃ ।—মন্দভাগ্যঃ (দুর্ভাগ্যসম্পন্নঃ) বৃথোদ্যমঃ (বিফলপ্রযত্নঃ) শ্রিয়া বিহীনঃ (সম্পদ্বিহীনঃ) কুটুম্বভরণে (পোষ্যবর্গপোষণে) অকল্যঃ (অসমর্থঃ) [অতএব] কৃপণঃ (প্রাপ্তদৈন্যঃ) [অতএব] মূঢ়ধীঃ (বিলুপ্তবুদ্ধিজনঃ) ধ্যায়ন্ (কিং করোমি, কথং পোষ্যান্ প্রতিপালয়ামি, ইত্যেবং চিন্তয়ন্) শ্বসিতি (দীর্ঘশ্বাসং ক্ষিপতি)॥ ১২

মূলানুবাদ ।—যাহার ভাগ্য মন্দ. তাহার সকল উদ্যম বিফল হয়, ধন উপার্জ্জন করিতে পারে না, সুতরাং পরিজনবর্গকে প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হইয়া নিতান্ত কাতর হইয়া পড়ে ; তখন তাহার বুদ্ধিবৃত্তি লোপ পায়, কেবল দুর্ভাবনায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে ॥ ১২

শ্রীধরটীকা ।—বার্ত্তায়াং জীবিকায়াম্ । নিসত্ত্বঃ অসক্তঃ । পরার্থে পরস্বে ॥ ১১ ॥ অকল্যঃ অসমর্থঃ । ১২

অন্বয়ঃ ।—এবম্ (ইত্থম্ভূতং) স্বভরণাকল্যম্ (আত্মজনপোষণাসমর্থং জনং) তদা (তস্যাং দশায়াং) তৎকলত্রাদয়ঃ (তস্য পত্নীপ্রভৃতয়ঃ) কীনাশাঃ (অধমাঃ কৃষীবলাঃ) গোজরম্ ইব (বৃদ্ধবলীবর্দ্দমিব) যথাপূর্ব্বং (পূর্ব্ববৎ) ন আদ্রিয়ন্তে ॥ ১৩

মূলানুবাদ ।—লোক যখন এই প্রকারে আত্মীয়বর্গের পোষণে অক্ষম হয়, তখন অধম কৃষকেরা যেমন বৃদ্ধ বলীবর্দ্দকে (বলদকে) আদর করে না, সেইরূপ তাহার স্ত্রী প্রভৃতিও আর পূর্ব্বের ন্যায় তাহার আদর করে না ॥ ১৩

শ্রীধরটীকা ।—পূর্ব্বং যথাদ্রিয়ন্তে যথা আদরং কুর্ব্বন্তি । কীনাশাঃ কৃপণাঃ কৃষীবলাঃ । গোজরং বৃদ্ধবলীবর্দ্দম্ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ ।—তত্রাপি (তস্যামবস্থায়ামপি) অজাতনির্ব্বেদঃ (অনুৎপন্নবৈরাগ্যঃ) স্বয়ন্তু তৈঃ (স্বপ্রতিপালিতৈঃ পুত্রকলত্রাদিভিঃ) ভ্রিয়মাণঃ (পুষ্যমাণঃ) জরয়া (বার্দ্ধক্যেন) উপাত্তবৈরূপ্যঃ (বিরূপতাং প্রাপ্তঃ) গৃহপাল ইব (কুক্কুর ইব) অবমত্য (অবজ্ঞাপূর্ব্বকম্) উপন্যস্তং (সমীপে প্রক্ষিপ্তম্) আহরন্ (ভক্ষয়ন্) আময়াবী (রোগী) অপ্রদীপ্তাগ্নিঃ (মন্দাগ্নিঃ) অল্পাহারঃ, অল্পচেষ্টিতঃ (বিলুপ্তপ্রায়চলনাদিশক্তিঃ) মরণাভিমুখঃ (মৃতুপথে অগ্রসরঃ সন্) গৃহে আস্তে (তিষ্ঠতি) ॥ ১৪।১৫

মূলানুবাদ ।—এইরূপ অবস্থায়ও কিছুমাত্র বৈরাগ্য লাভ না করিয়া পূর্ব্বে স্বয়ং যাহাদের পোষণ করিয়াছে, ইদানীং সেই পুত্র-কলত্রাদি দ্বারা কোনরূপে পালিত হইতে থাকে । বার্দ্ধক্যের প্রভাবে রূপলাবণ্য সকলই নষ্ট হইয়া যায়, রোগ আক্রমণ করে, পরিপাক শক্তি কমিয়া যায়, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি অতি অবজ্ঞা সহকারে যাহাই

বায়ুনোৎক্রমতোত্তারঃ কফসংরুদ্ধনাড়িনা। কাশশ্বাসকৃতায়াসঃ কণ্ঠে ঘুরঘুরায়তে ॥ ১৬ ॥
শয়ানঃ পরিশোচদ্ভিঃ পরিবীতঃ স্ববন্ধুভিঃ। বাচ্যমানোঽপি ন ব্রূতে কালপাশবশং গতঃ ॥ ১৭ ॥
এবং কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতাত্মাজিতেন্দ্রিয়ঃ। ম্রিয়তে রুদতাং স্বানামুরুবেদনয়াস্তধীঃ ॥ ১৮ ॥

সম্মুখে ফেলিয়া দেয়, কুক্কুরের ন্যায় তাহাই আহার করিয়া থাকে ; এইরূপে মৃত্যুপথের যাত্রী হইয়া গৃহে অবস্থান করে ॥ ১৪।১৫

শ্রীধরটীকা।—ভ্রিয়মাণঃ পুষ্যমাণঃ ॥ ১৪ ॥ অবমত্যা অবজ্ঞয়া, উপন্যস্তং সমীপে প্রক্ষিপ্তম্, গৃহপালঃ শ্বা। আহরন্ ভুঞ্জানঃ। আময়াবী রোগী ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—কফসংরুদ্ধনাড়িনা (কফেনসংরুদ্ধা নাড়্যঃ প্রবাহমার্গা যস্য তেন) উৎক্রমতা (প্রকুপিতেন) বায়ুনা (হেতুনা) উত্তারঃ (উদ্গতচক্ষুঃকনীনিকঃ) কাসশ্বাসকৃতায়াসঃ (কাসেন শ্বাসেন চ কৃতঃ আয়াসো যস্য তথাবিধঃ সন্) কণ্ঠে (কণ্ঠমধ্যে) ঘুরঘুরায়তে ("ঘুর ঘুর" ইতি অব্যক্তশব্দং করোতি)॥ ১৬

মূলানুবাদ।—(ক্রমশঃ) তাহার নাড়ী অর্থাৎ বায়ু প্রবাহিত হইবার শিরাসমূহ কফের দ্বারা রুদ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হওয়ায় চক্ষুর তারা দুইটী উর্দ্ধগামী হয়, কাসিতে ও শ্বাসত্যাগ করিতে অত্যন্ত ক্লেশ উপস্থিত হয়, কণ্ঠের মধ্যে "ঘুর ঘুর" শব্দ হইতে থাকে ॥ ১৬

শ্রীধরটীকা।—উত্তারো বহির্নির্গতনেত্রঃ। কফেন সংরুদ্ধা নাড়্যো মার্গভূতা যস্য তেন। কাসশ্বাসাভ্যাং কৃত আয়াসো যস্য। ঘুরঘুর ইতি শব্দং করোতি ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—কালপাশবশং গতঃ (মৃত্যুবন্ধনগোচরঃ) শয়ানঃ শোচদ্ভিঃ (শোককারিভিঃ) স্ববন্ধুভিঃ পরিবীতঃ (পরিবেষ্টিতঃ) বাচ্যমানোঽপি (তৈঃ সম্ভাষ্যমাণোঽপি) ন ব্রূতে (প্রত্যুত্তরং দাতুং ন শক্নোতি)॥ ১৭

মূলানুবাদ।—(এই প্রকারে) মৃত্যুপাশে আবদ্ধ হইয়া যখন শয্যাশায়ী থাকে, তখন বন্ধু-বান্ধবেরা শোকপ্রকাশ করতঃ নানাবিধ সম্ভাষণ করিলেও সে আর কোন উত্তর দিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—এবম্ (ইত্থম্ভাবেন) কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতাত্মা (পোষ্যবর্গপ্রতিপালন এব একাগ্রচিত্তঃ) অজিতেন্দ্রিয়ঃ [জনঃ] রুদতাং (বিলপতাং) স্বানাম্ (আত্মীয়ানাম্) উরুবেদনয়া (প্রবলদুঃখদর্শনেন) অস্তধীঃ (হতবুদ্ধিঃ সন্) ম্রিয়তে ॥ ১৮

মূলানুবাদ।—এইরূপে পোষ্যবর্গের প্রতিপালনের দিকে একমাত্র অনুরক্ত হইয়া যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রতি লক্ষ্য না করে, বিলাপকারী আত্মীয়-স্বজনের প্রবলদুঃখদর্শনে হতবুদ্ধি হইয়া সে ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয় ॥ ১৮

শ্রীধরটীকা।—পরিবীতঃ পরিবেষ্টিতঃ। বাচ্যমানঃ বন্ধো তাত ইত্যাহূয়মানঃ ॥১৭॥ অস্তধীর্নষ্টমতিঃ ॥১৮॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ভগবান্ শ্রীকপিল পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে উনত্রিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত পাঁচ অধ্যায়ে ক্রমশঃ সাঙ্খ্যযোগ এবং সগুণ ও নির্গুণ এই দ্বিবিধ ভক্তিযোগ অতি পরিস্ফুটভাবে মাতার নিকটে বর্ণনা করিয়া অতঃপর তাঁহার জিজ্ঞাস্য প্রশ্নানুসারে কালের প্রবল শক্তি—যাহা তরুলতা হইতে আরম্ভ করিয়া দেবগণ পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে পারে না, তাহাও সম্যক্ কীর্ত্তন করিয়াছেন। মাতার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের মধ্যে জীবের সংসারদশা বর্ণনা করা বাকী ছিল, এই ত্রিংশ অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাত্রিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত ক্রমিক তিন অধ্যায়ে এই সংসার চিত্র বর্ণিত হইতেছে। জীবের সংসারগতি প্রধানতঃ তিন প্রকার ; তামসী, রাজসী ও সাত্ত্বিকী। ইহার মধ্যে তামসী গতি—যাহা সংসারিগণের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই ভোগ করিয়া থাকেন, তাহাই

যমদূতৌ তদা প্রাপ্তৌ ভীমৌ সরভসেক্ষণৌ । স দৃষ্ট্বা ত্রস্তহৃদয়ঃ শকৃন্মূত্রং বিমুঞ্চতি ॥ ১৯ ॥
যাতনাদেহ আবৃত্য পাশৈর্বদ্ধা গলে বলাৎ । নয়তো দীর্ঘমধ্বানং দণ্ড্যং রাজভটা যথা ॥ ২০ ॥
তয়োর্নির্ভিন্নহৃদয়স্তর্জ্জনৈর্জাতবেপথুঃ । পথি শ্বভির্ভক্ষ্যমাণ আর্ত্তোঽঘং স্বমনুস্মরন্ ॥ ২১ ॥
ক্ষুত্তৃট্‌পরীতোঽর্কদবানলানিলৈঃ, সন্তপ্যমানঃ পথি তপ্তবালুকে ।
কৃচ্ছেণ পৃষ্ঠে কষয়া চ তাড়িত-শ্চলত্যশক্তোঽপি নিরাশ্রমোদকে ॥ ২২ ॥

এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। জীবের বিবেককে আবৃত রাখিয়া মোহগ্রস্ত করা তমোগুণের স্বভাব, সেই মোহের বশে যুবা হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই নিরন্তর যেরূপ শোচনীয় দশা ভোগ করে—স্ত্রী, পুত্রাদি পোষ্যবর্গের তৃপ্তিসাধন করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভের আশায় কত প্রকার চেষ্টা করে, সৎপথ ছাড়িয়া অসৎপথ অবলম্বনে এবং সর্ব্বদা নূতন নূতন উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনে প্রয়াস করিয়াও কর্ম্মদোষে বিফল মনোরথ হইয়া ক্রমশঃ নৈরাশ্যে অবসন্ন ও অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইতে যেরূপে লোক মৃত্যুপথে ধাবিত হয়; যাহাদের প্রতি মোহবশতঃ এইরূপ প্রাণান্তকর ক্লেশস্বীকার, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সমস্ত বিস্মৃত হইয়া যে কোনও উপায়ে যাহাদের পোষণ করিবার জন্য এত ব্যাকুলতা, তাহারাও পরিণামে যেরূপ অনাদর করে, জরাব্যাধি প্রভৃতিতে যেরূপ যাতনা ভোগ করিতে হয় ও পরিশেষে আত্মীয় স্বজনকে অপার দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করিয়া যেরূপে জীবলীলা সাঙ্গ করিতে হয়, এই কয়েকটী শ্লোকে সেই সমস্ত অবস্থা এমন, জীবন্ত, স্বাভাবিক ও পরিস্ফুট ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই পর্য্যন্ত পাঠ করিলে সেই সেই অবস্থা সকল যেন সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনুভূত হইতে থাকে ॥ ১—১৯

অন্বয়ঃ।—তদা (মৃত্যুকালে) প্রাপ্তৌ (উপস্থিতৌ) ভীমৌ (ভয়ঙ্করৌ) সরভসেক্ষণৌ (ক্রোধবেগস্ফুরিত-লোচনৌ) যমদূতৌ দৃষ্ট্বা সঃ (ম্রিয়মাণঃ জনঃ) ত্রস্তহৃদয়ঃ (ভীতিবিহ্বলচিত্তঃ সন্) শকৃন্মূত্রং বিমুঞ্চতি (মলমূত্র-ত্যাগমপি করোতি) ॥ ১৯

মূলানুবাদ।—মৃত্যুকালে ক্রোধোদ্দীপ্তচক্ষুঃ ভয়ঙ্করমূর্ত্তিশালী দুইটী যমদূত আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাদিগকে দেখিয়া ভয়বিহ্বলতা বশতঃ তাহার মলমূত্র পর্য্যন্ত নির্গত হইয়া থাকে ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—[তৌ যমদূতৌ] যাতনাদেহে (আতিবাহিকশরীরে) আবৃত্য (নিরুধ্য) পাশৈঃ (রজ্জুভিঃ) গলে (গলদেশে) বলাৎ (দৃঢ়ং) বদ্ধা, রাজভটাঃ (রাজকীয়পুরুষাঃ) দণ্ড্যং যথা (দণ্ডনীয়ং জনমিব) দীর্ঘম্ অধ্বানং (বহুদূরপর্য্যন্তং পন্থানং) নয়তঃ ॥ ২০

মূলানুবাদ।—সেই যমদূতেরা তাহাকে আতিবাহিক দেহে আবদ্ধ করিয়া রজ্জুদ্বারা তাহার গলদেশে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া, রাজকর্ম্মচারিগণ যেমন দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে বাঁধিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ বহুদূর পর্য্যন্ত তাহাকে লইয়া যায় ॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—মৃতস্য পুণ্যপাপাভ্যাং দ্বে গতী, তত্র পাপগতিমাহ যমদূতাবিত্যাদি যাবৎ সমাপ্তিঃ। সরভসং সংক্রোধমীক্ষণং যয়োস্তৌ দৃষ্ট্বা ॥ ১৯ ॥ আবৃত্য নিরুধ্য ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—তয়োঃ (যমদূতয়োঃ) তর্জ্জনৈঃ (তিরস্কারবাক্যৈঃ) নির্ভিন্নহৃদয়ঃ (বিদীর্ণহৃদয়ঃ) জাতবেপথুঃ (কম্পান্বিতকলেবরঃ) পথি শ্বভিঃ (কুক্কুরৈঃ) ভক্ষ্যমাণঃ, স্বম্ অঘং (স্বকীয়ং পাপম্) অনুস্মরন্ (চিন্তয়ন্) আর্ত্তঃ (কাতরঃ) ক্ষুত্তৃট্‌পরীতঃ (ক্ষুধাতৃষ্ণাপরিব্যাপ্তঃ) অর্কদবানলানিলৈঃ (সূর্য্যদাবানলবায়ুভিঃ, বায়োস্তাপকর-ত্বম্ অগ্ন্যুদ্দীপকতয়া বোধ্যং) সন্তপ্যমানঃ, নিরাশ্রমোদকে (ন বিদ্যতে আশ্রমঃ বিশ্রামস্থানম্, উদকং জলং চ যত্র

তত্র তত্র পতন্ শ্রান্তো মূর্চ্ছিতঃ পুনরুত্থিতঃ।
পথা পাপীয়সা নীতস্তমসা যমসাদনম্ ॥ ২৩ ॥
যোজনানাং সহস্রাণি নবতিং নব চাধ্বনঃ।
ত্রিভির্মুহূর্ত্তৈর্দ্বাভ্যাং বা নীতঃ প্রাপ্নোতি যাতনাঃ ॥ ২৪ ॥
আদীপনং স্বগাত্রাণাং বেষ্টয়িত্বোল্মুকাদিভিঃ।
আত্মমাংসাদনং ক্বাপি স্বকৃত্তং পরতোঽপি বা ॥ ২৫ ॥

তস্মিন্) তপ্তবালুকে (তপ্তা বালুকা যত্র তস্মিন্) পথি অশক্তোঽপি (অসমর্থোঽপি) পৃষ্ঠে কষয়া তাড়িতশ্চ (সন্) কৃচ্ছ্রেণ (অতিকষ্টেন) চলতি ॥ ২১। ২২

মূলানুবাদ।—তখন সেই যমদূতদিগের তর্জ্জনবাক্যে তাহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যায়, পথে কুক্কুর দ্বারা তাহাদিগকে দংশন করান হয়, স্বকীয় পাপের কথা স্মরণ করিয়া সে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া সূর্য্য, দাবানল ও বায়ু কর্ত্তৃক অত্যন্ত সন্তপ্ত দেহে (বায়ু অগ্নির উদ্দীপনা বৃদ্ধি করেন, অতএব তাপজনক) বিশ্রামস্থানশূন্য ও জলশূন্য উত্তপ্তবালুকাময় পথে চলিতে অসমর্থ হইলেও পৃষ্ঠদেশে তীব্র কষাঘাতে প্রপীড়িত হইয়া অতি কষ্টে চলিতে থাকে ॥ ২১। ২২

শ্রীধরটীকা।—তয়োস্তর্জ্জনৈঃ নির্ভিন্নং হৃদয়ং যস্য। আর্ত্তঃ সন্ চলতীতি দ্বিতীয়েনৈবান্বয়ঃ ॥ ২১ ॥ ক্ষুত্তৃড্ভ্যাং পরীতো ব্যাপ্তঃ। তপ্তা বালুকা যস্মিন্। নির্গত আশ্রমো বিশ্রামস্থানম্ উদকঞ্চ যস্মিন্ ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—শ্রান্তঃ [অতএব] তত্র তত্র (গমনমার্গে) পতন্ মূর্চ্ছিতঃ পুনরুত্থিতঃ তমসা (অন্ধকারময়েন) পাপীয়সা পথা (অতিক্লেশকরেণ মার্গেণ) যমসাদনং (যমালয়ং) নীতঃ (প্রাপ্তো ভবতি) ॥ ২৩

মূলানুবাদ।—(জীব) অত্যন্ত ক্লান্তিবশতঃ সেই গমনপথে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যায়, আবার উত্থিত হয়; এইরূপে অন্ধকারময় ক্লেশপূর্ণ পথে যমপুরে নীত হইয়া থাকে ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—অধ্বনঃ (যমভবনগমনমার্গস্য সম্বন্ধীনি) যোজনানাং নবতিং নব চ সহস্রাণি (নবাধিকনবতি-সহস্রসঙ্খ্যকযোজনানি) ত্রিভিঃ মুহূর্ত্তৈঃ দ্বাভ্যাং বা (মুহূর্ত্তাভ্যাং) নীতঃ (অসহ্যবেগশালিগত্যা ধাবিতঃ সন্) যাতনাঃ (বহুতরান্ ক্লেশান্) প্রাপ্নোতি ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—(যমপুরে যাইতে) নিরানব্বই সহস্র যোজন পথ তিন মুহূর্ত্তে এবং অধিকতর পাপ থাকিলে মাত্র দুই মুহূর্ত্তে অতিক্রম করিতে হয়। তাহার পর তথায় পৌছিয়াই আবার যাতনা ভোগ করিতে হয় ॥ ২৪

শ্রীধরটীকা।—যমসাদনং নীতো ভবতি ॥ ২৩ ॥ তত্রৈব বিশেষমাহ। অধ্বনঃ সম্বন্ধিনাং যোজনানাং নবতিং নব চ সহস্রাণি, পাপাধিক্যে দ্বাভ্যাং বা নীতঃ সন্ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—[উল্লিখিতাং যাতনাং চতুর্ভিঃ শ্লোকৈর্বর্ণয়তি] উল্মুকাদিভিঃ (জলদঙ্গারৈঃ) বেষ্টয়িত্বা স্বগাত্রাণাম্ আদীপনং (দহনং), ক্বাপি (কুত্রচিদ্বা স্থানে) স্বকৃত্তং (স্বেনৈব ছিন্নং) পরতোঽপি বা (পরেণ বা ছিন্নম্) আত্মমাংসাদনং (স্বকীয়মাংসভক্ষণং) [কর্ত্তব্যং ভবতি] ॥ ২৫

মূলানুবাদ।—কোনও স্থানে জলন্ত কাষ্ঠ দ্বারা বেষ্টন করিয়া (নিজেই) নিজের দেহ দগ্ধ করিতে হইতেছে; কোথাও বা নিজের মাংস নিজেই ছিন্ন করিয়া অথবা অন্যে ছিন্ন করিয়া দিতেছে, তাহাই ভক্ষণ করিতে হইতেছে ॥ ২৫

শ্রীধরটীকা।—যাতনাঃ সংক্ষেপতো দর্শয়তি চতুর্ভিঃ। আদীপনং প্রজ্বলনং প্রাপ্নোতি। স্বেন কৃত্তম্ অন্যেন বা কৃত্তং ছিন্নং যৎ স্বস্য মাংসং তস্য ভক্ষণমিত্যর্থঃ ॥ ২৯

জীবতশ্চান্ত্রাভ্যুদ্ধারং শ্বগৃধ্রৈর্যমসাদনে। সর্পবৃশ্চিকদংশাদ্যৈর্দশদ্ভিশ্চাত্মবৈশসম্ ॥ ২৬ ॥
কৃন্তনঞ্চাবয়বশো গজাদিভ্যো ভিদাপনম্। পাতনং গিরিশৃঙ্গেভ্যো রোধনঞ্চাম্বুগর্ত্তয়োঃ ॥ ২৭ ॥
যাস্তামিস্রান্ধতামিস্র-রৌরবাদ্যাশ্চ যাতনাঃ।
ভুঙ্্ক্তে নরো বা নারী বা মিথঃ সঙ্গেন নির্ম্মিতাঃ ॥ ২৮ ॥
অত্রৈব নরকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষ্যতে। যা যাতনা বৈ নারক্যস্তা ইহাপ্যুপলক্ষিতাঃ ॥ ২৯ ॥
এবং কুটুম্বং বিভ্রাণ উদরম্ভর এব বা। বিসৃজ্যেহোভয়ং প্রেত্য ভুঙ্্ক্তে তৎফলমীদৃশম্ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ।—যমসাদনে (যমালয়ে) জীবতশ্চ শ্বগৃধ্রৈঃ (শ্বভিঃ কুক্কুরৈঃ গৃধ্রৈশ্চ) অন্ত্রাভ্যুদ্ধারং (নাড়ী-নিষ্ক্রামণং) দশদ্ভিঃ (দংশনকারিভিঃ) সর্পবৃশ্চিকদংশাদ্যৈশ্চ আত্মবৈশসম্ (আত্মনঃ জীবস্য বৈশসং পীড়নম্) ॥ ২৬

মূলানুবাদ।—যমালয়ে জীবিত অবস্থাতেই কুকুর, গৃধ্র প্রভৃতি নাড়ীগুলি টানিয়া বাহির করিতেছে এবং সর্প, বৃশ্চিক ও দংশ (ডাঁশ) প্রভৃতিতে দংশন করিয়া জীবকে অশেষ পীড়া দিতেছে ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—অবয়বশঃ (প্রত্যঙ্গং) কৃন্তনং (খণ্ডনং), গজাদিভ্যশ্চ (গজাদিভির্বা) ভিদাপনং (বিদারণং) গিরিশৃঙ্গেভ্যঃ (পর্ব্বতশিখরেভ্যঃ) পাতনম্, অম্বুগর্ত্তয়োঃ (জলমধ্যে গর্ত্তমধ্যে চ) রোধনম্ ॥ ২৭

মূলানুবাদ।—প্রাণীদিগের অবয়ব সকল খণ্ড খণ্ড করা হইতেছে এবং হস্তী প্রভৃতি দ্বারা বিদারণ করা হইতেছে ; কাহাকেও বা পর্ব্বতশিখর হইতে ফেলিয়া দিতেছে, কখনও বা জলের মধ্যে এবং গর্ত্তের মধ্যে চাপিয়া রাখিতেছে ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—মিথঃ (পরস্পরং) সঙ্গেন (সঙ্গদোষেণ হেতুনা) নির্ম্মিতাঃ তামিস্রান্ধতামিস্র রৌরবাদ্যাঃ যাঃ যাতনাঃ (তাঃ সর্ব্বাঃ) নরো বা নারী বা ভুঙ্্ক্তে ॥ ২৮

মূলানুবাদ।—পরস্পর সঙ্গদোষের জন্য তামিস্র, অন্ধতামিস্র ও রৌরব প্রভৃতি যে সকল নরক প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাও স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই ভোগ করিতে হইতেছে ॥ ২৮

শ্রীধরটীকা।—আত্মনো বৈশসং পীড়াম্ ॥ ২৬ ॥ ভিদাপনং ভেদপ্রাপণম্ ॥ ২৭।২৮

অন্বয়ঃ।—[হে] মাতঃ! নরকঃ স্বর্গঃ [চ] অত্রৈব (ইহলোকে এব) [অনুভূয়তে ইতি শেষঃ] ইতি প্রচক্ষ্যতে (জনৈঃ কথ্যতে), যাঃ বৈ নারক্যঃ (নরকসম্বন্ধিন্যঃ) যাতনাঃ, তাঃ ইহাপি (অস্মিন্নপি লোকে) উপ-লক্ষিতাঃ (অনুভূতা ভবন্তি) ॥ ২৯

মূলানুবাদ।—মাতঃ! নরক ও স্বর্গ ইহলোকেই ভোগ করিতে হয়, এইরূপ কথিত হইয়া থাকে; ফল-কথা, নরকসম্বন্ধীয় যে সকল যাতনা, তাহা ইহলোকেও অনুভূত হইয়া থাকে ॥ ২৯

শ্রীধরটীকা।—ন চেদমসম্ভাবিতম্ অত্রাপি দৃশ্যমানত্বাৎ ইত্যাহ—অত্রৈবেতি ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—এবং (পূর্ব্বোক্তরূপেণ নানাবিধক্লেশেন) কুটুম্বং বিভ্রাণঃ (পোষ্যবর্গং প্রতিপালয়ন্) উদরম্ভর এব বা (স্বোদরমাত্রপূরণপরায়ণো বা) উভয়ং (কুটুম্বং স্বোদরঞ্চ) ইহ বিসৃজ্য (অস্মিন্নেব লোকে পরিত্যজ্য) প্রেত্য (মৃত্বা) তৎফলং (পূর্ব্বকৃতকর্ম্মফলম্) ঈদৃশং (বর্ণিতানুরূপং) ভুঙ্্ক্তে ॥ ৩০

মূলানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া পোষ্যবর্গ প্রতিপালনই করুক, আর নিজের উদরমাত্রই বা পূরণ করুক, ঐ উভয়কেই (পোষ্যবর্গ ও নিজ উদর) ইহলোকেই পরিত্যাগ করিতে হয় এবং মৃত্যুর পর এইরূপ ফলভোগ করিতে হয় ॥ ৩০

একঃ প্রপদ্যতে ধ্বান্তং হিত্বেহ স্বং কলেবরম্। কুশলেতরপাথেয়ো ভূতদ্রোহেণ যদ্ভৃতম্ ॥৩১॥
দৈবেনাসাদিতং তস্য শমলং নিরয়ে পুমান্। ভুঙ্‌ক্তে কুটুম্বপোষস্য হৃতচিত্ত ইবাতুরঃ ॥ ৩২ ॥
কেবলেন হ্যধর্ম্মেণ কুটুম্বভরণোৎসুকঃ। যাতি জীবোঽন্ধতামিস্রং চরমং তমসঃ পদম্ ॥ ৩৩ ॥
অধস্তান্নরলোকস্য যাবতীর্যাতনাস্তু তাঃ। ক্রমশঃ সমনুক্রম্য পুনরত্রাব্রজেচ্ছুচিঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
কাপিলেয়ে কর্ম্মবিপাকো নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ।—ভূতদ্রোহেণ (প্রাণিনামপকারাদিনা) যৎ (কলেবরং) ভৃতং (পোষিতং) [তৎ] স্বং কলেবরম্ ইহ (অস্মিন্নেব লোকে) হিত্বা (পরিত্যজ্য) একঃ (স্বয়মেব) কুশলেতরপাথেয়ঃ (পাপানুযায়িফলভোগপরায়ণঃ সন্) ধ্বান্তং (অন্ধকারময়ং নরকং) প্রপদ্যতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ৩১

মূলানুবাদ।—প্রাণিহিংসাদি পাপকার্য্যের দ্বারা যে দেহ পোষণ করা হইয়াছে, তাহাকে ইহলোকেই পরিত্যাগ করিয়া জীব পাপভার সঙ্গে লইয়া তদীয় ফলভোগের জন্য একাকীই অন্ধকারময় নরক প্রাপ্ত হয় ॥ ৩১

শ্রীধরটীকা।—উভয়ং কুটুম্বং স্বদেহঞ্চ ॥ ৩০ ॥ পাপার্জ্জিতং ধনং ভুঞ্জতে বহবঃ, কর্ত্তৈব তু নরকং যাতীত্যাহ—এক ইতি। ভূতদ্রোহেণ যদ্ভৃতং তৎ স্থূলং কলেবরং ধনঞ্চ ইহৈব হিত্বা। কুশলাদিতরং পাপং তদেব পাথেয়ং ভোগ্যং যস্য ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—পুমান্ (লোকঃ) নিরয়ে (নরকে গত্বেতি শেষঃ) তস্য (পাপকৃতস্য) কুটুম্বপোষস্য (স্বজনপোষণস্য) দৈবেন (ঈশ্বরেণ) আসাদিতং (প্রাপিতং) শমলং (মলিনং ফলং) হৃতচিত্তঃ (বিবেকশূন্যঃ) আতুর ইব (পীড়িত ইব) ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৩২

মূলানুবাদ।—অন্যায়পূর্ব্বক স্বজনবর্গকে প্রতিপালন করিলে লোক নরকে গমন করিয়া পীড়িত ব্যক্তির ন্যায় জ্ঞানহীন অবস্থাতেও সেই পাপের ভগবদ্‌বিহিত কুফল ভোগ করিতে বাধ্য হয় ॥ ৩২

শ্রীধরটীকা।—ননু পাপমপি বিহায় গচ্ছতু, তত্রাহ দৈবেনেতি। তস্য কুটুম্বপোষণস্য শমলং পাপং দৈবেনেশ্বরেণ প্রাপিতং ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—ক্ষেবলেন অধর্ম্মেণ কুটুম্বভরণোৎসুকঃ (পোষ্যপ্রতিপালনব্যগ্রঃ) জীবঃ তমসঃ (নরকস্য) চরমং পদম্ (স্থানম্) অন্ধতামিস্রং হি যাতি (গচ্ছতি) ॥ ৩৩

মূলানুবাদ।—কেবল অধর্ম্ম আচরণ করিয়াই যে ব্যক্তি পোষ্যবর্গ প্রতিপালনে রত হয়, সেই লোক নরকের মধ্যেও চরম অন্ধতামিস্র নামক স্থান প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৩

শ্রীধরটীকা।—ননু কুটুম্বপোষণং বিহিতমেব, তত্রাহ কেবলেনেতি। তমসো নরকস্য চরমং পদং স্থানম্ ॥৩৩

অন্বয়ঃ।—নরলোকস্য (মনুষ্যজন্মনঃ) অধস্তাৎ (প্রাক্) যাবতীঃ (যাবত্যঃ শৃগাল-কুক্কুরাদিজাতিলভ্যাঃ) যাতনাঃ, তাঃ (সর্ব্বাঃ যাতনাঃ) ক্রমশঃ সমনুক্রম্য (ভোগেনাতিক্রম্য) শুচিঃ (ক্ষীণপাপঃ সন্) পুনঃ অত্র (মনুষ্য জাতৌ) আব্রজেৎ (আগচ্ছেৎ) ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০

মূলানুবাদ।—মনুষ্যজন্মের পূর্ব্বে শৃগাল, কুক্কুর প্রভৃতি জাতিগত যত প্রকার যাতনা, তাহা সমস্ত ক্রমশঃ ভোগ করিয়া, ভোগের দ্বারা পাপক্ষয় হইলে (জীব) পুনর্ব্বার এই মনুষ্যজাতিতে আগমন করে ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩০

শ্রীধরটীকা।—পুনর্মনুষ্যশরীরপ্রাপ্তিপ্রকারমাহ। নরলোকস্থ মনুষ্যদেহপ্রাপ্তেরধস্তাৎ অর্ব্বাক্ যাবত্যো যাতনাঃ, যাবচ্ছ্বেন শ্বশূকরাদিযোনয়শ্চ যাঃ তাঃ সর্ব্বাঃ ক্রমেণ সম্প্রাপ্য ভোগেন ক্ষীণপাপঃ শুচিঃ সন্ অত্র পুনর্নরত্বং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—সংসারের-ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া লোক মোহবশে বিবেকহারা হইয়া যেরূপ শোচনীয় মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। মৃত্যুই জীবের চরম বিশ্রাম নহে; যতদিন পর্য্যন্ত সেই পরমপুরুষার্থ লাভ না ঘটে, ততদিন জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর জন্ম, ইহা অবিরাম ভোগ করিতে হয়। প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে উত্তম জন্ম, আর পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে অধম জন্ম লাভ করিতে হয়। পুণ্যকর্ম্মজনিত উত্তমজন্ম এই অধ্যায়ের বক্তব্য নহে, বৈরাগ্যসম্পাদনের জন্য জীবের তাদৃশী গতিই এই অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়। সুতরাং পূর্ব্বজন্মের পাপের ফলে মরণের পর জীব যে সকল যাতনাময় অবস্থা ভোগ করে, সম্প্রতি তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই জীব আতিবাহিক দেহ ধারণ করে, “তৎক্ষণাদেব গৃহ্লাতি শরীরমাতিবাহিকম্”। এই আতিবাহিক দেহের স্বরূপ—“আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ” “কোনও আশ্রয় নাই, অবলম্বন নাই, বায়বীয় অবস্থায় শূন্যে ঘুরিয়া বেড়ায়”। এই অবস্থা অত্যন্ত যাতনাময়, ইহাতে অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, জ্ঞান, ইত্যাদি বৃত্তি সমস্তই অবস্থান করে, অথচ ইন্দ্রিয়শক্তি প্রকটিত না থাকায় জ্ঞান বা ইচ্ছার অনুরূপ কোনও আচরণ করিতে পারে না, অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষায় সর্ব্বদা ছট্ ফট্ করিতে থাকে। পরে পুত্রাদি অধিকারী ক্রমিক দশটী পূরক পিণ্ড দান করিলে তাহার ফলে উহার ইন্দ্রিয় শক্তির পূরণ হয়, তাহার পর প্রেতদেহ লাভ করে। যাহা হউক, মৃত্যু হওয়া মাত্র দুইটী যমদূত আসিয়া সেই যাতনাময় দেহধারী জীবকে বহুতর যন্ত্রণা প্রদানপূর্ব্বক যমপুরে লইয়া যায়। যমপুরে যাইতে নিরানব্বই হাজার যোজন পথ অতিক্রম করা আবশ্যক হয়। এই পথও অতি ভয়ঙ্কর কষ্টদায়ক, তাহাতে যাইবার সময় যে নিজের ইচ্ছামত একটু বিশ্রামাদি করিয়া যাইবে, সে সুযোগও নাই; কারণ প্রথমতঃ বিশ্রামাদির যোগ্য কিছুমাত্র স্থান নাই; সূর্য্য ও অগ্নির তাপে পথ অত্যন্ত সন্তাপময়, তাহাতে আবার সেই যমদূতেরা তীব্র কষাঘাত করিয়া মাত্র তিন মুহূর্ত্তে এবং পাপের তেমন আধিক্য থাকিলে মাত্র দুই মুহূর্ত্তে সেই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করাইয়া লইবে; সুতরাং কতদূর তীব্র গতি ভোগ করিতে হয় এবং কিরূপ অসহনীয় যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা কল্পনা করাও কঠিন। সেই যন্ত্রণা ভোগপূর্ব্বক যমপুরে পৌছিয়াও নিস্তার নাই, সেখানে অতি বিভীষিকাময় নরক যাতনা ভোগ করিতে হয়। পাপের প্রবলতা অনুসারে তামিস্র, রৌরব প্রভৃতি ভীষণ যন্ত্রণাময় নরক ভোগ করিয়া কর্ম্মানুসারে আরও নানাপ্রকার জন্মগ্রহণপূর্ব্বক প্রাক্তন কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। যেমন—“অতিপাতকী স্থাবরযোনির্ভবতি” “অতিপাতক করিলে তাহাকে স্থাবরজন্ম লাভ করিতে হয়”। এইরূপে নানাবিধ জন্মে ক্রমশঃ কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে যখন পাপের মাত্রা লঘু হইয়া আইসে, তখন আবার এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ হয়। তাই বলি, এই দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়াও যদি কেহ প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জনে অবহিত না হয়, যদি তমোগুণের প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া অবৈধ উপায়ে জীবন যাপন করে, তবে কি বিষম ফল ভোগ করিতে হইবে তাহা মনে রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য ॥ ১৯—৩৪

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-প্রবর্ত্তিতায়াং
শ্রীতারানাথশর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং
তৃতীয়স্কন্ধে ত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

কর্ম্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দেহোপপত্তয়ে। স্ত্রিয়াঃ প্রবিষ্ট উদরং পুংসো রেতঃকণাশ্রয়ঃ ॥ ১ ॥
কললন্ত্বেকরাত্রেণ পঞ্চরাত্রেণ বুদ্বুদম্ । দশাহেন তু কর্কন্ধূঃ পেশ্যণ্ডং বা ততঃ পরম্ ॥ ২ ॥
মাসেন তু শিরো দ্বাভ্যাং বাহ্বঙ্‌ঘ্র্যাদ্যঙ্গবিগ্রহঃ। নখলোমাস্থিচর্ম্মাণি লিঙ্গচ্ছিদ্রোদ্ভবস্ত্রিভিঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।—জন্তুঃ (জীবঃ) দৈবনেত্রেণ (দেব এব দৈবং ভগবানিত্যর্থঃ, তৎ নেত্রং নেতৃ যস্য তেন, ভগবদিচ্ছাধীনেন ইত্যর্থঃ) কর্ম্মণা (প্রাক্তনেন) দেহোপপত্তয়ে (দেহধারণায়) পুংসঃ (পুরুষস্য) রেতঃকণাশ্রয়ঃ (রেতঃকণাশ্রিতঃ সন্) স্ত্রিয়া উদরং (গর্ভস্থলীং) প্রবিষ্টঃ [ভবতি] ॥ ১

মূলানুবাদ।—ভগবান্ শ্রীকপিল বলিলেন—শ্রীভগবানের ইচ্ছাধীন প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে দেহধারণের জন্য জীব পুরুষের শুক্রকণা আশ্রয় করিয়া রমণীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয় ॥ ১

শ্রীধরটীকা।—একত্রিংশে বিমিশ্রৈস্তু পুণ্যপাপৈরিহান্তরা। মনুষ্যযোনিসম্প্রাপ্তির্বর্ণ্যতে রাজসী গতিঃ ॥

পুনরত্রাব্রজেদিত্যুক্তং তদেব বিশেষতো দর্শয়তি। কর্ম্মণা পূর্ব্বকৃতেন, দৈবমীশ্বরঃ, তদেব নেত্রং নেতৃপ্রবর্ত্তকং যস্য। প্রবিষ্টো ভবতি ॥ ১

অন্বয়ঃ।—একরাত্রেণ কললং (শুক্রশোণিতমিশ্রিতাবস্থাপন্নং), পঞ্চরাত্রেণ তু বুদ্বুদং (বর্ত্তুলাকারং), দশাহেন কর্কন্ধূঃ (বদরীফলবৎ দৃঢ়মিতি যাবৎ), ততঃপরং তু পেশী (মাংসপিণ্ডাকারম্) অণ্ডং বা (পক্ষ্যাদিযোনৌ তু ডিম্বাকারং ভবতীতি শেষঃ) [অত্র জীবাশ্রয়ং রেত এব কর্ত্তৃকারকং বোধ্যম্] ॥ ২

মূলানুবাদ।—সেই গর্ভপ্রবিষ্ট শুক্র একরাত্রে স্ত্রীর শোণিতের সহিত মিশ্রিত হয়, পাঁচরাত্রে গোলাকার ধারণ করে, দশদিনে বদরীফলের ন্যায় দৃঢ় হয়, তারপর তাহা মাংসপিণ্ড অথবা ডিম্ব আকারে পরিণত হয় ॥ ২

শ্রীধরটীকা।—কললং শুক্রশোণিতমিশ্রিতং ভবতি। বুদ্বুদং বর্ত্তুলং ভবতি। কর্কন্ধূঃ বদরীফলং তদাকারং কঠিনম্। পেশী মাংসপিণ্ডাকারম্, অণ্ডং বা যোন্যন্তরে ॥ ২

অন্বয়ঃ।—মাসেন (মাসৈকপরিমিতসময়েন) শিরঃ (মস্তকং), দ্বাভ্যাং (মাসাভ্যাং) বাহ্বঙ্‌ঘ্র্যাদ্যঙ্গবিগ্রহঃ (হস্তপদাদ্যঙ্গবিভাগঃ) ত্রিভিঃ (মাসৈঃ) নখলোমাস্থিচর্ম্মাণি লিঙ্গচ্ছিদ্রোদ্ভবশ্চ [ভবতি] ॥ ৩

মূলানুবাদ।—একমাসে মস্তক, দুইমাসে হস্ত, পদ প্রভৃতি অঙ্গবিভাগ, তিনমাসে নখ, লোম, অস্থি, চর্ম্ম, এবং লিঙ্গ ও ছিদ্র সকল উৎপন্ন হয় ॥ ৩

শ্রীধরটীকা।—বাহ্বঙ্‌ঘ্র্যাদীনামঙ্গানাং বিগ্রহো বিভাগঃ। লিঙ্গঞ্চ ছিদ্রাণি চ তেষামুদ্ভবঃ ॥ ৩

চতুর্ভির্ধাতবঃ সপ্ত পঞ্চভিঃ ক্ষুত্তৃড়ুদ্ভবঃ। ষড়্‌ভির্জরায়ুণা বীতঃ কুক্ষৌ ভ্রাম্যতি দক্ষিণে ॥ ৪ ॥
মাতুর্জগ্ধান্নপানাদ্যৈরেধদ্ধাতুরসম্মতে। শেতে বিন্মূত্রয়োর্গর্ত্তে স জন্তুর্জন্তুসম্ভবে ॥ ৫ ॥
কৃমিভিঃ ক্ষতসর্ব্বাঙ্গঃ সৌকুমার্য্যাৎ প্রতিক্ষণম্। মূর্চ্ছামাপ্নোত্যুরুক্লেশস্তত্রত্যৈঃ ক্ষুধিতৈর্মুহুঃ ॥৬॥
কটুতীক্ষ্ণোষ্ণলবণ-ক্ষারাম্লাদিভিরুল্বণৈঃ। মাতৃভুক্তৈরুপস্পৃষ্টঃ সর্ব্বাঙ্গোত্থিতবেদনঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।—চতুর্ভিঃ (মাসৈঃ) সপ্ত ধাবতঃ (ত্বঙ্‌মাংসরক্তমেদোমজ্জাস্থিশুক্ররূপাঃ), পঞ্চভিঃ ক্ষুত্তৃড়ুদ্ভবঃ (ক্ষুধায়াস্তৃষ্ণায়াশ্চ উৎপত্তিঃ), ষড়্‌ভিঃ জরায়ুণা (গর্ভবেষ্টনেন) বীতঃ (আবৃতঃ) দক্ষিণে কুক্ষৌ (উদরস্য দক্ষিণে ভাগে) ভ্রাম্যতি (বিচরতি) [দক্ষিণাংশে ভ্রমণমিদং পুরুষমধিকৃত্য কথিতং, তথাহি পুংগর্ভো দক্ষিণে স্ত্রীগর্ভো বামে ইতি প্রসিদ্ধেঃ] ॥ ৪

মূলানুবাদ।—(জীবের) চারিমাসে(ত্বক্, মাংস, রক্ত, মেদ, মজ্জা, অস্থি, শুক্র) এই সপ্তধাতু, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা (জন্মে) ; ছয় মাসে জরায়ুবেষ্টিত হইয়া মাতার উদরের দক্ষিণ অংশে বিচরণ করে ॥ ৪

শ্রীধরটীকা।—জরায়ুণা গর্ভবেষ্টনেন বীতঃ প্রাবৃতঃ ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—স জন্তুঃ (গর্ভস্থশিশুভূতো জীবঃ) মাতুর্জগ্ধান্নপানাদ্যৈঃ (জগ্ধৈঃ ভক্ষিতৈঃ অন্নৈঃ পানাদ্যৈশ্চ) এধদ্ধাতুঃ (এধন্তঃ এধমানাঃ পুষ্টিং লভমানা ধাতবো যস্য স তথাবিধঃ সন্) অসম্মতে (অনীপ্সিতে) জন্তুসম্ভবে (জন্তূনাং কৃমিকীটাদীনাং সম্ভব উৎপত্তির্যত্র তস্মিন্) বিন্মূত্রয়োর্গর্ত্তে (বিষ্ঠামূত্রময়ে গর্ত্তাকারস্থানবিশেষে) শেতে ॥ ৫

মূলানুবাদ।—মাতার ভক্ষিত অন্নপানাদি দ্বারা সেই গর্ভস্থ শিশুর সপ্তধাতু পুষ্ট হইতে থাকে ; তখন সে কীটাদির উৎপত্তিক্ষেত্রে বিষ্টামূত্রপূর্ণ গর্ত্তের মত অনভিপ্রেত (এক জঘন্য) স্থানে শয়ন করে ॥ ৫

শ্রীধরটীকা।—মাতুর্জগ্ধেন ভক্ষিতান্নেন পানাদ্যৈশ্চ এধমানা যস্য। জন্তূনাং সম্ভবো যস্মিন্ অসম্মতে গর্ত্তে শেতে। তথাচ মার্কণ্ডেয়পুরাণম্—নাড়ী চাপ্যায়নী নাম নাভ্যাং তস্য নিবধ্যতে। স্ত্রীণাং তথান্ত্রশুষিরেষ্বা-নিবদ্ধোপজায়তে॥ ক্রমন্তে ভুক্তপীতানি স্ত্রীণাং গর্ভোদরে তথা। তৈরাপ্যায়িতদোহোঽসৌ জন্তুবৃদ্ধিমুপৈতি বৈ॥ ইতি॥ ৫

অন্বয়ঃ।—তত্রত্যৈঃ (তৎস্থানস্থিতৈঃ) ক্ষুধিতৈঃ কৃমিভিঃ সৌকুমার্য্যাৎ (অত্যন্তকোমলতাবশাৎ) প্রতিক্ষণং (সর্ব্বদা) ক্ষতসর্ব্বাঙ্গঃ (ক্ষতানি সর্ব্বাণি অঙ্গানি যস্য সঃ) [অতএব] উরুক্লেশঃ (প্রভূতক্লেশপ্রাপ্তঃ স শিশুঃ) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) মূর্চ্ছাম্ আপ্নোতি ॥ ৬

মূলানুবাদ।—তৎকালে সেই শিশুর শরীর অত্যন্ত কোমল থাকে বলিয়া তথাকার কৃমিগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সর্ব্বদা তাহার দেহ দংশনে ক্ষত-বিক্ষত করিতে থাকে ; তাহাতে অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইয়া সেই ক্ষুদ্র শিশু পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে ॥ ৬

শ্রীধরটীকা।—তত্রত্যৈঃ ক্রিমিভিস্তু খাদদ্ভিঃ সৌকুমার্য্যাৎ কোমলত্বেন ক্ষতানি সর্ব্বাঙ্গাণি যস্য ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—মাতৃভুক্তৈঃ (জনন্যা ভক্ষিতৈঃ) উল্বণৈঃ (দুঃসহৈঃ) কটুতিক্তোষ্ণলবণক্ষারাম্লাদিভিঃ উপস্পৃষ্টঃ (তত্তদ্‌ভুক্তদ্রব্য-রসসম্পর্কিতঃ সন্) সর্ব্বাঙ্গোত্থিতবেদনঃ (সর্ব্বেষু অঙ্গেষু উত্থিতা উৎপন্না বেদনা যাতনা যস্য সঃ) [তথাবিধো ভবতীতি শেষঃ] ॥ ৭

মূলানুবাদ।—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, লবণ, ক্ষার, অম্ল প্রভৃতি যখন যেরূপ দ্রব্য মাতা ভক্ষণ করেন, তখন তাহার অতি তীব্র রস ঐ শিশুতে সংক্রামিত হয় বলিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে যাতনা উৎপন্ন হয় ॥ ৭

উল্বেন সংবৃতস্তস্মিন্নন্ত্রৈশ্চ বহিরাবৃতঃ।
আস্তে কৃত্বা শিরঃ কুক্ষৌ ভুগ্নপৃষ্ঠশিরোধরঃ।
অকল্যঃ স্বাঙ্গচেষ্টায়াং শকুন্ত ইব পঞ্জরে ॥ ৮ ॥

তত্র লব্ধস্মৃতির্দৈবাৎ কর্ম্ম জন্মশতোদ্ভবম্।
স্মরন্ দীর্ঘমনুচ্ছ্বাসং শর্ম্ম কিং নাম বিন্দতে ॥ ৯ ॥

আরভ্য সপ্তমান্মাসাল্লব্ধবোধোঽপি বেপিতঃ।
নৈকত্রাস্তে সূতিবাতৈর্বিষ্ঠাভূরিব সোদরঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরটীকা।—উল্বণৈঃ দুঃসহৈঃ। সর্ব্বেষ্বঙ্গেষু উত্থিতা বেদনা যস্য। আস্তে ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—তস্মিন্ (স্থানে) উল্বেন (গর্ভবেষ্টনচর্ম্মণা) সংবৃতঃ (সম্যগ্ বেষ্টিতঃ) বহিশ্চ অন্ত্রৈঃ (নাড়ীভিঃ) আবৃতঃ, শিরঃ (স্বীয়মস্তকং) কুক্ষৌ (স্বকীয়োদরসমীপে) কৃত্বা (সংস্থাপ্য) ভুগ্নপৃষ্ঠশিরোধরঃ (বক্রীভূতপৃষ্ঠগ্রীবঃ) পঞ্জরে শকুন্ত ইব (পক্ষীব) স্বাঙ্গচেষ্টায়াম্ (ইচ্ছানুরূপস্বাঙ্গবিস্তারাদৌ) অকল্যঃ (অসমর্থঃ সন্) আস্তে (তিষ্ঠতি) ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ।—সেই শিশু প্রথমতঃ গর্ভবেষ্টন চর্ম্মের দ্বারা আবৃত এবং তাহার উপরে কতকগুলি নাড়ী দ্বারা জড়িত বলিয়া মাথাটি নিজের উদরের নিকট রাখিয়া পৃষ্ঠ ও গ্রীবা বক্র করিয়া থাকে ; (সুতরাং) পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় ইচ্ছামত নিজের অঙ্গ-সঞ্চালনাদি করিতে অক্ষম হইয়া অবস্থান করে ॥ ৮

শ্রীধরটীকা।—উল্বেন জরায়ুণা। ভুগ্নং কুটিলীভুতং পৃষ্ঠা শিরোধরা গ্রীবা চ যস্য ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—তত্র (তস্যামবস্থায়াং) দৈবাৎ (অদৃষ্টবশাৎ) লব্ধস্মৃতিঃ (লব্ধা প্রাপ্তা স্মৃতিঃ স্মরণশক্তির্যেন তথাবিধঃ) [অতএব] দীর্ঘং (সুবিস্তৃতং) জন্মশতোদ্ভবং (বহুজন্মার্জ্জিতং) কর্ম্ম (কার্য্যকলাপম্) অনুচ্ছ্বাসং (উচ্ছ্বাসরহিতং যথা স্যাৎ তথা) স্মরন্ শর্ম্ম (সুখং) কিং বিন্দতে নাম (লভতে কিম্ ?) ॥ ৯

মূলানুবাদ।—সেই অবস্থায় জীব অদৃষ্টবশে স্মরণশক্তি লাভ করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহুজন্মে অনুষ্ঠিত বিস্তৃত কার্য্য-কলাপ সুস্পষ্টভাবে স্মরণ করিয়া তখন সুখ লাভ করিতে পারে কি ? ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—সপ্তমাৎ মাসাৎ আরভ্য লব্ধবোধোঽপি (জ্ঞানপ্রাপ্তঃ অপি) সূতিবাতৈঃ (প্রসবকারণীভূতৈঃ বায়ুভিঃ) বেপিতঃ (পরিচালিতঃ সন্) সোদরঃ (সমানোদরজাতঃ) বিষ্ঠাভূরিব (কৃমিরিব) একত্র (একস্মিন্ স্থানে) ন আস্তে ॥ ১০

মূলানুবাদ।—সপ্তম মাস হইতে শিশু জ্ঞান লাভ করে বটে, কিন্তু প্রসবের কারণস্বরূপ সূতি বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া সেই উদরজাত কৃমির ন্যায় আর একত্র স্থির থাকিতে পারে না ॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—দৈবাৎ পূর্ব্বকর্ম্মবশাৎ লব্ধা স্মৃতির্যেন সঃ। দীর্ঘং দুরন্তম্ অনুচ্ছ্বাসং যথা ভবতি তথা তত্র স্থিতঃ সন্ ॥ ৯ ॥ সূতিহেতুভির্বাতৈর্বেপিতঃ। সোদরঃ সমানোদরজন্মা, বিষ্ঠাভূঃ ক্রিমিরিবঃ ॥ ১০

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে "পুনরত্রাব্রজেচ্ছুচিঃ" অর্থাৎ কর্ম্মানুসারে অন্যান্য বহুবিধ জন্ম পরিগ্রহপূর্ব্বক ভোগ দ্বারা পাপের মাত্রা ক্ষীণ হইলে তখন জীব আবার এই মনুষ্যজাতিতে জন্মগ্রহণ করে, এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই দনুসারে মানবজাতির উৎপত্তিপ্রকার ও শৈশব, কৈশোর প্রভৃতি অবস্থা—যাহা পাপ ও পুণ্যের মিশ্রণে সংঘটিত হইয়া থাকে এবং যাহা জীবের রাজসিক গতি বলিয়া প্রসিদ্ধ, তৎসমুদয় ভগবান্ শ্রীকপিলদেব এই অধ্যায়ে বর্ণনা করিতেছেন। প্রসঙ্গক্রমে গর্ভে অবস্থিত জীব কর্ত্তৃক, আকুলবাক্যে শ্রীভগবানের স্তুতিও বর্ণিত হইয়াছে। এই স্তুতি কি মনুষ্যমাত্রই গর্ভস্থ অবস্থায় করিয়া থাকে, অথবা কোন কোনও

নাথমান ঋষির্ভীতঃ সপ্তবধ্রিঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
স্তুবীত তং বিক্লবয়া বাচা যেনোদরেঽর্পিতঃ ॥ ১১ ॥

বিশিষ্ট মহাপুরুষ মাত্র করিয়া থাকেন, এই সম্বন্ধে শ্রীমৎস্বামিপদ এবং শ্রীমৎ জীবগোস্বামীর মধ্যে যে মতভেদ আছে, তাহা পরে যথাস্থানে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। সম্প্রতি জীবের মাতৃগর্ভে প্রবেশ ও তথায় ক্রমিক পুষ্টির প্রণালী বর্ণিত হইতেছে। প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে কেহ উত্তম, কেহ বা অধম জাতিতে ও কেহ ধনীর গৃহে, যে যেখানেই জন্মগ্রহণ করিবে, সকলকেই ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একই প্রণালীতে আসিতে হয়। পুরুষের শুক্র-কণায় অধিষ্ঠিত হইয়া জীব রমণীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয়। কলল (শুক্রশোণিতের মিশ্রিতাবস্থা), বুদ্বুদ্ প্রভৃতি অবস্থা ক্রমিক যতদিনে যেরূপে পরিণত হয়, তাহার ব্যাখ্যাও অনুবাদেই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। ফল কথা—তৃতীয়মাস হইতেই মানুষের আকৃতি পরিস্ফুট হয়। চতুর্থমাসে ত্বক্, মাংস প্রভৃতি সপ্ত ধাতু, পঞ্চম মাসে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। ষষ্ঠমাস হইতে জরায়ুবেষ্টিত অবস্থায়ই সেই সন্তান মাতার উদরের একপার্শ্বে অবস্থান করিতে থাকে; মূলে "কুক্ষৌ ভ্রাম্যতি দক্ষিণে" "উদরের দক্ষিণ অংশে বিচরণ করে" এইরূপ যে উল্লখিত আছে, তাহা পুরুষ-সন্তান অভিপ্রায়ে; স্ত্রী-জাতীয় সন্তান কিন্তু বাম পার্শ্বে অবস্থান করে, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। যাহা হউক, ঐ সময় হইতে মাতা যাহা ভোজন করেন বা পান করেন, তাহার রস নাড়ীপথে সেই শিশুর শরীরে সংক্রামিত হইয়াই তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণার নিবৃত্তি ও পুষ্টিসাধন করিতে থাকে। শিশুর নাভিদেশে "আপ্যায়নী" নামে একটী নাড়ী থাকে, এই নাড়ীটী মাতার খাদ্যাদি রসপ্রবাহযুক্ত নাড়ীর সহিত মিলিত, সুতরাং একটীর প্রবাহ অপরটীতে প্রবিষ্ট হইতে পারে। এই ভাবে সেই জীবদেহ পুষ্ট হইতে থাকে। এদিকে মাতৃগর্ভস্থিত কৃমিকীটগুলি শিশুর সুকোমল অঙ্গে দংশন করিয়া তাহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে থাকে। সপ্তম মাস হইতে যখন জ্ঞানশক্তি প্রকটিত হয়, তদবধি তাহার প্রাক্তন কর্ম্ম ও বর্ত্তমান গর্ভবাস-দুঃখ প্রভৃতি সকলই অনুভূত হয়। তখন আর নিশ্চেষ্টভাবে চুপ করিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না, কিরূপে এই কষ্ট হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে, তজ্জন্য শিশু ব্যাকুল হইয়া পড়ে। ঐ সময়ে মাতার দেহমধ্যে প্রবাহিত বায়ুমণ্ডলীর মধ্যে প্রসবের অনুকূল সূতিবায়ুর প্রবাহ দেখা দেয়, সেই প্রবাহে শিশু সন্তানটী একটু একটু সঞ্চালিত হইতে থাকে ॥ ১—১০

অন্বয়ঃ।—সপ্তবধ্রিঃ (বন্ধনীভূতসপ্তধাতুসম্পন্নঃ) ঋষিঃ (দেহাত্মদর্শী) ভীতঃ (পুর্ণগর্ভবাসভয়েন চিন্তিতঃ সন্) নাথমানঃ (ময়ি ভগবান্ সানুগ্রহো ভূয়াদিতি যাচমানঃ) কৃতাঞ্জলিঃ [সন্] যেন (ভগবতা) উদরে অর্পিতঃ (গর্ভে প্রেরিতঃ) বিক্লবয়া বাচা (বিহ্বলবাক্যবিন্যাসেন) তং স্তুবীত (গর্ভস্থং প্রতিবিধ্যৎস্তবাৎ অত্র "হেতু-হেতুমতোর্লিঙ্" ইতি ফলে লিঙ্প্রয়োগঃ, তথা চ যো ভগবন্তং ভজেত স গর্ভস্থোঽপি তং স্তুবীত ইত্যর্থঃ পর্য্যবসিতঃ) ॥ ১১

মূলানুবাদ।—দেহাত্মদর্শী ঋষি সপ্তধাতুময় দেহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া পুনরায় যদি এইরূপ গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, এইজন্য ভীত হইয়া শ্রীভগবানের কৃপাপ্রার্থনায় কৃতাঞ্জলিপুটে আকুল বাক্যবিন্যাসে সেই ভগবানের স্তব করিতে থাকে; কারণ ভগবান্ই তাহাকে গর্ভে প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ১১

শ্রীধরটীকা।—নাথমানো যাচমানঃ উপতপ্যমান ইতি বা। ঋষির্দেহাত্মদর্শী। ভীতঃ পুনর্গর্ভবাসাৎ, সপ্ত বধ্রয়ো বন্ধনভূতা ধাতবো যস্য সঃ। বিক্লবয়া আকুলয়া ॥ ১১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—জীবের সংসারদশা বর্ণনাই পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে, এই অধ্যায়েও তাহাই বর্ণনা করা হইতেছে; সুতরাং সেই প্রসঙ্গে যে গর্ভস্থ ব্যক্তি কর্ত্তৃক শ্রীভগবানের স্তুতির কথা অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাতে জীবমাত্রই অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রই স্তব করে বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। মূলেও ইহার পরে "শ্রীজীব

শ্রীজীব উবাচ।

তস্যোপসন্নমবিতুং জগদিচ্ছয়াত্ত-নানাতনোর্ভুবি চলচ্চরণারবিন্দম্।
সোঽহং ব্রজামি শরণং হ্যকুতোভয়ং মে যেনেদৃশী গতিরদর্শ্যসতোঽনুরূপা ॥ ১২ ॥

উবাচ" "জীব বলিলেন" এইরূপে স্তবের উপক্রম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে "স্তবীত" এইরূপ বিধি-বাক্য প্রয়োগ করা গর্ভস্থজীবের পক্ষে সম্ভবপর হয় না, কারণ গর্ভস্থিতশিশু কেমন করিয়া বিধিবাক্যার্থ অবগত হইবে ও কিরূপেই বা তাহা প্রতিপালন করিবে? সুতরাং উহা বিধি নয়, কিন্তু কার্য্য-কারণভাবাভিপ্রায়ে নঙ্-প্রত্যয়ের প্রয়োগ-তাৎপর্য্য এই যে, যদি গর্ভস্থ কেহ শ্রীভগবানের ভজনানুরূপ ফলের প্রার্থী হয়, তবে সে তাঁহার স্তব করে, এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আবশ্যক। অতএব স্তুতির কর্ত্তা সাধারণ জীবমাত্রই নহে—কেবল ভগবদ্-ভজনপরায়ণ অসাধারণ ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই স্তবকর্ত্তা। বিশেষতঃ সকল জীবই যদি গর্ভে অবস্থানকালে এইরূপে শ্রীভগবানের স্তুতিপরায়ণ হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কাহারও সংসারবন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া নানাপ্রকার দুর্দ্দশা ভোগ করা সম্ভবপর হয় না; কারণ—"সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম॥" শ্রীভগবান্ রামঅবতারে বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি শরণাগত হইয়া একবারমাত্রও অভয় প্রার্থনা করে, আমি সর্ব্বদা তাহাকে অভয় প্রদান করি" এবং বৃহন্নারদীয়পুরাণে "অকামাদপি যো বিষ্ণোঃ সকৃৎ পূজাং প্রকুর্ব্বতে। ন তেবাং ভববন্ধস্তু কদাচিদপি জায়তে।।" অনিচ্ছাতেও যদি কেহ একবারমাত্রও বিষ্ণুর আরাধনা করে, তবে তাহাকে আর কখনও সংসার-বন্ধন ভোগ করিতে হয় না" ইত্যার্দি বহুতর শাস্ত্রীয় প্রমাণে জানা যাইতেছে যে, শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তিশালী হইলে তাহার অধোগতি হয় না; সুতরাং যাহারা ঘোরতর সংসারদশা ভোগ করিবে, তাহাদের পক্ষে এরূপ স্তুতি যুক্তিযুক্ত বা শাস্ত্রসিদ্ধ নহে, অথচ স্বামিপাদের টীকায় এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা নাই।

গৌড়িয় বৈষ্ণবাচার্য শ্রীজীবগোস্বামী ও বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ এস্থলে ঐরূপ নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি-প্রদর্শনপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "কশ্চিদেবান্যো জীবঃ স্তৌতি, অন্যঃ সংসরতীত্যেবমুন্নেয়ং" (ক্রমসন্দর্ভ টীকা) অর্থাৎ "স্বতন্ত্র কোনও জীব স্তব করে, আর তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য সকল জীব সংসারদশা ভোগ করে।" তবে মূলে যে "শ্রীজীব উবাচ" এইরূপ সামান্যতঃ নির্দ্দেশ আছে এবং সংসারী জীবের প্রকরণেই যে ইহার উল্লেখ, তাহার সমাধান—"জাত্যৈকত্বেন তদ্বর্ণনমিতি" (ক্রমসন্দর্ভ) অর্থাৎ স্তবকারী জীব ও সংসারী জীব ব্যক্তিগত ভাবে পৃথক্ হইলেও জীবত্বরূপ জাতি হিসাবে উভয়েই এক, সেই জাতি অভিপ্রায়েই মূলে ঐরূপ ভাষা প্রযুক্ত হইয়াছে, এইজন্য "জীবঃ" এই একবচনও সঙ্গত হইয়াছে। পরন্তু তাদৃশ ভাগ্যবান্ কোনও অতীতকালীন জীবই যদি স্তবকর্ত্তারূপে অভিপ্রেত না হইত, তবে "শ্রীজীব উবাচ" এখানে ক্রিয়াপদে লিট্ প্রয়োগ করা হইত না, "শ্রীজীবা ব্রুবন্তি" অথবা "শ্রীজীবো ব্রূতে" এইরূপ প্রয়োগ থাকিত। যাহা হউক, মনীষী পাঠকবর্গ পুর্ব্বাপর দৃষ্টি রাখিয়া শাস্ত্র-বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা সহকারে সামঞ্জস্যের দিকে লক্ষ্য করিবেন ইহা বলাই বাহুল্য॥ ১১

অন্বয়ঃ।—যেন (ভগবতা) অসতঃ (অধমস্য) মে (মম) অনুরূপা (যোগ্যা) ঈদৃশী গতিঃ (গর্ভবাসরূপা অবস্থা) অদর্শি, সোঽহং (অধমোঽহম্) উপসন্নং (চরণপ্রান্তে বিরাজমানং) চলৎ (অস্থিরং) জগৎ অবিতুং (রক্ষিতুম্) ইচ্ছয়া ভুবি (পৃথিব্যাম্) আত্তনানাতনোঃ (গৃহীতনানামূর্ত্তেঃ) তস্য (ভগবতঃ) অকুতোভয়ং (ভবভীতিনিবর্ত্তকং) চরণারবিন্দং (পাদপদ্মং) শরণং ব্রজামি।। ১২

মুলানুবাদ।—শ্রীজীব বলিলেন—আমি অতি অধম, আমার পক্ষে এইরূপ গর্ত্তে বাস করাই সমুচিত, যে

যস্ত্বত্র বদ্ধ ইব কর্ম্মভিরাবৃতাত্মা ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময়ীমবলম্ব্য মায়াম্ ।
আস্তে বিশুদ্ধমবিকারমখণ্ডবোধ-মাতপ্যমানহৃদয়েঽবসিতং নমামি ॥ ১৩ ॥
যঃ পঞ্চভূতরচিতে রহিতঃ শরীরে চ্ছন্নোঽযথেন্দ্রিয়গুণার্থচিদাত্মকোঽহম্ ।
তেনাবিকুণ্ঠমহিমানমৃষিং তমেনং বন্দে পরং প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পুমাংসম্ ॥ ১৪ ॥

ভগবান্ ইহা বিধান করিয়াছেন এবং নিজচরণপ্রান্তে বিরাজমান এই নশ্বর বিশ্ব রক্ষা করিবার জন্য যিনি ঐ মর্ত্ত্যলোকে নানাবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন, তদীয় ভবভয়হারী শ্রীপাদপদ্মে আমি শরণ লইতেছি ॥ ১২

শ্রীধরটীকা।—উপসন্নং জগৎ রক্ষিতুং স্বেচ্ছয়া গৃহীতনানামূর্ত্তের্ভগবতঃ চরণারবিন্দম্ অকুতোভয়ং সোঽহং শরণং ব্রজামি। ভুবি চলদিতি শ্রীকৃষ্ণাবতারাভিপ্রায়েণ। অসতো মেঽনুরূপা যোগ্যা যেন ঈদৃশী গর্ভবাসলক্ষণা গতির্দর্শিতা তস্য ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—যস্তু (ভগবান্) অত্র (মাতৃদেহে) ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময়ীং (ভূতানি চ ইন্দ্রিয়াণি চ আশয়শ্চ তন্ময়ীং দেহেন্দ্রিয়বাসনাত্মিকামিত্যর্থঃ) মায়াম্ অবলম্ব্য কর্ম্মভিঃ আবৃতাত্মা ইব (আচ্ছাদিতস্বরূপ ইব) বদ্ধ ইব চ আস্তে, আতপ্যমানহৃদয়ে অবসিতং (মদীয়ে সন্তাপপূর্ণে চেতসি অনুভূতং) বিশুদ্ধং (নিরুপাধিকম্) অখণ্ডবোধং (নিত্যজ্ঞানময়ম্) অবিকারং (বিকাররহিতং) [তং ভগবন্তং] নমামি ॥ ১৩

মূলানুবাদ।—যে-ভগবান্ দেহ, ইন্দ্রিয় ও কর্ম্মবাসনাত্মক মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম দ্বারা আবৃত ও বদ্ধতুল্য হইয়া এই মাতৃশরীরে বিদ্যমান রহিয়াছেন, সেই নিত্যজ্ঞানময় নির্ব্বিকার নিরুপাধিক শ্রীভগবান্‌কে আমি প্রণাম করি ॥ ১৩

শ্রীধরটীকা।—ননু কোঽসৌ, যং শরণং ব্রজসি ? কো বা তব তস্য চ বিশেষঃ, যেন সেব্যসেবকত্বমিত্যপেক্ষায়ামাহ। অত্র মাতুর্দেহে ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময়ীং দেহাকারপরিণতাং মায়ামবলম্ব্য আশ্রিত্য কর্ম্মভিরাবৃতস্বরূপ ইব বদ্ধ ইব চ য আস্তে সোঽহং যস্তু অত্রৈবাস্তে তং নমামি। কথম্ভূতমিত্যপেক্ষায়াং তুশব্দোক্তং বিশেষং দর্শয়তি। আতপ্যমানহৃদয়েঽবসিতং প্রতীতম্। এবমপি অবিকারম্। কুতঃ ? বিশুদ্ধং নিরুপাধিকম্। তৎ কুতঃ ? অখণ্ডো বোধো যস্য অম্ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—অযথেন্দ্রিয়গুণার্থচিদাত্মকঃ (অযথা মিথ্যাভূতা এব ইন্দ্রিয়গুণার্থা যস্য স চাসৌ চিদাত্মকশ্চেতি) রহিতঃ (সঙ্গরহিতোঽপি) যঃ অহং পঞ্চভূতরচিতে শরীরে চ্ছন্নঃ (সম্বদ্ধঃ) [তথাবিধঃ অহং] তেন (ভৌতিক-শরীরেণ) অবিকুণ্ঠমহিমানম্ (অক্ষতপ্রভাবং) প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পরং (নিয়ন্তারম্) ঋষিং (সর্ব্বজ্ঞং) তম্ এনং পুমাংসঃ (পরমেশ্বরং) বন্দে ॥ ১৪

মূলানুবাদ।—ইন্দ্রিয় ও তাহার দর্শনাদি গুণ এবং রূপাদি বিষয়, এই সমস্তই আমার পক্ষে মিথ্যাভূত, কারণ আমি অসঙ্গ, অর্থাৎ নির্লিপ্ত ; তথাপি আমি যে পাঞ্চভৌতিক দেহে সম্বন্ধ হইয়া রহিয়াছি, এইজন্য আমি সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে বন্দনা করি ; কারণ এই ভৌতিক শরীরে তাঁহার প্রভাব লুপ্ত করিতে পারে না, তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের পর্য্যন্ত নিয়ন্তা ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—ননু ত্বমপি বস্তুতঃ শুদ্ধ এব। অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইত্যাদিশ্রুতেঃ। তৎ কথং যুবয়োরয়ং বিশেষঃ ? তত্রাহ। যঃ পঞ্চভির্ভূতৈ রচিতে শরীরে অযথা মিথ্যৈব চ্ছন্নঃ ন বস্তুতঃ। যতস্তেন শরীরেণ রহিতঃ অসঙ্গঃ। অতোঽযথৈব ইন্দ্রিয়গুণার্থচিদাত্মকঃ ইন্দ্রিয়াণি চ গুণাশ্চ অর্থাশ্চ চিদাভাসশ্চ তদাত্মকঃ। সোঽহং তং

যন্মায়য়োরুগুণকর্ম্মনিবন্ধনেঽস্মিন্ সাংসারিকে পথি চরংস্তদতিশ্রমেণ।
নষ্টস্মৃতিঃ পুনরয়ং প্রবৃণীত লোকং যুক্ত্যা কয়া মহদনুগ্রহমন্তরেণ ॥ ১৫ ॥
জ্ঞানং যদেতদদধাৎ কতমঃ স দেব-স্ত্রৈকালিকং স্থিরচরেষ্বনুবর্ত্তিতাংশম্।
তং জীবকর্ম্মপদবীমনুবর্ত্তমানা-স্তাপত্রয়োপশমনায় বয়ং ভজেম ॥ ১৬ ॥

বন্দে। কথম্ভূতম্? তেন শরীরেণ অবিকুণ্ঠো মহিমা যস্য তম্। অবগুণ্ঠেতি পাঠে অব অবসন্নো গুণ্ঠো গুণ্ঠনমাবরণং যস্য স মহিমা যস্যেত্যর্থঃ। অত্র হেতুঃ—প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পরং নিয়ন্তারম্। কুতঃ? ঋষিং সর্ব্বজ্ঞং বিদ্যাশক্তিমিত্যর্থঃ। বিদ্যাঽবিদ্যাকৃতো বিশেষ ইতি ভাবঃ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—যন্মায়য়া (যস্য ভগবতঃ মায়াশক্তিবশেন) নষ্টস্মৃতিঃ (বিলুপ্তাত্মজ্ঞানঃ) [জীবঃ] উরুগুণকর্ম্মনিবন্ধনে (উরূণি প্রবলানি, গুণকর্ম্মাণি প্রাক্তনানি, নিবন্ধনানি নিতরাং বন্ধনভূতানি যত্র তস্মিন্) সাংসারিকে পথি (সংসারমার্গে) তদতিশ্রমেণ (সংসারকৃতেন ক্লেশাতিশয়েন) চরন্ (বিচরণশীলো ভবতি) অয়ং (জীবঃ) মহদনুগ্রহমন্তরেণ (মহতঃ তস্য পরমেশ্বরস্য অনুগ্রহং বিনা) কয়া যুক্ত্যা (কেনোপায়েন) পুনঃ লোকম্ (আত্মস্বরূপং) প্রবৃণীত (প্রাপ্নুয়াৎ)? ॥ ১৫

মূলানুবাদ।—জীব যাঁহার মায়ায় আত্মজ্ঞানহারা হইয়া গুণজনিত প্রাক্তনকর্ম্মবন্ধনময় সংসারপথে সাতিশয় ক্লেশে বিচরণ করিয়া থাকে, সেই মহাপুরুষের (শ্রীভগবানের) অনুগ্রহ ভিন্ন আর কি উপায়ে সে পুনর্ব্বার আত্মস্বরূপ লাভ করিতে পারিবে? ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা।—ননু জ্ঞানেনায়ং বন্ধো নিবর্ত্তয়িষ্যতে কিং পরমেশ্বরবন্দনেন? তত্রাহ। যস্য মায়য়া নষ্টস্মৃতিঃ সন্ সংসারসম্বন্ধিনি পথি তদতিশ্রমেণ তৎকৃতেন ক্লেশেন চরন্নয়ং জীবঃ মহতস্তস্যৈব ঈশ্বরস্যানুগ্রহং বিনা পুনঃ কয়া যুক্ত্যা লোকং নিজস্বরূপং প্রবৃণীত সম্ভজেৎ? অতিশ্রমহেতুত্বেন পন্থানং বিশিনষ্টি। উরূণি গুণনিমিত্তানি কর্ম্মাণি নিতরাং বন্ধনানি যস্মিন্। ঈশ্বরপ্রসাদং বিনা জ্ঞানাভাবাৎ স এব সেব্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—যদেতৎ ত্রৈকালিকম্ (অতীতানাগতবর্ত্তমানবিষয়কং) জ্ঞানম্ [ময়ি জীবমাত্রেষু বা অস্তি] [তৎ] কতমঃ (পরমেশ্বরং বিনা অন্যঃ কঃ) অদধাৎ (বিহিতবান্) [ন কোঽপি, অপি তু] সঃ দেবঃ (স ভগবানেব) [অদধাদিতি ভাবঃ] [অতঃ] জীবকর্ম্মপদবীং (জীবরূপাং কর্ম্মদশাম্) অনুবর্ত্তমানাঃ (প্রাপ্নুবানাঃ) বয়ং তাপত্রয়োপশমনায় (আধ্যাত্মিকাদিত্রিবিধদুঃখবিনাশায়) স্থিরচরেষু (স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু সর্ব্বেষু) অনুবর্ত্তিতাংশম্ (অন্তর্য্যামিতয়া সঞ্চারিতস্বরূপং) তং (ভগবন্তং) ভজেম ॥ ১৬

মূলানুবাদ।—এই যে অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সম্পর্কিত জ্ঞান (আমাতে বা জীবমাত্রে) অবস্থান করিতেছে, (তাহা) কে বিধান করিয়াছে? সেই পরমেশ্বরই করিয়াছেন। অতএব জীবরূপে কর্ম্মদশাপ্রাপ্ত আমরা ত্রিতাপনিবৃত্তির জন্য সেই সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী শ্রীভগবান্‌কে ভজনা করি ॥ ১৬

শ্রীধরটীকা।—ঈশ্বর এব জ্ঞানদ ইত্যুপপাদয়ন্নাহ। যদেতৎ ত্রিকালবিষয়জ্ঞানং তৎ তং বিনা কতমো ময্যদধাৎ? ন কোঽপি। কিন্তু স দেব ঈশ্বর এব। ননু অন্যঃ প্রকৃষ্টো জীবো দধাতু? নেত্যাহ জীবরূপাং কর্ম্মপদবীম্ অনুবর্ত্তমানা বয়মিতি তদ্ব্যতিরেকেণ ন কোঽপি সমর্থ ইত্যর্থঃ। অন্যস্যাত্রাসম্ভবমুক্ত্বা তস্য সম্ভবমাহ। স্থিরেষু চান্তর্য্যামিরূপোঽনুবর্ত্তিতোঽংশো যেন তং ভজেম ॥ ১৬

দেহ্যন্যদেহবিবরে জঠরাগ্নিনাসৃগ্-বিন্মূত্রকূপপতিতো ভৃশতপ্তদেহঃ ।
ইচ্ছন্নিতো বিবসিতুং গণয়ন্ স্বমাসান্ নির্ব্বাস্যতে কৃপণধীর্ভগবন্ কদা নু ॥ ১৭ ॥
যেনেদৃশীং গতিমসৌ দশমাস্য ঈশ সংগ্রাহিতঃ পুরুদয়েন ভবাদৃশেন ।
স্বেনৈব তুষ্যতু কৃতেন স দীননাথঃ কো নাম তৎপ্রতি বিনাঞ্জলিমস্য কুর্য্যাৎ ॥ ১৮ ॥
পশ্যত্যয়ং ধিষণয়া ননু সপ্তবধ্রিঃ শারীরকে দমশরীর্য্যপরঃ স্বদেহে ।
যৎসৃষ্টয়াস তমহং পুরুষং পুরাণং পশ্যে বহির্হৃদি চ চৈত্ত্যমিব প্রতীতম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ ।—নু [হে] ভগবন্ ! অন্যদেহবিবরে (মাতৃজঠরে) অসৃগ্‌বিন্মূত্রকূপপতিতঃ (রক্তবিষ্ঠামূত্রপূর্ণ-স্থানস্থিতঃ) জঠরাগ্নিনা ভৃশতপ্তদেহঃ (অত্যন্তসন্তপ্তশরীরঃ) [অতএব] কৃপণধীঃ (কাতরমতিঃ) ইতঃ (মাতৃ-গর্ভাৎ) বিবর্সিতুং (নির্গন্তুম্) ইচ্ছন্ স্বমাসান্ গণয়ন্ (এবংবিধগর্ভযাতনাভোগস্য কতি মাসা গতাঃ কতি বা অবশিষ্টা ইত্যেবং বিবেচয়ন্) অসৌ দেহী (জীবঃ) কদা নির্ব্বাস্যতে (বহির্গময়িষ্যতে ত্বয়েতি শেষঃ) ॥ ১৭

মূলানুবাদ ।—হে ভগবন্ ! জীব মাতৃগর্ভে রক্ত, বিষ্ঠা ও মূত্রাদিযুক্ত স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক জঠরানলে দেহ অত্যন্ত সন্তপ্ত হওয়ায় কাতরচিত্তে সে স্থান হইতে বহির্গত হইবার ইচ্ছায় সর্ব্বদা মাস গণনা করিতে থাকে। আপনি কতদিনে ইহাকে নির্গত করিবেন ? (ইহাই ভাবিতে থাকে) ॥ ১৭

শ্রীধরটীকা ।—স্বদুঃখং বিজ্ঞাপয়ন্নাহ—দেহীতি। অন্যদেহবিবরে মাতুরুদরকুহরে যোঽসৃগ্‌বিন্মূত্রকূপঃ, তস্মিন্ পতিতঃ, তত্র জঠরাগ্নিনা ভৃশং তপ্তো দেহো যস্য। অতএব কৃপণধীঃ ইতো বিবরাৎ বিবসিতুং নির্গন্তুমিচ্ছন্ স্বমাসান্ গণয়ন্ অসৌ কদা নু অহো বহির্নির্ব্বাস্যতে ॥ ১৭

অন্বয়ঃ ।—[হে] ঈশ ! পুরুদয়েন (প্রভূতদয়াসম্পন্নেন) যেন ভবাদৃশেন (ভবতেতি বক্তব্যে "ভবাদৃশেন" ইতি কথনাৎ ভবৎসদৃশঃ কৃপাবান্ ভবানেব নান্যঃ ইত্যনন্যসদৃশত্বং গম্যতে) দশমাস্যঃ (দশমাসান্তর্গতবয়স্ক-গর্ভস্থোঽপি ইতি যাবৎ) অসৌ (জীবঃ) ঈদৃশীং গতিং (ভক্তিময়ীমবস্থাং) সংগ্রাহিতঃ (প্রাপিতঃ) অঞ্জলিং বিনা (অঞ্জলিবন্ধনমাত্রং বিনা) অস্য (তব) তৎপ্রতি (তাদৃশানুগ্রহপ্রতিদানং) কো নাম কুর্য্যাৎ (কোঽপি অস্য কিমপি কর্ত্তুং ন শক্নুয়াৎ) [অতঃ] দীননাথঃ সঃ (ভবান্) স্বেনৈব কৃতেন (স্বকৃতেনৈব অনুগ্রহেণ) তুষ্যতু (স্বয়ং তুষ্টো ভবতু) ॥ ১৮

মূলানুবাদ ।—হে ভগবন্ ! অনন্যসদৃশ প্রভূত দয়াশালী তুমি দশ মাসের মধ্যবর্ত্তিবয়স্ক অর্থাৎ গর্ভস্থ জীবকেও যে এইরূপ ভক্তিময় অবস্থা প্রদান করিয়াছ, একমাত্র অঞ্জলিবন্ধন ব্যতিরেকে কে ইহার অনুরূপ কোনও প্রতিদান করিতে সমর্থ ? (অতএব প্রার্থনা এই যে) তুমি দীনবন্ধু, আত্মকৃত অনুগ্রহে স্বয়ংই সন্তোষ লাভ কর ॥ ১৮

শ্রীধরটীকা ।—তৎকৃতমুপকারং স্মরন্নাহ। যেন ঈদৃশীং গতিং জ্ঞানম্। ভবাদৃশেনেতি নিরুপমেনেত্যর্থঃ। স্বকৃতেনৈব স্বয়ং তুষ্যতু। অঞ্জলিমাত্রং বিনা তৎকৃতে উপকারে প্রত্যুপকারঃ কঃ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৮

অন্বয়ঃ ।—অয়ম্ অপরঃ সপ্তবধ্রিঃ (পশ্বাদিজীবঃ) স্বদেহে (স্ব-স্ব-শরীরাবচ্ছেদেন) শরীরকে নশ্ব (শরীরোৎপন্নে সুখদুঃখ এব কেবলং) পশ্যতি (অনুভবতি), [কিন্তু] অহং (জীবঃ) যৎসৃষ্টয়া (যে ত্বয়া বিহি-তয়া) ধিষণয়া (বিবেকেন) দমশরীরী (শমদমাদিযুক্তশরীরধারী) আস (অভবম্) তং পুরাণং পুরুষং (ত্বাং) বহিঃ হৃদি চ চৈত্ত্যমিব (অহঙ্কারাস্পদং ভোক্তারমিব) প্রতীতং পশ্যে (অপরোক্ষতয়া অনুভবামি) ॥ ১৯

সোঽহং বসন্নপি বিভো বহুদুঃখবাসং গর্ভান্ন নির্জিগমিষে বহিরন্ধকূপে।
যত্রোপযাতমুপসর্পতি দেবমায়া মিথ্যামতির্যদনু সংসৃতিচক্রমেতৎ ॥ ২০ ॥
তস্মাদহং বিগতবিক্লব উদ্ধরিষ্যে আত্মানমাশু তমসঃ সুহৃদাত্মনৈব।
ভূয়ো যথা ব্যসনমেতদনেকরন্ধ্রং মা মে ভবিষ্যদুপসাদিতবিষ্ণুপাদঃ ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদ।—পশ্বাদি অন্যান্য জীবগণ নিজ নিজ দেহে কেবল সুখ-দুঃখই অনুভব করে; কিন্তু আমি (স্তবকারী গর্ভস্থ জীব) যাঁহার উৎপাদিত বিবেকের ফলে শমদমাদি গুণযুক্ত শরীর ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, সেই পুরাতন পুরুষ তোমাকে অন্তরে বাহিরে অহঙ্কারের আশ্রয় তুল্য অপরোক্ষভাবে অনুভব করিতেছি॥ ১৯

শ্রীধরটীকা।—ঈদৃশীং গতিমিত্যনেন জাত্যন্তরবিলক্ষণং জ্ঞানং প্রাপিতবানিত্যুক্তং, তদেব বৈলক্ষণ্যমাহ-পশ্যতীতি। অয়মপরঃ পশ্বাদিঃ। সপ্তবধ্রির্জীবঃ স্বদেহে শারীরকে শরীরভবে সুখদুঃখে কেবলং ননু পশ্যতি। অহং পুনর্যৎসৃষ্টয়া ধিষণয়া যদ্দত্তেন বিবেকজ্ঞানেন দমশরীরী দম ইত্যুপলক্ষণং শমদমাদিযুক্তশরীরবান্ আসম্ অভবং তমেব চ পুরাণম্ অনাদিং পুরুষং পূর্ণং বহিশ্চ হৃদি চ পশ্যে পশ্যামীত্যন্বয়ঃ। কথম্? অপরোক্ষতয়া প্রতীতং চৈত্যমিব অহংকারাস্পদং ভোক্তারমিবেত্যর্থঃ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—[হে] বিভো! সোঽহং বহুদুঃখবাসং (বহুদুঃখময়ো বাসো যস্মিন্ তৎ তথাবিধং যথা স্যাৎ তথা) বসন্নপি (অবতিষ্ঠমাণোঽপি) গর্ভাৎ অন্ধকূপে (অন্ধকূপপ্রায়ে তমোময়ে) বহিঃ ন নির্জিগমিষে (আত্মনেপদপ্রয়োগ আর্ষঃ, নির্গন্তুং নেচ্ছামি) যত্র (বহিঃ) উপযাতং (গতং জনং) দেবমায়া (দেবস্য তব মায়া) উপসর্পতি, যদনু (যাং মায়াম্ অনু, যস্যাঃ মায়ায়াঃ অধিষ্ঠানাৎ পরং) মিথ্যামতিঃ (দেহে অহংপ্রত্যয়াদিরূপং মিথ্যাজ্ঞানং) [ততঃ] এতৎ সংসৃতিচক্রং চ [ভবতীতি শেষঃ]॥ ২০

মূলানুবাদ।—হে প্রভো! আমি এই গর্ভে যদিও অত্যন্ত কষ্টে বাস করিতেছি, তথাপি, এস্থান হইতে বাহিরে যাইতে প্রবৃত্তি হয় না; কারণ বহিঃপ্রদেশ অন্ধকূপের ন্যায় নিতান্ত তমোময়, যে তথায় যায়, তোমার মায়া তাহাকেই আচ্ছন্ন করে, তাহাতে মিথ্যাজ্ঞান ও সংসারচক্র তাহাকে অভিভূত করিয়া রাখে॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—বিবেকজ্ঞানকৃতং সংসারোদ্বেগমনুবদন্ মোক্ষমার্গমেবাধ্যবস্যতি সোঽহমিতি—দ্বাভ্যাম্। হে বিভো! বহুদুঃখবাসং যথা ভবতি তথা গর্ভে বসন্নপি। সোঽহং গর্ভাদ্বহির্নির্গন্তুং নেচ্ছামি। অত্র হেতুঃ—অন্ধকূপপ্রায়ে যত্র বহিরুপযাতং গতং প্রাণিনং দেবস্য তব মায়া উপসর্পতি ব্যাপ্নোতি। যদনু যাং মায়ামনু মিথ্যামতিঃ দেহেঽহংবুদ্ধিঃ সংসৃতিচক্রঞ্চ কলত্রপুত্রাদিসম্বন্ধাদুপসর্পতি॥ ২০

অন্বয়ঃ।—তস্মাৎ (হেতোঃ) অহম্ [অত্রৈব স্থিতঃ সন্] বিগতবিক্লবঃ (অব্যাকুলঃ) উপসাদিতবিষ্ণুপাদঃ (উপসাদিতৌ হৃদয়ে সন্নিধাপিতৌ বিষ্ণোঃ পাদৌ যেন তথাবিধঃ সন্) সুহৃদা (সহায়ভূতেন) আত্মনৈব (বুদ্ধ্যা এব) আশু (শীঘ্রম্) আত্মানং (স্বং) তমসঃ (সংসারাৎ) উদ্ধরিষ্যে, যথা (যেনোদ্ধরণেন) অনেকরন্ধ্রম্ (নানা-ছিদ্রসমাকুলম্) এতৎ ব্যসনং (সংসাররূপা বিপৎ) ভূয়ঃ (পুনঃ) মে (মম) মা ভবিষ্যৎ (ন ভবিষ্যতি)॥ ২১

মূলানুবাদ।—অতএব আমি (এই গর্ভে থাকিয়াই) অব্যাকুলচিত্তে শ্রীভগবানের চরণযুগল হৃদয়মধ্যে সংস্থাপিত করিয়া নিজবুদ্ধিরূপ সহায়বলে শীঘ্রই সংসার হইতে নিজেকে উদ্ধার করিব—যাহাতে নানাপ্রকার অনর্থসঙ্কুল এই সংসারবন্ধন আমায় আর ভোগ করিতে না হয়॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—তস্মাদত্রৈব স্থিতোঽপি বিগতবিক্লবঃ অব্যাকুলঃ সন্ সুহৃদা আত্মনা সারথিরূপয়া

শ্রীভগবানুবাচ ।

এবং কৃতমতির্গর্ভে দশমাস্যঃ স্তবন্নৃষিঃ । সদ্যঃ ক্ষিপত্যবাচীনং প্রসূত্যৈ সূতিমারুতঃ ॥ ২২ ॥
তেনাবসৃষ্টঃ সহসা কৃত্বাবাক্‌শির আতুরঃ । বিনিষ্ক্রামতি কৃচ্ছ্রেণ নিরুচ্ছ্বাসো হতস্মৃতিঃ ॥ ২৩ ॥
পতিতো ভুব্যসৃঙ্‌মিশ্রো বিষ্ঠাভূরিব চেষ্টতে । রোরূয়তি গতে জ্ঞানে বিপরীতাং গতিং গতঃ ॥২৪
পরচ্ছন্দমবিদুষা পুষ্যমাণো জনেন সঃ । অনভিপ্রেতমাপন্নঃ প্রত্যাখ্যাতুমনীশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥

বুদ্ধ্যৈব আত্মানং তমসঃ সংসারাদুদ্ধরিষ্যামি । অনেকরন্ধ্রং নানাগর্ভবাসরূপম্ এতদ্ব্যসনং দুঃখং যথা মে মা ভবিষ্যন্ন ভবিষ্যতি তথা । কা তত্র তব সাধনসামগ্রী তত্রাহ । উপসাদিতৌ হৃদয়ং প্রাপিতৌ বিষ্ণোঃ পাদৌ যেন ময়া সঃ ॥ ২১

অন্বয়ঃ ।—ঋষিঃ (বিবেকী) দশমাস্যঃ (দশমাসবয়স্ক এব জীবঃ) এবং স্তবন্ (স্তবং কুর্ব্বন্) গর্ভে [এব] কৃতমতিঃ (পূর্ণব্রহ্মজ্ঞানোপপন্নো ভবতি), অবাচীনং (সংসারাভিমুখগামিনং জীবং) প্রসূত্যৈ (প্রসবায়) সূতি-মারুতঃ (প্রসবহেতুভূতো বায়ুঃ) সদ্যঃ ক্ষিপতি (তৎক্ষণাৎ পরিচালয়তি) ॥ ২২

মূলানুবাদ ।—ভগবান্ শ্রীকপিল বলিলেন—বিবেকসম্পন্ন জীব দশমাস বয়সের মধ্যেই এই প্রকার স্তব করিতে করিতে গর্ভে থাকিয়াই পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে ; [কিন্তু যাহাদের কথা বলিতেছিলাম], সেই সকল সংসারাভিমুখী জীবকে ভূমিষ্ঠ করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ প্রসবকারক বায়ু অধোদিকে পরিচালিত করিতে থাকে ॥২২

শ্রীধরটীকা ।—দশমাসাঃ পরিচ্ছেদকা যস্যেতি প্রসূতিপূর্ব্বক্ষণোপলক্ষণম্ ! ঋষির্জীবঃ । সদ্যস্তৎক্ষণমেব অবাচীনমবাঙ্মুখং সূতিহেতুর্মারুতঃ ক্ষিপতি নুদতি ॥ ২২

অন্বয়ঃ ।—তেন (বায়ুনা) অবসৃষ্টঃ (অধঃক্ষিপ্তঃ) আতুরঃ (ক্লিষ্টো জীবঃ) সহসা (সদ্যঃ) শিরঃ (মস্তকম্) অবাক্ (অধোমুখং) কৃত্বা নিরুচ্ছ্বাসঃ (প্রতিহতশ্বাসপ্রশ্বাসঃ) হতস্মৃতিঃ (বিলুপ্তপূর্ব্বাবস্থাস্মরণশ্চ সন্) কৃচ্ছ্রেণ (কষ্টেন) বিনিষ্ক্রামতি (গর্ভাদ্ বহির্ভবতি) ॥ ২৩

মূলানুবাদ ।—সেই বায়ুকর্তৃক অধোমুখে চালিত হওয়ায় জীব অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া সহসা মস্তকটি অধোমুখ করিয়া সমস্ত পূর্ব্ববৃত্তান্ত ভুলিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসরহিত অবস্থায় অতিকষ্টে মাতৃগর্ভ হইতে বিনির্গত হয় ॥ ২৩

অন্বয়ঃ ।—অসৃঙ্‌মিশ্রঃ (রক্তাপ্লুতকলেবরঃ) ভুবি পতিতঃ (সন্) বিষ্ঠাভূরিব (কৃমিকীট ইব) চেষ্টতে (অঙ্গসঞ্চালনং করোতি) জ্ঞানে গতে (পূর্ব্বজ্ঞানে বিলুপ্তে সতি) বিপরীতাং গতিম্ (অন্যাদৃশীং দশাং) গতঃ (প্রাপ্তঃ সঃ) রোরূয়তি (পরস্মৈপদমার্ষং, ভৃশং রৌতি, অত্যন্তং ক্রন্দতীত্যর্থঃ) ॥ ২৪

মূলানুবাদ ।—সেই জীব রক্তাক্তকলেবরে ভূতলে পতিত হইয়া কৃমির ন্যায় অঙ্গসঞ্চালন করে এবং পূর্ব্বজ্ঞান সকল বিলুপ্ত হওয়ায় অন্যপ্রকার অবস্থাপন্ন হইয়া অত্যন্ত রোদন করে ॥ ২৪

শ্রীধরটীকা ।—অবসৃষ্টঃ অধঃক্ষিপ্তঃ সন্ ॥ ২৩ ॥ রোরূয়তি রোরূয়তে ॥ ২৪

অন্বয়ঃ ।—পরচ্ছন্দম্ (অন্যস্য অভিপ্রায়ম্) অবিদুষা (অজানতা) জনেন পুষ্যমাণঃ (প্রতিপাল্যমানঃ) সঃ (শিশুঃ) অনভিপ্রেতং (স্তন্যার্থং রোদনে উদরব্যথাং প্রকল্প্য তিক্তরসপানাদিরূপম্) আপন্নঃ (প্রাপ্তঃ) [অথচ] প্রত্যাখ্যাতুম্ অনীশ্বরঃ (অসমর্থঃ) [রোরূয়তে] ॥ ২৫

মূলানুবাদ ।—তৎকালে তাহাকে যাহারা পোষণ করে, তাহারা পরের অভিপ্রায় বুঝিতে অসমর্থ ;

শায়িতোঽশুচিপর্য্যঙ্কে জন্তুঃ স্বেদজদূষিতে। নেশঃ কণ্ডূয়নেঽঙ্গানামাসনোত্থানচেষ্টনে ॥ ২৬ ॥
তুদন্ত্যামত্বচং দংশা মশকা মৎকুণাদয়ঃ। রুদন্তং বিগতজ্ঞানং কৃময়ঃ কৃমিকং যথা ॥ ২৭ ॥
ইত্যেবং শৈশবং ভুক্ত্বা দুঃখং পৌগণ্ডমেব চ। অলব্ধাভীপ্সিতোঽজ্ঞানাদিদ্ধমন্যুঃ শুচার্পিতঃ ॥২৮
সহ দেহেন মানেন বর্দ্ধমানেন মন্যুনা। করোতি বিগ্রহং কামী কামিষ্বন্তায় চাত্মনঃ ॥ ২৯ ॥

সুতরাং অনেক সময়ে অনভিপ্রেত বিষয় প্রাপ্ত হইয়াও তাহা প্রত্যখ্যান করিতে সামর্থ্য না থাকায় [ক্রন্দন করিতে থাকে] ॥ ২৫

শ্রীধরটীকা।—পরস্য চ্ছন্দমভিপ্রায়মবিদুষা। অনভিপ্রেতং স্তন্যার্থং রোদনে উদরব্যথাং প্রকল্প্য নিম্বরসপানম্ উদরব্যথয়া রোদনে স্তনপানমিত্যাদি ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—জন্তুঃ (জীবঃ) স্বেদজদূষিতে (স্বেদজৈঃ মশকমৎকুণাদিভিঃ দূষিতে দুঃখপ্রদাকৃতে) অশুচিপর্য্যঙ্কে শায়িতঃ [অপি] অঙ্গানাং কণ্ডূয়নে আসনোত্থানচেষ্টনে চ ঈশঃ ন (সমর্থো ন ভবতি) ॥ ২৬

মূলানুবাদ।—মশক, ছারপোকা প্রভৃতি স্বেদজ প্রাণিগণের দ্বারা পরিব্যাপ্ত পালঙ্কে শয়ন করিয়াও সেই ক্ষুদ্র শিশু নিজ অঙ্গ কণ্ডূয়ন কিম্বা উপবেশন ও উত্থান করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—কৃময়ঃ যথা কৃমিকং (ক্ষুদ্রকৃমিং তুদন্তি, তথা) দংশাঃ মশকাঃ, মৎকুণাদয়শ্চ (কীটাঃ) বিগতজ্ঞানং (বিশেষেণ গতং প্রাপ্তং জ্ঞানম্ অনুভবশক্তির্যেন তং) রুদন্তং (স্বয়ং প্রতিকারাক্ষমতয়া কেবলং রোদনশীলম্) আমত্বচম্ (আমা অপরিণতা কোমলা ইতি যাবৎ ত্বক্ চর্ম্ম যস্য তং তথাবিধং শিশুং) তুদন্তি (ব্যথয়ন্তি) ॥ ২৭

মূলানুবাদ।—কৃমিগণ যেমন ক্ষুদ্র কৃমিগুলিকে পীড়ন করে, সেইরূপ ডাঁশ, মশা, ছারপোকা প্রভৃতি সেই অপরিণত সুকোমল চর্ম্মশালী শিশুকে দংশন করিয়া ব্যথিত করে। শিশুর অনুভব শক্তি বেশ জন্মিয়াছে, কিন্তু প্রতিকারের শক্তি নাই বলিয়া কেবল ক্রন্দন করিয়া দুঃখ প্রকাশ করে ॥ ২৭

শ্রীধরটীকা।—আসনোত্থানচেষ্টনে চানীশঃ সন্ রোরূয়তীত্যনুষঙ্গঃ। আমা কোমলা ত্বক্ যস্যেতি তম্। বিগতং গর্ভে জাতং জ্ঞানং যস্য ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—ইত্যেবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) শৈশবং দুঃখং, [ততশ্চ] পৌগণ্ডং [দুঃখং] (যৌবনাৎ প্রাগধ্যয়নাদিক্লেশং) ভুক্ত্বা [তদনন্তরং] কামী (প্রাপ্তযৌবনং কামনাপরায়ণো জনঃ) অলব্ধাভীপ্সিতঃ (অপূর্ণবাঞ্ছিতবিষয়ঃ) [অতএব] শুচা (দুঃখেন) অর্পিতঃ (ব্যাপ্তঃ) অজ্ঞানাৎ (মোহবশাৎ) ইদ্ধমন্যুঃ (উদ্দীপ্তক্রোধঃ) দেহেন [সহ] বর্দ্ধমানেন (বৃদ্ধিং প্রাপ্নুবতা) মানেন (অভিমানেন) মন্যুনা (ক্রোধেন চ হেতুনা) আত্মনঃ (নিজস্য) অন্তায় (নাশায়) কামিষু (অন্যান্ কামিজনান্ প্রতি) বিগ্রহং (বিরোধং) করোতি ॥ ২৮।২৯

মূলানুবাদ।—উক্ত প্রকারে শৈশবদুঃখ ও যৌবনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (অধ্যয়নাদি) দুঃখ ভোগ করিয়া (অনন্তর) যৌবন অবস্থায় কামনাপরায়ণ হইয়া জীব নিজ আকাঙ্ক্ষানুরূপ বিষয় সিদ্ধি না হওয়ায় দুঃখিত হয় এবং মোহের বশে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে ; দেহের সহিত বর্দ্ধনশীল অভিমান ও ক্রোধবশতঃ আত্মবিনাশের নিমিত্ত অন্য কামীদিগের সহিত বিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হয় ॥ ২৮।২৯

শ্রীধরটীকা।—শৈশবং পঞ্চবর্ষাণি, ততঃ পৌগণ্ডং যৌবনাদর্ব্বাক্, তত্রাধ্যয়নাদিদুঃখমাহ সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। অলব্ধাভীপ্সিতত্বেন শুচার্পিতো ব্যাপ্তঃ। অজ্ঞানাৎ ইদ্ধো দীপ্তো মন্যুর্যস্য সঃ ॥ ২৮ ॥ দেহেন সহৈব বর্দ্ধমানেনাভিমানেন মন্যুনা চ বিগ্রহং বিরোধং করোতি। আত্মনোঽন্তায় নাশায় ॥ ২৯

ভূতৈঃ পঞ্চভিরারব্ধে দেহে দেহ্যবুধোঽসকৃৎ । অহংমমেত্যসদ্‌গ্রাহঃ করোতি কুমতির্মতিম্ ॥৩০॥
তদর্থং কুরুতে কর্ম্ম যদ্বদ্ধো যাতি সংসৃতিম্ । যোঽনুযাতি দদৎ ক্লেশমবিদ্যাকর্ম্মবন্ধনঃ ॥ ৩১ ॥
যদ্যসদ্ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ । আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ব্ববৎ ॥৩২॥

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা ।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্‌যাতি সংক্ষয়ম্ ॥ ৩৩ ॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু ।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ।—অবুধঃ (অজ্ঞঃ) [অথচ] কুমতিঃ (দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্নঃ) দেহী (জীবঃ) পঞ্চভিঃ ভূতৈঃ আরব্ধে (উৎপন্নে) দেহে অসদ্‌গ্রাহঃ (বৃথা আগ্রহপরায়ণঃ সন্) অসকৃৎ (পুনঃ পুনঃ) "অহং" "মম" ইতি মতিং (জ্ঞানং) করোতি ॥ ৩০

মূলানুবাদ।—প্রকৃতজ্ঞানশূন্য (অথচ) দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্ন জীব পঞ্চভূতে সৃষ্ট এই দেহের প্রতি বৃথা আগ্রহ পরায়ণ হইয়া তাহাতে পুনঃ পুনঃ "আমি" "আমার" এই প্রকার জ্ঞান করিয়া থাকে ॥ ৩০

শ্রীধরটীকা।—অজ্ঞানং প্রপঞ্চয়তি। ভূতৈরারব্ধে দেহে অসদাগ্রহোঽহংমমেতি মতিং করোতি ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—যো দেহঃ ক্লেশং দদৎ (নানাবিধং দুঃখং প্রযচ্ছন্নেব) অনুযাতি (অনুবর্ত্ততে), অবিদ্যাকর্ম্মবন্ধনঃ (অবিদ্যয়া কর্ম্মণা চ বধ্যতে যঃ স জীবঃ) তদর্থং (তথাবিধদেহনিমিত্তং) কর্ম্ম করোতি, যদ্‌বদ্ধঃ (যেন কর্ম্মণা বদ্ধঃ সন্) সংসৃতিং যাতি (সংসারং প্রাপ্নোতি) ॥ ৩১

মূলানুবাদ।—যে-দেহ নানাবিধ দুঃখ প্রদান করতঃ জীবের অনুবর্ত্তি হয়, অবিদ্যা ও কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হইয়া জীব সেই দেহের জন্যই কত প্রকার কর্ম্ম করে, এই সকল কর্ম্মের বন্ধনেই তাহার সংসারদশা প্রাপ্ত হইতে হয় ॥ ৩১

শ্রীধরটীকা।—তদর্থং দেহার্থম্। যদ্‌যেন কর্ম্মণা বদ্ধঃ। যো দেহোঽনুযাতি পুনঃপুনরুপযাতি অনুবর্ত্তত ইতি বা। কুতঃ ? অবিদ্যাকর্ম্মভ্যাং বধ্যতে ইতি তথা ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—জন্তুঃ (জীবঃ) যদি শিশ্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ অসদ্ভিঃ (অসজ্জনৈঃ) আস্থিতঃ (অধিষ্ঠিতঃ সন্) পথি (তেষামেব পথি) রমতে (রতো ভবতি) [তর্হি] পুনঃ পূর্ব্ববৎ (প্রাগুক্তপ্রকারং) তমঃ (নরকং) বিশতি ॥ ৩২

মূলানুবাদ।—জীব যদি শিশ্নোদরপরায়ণ অসজ্জনের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের পথেই রত হয়, তবে আবার সেই প্রাগুক্ত প্রকারে নরক ভোগ করিতে হয় ॥ ৩২

শ্রীধরটীকা।—যদ্যসদ্ভিরাস্থিতঃ অধিষ্ঠিতঃ সন্ তেষাং পথি রমতে। পথি সন্মার্গে আস্থিতোঽপি যদ্যসদ্ভিঃ সহ রমতে ইতি বা তর্হি যাতনাদেহ আবৃতা ইত্যাদিপূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ তমো নরকং বিশতি ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—যৎসঙ্গাৎ (যেষাং সংসর্গদোষাৎ) সত্যং, শৌচং (পবিত্রতা), দয়া, মৌনং, হ্রীঃ (লজ্জা), শ্রীঃ (সম্পৎ), যশঃ, ক্ষমা, শমঃ (বহিরিন্দ্রিয়সংযমঃ) দমঃ (অন্তঃকরণসংযমঃ), ভগশ্চ (ঐশ্বর্য্যবিশেষাশ্চ) ইতি (এতৎ সর্ব্বং) সংক্ষয়ং যাতি (বিনাশং প্রাপ্নোতি) অশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মসু (দেহে আত্মবুদ্ধিসম্পন্নেষু) যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ (রমণীনাং ক্রীড়ামৃগবদায়ত্তীভূতেষু চ) শোচ্যেষু (শোচনীয়েষু) তেষু অসাধুষু (অসাধুভিঃ সহ ইতি যাবৎ) সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ ॥ ৩৩।৩৪

মূলানুবাদ।—দেহে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন অশান্ত মোহগ্রস্ত এবং রমণীদিগের ক্রীড়ামৃগের ন্যায় বশীভূত শোচ-

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ। যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥ ৩৫ ॥
প্রজাপতিঃ স্বাং দুহিতরং দৃষ্ট্বা তদ্রূপধর্ষিতঃ। রোহিদ্ভূতাং সোঽন্বধাবদৃষ্যরূপী হতত্রপঃ ॥ ৩৬ ॥
তৎসৃষ্টসৃষ্টসৃষ্টেষু কো ন্বখণ্ডিতধীঃ পুমান্। ঋষিং নারায়ণমৃতে যোষিন্ময্যেহ মায়য়া ॥ ৩৭ ॥

নীয় অসজ্জনের সহিত সঙ্গ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে, কারণ সেই সকল লোকের সঙ্গদোষে সত্য, পবিত্রতা. দয়া. মৌন (বাক্‌সংযম). বুদ্ধি, লজ্জা, সম্পৎ, যশঃ, ক্ষমা, শম, দম, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সকলই বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৩৩।৩৪

শ্রীধরটীকা।—অসৎসঙ্গং নিন্দতি সত্যমিতি ত্রিভিঃ। বুদ্ধিঃ পরমপুরুষার্থবিষয়া। হ্রীর্লজ্জা। শ্রীর্ধনধান্যলক্ষণা। যশঃ কীর্ত্তিঃ। ক্ষমা সহিষ্ণুত্বম্। শমো বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। দমো মনোনিগ্রহঃ। ভগ উন্নতিঃ। যৎসঙ্গাদ্যেষামসতাং সঙ্গাৎ ॥ ৩৩ ॥ খণ্ডিতাত্মসু দেহাত্মবুদ্ধিষু, যোষিতাং ক্রীড়ামৃগবদধীনেষু ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—পুংসঃ (লোকস্য) যোষিৎসঙ্গাৎ (রমণীসম্পর্কাৎ) যথা, তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ (রমণীসঙ্গিনাং সঙ্গতশ্চ) যথা (বন্ধঃ মোহশ্চ ভবতি) অন্যপ্রসঙ্গতঃ (অন্যেষাং জনানাম্ অত্যধিকসঙ্গাদপি) অস্য (লোকস্য) তথা বন্ধঃ মোহশ্চ ন ভবেৎ ॥ ৩৫

মূলানুবাদ।—স্ত্রীলোকের সম্পর্কে এবং স্ত্রীলোকের সঙ্গকারী ব্যক্তির সম্পর্কে লোকের যেরূপ বন্ধন ও মোহ জন্মে, অন্যের সহিত আধ্যাত্মিক সংসর্গেও তেমন জন্মে না ॥ ৩৫

শ্রীধরটীকা।—যথা চ যোষিৎসঙ্গিনাং সঙ্গতো বন্ধঃ, তথা অন্যস্য প্রসঙ্গতো ন ভবেৎ ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) স্বাং দুহিতরং (স্বীয়কন্যাং সরস্বতীং) দৃষ্ট্বা তদ্রূপধর্ষিতঃ (তস্যাঃ রূপেণ আকৃষ্টঃ সন্) রোহিদ্‌ভূতাং (মৃগীরূপধারিণীমপি তাং) সঃ (ব্রহ্মা) হতত্রপঃ (নির্লজ্জঃ) ঋষ্যরূপী (মৃগরূপী সন্) অন্বধাবৎ (পশ্চাদ্ধাবিতবান্) ॥ ৩৬

মূলানুবাদ।—প্রজাপতি ব্রহ্মা নিজকন্যা সরস্বতীকে দেখিয়া তাহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তখন ঐ কন্যা (আত্মরক্ষার জন্য) মৃগীরূপ ধারণ করিয়া (পলায়নের চেষ্টা করিলেও) ব্রহ্মা লজ্জাহীন হইয়া মৃগমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৬

শ্রীধরটীকা।—যোষিৎসঙ্গস্যানর্থহেতুত্বং প্রপঞ্চয়তি প্রজাপতিরিতি সপ্তভিঃ। রোহিদ্ভূতাং মৃগীরূপাং সতীম্ ঋষ্যরূপী মৃগাকারঃ সন্ হতত্রপো নির্লজ্জঃ ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—ইহ (সংসারে) তৎসৃষ্টসৃষ্টসৃষ্টেষু (তেন ব্রহ্মণা সৃষ্টাঃ মরীচিপ্রভৃতয়ঃ, তৈঃ সৃষ্টাঃ কশ্যপাদয়ঃ, তৈরপি সৃষ্টাঃ দেবমনুষ্যাদয়ঃ, তেষু মধ্যে) ঋষিম্ (অখণ্ডিতধিয়ং) নারায়ণম্ ঋতে (নারায়ণং বিনা অন্যঃ) কো নু পুমান্, (অথবা নারায়ণম্ ঋষিম্ ঋতে অর্থাৎ তদ্বিনাভূতঃ নারায়ণানুরক্তচিত্ত ইতি যাবৎ কো নু পুমানিতি সম্বন্ধঃ, ইত্যপি ব্যাখ্যানং কেচিৎ সুষ্ঠু কুর্ব্বন্তি) যোষিন্ময্যা মায়য়া (স্ত্রীরূপয়া মায়য়া) অখণ্ডিতধীঃ (অবিচালিতচিত্তঃ তিষ্ঠতীতি শেষঃ) [ন কোঽপীতি ভাবঃ] ॥ ৩৭

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা মরীচি প্রভৃতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন, মরীচি প্রভৃতি কশ্যপাদি ঋষিগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা দেবতা ও মনুষ্য প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সংসারে সেই সকল দেবতা ও মনুষ্যবর্গের মধ্যে একমাত্র নারায়ণ ঋষি ব্যতিরেকে অন্য কোন্ ব্যক্তি স্ত্রীরূপ মায়ার প্রভাবে বিচলিত না হইয়া থাকে? ॥ ৩৭

শ্রীধরটীকা।—তেন ব্রহ্মণা সৃষ্টাঃ মরীচ্যাদয়ঃ, তৈঃ সৃষ্টাঃ কশ্যপাদয়ঃ, তৈরপি সৃষ্টাঃ দেবমনুষ্যাদয়স্তেষু কো নু পুমান্ অখণ্ডিতধীরনাকৃষ্টমনাঃ ॥ ৩৭

বলং মে পশ্য মায়ায়াঃ স্ত্রীময্যা জয়িনো দিশাম্ ।
যা করোতি পদাক্রান্তান্ ভ্রূবিজৃম্ভেণ কেবলম্ ॥ ৩৮ ॥
সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ প্রমদাসু জাতু যোগস্য পারং পরমারুরুক্ষুঃ ।
সৎসেবয়া প্রতিলব্ধাত্মলাভো বদন্তি যা নিরয়দ্বারমস্য ॥ ৩৯ ॥
যোপযাতি শনৈর্মায়া যোষিদ্দেববিনির্ম্মিতা । তামীক্ষেতাত্মনো মৃত্যুং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্ ॥৪০॥
যাং মন্যতে পতিং মোহান্মন্মায়াম্ঋষভায়তীম্ । স্ত্রীত্বং স্ত্রীসঙ্গতঃ প্রাপ্তো বিত্তাপত্যগৃহপ্রদম্ ॥ ৪১॥

অন্বয়ঃ।—মে (মম) স্ত্রীময্যাঃ (স্ত্রীস্বরূপায়াঃ) মায়ায়াঃ বলং (শক্তিং) পশ্য, যা (স্ত্রীরূপা মায়া) দিশাং জয়িনঃ (দিগ্ বিজয়িনো বীরপুরুষানপি) কেবলং ভ্রূবিজৃম্ভেণ (ভ্রূভঙ্গীমাত্রেণ) পদাক্রান্তাং করোতি ॥ ৩৮

মূলানুবাদ।—আমার যে স্ত্রীরূপা মায়াশক্তি তাহার প্রভাব দেখ ! এই মায়া দিগ্ বিজয়ী বীরপুরুষদিগকেও ভ্রূভঙ্গীমাত্রে পদানত করিয়া থাকে ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—সৎসেবয়া (সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেন সাধুজনসেবয়া বা) প্রতিলব্ধাত্মলাভঃ (অধিগতাত্মজ্ঞানঃ) যোগস্য পরং পারং (চরমং ফলং মোক্ষপদম্) আরুরুক্ষুঃ (আরোঢ়ুমিচ্ছুঃ) জাতু (কদাচিদপি) প্রমদাসু (রমণীষু) সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ, যাঃ (প্রমদাঃ) অস্য (মোক্ষপদাভিলাষিণঃ) নিরয়দ্বারং (নরকদ্বারম্) বদন্তি (আহুস্তত্ত্বদর্শিন ইতি শেষঃ) ॥ ৩৯

মূলানুবাদ।—যে ব্যক্তি সৎসঙ্গ বা সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া যোগের চরম ফল মোক্ষপদ লাভ করিতে অভিলাষী, সেরূপ ব্যক্তি কখনও স্ত্রীলোকের সহিত সংসর্গ করিবে না ; কারণ তত্ত্বদর্শিগণ মুমুক্ষুব্যক্তির পক্ষে স্ত্রীলোকদিগকে নরকদ্বারস্বরূপ বলিয়া থাকেন ॥ ৩৯

শ্রীধরটীকা।—দিশাং জয়িনঃ শূরানপি ॥ ৩৮ ॥ প্রতিলব্ধ আত্মরূপো লাভো যেন। অস্য মুমুক্ষোঃ যা প্রমদাঃ নিরয়দ্বারং বদন্তি যোগিনঃ ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—দেববিনির্ম্মিতা (ভগবৎসৃষ্টা) যা যোষিৎমায়া (স্ত্রীস্বরূপমায়া) শনৈঃ (শুশ্রূষাদিব্যাজেন) উপযাতি (সমীপে আগচ্ছতি) তাং তৃণৈঃ আবৃতং কূপম্ ইব আত্মনো মৃত্যুং (স্ব-স্ব-মৃত্যুস্বরূপাম্) ঈক্ষেত (মন্যেত) ॥ ৪০

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবানের নির্ম্মিতা স্ত্রীরূপা মায়া শুশ্রূষাদিচ্ছলে নিকটে উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু তাহাকে তৃণদ্বারা আচ্ছাদিত কূপের ন্যায় নিজের মৃত্যুস্বরূপ বিবেচনা করিবে ॥ ৪০

শ্রীধরটীকা।—শনৈঃ শুশ্রূষাদিমিষেণ উপযাতি যা যোষিদ্রূপা মায়া তাং মৃত্যুং প্রতিকূলামীক্ষেত। ৪০

অন্বয়ঃ।—স্ত্রীসঙ্গতঃ (স্ত্রিয়ং প্রতি রাগাতিশয়াৎ অন্তকালেঽপি তস্যা এব ধ্যানাৎ) স্ত্রীত্বং প্রাপ্তঃ (স্ত্রীরূপেণোৎপন্নঃ জীবঃ) মোহাৎ ঋষভায়তীং (পুরুষবদাচরন্তীং) যাং মন্মায়াং (মম মায়াশক্তিং) বিত্তাপত্যগৃহপ্রদং পতিং মন্যতে ॥ ৪১

মূলানুবাদ।—জীব স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যধিক আসক্তিবশতঃ অন্তকালেও স্ত্রীচিন্তা করার ফলে পরজন্মে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ স্ত্রীলোকরূপে উৎপন্ন হইয়া তখন পুরুষের ন্যায় ব্যবহারপরায়ণা আমার সেই মায়াকে মোহবশতঃ ধন, সন্তান ও গৃহ প্রদানকারী পতি মনে করে ॥ ৪১

শ্রীধরটীকা।—মুমুক্ষুং স্ত্রিয়ং প্রত্যেতদেবাহ যামিতি দ্বাভ্যাম্। ঋষভায়তীং পুরুষবদাচরন্তীং যাং মম মায়াং বিত্তাদিপ্রদং পতিং মন্যতে। (পূর্ব্বজন্মনি) স্ত্রীসঙ্গতোঽন্তকালে স্ত্রীধ্যানেন স্ত্রীত্বং প্রাপ্তো জীবঃ ॥ ৪১

তামাত্মনো বিজানীয়াৎ পত্যপত্যগৃহাত্মকম্।
দৈবোপসাদিতং মৃত্যুং মৃগয়োর্গায়নং যথা ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ।—তাং (মম মায়াং) মৃগয়োঃ (ব্যাধস্য) গায়নং যথা (গায়নমিতি ভাববাচ্যতাৎপর্য্যেণ প্রয়োগ আর্ষঃ, তথা চ গানম্ ইত্যর্থঃ, এবঞ্চ ব্যাধস্য গানং শ্রুতিসুখকরমপি যথা মৃগস্য মৃত্যুস্বরূপং ভবতি তথা) দৈবোপসাদিতং (ভাগ্যোপস্থাপিতং) পত্যপত্যগৃহাত্মকং (স্বামিপুত্রগৃহাদিরূপম্) আত্মনঃ মৃত্যুং বিজানীয়াৎ ॥ ৪২

মূলানুবাদ।—ব্যাধের সঙ্গীত যেমন মৃগের মৃত্যুস্বরূপ, তেমনি আমার সেই মায়াও ভাগ্যানুসারে স্বামী, পুত্র, গৃহাদিরূপে উপস্থিত মৃত্যুই মনে করিবে ॥ ৪২

শ্রীধরটীকা।—তাং পত্যাদিরূপং মৃত্যুং বিজানীয়াৎ। মৃগয়োর্লুব্ধক গায়নম্ অনুকূলত্বেন প্রতীয়মানমপি যথা মৃগস্য মৃত্যুঃ ॥ ৪২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ইতিপূর্ব্বে "শ্রীজীব উবাচ" বলিয়া গর্ভস্থ জীব কর্তৃক শ্রীভগবানের যে স্তব বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সাধারণ জীবমাত্রের পক্ষেই সম্ভবপর নহে, কিন্তু শ্রীশুকদেবপ্রভৃতির ন্যায় কোন কোন বিশিষ্ট ভাগ্যবান্ জীবের পক্ষেই সম্ভব, ইহা এই অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকের অমৃতবর্ষিণীতে শাস্ত্র ও যুক্তিপ্রদর্শন পূর্ব্বক ক্রমসন্দর্ভাদির সিদ্ধান্ত অনুসারে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। তবে তাহার মধ্যে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই সংসারী জীবের অবস্থা বর্ণনপ্রসঙ্গে এরূপ মহামহিমশালী বিশিষ্ট জীবের স্তব করিবার কথা বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্য কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, জীবের বৈরাগ্য সম্পাদনের উপযোগী বিষয়ই ভগবান্ শ্রীকপিলের বক্তব্য। সংসারী জীবের দুর্দ্দশা বর্ণনায় যেমন বৈরাগ্য সম্পাদন সম্ভবপর, তেমনই বিশিষ্ট জীবের অলৌকিক সাধনপ্রণালী ও তাহার ফলে অসাধারণ ভাবে আত্মোদ্ধার প্রভৃতি বর্ণনা করিলেও তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিষয়াসক্ত জীবের সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে; ইহা বিবেচনা করিয়াই পরম কারুণিক শ্রীকপিল তাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন; সুতরাং ইহা অপ্রাসঙ্গিক নহে। যাহা হউক, সেই গর্ভস্থ জীব স্তুতিবাক্যের প্রতিপদে শ্রীভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া করুণভাবে গর্ভযাতনাদি অপার দুঃখ নিবেদনপূর্ব্বক উদ্ধারের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে "যেনেদৃশীং গতিমসৌ দশমাস্য ঈশ" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন, পরন্তু সংসারদশাটিকে এত জঘন্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে তাহা অপেক্ষা কৃমিকীটাদি-সঙ্কুল বিষ্ঠামূত্রপরিপূর্ণ গর্ভস্থলীতে অবস্থান করাও শ্রেয়স্কর; এইজন্য জীব বলিয়াছেন—"সোঽহং বসন্নপি বিভো বহুদুঃখবাসং গর্ভান্ন নির্জ্জিগমিষে বহিরন্ধকূপে" "হে প্রভো! আমি মাতৃগর্ভে অতি দুঃখে বাস করিতেছি সত্য, কিন্তু ইহা হইতে বাহির হইয়া ততোধিক অন্ধকূপতুল্য সংসারে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি না"। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সংসার এমনই মোহের আগার যে, তথায় উপস্থিত হইলে আর উদ্ধার পাওয়া সুকঠিন, সুতরাং গর্ভে থাকিয়াই আমি শ্রীভগবানের চরণারাধনা করিয়া নিজের উদ্ধার সাধন করিব। এইরূপ স্তুতিবাক্যাদি দ্বারা শ্রীভগবানের অনুগ্রহে যে ভাগ্যবান্ জীব পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে আর সংসারবন্ধন ভোগ করিতে হয় না, কিন্তু সাধারণের পক্ষে দশমাস পর্য্যন্ত মাতৃগর্ভে থাকিয়া তথাকথিত ক্লেশভোগানন্তর পূর্ব্বজন্মের সমস্ত স্মৃতি বিসর্জ্জন দিয়া এই মায়াময় সংসার ভোগের জন্য ভূমিষ্ঠ হইতে হয় এবং শৈশবকাল পর্য্যন্ত স্বয়ং আত্ম-দুঃখ প্রতিকারে সমর্থ না হওয়ায় দুঃখে রোদন মাত্র সম্বল করিয়া অতিবাহিত করিতে হয়। তাহার পর কৈশোরে অধ্যয়নাদি কঠোর কর্ম্মে নানাবিধ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, অতঃপর কামনার বিচিত্র প্রহেলিকাময় যৌবনে পদার্পণ অবধি কামিনী-কাঞ্চনাদি নানা লোভনীয় বস্তুর প্রতি আসক্তিবশে একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। পরমার্থ লাভেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে সকলপ্রকার আসক্তিই অনিষ্টকর, 'তবে তাহার মধ্যে কামিনীর প্রতি আসক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

দেহেন জীবভূতেন লোকাল্লোকমনুব্রজন্। ভুঞ্জান এব কর্ম্মাণি করোত্যবিরতং পুমান্॥ ৪৩॥
জীবো হ্যস্যানুগো দেহো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ। তন্নিরোধোঽস্য মরণমাবির্ভাবস্তু সম্ভবঃ॥ ৪৪॥
দ্রব্যোপলব্ধিস্থানস্য দ্রব্যেক্ষাঽযোগ্যতা যদা। [তৎপঞ্চত্বমহন্মানাদুৎপত্তির্দ্রব্যদর্শনম্।
যথাক্ষ্ণোর্দ্রব্যাবয়ব-দর্শনাযোগ্যতা যদা।] তদৈব চক্ষুষো দ্রষ্টুর্দ্রষ্টৃত্বাযোগ্যতানয়োঃ॥ ৪৫॥

অনর্থের কারণ; এইজন্য সঙ্গ-পরিত্যাগ সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এস্থলে ভগবান্ শ্রীকপিলও বিশেষভাবে সঙ্গত্যাগের উপদেশই দিয়াছেন॥ ১২—৪২

অন্বয়ঃ।—পুমান্ জীবভূতেন (জীবস্যোপাধিভূতেন) দেহেন (লিঙ্গশরীরেণ) লোকাৎ লোকং (লোকান্তরম্) অনুব্রজন্ (গচ্ছন্) ভুঞ্জান এব (ফলভোগং কুর্ব্বন্নেব) অবিরতং কর্ম্মাণি করোতি॥ ৪৩

মূলানুবাদ।—জীবের উপাধিস্বরূপ লিঙ্গদেহকে আশ্রয় করিয়াই জীব এক লোক হইতে অপর লোকে গমন করে এবং ফলভোগ সহকারে অবিরত কর্ম্ম করিতে থাকে॥ ৪৩

শ্রীধরটীকা।—তদেবং জীবস্য সংসৃতিঃ প্রপঞ্চিতা, তত্র চ তস্য কর্ম্মবশেন লোকাল্লোকান্তরগমনং জন্মমরণঞ্চোক্তম্; তত্রৈবং শঙ্ক্যতে—নতু ব্যাপকস্য কথং লোকাল্লোকান্তরগমনম্, নিত্যস্য চ কথং জন্মমরণে, ভোগেন কর্ম্মক্ষয়ে সতি জন্মমরণঞ্চ নেষ্যতে, তৎ কুতঃ পুনরপি তস্য কর্ম্মসম্ভব ইতি। তত্র লোকান্তরগমনং কর্ম্ম চ সম্ভবতীত্যাহ—দেহেনেতি। জীবস্যোপাধিতয়া ভূতেন জাতেন লিঙ্গদেহেন লোকান্তরমনুব্রজন্ অবিরতং কর্ম্মাণি করোতীতি কর্ম্মণা সমাপ্তিরুক্তা॥ ৪৩

অন্বয়ঃ।—জীবঃ (জীবোপাধিলিঙ্গদেহঃ) অস্য (আত্মনঃ) অনুগঃ (অনুবর্ত্তী) ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ (স্থূলভূতাদিবিকারস্বরূপঃ) দেহঃ (ভোগায়তনীভূতঃ স্থূলদেহশ্চ) তন্নিরোধো হি (তয়োর্নিরোধঃ কর্ম্মাযোগ্যতা এব) অস্য (জীবস্য) মরণম্ [উচ্যতে], আবির্ভাবস্তু (তয়োর্দ্বয়োর্ম্মিলিত্বা প্রকটনন্তু) সম্ভবঃ ("জন্ম" ইত্যুচ্যতে)॥ ৪৪

মূলানুবাদ।—জীবের উপাধিস্বরূপ লিঙ্গদেহ এবং আত্মার অনুগামী ভোগের আয়তনস্বরূপ স্থূলদেহ, এই উভয়ের যে কার্য্যে অযোগ্যতা, তাহাই জীবের মরণ, আর ঐ উভয় দেহের যে মিলিতভাবে আবির্ভাব, তাহাই জন্ম বলিয়া কথিত হয়॥ ৪৪

শ্রীধরটীকা।—জন্মমরণসম্ভবমাহ। জীবো জীবোপাধির্লিঙ্গদেহঃ অস্যাত্মনোঽনুগঃ অনুবর্ত্তী ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ স্থূলভূতাদিবিকারো দেহঃ ভোগায়তনং তয়োর্নিরোধঃ কার্য্যযোগ্যতা তদস্য জীবস্য মরণমুচ্যতে; আবির্ভাবস্তু সম্ভবো জন্ম উচ্যতে॥ ৪৪

অন্বয়ঃ।—দ্রব্যোপলব্ধিস্থানস্য (দ্রব্যস্য বস্তুনঃ উপলব্ধিঃ জ্ঞানং, তৎস্থানস্য তদবচ্ছেদকীভূতস্য স্থূলদেহস্য ইতি যাবৎ) যদা (যস্যামবস্থায়াং) দ্রব্যেক্ষাঽযোগ্যতা (বস্ত্বনুভবসামর্থ্যহানিঃ) [তদা] তৎ পঞ্চত্বং (তাদৃশী অবস্থৈব মরণম্), অহংমানাৎ ("অহ"মিত্যাভিমানং কৃত্বা) দ্রব্যদর্শনং (স্থূলশরীরস্য যদা অনুভবঃ তদা) উৎপত্তিঃ, যথা যদা অক্ষ্ণোঃ (নেত্রগোলকয়োঃ) দ্রব্যাবয়বদর্শনাযোগ্যতা (দ্রব্যাবয়বস্য রূপাদেঃ দর্শনে অযোগ্যতা ভবতি) তদৈব চক্ষুষঃ (চক্ষুরিন্দ্রিয়স্যাপি অযোগ্যতা ভবতি) অনয়োঃ (গোলকচক্ষুষোর্দ্বয়োরেব যদা অযোগ্যতা তদা) দ্রষ্টুঃ (জীবস্যাপি) দ্রষ্টৃত্বাযোগ্যতা (দর্শনাসামর্থ্যং ভবতি)॥ ৪৫

মূলানুবাদ।—বস্তু উপলব্ধির স্থানস্বরূপ যে এই স্থূলদেহ, ইহা যখন সেই উপলব্ধি জন্মাইতে অসমর্থ হয়, তখনই জীবের মরণ বলিয়া কথিত হয়; আর "আমি" এইরূপ অভিমান সহকারে যখন স্থূলশরীরকে দর্শন করা

তস্মান্ন কার্য্যঃ সন্ত্রাসো ন কার্পণ্যং ন সম্ভ্রমঃ। বুদ্ধা জীবগতিং ধীরো মুক্তসঙ্গশ্চরেদিহ ॥ ৪৬ ॥
সম্যগ্‌দর্শনয়া বুদ্ধ্যা যোগবৈরাগ্যযুক্তয়া। মায়াবিরচিতে লোকে চরেন্ন্যস্য কলেবরম্ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
কাপিলেয়ে জীবগতির্নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

যায়, তখন জীবের জন্ম বলিয়া কথিত হয়। নেত্রগোলকদ্বয় যখন কোনও দোষ বশতঃ রূপাদিদর্শনে যেমন অসমর্থ হয়, তখনই চক্ষুঃও অসমর্থ হইয়া থাকে এবং গোলক ও চক্ষুঃ এই উভয়ের অসমর্থতা হইলেই জীবকেও অসমর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় ॥ ৪৫

শ্রীধরটীকা।—এতদেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি। দ্রব্যোপলব্ধিস্থানস্য নেত্রগোলকাদেঃ দ্রব্যেক্ষায়াং রূপাদিদর্শনে কাচকামলাদিদোষেণ যদা অযোগ্যতা ভবতি তদৈব চক্ষুষ ইন্দ্রিয়স্যাপ্যযোগ্যতা। অনয়োঃ স্থানচক্ষুষোর্যদা অযোগ্যতা তদৈব দ্রষ্টুর্জীবস্য দ্রষ্টৃত্বাযোগ্যতা। এবং স্থূলদেহবৈকল্যে লিঙ্গস্য বৈকল্যং, তদেব জীবস্য মরণং ন স্বত ইত্যর্থঃ। ক্বচিদেকশ্লোকেনাঽধিকঃ পঠ্যতে। তত্রায়মর্থঃ—দ্রব্যোপলব্ধিস্থানস্য স্থূলশরীরস্য দ্রব্যেক্ষায়াং যদা অযোগ্যতা তদা তৎপঞ্চত্বং মরণম্। অহম্মানাৎ ইদমেবাহমিত্যভিমানেন দ্রব্যস্য স্থূলশরীরস্য দর্শনমুৎপত্তিঃ। অক্ষ্ণোর্গোলকয়োর্দ্রব্যাবয়বস্য রূপাবয়বাদের্দর্শনেঽযোগ্যতা। শেষং সমানম্ ॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—তস্মাৎ (উক্তযুক্ত্যা জীবস্য বস্তুতো জন্মমরণরাহিত্যস্য সিদ্ধত্বাৎ) সন্ত্রাসঃ (মরণভয়ং) ন কার্য্যঃ, কার্পণ্যং (দৈন্যং) ন (ন কার্য্যং), সংভ্রমঃ (জীবনরক্ষার্থং ব্যগ্রতা চ) ন (ন কার্য্যঃ) ধীরঃ (বিজ্ঞঃ) জীবগতিং বুদ্ধা (জীবস্যাবস্থাম্ অবগম্য) মুক্তসঙ্গঃ (আসক্তিশূন্যঃ সন্) ইহ (সংসারে) চরেৎ ॥ ৪৬

মূলানুবাদ।—যেহেতু পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে বুঝা যাইতেছে যে, জীবের প্রকৃত জীবন বা মরণ হয় না, অতএব মৃত্যুভয়, দীনতা ও জীবনরক্ষার জন্য ব্যগ্রতা করা অনাবশ্যক। বিজ্ঞব্যক্তি জীবের গতি বুঝিয়া আসক্তি শূন্য হইয়া সংসারে বিচরণ করিবেন। ৪৬

শ্রীধরটীকা।—যস্মান্ন বস্তুতো জীবস্য জন্মমরণাদি তস্মান্মরণাৎ সন্ত্রাসো ন কার্য্যঃ, জীবনে চ ন কার্পণ্যং দৈন্যং কার্য্যম্। সম্ভ্রমশ্চ জীবনপ্রযত্নে ॥ ৪৬

অন্বয়ঃ।—মায়াবিরচিতে লোকে (সংসারলোকে) যোগবৈরাগ্যযুক্তয়া সম্যগ্‌দর্শনয়া (যথার্থবিচারতৎপরয়া) বুদ্ধ্যা কলেবরং (ভৌতিকং দেহং) ন্যস্য (নিক্ষিপ্য, তত্রাসক্তিং পরিত্যজ্য ইত্যর্থঃ) চরেৎ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

মূলানুবাদ।—জীব এই মায়াকল্পিত সংসারে যথার্থ বিচারপরায়ণ যোগ ও বৈরাগ্যযুক্ত বুদ্ধিবলে পাঞ্চভৌতিক দেহের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিয়া অবস্থান করিবেন ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

শ্রীধরটীকা।—নমু সর্ব্বথা মুক্তসঙ্গত্বে কথং জীবিতম্, অত আহ। সম্যক্ পশ্যতি বিচারয়তীতি সম্যগ্‌দর্শনা তয়া বুদ্ধ্যা মায়াবিরচিতে লোকে কলেবরং ন্যস্য নিক্ষিপ্য তস্মিন্নাসক্তিং ত্যক্ত্বা চরেদিত্যর্থঃ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ইতিপূর্ব্বে সংসারদশা-বর্ণন-প্রসঙ্গে জীবের জন্ম, মৃত্যু ও লোকান্তরগমন প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। তাহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে, জীব ত নিত্য, তাহার আবার জন্ম, মৃত্যু বা

লোকান্তরগমন কিরূপে সম্ভবপর হয়? এইজন্য ভগবান্ শ্রীকপিল তাহা বুঝাইয়া বলিতেছেন যে, আমরা যে স্থূলদেহ প্রত্যক্ষ করি, ইহা ভিন্ন জীবের আর একটি সূক্ষ্মদেহ আছে। যতদিন না মুক্তি হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বদা জীব সেই সূক্ষ্মদেহ আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে। এই সূক্ষ্মদেহের নামান্তর লিঙ্গ-শরীর, ইহা লইয়াই জীব কর্ম্মানুযায়ী স্থূলদেহ ধারণ করে, তখনই তাহার কার্য্যকরী শক্তি জন্মে অর্থাৎ কর্ম্মময় অবস্থা ঘটে। এই অবস্থাপ্রাপ্তির নাম জন্ম, আর ইহা হইতে বিচ্যুত হওয়ার নামই মরণ। মরণের পরও সেই লিঙ্গ-শরীর সঙ্গেই থাকে, তাহা লইয়াই জীব এই মর্ত্ত্যলোক হইতে কর্ম্মানুযায়ী স্বর্গাদি শুভাশুভ লোকে গমন করে। ফল কথা—জীবের উপাধিস্বরূপ লিঙ্গ-শরীর প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে বিচরণশীল, সুতরাং কর্ম্মানুসারে যখন যে লোকে গিয়া স্থূলদেহ গ্রহণ করে, তখন জীব সেই লোক প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং জীব স্বয়ং নিত্য হইলেও এইরূপে তাঁহার জন্মাদি ব্যবহারে কোনও বিরোধ নাই। বিজ্ঞব্যক্তি জীবের এই প্রকার রহস্য অবগত হইয়া অনাসক্তভাবে অবিচলিত নির্ভীকচিত্তে নিজ সাধনপথে বিচরণ করিবেন এবং দেহাদির প্রতি বৃথা মোহে মুগ্ধ হইয়া সাধনার একমাত্র ক্ষেত্র এই দুর্লভ মানবজন্ম বৃথা যাপন করিবেন না ॥ ৪৩—৪৭

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি প্রবর্ত্তিতায়াং
শ্রীতারানাথশর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং
তৃতীয়স্কন্ধে একত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩১

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অথ যো গৃহমেধীয়ান্ ধর্ম্মানেবাবসন্ গৃহে। কামমর্থঞ্চ ধর্ম্মান্ স্বান্ দোগ্ধি ভূয়ঃ পিপর্ত্তি তান্॥ ১
স চাপি ভগবদ্ধর্ম্মাৎ কামমূঢ়ঃ পরাঙ্মুখঃ। যজতে ক্রতুভির্দেবান্ পিতৄংশ্চ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥ ২॥
তচ্ছ্রদ্ধয়াক্রান্তমতিঃ পিতৃদেবব্রতঃ পুমান্। গত্বা চান্দ্রমসং লোকং সোমপাঃ পুনরেষ্যতি॥ ৩॥

অন্বয়ঃ।—অথ যঃ কামমূঢ়ঃ (বিষয়বিমূঢ়চিত্তঃ) ভগবদ্ধর্ম্মাৎ পরাঙ্মুখঃ (ভগবদারাধনরূপে ধর্ম্মে বিমুখঃ সন্) গৃহে এব আবসন্ (গৃহস্থাশ্রমে এব তিষ্ঠন্) গৃহমেধীয়ান্ (গৃহমেধিনঃ গৃহস্থাঃ তেষাম্ ইমে ইতি গৃহমেধীয়াঃ তান্, গৃহিজনসম্বন্ধীয়ানিত্যর্থঃ) স্বান্ ধর্ম্মান্ কামম্ অর্থঞ্চ দোগ্ধি (শাস্ত্রবিহিতান্যেব কাম্যকর্ম্মাণি অনুষ্ঠায় অর্থ-কামাদিরূপং তৎফলম্ আহরতি ইতি ভাবঃ) তান্ (ধর্ম্মান্) ভূয়ঃ (দোহনানন্তরং পুনরপি) পিপর্ত্তি (অনুতিষ্ঠতি) স চাপি শ্রদ্ধয়া অন্বিতঃ (যুক্তঃ সন্) ক্রতুভিঃ (যজ্ঞাদিভিঃ) দেবান্ পিতৄংশ্চ যজতে (আরাধয়তি)॥ ১।২

মূলানুবাদ।—ভগবান্ শ্রীকপিল বলিলেন—যে ব্যক্তি, শ্রীভগবানের আরাধনায় বিমুখ হইয়া কামনামুগ্ধ-চিত্তে গৃহস্থাশ্রমেই অবস্থান পূর্ব্বক গৃহস্থসম্বন্ধীয় স্বধর্ম্ম আচরণ করিয়া অর্থ, কাম প্রভৃতি ফল সংগ্রহ করে, সেও শ্রদ্ধাযুক্তচিত্তে যাগাদি অনুষ্ঠান দ্বারা দেবতা ও পিতৃলোকের আরাধনা করে॥ ১।২

শ্রীধরটীকা।—দ্বাত্রিংশে সাত্ত্বিকী ধর্ম্মৈরূর্দ্ধা গতিরুদীর্য্যতে। তত্ত্বজ্ঞানবিহীনস্য ততশ্চ পুনরাগতিঃ॥

তদেবং পাপকর্ম্মণো গতিরুক্তা, ইদানীং কাম্যকর্ম্মণো গতিমাহ—অথেতি চতুর্ভিঃ। যো গৃহ এবাবসন্ স্বান্ ধর্ম্মান্ দোগ্ধি। দোহমাহ। কামমর্থঞ্চ। তান্ দুগ্ধান্ ধর্ম্মান্ পুনঃ পিপর্ত্তি পুরয়তি অনুতিষ্ঠতি॥ ১॥ সোঽপি ভগবদারাধনরূপাদ্ধর্ম্মাৎ পরাঙ্মুখঃ সন্ প্রাকৃতানপি দেবান্ পিতৄংশ্চ যজতে॥ ১

অন্বয়ঃ।—তচ্ছ্রদ্ধয়াক্রান্তমতিঃ (তেষু পিতৃষু দেবেষু চ শ্রদ্ধয়া আক্রান্তা যুক্তা মতির্যস্য সঃ) পিতৃদেবব্রতঃ (পিতৃপুরুষাণাং দেবানাঞ্চ আরাধনাতৎপরঃ) পুমান্ (জনঃ) চান্দ্রমসং লোকং (চন্দ্রলোকং) গত্বা সোমপাঃ (সোমপায়ী সন্) পুনরেষ্যতি (অস্মিন্ মর্ত্ত্যলোকে পুনরাগমিষ্যতি)॥ ৩

মূলানুবাদ।—শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে পিতৃলোক ও দেবতাগণের আরাধনাকারী ব্যক্তি চন্দ্রলোকে গমন করিয়া তথায় সোমরস পান করিয়া আবার এই মর্ত্ত্যধামে ফিরিয়া আসিবে॥ ৩

শ্রীধরটীকা।—ততঃ কিম্? অত আহ। তেষাং শ্রদ্ধয়া আক্রান্তা ব্যাপ্তা মতির্যস্য। পিত্রর্থং দেবতার্থঞ্চ ব্রতং নিয়মো যস্য। সোমপাস্তত্র সোমং পীত্বেত্যর্থঃ॥ ৩

যদা চাহীন্দ্রশয্যায়াং শেতেঽনন্তাসনো হরিঃ । তদা লোকা লয়ং যান্তি ত এতে গৃহমেধিনাম্ ॥৪॥
যে স্বধর্ম্মং ন দুহ্যন্তি ধীরাঃ কামার্থহেতবে । নিঃসঙ্গা ন্যস্তকর্ম্মাণঃ প্রশান্তাঃ শুদ্ধচেতসঃ ॥ ৫ ॥
নিবৃত্তিধর্ম্মনিরতা নির্ম্মমা নিরহঙ্কৃতাঃ । স্বধর্ম্মাপ্তেন সত্ত্বেন পরিশুদ্ধেন চেতসা ॥ ৬ ॥
সূর্য্যদ্বারেণ তে যান্তি পুরুষং বিশ্বতোমুখম্ । পরাবরেশং প্রকৃতিমস্যোৎপত্ত্যন্তভাবনম্ ॥ ৭ ॥
দ্বিপরার্দ্ধাবসানে যঃ প্রলয়ো ব্রহ্মণস্তু তে । তাবদধ্যাসতে লোকং পরস্য পরিচিন্তকাঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ ।—অনন্তাসনঃ (অনন্তঃ শেষনাগঃ আসনং প্রলয়কালে বিশ্রামস্থানং যস্য সঃ) হরিঃ যদা অহীন্দ্রশয্যায়াং (অহীন্দ্রঃ সর্পরাজঃ অনন্তঃ, স এব শয্যা, তস্যাং) শেতে, তদা গৃহমেধিনাং (গৃহস্থানাং) তে এতে লোকাশ্চ (গৃহিভিঃ কার্য্যকর্ম্মমহিম্না ভোগ্যাস্তে চন্দ্রলোকপ্রভৃতয়শ্চ) লয়ং যান্তি ।। ৪

মূলানুবাদ ।—অনন্তাসন শ্রীহরি যখন সেই অনন্তশয্যায় শয়ন করেন, তখন গৃহীদিগের ভোগ্য এই সকল চন্দ্রলোক প্রভৃতি স্থানগুলিও লয়প্রাপ্ত হয় ।। ৪

শ্রীধরটীকা ।—লোকে তিষ্ঠত্যপি পুণ্যক্ষয়াৎ পাতমুক্ত্বা লোকানামপি লয়মাহ । যদা চ অহরহঃপ্রলয়ে ॥ ৪

অন্বয়ঃ ।—নির্ম্মমাঃ (মমত্ববোধশূন্যাঃ) নিরহঙ্কৃতাঃ (অহংজ্ঞানরহিতাঃ) নিঃসঙ্গাঃ (অনাসক্তচিত্তাঃ) [অতএব] ন্যস্তকর্ম্মাণঃ (ঈশ্বরে সমর্পিতকর্ম্মফলাঃ) প্রশান্তাঃ শুদ্ধচেতসঃ (নিবৃত্তিধর্ম্মনিরতাঃ নিবৃত্তিধর্ম্মঃ নিষ্কামতয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মানুষ্ঠানং তত্র নিরতাঃ) স্বধর্ম্মাপ্তেন (স্বধর্ম্মপ্রতিপালনবশাৎ লব্ধেন) সত্ত্বেন (হেতুনা) পরিশুদ্ধেন (নির্ম্মলেন) চেতসা (উপলক্ষিতা) যে ধীরাঃ কামার্থহেতবে স্বধর্ম্মং ন দুহ্যন্তি (দুহন্তীত্যর্থে দুহ্যন্তিপ্রয়োগ আর্ষঃ যে স্বধর্ম্মং কামার্থাদিতুচ্ছফলকামনাপূর্ব্বকত্বেন নানুতিষ্ঠন্তীতি ভাবঃ) তে (ধীরাঃ) সূর্য্যদ্বারেণ (সূর্য্যং দ্বারীকৃত্য) অস্য (বিশ্বস্য) উৎপত্ত্যন্তভাবনং (সৃষ্টিসংহারনিমিত্তং) প্রকৃতিম্ (উপাদানস্বরূপঞ্চ) বিশ্বতোমুখং পরাবরেশং (পরেষাং কারণানাম্ অপরেষাং কার্য্যাণাঞ্চ ঈশং নিয়ন্তারং) পুরুষং (ভগবন্তং) যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ৫—৭

মূলানুবাদ ।—যে ধীরব্যক্তিগণ নির্ম্মম, নিরহঙ্কার ও আসক্তিহীন অবস্থায় ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণপূর্ব্বক শান্ত ও শুদ্ধচিত্তে নিবৃত্তিপথে রত হইয়া থাকেন, তাঁহারা নিষ্কাম ভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ লাভ করেন, সুতরাং অন্তঃকরণে কোন প্রকার মলিনতা থাকে না ; ইহারা সেই জগতের উপাদান ও সৃষ্টি-সংহারের কারণীভূত পরমপুরুষকে সূর্য্যরশ্মি দ্বারা প্রাপ্ত হন ॥ ৫—৭

শ্রীধরটীকা ।—ভগবদ্ধর্ম্মনিষ্ঠানাং তৎপ্রাপ্তিমেব গতিমাহ ত্রিভিঃ । যে তু কামার্থপ্রয়োজনায় স্বধর্ম্মং ন দুহ্যন্তি ন দুহন্তি । নিঃসঙ্গাঃ অনাসক্তাঃ ন্যস্তানি ঈশ্বরে সমর্পিতানি কর্ম্মাণি যৈঃ ॥ ৫।৬

শ্রীধরটীকা ।—বিশ্বতোমুখং পরিপূর্ণং পুরুষং যান্তি । তথা চ শ্রুতি—সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি। যত্রামৃতঃ পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা ইতি । প্রকৃতিমুপাদানকারণম্, উৎপত্ত্যন্তভাবনং নিমিত্তকারণম্ ॥ ৭

অন্বয়ঃ ।—[যে] পরস্য (হিরণ্যগর্ভস্য) পরিচিন্তকাঃ (পরমেশ্বরজ্ঞানেন উপাসকাঃ) তে, দ্বিপরার্দ্ধাবসানে তু ব্রহ্মণঃ যঃ প্রলয়ঃ (আয়ুঃপরিসমাপ্তিঃ) [স যাবন্ন ভবতি] তাবৎ (ব্রহ্মণঃ স্থিতিকালপর্য্যন্তমিতি ভাবঃ) লোকং (ব্রহ্মলোকম্) অধ্যাসতে (অধিতিষ্ঠন্তি) ॥ ৮

মূলানুবাদ ।—যাঁহারা পরমেশ্বরজ্ঞানে ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা দ্বিপরার্দ্ধপরিমিত কালের অবসানে ব্রহ্মার যে প্রলয় হয়, তাবৎকাল (ব্রহ্মার স্থিতিকাল) পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করেন ॥ ৮

শ্রীধরটীকা ।—পরমেশ্বরদৃষ্ট্যা হিরণ্যগর্ভোপাসকানামপি ক্রমেণ তৎপ্রাপ্তিমাহ দ্বিপরার্দ্ধাবসান ইতি ত্রিভিঃ । পরস্য হিরণ্যগর্ভস্য পরিচিন্তকাঃ পরমেশ্বরদৃষ্ট্যা উপাসকাঃ ॥ ৮

ক্ষ্মাঽম্ভোঽনলানিলবিয়ন্মনইন্দ্রিয়ার্থ-ভূতাদিভিঃ পরিবৃতং প্রতিসঞ্জিহীর্ষুঃ।
অব্যাকৃতং বিশতি যর্হি গুণত্রয়াত্মা কালং পরাখ্যমনুভূয় পরঃ স্বয়ম্ভূঃ ॥৯॥
এবং পরেত্য ভগবন্তমনুপ্রবিষ্টা যে যোগিনো জিতমরুন্মনসো বিরাগাঃ।
তেনৈব সাকমমৃতং পুরুষং পুরাণং ব্রহ্ম প্রধানমুপযান্ত্যগতাভিমানাঃ ॥১০॥

অন্বয়ঃ।—পরঃ (দেবশ্রেষ্ঠঃ) স্বয়ম্ভূঃ (ব্রহ্মা) পরাখ্যং কালং (দ্বিপরার্দ্ধস্বরূপং কালম্) অনুভূয় যর্হি (যদা) ক্ষ্মাঽম্ভোঽনলানিলবিয়ন্মনইন্দ্রিয়ার্থভূতাদিভিঃ (ক্ষ্মা পৃথিবী, অম্ভঃ জলম্, অনলঃ তেজঃ, অনিলঃ বায়ুঃ, বিয়ৎ আকাশম্, এতে পঞ্চ মহাভূতাঃ, মনঃ, ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি, অর্থাঃ রূপাদয়ো বিষয়াঃ, ভূতাদিঃ অহঙ্কারঃ, তৈঃ পরিবৃতং যুক্তং ব্রহ্মাণ্ডমিতি যাবৎ) প্রতিসংজিহীর্ষুঃ (প্রতিসংহর্ত্তুমিচ্ছুঃ ভবতি) [তদা] গুণত্রয়াত্মা (ত্রিগুণাত্মিকয়া প্রকৃত্যা সহ অভিন্নাত্ম সন্) অব্যাকৃতং (পরমেশ্বরং) বিশতি॥ ৯

মূলানুবাদ।—দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা দ্বিপরার্দ্ধপরিমিত কাল ভোগ করিয়া যখন পঞ্চভূত, মন, ইন্দ্রিয়, রূপাদি বিষয় ও অহঙ্কার ইত্যাদি দ্বারা পরিপূর্ণ এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়সাধন করিতে অভিলাষী হন, তখন তিনি প্রকৃতির সহিত একরূপ হইয়া নির্ব্বিকার পরমেশ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন॥ ৯

শ্রীধরটীকা।—ক্ষ্মাদীনি পঞ্চমহাভূতানি মনশ্চ ইন্দ্রিয়াণি চ অর্থাশ্চ শব্দাদয়ঃ ভূতাদিশ্চাহঙ্কারঃ এবমাদিভিঃ পরিবৃতং যুক্তং ব্রহ্মাণ্ডং প্রতিসংহর্ত্তুমিচ্ছুঃ সন্। অব্যাকৃতমীশ্বরম্। পরাখ্যং দ্বিপরার্দ্ধলক্ষণং কালম্॥ ৯

অন্বয়ঃ।—এবম্ (ঈশ্বরবুদ্ধ্যা ব্রহ্মণ উপাসনয়া) জিতমরুন্মনসঃ (মরুতঃ প্রাণাদয়ো বায়বঃ, মনশ্চ তানি জিতানি যৈঃ তে) বিরাগাঃ (বিষয়বিতৃষ্ণাঃ) যে যোগিনঃ পরেত্য (মৃত্বা) ভগবন্তং (ব্রহ্মাণম্) অনুপ্রবিষ্টাঃ (ব্রহ্মণি লয়প্রাপ্তাঃ ভবন্তি) [তে] তেন (ব্রহ্মণা) সাকম্ এব (সহৈব, ন তু স্বাতন্ত্র্যেণ) অমৃতং (নিত্যং) প্রধানং (সর্ব্বোত্তমং) পুরাণং পুরুষং ব্রহ্ম (ভগবন্তমিতি যাবৎ) উপযান্তি (লভন্তে) [স্বাতন্ত্র্যেণালাভে হেতুমাহ] অগতাভিমানাঃ (যতস্তেষামভিমানো ন নিবৃত্ত ইত্যর্থঃ)॥ ১০

মূলানুবাদ।—যে যোগিগণ প্রাণাদি বায়ু ও অন্তঃকরণকে আয়ত্ত করিয়া বিষয়ের (রূপরসাদির) প্রতি অনাসক্তচিত্তে ঈশ্বরজ্ঞানে ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া মৃত্যুর পর ব্রহ্মাতে লয়প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সেই ব্রহ্মাকে আশ্রয় করিয়াই সেই নিত্য সর্ব্বোত্তম আদিপুরুষ শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বাধীন ভাবে নহে; (যেহেতু) তখনও তাঁহাদের অভিমাননিবৃত্তি হয় নাই॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—পরেত্য দূরং গত্বা ভগবন্তং হিরণ্যগর্ভমনুপ্রবিষ্টা যে যোগিনঃ অমৃতং পরমানন্দরূপং প্রধানমুৎকৃষ্টং ব্রহ্ম তেনৈব সহ উপযান্তি ন তু পূর্ব্বম্। যতস্তদা অগতাভিমানাঃ। তথা চ স্মৃতিঃ—"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদমিতি॥" ১০

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীকপিল পূর্ব্ববর্ত্তী দুই অধ্যায়ে জীবের তামসী ও রাজসী গতি বর্ণনা করিয়া সম্প্রতি বর্ত্তমান অধ্যায়ে সাত্ত্বিকীগতি বর্ণনা করিতেছেন। যে সকল মানব সত্ত্বগুণপ্রধান, তাহাদের মধ্যেও কেহ সকামকর্ম্মপরায়ণ, কেহ বা নিষ্কামকর্ম্মে ব্রতী। সাত্ত্বিক সকামকর্ম্মিগণ শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে যথাশাস্ত্রীয় বিধি অনুসারেই যজ্ঞাদি ও শ্রাদ্ধতর্পণাদি দ্বারা দেবলোকের ও পিতৃলোকের আরাধনা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কামনাহীন না হওয়া পর্য্যন্ত অন্তঃকরণ তেমন একনিষ্ঠ ভাবে একমাত্র শ্রীভগবানের প্রতি স্থির থাকে না; কারণ শাস্ত্রের বিধি অনুসারে এক এক প্রকার ফলের জন্য এক এক প্রকার কর্ম্মের আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া

অথ তৎ সর্ব্বভূতানাং হৃৎপদ্মেষু কৃতালয়ম্।
শ্রুতানুভাবং শরণং ব্রজ ভাবেন ভাবিনি ॥ ১১ ॥

যায়। যেমন—"কারীর্য্যা বৃষ্টিকামো যজেত" "বৃষ্টিপ্রার্থী কারীরী যাগ করিবে" "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" "স্বর্গাভিলাষী অশ্বমেধ যাগ করিবে" ইত্যাদি। এই সকল বিধিবাক্যে প্রগাঢ় আস্থাবশতঃ বিভিন্ন ফলের জন্য বিভিন্ন প্রকার কর্ম্মে প্রবৃত্তি না হইয়া পারে না। এইজন্য তাঁহারা ঠিক অনন্যমনে ভগবৎপরায়ণ হইতে না পারায় তাঁহাদের সেই সাধনা বৈধ হইলেও পরমার্থপ্রদ নহে, অর্থাৎ ঐরূপ কার্য্যের দ্বারা কোন প্রকার অক্ষয় ফল লাভ হইতে পারে না। কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে অদৃষ্ট জন্মে, তদনুযায়ী ফল ভোগ দ্বারা ঐ অদৃষ্ট ক্ষয় হইয়া যায়, সুতরাং জীবকে আবার এই মর্ত্তধামে ফিরিয়া আসিতে হয়। আর যাঁহারা নিষ্কামকর্ম্মপরায়ণ, তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যের দ্বারা নূতন আর কোনও অদৃষ্ট জন্মে না, অথচ প্রাক্তন সমস্ত ক্ষয় হইয়া যায়; সুতরাং তাঁহারা "গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্। জন্মমৃতুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥" "দেহী ক্রমশঃ গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া জন্ম, মৃত্যু জরা প্রভৃতি দুঃখ হইতে উদ্ধার পাইয়া অক্ষয় মোক্ষফল লাভ করিয়া থাকে" এই গীতাকথিত সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারেন। এইরূপ সকাম ও নিষ্কাম ভেদে ফলগত ভেদ প্রদর্শন করিতে যাইয়া দৃষ্টান্তরূপে চন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতিও যে স্থায়ী ফল নহে, ভগবান্ শ্রীকপিল তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এক একবার মহাপ্রলয়ের পর যখন লীলাময় শ্রীভগবানের ইচ্ছাক্রমে আবার সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া যেরূপে সৃষ্টিবিস্তার সাধিত হয়, তাহা এই স্কন্ধের প্রথমভাগে ও দ্বিতীয় স্কন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। তৎসঙ্গেই কথিত হইয়াছে—ভূঃ প্রভৃতি সপ্তলোক এবং অতল প্রভৃতি সপ্ত পাতাল এই চতুর্দ্দশ ভুবনই সৃষ্ট পদার্থ; মহাপ্রলয়ে ইহার কোনটীই থাকে না, সৃষ্টির বিপরীতক্রমে ক্রমশঃ কারণে লয় হইতে হইতে প্রকৃতি অর্থাৎ শ্রীভগবানের মায়াশক্তিতে লীন হয় এবং মায়াও শ্রীভগবানে লীন হইয়া থাকেন। এই প্রকারে সমস্তই যখন নশ্বর, তখন ব্রহ্মলোক, চন্দ্রলোক কিছুই অক্ষয় নহে; অতএব সাত্ত্বিক অধিকারীদিগের মধ্যেও সকামসম্প্রদায় অপ্রশস্ত। নিষ্কামকর্ম্মীদিগের মধ্যে যাঁহারা ভেদবুদ্ধিশূন্য, অনন্যমনে একমাত্র শ্রীভগবানের প্রতিই প্রগাঢ় ভক্তিসম্পন্ন, তাঁহারাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে পারেন এবং পুনরাবর্ত্তনদুঃখ অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। আর যাঁহারা ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন, অথবা ব্রহ্মাদি সগুণ দেবতার প্রতি ভগবদ্ভাব জ্ঞান করিয়া ভগবান্ বলিয়াই ব্রহ্মাদির উপাসনা করেন, তাঁহারাও পরম্পরায় ভগবান্‌কে লাভ করেন অর্থাৎ সেইরূপ উপাসনার ফলে সে ব্যক্তি প্রথমতঃ ব্রহ্মাকে লাভ করেন, তার পর ব্রহ্মা যখন দ্বিপরার্দ্ধ পরিমিত স্বীয় ভোগ্যকালের অবসানে ভগবানে লয়প্রাপ্ত হন, সেই সাধকও ব্রহ্মার সহিত তৎকালে ভগবানে লীন হন; কিন্তু আবার যখন সৃষ্টিপ্রারম্ভে ব্রহ্মাকে ফিরিয়া আসিতে হয়, তখন তাঁহার সহিত সেই সাধককেও ফিরিতে হয়; সুতরাং এইরূপ সাধনাও প্রশস্ত নহে। এইজন্যই ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকপিল মাতাকে উপদেশ দিয়াছেন—হে মাতঃ। তুমি প্রগাঢ় ভক্তি-ভাবে কেবল একমাত্র শ্রীভগবানেরই শরণাপন্ন হও॥ ১—১০

অন্বয়ঃ।—অথ (তস্মাদ্ধেতোঃ) [হে] ভাবিনি! (পরমার্থাভিপ্রায়শালিনি মাতঃ!) [ত্বং] ভাবেন (ভক্তিপ্রকর্ষেণ) সর্ব্বভূতানাং হৃৎপদ্মেষু কৃতালয়ম্ (অন্তর্যামিতয়াবস্থিতং) শ্রুতানুভাবং (বিদিতমহিমানং) তৎ ('ভগবন্তমেব) শরণং ব্রজ ॥ ১১

মূলানুবাদ।—মাতঃ! তোমার অভিপ্রায় পরমার্থ লাভ করা, অতএব তুমি পরমভক্তি সহকারে সেই সর্ব্বভূতের হৃৎপদ্মে বিরাজমান শ্রীভগবানেরই শরণাগত হও। তাঁহার মহিমা ত বিস্তারিত ভাবেই শ্রবণ করিয়াছ॥ ১১

আদ্যঃ স্থিরচরাণাং যো বেদগর্ভঃ সহর্ষিভিঃ।
যোগেশ্বরৈঃ কুমারাদ্যৈঃ সিদ্ধৈর্যোগপ্রবর্ত্তকৈঃ ॥ ১২ ॥
ভেদদৃষ্ট্যাভিমানেন নিঃসঙ্গেনাপি কর্ম্মণা। কর্ত্তৃত্বাৎ সগুণং ব্রহ্ম পুরুষং পুরুষর্ষভম্ ॥ ১৩ ॥
স সংসৃত্য পুনঃ কালে কালেনেশ্বরমূর্ত্তিনা। জাতে গুণব্যতিকরে যথা পূর্ব্বং প্রজায়তে ॥ ১৪ ॥
ঐশ্বর্য্যং পারমেষ্ঠ্যঞ্চ তেঽপি কর্ম্মবিনির্ম্মিতম্। নিষেব্য পুনরায়ান্তি গুণব্যতিকরে সতি ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—ভগবদুপাসকাস্তু সাক্ষাদেব তং প্রাপ্নুবন্তি ন তু ক্রমেণ, অতস্তং তমেব ভজেত্যাহ। অথ তস্মাৎ। ভাবেন প্রেম্না ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—স্থিরচরাণাং (স্থাবরজঙ্গমানাং সর্ব্বেষাম্) আদ্যঃ (আদিকর্ত্তা) যো বেদগর্ভঃ (ব্রহ্মা) সঃ নিঃসঙ্গেন কর্ম্মণাপি (আসক্তিশূন্যেন কর্ম্মণা উপলক্ষিতোঽপি) কালে (সৃষ্টিপ্রারম্ভে) ঈশ্বরমূর্ত্তিনা (ভগবৎস্বরূপবিশেষেণ) কালেন গুণব্যতিকরে (গুণানাং ত্রিগুণাত্মিকায়াঃ প্রকৃতেরিতি যাবৎ, ব্যতিকরে ক্ষোভে) জাতে (উৎপন্নে সতি) যোগেশ্বরৈঃ (আয়ত্তীকৃতযোগৈঃ) ঋষিভিঃ (মরীচিপ্রভৃতিভিঃ) যোগপ্রবর্ত্তকৈঃ (সাঙ্খ্যযোগপ্রচারকারিভিঃ) সিদ্ধৈঃ (অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধিসম্পন্নৈঃ) কুমারাদ্যৈঃ (সনৎকুমারপ্রভৃতিভিশ্চ) সহ ভেদদৃষ্ট্যা অভিমানেন (যথা রুদ্রঃ সংহরতি, বিষ্ণুঃ পালয়তি, যথা অহং ব্রহ্মাপি সৃষ্টিং সম্পাদয়ামি ইত্যেবং ভেদজ্ঞানপূর্ব্বকাভিমানেন হেতুনা) কর্ত্তৃত্বাৎ (কর্ত্তৃত্বপ্রাপ্তিবশাৎ) [প্রথমং পারমেষ্ঠ্যম্ ঐশ্বর্য্যং ততশ্চ প্রলয়ে] স্বগুণং (রজোগুণবহুলং) পুরুষর্ষভং (শ্রেষ্ঠং) পুরুষং ব্রহ্ম (মহাদাদিস্রষ্টৃ পুরুষং) সংসৃত্য (প্রাপ্য) যথা পূর্ব্বঃ (পূর্ব্বপূর্ব্বকল্প ইব) প্রজায়তে ॥ ১২—১৪

মূলানুবাদ।—স্থাবর-জঙ্গমাদি সকল পদার্থের যিনি আদিকর্ত্তা, সেই বেদগর্ভ ব্রহ্মা নিষ্কামভাবেই কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তথাপি ভেদজ্ঞানসহকৃত অভিমানবশতঃ তিনি কর্ত্তৃত্বশালী হইয়া থাকেন ; সুতরাং যোগসিদ্ধ মরীচি প্রভৃতি এবং সাঙ্খ্যযোগপ্রচারক সনৎকুমারাদি ঋষিবর্গ সহ তিনি (প্রথমতঃ অপার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া) পরে (প্রলয়কালে) সগুণ ব্রহ্মস্বরূপ মহত্তত্ত্বাদির সৃষ্টিকর্ত্তাকে আশ্রয় করিয়া তদনন্তর সৃষ্টিপ্রারম্ভে প্রকৃতির গুণক্ষোভ উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ১২—১৪

শ্রীধরটীকা।—এবং তাবদ্ভগবদ্ভক্তানাং নিরন্তরমেব তৎপ্রাপ্তিঃ ভগবদভেদেন হিরণ্যগর্ভোপাসকানান্তু ক্রমেণেত্যুক্তম্। ভেদেনোপাসনে তু ব্রহ্মাদয়োঽপ্যাবর্ত্তন্তে কিমুতান্য ইত্যাহ—আদ্য ইতি চতুর্ভিঃ। যো বেদগর্ভঃ সোঽপি গুণব্যতিকরে জাতে যথা পূর্ব্বং ব্রহ্মপদাধিকৃতঃ সন্ প্রজায়তে ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। ন কেবলম্ এব একঃ কিন্তু ঋষিভির্ম্মরীচ্যাদিভির্যোগেশ্বরাদিভিশ্চ সহ ॥ ১২ ॥ জন্মনি হেতুদ্বয়ম্—ভেদদৃষ্ট্যা অভিমানেন কর্ত্তৃত্বাদিতি চ যথাপূর্ব্বত্বে হেতুঃ—নিঃসঙ্গেন কেবলং স নিষ্কামেণ কর্ম্মণেতি ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—তেঽপি (মরীচিপ্রভৃতয়োঽপি) কর্ম্মবিনির্ম্মিতং (স্ব স্ব-কর্ম্মাধীনং) পারমেষ্ঠ্যম্ ঐশ্বর্য্যঞ্চ (প্রাধান্যম্ অণিমাদিকঞ্চ) নিষেব্য (উপভুজ্য) [ততঃ] গুণব্যতিকরে সতি (সর্গাদৌ প্রকৃতেগুর্ণক্ষোভে জাতে সতি) পুনঃ আয়ান্তি। ব্রহ্মাণং দ্বারীকৃত্য উৎপদ্যন্তে) ॥ ১৫

মূলানুবাদ।—সেই মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণও স্ব স্ব কর্ম্মদ্বারা সম্পাদিত শ্রেষ্ঠতা ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সমুদয় ভোগ করিয়া পরে প্রলয়ানন্তর পুনঃ সৃষ্টিপ্রারম্ভে প্রকৃতির গুণক্ষোভ জন্মিলে (ব্রহ্মাকে আশ্রয় করিয়া) আবার জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা।—কিং কৃত্বা প্রজায়তে ? প্রথমং পারমেষ্ঠ্যমৈশ্বর্য্যং নিষেব্য পশ্চাৎ প্রলয়ে সগুণং গুণাধিষ্ঠাতারং

যে ত্বিহাসক্তমনসঃ কর্ম্মস্থ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। কুর্ব্বন্ত্যপ্রতিষিদ্ধানি নিত্যান্যপি চ কৃৎস্নশঃ ॥ ১৬ ॥
রজসা কুণ্ঠমনসঃ কামাত্মানোঽজিতেন্দ্রিয়াঃ। পিতৄন্ যজন্ত্যনুদিনং গৃহেষ্বভিরতাশয়াঃ ॥ ১৭ ॥
ত্রৈবর্গিকাস্তে পুরুষা বিমুখা হরিমেধসঃ। কথায়াং কথনীয়োরুবিক্রমস্য মধুদ্বিষঃ ॥ ১৮ ॥
নূনং দৈবেন বিহতা যে চাচ্যুতকথাসুধাম্। হিত্বা শৃণ্বন্ত্যসদ্গাথাঃ পুরীষমিব বিড়্ভুজঃ ॥ ১৯ ॥

পুরুষং প্রথমাবতাররূপং সংস্থৃত্য প্রাপ্য। তেঽপি ঋষিপ্রমুখাঃ স্বকর্ম্মনির্ম্মিতমৈশ্বর্য্যং নিষেব্য পুরুষঞ্চ সংস্থৃত্য যথা পূর্ব্বং স্বস্বাধিকারেণ পুনরায়ান্তীত্যন্বয়ঃ ॥ ১৪।১৫

অন্বয়ঃ।—রজসা (রজোগুণেন) কুণ্ঠমনসঃ (অভিভূতচিত্তাঃ) কামাত্মানঃ (কামনাপরায়ণাঃ) অজিতেন্দ্রিয়াঃ, গৃহেষু (গৃহদেহপুত্রকলত্রাদিষু ইত্যর্থঃ) অভিরতাশয়াঃ (অনুরক্তহৃদয়াঃ) যে তু ইহ (সংসারে) কর্ম্মসু আসক্তমনসঃ শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ (যুক্তাঃ সন্তঃ) অপ্রতিষিদ্ধানি (কাম্যানি) নিত্যান্যপি চ (কর্ম্মাণি) কৃৎস্নশঃ (সর্ব্বাণি) কুর্ব্বন্তি, অনুদিনং (সর্ব্বদা) পিতৄন্ যজন্তি (আরাধয়ন্তি চ) [তে অর্যম্নঃ দক্ষিণেন পথা পিতৃলোকং ব্রজন্তি ইতি উত্তরত্র ক্রিয়াপরিসমাপ্তিঃ] ॥ ১৬।১৭

মূলানুবাদ।—যাঁহাদের চিত্ত রজোগুণে অভিভূত, অতএব ইন্দ্রিয়বর্গকে জয় করিতে না পারিয়া কামনা-পরায়ণ ও গৃহাদির প্রতি যাঁহারা একান্ত অনুরক্ত, এরূপ হইয়াও যাঁহারা ইহলোকে সর্ব্বদা কর্ম্মে আসক্ত ও শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে কাম্য ও নিত্যকর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করেন এবং সর্ব্বদা পিতৃলোকের আরাধনা করেন, [তাঁহারা সূর্য্যের দক্ষিণায়নস্বরূপ ধূমময় পথে পিতৃলোকে গমন করেন] ॥ ১৬।১৭

শ্রীধরটীকা।—যথা ব্রহ্মোপাসকানামপি ভেদদর্শনাভিমানাভ্যাম্ এবমাবৃত্তিস্তদা কাম্যকর্ম্মিনাং কিং বক্তব্যমিতি তান্ নিন্দন্নাহ ষড়্ভিঃ! যে ত্বিহ কর্ম্মস্বাসক্তমনসঃ সন্তঃ অপ্রতিষিদ্ধানি কাম্যানি নিত্যানি চ কর্ম্মাণি কৃৎস্নানি কুর্ব্বন্তি তেঽর্য্যম্নো দক্ষিণেন পথা ধূমমার্গেণ পিতৃলোকং ব্রজন্তীতি পঞ্চমেনান্বয়ঃ। মধ্যে তন্নিন্দা ॥ ১৬।১৭

অন্বয়ঃ।—[যে চ] হরিমেধসঃ (হরিঃ সংসারহারিণী মেধা বুদ্ধির্যস্য, যদ্বিষয়িণী বুদ্ধিঃ সংসারং হরতি তস্যেত্যর্থঃ) কথনীয়োরুবিক্রমস্য (কথনীয়া উরবো মহান্তঃ বিক্রমা যস্য তস্য) মধুদ্বিষঃ (ভগবতো মধুসূদনস্য) কথায়াং বিমুখাঃ (নিঃস্পৃহাঃ সন্তঃ) ত্রৈবর্গিকাঃ (ধর্ম্মার্থকামপরায়ণাঃ ভবন্তি) তে (উত্তরত্র ক্রিয়ান্বয়ঃ) ॥ ১৮

মূলানুবাদ।—যাঁহার প্রবলপরাক্রমবৃত্তান্ত সর্ব্বজনের কীর্ত্তনীয়, সেই ভবভয়হারী শ্রীমধুসূদনের কথায় বিমুখ হইয়া যাঁহারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গসাধনে তৎপর হন, তাঁহারা—॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—যে চ নূনং (নিশ্চিতং) দৈবেন বিহতাঃ (দুর্ভাগ্যতাড়িতাঃ) বিড়্ভুজঃ (বিষ্ঠাভোজনশীলাঃ কুক্কুরাদয়ঃ) পুরীষমিব (উত্তমং বস্ত্বন্তরমপি পরিহৃত্য যথা বিষ্ঠামেব গৃহ্ণান্তি তথা) অচ্যুতকথাসুধাং (ভগবৎকথারূপাং সুধাং) হিত্বা (পরিত্যজ্য) অসদ্গাথাঃ (অসতামুপাখ্যানং) শৃন্বন্তি, (তে) ॥ ১৯

মূলানুবাদ।—এবং কুক্কুর প্রভৃতি বিষ্ঠাভোজীপ্রাণী যেমন অপর উত্তমবস্তু উপেক্ষা করিয়া বিষ্ঠাই গ্রহণ করে, সেইরূপ যে সকল ব্যক্তি অবশ্য দুর্ভাগ্যের তাড়নায় শ্রীভগবানের কথামৃত ত্যাগ করিয়া দুষ্টলোকের উপাখ্যান শ্রবণ করে, (তাঁহারা—) ॥ ১৯

শ্রীধরটীকা।—হরতি সংসারং মেধা যস্য, কথনীয়া উরবো বিক্রমা যস্য, তস্য মধুদ্বিষঃ কথায়াং বিমুখাঃ সন্তো যে ত্রৈবর্গিকাঃ ; যে চাচ্যুতকথাসুধাং হিত্বা অসত্যঃ গাথাঃ শৃণ্বন্তি তে নূনং দৈবেন বিহতা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৮।১৯

দক্ষিণেন পথার্য্যম্নঃ পিতৃলোকং ব্রজন্তি তে। প্রজামনু প্রজায়ন্তে শ্মশানান্তক্রিয়াকৃতঃ ॥ ২০ ॥
ততস্তে ক্ষীণসুকৃতাঃ পুনর্লোকমিমং প্রতি। পতন্তি বিবশা দেবৈঃ সদ্যো বিভ্রংশিতোদয়াঃ ॥২১॥
তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বভাবেন ভজস্ব পরমেষ্ঠিনম্। তদ্‌গুণাশ্রয়য়া ভক্ত্যা ভজনীয়পদাম্বুজম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ।—তে (পূর্ব্বোক্তাঃ সর্ব্বে) অর্য্যম্নঃ (সূর্য্যস্য) দক্ষিণেন পথা (ধূমাদিময়েন পথা ইতি যাবৎ) পিতৃলোকং ব্রজন্তি, [ততঃ] প্রজামনু (পুত্রাদিষু) শ্মশানান্তক্রিয়াকৃতঃ (গর্ভাধানাদারভ্য শ্মশানক্রিয়াপর্য্যন্তকারিণঃ সন্তঃ) প্রজায়ন্তে (উৎপদ্যন্তে) ॥ ২০

মূলানুবাদ।—পূর্ব্ব-পূর্ব্বোক্ত সেই সকল ব্যক্তিগণ সূর্য্যের দক্ষিণায়নপথে পিতৃলোকে গমন করেন, (আবার তথা হইতে ফিরিয়া) পুত্রাদিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া শ্মশানভূমির কার্য্য পর্য্যন্ত সমস্ত যথাযথ ভাবে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—পিতৃলোকাৎ পুনঃ প্রজামনু স্বপুত্রাদিষু প্রজায়ন্তে। গর্ভাধানাদারভ্য শ্মশানান্তাঃ ক্রিয়াঃ কৃতবন্তঃ, যথোক্তকারিণ ইত্যর্থঃ ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—[কথং তে প্রজায়ন্তে তদাহ] ততঃ (পিতৃলোকগমনানন্তরং) ক্ষীণসুকৃতাঃ (ভোগেন নিঃশেষিতপুণ্যাঃ) তে (পূর্ব্বোল্লিখিতা জনাঃ, দেবৈঃ (অবশিষ্ট দুর্দ্দৈবরাশিভিঃ) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) বিভ্রংশিতোদয়াঃ (বিভ্রংশিতঃ বিনাশিতঃ উদয়ঃ ভোগসাধনং যেষাং তে তথাবিধাঃ) বিবশাঃ (ব্যাকুলাঃ সন্তঃ) পুনঃ ইমং লোকং প্রতি (মর্ত্তলোকে) পতন্তি (আগচ্ছন্তি) ॥ ২১

মূলানুবাদ।—[তাঁহারা পিতৃলোক হইতে কেন ফিরিয়া আসেন তাহা কথিত হইতেছে] পিতৃলোকে গমন করিবার পর ভোগ দ্বারা তাঁহাদের সুকৃত ক্ষয় হইলে অবশিষ্ট দুর্দ্দৈববশে অচিরে তাঁহারা তত্রত্য ভোগ হইতে বিচ্যুত হইয়া ব্যাকুলভাবে আবার এই মর্ত্তলোকে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন ॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—কথং প্রজায়ন্তে, তদাহ। ততস্তে পুনরিমং লোকং প্রতি পতন্তি, বিভ্রংশিত উদয়ো ভোগসাধনং যেষাম্ ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—তস্মাৎ (হেতোঃ) ত্বং সর্ব্বভাবেন (কায়েন বাচা মনসা চ) ভজনীয়পদাম্বুজং পরমেষ্ঠিনং (পরমেশ্বরং) তদ্‌গুণাশ্রয়য়া (তস্য ভগবতঃ গুণানাশ্রিত্য পরিবর্দ্ধমানয়া) ভক্ত্যা ভজস্ব ॥ ২২

মূলানুবাদ।—অতএব তুমি শ্রীভগবানের গুণমাহাত্ম্যপরিবর্দ্ধনশীল ভক্তি সহকারে কায়মনোবাক্যে সেই পরমেশ্বরের ভজনে প্রবৃত্ত হও, তাঁহার পাদপদ্মই একমাত্র ভজনীয় ॥ ২২

শ্রীধরটীকা।—পরমেষ্ঠিনং পরমেশ্বরম্। সর্ব্বভাবেন অতিপ্রীত্যা। তস্য গুণানাশ্রয়তে যা ভক্তিস্তয়া ॥ ২২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—সকামকর্ম্মী অপেক্ষা নিষ্কামকর্ম্মী উত্তম, আবার নিষ্কামদিগের মধ্যেও যাঁহারা ভেদবুদ্ধিশালী আত্মাভিমানসম্পন্ন, তদপেক্ষা ভেদবুদ্ধিহীন নিরভিমান ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। জ্ঞানপথে তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা ভেদবুদ্ধির নিরাস ও অভিমানের অপসারণ অপেক্ষা ভক্তিপথে একান্তমনে ভগবৎসেবায় রত হইতে পারিলে শ্রীভগবানের অনুগ্রহেই সমস্ত রিপু নিরস্ত করা সহজসাধ্য হয়। অতএব সেই পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর, ইহা মাতাকে বুঝাইয়া দেওয়াই ভগবান্ শ্রীকপিলের উদ্দেশ্য। সুতরাং দেখান হইয়াছে যে, শ্রীভগবানের উপর ঐকান্তিক নির্ভর না রাখিয়া "বিষ্ণু যেমন পালন কর্ত্তা, আমিও সেইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা" ইত্যাদি ভেদজ্ঞান ও অভিমানবশতঃ স্বয়ং ব্রহ্মা পর্য্যন্ত পুনরাবর্ত্তনশূন্য পরমগতি লাভে সমর্থ নহেন। একবার যাওয়া

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ । জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং যদ্‌ব্রহ্মদর্শনম্ ॥২৩।
যদাস্য চিত্তমর্থেষু সমেষ্বিন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ । ন বিগৃহ্লাতি বৈষম্যং প্রিয়মপ্রিয়মিত্যুত ॥ ২৪ ॥
স তদৈবাত্মনাত্মানং নিঃসঙ্গং সমদর্শনম্ । হেয়োপাদেয়রহিতমারূঢ়ং পদমীক্ষতে ॥ ২৫ ॥

আবার আসা, ইহা তাঁহাকেও ভোগ করিতে হয়। ব্রহ্মা দ্বিপরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত সৃষ্টিরাজ্যে অসীম ঐশ্বর্য্য, অপ্রতিহত আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াও এই কালের অবসানে যখন মহাপ্রলয় সাধিত হয়, তখন তিনি তাঁহার সমকক্ষ মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ ও সনৎকুমারাদি সিদ্ধপুরুষগণ সহ সগুণ ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকেন ; পুনঃ সৃষ্টিপ্রারম্ভে আবার তাঁহা হইতে উদ্ভূত হন। এস্থলে এই সগুণ ব্রহ্মের বিষয় একটু আলোচনা করা আবশ্যক। অপ্রপঞ্চ নিত্যধামে নিত্যলীলায় বিরাজমান যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্, তিনিই সূক্ষ্ম ও স্থূল উভয় প্রকার প্রপঞ্চে ক্রমশঃ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সৃষ্টিরাজ্যের কল্যাণ সাধিত করেন। প্রলয়কালে সংকর্ষণরূপী ভগবান্ যে অনন্তশয্যায় যোগনিদ্রার আশ্রয়ে বিশ্রাম করেন, তাঁহাতেই মায়া বা প্রকৃতি লীন হইয়া থাকে ; এই লয়প্রাপ্ত মায়ারই নামান্তর কারণার্ণব। সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীভগবান্ প্রথমপুরুষরূপে সেই কারণার্ণবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া মহত্তত্ত্বাদির সৃষ্টি করেন, অর্থাৎ তাঁহার অধিষ্ঠানে মায়া বা প্রকৃতি কার্য্যকারিত্বশক্তি লাভ করিয়া মহদাদিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হন। ফল কথা এই—যে প্রথম পুরুষের কথা উল্লেখ করিলাম, ইহাকেই পূর্ব্বোক্ত সগুণ ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে ; কারণ প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, তাহাতে অধিষ্ঠাননিবন্ধন সেই পুরুষও গুণের সম্বন্ধযুক্ত হইলেন ও এইরূপে চতুর্দ্দশভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া দ্বিতীয় পুরুষরূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ"। এই গেল সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের কথা ; তারপর ক্রমশঃ জীবদেহ প্রভৃতি স্থূল প্রপঞ্চের সৃষ্টি হইলে তৃতীয় পুরুষরূপে ভগবান্ জীবের অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করেন। "বিষ্ণোস্তু ত্রীনি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্ ॥ তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা প্রমুচ্যতে" এই সাত্বত-তন্ত্রের বচনেও ঐরূপ সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। যাহা হউক, ঐ সগুণ ব্রহ্ম বা প্রথম পুরুষ বলিয়া যাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা ও ক্রমশঃ মরীচি প্রভৃতি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, সমগ্র স্থূল প্রপঞ্চের সৃষ্টিকর্ত্তা বেদস্মর্ত্তাও স্বয়ং যখন অভিমানাদিবশে এইরূপ আবর্ত্তন ধারা অতিক্রম করিতে পারেন না, তখন ভেদ, অভিমান সমস্ত ভুলিয়া একমাত্র শ্রীভগবানের পাদপদ্মে শরণ লওয়া ভিন্ন জীবের আর কি উপায় থাকিতে পারে ? ॥ ১১—২২

অন্বয়ঃ ।—ভগবতি বাসুদেবে প্রয়োজিতঃ (ভগবন্তং প্রতি সাধিতঃ) ভক্তিযোগঃ আশু (শীঘ্রমেব) বৈরাগ্যং ব্রহ্মদর্শনং (ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাত্মকং) যৎ জ্ঞানং [তচ্চ] জনয়তি ॥ ২৩

মূলানুবাদ ।—ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের প্রতি ভক্তিযোগ অবলম্বন করিতে পারিলে তাহাতেই অচিরে সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান ও বৈরাগ্য উৎপাদিত হইয়া থাকে ॥ ২৩

অন্বয়ঃ ।—অস্য (ভক্তস্য) চিত্তং যদা সমেষু অর্থেষু (একজাতীয়েষু বিষয়েষু. দৃশ্যশ্রব্যাদিসম্প্রদায়েষু) ইন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ (চক্ষুরাদিব্যাপারৈঃ) প্রিয়ম্ উত (অথবা) অপ্রিয়ম্ ইতি বৈষম্যং ন বিগৃহ্ণাতি (ন অনুভবতি), তদৈব (তস্যামবস্থায়ামেব) সঃ (ভক্তঃ) আত্মনা (স্বয়মেব) সমদর্শনং (তুল্যত্ববোধসম্পন্নম্) [অতএব] হেয়োপাদেয়রহিতম্ ("ইদং ময়া হেয়ম্ ইদঞ্চ উপাদেয়ম্" ইত্যেবং ভাবশূন্যম্) নিঃসঙ্গম্ (অনাসক্তম্) আত্মানং পদমারূঢ়ং (পদং পরমানন্দোঽহমিত্যেবং ব্যবসায়ং "পদং ব্যবসিতত্রাণস্থানলক্ষ্যাঙ্ঘ্রিবস্তুষু" ইত্যভিধানাৎ, আরূঢ়ং প্রাপ্তম্) ঈক্ষতে (পশ্যন্তি) ॥ ২৪।২৫

জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্। দৃশ্যাদিভিঃ পৃথগ্ভাবৈর্ভগবানেক ঈয়তে ॥ ২৬ ॥
এতাবানেব যোগেন সমগ্রেণেহ যোগিনঃ। যুজ্যতেঽভিমতো হ্যর্থো যদসঙ্গস্তু কৃৎস্নশঃ ॥ ২৭ ॥
জ্ঞানমেকং পরাচীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্ব্রহ্ম নির্গুণম্। অবভাত্যর্থরূপেণ ভ্রান্ত্যা শব্দাদিধর্ম্মিণা ॥ ২৮ ॥

মূলানুবাদ।—ভক্তের চিত্ত যখন একজাতীয় বিষয়ের মধ্যেই কোনটীকে প্রিয়, আর কোনটীকে অপ্রিয় বলিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বৈষম্য অনুভব না করে, তখনই সেই ভক্ত "এটি আমার ত্যাজ্য, এটী অত্যাজ্য" এইরূপ ভেদবুদ্ধিশূন্য হইয়া সকল পদার্থে সমদর্শী ও অনাসক্ত হইয়া থাকে ; সুতরাং স্বয়ংই "আমি পরমানন্দময়" এইরূপ নিশ্চয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৪।২৫

শ্রীধরটীকা।—ভজনে চ জ্ঞানবৈরাগ্যে স্বত এব ভবত ইত্যাহ—বাসুদেব ইতি ॥ ২৩ ॥ তদেবোপপাদয়তি। যদাস্য ভক্তস্য চিত্তং ভগবদ্গুণানুরাগেণ তস্মিন্নেব নিশ্চলং সৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তিভির্বৈষম্যমর্থেষু ন বিগৃহ্লাতি ॥ ২৪ ॥ তদৈবাত্মনা আত্মানং স্বপ্রকাশমীক্ষতে। কথম্ভূতম্? সমঞ্চ তদ্দর্শনঞ্চ। তৎ কুত? নিঃসঙ্গম্। সঙ্গাদ্ধি বৈষম্যং ভবতি। নিঃসঙ্গত্বে হেতুঃ—হেয়োপাদেয়রহিতম্। তৎ কুতঃ? পদং ব্যবসিতং আরূঢ়ম্ পরমানন্দোঽহমিতি নিশ্চয়ং প্রাপ্তুমিত্যর্থঃ। ২৫

অন্বয়ঃ।—পরং ব্রহ্ম (বেদান্তসম্মতং) পরমাত্মা (ন্যায়বৈশেষিকসম্মতঃ) ঈশ্বরঃ (পাতঞ্জলসিদ্ধঃ) পুমান্ (সাঙ্খ্যপ্রসিদ্ধঃ) [এতৎসর্ব্বমেব] জ্ঞানমাত্রম্ [অতঃ জ্ঞানমাত্রত্বেন] একঃ ভগবান্ দৃশ্যাদিভিঃ ভাবৈঃ (দৃশ্যদ্রষ্টৃকরণপ্রভৃতিভিঃ স্বরূপৈঃ) পৃথক্ ঈয়তে (প্রতীয়তে) ॥ ২৬

মূলানুবাদ।—পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, ঈশ্বর, পুরুষ, সকলই একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ, সেই এক ভগবান্ই দৃশ্য, দ্রষ্টা ও করণাদিস্বরূপে পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকেন ॥ ২৬

শ্রীধরটীকা।—সমেষ্বর্থেষ্বিত্যুক্তং, তদেব সাম্যং দর্শয়তি। জ্ঞানমাত্রমেব পরব্রহ্মাদিশব্দৈঃ প্রসিদ্ধং, দৃশ্যাদিভিঃ দৃশ্যদ্রষ্টৃকরণরূপেণ পৃথক্ প্রতীয়তে। জ্ঞানমাত্রত্বেন সমেষ্বিত্যর্থঃ ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—কৃৎস্নশঃ (সর্ব্বতোভাবেন) যৎ অসঙ্গঃ (আসক্তিবর্জ্জনং, "যৎ" ইতি বর্জ্জনক্রিয়াবিশেষণং) [সঃ] হি যোগিনঃ (যোগরতস্য) অভিমতঃ অর্থঃ (অভীষ্টো বিষয়ঃ), ইহ (সাধনমার্গে) সমগ্রেণ যোগেন (কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্ত্যাদিস্বরূপেণ সর্ব্বপ্রকারযোগেন) এতাবানেব (অসঙ্গপদার্থ এব) যুজ্যতে (প্রাপ্যতে) ॥ ২৭

মূলানুবাদ।—সম্পূর্ণরূপে আসক্তিহীন হওয়াই যোগিগণের একান্ত অভীষ্ট বিষয়। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি সকল যোগের দ্বারাই সেই এক অসঙ্গরূপ ফল লাভ হয় ॥ ২৭

শ্রীধরটীকা।—জ্ঞানমাত্রমাত্মনঃ স্বরূপত্বাৎ নিত্যপ্রাপ্তমেবেতি কিমনেকসাধনসাধ্যেন যোগেন প্রাপ্যতে। তদাহ—এতাবানিতি। যুজ্যতে প্রাপ্যতে। প্রপঞ্চসঙ্গব্যুদাস এব যোগফলমিত্যর্থঃ ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—একম্ (অদ্বিতীয়ম্) জ্ঞানং (জ্ঞানাত্মকং) নির্গুণং (গুণাতীতং, পরমম্ ইতি যাবৎ) ব্রহ্ম, পরাচীনৈঃ (তৎপরাঙ্মুখৈঃ বহির্ম্মুখৈরিতি যাবৎ) ইন্দ্রিয়ৈঃ (শ্রোত্রাদিভিঃ) ভ্রান্ত্যা (ভ্রমেণ) শব্দাদিধর্ম্মিণা (শব্দাদিঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধস্বরূপঃ ধর্ম্মঃ যস্য তেন, শব্দাদিগুণযুক্তেন) অর্থরূপেণ অবভাতি (স্ফুরতি, ন তু অর্থঃ পৃথগস্তীতি ভাবঃ) ॥ ২৮

মূলানুবাদ।—একমাত্র সেই জ্ঞানরূপ পরম ব্রহ্মই বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভ্রান্তিবশতঃ শব্দ-স্পর্শাদি গুণযুক্ত পাঞ্চভৌতিক বিষয়রূপে প্রতীত হইয়া থাকেন ; বস্তুতঃ বিষয় আর পৃথক্ কিছুই নাই ॥ ২৮

যথা মহানহংরূপস্ত্রিবৃৎ পঞ্চবিধঃ স্বরাট্ । একাদশবিধস্তস্য বপুরণ্ডং জগদ্‌যতঃ ॥ ২৯ ॥
এতদ্বৈ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা যোগাভ্যাসেন নিত্যশঃ । সমাহিতাত্মা নিঃসঙ্গো বিরক্তঃ পরিপশ্যতি ॥৩০॥
ইত্যেতৎ কথিতং গুর্ব্বি জ্ঞানং তদ্‌ব্রহ্মদর্শনম্ । যেনাববুধ্যতে তত্ত্বং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরটীকা ।—নন্থ কথং প্রত্যক্ষাদিপ্রতীতঃ প্রপঞ্চো ব্যুদসিতুং শক্যতে ? প্রতীতের্ভ্রান্তিত্বাদিত্যাহ জ্ঞানমিতি । পরাচীনৈঃ পরাঙ্‌মুখৈঃ । শব্দাদি ধর্ম্মো যস্য তেনার্থরূপেণ জ্ঞানরূপং নির্গুণং ব্রহ্মৈবাবভাতি, ন তু পৃথগস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ ।—যতঃ (মহতঃ) স্বরাট্ (জীবঃ), তস্য বপুঃ (জীবস্য শরীরভূতম্) অণ্ডং জগৎ (ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ) [প্রকাশতে ইতি শেষঃ] [স এক এব] মহান্ (বুদ্ধিতত্ত্বম্) অহংরূপঃ (অহংকারাত্মকঃ সন্) যথা ত্রিবৃৎ (ত্রিগুণাত্মকো ভবতি) [এবং] পঞ্চবিধঃ (পঞ্চভূতাত্মকো ভবতি) একাদশবিধঃ (জ্ঞানকর্ম্মান্তরিন্দ্রিয়ভেদাৎ একাদশপ্রকারশ্চ ভবতি) [তথা একমেব পরং ব্রহ্ম ভৌতিকপ্রপঞ্চভেদাৎ নানাবিধো ভবতীতি ভাবঃ] ॥ ২৯

মূলানুবাদ ।—যে-মহত্তত্ত্ব হইতে জীব ও জীবের শরীরস্থানীয় এই ব্রহ্মাণ্ড প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, (সেই এক) মহত্তত্ত্বই যেমন অহঙ্কাররূপে ত্রিগুণাত্মক, ভূতরূপে পঞ্চবিধ এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, ও অন্তরিন্দ্রিয় রূপে একাদশ প্রকার ॥ ২৯

শ্রীধরটীকা ।—অথ রূপমেব উদাহৃত্য দর্শয়তি যথেতি । অহংরূপঃ অহঙ্কারঃ স চ ত্রিবৃৎ ত্রিগুণাত্মকঃ পুনশ্চ ভূতরূপেণ পঞ্চবিধঃ ইন্দ্রিয়রূপেণ একাদশবিধশ্চ স্বরাট্ জীবরূপঃ । তস্য জীবস্য বপুঃ অণ্ডং জগচ্চ যতো যেভ্যঃ তথা অবভাতি ॥ ২৯

অন্বয়ঃ ।—শ্রদ্ধয়া নিত্যশঃ (সর্ব্বদা) যোগাভ্যাসেন, ভক্ত্যা বৈ (ভক্ত্যা চ) সমাহিতাত্মা (একাগ্রীকৃতচিত্তঃ) নিঃসঙ্গঃ (আসক্তিহীনঃ [অতএব] বিরক্তঃ (বৈরাগ্যপূর্ণঃ সন্) এতৎ (পরং ব্রহ্ম) পরিপশ্যতি ॥ ৩০

মূলানুবাদ ।—শ্রদ্ধাসহকারে সর্ব্বদা যোগাভ্যাস ও ভক্তি দ্বারা চিত্ত একনিষ্ঠ করিতে পারিলে আর বিষয়াসক্তি থাকে না, বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সেই পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ॥ ৩০

শ্রীধরটীকা ।—নন্থ তর্হি জনঃ কিমেবং ন প্রত্যেতি তত্রাহ । এতৎ ব্রহ্ম ॥ ৩০

অন্বয়ঃ ।—[হে] গুর্ব্বি ! (পূজনীয়ে মাতঃ !) তদ্‌ব্রহ্মদর্শনং (তৎ প্রসিদ্ধং ব্রহ্ম দৃশ্যতে সাক্ষাৎ ক্রিয়তে যেন তথাবিধং) জ্ঞানম্ ইত্যেতৎ কথিতং, যেন (অনেন জ্ঞানেন) প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ তত্ত্বম্ অববুধ্যতে ॥ ৩১

মূলানুবাদ ।—হে পূজনীয়ে জননি ! সেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযোগী জ্ঞানযোগ আপনার নিকট বর্ণনা করিলাম ; এই জ্ঞানযোগ দ্বারাই প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় ॥ ৩১

শ্রীধরটীকা ।—উক্তমেবার্থং সুখপ্রতিপত্ত্যর্থং সংক্ষেপেণানুবদতি—ইতীতি । হে গুর্ব্বি । পূজ্যে ॥ ৩১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—মাতা দেবহূতি সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌কে পুত্ররূপে নিকটে পাইয়া উন্মুক্তহৃদয়ে প্রাণের ব্যকুলতা জানাইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"অথ মে দেব সম্মোহমপাক্রষ্টুং ত্বমর্হসি" "হে প্রভো ! যাহাতে আমার সমস্ত মোহ বিদূরিত হয়, তুমি সেইরূপ উপায় নির্দ্দেশ কর," ইহা পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। সেই অবধি ভগবান্ শ্রীকপিল জ্ঞান, বৈরাগ্য, অষ্টাঙ্গযোগ ও ভক্তিযোগ প্রভৃতি পারমার্থিক কল্যাণকর উপায় সমূহ অতিবিস্তৃতভাবে তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন ; কিন্তু জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার পথের উল্লেখে হয়ত শ্রীদেবহূতির ব্যাকুলতা আসিতে পারে যে, আমি ইহার কোন্ পথের যোগ্য, কোন্ পথ অবলম্বন করিলেই বা

জ্ঞানযোগশ্চ মন্নিষ্ঠো নৈর্গুণ্যো ভক্তিলক্ষণঃ। দ্বয়োরপ্যেক এবার্থো ভগবচ্ছব্দলক্ষণঃ ॥ ৩২
যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্‌দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ। একো নানেয়তে তদ্বদ্ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ ॥ ৩৩

অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে সিদ্ধির আশা করিতে পারি ? জটিল সাধনমার্গের বিস্তৃত আলোচনা করিতে গেলে এরূপ ব্যাকুলতার উপস্থিত অস্বাভাবিক নহে। গীতায় দেখিতে পাওয়া যায়—শ্রীভগবান্ নিজমুখে যাহাকে বলিয়াছেন —"ভক্তোঽসি মে সখা চেতি" "তুমি আমার ভক্ত, তুমি আবার সখা" সেই পরমভাগবত অর্জ্জুনও শ্রীভগবানের মুখে জটিল কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের উপদেশ শুনিয়া ব্যাকুলভাবে বলিয়াছিলেন—"ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥" সুতরাং পুত্ররূপী দয়াময় শ্রীভগবান্ নিজ মাতাকে প্রকৃত অবলম্বনীয় পথ পরিস্ফুটরূপে বুঝাইবার জন্য ভক্তিপথই সকল পথের সার বুঝাইতেছেন। জ্ঞানপথ অবলম্বনে কেবল দুঃখনিবৃত্তিই চরম ফল, কিন্তু ভক্তিপথে দুঃখের নিবৃত্তি ত আছেই, অধিকন্তু শ্রীভগবানের ভজনানন্দরূপ একটি অতুলনীয় ফলও আছে। আর বৈরাগ্য বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারোপযোগী যে জ্ঞান, তাহা ভক্তিপথের অবান্তর ফলরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

জগতে দৃশ্য, শ্রাব্য প্রভৃতি যত প্রকার বিষয় আছে, তাহার মধ্যে কোনটী প্রিয়, কোনটী অপ্রিয় ভাবে পৃথক্ করিয়া পৃথক্ প্রকারে সৃষ্ট নহে ; যাহা মধুর সঙ্গীত বলিয়া মুগ্ধহৃদয়ে শ্রবণ করা যায়, তাহাও শব্দ, আর ঐ গর্দ্দভের কঠোর চীৎকার—যাহা কর্ণে প্রবেশ করামাত্র বিরক্ত হইয়া দূরে সরিয়া যাইতে হয়, তাহাও শব্দ ; এইরূপ বিষয়গত কোনও পার্থক্য নাই, কিন্তু মনের দ্বারা উহার মধ্যে পার্থক্য কল্পিত হইয়াছে। তুমি হয়ত যাহাকে অতি কুৎসিত কদাকার ভাবিয়া নিতান্ত ঘৃণ্য মনে করিতেছ, অপর কেহ তাহাকে হয়ত পরমসুন্দর জ্ঞান করিয়া মুগ্ধ হইতেছে ; সুতরাং এই ভাবের ভেদবুদ্ধি ও তজ্জন্য অনুরাগ বা বিরাগ ইহা মনেরই কার্য্য, সেই মন যখন শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তিভাবে নিশ্চল হয়, তখন আর কোনও বিষয়ে সে ঐরূপ চঞ্চল ক্রিয়াশক্তি প্রকটন করে না, সুতরাং সকল বস্তুতেই সমভাব ধারণা হয়। এইরূপ ভেদাভেদ যে শুধু বাহ্যবিষয়ে, তাহা নহে, স্বয়ং ভগবান্ সম্বন্ধেও কেহ শিব, কেহ বিষ্ণু, এইরূপ বিভিন্ন প্রকার ভাব পোষণ করেন। দর্শনশাস্ত্রেও দেখা যায়—ন্যায় ও বৈশেষিকমতে পরমাত্মা, বেদান্ত মতে পরমব্রহ্ম, পাতঞ্জলমতে ঈশ্বর ও সাঙ্খ্যমতে পুরুষ বলিয়া শ্রীভগবানের নির্দ্দেশ আছে, কিন্তু ইহা সকলই প্রণালীভেদ অনুসারে সংজ্ঞাভেদমাত্র। ঐ সকল শব্দেরই প্রতিপাদ্য এক চৈতন্যময় শ্রীভগবান্, তিনিই অধিকারিভেদে বিভিন্ন প্রকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন মাত্র। এই সকল তত্ত্ব অবগত হইয়া ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে বিষয়াসক্তি পরিহার করাই যোগাদি সাধনমার্গের প্রধান লক্ষ্য। একমাত্র ভক্তিপথেই তাহা সহজে সম্ভব হয় ; সুতরাং, হে জননি ! একান্তমনে ভক্তিপথই তোমার অবলম্বনীয়। ইহাই ভগবান্ শ্রীকপিলের উপদেশ ॥ ২৩—৩১

অন্বয়ঃ।—নৈর্গুণ্যঃ (নির্গুণং ব্রহ্ম লক্ষ্যীকৃত্য প্রবর্ত্তিতঃ) জ্ঞানযোগঃ, মন্নিষ্ঠঃ ভক্তিলক্ষণঃ (ভক্তিস্বরূপো যোগশ্চ), দ্বয়োরপি (তয়োঃ) ভগবচ্ছব্দলক্ষণঃ (ভগবান্ ইতি শব্দঃ লক্ষণং প্রতিপাদকং যস্য সঃ, ভগবচ্ছব্দ-প্রতিপাদ্যঃ) এক এব অর্থঃ (একমেব ফলম্) ॥ ৩২

মূলানুবাদ ।—নির্গুণ ব্রহ্ম লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানযোগ ও আমার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিযোগ, "ভগবৎ" শব্দ প্রতিপাদ্য এই দুয়েরই একই ফল ॥ ৩২

শ্রীধরটীকা।—অনেন চ জ্ঞানযোগেন ভগবানেব প্রাপ্যো যথা তথা ভক্তিযোগেনেত্যাহ। নৈর্গুণ্যো জ্ঞান যোগশ্চ মন্নিষ্ঠো ভক্তিলক্ষণশ্চ যোগঃ, তয়োর্দ্বয়োরপ্যেক এবার্থঃ প্রয়োজনম্। কোঽসৌ ? ভগবচ্ছব্দো লক্ষণং জ্ঞাপকো যস্য। তদুক্তং গীতাসু—"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতা" ইতি ॥ ৩২

ক্রিয়য়া ক্রতুভির্দানৈস্তপঃস্বাধ্যায়মর্শনৈঃ । আত্মেন্দ্রিয়জয়েনাপি সন্ন্যাসেন চ কর্ম্মণাম্ ॥ ৩৪
যোগেন বিবিধাঙ্গেন ভক্তিযোগেন চৈব হি । ধর্ম্মেণোভয়চিহ্নেন যঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিমান্ ॥ ৩৫
আত্মতত্ত্বাববোধেন বৈরাগ্যেণ দৃঢ়েন চ । ঈয়তে ভগবানেভিঃ সগুণো নির্গুণঃ স্বদৃক্ ॥ ৩৬
প্রাবোচং ভক্তিযোগস্য স্বরূপং তে চতুর্ব্বিধম্ । কালস্য চাব্যক্তগতের্যোঽন্তর্দ্ধাবতি জন্তুষু ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ ।—বহুগুণাশ্রয়ঃ (রূপরসাদীনাং বহুবিধগুণানাম্ আশ্রয়ঃ ক্ষীরাদিঃ) একঃ [অপি] যথা পৃথগ্দ্বারৈঃ (পৃথক্প্রণালিকাপ্রবৃত্তৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ (চক্ষুরাদিভিঃ) নানা (চক্ষুষা শুক্ল ইতি, রসনয়া মধুর ইতি, ইত্যেবং বিভিন্নপ্রকারঃ) ঈয়তে (প্রতীয়তে) তদ্বৎ ভগবান্ [এক এব] শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ (শাস্ত্রীয়প্রস্থানভেদৈঃ) [নানা প্রতীয়তে ইতি শেষঃ] ॥ ৩৩

মূলানুবাদ ।—এক (দুগ্ধাদি) দ্রব্যই রূপ, রস প্রভৃতি বহুবিধ গুণের আশ্রয় ; বিভিন্নপথে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারা তাহা যেমন বিভিন্ন প্রকার (অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা শুক্ল, জিহ্বা দ্বারা মধুর ইত্যাদি) প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ একই ভগবান্ শাস্ত্রীয় প্রণালীভেদে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন ॥ ৩৩

শ্রীধরটীকা ।—নন্থ জ্ঞানযোগস্যাত্মলাভঃ ফলং শাস্ত্রেণ অবগম্যতে ভক্তিযোগস্য তু ভজনীয়েশ্বরপ্রাপ্তিঃ, কুতস্তয়োরেকার্থত্বমিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেন উপপাদয়তি। যথা বহূনাং রূপরসাদীনাং গুণানামাশ্রয়ঃ ক্ষীরাদিঃ এক এবার্থো মার্গভেদপ্রবৃত্তৈরিন্দ্রিয়ৈর্নানা প্রতীয়তে—চক্ষুষা শুক্ল ইতি, রসেন মধুর ইতি, স্পর্শেন শীত ইত্যাদি, তথা ভগবানেক এব তত্তদ্রূপেণাবগম্যতে ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ ।—ক্রিয়য়া (কূপতড়াগাদিপূর্ত্তকর্ম্মণা) ক্রতুভিঃ (যজ্ঞৈঃ) দানৈঃ, তপঃস্বাধ্যায়মর্শনৈঃ (তপসা, বেদাধ্যয়নেন, মীমাংসয়া) আত্মেন্দ্রিয়জয়েনাপি (নিষিদ্ধবর্জ্জনেনাপি) কর্ম্মণাং সন্ন্যাসেন (ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগেন) বিবিধাঙ্গেন (অষ্টাঙ্গসম্পন্নেন) যোগেন, ভক্তিযোগেন চৈব হি আত্মতত্ত্বাববোধেন (আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারেণ) দৃঢ়েন বৈরাগ্যেণ চ, যঃ (ধর্ম্মঃ) প্রবৃত্তিনিবৃত্তিমান্ (কামনাপূর্ব্বকঃ প্রবৃত্তিজনকঃ নিষ্কামতয়া অনুষ্ঠিতশ্চ নিবৃত্তিপথপ্রবর্ত্তকঃ) [তেন] উভয়চিহ্নেন (সকামনিষ্কামোভয়প্রকারেণ) ধর্ম্মেণ চ, এভিঃ (উপায়ৈঃ) সগুণঃ (স্বর্গাদিরূপঃ, স্বর্গাদিকমপি ভগবতঃ সগুণং স্বরূপমিতি ভাবঃ) নির্গুণঃ (ব্রহ্মস্বরূপঃ) স্বদৃক্ (স্বপ্রকাশঃ) ভগবান্ ঈয়তে (প্রাপ্যতে) ॥ ৩৪—৩৬

মূলানুবাদ ।—কূপাদি পূর্ত্তকর্ম্ম, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, মীমাংসা, নিষিদ্ধকর্ম্মবর্জ্জন, কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ, অষ্টাঙ্গযোগ, ভক্তিযোগ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির জনক সকাম ও নিষ্কাম দ্বিবিধকর্ম্ম, আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার ও সুদৃঢ় বৈরাগ্য, এই সমস্ত উপায়ে স্বর্গাদিস্বরূপ সগুণ স্বপ্রকাশস্বরূপ নির্গুণ ভগবান্‌কে পাওয়া যায় ॥ ৩৪—৩৬

শ্রীধরটীকা ।—শাস্ত্রমার্গানেব প্রপঞ্চয়তি—ক্রিয়য়েতি ত্রিভিঃ। ক্রিয়য়া পূর্ত্তরূপয়া। ক্রতুভির্যাগৈঃ। মর্শনং মীমাংসা। আত্মেন্দ্রিয়জয়ো:নিষিদ্ধবর্জ্জনম্ ॥ ৩৪ ॥ উভয়চিহ্নেন সকামনিষ্কামলক্ষণেন। তমেবাহ য ইতি। সকামধর্ম্মপ্রাপ্যং স্বর্গাদ্যপি ভগবত এব সগুণং স্বরূপমিতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥ এভির্বর্ত্মভিঃ স্বদৃক্ স্বপ্রকাশঃ ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ ।—[হে মাতঃ !] ভক্তিযোগস্য চতুর্ব্বিধং স্বরূপং (সত্ত্বাদিগুণত্রয়ভেদেন ত্রিবিধং নির্গুণতয়া চৈকবিধমিতি), যঃ (কালঃ) জন্তুষু (প্রাণিষু) অন্তর্ধাবতি (উৎপত্তিবিনাশাদিকং সাধয়তি) [তস্য] অব্যক্তগতেঃ (অব্যক্তা দুর্জ্ঞেয়া গতিঃ যস্য তস্য) কালস্য চ [স্বরূপং] তে (তব সমীপে) প্রাবোচং (কথিতবানস্মি) ॥ ৩৭

মূলানুবাদ ।—মাতঃ ! ভক্তিযোগের চতুর্ব্বিধ (সত্ত্ব,রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় অনুসারে ত্রিবিধ, আর নির্গুণ

জীবস্য সংস্মৃতীর্বহ্বীরবিদ্যাকর্ম্মনির্ম্মিতাঃ। যাস্বঙ্গ প্রবিশন্নাত্মা ন বেদ গতিমাত্মনঃ ॥ ৩৮ ॥
নৈতৎ খলায়োপদিশেন্নাবিনীতায় কর্হিচিৎ। ন স্তব্ধায় ন ভিন্নায় নৈব ধর্ম্মধ্বজায় চ ॥ ৩৯ ॥
ন লোলুপায়োপদিশেন্ন গৃহারূঢ়চেতসে। নাভক্তায় চ মে জাতু ন মদ্ভক্তদ্বিষামপি ॥ ৪০ ॥
শ্রদ্দধানায় ভক্তায় বিনীতায়ানসূয়বে। ভূতেষু কৃতমৈত্রায় শুশ্রূষাভিরতায় চ ॥ ৪১ ॥
বহির্জ্জাতবিরাগায় শান্তচিত্তায় দীয়তে। নির্ম্মৎসরায় শুচয়ে যস্যাহং প্রেয়সাং প্রিয়ঃ ॥ ৪২ ॥

ভক্তিযোগ একপ্রকার, এই চতুর্ব্বিধ) স্বরূপ এবং যে-কাল প্রাণিদিগের উৎপত্তি বিনাশাদি সাধন করে এবং যাহার গতি দুর্জ্ঞেয়, সেই কালের স্বরূপ তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম ॥ ৩৭

শ্রীধরটীকা ঃ—তদেবং জ্ঞানযোগমুপসংহৃত্য তস্য চ ভক্তিযোগেন সমানার্থত্বমুক্ত্বা ভক্তিযোগাদ্যুপসংহরতি—প্রাবোচমিতি দ্বাভ্যাম্। চতুর্ব্বিধং ত্রিগুণনির্গুণভেদেন। অন্তর্দ্ধাবতি উৎপত্তিনিধনাদি করোতি ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ! (হে মাতঃ!) যাসু (সংসৃতিষু) প্রবিশন্ আত্মা (জীবঃ) আত্মনঃ (স্বস্য) গতিম্ (অবস্থাং) ন বেদ (ন বুধ্যতে) [তাঃ] অবিদ্যাকর্ম্মনির্ম্মিতাঃ (অবিদ্যা মিথ্যাজ্ঞানং কর্ম্ম চ প্রাক্তনং, তাভ্যাং বিহিতাঃ) জীবস্য বহ্বীঃ সংসৃতীঃ (বহুপ্রকারান্ সংসারভাবান্) [প্রাবোচমিতি পূর্ব্বশ্লোকীয়ক্রিয়য়া সম্বন্ধঃ] ॥ ৩৮

মূলানুবাদ।—মাতঃ! জীব যে সকল সংসারদশায় প্রবেশ করামাত্র নিজ অবস্থা বিস্মৃত হইয়া যায়, মিথ্যাজ্ঞান ও প্রাক্তন কর্ম্ম দ্বারা উৎপাদিত সেই সকল নানাবিধ সংসারদশাও (বর্ণনা করিলাম) ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ ঃ—এতৎ (উপদেশরহস্যং) কর্হিচিৎ (কদাপি) খলায় (পরপীড়কায়) ন, অবিনীতায় ন, স্তব্ধায় (জড়স্বভাবায়) ন, ভিন্নায় (বুদ্ধিভেদযুক্তায়) ন, ধর্ম্মধ্বজায় চ (দম্ভার্থং ধর্ম্মানুষ্ঠায়িনে চ) নৈব উপদিশেৎ, [সর্ব্বত্র নঞর্থেন সহ ক্রিয়ান্বয়ঃ] ॥ ৩৯

মূলানুবাদ।—তোমাকে যে সকল রহস্য উপদেশ করিলাম, ইহা কখনও খল, অবিনীত, জড়স্বভাব, ভেদবুদ্ধি ও দম্ভপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণের প্রতি উপদেশ করিও না ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—লোলুপায় (লোভিজনায়) ন, গৃহারূঢ়চেতসে (গৃহাদিষু গৃহদেহস্ত্রীপুত্রপ্রভৃতিষু ইতি যাবৎ, আরূঢ়ম্ অত্যাসক্তং চেতো যস্য তস্মৈ) ন, মে (মম) অভক্তায় ন, মদ্ভক্তদ্বিষামপি [সমীপে] ন, জাতু (কদাপি) ন উপদিশেৎ ॥ ৪০

মূলানুবাদ।—যে সকল ব্যক্তি অত্যন্ত লোভী, অথবা গৃহ, দেহ, স্ত্রী, পুত্রাদির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, অথবা আমার প্রতি ভক্তিহীন, কিংবা আমার ভক্তগণের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, তাহাদের নিকটেও ইহা কদাচ উপদেশ দিও না ॥ ৪০

শ্রীধরটীকা ঃ—অঙ্গ হে মাতঃ! ॥ ৩৮ ॥ উপদেশেঽনধিকারিণো দর্শয়তি—নৈতদিতি দ্বাভাম্। খলায় পরোদ্বেজকায়। ভিন্নায় দুরাচারায়। ধর্ম্মধ্বজায় দাম্ভিকায় ॥ ৩৯।৪০

অন্বয়ঃ।—[তর্হি কীদৃশায় এতদ্রহস্যোপদেশঃ প্রদাতব্য ইত্যাহ] শ্রদ্দধানায় (শ্রদ্ধাযুক্তায়), ভক্তায়, বিনীতায়, অনসূয়বে (অসূয়াশূন্যায়), ভূতেষু কৃতমৈত্রায় (সর্ব্বপ্রাণিষু সৌহার্দ্দসম্পন্নায়) শুশ্রূষাভিরতায় চ (শুশ্রূষাপরায়ণায় চ), বহির্জাতবিরাগায় (বাহ্যবিষয়েষু বৈরাগ্যশালিনে), শান্তচিত্তায়, নির্ম্মৎসরায় (বিদ্বেষরহিতায়) শুচয়ে (বহিরন্তশ্চ পবিত্রায়) যস্য (জনস্য) অহং প্রেয়সাং (প্রিয়তরেভ্যোঽপি) প্রিয়ঃ, '[তস্মৈ চ ইতি শেষঃ] দীয়তে (দীয়েত ইত্যর্থঃ) ॥ ৪১।৪২

য ইদং শৃণুয়াদম্ব শ্রদ্ধয়া পুরুষঃ সকৃৎ । যো বাভিধত্তে মচ্চিত্তঃ স হ্যেতি পদবীঞ্চ মে ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
কাপিলেয়ে কর্ম্মবিপাকো নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

মূলানুবাদ ।—যে সকল লোক শ্রদ্ধাবান্, ভক্ত, বিনীত, অসূয়াশূন্য সর্ব্বভূতে সহানুভূতিসম্পন্ন, শুশ্রূষা-পরায়ণ, বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত, শান্তচিত্ত, বিদ্বেষশূন্য এবং আমাকে যাহারা প্রিয়তর অপেক্ষাও অধিক প্রিয় মনে করে, সেই সকল ব্যক্তিকে এই রহস্য প্রদান করিবে ॥ ৪১॥৪২

অন্বয়ঃ ।—[হে] অম্ব ! (মাতঃ !) যঃ পুরুষঃ শ্রদ্ধয়া সকৃৎ (একবারমপি) ইদং (মদুপদিষ্টরহস্যং) শৃণুয়াৎ, যো বা অভিধত্তে (কীর্ত্তয়তি) স মচ্চিত্তঃ (মদেকান্তমনাঃ সন্) মে (মম) পদবীং (সংস্থানম্) এতি হি (প্রাপ্নোত্যেব) ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৩২

মূলানুবাদ ।—মাতঃ ! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই সকল রহস্য একবারমাত্রও শ্রবণ করে, কিংবা কীর্ত্তন করে, সে ব্যক্তি অবশ্যই আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া আমার স্থান (বৈকুণ্ঠলোক) প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ।

শ্রীধরটীকা ।—অধিকারিণ এবাহ—শ্রদ্ধধানায়েতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৪১।৪২ ॥ এতচ্ছ্রবণকীর্ত্তনপরস্যাপি মৎপদ-প্রাপ্তিরেব ফলমিত্যাহ—য ইতি । অপ্যর্থে চকারঃ । সোঽপি মৎপদবীমেতি । হি নিশ্চিতম্ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী—জ্ঞানযোগ,ভক্তিযোগ প্রভৃতি সকল যোগেরই লক্ষ্য এক ভগবান্,—শ্রীকপিলের এইরূপ উপদেশে হয়ত সন্দেহ হইতে পারে যে, জ্ঞান-শাস্ত্রে দেখিতে পাই— তাহার লক্ষ্য চৈতন্যময় আত্মা, আর ভক্তিশাস্ত্রে দেখিতে পাই—তাহার লক্ষ্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্ ; সুতরাং একই ভগবান্ সকল যোগের লক্ষ্য, ইহা কিরূপে বুঝিব ? এইরূপ সন্দেহ নিরাসের জন্য ভগবান্ শ্রীকপিল দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন যে একই দুগ্ধ চক্ষু দ্বারা শুক্ল, রসনা দ্বারা মধুর, স্পর্শের দ্বারা শীতল, ইত্যাদিরূপে যেমন পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনুভূত হইয়া থাকে, তেমনি একই ভগবান্ কোনও শাস্ত্র দ্বারা চৈতন্যময় আত্মা, আবার কোনওশাস্ত্র দ্বারা ভক্তজননিত্যানন্দবিগ্রহ শ্রীহরি বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন । দুগ্ধে যেমন ঐ সকল গুণই আছে, কিন্তু কোনও একই ইন্দ্রিয়ে তাহা উপলব্ধি হয় না বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়বর্গের নায়ক যে মন, সে দুগ্ধের ঐ সকল গুণই উপলব্ধি করে, সেইরূপ শ্রীভগবানের সম্বন্ধেও বিভিন্ন প্রকার শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপ যেরূপই উল্লিখিত থাকুক, কর্ম্ম, জ্ঞান, প্রভৃতি কোনও যোগ অবলম্বনে তাহা সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না, কিন্তু ভক্তিযোগ সর্ব্বযোগের সার, তাহা দ্বারা শ্রীভগবানের ঐ সর্ব্বময় অবস্থাই অনুভূত হয় । এই ভাবে শ্রীকপিল মাতাকে যোগরহস্য উপদেশ করিয়া পরিশেষে সাবধান করিয়া দিতেছেন যে, ইহা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ্য নহে । শ্রদ্ধাবান্ , বিনীত ও পবিত্র ভক্ত না হইলে তাহার নিকট এই উপদেশ ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিরর্থক হইবে ; সুতরাং এই সকল তত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে আত্মসংগঠন আবশ্যক ইহাই শ্রীভগবানের ইঙ্গিত ॥ ৩২—৪৩

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীশ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামিপ্রবর্ত্তিতায়াং
শ্রীতারানাথশর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীনাম তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাত্রিংশাধ্যায়ঃ ॥ ৩২

তৃতীয় স্কন্ধঃ ।

—:*:—

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

—:*:—

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

এবং নিশম্য কপিলস্য বচো জনিত্রী সা কর্দ্দমস্য দয়িতা কিল দেবহূতিঃ ।
বিস্রস্তমোহপটলা তমভিপ্রণম্য তুষ্টাব তত্ত্ববিষয়াঙ্কিতসিদ্ধিভূমিম্ ॥ ১ ॥

শ্রীদেবহূতিরুবাচ ।

অথাপ্যজোঽন্তঃসলিলে শয়ানং ভূতেন্দ্রিয়ার্থাত্মময়ং বপুস্তে ।
গুণপ্রবাহং সদশেষবীজং দধ্যৌ স্বয়ং যজ্জঠরাব্জজাতঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ ;—জনিত্রী (মাতা) কর্দ্দমস্য দয়িতা (পত্নী) সা দেবহূতিঃ কপিলস্য এবং বচঃ (পূর্ব্বোক্তং তত্ত্বকথাসমূহং) নিশম্য কিল (শ্রুত্বৈব) বিস্রস্তমোহপটলা (বিগতমোহাবরণা সতী) তত্ত্ববিষয়াঙ্কিতসিদ্ধিভূমিং (তত্ত্বানি প্রকৃত্যাদীনি চতুর্ব্বিংশতিসঙ্খ্যকানি, তান্যেব বিষয়াঃ, তৈঃ অঙ্কিতা লক্ষিতা যা সিদ্ধিঃ সাঙ্খ্যজ্ঞানরূপা, তস্যা ভূমিং প্রবর্ত্তকং) তং (কপিলম্) অভিপ্রণম্য তুষ্টাব (স্তুতবতী) ॥ ১

মূলানুবাদ ।—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন,—(শ্রীকপিলের) জননী কর্দ্দমপত্নী দেবহূতি কপিলের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া মোহমুক্ত হৃদয়ে সেই সাঙ্খ্যজ্ঞানপ্রবর্ত্তক কপিলকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১

শ্রীধরটীকা ।—ত্রয়স্ত্রিংশে সুতস্যৈব কপিলস্যোপদেশতঃ । জ্ঞানলাভেন তন্মাতুর্জীবন্মুক্তিরুদীর্য্যতে ॥

বিস্রস্তং মোহরূপং পটলমাবরণং যস্যাঃ সা । তত্ত্বান্যেব বিষয়ঃ তেনাঙ্কিতা সিদ্ধিঃ সাংখ্যজ্ঞানং, তস্যা ভূমিং ক্ষেত্রং প্রবর্ত্তকম্ ॥ ১

অন্বয়ঃ ;—যজ্জঠরাব্জজাতঃ (যস্য তব জঠরাব্জাৎ নাভিপদ্মাৎ জাতঃ) স্বয়ম্ অজোঽপি (ব্রহ্মাপি) অন্তঃসলিলে (জলরাশিমধ্যে) শয়ানং, ভূতেন্দ্রিয়ার্থাত্মময়ং (ভূতানি পৃথিব্যাদীনি, ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি, অর্থাঃ রূপরসাদয়ো বিষয়াঃ, আত্মা চ মনঃ, এতন্ময়ম্ এভিঃ পরিব্যাপ্তমিতি যাবৎ) [অতএব] সৎ (ব্যক্তং) গুণপ্রবাহং (গুণানাং সত্ত্বাদীনাং ত্রিগুণাত্মিকায়াঃ প্রকৃতেরিত্যর্থঃ, প্রবাহঃ স্ফুরণং যস্মাৎ তম্) অশেষবীজম্ (অশেষস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য বীজং কারণং) তে (তব) বপুঃ (মূর্ত্তিং) দধ্যৌ (কেবলং চিন্তিতবানেব, ন তু দৃষ্টবান্) ॥ ২

মূলানুবাদ ;—শ্রীদেবহূতি বলিলেন, ব্রহ্মা স্বয়ং তোমার নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, অথচ তিনিও তোমার সেই জলশায়ী ভূত, ইন্দ্রিয়, রূপাদিবিষয় ও মন, এই সকলে পরিব্যাপ্ত সুব্যক্ত মূর্ত্তি, যাহা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের বীজস্বরূপ এবং যাহা হইতে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি কার্য্যরূপে প্রকাশিত হন, তাহা কেবল ধ্যানই করিয়াছিলেন, কিন্তু দেখিতে পান নাই) ॥ ২

স এব বিশ্বস্য ভবান্ বিধত্তে গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীর্য্যঃ ।
সর্গাদ্যনীহোঽবিতথাভিসন্ধি-রাত্মেশ্বরোঽতর্ক্যসহস্রশক্তিঃ ॥ ৩ ॥
স ত্বং ভৃতো মে জঠরেণ নাথ কথং নু যস্যোদর এতদাসীৎ ।
বিশ্বং যুগান্তে বটপত্র একঃ শেতে স্ম মায়াশিশুরঙ্ঘ্রিপানঃ ॥ ৪ ॥
ত্বং দেহতন্ত্রঃ প্রশমায় পাপ্মনাং নিদেশভাজাঞ্চ বিভো বিভূতয়ে ।
যথাবতারাস্তব শূকরাদয়-স্তথায়মপ্যাত্মপথোপলব্ধয়ে ।। ৫ ।।

শ্রীধরটীকা।—অথেতি বাক্যারম্ভে। অজোঽপি তব বপুঃ কেবলং দধ্যৌ, ন চ দৃষ্টবান্। স চ স্বয়ং সাক্ষাৎ যস্য তব জঠরাজ্জাৎ জাতঃ স ভবানেব বিশ্বস্য সর্গাদি বিধত্তে, ন তু তব সর্গাদিকর্ত্তা কশ্চিদস্তি। স এবম্ভূতস্ত্বং মে ময়া কথং জঠরেণ ভৃতঃ ইতি ত্রয়াণামন্বয়ঃ। কথম্ভূতং বপুঃ ? সৎ ব্যক্তম্। তত্র হেতুঃ- অন্তঃসলিলে শয়ানম্। পুনঃ কীদৃশম্ ? ভূতানি চ ইন্দ্রিয়াণি চ অর্থাশ্চ শব্দাদয়ঃ আত্মা চ মনঃ এতন্ময়ম্, এতৈর্ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ। কুতঃ ? গুণানাং প্রবাহো যস্মিন্ তৎ। কুতঃ ? অশেষস্য কার্য্যস্য কারণস্য বীজং কারণম্ ॥ ২

অন্বয়ঃ—গুণপ্রবাহেণ (রজঃপ্রভৃতিগুণবৃত্তিরূপেণ) বিভক্তবীর্য্যঃ (বিভক্তং ব্রহ্মাদিভ্যো বিভজ্য দত্তং বীর্য্যং স্বশক্তির্যেন সঃ) [অতএব] অনীহঃ (স্বয়ং নিষ্ক্রিয়ঃ) অবিতথাভিসন্ধিঃ (সত্যসঙ্কল্পঃ) আত্মেশ্বরঃ (আত্মনাং জীবানাম্ ঈশ্বরঃ যোগক্ষেমপরায়ণঃ) অতর্ক্যসহস্রশক্তিঃ (অচিন্ত্যানন্তশক্তিসম্পন্নঃ) সঃ ভবানেব বিশ্বস্য সর্গাদি (সৃষ্টিং স্থিতিং লয়ঞ্চ) বিধত্তে (করোতি) ॥ ৩

মূলানুবাদ—তুমি স্বয়ং নিষ্ক্রিয় থাকিয়াও গুণপ্রবাহরূপে ব্রহ্মাদি দেবগণকে নিজশক্তি বিভাগ করিয়া তদ্দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পাদন করিয়া থাক। তোমার শক্তি অনন্ত ও অচিন্ত্যনীয়, তুমি সত্যসঙ্কল্প ও জীবগণের প্রভু ॥ ৩

শ্রীধরটীকা—কথম্ভূতো ভবান্ সর্গাদি বিধত্তে ? গুণপ্রবাহরূপেণ বিভক্তং বীর্য্যং শক্তির্যেন সঃ, শক্তিদ্বারেণ বিধত্তে ন সাক্ষাদিত্যর্থঃ। যতোঽনীহো নিষ্ক্রিয়ঃ। কথং তর্হি শক্তিদ্বারেণাপি সর্গাদিবিধানং, তত্রাহ অবিতথাভিসন্ধিঃ সত্যসঙ্কল্পঃ। কিমর্থং বিধত্তে ? আত্মনাং জীবানাম্ ঈশ্বরঃ জীবানাং ভোগার্থমিত্যর্থঃ। নন্থ কথং বিচিত্রান্ ভোগান্ এক এব বিদধ্যাৎ তত্রাহ —অতর্ক্যাঃ সহস্রমপরিমিতাঃ শক্তয়ো যস্য ॥ ৩

অন্বয়ঃ—[হে] নাথ ! (প্রভো !) যুগান্তে (প্রলয়কালে) যস্য (তব) উদরে এতৎ (বিশ্বম্) আসীৎ, স ত্বং মে (ময়া) জঠরেণ কথং নু ভৃতঃ (ধৃতঃ) [নন্থ শিশৌ ময়ি কথমিদং বিস্ময়করং মন্যতে ? সত্যং, শিশুত্বমপি তে আশ্চর্য্যরূপা মায়ৈব ইত্যাহ] [ভবান্] অঙ্ঘ্রিপানঃ (চরণাঙ্গুষ্ঠপায়ী) মায়াশিশুঃ [সন্] একঃ (একাকী এব) বটপত্রে শেতে স্ম ॥ ৪

মূলানুবাদ—হে প্রভো ! প্রলয়কালে যে-তোমার উদরে এই সমগ্র বিশ্ব প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সেই তোমাকে আমি কিরূপে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম (ইহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছি) ; তুমি শিশুভাব গ্রহণ করিয়াছিলে সত্য, কিন্তু তোমার শিশুত্বও আশ্চর্য্য মায়াময় ; প্রলয়সমুদ্রের মধ্যে তুমি মায়াময় শিশুরূপে চরণাঙ্গুষ্ঠ পান করিয়া একাকী বটপত্রে শয়ন করিয়াছিলে ॥ ৪

শ্রীধরটীকা।—কিন্তু প্রলয়ে যস্যোদরে এতদ্বিশ্বমাসীৎ স ত্বং কথং ময়া জঠরেণ ভৃতঃ ? নন্থ শিশৌ ময়ি কিমেতদুচ্যতে, তত্রাহ বটপত্র ইতি। অঙ্ঘ্রিং পদাঙ্গুষ্ঠং পিবতীত্যঙ্ঘ্রিপানঃ। ইদমপি শিশুত্বং তদ্বদেব মায়েতি ভাবঃ ॥৪

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ যৎ প্রহ্বনাদ্‌যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥ ৬ ॥
অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।—[হে বিভো! পাপ্মানাং (পাপাত্মনাং) প্রশমায় (দমনায়) নিদেশভাজাম্ (আজ্ঞানুবর্ত্তিনাং সতামিতি যাবৎ) বিভূতয়ে চ (সদ্‌গতিসম্পাদনায় চ)ত্বং দেহতন্ত্রঃ (স্বীকৃতমূর্ত্তির্ভবসি) [তথা চ] তব শূকরাদয়ঃ অবতারাঃ যথা (বরাহাদ্যবতারা যথা স্বেচ্ছামাত্রসম্পাদিতাঃ) তথা অয়মপি (মৎপুত্রত্বেন অয়মবতারোঽপি) আত্মপথোপলব্ধয়ে (জ্ঞানমার্গপ্রদর্শনায়) [স্বেচ্ছয়ৈব কৃত ইতি ভাবঃ]॥ ৫

মূলানুবাদ।—হে প্রভো! পাপাত্মাদিগের দমন ও আজ্ঞানুবর্ত্তী অর্থাৎ সৎপথাবলম্বী ব্যক্তিগণের সদ্‌গতি সম্পাদনের জন্য তুমি মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়া থাক; এই জন্য বরাহাদি অবতারগ্রহণ যেমন তোমার স্বেচ্ছাকৃত, সেইরূপ জ্ঞানমার্গ প্রদর্শনের জন্য আমার পুত্ররূপে এই অবতীর্ণ হওয়াও তোমার স্বেচ্ছাকৃত॥ ৫

শ্রীধরটীকা।—অথবা ন ময়া তমপত্যান্তরবৎ জঠরে ভৃতঃ, কিন্তু বরাহাদ্যবতারবৎ ইচ্ছয়ৈবাবির্ভূতোঽসীত্যাহ—ত্বং দেহতন্ত্রো দেহপরিকরঃ স্বীকৃতমূর্ত্তিরসি। পাপ্মনাং দুষ্টানাম্। নিদেশভাজামাজ্ঞানুবর্ত্তিনাম্, বিভূতয়ে সমৃদ্ধয়ে আত্মপথোপলব্ধয়ে জ্ঞানমার্গপ্রদর্শনায়॥ ৫

অন্বয়ঃ।—শ্বাদোঽপি (অন্ত্যজাধমঃ শ্বপচাখ্যজাতিবিশেষান্তর্গতোঽপি) ক্বচিৎ (কদাচিদপি) যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ (যস্য তব নামধেয়স্য শ্রবণাৎ অনুকীর্ত্তনাচ্চ) যৎপ্রহ্বনাৎ (যস্য তব প্রহ্বনাৎ নমস্কারাৎ) যৎস্মরণাদপি সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) সবনায় (সোমযাগায়) কল্পতে (যোগ্যো ভবতি, ইহৈব জন্মনি সোমযাজী ব্রাহ্মণ ইব পূজ্যত্বং লব্ধ্বা জন্মান্তরে তাদৃশযোগ্যতাং লভতে ইতি তাৎপর্য্যং বোধ্যং) নু (ভোঃ) ভগবন্! তে (তব) দর্শনাৎ (সাক্ষাৎকারাৎ) পুনঃ কুতঃ (অকৃতার্থত্বং কুতঃ সম্ভবতীতি, অতস্তদ্দর্শনাৎ কৃতার্থৈবাস্মীতি ভাবঃ)॥ ৬

মূলানুবাদ।—হে ভগবন্! কুক্কুরভোজী শ্বপচজাতীয় কোন ব্যক্তিও যদি কদাচিৎ তোমার নাম শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে, কিংবা তোমার চরণে প্রণত হয়, অথবা তোমাকে স্মরণ করে, তবে সেও তৎক্ষণাৎ সোমযাগের যোগ্য অর্থাৎ সোমযাজী ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজ্য হইতে পারে; সুতরাং তোমার দর্শনের কথা আর কি বলিব, (অতএব আমি তোমাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থা হইয়াছি)॥ ৬

শ্রীধরটীকা।—অতস্তদ্দর্শনাদহং কৃতার্থাস্মীতি কৈমুত্যন্যায়েনাহ। যন্নামধেয়স্য শ্রবণমনুকীর্ত্তনঞ্চ তস্মাৎ। ক্বচিৎ কদাচিদপি। শ্বানমত্তীতি শ্বাদঃ শ্বপচঃ সোঽপি সবনায় সোমযাগায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি। অনেন পূজ্যত্বং লক্ষ্যতে॥ ৬

অন্বয়ঃ।—অহোবত! (অত্যাশ্চর্য্যমিদং) যে (যে কেঽপি জনাঃ) তে (তব) নাম গৃণন্তি (উচ্চারয়ন্তি) তে তপস্তেপুঃ (তপস্যাং কৃতবন্তঃ), [তে] জুহুবুঃ (হোমং কৃতবন্তঃ), [তে] সস্নুঃ (তীর্থস্নাতাঃ সঞ্জাতাঃ) ব্রহ্ম (বেদম্) অনূচুঃ (অধীতবন্তঃ), আর্য্যাঃ ["কুলং শীলং দয়া দানং ধর্ম্মঃ সত্যং কৃতজ্ঞতা। অলোভ ইতি যেষ্বেতৎ তানার্য্যান্ সংপ্রচক্ষতে॥" ইত্যার্য্যলক্ষণযোগ্যো ভবতি], অতঃ (অস্মাদ্ধেতোঃ) যজ্জিহ্বাগ্রে (যস্য জিহ্বাগ্রে) তুভ্যং (তব) নাম বর্ত্ততে [সঃ] শ্বপচঃ (অন্ত্যজাধমঃ অপি) গরীয়ান্ (পূজ্যো ভবতি)॥ ৭

মূলানুবাদ।—বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোনও লোক তোমার নাম উচ্চারণ করিলে তাহাতেই

তং ত্বামহং ব্রহ্ম পরং পুমাংসং প্রত্যক্স্রোতস্যাত্মনি সংবিভাব্যম্।
স্বতেজসা ধ্বস্তগুণপ্রবাহং বন্দে বিষ্ণুং কপিলং বেদগর্ভম্ ॥ ৮

তাহার তপস্যা, হোম, তীর্থাদি স্নান, বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি সকলই সম্পন্ন হয়। অতএব যাহাব জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বিদ্যমান থাকে, সেই ব্যক্তি অতি অধম শ্বপচ হইলেও অত্যন্ত পূজ্য হইয়া থাকে ॥ ৭

শ্রীধরটীকা।—তদুপপাদয়তি। অহোবতেত্যাশ্চর্য্যে! যস্য জিহাগ্রে তব নাম বর্ত্ততে স শ্বপচোঽপি অতোঽস্মাদেব হেতোর্গরীয়ান্। যৎ যস্মাৎ বর্ত্ততে অত ইতি বা। কুত ইত্যত আহ। ত এব তপস্তেপুঃ কৃতবন্তঃ। জুহুবুঃ হোমং কৃতবন্তঃ। সস্নুঃ তীর্থেষু স্নাতঃ। আর্য্যাস্ত এব সদাচারাঃ। ব্রহ্ম বেদম্ অনূচুঃ অধীতবন্তঃ। তন্নাম-কীর্ত্তনে তপআদ্যন্তর্ভূতম্ অতস্তে পুণ্যতমা ইত্যর্থঃ। যদ্বা জন্মান্তরে তৈস্তপোহোমাদি সর্ব্বং কৃতমস্তীতি ত্বন্নামকীর্ত্তনমহাভাগ্যোদয়াদবগম্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—অহং, ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপং) পরং পুমাংসং (পরমপুরুষরূপম্) প্রত্যক্স্রোতসি (প্রত্যাহৃতে সর্ব্ব-বিষয়েভ্যো ব্যাবর্ত্ত্য অন্তর্মুখীকৃতে ইত্যর্থঃ) আত্মনি (মনসি) সংবিভাব্যং (সম্যক্ চিন্তনীয়ং) স্বতেজসা (নিজ-প্রভাবেণ) ধ্বস্তগুণপ্রবাহং (মায়াবৃত্তিবিনাশকরং) তং (সুপ্রসিদ্ধং) বিষ্ণুং (ভগবৎস্বরূপং) বেদগর্ভং (বেদ-জ্ঞানপূর্ণং) কপিলং ত্বাং বন্দে (প্রণমামি) ॥ ৮

মূলানুবাদ।—তুমিই পরম ব্রহ্ম, তুমিই পরম পুরুষ, সর্ব্ববিষয় হইতে মনকে সংযত করিয়া লইয়া তদ্দ্বারা তোমার সম্যক্ চিন্তা করিতে হয়। তুমি নিজের মাহাত্ম্যে মায়ার কার্য্য বিনষ্ট কর, তোমারই অন্তরে পূর্ণভাবে বেদজ্ঞান অবস্থিত, তুমিই সেই বিশ্ববিখ্যাত বিষ্ণু কপিলমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছ, অতএব আমি তোমাকে প্রণাম করি ॥ ৮

শ্রীধরটীকা।—প্রত্যক্স্রোতসি প্রত্যাহৃতে আত্মনি মনসি সংবিভাব্যং সঞ্চিন্ত্যম্। বেদা গর্ভে যস্য তম্ ॥ ৮

শ্রীভাগবতাম্বভবর্ষিণী।—ভগবান্ শ্রীকপিল অতি বিস্তৃতভাবে সাঙ্খ্যযোগ, ভক্তিযোগ, প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া মাতাকে যেরূপ কর্ত্তব্যোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সে সকল শ্রবণ করিয়া মাতা দেবহূতির অন্তঃকরণ হইতে মোহের আবরণ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়াছে। সেই পূর্ব্ববর্ণিত অতিরমণীয় অতুল ঐশর্য্যপূর্ণ ভোগ-সামগ্রীতে আর তাঁহার অনুমাত্রও লক্ষ্য নাই। জাগতিক বিষয়ের তত্ত্বানুভব ও শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তিভাবে তাঁহার চিত্তের এমন শুদ্ধি জন্মিয়াছে—যাহাতে তিনি জীবন্মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই অধ্যায়েই তাঁহার সেই জীবন্মুক্ত অবস্থা পর্য্যন্ত বর্ণিত হইতেছে ও তিনি মোহমুক্ত ভক্তিপ্রবণহৃদয়ে ভগবানের যেরূপ স্তুতি করিয়াছিলেন, তাহাই প্রথমতঃ কথিত হইতেছে।

শ্রীদেবহূতি বলিতে লাগিলেন—হে ভগবন্! তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করা যে তোমার কতদূর অনুগ্রহের ফল, তাহা বর্ণনাতীত; কারণ স্বয়ং ব্রহ্মা, যিনি তোমারই নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তিনিও জন্মিয়া তোমার সাক্ষাৎকারলাভ করিতে না পারিয়া কত স্তব করিয়াছিলেন। (এই স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে ব্রহ্মার সেই শতবৎসরব্যাপী স্তব ও তাহার ফলে যে ধ্যানযোগে ভগবন্মূর্ত্তি হৃদয়মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা বর্ণিত আছে) এমন দুর্লভদর্শন তুমি আমার মত সামান্য অবলাকে যে দেখা দিয়াছ—শুধু দেখা দেওয়া নহে,—পুত্ররূপে আমার গর্ভে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমার এই অতুল অনুগ্রহের প্রতিদান জগতে কি হইতে পারে, বুঝি না; আর কিরূপ ভাষাবিন্যাসে তোমার সেই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যাইতে পারে তাহাও আমার বুদ্ধির অতীত; সুতরাং আমি কেবল কায়মনোবাক্যে তোমার চরণ বন্দনা করিতেছি। হে প্রভো! প্রলয়কালে সমগ্র বিশ্ব যে তোমার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, সেই পরমমহান্ বিশ্বম্ভর তুমি—আমার গর্ভে যে তোমাকে কিরূপে ধারণ করিয়াছিলাম, ইহা

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ঈড়িতো ভগবানেবং কপিলাখ্যঃ পরঃ পুমান্। বাচাবিক্লবয়েত্যাহ মাতরং মাতৃবৎসলঃ ॥ ৯

শ্রীভগবানুবাচ।

মার্গেণানেন মাতস্তে সুসেব্যেনোদিতেন মে। আস্থিতেন পরাং কাষ্ঠামচিরাদবরোৎস্যসি ॥ ১০
শ্রদ্ধৎস্বৈতন্মতং মহ্যং জুষ্টং যদ্‌ব্রহ্মবাদিভিঃ। যেন মামভয়ং যায়া মৃত্যুমৃচ্ছন্ত্যতদ্বিদঃ ॥ ১১

ভাবিয়া আমি বিস্মিত হইতেছি! হে মায়াময়! তুমি প্রলয়জলরাশির মধ্যে যেমন ক্ষুদ্র শিশুরূপে একটি বটপত্রের উপর শায়িত অবস্থায় স্বীয় চরণাঙ্গুষ্ঠ পান করিয়া অপূর্ব্ব মায়া প্রদর্শন করিয়াছিলে, ইহাও বুঝি তোমার সেইরূপ অচিন্তনীয় মায়াপ্রকাশ; অথবা তুমি বরাহাদি অবতার গ্রহণকালে যেমন কাহারও গর্ভে প্রবেশ না করিয়াই ইচ্ছামাত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলে, ইহাও কি সেইরূপ? যাহাই হউক, আমি তোমাকে দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলাম। তোমার নাম শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে নিতান্ত অধমজাতীয় ব্যক্তিও পরমপূজ্যতা লাভ করে।

শ্রীদেবহূতির এই স্তুতিবাক্যের মধ্যে একটী কথার আলোচনা করা আবশ্যক। মূলে আছে—"শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে।" ইহাতে আপাততঃ প্রতীতি হয় যে, "অন্ত্যজাধম চণ্ডালজাতীয় ব্যক্তিও তোমার নাম শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে তৎক্ষণাৎ সোমযাগ পর্য্যন্ত করিবার অধিকারী হয়"। কিন্তু ইহা প্রকৃত তাৎপর্য্য নহে, কারণ পূর্ব্বজন্মে তাহার যতই সুকৃতি থাকুন না কেন, দুষ্কৃতিও এমন কিছু ছিল—যাহার ফলে তাহার অধম জাতিতে জন্মলাভ হইয়াছে; সুতরাং ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীভগবানের নামশ্রবণাদি দ্বারা তাহার দুষ্কৃতির ক্ষয় হইলে সে অচিরে সেই নীচ জাতি হইতে নিস্তার পাইয়া পরজন্মে এমন উত্তম জাতি লাভ করিবে, যাহাতে সোমযাগ পর্য্যন্ত করিতে তাহার অধিকার থাকিবে। স্বামিপাদের টীকার "অনেন পূজ্যত্বং লক্ষ্যতে" এই কথায় এবং পরমভাগবত শ্রীপাদজীবগোস্বামীর "ক্রমসন্দর্ভে" "তদনন্তরজন্মন্যেব দ্বিজত্বং প্রাপ্য তদধিকারী স্যাৎ" এই কথায় ঐরূপ তাৎপর্য্যই সূচিত হইয়াছে। অন্যান্য টীকাকারগণও একবাক্যে ইহাই স্বীকার করিয়াছেন ॥ ১—৮

অন্বয়ঃ।—কপিলাখ্যঃ (কপিলনামকঃ) পরঃ পুমান্ ভখবান্ এবম্ ঈড়িতঃ (মাত্রা এবং স্তুতঃ) মাতৃবৎসলঃ (মাতরং প্রতি প্রীতিবিশেষপরিব্যাপ্তঃ সন্) অবিক্লবয়া (গম্ভীরয়া) বাচা মাতরম্ ইতি (বক্ষ্যমাণবাক্যম্) আহ (কথিতবান্) ॥ ৯

মূলানুবাদ।—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীকপিল (জননী কর্ত্তৃক) এইরূপে স্তুত হইয়া প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে গম্ভীরবাক্যে মাতাকে এইরূপ বলিলেন ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—[হে] মাতঃ! উদিতেন (মৎকথিতেন) তে (তব) সুসেব্যেন (অনায়াসসাধ্যেন) অনেন মার্গেণ (ভক্তিপথেন) আস্থিতেন (অবলম্বিতেন সতা) অচিরাৎ (শীঘ্রমেব) পরাং কাষ্ঠাং (চরমাং সিদ্ধিম্) অবরোৎস্যসি (প্রাপ্স্যসি) ॥ ১০

মূলানুবাদ।—ভগবান্ শ্রীকপিল বলিলেন—মাতঃ! আমি যেরূপ কহিয়াছি, সেই ভক্তিমার্গই তোমার পক্ষে অনায়াসসাধ্য, ইহা অবলম্বন করিলেই তুমি অচিরে পরমসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে ॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—অবিক্লবয়া গম্ভীরয়া বাচা ॥ ৯ ॥ তে তব সুসেব্যেন সুখং সেব্যেন মে ময়া উদিতেন, আস্থিতেন অনুষ্ঠিতেন। পরাং কাষ্ঠাং জীবন্মুক্তিম্ অবরোৎস্যসি প্রাপ্স্যসি ॥ ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মবাদিভিঃ (ব্রহ্মানুধ্যানপরায়ণৈঃ; যৎ জুষ্টং (সেবিতম্ আদৃতমিতি যাবৎ) মহ্যং (মম)

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইতি প্রদর্শ্য ভগবানুশতীমাত্মনো গতিম্। স্বমাত্রা ব্রহ্মবাদিন্যা কপিলোঽনুমতো যযৌ ॥১২
সা চাপি তনয়োক্তেন যোগাদেশেন যোগযুক্। তস্মিন্নাশ্রম আপীড়ে সরস্বত্যাঃ সমাহিতা ॥১৩
অভীক্ষ্ণাবগাহকপিশান্ জটিলান্ কুটিলালকান্। আত্মানঞ্চোগ্রতপসা বিভ্রতী চীরিণং কৃশম্ ॥১৪
প্রজাপতেঃ কর্দ্দমস্য তপোযোগবিজৃম্ভিতম্। স্বগার্হস্থ্যমনৌপম্যং প্রার্থ্যং বৈমানিকৈরপি ॥১৫

এতৎ মতং শ্রদ্ধৎস্ব (শ্রদ্ধয়া অনুতিষ্ঠ) যেন (এতন্মতানুষ্ঠানেন) অভয়ং (ন বিদ্যতে ভয়ং যত্র তথাবিধং) মাং যায়াঃ (যাস্যসি), অতদ্বিদঃ (এতন্মতানভিজ্ঞাঃ) মৃত্যুম্ (অধোগতিম্) ঋচ্ছন্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ১১

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মবাদী মুনিগণ আমার এই মত অবলম্বন করিয়া থাকেন ; তুমিও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ইহা গ্রহণ কর। ইহা দ্বারাই সর্ব্বভয়নিবৃত্তিকারী আমাকে প্রাপ্ত হইবে। যাহারা আমার এই মতে অনভিজ্ঞ, তাহারা অধঃপতিত হইয়া থাকে ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—ভগবান্ কপিলঃ ইতি (উক্তপ্রকারেণ) উশতীং (কমনীয়াম্) আত্মনো গতিং (স্বস্য লাভোপায়ং) প্রদর্শ্য (বিজ্ঞাপ্য) ব্রহ্মবাদিন্যা (ব্রহ্মনিষ্ঠয়া) স্বমাত্রা (দেবহূত্যা) অনুমতঃ (গমনায় দত্তানুমতিঃ সন্) যযৌ (গতবান্) ॥ ১২

মূলানুবাদ।—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—ভগবান্ শ্রীকপিল এইরূপে নিজেকে লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মপরায়ণা মাতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন ॥ ১২

শ্রীধরটীকা।—যায়াঃ যাস্যসি। অতদ্বিদঃ মন্মতমবিদ্বাংসঃ ॥ ১১ ॥ অনুমতঃ অনুজ্ঞাতঃ ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—সা চাপি (দেবহূতিশ্চ) সরস্বত্যাঃ (নদ্যাঃ) আপীড়ে (পুষ্পমুকুটতুল্যে) তস্মিন্ আশ্রমে (বিন্দুসরসি) তনয়োক্তেন (কপিলকথিতেন) যোগাদেশেন (ভক্তিযোগোপদেশানুসারেণ) যোগযুক্ (যোগপরায়ণা সতী) সমাহিতা (সমাধিপ্রাপ্তা বভূব) ॥ ১৩

মূলানুবাদ।—শ্রীদেবহূতিও সরস্বতী নদীর পুষ্পমুকুটতুল্য সেই বিন্দুসরোবরস্থিত আশ্রমে শ্রীকপিলের উপদেশানুসারে যোগ অবলম্বনে সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৩

শ্রীধরটীকা।—সরস্বত্যা আপীড়ে পুষ্পমুকুটতুল্যে। সরস্বত্যেতি পাঠে মুকুটেনেব সংবেষ্টিতে বিন্দুসরসি সমাহিতা বভূব ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—[দেবহূতিঃ কথম্ভূতা সতী সমাহিতা বভূব তদ্বর্ণয়তি] অভীক্ষ্ণাবগাহকপিশান্ (পুনঃ পুনঃ স্নানেন পিঙ্গলবর্ণান্) জটিলান্ (জটাযুক্তান্) কুটিলালকান্ (কুটিলান্ কেশান্), উগ্রতপসা (কঠোরতপস্যয়া) কৃশঃ (ক্ষীণং) চীরিণং (চীরধারিণম্) আত্মানঞ্চ (দেহঞ্চ, "আত্মা দেহে ধৃতৌ জীবে" ইত্যাদ্যভিধানাৎ) বিভ্রতী (ধারয়ন্তী সতী, সমাহিতেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ১৪

মূলানুবাদ।—তপস্যার অঙ্গ ত্রিসন্ধ্যায় স্নান করিতে করিতে দেবহূতির কুটিল কেশরাশি পিঙ্গলবর্ণ ও জটাযুক্ত হইয়াছিল। কঠোর তপস্যা করিতে করিতে দেহ অতি ক্ষীণ হইয়াছিল এবং পরিধানে মাত্র চীর অর্থাৎ ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড অবস্থিত ছিল। এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া [তিনি ভগবানের উদ্দেশ্যে সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন]॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—কথম্ভূতা সতী সমাহিতা তদাহ। অভীক্ষ্ণং ত্রিষবণমবগাহঃ স্নানং তেন কপিশান্ পিশঙ্গান্ অতএব কুটিলান্ অলকান্ কেশান্ তথা আত্মানঞ্চ দেহং চীরধারিণং কৃশঞ্চ বিভ্রতী সতী ॥ ১৪

পয়ঃফেননিভাঃ শয্যা দান্তা রুক্মপরিচ্ছদাঃ। আসনানি চ হৈমানি সুস্পর্শাস্তরণানি চ ॥ ১৬ ॥
স্বচ্ছস্ফটিককুড্যেষু মহামারকতেষু চ। রত্নপ্রদীপা আভান্তি ললনারত্নসংযুতাঃ ॥ ১৭ ॥
গৃহোদ্যানং কুসুমিতৈ রম্যং বহ্বমরদ্রুমৈঃ। কূজদ্বিহঙ্গমিথুনং গায়ন্মত্তমধুব্রতম্ ॥ ১৮ ॥
যত্র প্রবিষ্টমাত্মানং বিবুধানুচরা জগুঃ। বাপ্যামুৎপলগন্ধিন্যাং কর্দ্দমেনোপলালিতম্ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ—প্রজাপতেঃ কর্দ্দমস্য তপোযোগবিজৃম্ভিতং (তপোবলেন আবিষ্কৃতং) বৈমানিকৈরপি (বিমানচারিভিঃ দেবাদিভিরপি) প্রার্থ্যং (বাঞ্ছনীয়ম্) অনৌপম্যং (তুলনারহিতং) স্বগার্হস্থ্যং [হিত্বেতি পরেণান্বয়ঃ] ॥ ১৫

মূলানুবাদ।—প্রজাপতি কর্দ্দম ঋষির তপোবলে আবিষ্কৃত গার্হস্থ্য ভোগসম্পদ—যাহা বিমানচারি দেবতা প্রভৃতিরও বাঞ্ছনীয় (সেই সমস্ত ত্যাগ করিয়া তিনি পুত্রবিচ্ছেদের কাতরতায় নিজ মুখখানি বিষণ্ণ করিয়াছিলেন) ॥১৫

শ্রীপ্ররটীকা—প্রজাপতেঃ কর্দ্দমস্য তপোযোগাভ্যাং বিজৃম্ভিতম্ অতিশয়িতং স্বগার্হস্থ্যং হিত্বা পুত্রভূতেশ্বরবিরহাতুরা সতী বদনং কিঞ্চিদনির্ব্বাচ্যং শোকব্যাকুলং চকারেতি ষষ্ঠেনান্বয়ঃ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—[পূর্ব্বোক্তং স্বগার্হস্থ্যং বর্ণয়তি পঞ্চভিঃ শ্লোকৈঃ] [যত্র গার্হস্থ্যে] পয়ঃফেননিভাঃ (দুগ্ধফেনতুল্যাঃ কোমলাঃ শুভ্রাশ্চ) শয্যাঃ, রুক্মপরিচ্ছদাঃ (স্বর্ণময়োপচারশোভিতাঃ) দান্তাঃ (গজদন্তাদিনির্ম্মিতাঃ মঞ্চাদয়ঃ) সুস্পর্শাস্তরণানি (সুস্পর্শানি আস্তরণানি যত্র তানি) হৈমানি (স্বর্ণনির্ম্মিতানি) আসনানি চ (পীঠাদীনি চ) [স্থিতানীতি শেষঃ] ॥ ১৬

মূলানুবাদ—(দেবহূতির গৃহে) দুগ্ধফেনতুল্য শয্যা, স্বর্ণনির্ম্মিত নানাবিধ উপচারে শোভিত হস্তিদন্তাদি রচিত মঞ্চ এবং স্বর্ণময় পীঠাদি আসন ও তদুপরি সুখস্পর্শ আস্তরণ ছিল ॥ ১৬

অন্বয়ঃ—মহামাকরতেষু (মহদ্ভিঃ মকরতমণিভির্ব্যাপ্তেষু) স্বচ্ছস্ফটিককুড্যেষু (স্বচ্ছেষুস্ফটিকময়ভিত্তিদেশেষু) ললনারত্নসংযুক্তাঃ (ললনাকৃতীনি যানি রত্নানি, রত্ননির্ম্মিতা যা রমণীমূর্ত্তয় ইত্যর্থঃ, তত্র সংযুতাঃ বিন্যস্তাঃ) রত্নপ্রদীপাঃ আভান্তি (শোভন্তে) ॥১৭

মূলানুবাদ।—উত্তম মরকতমণিখচিত স্বচ্ছস্ফটিকময় ভিত্তিতে রত্ননির্ম্মিত রমণীমূর্ত্তি সকল অবস্থিত ছিল, তাহাতে সংস্থাপিত রত্নময় প্রদীপসমূহ শোভা পাইত ॥ ১৭

শ্রীপ্ররটীকা।—যত্র গার্হস্থ্যে ক্ষীরফেননিভাঃ মৃদুশুভ্রাঃ শয্যা আস্তরণানি আভান্তি। দন্তঘটিতা মঞ্চকাশ্চ। স্বর্ণময়াঃ পরিকরাঃ। আসনানি পীঠাদীনি সুস্পর্শান্যাস্তরণানি যেষু ॥ ১৬।১৭

অন্বয়ঃ—[যত্র চ] কুসুমিতৈঃ (পুষ্পশালিভিঃ) বহ্বমরদ্রুমৈঃ (বহুভিঃ পারিজাতাদিভির্বৃক্ষৈঃ) রম্যং (মনোজ্ঞং) কূজদ্বিহঙ্গমিথুনং (শব্দায়মানপক্ষিদম্পতিশোভিতং) গায়ন্মত্তমধুব্রতং (গায়ন্তঃ গুঞ্জন্তঃ মত্তাঃ মধুব্রতাঃ ভ্রমরা যত্র তথাবিধং) গৃহোদ্যানম্ [আসীদিতি শেষঃ] ॥ ১৮

মূলানুবাদ।—তাঁহাদের গৃহের নিকটবর্ত্তী উপবন অনেক পারিজাতাদি বৃক্ষ দ্বারা অতি মনোজ্ঞ ছিল, তাহাতে সুন্দর ফুল সকল ফুটিয়া থাকিত, পক্ষিদম্পতি বসিয়া মনোহর শব্দ করিত ও মদমত্ত ভ্রমরদল মধুর গুঞ্জন করিত ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—যত্র (গৃহোদ্যানে) উৎপলগন্ধিন্যাং (পদ্মগন্ধযুক্তায়াং) বাপ্যাং (দীর্ঘিকায়াং) প্রবিষ্টং কর্দ্দমেন উপলালিতং (সাদররক্ষিতম্) আত্মানং (স্বং, দেবহূতিমিত্যর্থঃ) বিবুধানুচরাঃ (দেবানুচরাঃ গন্ধর্ব্বাদয়ঃ) জগুঃ (যশঃসঙ্গীতেনাভিনন্দিতবন্তঃ) ॥ ১৯

হিত্বা তদীপ্সিততমমপ্যাখণ্ডলযোষিতাম্ । কিঞ্চিচ্চকার বদনং পুত্রবিশ্লেষণাতুরা ॥ ২০
বনং প্রব্রজিতে পত্যাবপত্যবিরহাতুরা । জ্ঞাততত্ত্বাপ্যভূন্নষ্টে বৎসে গৌরিব বৎসলা ॥ ২১
তমেব ধ্যায়তী দেবমপত্যং কপিলং হরিম্ । বভূবাচিরতো বৎস নিঃস্পৃহা তাদৃশে গৃহে ॥ ২২
ধ্যায়তী ভগবদ্রূপং যদাহ ধ্যানগোচরম্ । সুতঃ প্রসন্নবদনং সমস্তব্যস্তচিন্তয়া ॥ ২৩

মূলানুবাদ ।—এই উপবনের মধ্যে পদ্মগন্ধপূর্ণ সরোবরে যখন কর্দ্দম কর্ত্তৃক সাদরে প্রতিপালিতা দেবহূতি প্রবেশ করিতেন, তখন গন্ধর্ব্বাদি দেবানুচরগণ যশোগান করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিত ॥ ১৯

শ্রীধরটীকা ।—বহুভিরমরক্রমৈ রম্যম্ ॥ ১৮ ॥ যত্রোদ্যানে প্রবিষ্টমাত্মানং দেবহূতিম্ ॥ ১৯

অন্বয়ঃ ।—অখণ্ডলযোষিতামপি (ইন্দ্রপত্নীনাং শচ্যাদীনামপি) ঈপ্সীততমং তৎ (গার্হস্থ্যং) হিত্বা (উপেক্ষ্য) পুত্রবিশ্লেষণাতুরা (কেবলং পুত্রবিরহকাতরা সতী) বদনং কিঞ্চিচ্চকার (বিষণ্ণং কৃতবতী) ॥ ২০

মূলানুবাদ ।—সেই গার্হস্থ্য, যাঁহা ইন্দ্রপত্নী শচী প্রভৃতিরও একান্ত বাঞ্ছনীয় ছিল, তাহা উপেক্ষা করিয়া দেবহূতি কেবল পুত্রবিচ্ছেদে মুখখা ন মলিন করিয়াছিলেন ॥ ২০

শ্রীধরটীকা ।—আখণ্ডল ইন্দ্রঃ তস্য যা যোষিতস্তাসামপি ঈপ্সিততমং প্রাপ্তুমিষ্টতমং তৎ হিত্বা তত্রাভিমানং ত্যক্ত্বা ॥ ২০

অন্বয়ঃ ।—পত্যৌ (কর্দ্দমে) বনং প্রব্রজিতে (গতে সতি) বৎসলা (পুত্রবাৎসল্যেনৈব স্বস্থা সা দেবহূতিঃ) জ্ঞাততত্ত্বাপি (তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্নাপি) বৎসে নষ্টে বৎসলা গৌরিব অপত্যবিরহাতুরা (পুত্রবিরহেণ নিতান্তং ব্যাকুলা) অভূৎ ॥ ২১

মূলানুবাদ ।—তাঁহার পতি কর্দ্দম সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক বনে গমন করিলে তিনি এতাবৎকাল কেবল পুত্রবাৎসল্যবশতঃই সুস্থ ছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি পুত্রবিচ্ছেদে বৎসহারা গাভীর ন্যায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ॥ ২১

শ্রীধরটীকা ।—সুহৃদ্বিয়োগস্য দুঃসহতামাহ—বনমিতি । নষ্টে বৎসে বৎসলা গৌরিবাভূৎ ॥ ২১

অন্বয়ঃ ।—[হে] বৎস ! (বিদুর !) অপত্যং (পুত্ররূপেণাবতীর্ণং) কপিলং (কপিলনামকং) তং দেবং হরিমেব ধ্যায়তী (চিন্তয়ন্তী সতী) অচিরতঃ (শীঘ্রমেব) তাদৃশে গৃহে (তথাবিধে রমণীয়েঽপি স্বগার্হস্থ্যে) নিঃস্পৃহা (আসক্তিশূন্যা) বভুব ॥ ২২

মূলানুবাদ ।—বৎস বিদুর ! দেবহূতি একমাত্র কপিল নামক পুত্ররূপী সেই ভগবান্ শ্রীহরিকে চিন্তা করিতে করিতেই অচিরে সেই রমণীয় গার্হস্থ্যের প্রতি নিঃস্পৃহ হইয়াছিলেন ॥ ২২

অন্বয়ঃ ।—সুতঃ (কপিলঃ) প্রসন্নবদনঃ [সন্] যৎ আহ (ভজনার্থম্ উপদিষ্টবান্) [তৎ] ধ্যানগোচরং (চিন্তামাত্রবিষয়ীভূতং ন তু সাক্ষাদনুভূয়মানং) ভগবদ্রূপং (ভগবতঃ শ্রীহরেঃ স্বরূপং) সমস্তব্যস্তচিন্তয়া (সমষ্টিরূপেণ ব্যষ্টিরূপেণ চ ভাবনয়া) ধ্যায়তী (ধ্যায়ন্তী আসীদিতি শেষঃ) ॥ ২৩

মূলানুবাদ ।—শ্রীকপিল প্রসন্ন হইয়া যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসারে দেবহূতি শ্রীভগবানের তাদৃশ রূপ ধ্যানপথে গ্রহণ করিয়া সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

শ্রীধরটীকা ।—বিরহকৃতধ্যানফলমাহ, নিস্পৃহা নির্ব্বাসনা । বৎস ! হে বিদুর ॥ ২২ ॥ ততঃ সুতঃ কপিলো যদাহ তদ্ভগবতো রূপং ধ্যায়ন্তী তদা আত্মানঞ্চ বিশ্বতোমুখং সর্ব্বগতং ধ্যায়ন্তী ব্রহ্মণ্যবস্থিতমতির্বভূবেতি পূর্ব্বেণ বাক্যসঙ্গঃ । কেন ধ্যায়ন্তী ? বিশুদ্ধেনাত্মনা মনসা ॥ ২৩

ভক্তিপ্রবাহযোগেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা। যুক্তানুষ্ঠানজাতেন জ্ঞানেন ব্রহ্মহেতুনা ॥ ২৪
বিশুদ্ধেন তদাত্মানমাত্মনা বিশ্বতোমুখম্। স্বানুভূত্যা তিরোভূতমায়াগুণবিশেষণম্ ॥ ২৫
ব্রহ্মণ্যবস্থিতমতির্ভগবত্যাত্মসংশ্রয়ে ॥ ২৬ ॥
নিবৃত্তজীবাপত্তিত্বাৎক্ষীণক্লেশাপ্তনির্ব্বৃতিঃ।
নিত্যারূঢ়সমাধিত্বাৎ পরাবৃত্তগুণভ্রমা।
ন সস্মার তদাত্মানং স্বপ্নে দৃষ্টমিবোত্থিতঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ।—ভক্তিপ্রবাহযোগেন (অবিচ্ছিন্নভক্তিধারারূপেণ যোগেন), বলীয়সা বৈরাগ্যেণ, যুক্তানুষ্ঠানজাতেন (যুক্তানুষ্ঠানম্ আহারবিহারাদিনিয়মপূর্ব্বকং যথোচিতকর্ম্মানুষ্ঠানং, তস্মাজ্জাতেন) ব্রহ্মহেতুনা (ব্রহ্মত্ব সম্পাদকেন) জ্ঞানেন [চ] (হেতুনা) বিশুদ্ধেন আত্মনা (চিত্তেন) স্বানুভূত্যা (স্ব-স্বরূপোপলব্ধ্যা) তিরোভূতমায়াগুনবিশেষণং (বিদূরিতমায়াবরণং) বিশ্বতোমুখং (সর্ব্বব্যাপিনম্) আত্মানং [চ] তদা [ধ্যায়ন্তীতি পূর্ব্বেণান্বয়ো বোধ্যঃ] [দেবহূতিঃ] আত্মসংশ্রয়ে (জীবানামাশ্রয়স্বরূপে) ভগবতি ব্রহ্মণি অবস্থিতমতিঃ (একাগ্রচিত্তা) [আসীদিতি শেষঃ] ॥ ২৪—২৬

মূলানুবাদ।—তৎকালে শ্রীদেবহূতি অবিরাম ভক্তিযোগ, প্রবল বৈরাগ্য এবং পরিমিত আহার-বিহারাদি পূর্ব্বক সমুচিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা উৎপন্ন ব্রহ্মত্বসম্পাদক জ্ঞান লাভ করায় বিশুদ্ধচিত্তে আত্মচিন্তাপরায়ণা হইলেন। এই আত্মার স্বরূপ অনুভূত হইলে আর মায়াজনিত আবরণ থাকে না, সর্ব্বব্যাপী স্বরূপ প্রকাশিত হয়। (ফল কথা) এইরূপে তিনি জীবগণের আশ্রয়স্বরূপ পরমব্রহ্ম শ্রীভগবানের প্রতি তন্ময়চিত্ত হইয়া উঠিলেন ॥ ২৪—২৬

শ্রীধরটীকা।—বিশুদ্ধৌ কারণান্যাহ—ভক্তিপ্রবাহরূপেণ যোগেন বৈরাগ্যেণ চ, যুক্তানুষ্ঠানেন জাতং যজ্‌জ্ঞানং তেন চ। যুক্তানুষ্ঠানঞ্চ গীতাসূক্তম্—"যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু। যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥" ইতি। ব্রহ্মহেতুনা ব্রহ্মত্বাপাদকেন ॥ ২৪ ॥ বিশ্বতোমুখত্বে হেতুঃ—স্বানুভূত্যা স্বরূপপ্রকাশেন তিরোভূতং মায়াগুণৈর্বিশেষণং পরিচ্ছেদো যস্য ॥ ২৫ ॥ কথম্ভূতে ব্রহ্মণি ? আত্মনাং জীবানাং সংশ্রয়ে ভগবতি ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।–তদা নিবৃত্তজীবাপত্তিত্বাৎ (জীবভাবনিবৃত্তিবশাৎ) হীনক্লেশা আপ্তনির্বৃতিঃ (আপ্তা লব্ধা নির্বৃতিঃ শান্তির্যয়া সা) নিত্যারূঢ়সমাধিত্বাৎ (সর্ব্বদা সুপ্রতিষ্ঠিতসমাধিবশাৎ) পরাবৃত্তগুণভ্রমা (পরাবৃত্তঃ বিগতঃ গুণজনিতঃ ভ্রমো যস্যাঃ সা দেবহূতিঃ) উত্থিতঃ (সুপ্তেঃ পরং জাগরিতঃ জনঃ) স্বপ্নে দৃষ্টমিব (স্বপ্নানুভূতং বিষয়জাতং যথা সম্যক্ ন স্মরতি তথা) আত্মানং (দেহং) ন সস্মার ॥ ২৭

মূলানুবাদ।–তৎকালে শ্রীদেবহূতির জীবভাব বিদূরিত হওয়াতে তাঁহার সমস্ত ক্লেশের নির্বৃতি ও শান্তিলাভ ঘটিয়াছিল এবং তাঁহার সমাধি সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াতে তমঃ প্রভৃতি গুণজনিত ভ্রম সকল অপগত হইয়াছিল। সুতরাং সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়গুলির সম্যক্ স্মরণ হয় না, তাঁহারও সেইরূপ নিজদেহবৃত্তান্ত আর স্মরণ রহিল না ॥ ২৭

শ্রীধরটীকা।—তস্যা জীবন্মুক্তিমাহ সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। তদা চ নিবৃত্তা জীবাপত্তির্জীবভাবো যস্যাঃ, তস্যা ভাবস্তত্ত্বং তস্মাদ্বিগতক্লেশা প্রাপ্তনির্বৃতিশ্চ সতী আত্মনাং দেহং ন সস্মারেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। নন্বু তথাপি গুণানাং বিদ্যমানত্বাৎ কথমস্মরণং তত্রাহ– নিত্যারূঢ়ো লব্ধপ্রতিষ্ঠঃ সমাধির্যস্যাস্তস্যা ভাবস্তত্ত্বং তস্মাৎ, পরাবৃত্তঃ শান্তো গুণনিমিত্তো ভ্রমো যস্যাঃ সা ॥ ২৭

তদ্দেহঃ পরতঃ পোষোঽপ্যকৃশশ্চাধ্যসম্ভবাৎ । বভৌ মলৈরবচ্ছন্নঃ সধূম ইব পাবকঃ ॥ ২৮
স্বাঙ্গং তপোযোগময়ং মুক্তকেশং গতাম্বরম্ । দৈবগুপ্তং ন বুবুধে বাসুদেবপ্রবিষ্টধীঃ ॥ ২৯
এবং সা কপিলোক্তেন মার্গেণাচিরতঃ পরম্ । আত্মানং ব্রহ্মনির্ব্বাণং ভগবন্তং তমাপ হ ॥৩০
তদ্বীরাসীৎ পুণ্যতমং ক্ষেত্রং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ । নাম্না সিদ্ধপদং যত্র সা সংসিদ্ধিমুপেয়ুষী ॥৩১
তস্যাস্তদ্‌যোগবিধূত-মার্ত্ত্যং মর্ত্ত্যমভূৎ সরিৎ ।
স্রোতসাং প্রবরা সৌম্য সিদ্ধিদা সিদ্ধসেবিতা ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ ।—পরতঃ পোষোঽপি (পরাভিঃ কর্দ্দমপ্রভাবসৃষ্টাভিবিদ্যাধরীভিরেব পোষঃ পোষণং যস্য তথাবিধঃ অর্থাৎ স্বেচ্ছয়া অপোষিতোঽপীত্যর্থঃ) তদ্দেহঃ (তস্যাঃ দেবহূতের্দেহঃ) অধ্যসম্ভবাৎ (মনঃকষ্টাসম্ভবাৎ) অকৃশঃ, মলৈরবচ্ছন্নশ্চ (সংস্কারবিশেষাভাবাৎ মলপরিব্যাপ্তোঽপি) সধূমঃ পাবক ইব (ধূমব্যাপ্তঃ অনল ইব) বভৌ (অন্তস্তেজসা শুশুভে) ॥ ২৮

মূলানুবাদ ।—তখন যদিও তাঁহার দেহ কর্দ্দমের প্রভাব নির্ম্মিত বিদ্যাধরী প্রভৃতি দ্বারাই পোষিত হইত, (স্বয়ং কিছুমাত্র পোষণ করিতেন না,) তথাপি মনের কোনরূপ গ্লানি না থাকায় সেই দেহ অকৃশই ছিল ; কিন্তু সংস্কারের পরিপাট্য না থাকায় মলাচ্ছন্ন হইলেও তাহা ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতেছিল ॥ ২৮

শ্রীধরটীকা ।—পরতঃ পরাভিরেব কর্দ্দমসৃষ্টবিদ্যাধরিভিঃ পোষঃ পোষণং যস্য । আধির্মনোগ্লানিস্তদসম্ভবাদকৃশঃ । মলৈরবচ্ছন্নোঽপি বভৌ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ ।—বাসুদেবপ্রবিষ্টধীঃ (ভগবৎসংসক্তচিত্তা সা দেবহূতিঃ) তপোযোগযুক্তং (তপসি যোগে চ নিযুক্তং) দৈবগুপ্তং (প্রাক্তনকর্ম্মনৈব রক্ষিতং, ভগবতা রক্ষিতমিতি বা) স্বাঙ্গং (নিজদেহং) মুক্তকেশং গতাম্বরং (বিগতবস্ত্রমপি চ) ন বুবুধে (নানুভূতবতী) ॥ ২৯

মূলানুবাদ ।—তিনি শ্রীভগবানের প্রতি এমনই তন্ময়চিত্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার সেই যোগতপস্যায় নিযুক্ত শরীর কেবল প্রাক্তন কর্ম্মবশে, অথবা শ্রীভগবানের অনুগ্রহে রক্ষিত হইতেছিল মাত্র। উহাতে কেশরাশি আলুলায়িত কিম্বা বসন অপগত হইলেও তিনি তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই ॥ ২৯

অন্বয়ঃ ।—সা (দেবহূতিঃ) কপিলোক্তেন মার্গেণ (ভক্তিযোগপথেন) এবং (সমাহিতা সতী) অচিরতঃ পরং (কিয়ৎকালানন্তরমেব) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (নিত্যমুক্তম্) আত্মানং (পরমাত্মস্বরূপং) তং ভগবন্তম্ আপ হ (প্রাপ্তবতী) ॥ ৩০

মূলানুবাদ ।—দেবহূতি এইরূপে শ্রীকপিলের উপদিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া অল্পকাল পরেই নিত্যমুক্ত পরমাত্মস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩০

শ্রীধরটীকা ।—দৈবগুপ্তম্ আরব্ধকর্ম্মপালিতম্ ॥ ২৯ ॥ নির্ব্বাণং নিত্যমুক্তম্ ॥ ৩০

অন্বয়ঃ ।—[হে] বীর ! (বিদুর !) যত্র (যস্মিন্ স্থানে) সা (দেবহূতিঃ) সংসিদ্ধিং (সম্যক্ সিদ্ধিম্) উপেয়ুষী (প্রাপ্তবতী) তৎ (স্থানং) ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং (ত্রিভুবনবিখ্যাতং) পুণ্যতমং ক্ষেত্রং নাম্না সিদ্ধপদং (সিদ্ধপদনামকম্) আসীৎ ॥ ৩১

মূলানুবাদ ।—হে বীর বিদুর ! যে স্থানে শ্রীদেবহূতি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই স্থান ত্রিভুবন বিখ্যাত সিদ্ধপদ নামক পরম পুণ্যক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে ॥ ৩১

অন্বয়ঃ ।—[হে] সৌম্য ! (বিদুর !) যোগবিধূতমার্ত্ত্যং (যোগেন সাধনাবলেন বিধুতা বিলীনা মার্ত্ত্যা

কপিলোঽপি মহাযোগী ভগবান্ পিতুরাশ্রমাৎ ।
মাতরং সমনুজ্ঞাপ্য প্রাগুদীচীং দিশং যযৌ ॥ ৩৩ ॥
সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈর্মুনিভিশ্চাপ্সরোগণৈঃ ।
স্তূয়মানঃ সমুদ্রেণ দত্তার্হণনিকেতনঃ ॥ ৩৪ ॥
আস্তে যোগং সমাস্থায় সাংখ্যাচার্য্যৈরভিষ্টুতঃ ।
ত্রয়াণামপি লোকানামুপশান্ত্যৈ সমাহিতঃ ॥ ৩৫ ॥
এতন্নিগদিতং তাত যৎ পৃষ্টোঽহং তবানঘ ।
কপিলস্য চ সংবাদো দেবহূতেশ্চ পাবনঃ ॥ ৩৬ ॥

দৈহিকা মলাদয়ো যস্য তথাবিধং) তস্যা তৎ মর্ত্ত্যং (শরীরং) সিদ্ধসেবিতা (দেবগন্ধর্ব্বাদিভিঃ সিদ্ধৈরপি আদৃতা) সিদ্ধিদা (পরমার্থফলপ্রদা) স্রোতসাং (নদীনাং মধ্যে) প্রবরা (শ্রেষ্ঠতমা) সরিৎ (নদী) অভূৎ ॥ ৩২

মূলানুবাদ ।—হে ভদ্র বিদুর ! শ্রীদেবহূতির শরীর সাধনাবলে নির্ম্মল হইয়াছিল ; তাহা একটী নদী হইয়া রহিয়াছে । এই নদী স্রোতস্বতীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সিদ্ধিদায়িনী ; দেব গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সিদ্ধগণ তাহাকে সাদরে সেবা করিয়া থাকেন ॥ ৩২

শ্রীধরটীকা ।—হে বীর হে বিদুর ! উপেয়ুষী প্রাপ্তা ॥ ৩১ ॥ হে সৌম্য ! তস্যাস্তন্মর্ত্ত্যং শরীরং সরিদভূৎ । কথম্ভূতম্ ? যোগেন বিধুতা বিলীনা মার্ত্ত্যা দৈহিকা ধাতুমলা যস্য ॥ ৩২

অন্বয়ঃ ।—মহাযোগী ভগবান্ কপিলোঽপি মাতরং (দেবহূতিং) সমনুজ্ঞাপ্য (সম্যক্ অনুজ্ঞাং প্রার্থ্য) পিতুঃ (কর্দ্দমস্য) আশ্রমাৎ (বিন্দুসরোবরাৎ) প্রাক্ (প্রথমতঃ) উদীচীম্ (উত্তরাং) দিশং যযৌ (গতবান্) ॥ ৩৩

মূলানুবাদ ।—মহাযোগী ভগবান্ শ্রীকপিলও মাতার নিকট হইতে অনুমতি লইয়া পিতার আশ্রম হইতে প্রথমতঃ উত্তর দিকে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩৩

শ্রীধরটীকা ।—কপিলো যযাবিত্যুক্তং, তদেব প্রপঞ্চয়তি—কপিলোঽপীতি ত্রিভিঃ । সম্যগনুজ্ঞাপ্য অনুজ্ঞাং সম্প্রার্থ্য ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ ।—[স ভগবান্ কপিলঃ] সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈঃ মুনিভিঃ অপ্সরোগণৈশ্চ স্তূয়মানঃ, সমুদ্রেণ দত্তার্হণনিকেতনঃ (দত্তম্ অর্হণম্ অর্ঘ্যং নিকেতনং বাসস্থানঞ্চ যস্মৈ সঃ) সাঙ্খ্যাচার্য্যৈরভিষ্টুতঃ (সম্যক্ স্তুতঃ) ত্রয়াণাং লোকানামপি (ত্রিভুবনস্যাপি) উপশান্ত্যৈ (শান্তিবিধানার্থং) যোগং সমাস্থায় (অবলম্ব্য) সমাহিতঃ (সমাধিপ্রাপ্তঃ সন্) আস্তে (তিষ্ঠতি) ॥ ৩৪ । ৩৫

মূলানুবাদ ।—(ভগবান্ শ্রীকপিল) ত্রিভুবনের শান্তির জন্য যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক সমাধিপ্রাপ্ত হইয়া আছেন । সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, মুনিগণ ও অপ্সরাগণ সর্ব্বদা তাঁহার স্তব করেন । সমুদ্র তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক বাসস্থান দান করিয়াছেন । সাঙ্খ্যাচার্য্যগণ সর্ব্বদা তাঁহার স্তুতিবাদ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ । ৩৫

শ্রীধরটীকা ।—দত্তমর্হণম্ অর্ঘ্যং নিকেতনঞ্চ যস্মৈ ॥ ৩৪ ॥ উপশান্ত্যর্থং সমাহিত আস্তে ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ ।—[হে] অনঘ ! (পুণ্যশীল !) তাত ! (বৎস বিদুর !) কপিলস্য দেবহূতেশ্চ পাবনঃ (পবিত্রতাজনকঃ) সংবাদঃ (বৃত্তান্তঃ) যৎ (যস্মাদ্ধেতোঃ) তব (ত্বয়া) অহং পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ, অত্র “ইত্যত্র” ষষ্ঠী-

য ইদমনুশৃণোতি যোঽভিধত্তে কপিলমুনের্মতমাত্মযোগগুহ্যম্ ।
ভগবতি কৃতধীঃ সুপর্ণকেতাবুপলভতে ভগবৎপদারবিন্দম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
কপিলোপাখ্যানং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

প্রয়োগঃ, দ্বিকর্ম্মস্য প্রচ্ছের্দ্বয়োরপি কর্ম্মণোরুক্ততয়া নির্দ্দেশশ্চ আর্ষঃ) [তস্মাদ্ধেতোঃ] এতৎ (বৃত্তান্তজাতং) নিগদিতং (কথিতং ময়েতি শেষঃ) ॥ ৩৬

মূলানুবাদ ।—হে পুণ্যশীল বৎস বিদুর! তুমি যে আমার নিকট শ্রীকপিল ও শ্রীদেবহূতির পবিত্র সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা এই কথিত হইল ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ ।—কপিলমুনেঃ আত্মযোগগুহ্যম্ (আত্মতত্ত্বজ্ঞানোপায়স্বরূপতয়া গোপনীয়ম্) ইদং মতং যঃ অনুশৃণোতি [অথবা] যঃ অভিধত্তে (কীর্ত্তয়তি) [সঃ] ভগবতিসুপর্ণকেতৌ (গরুড়ধ্বজে শ্রীহরৌ) কৃতধীঃ (সংসক্তচিত্তঃ সন্) ভগবৎপদারবিন্দম্ উপলভতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে তৃতীয়স্কন্ধস্য ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩

মূলানুবাদ ।—আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উপায়স্বরূপ অতিগোপনীয় এই কপিল মুনির উপদেশ যে ব্যক্তি শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তিনি ভগবান্ গরুড়ধ্বজ শ্রীহরির প্রতি একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই শ্রীভগবানের পাদপদ্ম লাভ করিতে সমর্থ হন ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতমূলানুবাদে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৩

শ্রীধরটীকা ।—প্রকরণার্থমুপসংহরতি—এতদিতি । তব ত্বয়া ॥ ৩৬ ॥ এতবচ্ছ্রবণকীর্ত্তনফলমাহ—য ইতি। সুপর্ণকেতৌ গরুড়ধ্বজে । উপলভতে প্রাপ্নোতি ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকপিলমূর্ত্তিতে অবতীর্ণহইয়া মাতা দেবহূতিকে সুবিস্তৃত ভাবে জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি প্রভৃতি সাধনরহস্য উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক সুস্পষ্টভাবে পরমমঙ্গলময় পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে শ্রীদেবহূতি একান্ত কৃতজ্ঞতা সহকারে ভক্তিবিনম্রচিত্তে পুত্ররূপী শ্রীভগবানের যথেষ্ট স্তব করিয়াছেন। অনন্তর শ্রীকপিল মাতার নিকট বিদায় লইয়া নিজের অভিমত স্থানে প্রস্থান করিলেন। শ্রীদেবহূতি ভগবানের উপদেশে দেহ, গৃহ এবং গার্হস্থ্যের অতুলসমৃদ্ধি, অনুপম ভোগসামগ্রী প্রভৃতি সকল বস্তুর মমতাই ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু কেবল সেই পুত্ররূপী ভগবানের প্রস্থানজনিত দুঃখ অতিক্রম করিতে পারিলেন না। পুত্রবাৎসল্য যে কি পদার্থ, তাহা সহৃদয় পুত্রবানদিগের স্বহৃদয়সংবেদ্য ; সুতরাং সেই বাৎসল্যভাজনের বিচ্ছেদদুঃখ যে কতদূর অসহনীয়, তাহাই বা কিরূপে ভাষায় প্রকাশ করা যাইবে? ফল কথা, শ্রীকপিলদেব চলিয়া যাইবার পর দেবহূতির হৃদয়ে আর কোনও বস্তু স্থান পাইল না, কেবল সেই পুত্র, আর তাঁহার উপদেশগুলিতেই চিত্তের সকল বৃত্তি পর্য্যবসিত হইল। লীলাময়ের কি অপূর্ব্বলীলা! তিনি এই পুত্রবিচ্ছেদের লীলার অবতারণা ঘটাইয়া মাতার মন হইতে অন্য সকল প্রকার আকর্ষণ অতি সহজে নষ্ট করিয়া দিলেন। মাতা একমনে কেবল তাঁহারই চিন্তা করিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সেই তত্ত্বোপদেশের স্মৃতি জাগরিত থাকায় অচিরেই তিনি সকল প্রকার

বাসনামুক্ত হইয়া একমাত্র পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ শ্রীভগবানের প্রতি তন্ময় হইলেন। ত্রিগুণাত্মক মায়ার অধীন কোনও ভাবই আর তাঁহাতে স্থান পাইল না, অতএব মাতৃত্ব ও পুত্রত্বরূপ উপাধি ভুলিয়া শুদ্ধচৈতন্যময় আত্মবোধ তাঁহার অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, তিনি জীবন্মুক্ত হইলেন। ভুক্তাবশিষ্ট প্রাক্তন যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল, তাহা জীবন্মুক্ত অবস্থায় বেদান্তোক্ত "তথাপি কুর্ব্বন্নপি নিষ্ক্রিয়শ্চ যঃ" এই প্রণালী মতে কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সমস্তই ক্ষয়প্রাপ্ত হইল ও ক্রমে দেহাবসানে সেই ব্রহ্মানন্দময় শ্রীভগবানকে তিনি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার সেই দেহ সাধন সংস্পর্শে এত পবিত্র হত। মাহাত্ম্যশালী হইয়াছিল যে, তাহা সিদ্ধ জনসেব্য শ্রেষ্ঠতম একটি নদীরূপে পরিণত হইল, আর তাঁহার সেই সাধনা ক্ষেত্রটি সিদ্ধপদ নামে সুপ্রসিদ্ধ পুণ্যক্ষেত্র হইয়া রহিল। এদিকে মহাযোগী শ্রীকপিল মাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া শিষ্টাচার অনুসারে প্রথমতঃ উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন; তাঁহার মহিমায় সমুদ্র পর্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বাস করিবার যোগ্য স্থান ছাড়িয়া দিলেন। শ্রীকপিল তখন গঙ্গাসাগর সঙ্গম স্থানে অবস্থান করিয়া যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক সমাধিস্থ হইলেন। এইরূপে মহামুনি মৈত্রেয় বিদুরের নিকট শ্রীকপিল ও শ্রীদেবহূতির উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া কথার উপসংহার করিলেন।

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামী প্রবর্ত্তিতায়ং
শ্রীতারানাথশর্ম্মণা কৃতায়াং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থেন সম্পাদিতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিনী নাম
তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

সমাপ্তোঽয়ং তৃতীয়স্কন্ধঃ।